INDEX

E PAGE

nesday, the 17th January, 1979.

Thursday, the 18th January, 1979.

Friday, the 19th January, 1979.

DATE

Monday, the 22nd January, 1979.

1. Questions & Answers.
2. Calling Attention Notice.
3. Introduction of the Tripura Homoeopathic System of Medicine Bill, 1979.
4. Consideration & passing of the Salaries & Allowances of the Chairman, Vice-Chairman and the Commissioner of the Agartala Municipality Bill, 1979.
5. Introduction of the Tripura Appropriation Bill
6. Passing of the Tripura Appropriation Bill
7. Introduction of the Tripura Tribal Areas & Autonomous District Council Bill, 1979.
8. Private Members' Resolutions.
9. Papers Laid on the Table.

Wednesday, the 24th January, 1979.

1. Questions & Answers.
2. Calling Attention
3. Laying of Rules.
4. Government Bill.
(Motion for consideration of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Bill, 1979)
5. Motion for reference of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Bill, 1979 to a Select Committee and discussion thereon.
6. Passing of the motion for reference of the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Bill, 1979 to a Select Committee.
7. Papers laid on the Table.

Thursday, the 25th January, 1979

1 Questions & Answers.
2. Laying of Rules.
3. Consideration & Passing of Tripura Homoeopathic system of Medicine Bill, 1979
4. Presentation of the Report of the Committee on Estimates
5. Short discussion on matters of Urgent Public Importance.

— — —

INDEX

ERRATA

Please read the correct head lines as indicated against pages in the books of different dates.

14th March 1978	
GOVT. BILL	25
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	27
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	29
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	31
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	33
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	35
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	37
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	39
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	41
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	43
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	45
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	47
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	49
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	51
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	53
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	55
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	57
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	59
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	61
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	63
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS	65
PAPERS LAID ON THE TABLE	67
PAPERS LAID ON THE TABLE	69
PAPERS LAID ON THE TABLE	71
15th March 1978	
Calling Attention	13
Calling Attention	15
Presentation of the Committee Report	19
Discussion on the Supplementary grants for 1977-78	29
Discussion on Supplementary grants	33

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

The Assembly met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace) Agartala Tripura on Friday the 10th March, 1978 at 11-00 A. M.

PRESENT

Shri Sudhanwa Dev Barma Speaker in the Chair, Chief Minister 9 (Nine) Ministers, Deputy Speaker, 47 Members.

STARRED QUESTIONS

(To which oral answers were given).

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন। শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— কোয়েশ্চান নাম্বার ২১ স্যার।

প্রশ্ন

১) ১৯৭২ইং ১লা জানুয়ারী থেকে ১৯৭৭-এর ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারী কোয়ার্টার পাওয়ার জন্য কত জন কর্মচারী দরখাস্ত করেছেন, এবং

২) তাদের মধ্যে কতজন কোয়ার্টার এখনও পান নাই।

উত্তর

১) ২,৩৩০ জন দরখাস্ত করেছেন এবং

২) ১৪৭৬ জন পাননি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে কোয়ার্টার এ্যালটমেন্ট করা হয়, কিসের ভিত্তিতে, নীতিটা কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— ১৯৭২ হইতে ডিসেম্বর ১৯৭৭ পর্যন্ত সরকারী বাসস্থানের জন্য নিবেদন করেছেন এবং যাহারা অদ্যাবধি বাসস্থান পাননি তাদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করা সম্ভব নয় যেহেতু বেশী সংখ্যক কর্মচারী অবসর গ্রহণ করেছেন এবং অনেকে রাজ্যের বাইরে

স্ব স্ব কর্মস্থলে বদলি হয়ে গিয়েছেন। অধিকিন্তু সরকারের বাসস্থান বন্টন নিয়মবিধি অনুসারে প্রত্যেক বৎসর নূতন করে সরকারী বাসস্থান বন্টনের জন্য আবেদন পত্র আহ্বান করা হয় এবং ১৮৯ জন কর্মচারী ১৯৭৮ সালের জানুয়ারী মাসে সরকারী বাসস্থানের জন্য আবেদন করেছেন তন্মধ্যে বাসস্থানের সংখ্যা সীমাবদ্ধ বলে ১৫৩ জনকে বাসস্থান বন্টন করা যায় নি। উক্ত বাসস্থান বন্টন নিয়মবিধি অনুযায়ী সিনিয়রিটি ভিত্তিক সরকারী বাসস্থান বন্টন করা হয়ে থাকে। যখন কোন বাসস্থান খালি হয়, বা নূতন বাসস্থান তৈরী হয়, তাহলে সরকারী বাসস্থানের অপ্রতুলতার জন্য সকল কর্মচারীকে বাসস্থান বন্টন করা সম্ভব নয়। কদাচিত উক্ত নিয়মবিধি লংঘন করে বাসস্থান বন্টন কমিটির সুপারিশ মোতাবেকে বিশেষ ক্ষেত্রে বাসস্থান বন্টন হয়ে থাকে। মুখ্যসচিব, উন্নয়ন কমিশনার, মুখ্য বাস্তুকার এবং এষ্টেট অফিসারকে নিয়ে উক্ত বাসস্থান বন্টন কমিটি গঠিত হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি কি বিবেচনা করে এইসব কোয়ার্টার বন্টন করা হয়, সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— এ্যালটমেন্ট রুল অনুযায়ী এবং সিনিয়রিটির ভিত্তিতে দেওয়া হয়।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, একথা কি সত্য যে অনেক অফিসার বে-আইনিভাবে অনেক সরকারী কোয়ার্টারস দখল করে আছেন, তাঁরা রিটায়ার করেছেন অথচ এ্যালটমেন্ট রুলের বাইরে অনেক অফিসার সরকারী কোয়ার্টারস দখল করে রেখেছেন এখনও?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— এটা থাকতে পারে, তবে আমাকে এর জন্য সময় দিতে হবে আমি তথ্য সংগ্রহ করে জানাব মাননীয় সদস্য নোটিশ দিলে পরে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটা কি জানা আছে, অনেক অফিসারকে সরকারী কোয়ার্টারস এ্যালটমেন্ট করা হয়েছে যাঁদের নিজস্ব বাড়ী আছে? তাঁরা সরকারী কোয়ার্টারে আছেন অথচ নিজেদের বাড়ী ভাড়া দিয়ে রেখেছেন, এভাবে কোয়ার্টারস যাঁরা দখল করে রেখেছেন তাঁদের সেসব কোয়ার্টারস ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হবে কি না?

চীফ মিনিষ্টার :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে সাহায্য করছি এ ব্যাপারে। সম্প্রতি সরকারের দৃষ্টিতে এ ধরণের ঘটনা এসেছে এবং সরকার তাদেরকে নোটিশ দিয়েছে, তাদের নির্মিত বাড়ীতে যেতে হবে, সরকারী কোয়ার্টারস খালি করে দিতে হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তার সংখ্যা কত এবং তাদের নাম কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— (চীফ মিনিষ্টার) এখনও এ তথ্য সংগ্রহ করা হয়নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— লাষ্ট ডেট কবে পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (চীফ মিনিষ্টার) :— লাষ্ট ডেট দেওয়া হয়নি, কারণ বাড়ীগুলো সরকার ভাড়া নিয়েছে। সরকারী কর্মচারীদের বাড়ী সরকারকে ভাড়া দিয়ে তারা সরকারী কোয়ার্টারসে আছে। সরকার মনে করে এটা ঠিক নয়, তাদের নিজেদের বাড়ীতে যাওয়া উচিত। সরকারী টাকায় বাড়ী তৈরী করেছে, সরকারকে সে বাড়ী ভাড়া দিয়েছে, আবার নিজে সরকারী কোয়া-

টারসে আছে, এই তিনরকম সুবিধা এরা পাচ্ছে, এই সমস্ত সুবিধা দেওয়া যায় তাদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কবে ছাড়তে হবে, সেরকম কোন ডেট ফিক্স আপ করে দেওয়া হয়নি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— আমরা দেখছি যে অনেক অ্যাপ্লিকেন্ট রয়েছে যাদের এখনও কোয়ার্টার অ্যালটমেন্ট করা সম্ভব হয় নি। সরকারী কোন স্কীম আছে কি যাতে তারা আরও বেশী করে কোয়ার্টার পেতে পারে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— আমরা কিছু কোয়ার্টার করেছি, যেমন সেভেনটি নাইন টিলাতে আছে, তারপর কুমারঘাটে আছে। সবগুলি এখন পর্যন্ত অ্যালটমেন্ট হয় নি। সেগুলিতে অফিসাররা যান নি। সামনের বছর আমরা দেখব আরও কিছু কোয়ার্টার অ্যালটমেন্ট করা যায় কিনা। আমরা সেকেন্ড বাজেটে সেটা করার চেষ্টা করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭।

প্রশ্ন

১) গোমতী হাইডেল প্রোজেক্ট পরিকল্পনাটি কার্যকরী করতে মোট কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে:

২) এই হাইডেল প্রজেক্ট থেকে বর্তমানে কি পরিমান বিদ্যুত উৎপাদন হচ্ছে;

৩) এই বিদ্যুত কি ত্রিপুরার চাহিদা পূরণের পক্ষে যথেষ্ট?

উত্তর

১) ১৫,৯১,00,০০০ টাকা ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত খরচ হয়েছে।

২) দুইটির মধ্যে একটি জেনারেটার খারাপ থাকার দরুণ বর্তমানে পাঁচ মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপন্ন হচ্ছে। ২য় জেনারেটরটি চালু হইলে এই প্রকল্প হইতে সর্বোচ্চ ৮.৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইবে।

৩) এই পাঁচ মেগাওয়াট বিদ্যুত ত্রিপুরার চাহিদা পূরণের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তবে বর্তমানে একটি জেনারেটর খারাপ আছে এবং তাহা ঠিক হইলে ত্রিপুরার বর্তমান চাহিদা গোমতী প্রকল্প হইতে মেটান সম্ভব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এই যে খরচ হল, এটা কি শুধু হাইডেল প্রজেক্টগুলি করার জন্যই খরচ হয়েছে, না কি উচ্ছেদপ্রাপ্ত পরিবারগুলির ক্ষতিপূরণের হিসাবও এর মধ্যে ধরা হয়েছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— এটা সব মিলে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— ক্ষতিপূরণ বাবত কত টাকা দেওয়া হয়েছিল?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— এটা এখন আমার হাতে নাই, পরে জানাব।

শ্রীসমর চৌধুরী :— ডুম্বুর জল প্রকল্প করতে গিয়ে সমস্ত এলাকা জলে ডুবে গেছে এবং পরিবার উচ্ছেদ হয়েছে। তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করেছিলেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অনুমতি দিলে আমি এই ব্যাপারে বলতে পারি। এটা ঠিক যে এই প্রকল্প যে জায়গায় হবে সেটা প্রধানত: উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা এবং ৫০ | ৬০ | ৭০ বছর যাবত অনেক পরিবার এখানে বসতি করতেন যাদের জমির কোন পাট্টা ইত্যাদি দেওয়া হয় নি। যখন সার্ভে করা হয় তখন জঙ্গল ছিল, সেই সার্ভে ঠিক ঠিকমত হয় নি—কত এলাকা ছিল, কত জমি ছিল তাদের সেটা ঠিকমত সার্ভে করা হয় নি। ফলে যখন গভর্ণমেণ্ট জোর করে সি, আর, পি দিয়ে তাদের উচ্ছেদ করলেন, তাদের বিকল্প পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা ছিল না। তখন দেখা গেল যে একটা বিরাট অংশ যখন উদ্বাস্তু হল, তারা ক্ষতিপূরণের মালিক হল। তাদের জন্য উদ্বাস্তু ক্যাম্প ইত্যাদি কিছু কিছু করে দেওয়া হল এবং পুনর্বাসন দপ্তর থেকে তাদের কিছু সাহায্য দেওয়া হল। সেই সাহায্য তাদের পুনর্বাসনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। এখন সেই এলাকাটা সাব-প্ল্যান এলাকায় পড়েছে এবং সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সাব-প্ল্যানের সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া হবে। কাজেই এখানে যে তথ্যটা পরিবেশন করা হয়েছে, মোট টাকা যেটা দেওয়া হয়েছে ক্ষতিপূরণের জন্য—সেই ছোট্ট অংশ দেওয়া হয়েছে, বাকী অংশ অন্যান্য খরচ বাবত।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— এই যে ১৫·৯১ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, এটা যখন সুরু হয়েছিল তার এষ্টিমেট কত ছিল ? তারপর এই টাকার মধ্যে এন, পি, সি, সি, এর সঙ্গে এগ্রিমেণ্ট ছিল ১৫ পারসেণ্ট তারা প্রফিট নেবে খরচের উপর। তাহলে এই ১৫·৯১ লক্ষ টাকার সেই প্রফিটটা কত ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় সদস্য এই তথ্য আমরা পরে দেব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে ৫ মেগাওয়াট এখন উৎপন্ন হচ্ছে। আমরা জানি এই বিদ্যুৎ প্রায় সময়েই সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। এর কারণ কি সেটা জানতে চাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে যন্ত্রের কথা কিছুই বলা যায় না। যান্ত্রিক গোলযোগ হলে এটা হয়ে থাকে। আর ডাগাড়া গোমতী জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হতে দুটো মেশিনের দ্বারা সর্ব্বোচ্চ ৮·৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব এবং ত্রিপুরার বর্ত্তমান চাহিদা যা ৭·৫ মেগাওয়াট সেটা মেটানো সম্ভব। দুটো মেশিনের মধ্যে একটা মেশিন গত নভেম্বর মাসে খারাপ হয়ে যায় এবং একটা চালু অবস্থায় আছে। এখন কিছুটা ডিজেল মেশিনের সাহায্যে উৎপাদন হচ্ছে। তথাপি ঘাটতি পূরণের জন্য সামান্য কিছু এদিক ওদিক রাখার প্রয়োজন হয়। কারণ আসাম থেকে মাত্র এক মেগাওয়াট দিচ্ছে। তাছাড়া আর একটা প্ল্যান আমরা করেছি একটা জেনারেটারকে ষ্ট্যাণ্ড বাই রাখার জন্য। এটা করলে আশা করব ভবিষ্যতে এরকম হবে না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— আসাম থেকে বিদ্যুৎ আনার জন্য কত খরচ করতে হচ্ছে আমাদের ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— এটা আমি পরে জানাতে পারব।

শ্রীনকুল দাস :— যারা উচ্ছেদ হয়েছে তারা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে এবং এইসম্পর্কে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ? যেমন গান্ধীনগরে আছে, এরা এখন খুবই দূরবস্থার মধ্যে আছে, গণ্ডাছড়াতে আছে। কাজেই এদের সম্পর্কে সহসা কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই সমস্ত উদ্বাস্তু সরকারের অন্যান্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসন এর সুযোগ সুবিধা পায়। এই হাইডেল প্রজেক্ট থেকে কোন খাড়তিটাকা তাদের দেওয়া হবে না। কিন্তু সরকারের পুনর্বাসনে যে সমস্ত সুযোগ দেওয়ার পরিকল্পনা আছে, তার অগ্রাধিকার এই সমস্ত উদ্বাস্তুরা পাবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এই সুযোগ সুবিধা কি তারা ট্রাইবেল হিসাবে সাব-প্ল্যান থেকে পাবে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— শুধু ট্রাইবেল। কিন্তু যেখানে ভূমিহীন অ-উপজাতিরা আছে সেখানে তারাও পাবেন। যেমন বিলোনীয়া পশ্চিম পাহাড়ে কিছু উদ্বাস্তু গিয়েছেন। সেখানে যে সুযোগ সুবিধা আছে ভূমি সংস্কারের সেগুলি তারা পাবেন।

শ্রীবিমল সিনহা :— এই যে ১৫·৯১ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, এখানে কয়েক বছর আগে একটা বিরাট অ্যামাউন্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, এখানে কত টাকা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং কারা আছে এখনসেখানে। এটা হিসাবের অন্তর্ভূক্ত কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— আছে, কিন্তু এটা আলাদা করে দেওয়া হচ্ছে না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় সদস্য, ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু কোটি কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে তা নয়। কত ক্ষতি হয়েছিল সেটা আমরা পরে দেব।

শ্রীবিমল সিনহা :— সেই ক্ষতিটা কাদের দ্বারা হয়েছিল ? কোন এনকোয়ারী রিপোর্ট আছে কিনা, সেটাও চাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে ক্ষতিপূরণের কথা বলেছেন, সেটা কত কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে, তা এক্ষুনি আমি বলতে পারছি না। আমি এটা পরে জেনে জানাব।

শ্রীবিমল সিনহা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ক্ষতিটা কাদের দ্বারা হয়েছে, আমরা সেটা জানতে চাই ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এই ক্ষতিটা কাদের দ্বারা হয়েছে, আমি তা পরে জানাব।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথাটা বলেছেন তার সম্পর্কে আমি একটু পরিষ্কার হতে চাই। যেমন কালা পাহাড় এলাকা থেকে যেসব অ-উপজাতি উদ্বাস্তু উচ্ছেদ হয়েছে, সেই সব অ-উপজাতি উদ্বাস্তুদের সাব-প্লেন এরিয়াতে পুনর্বাসন দেওয়ার কোন প্রভিশন আছে কি ? কারণ আমরা গত বারের থার্ড এ্যামেণ্ডমেন্ট অব ল্যাণ্ড এ্যাণ্ড ল্যাণ্ড রিফর্মস এ্যাক্টে সেই রকম কিছু দেখছি না। কাজেই কি করে তাদের সেখানে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা উঠছে আমি বুঝতে পারছি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় সদস্য এখানে যে কথাটা বলেছেন, আমি সেটাকে পরিষ্কার করে দিতে চাইছি যে সাব-প্লেন এরিয়াতে কোন অ-উপজাতি উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে না। তবে সাবপ্লেন এরিয়া থেকে যারা উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়েছে, তারা নিজেরাই সেখানে বসবাস করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সরকার থেকে যে সব এলাকায় ফিফটি পারসেন্টেরও বেশী উপজাতি আছে, সেইব সএলাকায় কোন অ-উপজাতি উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন দিচ্ছে না।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, মাননীয় সদস্য যে ক্ষতিপূরণের কথা বলেছেন, সেটা কত কোটি টাকা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী ঐ এরিয়া থেকে যে সমস্ত আদিবাসী উচ্ছেদ হয়েছে অথচ তারা কোন রকম ক্ষতিপূরণ পায় নি, তাদেরকে নূতন করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সরকার কোন রকম চিন্তা করছেন কিনা, আমরা সেটা জানতে চাই ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— আমরা অধিকাংশ ট্রাইবেলকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি, তা সত্ত্বেও যারা বাকী আছেন বা যারা পান নি, তাদের কথা আমরা ভেবে দেখছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি মাননীয় সদস্যের প্রশ্ন যতটুকু বুঝতে পেরেছি সেটা হচ্ছে তিনি বলতে চাইছেন, আগে যাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব হয় নি অথচ তারা তাদের নিজেদের জমি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে, তাদের এখন সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি ? —আমি বলছি হাইডেল প্রজেক্টের আওতার মধ্যে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মতো ব্যবস্থা নাই। কিন্তু রাজ্য সরকার যদি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে তাদের জন্য কোন রকম অর্থের ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে আমরা সেটা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, তাদেরকে উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা আছে, অথচ তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার মতো কোন ব্যবস্থা নাই, এটা কেমন কথা আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু আপনারা তো এখন সরকারের ভার নিয়েছেন, কাজেই আপনারা কি তাদের জন্য সেই রকম কোন চিন্তা করছেন, জানাবেন কি ?

Shri Dasarath Deb :— Sir, according to Parliamentary procedure the question put should be specific and not for the purpose of any arguments.

শ্রীতরণীমোহন সিংহ :— স্যার, এই যে ক্ষতিপূরণের কথা এখানে বলা হচ্ছে, তার মধ্যে কতজন ট্রাইবেল আর কতজন সিডিউল্ড কাষ্ট আছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মি: স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, ইট ইজ নট রিলেটেড টু দি কোয়েশ্চান।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, যেহেতু এই সমস্ত পরিবারকে নিজেদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, সেহেতু সরকার তাদের কথা নূতন করে বিবেচনা করে দেখবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার, এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে এই সরকার খুবই সহানুভূতিশীল। আর তার জন্য তারা যাতে ভাল জমি পেতে পারে, এবং তাদের কাজের সংস্থান যাতে করা যায়, তার জন্য এই সরকার নানাভাবে চেষ্টা করছেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— স্যার, আমি শুনেছি সেখানে নাকি অনেক মাছ পাওয়া যায়, বিশেষ করে পুটি মাছ পাওয়া যায়। কাজেই ঐ সব পুটিমাছ দিয়ে পাহাড়ীরা যাতে সিদল তৈরী করতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা সরকার তাদের দিবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— সেই রকম কোন সুযোগ সুবিধা থাকলে নিশ্চয় সরকার সেটা চিন্তা করে দেখবেন।

শ্রীমতি মোহন জমাতিয়া :— স্যার থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৬।

প্রশ্ন

১) আগামী আর্থিক বছরে গ্রামীন বিদ্যুৎ পরিকল্পনার আওতাধীনে কয়টি গ্রামকে আনা হচ্ছে ?

উত্তর

১) ১৫০টি গ্রাম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মন্ত্রী মহোদয়, এর মধ্যে বিভাগীয় ভিত্তিক কয়টি আর গ্রাম ভিত্তিক কয়টি জানতে পারি কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, এর ব্রেক-আপটা এখন আমার কাছে নাই, আমি পরে দেব।

শ্রীখগেন দাস :— মন্ত্রী মহোদয়, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত কয়টি গ্রামকে বিদ্যুৎ পরিকল্পনার আওতাধীন আনা হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, ১৯৭৭-৭৮ সালের মধ্যে মোট ৪১০টি গ্রামকে বিদ্যুতায়ণ করার পরিকল্পনা আমাদের আছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— স্যার, যে ৪১০টি গ্রামকে বিদ্যুতায়ণ পরিকল্পনায় আনার কথা, তার মধ্যে ১৯৭৭ সাল অবধি কতগুলি গ্রামে এই বিদ্যুৎ পৌছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে ? —কারণ আমরা দেখছি কাগজে কলমে সবই আছে, কিন্তু বাস্তবে কি কিছু হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমাদের কাজ প্রায় কম্প্লিশানের পথে। তবে উনি যে প্রশ্ন রেখেছেন, সেটা আমরা খতিয়ে দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মন্ত্রী মহোদয়, কোন্ কোন্ বিষয় বিবেচনা করে আপনারা এই গ্রামগুলিকে বিদ্যুৎ পরিকল্পনার আওতাধীন এনেছেন জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— স্যার, আমরা জেলাভিত্তিক এবং বিভাগ ভিত্তিক এই গ্রামগুলিকে বিদ্যুতায়ণ করবার পরিকল্পনা নিয়েছি এবং আশা করছি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমরা সেগুলিকে বিদ্যুতায়ণ করতে পারব।

শ্রীদ্রাওকুমার রিয়াং :— মন্ত্রী মহোদয়, কি উপযোগীতার জন্য এই সব গ্রামগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে, জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— সাধারণত: সেচ ও ছোট-খাটো ইণ্ডাষ্ট্রি যাতে গড়ে উঠতে পারে, তার জন্যই এই বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে ৪১০টি গ্রামকে বিদ্যুতায়ণ করা হবে, কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের মাত্র ৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করার মতো ক্ষমতা আছে এবং এটাকে মেক্সিমাম ৮:৬ মেগওয়াট পর্য্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে। কাজেই আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় সরবরাহ খুবই কম, এই অবস্থায় আমরা অতিরিক্ত বিদ্যুৎ কোথায় থেকে পাব এবং তার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে কিনা, জানতে পারি কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন আমি বলেছি যে আমাদের দুই নম্বর জেনারেটার যেটি আছে সেটি চালু হলেই এখানকার রিকুয়ারমেন্ট পূরণ করা যাবে। আর একটা সব সময়ের জন্য ষ্ট্যাণ্ড বাই থাকবে। তাহলে আমরা মোটামোটি প্রয়োজনে সরবরাহ করতে পারব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে সেই মেসিনটি কখন চালু হচ্ছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেসিনটা এখনও আসে নাই সেটি আসলেই বসান হবে তারপর সেটা চালু হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :— কোয়েশ্চান নম্বার ১

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নম্বার—১.

প্রশ্ন

১) এ যাবত ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরায় কয়টি রাজবাড়ী ক্রয় করেছেন ?

এবং

২) তার জন্য কোন বাড়ীর মূল্য কত টাকা সরকারকে দিতে হয়েছে ?

উত্তর

১) একটিও ক্রয় করা হয় নাই। তবে একটি অধিগ্রহণ করা হয়েছে।

২) এই অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে টা: ২৫, ২৫, ৮৬২·৯৯।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি এই ২০ লাখ ২৫ হাজার টাকা— এই টাকাগুলি কি এই রাজবাড়ীর জন্য না এই বাড়ীর সংগে আলাদা ভাবে জমিও নেওয়া হয়েছে ? (২) ত্রিপুরার মহারাজা এই বাড়ী বিক্রী করার সময় যে দামে কিনা হয়েছে তার থেকে আরও কম দামে বিক্রী করতে রাজী ছিলেন এবং যদি তাই হয় তাহলে বেশী টাকা দিয়ে কেন এটা কেন হল ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগরতলাস্থিত উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ ক্রয় করার প্রস্তাব করা হয়েছিল এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার প্রাক্তন মহারাজার প্রতিনিধির সংগে ত্রিপুরা সরকারের আলোচনা হয়েছে। কিন্তু মত পার্থক্য হওয়ার জন্য ত্রিপুরা সরকারকে শেষ পর্য্যন্ত একুইজিশান করতে হয় এবং অধিগ্রহণকারী অফিসার অধিগ্রহণের মূল্য হিসাবে টা: ২৫,২৫,৮৬২·৯৯ পয়সা স্থির করেন। এবং সম্পূর্ণ টাকা একুইজিশান ডিপার্টমেন্টে জমা দেওয়া হয়। প্রথমে টাঃ ২৩,৪১,৯৬১ ·০০ টাকা দেওয়া হয় এবং বাকী টাকা টা: ১,৮২,৯৩১·৩০ সিভিল কোর্ট অধিগ্রহণকারী অফিসকে জমা দিয়েছেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় আমার প্রশ্ন খুবই স্পেসিফিক এক নম্বর হচ্ছে—এই যে ২৫ লাখ টাকা দিয়ে রাজবাড়ীই শুধু নেওয়া হয়েছে না তার সংগে আলাদা ভাবে জমিও দেওয়া হয়েছে ? (২) এই রাজবাড়ী কিনার জন্য মহারাজকে যত টাকা দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে কম দামেও মহারাজা ছেড়ে দিয়ে রাজী ছিলেন—২০ লাখ টাকা এই রকম— এই সম্পর্কে মহারাজা চিঠিও দিয়েছিলেন সেটা ঠিক কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি মাননীয় সদস্যের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি। এই বাড়ী বিক্রী সম্পর্কে যখন প্রথম আলোচনা হয় তখন '৬২ সাল—টাঃ ১৩৫৬ হাজার টাকায় তখন মোটামোটি স্থির হয়েছিল। কিন্তু ক'টি জিনিষের জন্য —সেনিটারী ফিটিংস ইত্যাদি—এই গুলির জন্য দাম সম্পর্কে কিছু মত পার্থক্য দেখা দেওয়ায় আলোচনা সেখানেই থাকে। পরে আবার সি, পি, ডবলিউ, ডি, থেকে ভেলুয়েশান ঠিক করে টাঃ ১৮,৬০ হাজার টাকা ধরা হয়। তারপর সরকার এটা অধিগ্রহণ করেন। এর পর পি, ডবলিউ, ডি, থেকে ভেলুয়েশান ঠিক করা হয় টাঃ ২০,৩১ হাজার এবং অধিগ্রহণের নিয়ম অনুসারে ১৫ পার্সেন্ট এর সংগে যোগ করা যায়। কাজেই এটা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে যে পি, ডবলিউ, ডি, থেকে সর্ব্বশেষ যে দাম ধার্য্য হয়েছিল তার চেয়েও বেশী দাম দেওয়া হয়েছে। এবং যে জমি এখানে নেওয়া হয়েছে—প্রাথমিক নোটিফিকেশান যখন হয় তাতে যা ছিল এবং পরে যা নেওয়া হয় তার সংগে কিছু গড়মিল আছে। ১৯৭৫ সালের ২০শে এপ্রিল এটা এক্যুইজিশান সেংশান করা হয় হয়। যে সব চিঠি পত্রের কথা বলা হচ্ছে সেগুলি সত্যি সত্যি আছে কি না সরকার এই ব্যাপারে তনন্ত করছেন এবং তদন্তের ফলাফল যা হয় সেটা হাউসের সামনে উপস্থিত করা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—প্রশ্ন হচ্ছে এই টাকা দিয়ে শুধু বাড়ীই নেওয়া হয়েছে না তার সংগে জমিও জড়িত আছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ভূমি আইনে হোমষ্টেড ল্যাণ্ড এটা সিলিংয়ের বাইরে—যেটা হোমষ্টেড ল্যাণ্ড সেটা সত্যি সত্যি হোমষ্টেড ল্যাণ্ড কিনা তার তা'র সংগে আরও বাড়তি জমি ছিল কিনা সেটা সরকার তদন্ত করে দেখছেন। এবং সত্যি সত্যি সিলিংয়ের বহির্ভূত জমি সরকার কিনে নিয়েছে কিনা এই জিনিষটাও সরকার তদন্ত করে দেখছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—এক্যুইজিশানের কাজ যখন শেষ হল তখন কি সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা ছিল না শচীন্দ্রলাল সিংহ মন্ত্রীসভা ছিল ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তখন সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা ছিল। প্রথম যখন নিগোশিয়েশান হয় তখন শচীন্দ্রলাল সিংহ মন্ত্রীসভা ছিল—১৯৬২ সালে। আর শেষ হয় ১৯৭৫ সালে।

শ্রীঅখিল দেবনাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি জানতে চাই যে এই রাজবাড়ী কিনার ফলে সরকারের কোন আয় হয় কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এই প্রশ্ন এখানে আসে না।

শ্রীঅখিল দেবনাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এটা জানতে চাই এই কারণে যে সামনে তো দীঘিগুলি রয়েছে এগুলি ঠিকভাবে ব্যবহার হচ্ছে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য আলাদা ভাবে নোটিশ দিলে এটা ক্ল্যারিফাই করা যাবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে এই রাজবাড়ী জমিসহ কিনা রয়েছে। কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে মহারাজা এই রাজবাড়ীর আশেপাশে যে সমস্ত খাস জমি আছে সেই জমি বিক্রী করে দিচ্ছেন। এখানে যেহেতু একটা ইনকোয়ারী কমিটি বসছে, এবং যেহেতু কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় নি, এসেসমেন্ট এখনও হয় নি, কাজেই সরকারের সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত, কারণ বহু লোক জায়গা দখল করে বসে আছে।

শ্রীবীরেন দত্ত :— আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের অনুমতি নিয়ে বলতে চাই যে প্রশ্নটার সরাসরি উত্তর প্রশ্নতেই আছে। নূতন কোন প্রস্তাব উৎথাপন করা ঠিক হবে না। কাজেই নূতনভাবে উৎথাপন করলে সেটার উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সরকার বহু টাকা পয়সা দিয়ে ক্রয় করছেন অথচ এটার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে পারবে না এটা হতে পারে না। এটা জানতে চাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে জবাব দেওয়া যাবে।

মি: স্পীকার :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৫, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৫, পি, ডব্লিউ ডিপার্ট-মেন্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নং ৫।

প্রশ্ন

১) অমরপুর থেকে তেলিয়ামুড়া যাওয়ার পথে অম্পিছড়ার উপর পাকা পুল দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২) যদি না থাকে এর বিকল্প ব্যবস্থা কি হবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) প্রথম প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সরকারের পরিকল্পনা আছে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন, কাজেই আমি জানতে চাই কত টাকার পরিকল্পনা আছে, তার এষ্টিমেটটা কত টাকার ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই তথ্য এখন আমারকাছে নেই তবে এই রাস্তা নেওয়া হয়েছে এবং পুল হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে এটা এই বৎসরেই হবে কি না ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে নর্থ ইষ্টার্ণ জোনে ষ্ট্রেটেজিক রোড যেটা আমাদের সীমান্ত এলাকার রোড সেই হিসাবে কতগুলি রাস্তা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে তুলেছেন এবং সেই গড়ে তোলার ব্যাপারে

ডিফেন্স থেকে টাকা পয়সা দেওয়া হচ্ছে। ছয়টি ষ্ট্রেটেজিক রোড আছে তার মধ্যে পড়েছে আমাদের ত্রিপুরাতে। একটি হচ্ছে অম্পিতে। কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিচ্ছে যদি টাকা ঠিক সময় মত না পাওয়া যায় তাহলে করা যাবে না। দ্বিতীয় হচ্ছে কাঞ্চনপুর, সেখানে কেউ ঠিকাদারী নিতে চায় না। এই সব অসুবিধা মাননীয় সদস্যদেরকে স্মরণ রাখতে বলছি। এই সরকারের দিক থেকে যথেষ্ট চেষ্টা চলছে যাতে তাড়াতাড়ি রাস্তাটা হয়। এটা হলে সরকারের কমবে এটা সবচাইতে শর্টকাট হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এটা যাতে তাড়াতাড়ি হয় সেজন্য সরকার পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হবে কি না ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সাবজেক্ট টু কারেকশন এটা সেনট্রাল ডিফেন্স দপ্তর থেকে টাকা পয়সা দেওয়া হচ্ছে এবং সেনট্রালের সংগে এই ব্যাপারে সরকার যোগাযোগ রাখছেন। সপ্তাহ তিনেক আগে সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের পক্ষ থেকে একটা টিম রাস্তাটা দেখা-শুনা করে গেছেন এবং আমাদের সংগেও দেখা করেছেন। এই বৎসরই এই রাস্তার কাজ আরম্ভ হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পুলের অভাবে তেলিয়ামুড়া থেকে অমরপুর মাত্র ৪০ কি: মি:। এই টুকু রাস্তার জন্য ভাড়া লাগে ৮ টাকা। যেটা অন্য কোথাও নাই। এটা মন্ত্রীমহাশয় স্বীকার করেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয়অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পুলের জন্য অসুবিধা হচ্ছে ঠিকই আমরা চেষ্টা করছি পুলটি তাড়াতাড়ি করার জন্য।

মি: স্পীকার ঃ—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—ষ্টার্ড কোশ্চোন নং ২০।

প্রশ্ন

১ মহকুমা শহরগুলির উন্নয়নের জন্য কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ?

২। থাকলে ঐ পরিকল্পনা বাবত কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। ৫১ লক্ষ, ৪৫ হাজার টাকা রাস্তার জন্য, এবং বাঁধ ইত্যাদির জন্য ২৫ লাখ ৮৫ হাজাও টাকা।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—এটা কি ১০টা মহকুমা শহরের জন্য না পার্টিকুলার কয়েকটি শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এর মধ্যে ১০টা শহরই আছে। মহকুমা শহর যেগুলি আছে সব গুলিই তার মধ্যে ধরা আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মি: স্পীকার স্যার, এই মহকুমা শহর ছাড়া অন্য জায়গাগুলি এই পরিকল্পনার মধ্যে আছে কি না ?

মি: স্পীকার :—আপনি এটার জন্য সেপারেট কোয়েশ্চান করুন।

শ্রীবিমল সিংহ :—এইখানে শহরের নোটিফায়ড এরিয়া এবং মহকুমা শহর যেগুলি রয়েছে পরিকল্পনার মধ্যে সেগুলির মধ্যে এই টাকাটা কি ইকুয়েল ডিষ্ট্রিবিউশান হবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় সদস্য এটা ঠিক নয়। এই ইকুয়েল ডিষ্ট্রিবিউশান কি করে হবে ? কারণ সবখানে প্রয়োজন সমান নয়। মাননীয় সদস্য নিজেই জানেন ফ্লাড প্রটেকশানের জন্য কমলপুরে বাঁধের দরকার নেই। যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে সেরকমই ব্যয় করা হবে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—প্রত্যেক মহকুমার জন্য পৃথক পৃথক ভাবে বাজেট কত টাকা রাখা হয়েছে সেটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাতে পারেন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—আগরতলা—১২ লক্ষ, ১৩ হাজার, খোয়াই—রাস্তা এবং অন্যান্য এর জন্য ৫০ হাজার, এবং ফ্লাড প্রটেকসানের জন্য ৩ লক্ষ, উদয়পুর—৫ লক্ষ, আর ফ্লাড প্রটেকসানের জন্য ২ লক্ষ। বিলোনীয়া ১০ হাজার, আর ফ্লাড প্রটেকশানের জন্য ২৩ লক্ষ সাবরুম ১৫ হাজার, অমরপুর—১ লক্ষ ৩৭ হাজার, এবং ফ্লাড প্রটেকশানের জন্য ৩৫ হাজার কৈলাশহর—৪ লক্ষ এবং ফ্লাড প্রটেকশানের জন্য ৫০ হাজার ধর্মনগর—৬ লক্ষ, ৩০ হাজার, সোনামুড়া—১ লক্ষ টাকা।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—এই শহর উন্নয়নের ভার কাকে দেয়া হবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এতো গভর্ণমেণ্টই করেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৬।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৬। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এর উত্তরতো দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : —আমি জানতে চাচ্ছি এই পুল তৈরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছিল কিনা।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এটা আগেই বলেছি। এটা ষ্ট্রেটেজিক রাস্তা। আপনি হয়তো শুনেণ নি। তাই আবার বলছি।

তেলিয়ামুড়া-অমরপুর-উদয়পুর রাস্তাটি কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭৬ সালে ষ্ট্রেটেজিক রাস্তা হিসাবে গ্রহণ করেছেন। ষ্ট্রেটেজিক রাস্তার খরচ সেন্ট্রাল স্কীমই বহন করে। এক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জয়েণ্ট কমিটি ১৯৭৭ সনের নভেম্বর মাসে অমরপুরের নিকট গোমতী নদীর উপর সেতু নির্মানের সম্মতি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তাদের রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন। উহা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি জানতে চাই আগামী আর্থিক বছরে এই পুল করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হবে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ—আমরা ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট থেকে চেষ্টা করবো যাতে তাড়াতাড়ি করা যায়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—এখনও জানানো হয় নি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় সদস্য কি মনে করেন যে, এই সব কাজ করা হচ্ছে তা রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা ছাড়াই এগুলি হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আমি জানতে চাই পাঠানো হয়েছে কি না ? এবং যদি পাঠানো না হয়ে থাকে তাহলে সেটা পাঠানো হবে কি না ?

শ্রীরামকুমার নাথ :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার একটি বক্তব্য আছে । ধর্মনগর সাব-ডিভিসান ইজ দি সেকেণ্ড ইন পপুলারিটি ইন ত্রিপুরা। এইটার উন্নতি করার জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে তার হিসাব আমি শুনলাম।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় সদস্য এটা ক্লোজড হয়ে গেছে। তাই এখানে এটার সম্বন্ধে আর আলোচনা হবে না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন তার একটি কারণ হচ্ছে এই ১৯৭৭-৭৮ সালে যে প্ল্যান বরাদ্দ ছিল ১৬ কোটি টাকা। আমরা যখন সরকারে যাই তার আগে পর্যন্ত মাত্র ৪ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। বাকী ১২ কোটি টাকা নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন যে আমরা খরচ করতে পারবো না এই অল্প সময়ের মধ্যে। কাজেই অনেক কাজ হয়তো করা যাবে না সময়ের অভাবে। কিন্তু এর জন্য সরকারের সদিচ্ছার অভাব বা প্রচেষ্টার অভাব নেই। কাজেই মাননীয় সদস্যদের আমি আশ্বাস দিতে পারি যাতে অল্প সময়ের মধ্যে যত বেশী কাজ করা যায় সেই চেষ্টা আমরা করবো। এবং কেন্দ্রীয় সরকারেরও এখানে সহানুভূতি আছে এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। কাজেই এ কথা মনে করার কারণ নেই যে সমস্ত কাজ আগামী বছরে করতে পারবো না।

মিঃ স্পীকার :— প্রশ্নের উত্তর শেষ।

বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটির প্রতিবেদন

উৎথাপন ও গ্রহণ

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ আজকের পরবর্তী আলোচনার বিষয় হলো, বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা ও পাশ করা।

এখন বর্তমান সেশনের ১০ই মার্চ, ১৯৭৮ তারিখ থেকে ২০শে মার্চ, '৭৮ইং পর্যন্ত বিধান সভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তা ঘোষণা করছি।

এই রিপোর্টটি হাউসের বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব আনতে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাবটি উৎথাপন করিতেছি যে বিজনেস অ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে জেনারেল ডিসকাসনের সময় আরো বাড়িয়ে দিলে ভাল হয়। এটা মাত্র ৩ ঘণ্টা ১০ মিনিট এ শেষ করা সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :— এটা এখন আর হবে না। যদি অ্যামেণ্ডমেণ্ট আনতে চান আলোচনার জন্য তাহলে হবে এটা এরপর আমি এটাকে ভোটে দিচ্ছি।

(রিপোর্টটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মাননীয় অধ্যক্ষ—আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি :—

১। শ্রীঅজয় বিশ্বাস

২। শ্রীশ্যামল সাহা

৩। শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং

শ্রীশ্যামল সাহা ও শ্রীদ্রাউ কুমার দুজনের একই ধরণের প্রশ্ন হওয়ার ফলে আমি এই দুটি এক করে দিয়েছি। নোটিশএর বিষয়বস্তু হলো:—

"গত ৭ই মার্চ্চ অমরপুর মটরষ্ট্যাণ্ড অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এবং তজ্জনিত কারণে জনসাধারণের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীশ্যামল সাহা ও শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং কর্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উংথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ—মাননীয় মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৩ তারিখ আমি এর জবাব দিতে পারবো যদি আপনি অনুমতি দেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৩ তারিখ উনার বিবৃতি দেবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅজয় বিশ্বাসের নিকট হতে এই দৃষ্টী আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশ-এর বিষয়বস্তু হলো :—

"গত ৮ই মার্চ্চ ৭৮ শ্যামলীবাজার কলোনীতে আগুন লাগা ও ক্ষতি সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅজয় বিশ্বাস কর্তৃক আনীত দৃষ্টী আকর্ষণী প্রস্তাবটি উৎথাপনের সম্মতি দিয়েছি।

মাননীয় মন্ত্রীকে এই দৃষ্টী আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার এই দৃষ্টী আকর্ষণী নোটিশের উপর আমি ১৩ই মার্চ্চ উত্তর দিতে পারবো যদি আপনি অনুমতি দিন।

মি: স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১৩ই মার্চ্চ উনার বিবৃতি দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ গত ২৭-১-৭৮ তারিখে রাজ্যপালের ভাষণের উপর যে ধন্যবাদ সুচক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় তার প্রত্যুত্তরে রাজ্যপাল গত ৩-২-৭৮ তারিখে আমাকে যে চিঠি দেন তা আমি সদস্যগণের অবগতির জন্য পড়ে শুনাচ্ছি :—

Dear Mr. Speaker,

I thank you for your letter No. F,7(3)-LA/78, Dated January 28, 1978, informing me of the motion adopted by the Tripura Legislative Assembly at its first meeting held on 27th January, 1978, in regard to my address. I take this opportunity of sending you and the Assembly my best wishes.

with regards,

Yours Sincerely,

s/d

(L. P. Singh)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া — মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ ছিল সেটা কেন এখানে গ্রহণ করা হলো না তা আমি জানতে চাই?

মিঃ স্পীকার— যে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আপনি দিয়েছেন সেটা এখানে এলাউ করা যায় না। কারণ এটা এখনও চলছে। এই রকম ঘটনার উপর দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের আলোচনা হয় না, তবে মাননীয় মন্ত্রী যদি বিবৃতি দিতে ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি দিতে পারেন। ঘটনাটা তিনি শুধু বলে দিতে পারেন কিন্তু এই দৃষ্টি আকর্ষণী আমি গ্রহণ করতে পারি না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি যখন অনুমতি দিয়েছেন, যে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উনি রেখেছিলেন সেটা আমার হাতে এখন নাই উনারা যদি চান তাহলে আমি পরিবর্তী সময়ে তার উপর একটি বিবৃতি দেব।

(ভয়েসেস-বিরোধী পক্ষ থেকে আমরা এখনই বিবৃতি চাই)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— হ্যাঁ এখনই দেব। মাননীয় সদস্য আপনি যে দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব এনেছেন সেটা আমাকে না দিলে আমি কি করে বিবৃতি দেব।

শ্রীদশরথ দেববর্মা— মাননীয় স্পীকার স্যার, পার্লামেন্টে প্রসিডিউর হচ্ছে যদি কোন সর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান বা কলিং এটেনশান রিজেকটেড হয়, রিজেকটেড বাই চীফ মিনিষ্টার, রিজেকটেড বাই দি স্পীকার এবং স্পীকারের যে অর্ডার ইট ক্যান নট বি কোয়েশ্চান বাই এান মেম্বার, হোয়াই দিস কোয়েশ্চান ইজ রিজেকটেড। ইফ এনি অনারেবল মেম্বার ইজ invested হি মে মিট দি স্পীকার in his Chamber and he মে এক্সপ্লেন ইট। ইট ক্যান নট বি এক্সপ্লেইনড ইন দি হাউস। দ্যাট is the পার্লামেন্টারী প্রসিডিউর। ইউ সুড মেইনটেইন দি ডেকরাম অব দি হাউস।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— মাননীয় স্পীকার যেখানে অনুমতি দিয়েছেন সেখানে কেন তিনি বলছেন না।

মিঃ স্পীকার— আমি এখনই বিবৃতি দিতে বলি নি, উনার ইচ্ছা হলে উনি বলতে পারেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এইটুকু আশা করেছিলাম যে কাগজটি হাতে আসলে আমি জবাব দেব। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যের আনীত প্রস্তাবটির বিষয়বস্তু হল—রাজ্য সরকারের উপজাতি কল্যান দপ্তর ও পঞ্চায়েত রাজ দপ্তরের ছাঁটাই কর্ম-চারীদের গত ৮ই মার্চ থেকে কাজে পুনর্বহালের দাবীতে আমরন অনশন ধর্মঘট সম্পর্কে"।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা খুবই দুঃখ জনক যে আমাদের কিছু বেকার ছেলে তারা তাদের কাজের পুনর্বহালের দাবীতে ৮ই মার্চ থেকে সত্যাগ্রহ শুরু করেছে, এটা এই হাউসের অনেক সদস্য জানেন যে যখন এখানে কোন নির্বাচিত সরকার ছিল না, প্রেসিডেন্ট রুল ছিল তখন কতগুলি নিয়োগ হয়েছিল যেগুলি সমস্ত নিয়ম নীতি বর্জিত ছিল। আমাদের সরকার যখন দায়িত্ব নেন তখন আমরা দপ্তরগুলিকে বলি এখন যে সমস্ত নিয়োগ হবে সেগুলি আমাদের মন্ত্রীসভার কাছে উপস্থিত করুন এবং মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত নিন। আমাদের সরকার যেখানে তৎপর নয় সেখানে আমরা বলি যে এই রকম যে সমস্ত নিয়ম আছে সেইগুলি আমাদের মন্ত্রীসভার কাছে উপস্থাপিত করুন। ১ শত কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল কৃষি প্রশিক্ষণ দপ্তরে। কর্ম্মচারীদের হালে চাকরী থেকে সরানো হয়, সরানো হয় এই জন্য যে পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছিল তারা লিখিতভাবে জানিয়েছিল যে এই প্রশিক্ষণের পরে তারা নিজেরা মৎস্য চাষ করবেন, এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে সরকার তাদের ১৩ হাজার টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য করতে পারে। কাজেই জানানো হয়েছে তারা যাতে আত্মনির্ভরশীল হয়ে সরকারী সাহায্য গ্রহণ করেন। এছাড়া যদিও অনেক সুযোগ সুবিধা তারা চেয়েছে মাছের চারা এবং সরকারী জলা, সেইগুলি সরকার বিবেচনা করে দেখছে। আমাদের গ্রামের মধ্যে যেখানে জলাশয় নেই, যেখানে মৎস্যজীবিরা সারাদিন পরিশ্রম করে এক কেজি, দেড় কেজি মাছ ধরতে পারে না, সেখানে আমরা নতুন করে কিছু মৎস্যজীবি সৃষ্টি করবো এটা নীতির দিক থেকে ঠিক নয়। কারন নিজেরা যদি মৎস্য চাষ করতে পারেন তার জন্য সমস্ত রকম সরকারী সাহায্য তারা পাবে। আরেকটা দপ্তর হচ্ছে পঞ্চায়েত এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার দপ্তর। তাদের সমস্ত রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারপর তাদের ছাঁটাই করা হয়েছে। সেখানে পুনর্বহাল করব তাদেরই যারা আমাদের সরকারের নিয়মনীতি অনুসারে চাকরী পেতে পারে। সরকারের নিয়ম কি মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন? এই নিয়মনীতি এর আগে কোয়ালিশন সরকার গ্রহণ করেছিলেন এবং সেটাই আমরা বর্ত্তমানে চালু করছি। আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখলাম এবং প্রাথমিক পরীক্ষায় যা দেখলাম, যে কারণে তাদের ছাঁটাই করা হলো, সেটা হচ্ছে ৬০/৬১ সালে যারা পাশ করেছে তাদের চাকরী হয়নি, ১৯৭৫ সালে যারা পাশ করেছে, তাদের অনেকের চাকুরী হয়েছে। গ্রামের ছেলেরা চাকুরী পাচ্ছে না, অধিকাংশ শহরের ছেলেরা পঞ্চায়েতে চাকুরী পাচ্ছে। সিডিউল ট্রাইব এবং সিডিউল কাষ্টের জন্য কোটা বরাদ্দ আছে, সেই বরাদ্দকৃত কোটা পুরণ করা হয়নি। কাজেই এইসব নিয়মনীতি বর্জিত যে নিয়োগ, এবং যে নিয়োগ দায়িত্বশীল সরকার কামনা করে না, সেইগুলি বাতিল করে আমরা নতুন ভাবে ব্যবস্থা করছি। তারা কিছু লোকের উস্কানিতে হাঙ্গার ষ্ট্রাইকে বসেছেন এটা খুবই দুঃখজনক। কিছু রাজনৈতিক দল তাদের যে অভাব, তারা যে বেকার সেই বেকারত্বের সুযোগ গ্রহণ করছেন। ত্রিপুরার মানুষ নিশ্চয়ই এটা সমর্থন করবেন না। একটা সরকার ত্রিপুরার মানুষের বিপুল সমর্থন নিয়ে বসেছে, মাত্র ২ মাস, এই সরকার কাজ করছে। গত ৩০ বছর যে দুর্নীতি হয়েছে, সেই দুর্নীতি আমরা দূর করব, আর পরিবর্তন আনবার জন্যই আমরা এখানে বসেছি। আমরা রিভিউ করেছি, রিভিউ করে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী আমরা পুনর্নিয়োগ করেছি, আমাদের নিয়োগ নীতি দপ্তর থেকে ২৭ জন. আমরা তাদের নিয়োগপত্র দিচ্ছি।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—পয়েন্ট অফ অর্ডার স্যার।

স্পীকার :— না পয়েন্ট অফ অর্ডার হয় না, আপনি বসুন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—আমি দেখেছি এই নিয়োগ নীতির ফলে আগে মেন-পাওয়ার থেকে যাদের নাম পাঠানো হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে আমাদের নিয়োগ করতে হয়েছে। কিভাবে নির্ধারিত হয়েছে—ইন্টারভিউ হয়েছে মেনপাওয়ার জানে, কাজেই মেন পাওয়ারের যে রিপোর্ট, সেই রিপোর্টকে ভিত্তি করে সিনিয়রিটি আমরা মোটামুটি দেখেছি। ব্যাপক অংশে যারা ছাটাই হলো তাদের পুনর্নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হয়তো তারা আজও নিয়োগপত্র পেয়ে যেতে পারেন। ট্রাইবেল ওয়েল ফেয়ারে ২৪ জনের মধ্যে ২০ জনকে পুনঃ-নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মাত্র ৩টি আসন খালি রাখা হয়েছে ট্রাইবেলের যে কোটা, সেই কোটা পুরণ করার জন্য। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা সেটা চান না, কিন্তু তারা না চাইলেও আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা ছাঁটাই ছেলেদের অনুরোধ করছি যে তারা অনশন ত্যাগ করুন। যারা এখনও কাজ পেলেন না তাদেরে আমরা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমরা যতক্ষণ আছি ততক্ষণ এই সমস্ত বেকার ছেলে যারা আছে তাদের আমরা কাজ দেব। সেই কাজ আমরা সৃষ্টি করবো আমরা প্রতি ঘরে ঘরে একজন করে চাকরী দেব এই শপথ নিয়েই আমরা বসেছি। তার জন্য খুব বেশী সময় আমাদের লাগবে না। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের আমি অনুরোধ করছি বেকারদের উস্কানি না দিয়ে তাদের গিয়ে বলুন তারা যেন অনশন ভঙ্গ করে। আমি আমার প্রতিশ্রুতি পালন করতে বদ্ধপরিকর।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একবার তাদেরকে ছাটাই করা হল আবার মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তাদেরকে পুনরায় নিয়োগ করার কথা বলছেন? এটা কি নীতি বহির্ভূত কাজ নয়?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যরা যদি ধৈর্য্য ধরে বসেন তাহলে আমি ঘটনাটা বলতে পারি কেন তাদের ছাটাই করা হয়েছে। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে ট্রাইবেল সুপারভাইজারের টোটাল ২০টা পোষ্ট ভেকেন্ট আছে। আর ১০টা পোষ্ট ভেকেন্ট আছে ইনভেষ্টিগেটারের। টোটাল হলো ৩০টি পোষ্ট। এই ২০টী পোষ্টের মধ্যে ৬টি পোষ্ট সিডুয়েল ট্রাইবদের জন্য রিজার্ভ আছে। আর তিনটি পোষ্ট রিজার্ভ আছে সিডুয়েল কাষ্টদের জন্য। আর বাকী ১০টি পোষ্ট ওপেন ফর জেনারেল ক্যাণ্ডিডেট। এই ট্রাইবেল সুপারভাইজারের ২০টি পোষ্টের মধ্যে ১৯টি পোষ্ট ফিল আপ করা হয়েছে নিয়ম নীতি লঙ্ঘন করে। তার মধ্যে ২টি পোষ্টে নেওয়া হয়েছে সিডিউল কাষ্টের মধ্য থেকে। আর ১টি পোষ্ট, ফিল আপ করা হয় নি, এটা খালি আছে। এই ১৯টি পোষ্টের মধ্য থেকে ১৭টি ফিল আপ করা হয়েছে জেনারেল ক্যাণ্ডিডেটের মধ্য থেকে। সেখানে একটি ট্রাইবেল ক্যাণ্ডিডেটও নেওয়া হয় নি।

(গণ্ডগোল)

যেখানে ৬টি পোষ্ট সিডিউল কাষ্টদের জন্য রিজার্ভ আছে, সেখানে একটি ক্যাণ্ডিডেটও সিডিউল ট্রাইবদের মধ্য থেকে নেওয়া হয় নি। ১৭টি পোষ্ট ফিল আপ করা হয়েছে জেনারেল ক্যাণ্ডিডেট দিয়ে। যেখানে ১১টি পোষ্ট ফিল আপ হবার কথা সেখানে ১৭টি ফিল আপ করা হয়েছে। যেখানে সংবিধানের মধ্যে তাদের জন্য কোটা নির্দিষ্ট আছে, সেখানে সেই নিয়োগ-নীতি লঙ্ঘন করে ১৭টি নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই নিয়োগ পত্রগুলি আমরা কিছুতেই একসেপ্ট করতে পারি না। সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবদের স্বার্থ আমাদের দেখতেই হবে। কাজেই এইগুলি আমরা রিভিউ করেছি এবং রিভিউ করার পর ৬টি পোষ্ট সিডিউল ট্রাইবদের জন্য রিজার্ভ রেখেছি এবং শীঘ্রই আমরা এডভারটাইজমেন্ট করব। আর ৫টি ইনভেষ্টিগেটর মধ্যে সিড্যুউল ট্রাইবেল কোটা আছে ২ এবং সিড্যুউল কাষ্টের কোটা হল ১, আর বাকীটা পড়ে জেনারেলের কোটায়। কিন্তু সবগুলি পোষ্টই জেনারেল দিয়ে ফিল আপ করা হয়েছে। ৩০ জনকে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ২৪ জন জয়েন্ট করেছিল আর বাকী ৬ জন তখনও জয়েন্ট করেনি। তাদের অফার উইথড্র করা হয়েছে। এই ১৭ জনের মধ্যে বাকী ১১ জন এবং ২ জন সিডিউল কাষ্ট যারা ট্রাইবেল সুপারভাইজার হিসাবে এপয়েন্টমেন্ট পেয়েছিল তাদেরকে আর বেটার পোষ্টে—ইনভেষ্টিগেটারে নিয়োগ করার জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজ কালের মধ্যেই তারা নিয়োগপত্র পেয়ে যাবেন। আর বাকী থাকে ৪ জন। এই ৪ জনকে আমরা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে কিছুতেই পুনর্নিয়োগ করতে পারি না। কারণ এই ৪টি পোষ্টে ট্রাইবেল রিজার্ভের মধ্যে পড়ে। যে ৪ জন রিট্রেঞ্চমেন্ট হয়েছে তাদের প্রতি আমার দপ্তরে সম্পূর্ণ সিম্পেথী আছে এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে পরবর্তী সময়ে যখন আমরা নিয়োগ করব তখন আমরা তাদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখব এবং আমি আরও আশ্বাস দিচ্ছি যে তাদের বেশী দিন বেকার থাকতে হবে না। আশা করি আমার বক্তব্যকে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন। যে সমস্ত সিড্যুয়েল ট্রাইবের কোটা জেনারেল ক্যাণ্ডিডেট দিয়ে ফিল-আপ করা হয়েছে তাদেরকে ছাটাই করে সিডুউল ট্রাইব এবং সিডুউল কাষ্টদের জন্য যে প্রটেকশান নিয়েছি সেই প্রটেকশানের প্রতি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার শুধু এই ৪ জনই নয়, ৬২ হাজার বেকার এই ত্রিপুরাতে আছে। কাজেই একটা সুষ্ঠু নিয়োগ নীতি প্রনয়ণ করেই এই সমস্ত বেকারদের কাজে নিয়োগ করতে হবে। কারণ এই সুষ্ঠু নিয়োগ নীতি ছাড়া কোন দিনই আমরা বেকার যুবকদের জাষ্টিস দিতে পারব না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হলো যারা তাদেরকে অন্যায় ভাবে নিয়োগ করেছে, তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে ঐ দরিদ্র ছেলেগুলিকে কেন শাস্তি দেওয়া হল ?

মাননীয় অধ্যক্ষ :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এর উপর ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন। কাজেই এর উপর আর কোন আলোচনা চলতে পারে না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আপনাদের এই নিয়ম নীতি কখন থেকে চালু হয়েছে, ১৫ অক্টোবর থেকে করেছেন কিনা আপনারা দেখুন। তাদেরকে ছাটাই করে আবার পুনর্নিয়োগের কথা বলছেন, এটা কি নীতি বিরুদ্ধ নয়? তাদেরকে আপনারা ছাটাই করেছেন আজকে তাদের কি অসহায় অবস্থা চলছে? এর উপযুক্ত জবাব আপনারা দেবেন কি না? যারা তাদেরকে নিয়োগ করেছেন তাদের শাস্তি হবে না, শাস্তি হবে ঐ দরিদ্র ছেলেগুলির। তাদের উপরে আপনাদের আক্রোশ।

(ইন্টারাপশান)

মাননীয় অধ্যক্ষ :— মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

(ইন্টারাপশান)

Laying of Ordinance

মাননীয় অধ্যক্ষ :- সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হইতেছে "ত্রিপুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালন ভার অধিগ্রহন সম্পর্কীয় ২য় সংশোধনী অর্ডিনান্স ১৯৭৮ ইং সাল।"

আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে উক্ত অর্ডিনান্সটি হাউসের সামনে পেশ করতে অনুরোধ করিতেছি।

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ত্রিপুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালন ভার অধিগ্রহন সম্পর্কীয় ২য় সংশোধনী অর্ডিনান্সটি হাউসের সামনে পেশ করিতেছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ :—আমি মাননীয় সদস্যগণকে অর্ডিনান্সের প্রতিলিপি সচিবালয়ের নোটিশ অফিস হইতে সংগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

LAYING OF PAPERS.

Shri Nripen Chakraborty (C.M.) :— Mr. Speaker, Sir, I beg to lay on the table of the House a copy of the Election Commission of India Notification No. 28?/TP/77 dated the 28-11-1977 issued under Section 9 of the Representation of the People Act. 1950.

মি: স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করিতেছি উনারা যেন উক্ত বিজ্ঞপ্তিটি সচিবালয়ের নোটিশ অফিস হইতে সংগ্রহ করেন।

সভার সামনে পরবর্তী কার্যাসূচী হল ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম এণ্ড হ্যাণ্ডিক্র্যাপট কর্পোরেশান লিমিটেডের' ১৯৭৪-৭৫ সালের প্রথম বাৎসরিক প্রতিবেদন উত্থাপন। আমি মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে উক্ত প্রতিবেদনটি হাউসের সামনে উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

Shri Anil Sarkar (Minister in-charge Industries Deptt.) :— Mr. Speaker, I beg to lay on the table of the house a copy of the First Annual Report of the Tripura Handloom and Handicrafts Development Corporation Ltd. for the year, 1974-75.

মি: স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করিতেছি উনারা যেন উক্ত প্রতিবেদনটির প্রতিলিপি সচিবালয়ের নোটিশ অফিস হইতে সংগ্রহ করেন।

এখন সভার সামনে পরবর্তী কার্য্যসূচী হল ১৯৭৭-৭৮ ইং সালের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরীর দাবী উত্থাপন করা। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ১৯৭৭-৭৮ ইং সালের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরীর দাবী উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

Presentation of Supplementary Grants for the Year 1977-78.

Sri Nripen Chakraborty (C,M.) :— Mr. Speaker, Sir, আমি ১৯৭৭-৭৮ ইং সনের অতিরিক্ত ব্যয় মঞ্জুরীর প্রস্তাবটি হাউসের সামনে উপস্থাপন করিতেছি।

VOTE ON ACCOUNT

মি: স্পীকার :— সভার সামনে পরবর্তী কার্য্যসূচী হল ১৯৭৮-৭৯ ইং সালের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরী সাপেক্ষে উক্ত আর্থিক বৎসরের আংশিক সময়ের জন্য অগ্রিম অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে ১৯৭৮-৭৯ ইং সালের আর্থিক বৎসরের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরী সাপেক্ষে উক্ত আর্থিক বৎসরে আংশিক সময়ের জন্য অগ্রিম ব্যয় মঞ্জুরীর প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— (চীফ মিনিষ্টার) :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমি হাউসের সামনে ১৯৭৮-৭৯ ইং সালের ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরী সাপেক্ষে উক্ত আর্থিক বৎসরের আংশিক সময়ের জন্য অগ্রিম অর্থ মঞ্জুরীর প্রস্তাব উত্থাপন করিতেছি। মাননীয় রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি প্রস্তাব করিতেছি যে ১৯৭৮-৭৯ ইং সনের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরী সাপেক্ষে উক্ত আর্থিক বৎসরের আংশিক সময়ের জন্য—যে বছরটি ১৯৭৯ ইং সালের ৩১শে মার্চ শেষ হবে, তার বিভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে মোট ২৫ কোটি, ৪৩ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হোক।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন উক্ত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—১৯৭৮-৭৯ ইং সালের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরী সাপেক্ষে উক্ত আর্থিক বৎসরের আংশিক সময়ের জন্য অগ্রিম অর্থ মঞ্জুরী।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়।)

GOVERNMENT RESOLUTION

মি: স্পীকার :— সভার সামনে পরবর্তী কার্য্যসূচী হল সরকারী প্রস্তাব উত্থাপন। আশা করি মাননীয় সদস্যগণ ঐ প্রস্তাবের প্রতিলিপি পূর্বেই পাইয়াছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (সি, এম) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি রীসেসের পর এ প্রস্তাবটি আনতে চেয়েছিলাম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার, স্যার রীসেসের পরে করলেই ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার :— সকলের ইচ্ছানুযায়ী তাহলে প্রস্তাবটি রীসেসের পরেই নেওয়া হচ্ছে। আমি সভার কাজ বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখছি।

(মধ্যাহ্ন বিরতির পর)

সরকারী প্রস্তাব

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ পরবর্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে সরকারী প্রস্তাব। প্রস্তাবক মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। মাননীয় সদস্যগণ প্রস্তাবের প্রতিলিপি আগেই পেয়েছেন। প্রস্তাবটি হাউসের সামনে রাখতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আমার প্রস্তাবটা হাউসের সামনে রাখছি—

''বহু জাতি উপজাতি নিয়ে গঠিত ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল পূর্ণ আত্ম নিয়ন্ত্রনের অধিকার সম্পন্ন রাজ্যসমূহকে একটি যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ঐক্যবদ্ধ করে একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক ভারত গড়ে তোলা।

ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছেন যে, গত ৩০ বছরে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্কের মধ্যে অবনতি ঘটেছে। রাজ্য সমূহকে অধিকতর শাসন ক্ষমতা ও অর্থ-নৈতিক সুযোগ সুবিধা দানের পরিবর্ত্তে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমশঃ রাজ্যের ক্ষমতা সমূহকে সংকুচিত করে কেন্দ্রের ক্ষমতা বাড়াচ্ছেন। ত্রিপুরা বিধানসভা মনে করেন, এই সম্পর্কের অবনতি রাজ্য বা কেন্দ্র কাকেও শক্তিশালী করতে পারে না।

রাজ্য সমূহের হাতে অধিকতর প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দানের জন্য বর্তমান সংবিধানে প্রয়োজনীয় কি কি সংশোধন আনা প্রয়োজন তা স্থির করার জন্য ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে একটি সারা ভারত সম্মেলন ডাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন।

ত্রিপুরা বিধানসভা সংগে সংগে এটাও দাবী করছেন যে ত্রিপুরার উপজাতি প্রধান সংলগ্ন এলাকা নিয়ে সরকার একটি স্বয়ং শাসিত জেলা গঠন করুন এবং ঐ কমিটির হাতে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দান করুন।

ত্রিপুরা বিধান সভা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন যে রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে এবং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাকে স্বয়ং শাসিত জেলা ঘোষণা করা হলে ত্রিপুরার অগ্রগতির পথ আরো প্রশস্ত হবে, কেন্দ্র ও ত্রিপুরার মধ্যে এবং ত্রিপুরার জাতি ও উপজাতি সমূহের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরো দৃঢ় হবে।

মি: ডেপুটী স্পীকার :— এই প্রস্তাবের উপর যারা আলোচনা করবেন তাদের নামগুলো আমাকে দিয়ে দেবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস, সেই ইতিহাস হচ্ছে একটা অত্যাচারী ইংরেজ সরকার কেন্দ্রে ছিল, সেই কেন্দ্রীয় ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করে সংগ্রামে নামাবার ইতিহাস। আমরা জানি যারা ইতিহাসের ছাত্র, যে ইংরেজরা ভারতের মধ্যে অনেকখানি ঐক্য এনেছিল। সেই ঐক্য এনেছিল আমাদের দেশকে লুঠ করার জন্য, শোষন করার জন্য এবং সেই কেন্দ্র ছিল

অত্যাচারী কেন্দ্র এবং ঐ কেন্দ্রের নমুনা ছিল বিভিন্ন ভাষাভাষীকে নিয়ে একটা প্রদেশ করেছিল। সমগ্র দক্ষিণ ভারতকে একটা মাদ্রাজ প্রদেশ করেছিল। সিন্ধু, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ঐ সমস্ত রাজ্যগুলোকে একটা প্রদেশে ঢোকানো হয়েছিল। তাছাড়া বিভিন্ন দেশীয় রাজাদের রাজত্বকে রক্ষা করার জন্য বহু জাতিকে, একটা রাজ্যের ভিতরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বাংলাদেশ, বিহার, উড়িষ্যা সবাইকে নিয়ে তারা প্রদেশ করেছিল। এই যে শোষণ এবং অত্যাচার চালাবার জন্য যে ঐক্য ঐ ঐক্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের যারা নাকি নেতা তাদের লক্ষ্য ছিল একটা নিজেদের ইচ্ছার উপর ভিত্তি করে এমন একটা সরকার গঠন করা যে সরকার হবে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠন করার পর একটা যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর তৈরী করা সরকার। সেই সরকারের লক্ষ্য হবে মাত্র কয়েকটা নির্দিষ্ট বিষয় কেন্দ্রের হাতে রেখে রেসিডুয়ারী পাওয়ার অর্থাৎ--অবশিষ্ট ক্ষমতার মালিক হবে রাজ্যগুলো। যেমন কমিউনিকেশান এর ব্যবস্থা, দেশকে রক্ষা করা, বিদেশের সঙ্গে সম্পর্ক, এই সমস্ত বিষয়গুলি যেগুলি সর্বভারতীয় প্রতিটি মানুষের স্বার্থে প্রয়োজন সেইগুলিকে কেন্দ্রের হাতে রেখে দিয়ে বাকী সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হবে রাজ্যগুলো। ভাষাভিত্তিক রাজ্য গড়ার জন্য সমগ্র জাতিকে একটা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সামিল করল। আমরা দেখেছি আমাদের দেশ স্বাধীন হল কিন্তু কংগ্রেস যারা তখন শাসকগোষ্ঠী তারা তখন ইংরেজের কায়দায় ভাষাভিত্তিক রাজ্য করতে অস্বীকার করল অনেক রক্ত দিয়ে সেই ভাষাভিত্তিক রাজ্য গড়ার জন্য অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে বিভিন্ন জাতি সমূহকে এবং অনেক রক্ত দিতে হয়েছে। আমরা জানি সেই সংগ্রাম প্রথম সুরু হয় অন্ধ্র প্রদেশে। তারপর মহারাষ্ট্র ইত্যাদি বিভিন্ন রাজ্য ভাষাভিত্তিক রাজ্য করার জন্য সংগ্রাম করেছে। কংগ্রেস শাসনের শেষ দিকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ৪২তম সংবিধান সংশোধন করে কেন্দ্রের ক্ষমতা আরও বাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন এবং যেগুলো কন্‌কারেন্ট লিষ্টে ছিল সেগুলোকে নিয়ে নিয়েছেন। কাজেই আমরা এই প্রস্তাবের মধ্যে রেখেছি যে যদি এমন একটা ব্যবস্থা হয়, যে ব্যবস্থার মধ্যে প্রতিটি জাতি মনে করতে পারেন যে আমরা আমাদের রাজ্যের সমস্ত ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ হউক, প্রশাসনিক হউক, সব ব্যবস্থারই মালিক আমরা নিজেরা। আমাদের সম্পর্ক কেন্দ্রের সংগে হবে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। আমরা প্রস্তাবে বলেছি যে কেন্দ্র কখনও শক্তিশালী হতে পারে না, যদি রাজ্যগুলির সংগে তার মধুর সম্পর্ক না থাকে, যদি সেই সম্পর্ক মালিক আর গোলামের মতো হয়। এমন কি কংগ্রেসের আমলের প্রস্তাবগুলিতেও আমরা দেখছি যে ১৯৩৫ সালে, যখন ইংরেজেরা ভারত শাসন করেছিল, তাদের যে আইন ছিল ইণ্ডিয়ান এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন এ্যাকট ১৯৩৫, তার বিরুদ্ধে ছিল কংগ্রেসের লড়াই। এছাড়াও কংগ্রেসের আরও বিভিন্ন প্রস্তাবে ভাষাভিত্তিক রাজ্যের দাবীও রয়েছে। ১৯৪২ সালের যে ঐতিহাসিক আন্দোলন, কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন, সেই প্রস্তাবের মধ্যেও আমরা দেখছি যে ইংরেজকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে ভারতকে একটা যুক্ত রাষ্ট্রীয় ভারতে পরিণত করার জন্য। অর্থাৎ যখন ইংরেজের রাজত্ব চলছিল, তখন ইংরাজকে হুসিয়ার করে দেওয়া হয়েছিল অটোনমির জন্য, অর্থাৎ সবচেয়ে বেশী আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার জন্য, যে ক্ষমতায় রাজ্যগুলির হাতে বেশী

ক্ষমতা থাকবে, এক কথায় রেসিডুয়েরী পাওয়ার উইল ভিস্টেড উইথ সেন্টার, আর বাকী সমস্ত থাকবে রাজ্যগুলির হাতে। আমরা এর পর লক্ষ্য করলাম যে সংবিধান রচিত হল, সেই সংবিধানে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন, সেই আইনকে সামনে রেখেই আমাদের সংবিধান তৈরী করা হল। নাম হল যুক্তরাষ্ট্রীয়, কিন্তু কার্যতঃ হল রাজ্যগুলির ক্ষমতা কমিয়ে কেন্দ্রের ক্ষমতা বাড়ানো এবং তার ফলে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময়ে রাজ্যগুলির মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকামীরা নানা রকম দাবী তুলেছিল। এই কংগ্রেসের রাজত্বেও দক্ষিণ ভারতে হিন্দীকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং তার জন্য দক্ষিণ ভারতীয়রা ক্ষেপে উঠলে। আর তার জন্য ঐ দক্ষিণ ভারতকে দমন করবার জন্য প্রচণ্ড অত্যাচার চালানো হয়েছিল। আজকেও যে সেই বিচ্ছিন্নতাবাদ দক্ষিণ ভারত থেকে চলে গিয়েছে, এই কথা মনে করার কোন কারণ নাই। তেমনি সীমান্ত এলাকার রাজ্যগুলির মধ্যে, যেমন কাশ্মীর, নাগাল্যাণ্ড বিভিন্ন সময়ে এই ধরণের দাবী তোলার চেষ্টা করে আসছে, তাদেরও দমন করবার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল সৈন্য দিয়ে। কিন্তু তাদের হাতে বেশী যতটুকু সম্ভব আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার বা অটোনামি ভারতের মধ্যে থেকে ভারতের থেকে আলাদা হয়ে নয়, যতটুকু সম্ভব তারা নিজেরাই যাতে তাদের নিজেদের শাসন ব্যবস্থা চালাতে পারে, সেজন্য সুযোগ দেওয়া উচিত। অথচ কংগ্রেস সরকার সেদিকে কখনও নজর দেন নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আরও দেখছি যে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে উপজাতি আছে এমন উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা আছে, সেগুলির মধ্যেও অটোনমির ডিমাণ্ড বা স্বশাসিত হওয়ার জন্য তারা আন্দোলন করে আসছে এবং এখনও সেই আন্দোলন চলছে। সেটা মহারাষ্ট্রের ভিলই বলুন আর ছোটনাগপুরের সাঁওতাল পরগণাই বলুন অথবা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে যে উপজাতি আছে, তাদের কথাই বলুন বা সমগ্র পূর্ব্বাঞ্চলের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত উপজাতি আছে তাদের কথাই বলুন, তাদের কারো দাবী স্বীকৃত হয়নি। রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে লক্ষ্যনীয় হল প্লেনিং কমিশনের ভূমিকা। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে ভাবে সং-বিধানের মধ্যে রাখা হয়েছে তাতে কেন্দ্রের হাতে ৭৫ ভাগ চলে যাবে আর বাকী ২৫ ভাগ পাবে রাজ্যগুলি সবাই মিলে। কিন্তু কেন্দ্র ইচ্ছামতো যত খুসী ঋণ করতে পারেন, এই ব্যাপারে রাজ্যগুলির হাত-পা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র দেশের ভিতরে অথবা দেশের বাইরে থেকেও ইচ্ছামত ঋণ করতে পারেন। আমি লক্ষ্য করেছি যখন আমি নিজে ফিনান্স মিনিষ্টার ছিলাম, আমার সেক্রেটারী তো প্রায় বলতেন যে রিজার্ভ ব্যাংক তো লাল বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছে, অর্থাৎ কিনা মাইনাস হয়ে গিয়েছে, এমন কি কর্ম্মচারীদের বেতন পর্যন্ত দেওয়া যাবে না। একটা মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে আমাদের বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী তো হুঁসিয়ার করে দিলেন যে খবরদার আপনারা আর ওভার-ড্রাফট কাটতে পারবেন না। কিন্তু সেই সম্মেলনে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বলে দিলেন যে আমি ১১১ কোটি টাকার ওভার ড্রাফট করে রেখেছি, আরও করব, তা না হলে চালাবো কি করে ? আর পশ্চিম বঙ্গের থেকে বললেন যে কেন এই ব্যাপারটা ঘটছে ? আপনারা কেন্দ্রকে চালাবার জন্য অনেক দায় দায়িত্ব তো পালন করছেন, কিন্তু আমাদেরও তো রাজ্যগুলির চালাবার জন্য অনেক দায় দায়িত্ব পালন করতে হয়। কাজেই এই কথা কয়টি যে কয়েকটি রাজ্য থেকে উঠছে

তা নয়, অনেকগুলি রাজ্যের থেকেই এই কথা উঠছে। কেন প্লেনিং কমিশনের কাজ কি? তারা কি আমাদের প্রভু, আর আমরা তাদের কাছে ভিক্ষুক—তারা প্রভু আর আমরা ভিক্ষুক, এই কেমন কথা? আপনারা জানেন যে আমরা একটা পরিকল্পনা করছি এবং আমাদের সেই পরিকল্পনা আমাদের প্রয়োজন অনুসারেই হয়েছে। তা সত্বেও প্লেনিং কমিশন বলছে যে এটা ঠিক হয়নি, ওটা ঠিক হয়নি। আপনারা এও দেখছেন যে কেন্দ্রের এই অ-ব্যবস্থার ফলে কোন কোন রাজ্যে যথেষ্ট পরিমাণে ফিল্ড গড়ে উঠেছে এবং কৃষি, জলসেচ এবং বিদ্যুতের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে, আবার কোন কোন রাজ্যে জুম অর্থনীতি চলছে। মানুষ তার প্রয়োজনীয় ঘরবাড়ী তৈরী করতে পারছে না। আমাদের সমগ্র পূর্বাঞ্চলে এই অবস্থা চলছে, এই অঞ্চলের মানুষগুলির সংগে বর্ত্তমান সভ্যজগতের আজ পর্য্যন্ত কোন পরিচয়ই হল না। তাই তো আমরা এই সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন আনতে চাই। আর টেকসেশানের ক্ষেত্রেও দেখুন, গতকাল আমাদের অর্থ মন্ত্রনালয় থেকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন যে পেট্রোল এবং কেরোসিনের ট্যাক্স যে বেড়েছে, তাতে আমাদের রাজ্য থেকে ৬/৭ লাখ টাকা চলে যাবে আর পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৩০ থেকে ৪০ কোটি টাকা চলে যাবে, কেন্দ্র এই টাকা আমাদের রাজ্যগুলির থেকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের দিচ্ছে কত? আমি জানি না হয়ত ৫ কোটী টাকা দিচ্ছে খুব বেশী হলে? আমাদের কত দেবে জানি না হয়তো সামান্য। কিন্তু বিরাট অ কের টাকা তারা আমাদের উপর ট্যাক্স বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এবং আমাদের যে অর্থ আমাদের যে সম্পদ তার উপর আমাদের কর্ত্তৃত্ব হাড়িয়ে ফেলছি। এই জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে এই পটভূমিতে আজকে যখন কংগ্রেসী অত্যাচারী শাসনের অবসান হয়েছে আজকে যখন মানুষ মুখ খুলতে পারছে আজকে যখন—যারা কেন্দ্রে আছেন তারা সমস্ত রাজ্যে রাজত্ব করতে পারছেন না। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দলকে ভারতবর্ষের মানুষ আজকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিয়েছেন এবং তার মধ্যে মশ্চিম বাংলা এবং ত্রিপুরায় গরীব অংশের মানুষ যারা শতকরা ৭০ জন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিকে এবং তাদের পরিচালিত বামফ্রণ্টকে ক্ষমতায় বসিয়েছেন রাজ্যে। ঠিক সেই সময় এই গনতান্ত্রিক দাবিটি সেখান থেকে সেচ্ছার হয়ে উঠেছে। পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, শ্রীজ্যোতি বসু, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের ৬৫ কোটী মানুষের আমনে এই প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন। তিনি কি বলেছেন? তিনি বলেছেন যে আসুন আমরা আলোচনায় বসি। ভারতবর্ষের যে সংবিধান আছে এটা যে পবিত্র সংবিধান নয় সেটা শ্রীমতি গান্ধী দেখিয়ে দিয়েছেন। অপারেশান করে করে বহু দিন পর্য্যন্ত চালান হয়েছে। ইংরেজরা গণপরিষদ—কনষ্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী—মনোনীত মানুষকে নিয়ে যারা কোন দিনও গন প্রতিনিধিত্ব করে নাই তারাই সেই এসেম্বলীতে ছিল। তারা শোষক গোষ্টির সুবিধার জন্য সেই সংবিধান করেছিলেন কাজেই সেই সংবিধান কোন দিনও গরীব অংশের মানুষের জন্য পবিত্র হতে পারে না। এই কথা যখন আমরা বলেছিলাম কেরালাতে—আমাদের শ্রীনাম্বুদ্রীপাদ কন্টেমপ্ট অব কোর্ট করা হয়েছিল। বলা হয়েছে মশাই আপনি সংবিধানের বিরুদ্ধে কথা বলছেন? আর যারা দিয়েছিলেম তারা সেই সংবিধানকে কেটে ছেঁটে ফ্যাসিষ্ট কায়দায় ভারতবর্ষকে শাসন করার জন্য তৈরী হচ্ছেন। কাজেই জ্যোতি বসু কোন নুতন কথা বলেন নাই। তিনি বলেছেন যে সংবিধানকে কিভাবে সংশোধন করতে

হবে—রাজ্যে ক্ষমতা আরও বাড়াবার জন্য কারন রাজ্য এবং কেন্দ্রে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক না রাখা হয় তাহলে সেই দেশের মানুষের ভাল হতে পারে না। কখনও অসমানে অসমানে বন্ধুত্ব হতে পারে না। ঘোড়া আর মালিকের সম্পর্ক সমান হতে পারে না। কাজেই কেন্দ্রকে শক্তিশালী করার জন্যই আমাদের সম্পর্কের পরিবর্তন চাই। আর এই ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এমন ভাবে করতে চাই যাতে সিডিউল্ড করে কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে রেখে বাকী সমস্ত ক্ষমতা রাজ্যগুলির হাতে যাতে দেওয়া যায়। বিতর্ক সুরু হয়ে গেল—কাশ্মীর, সেখানকার যিনি মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লা, তিনি প্রথম এগিয়ে আসলেন সমর্থন করতে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তারপর এগিয়ে আসলেন, তারপর আজকে দেখছি কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে আসছেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রী এগিয়ে আসছেন। ক'দিন আগে আপনারা দেখেছেন কেরালা বিধানসভায় ঐক্যবদ্ধ ভাবে সমস্ত দল এগিয়ে আসলেন তার মধ্যে কংগ্রেস, জনতা, আমার পার্টিও আছে এবং অন্যান্য দলও আছে—সবাই মিলে এক সংগে প্রস্তাব করেছেন যে হ্যাঁ, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে রাজ্য এবং কেন্দ্রের যে ক্ষমতা সেটা পুনর্বিন্যাস-এর প্রয়োজন আছে। ঐ নাগাল্যাণ্ডও সোচ্চার হচ্ছে। আর যারা এখনও সোচ্চার হননি তারাও এই কথা মানেন যে—একটি নির্ব্বাচন হওয়ার পর দুদিনও যায়না—বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখছি রাজ্যগুলির মধ্যে অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে কেন্দ্রে এবং রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা রাষ্ট্রপতিকেও দেখেছি এই দাবির সমর্থনে তিনি এসে দাঁড়াচ্ছেন। এটা আমাদের পক্ষে খুব আনন্দের কথা যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি, শ্রীসঞ্জীব রেড্ডী—তিনিও এর সমর্থন করছেন। ক'দিন আগে আমরা পত্রিকায় দেখেছি এবং তিনি দিল্লীতে বলেছেন যে এটার প্রয়োজন আছে। এর ফলে সমগ্র ভারতবর্ষ-এর জাতীয় পর্যায়ে—ন্যাশনাল ডিবেট যাকে বলে সেই ন্যাশনাল ডিবেট সুরু হয়ে গিয়েছে। আমার প্রস্তাবে বলেছি যে বেসরকারী পর্যায়ে নয় সরকারী পর্যায়েও এই ডিবেট হউক। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই তিনি বৈঠক ডাকুন, প্রতিটি রাজ্যের প্রতিনিধিদের নিয়ে। এবং সেখানে কোন কোন ধারাগুলির সংবিধানে পাল্টাতে হবে কেন্দ্র এবং রাজ্যের ক্ষমতার পুনর্বিন্যাসের জন্য, সেটা সেই সম্মেলনে কনসেনসাসের মধ্য দিয়ে ঠিক হবে। আমাদের প্রস্তাবের জন্য অংনে আমরা বলেছি যে উপজাতি অধ্যুসিত এলাকায় একটা স্বশাসিত জেলা হিসাবে গঠন করা হউক। এটাও ততকালীন কংগ্রেসী শাসক গোষ্ঠি বহু পরীক্ষানীরিক্ষা করেছেন তাদের সেই বিকল্প অধিকার দেওয়ার জন্য। যখন এখানে ডেবর কমিশন ৫ম তপশীল চালু করার কথা বললেন তখন তারা বললেন যে না, ট্রাইবেল ব্লক দিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হউক তারপর না হয় ৫ম তপশীল চালু করা যাবে। তারপর ট্রাইবেল ব্লক চালু করা হল কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পরিণত হল। কিন্তু ৫ম তপশীল চালু করে তাদের হাতে বিশেষ কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। এরপর আসল এডমিনিষ্ট্রেটীভ রিফর্মস কমিটি তারাও বললেন যে সেটা পরীক্ষা করে দেখা হউক ত্রিপুরায় ক'টা ট্রাইবেল বেল্ট আছে। এবং সেই এলাকাগুলিকে কিছু কিছু ক্ষমতা দিয়ে সেখানে অটোনমি দেওয়া দরকার। কোন কোন এলাকা সেটা চিহ্নিত কর। এবং সেই এলাকায় অটোনমি দিয়ে তার এডমিষ্ট্রেটিভ এবং ফিনান্স কিছু ক্ষমতা তার হাতে দাও। তারা যাতে বুঝতে

পারে যে তাদের একটা এলাকা আছে, তাদের একটা ভাষা আছে, এবং তারা নিজেদের সেই সব এলাকার উপর নিজেরা কর্তৃত্ব দেওয়া দরকার। এবং এই অনুন্নত প্রত্যেকটি জাতির পক্ষে প্রয়োজন তার অগ্রগতির জন্যও প্রয়োজন। আমরা জানি যে ধনতন্ত্রের মধ্যে তাদের কোন রক্ষাকবচ নেই। আমরা যদি আইন করি যে পাহাড়ীদের জমি বাংগালীদের হাতে বিক্রী করা যাবে না। হাজার রাস্তা আছে ঐসব টাকাওয়ালাদের তারা টাকা দিয়ে সেই সব রাস্তায় জমি কিনে নেবে। টাকাওয়ালার রাজত্ব গোটা ভারতে চলছে। আজকে যে ৫ম তপশীল আমরা দেখছি সেখানেও রিজার্ভ বলে ঘোষণা করা আছে। কিন্তু জমি তাদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে। আমি সাঁওতাল পরগনায় দেখেছি সেখানকার সমস্ত জমি ঐ উরাং, মণ্ডা তাদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে। ৫ম তপশীলে হয় না। তেমনি মেঘালয়ে দেখেছি সেখানেতো ৫ম তপশীল ৬ষ্ঠ তপশীল নয় সেটা একটা পাহাড়ী রাজ্য। অনেক সংগ্রাম করে তারা আদায় করেছে তাদের সেখানেও আজকে বলা হচ্ছে ঐ টাকাওয়ালাদের রোখতে হবে। তাদের পার্মিট করাতে হবে তাদের ঢুকতে দিও না। পার্মিট করিয়েও রোখা যাবে না। যত শক্ত মশারীই করুন না কেন মশা ঢুকবেই। মশারী দিয়ে মশা রুখা যায় না। যতক্ষন পর্যান্ত ধনতন্ত্র রয়েছে ততক্ষণ তাদের রুখা যাবে না। যতক্ষণ পর্যান্ত ধনতন্ত্র থাকবে, শোষন থাকবে এবং সেই শোষণে সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হন সমাজের দুর্বল শ্রেণী সমাজের দুর্ব্বল অংশ উপজাতী। সেই উপজাতীকে রক্ষা করার জন্য যে সমস্ত প্রস্তাব, সেই প্রস্তাবগুলি উপজাতীরা বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা করে দেখেছেন. বিভিন্ন দাবী তারা উৎথাপন করেছেন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। কাজেই আজ হোক কাল হোক ট্রাইবেল, নন ট্রাইবেল, ত্রিপুরার এবং ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষ গরীব মানুষ, শ্রমজীবী মানুষের একমাত্র পথ হল সমাজতন্ত্র। কৈ সোভিয়েত ইউনিয়নে তো মশারী নেই। যে কোন জাতী তো ইচ্ছা করলে বেরিয়ে যেতে পারে। সোভিয়েত ইউনিয়নে আজকে যদি কোন জাতী প্রস্তাব রাখে তাহলে সে বেরিয়ে যেতে পারে। আমরা সেটা চাই না। কারণ কেন্দ্র অত্যাচারী নয়, আমাদের বন্ধু। যাতে সমস্ত স্তরের মানুষ সমান সুযোগ পায়—সেখানে মহাজন শোষিত ও শোষকের প্রশ্ন নেই, সেই রকম একটা সমাজকে রক্ষা করার জন্য, রক্ষাকবচের জন্য আমাদেরকে আন্দোলন করতে হচ্ছে, আমাদের রাজ্যের অধিকারের জন্য আজকে ভারতবর্ষের সমস্ত গণ. তান্ত্রিক মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে হচ্ছে। এই বক্তব্য আমি এখানকার মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করবো তারা যেন ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই প্রস্তাবকে পাশ করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— এখানে বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতা দ্রাউ কুমার রিয়াং একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। সেটা হচ্ছে রাজ্য সমুহের হাতে অধিকতর প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দানের জন্য বর্ত্তমান সংবিধানে প্রয়োজনীয় কি কি সংশোধন আনা প্রয়োজন তা স্থির করার জন্য ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে একটি সারা ভারত সম্মেলন ডাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। আমি তার সংশোধনীটি হাউসের সামনে উপস্থিত করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে রিজলিউশন আনা হয়েছে তার মুল বক্তব্যের সংগে আমাদের মত বিরোধ নেই। আমরা স্বীকার করি যে বর্ত্তমান অবস্থায় এই যুক্তরাষ্ট্রীয় অবস্থায় কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন ঠিক নয়। তবে রাজ্যের হাতে এখন যে ক্ষমতা আছে তার দ্বারা ইচ্ছা থাকলেও জনসাধারণের জন্য বিশেষ কিছু করা সম্ভব নয়। ইদানীং আমরা দেখছি কেন্দ্র এবং রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে রাজ্যব্যাপী সারা ভারতবর্ষে একটা আলোড়ন হচ্ছে যে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাশ হোক। অবশ্য রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা না থাকলে ইচ্ছা থাকলেও কিছু করা যায় না। এটা আমরা স্বীকার করি। কাজেই এখানে যে রিজলিউশন আনা হয়েছে এটা আলোচনা হোক এটা আমরা স্বীকার করলেও এখানে আমার একটু বলার আছে যে যদি আলাদা আলাদা ভাবে বই রিজলিউশনটা আনা হত তাহলে জিনিসটা একটু ভাল হত। সেটা কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক, এটা সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে আলোচনার প্রশ্ন উঠে। আরেকটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অটনমাস কাউনসিল গঠনের জন্য, এই দুইটা বিষয় একটা বিজলিউশনে আনলে গুরুত্ব পাবে না। উপজাতীদের জন্য শায়ত্ব শাসন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাজেই আমরা এটা সমর্থন করলেও রিজলিউশানটাকে আলাদা ভাবে আনবার জন্য এই সংশোধনী প্রস্তাব এনেছি। আমার রিজলিউশনটা হচ্ছে যে রাজ্য সমুহের হাতে অধিকতর প্রশাসনিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষমতা দানের জন্য বর্ত্তমান সংবিধানে প্রয়োজনীয় 'ক কি সংশোধন আনা প্রয়োজন তা স্থির করার জন্য ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে একটি সারা ভারত সম্মেলন ডাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। এটা বাদ দেওয়ার অর্থ দুটো বিষয়ের উপর আলাদাভাবে রিজলিউশন আনা হোক। এটা আমার বক্তব্য।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— এখন মুল প্রস্তাবের উপর আলোচনা হোক। শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিধান সভার কক্ষে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাবটা উপস্থিত করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করি এবং বিরোধী পক্ষের নেতা মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার বিরোধিতা করি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাবে যে সারমর্ম—যে প্রস্তাবকে এখানে ব্যাখ্যা করেছেন আমরা জানি ভারতবর্ষ একটা বহুজাতি এবং উপজাতি নিয়ে গঠিত। এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে যদি ভাল সম্পর্ক না থাকে তাহলে ভারতবর্ষের উন্নতি হতে পারে না এবং উপজাতীর যে সমস্যা তাও সুষ্ঠু ভাবে সমাধান হতে পারে না। এই জন্য এই প্রস্তাবে রাজ্যগুলির হাতে আরও বেশী ক্ষমতা আনা প্রয়োজন এ কথা বলা হয়েছে। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের যে সংবিধান তার সংশোধন হওয়া দরকার। কাজেই সেই দিক থেকে এই সংবিধান সংশোধন করতে গেলে রাজ্যগুলির মতামতের প্রয়োজন আছে। রাজ্যগুলির মতামত নির্ভর করে, রাজ্যগুলির উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে। তাই সংবিধান কি ভাবে হওয়া দরকার, সংবিধান কি ভাবে পরিবর্ত্তন করা দরকার সেটাও একটা সম্মেলনের মাধ্যমে আনা দরকার। তানাহলে রাজ্য এবং কেন্দ্রের সম্পর্কের অবনতিই হবে। সেই সংবিধানের পরিবর্ত্তন না হলে পরে সেটা

অগণতান্ত্রিকের মধ্যেই থেকে যাবে। মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা কি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এ কথা বলেছেন আমি বুঝতে পারছি না। ভারতের সংবিধানে উপজাতিদের সুযোগ সুবিধার কথা আছে। কিন্তু সংবিধানে স্থান থাকা সত্বেও উপজাতিদের বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা দেয় নি। উপজাতিদের যে রক্ষা কবচ সেটাও দেয় নি। বিরোধী নেতা যদি এই জিনিসটা একটু পরিষ্কার করে বলতেন, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হতো। কিন্তু সেই দিকে তিনি যান নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যের এই প্রস্তাবের মধ্যে উপজাতিদের রক্ষার কথাই বলা হয়েছে। এবং এটা নুতন নয়। এই বিধান সভার মাধ্যমে আমরা বার বার দাবী করে এসেছি। উপজাতিদের বিশেষ রক্ষা কবচের ব্যবস্থা যাতে করা হয়, তারা যে ধ্বংসের দিকে চলেছে, তা থেকে উপজাতিদের রক্ষা করার জন্য, তার প্রতিকারের জন্য আমরা বার বার বলেছি। তারা যাতে রক্ষা পেতে পারে, এবং তাদের জন্য সে সুযোগ সৃষ্টি করা হউক, এর জন্য আমরা দাবী দাওয়া বিধান সভা এবং বিধান সভার বাহিরে করে এসেছি। কিন্তু কংগ্রেসী শাসকরা দাবী দাওয়ায় কোন দিন কর্ণপাত করেন নি। যার ফলে আজকে তাদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসী সরকার সে দিকে লক্ষ্য দিতো না। মাননীয় বিরোধী দলের নেতা তিনি যদি অতীত দিনের কথা, তাদের ন্যায্য দাবী আদায় করতে গিয়ে কি লড়াই করেছেন তা বলতেন তাহলে বুঝা যেতো এই কংগ্রেস ৩০ বছরের শাসন ক্ষমতায় থাকার ফলে উপজাতিকে ধ্বংস করেছেন। এই ছিল কংগ্রেসী রাজত্বের চরিত্র। কিন্তু তিনি সেটা উল্লেখ করেন নি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ধেবর কমিশনের রিপোর্ট থেকে প্রশাসনের সংস্কার করিয়ে এই ১৯৭৪ সালে সুখময় সেনগুপ্ত মহারাজার আমলের রিজার্ভ ভেঙ্গে দেন তখন গণতান্ত্রিক জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তখন এই অগণতান্ত্রিক কাজের জন্য আমরা আন্দোলন করি। এই আন্দোলনকে আরো জোরদার করার জন্য আমরা উপজাতি সংগ্রাম কমিটি গঠন করি। কিন্তু সুখময় সেন প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য মহারাজা রিজার্ভ বাতিল করে দিয়েছিলেন তার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল বটে কিন্তু তাদের সেই একপেশে নীতি, তাদের উগ্র মনোভাব, তাঁদের সেই সাম্প্রদায়িক চিন্তার মধ্যে সংগ্রাম কমিটি টিকিয়ে রাখতে পারে নি। ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক জনতার সমর্থন নিয়ে আন্দোলনকে আরো জোরদার করার জন্য প্রচারিত বিরোধী মন্তব্যের মধ্যে সেটাকে ভেঙ্গে পড়তে হয়। তাঁরা যদি ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি জনদরদী নন। উপজাতি যুব সমিতি কার্য্যকলাপের মধ্যে কি দেখা যায়? সুখময় সেনগুপ্তকে এই উপজাতি যুব সমিতি সমর্থন দিয়েছিল। আমরা জানি যখন ইন্দিরা গান্ধীর জরুরী অবস্থা ঘোষিত হয় তখন মার্কসবাদীর পার্টির উপর যে আঘাত আসে সেটা তাদের উপর আসে নি। আমরা তখন দেখেছি এই উপজাতি যুব সমিতি ইন্দিরা গান্ধীর ২০ দফা নীতিকে সমর্থন করে উপজাতিকে রক্ষা করার জন্য সেই দিন ঘোষণা করেছিল। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ত্রিপুরার মানুষদের স্মরণ শক্তি এত দুর্ব্বল নয়, তারা জানে ওরা কি করেছে। কে উপজাতিদের দাবী আদায় করার জন্য লড়াই করেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ঐ তুলসীবতী ক্যাম্পাস হলে অচাই সম্মেলন করেছিল এই উপজাতি যুব সমিতি। তখনকার মন্ত্রী শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত ঐ সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কবে থেকে তড়িৎ বাবু উপজাতি হলেন সেটা আমরা জানি না।

আমরা জানি না এই অচাই সম্মেলন কি করতে পারে। এই অচাই সম্মেলন কি করে উপজাতি-দের দাবী দাওয়া আদায় করতে পারে। অচাই এর সৃষ্টি কোথায় এটা জানার কথা নয়। এই ত্রিপুরায় বিভিন্ন এলাকায় পুরোহিত নিয়ে তারাই সংগ্রাম করেছে। তারাই অচাই এর বিয়ে, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি করতো না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেসান স্যার, এটা কি রিজলিউশনের উপর বক্তব্য না অন্যদের উপর আক্রমন ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ত্রিপুরা রাজ্যের কথা বলতে গিয়ে এটা মাননীয় সদস্য বলছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—অচাই সম্মেলন উপজাতি যুব সমিতির সম্মেলন নয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— এই অচাই সম্মেলনের কথা বলতে গিয়ে বলা যায় যে, তাদের মোটেই উপজাতির কল্যাণের হাতিয়ার বলা যায় না। উপজাতিদের মধ্যে যে সংঘবদ্ধতা আছে তা নষ্ট করার জন্যই এই উপজাতি যুব সমিতি সৃষ্টি করা হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ওরা মুখে যাই বলুক না কেন তারা যে উপজাতিদের জন্য কিছুই করছে না একথা এই বিধান সভার মধ্যেও না বলে পারছি না। আমরা পত্রিকায় দেখেছি তারা বিবৃতি দিয়েছে এই অনশনকারীদের পক্ষ নিয়ে। কিন্তু এতদিন যে কোটা থেকে উপজাতিদের বঞ্চিত করা হয়েছিল, তাদের উপর যে অন্যায় করেছিল, সে কথা তখনতো বলেননি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেই ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে পাঁচ লক্ষ উপজাতিকে সম্পূর্ণ ধ্বংসের দিকে নিয়ে গেছে। কিন্তু বিরোধী পক্ষের নেতার বক্তৃতায় তার কোন উল্লেখ নেই।

(এট দিস ষ্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে একটু সময় দিন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই হচ্ছে উপজাতিদের কর্ম। এই উপজাতিদের কার্য্যকলাপে আমরা দেখেছি যে তারাই আজ উপজাতিদের সর্বনাশ করেছেন। তাদের কার্য্যকলাপের মধ্যে কংগ্রেসী ছায়া আছে। কারণ তাদের দ্বারা তাঁরা পরিচালিত হচ্ছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে বলে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক জনসাধারণ যে লড়াই করে এসেছে তারই প্রতিফলন হচ্ছে এই প্রস্তাব মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে স্বয়ং শাসিত অঞ্চলের দাবী এটা আমাদের আজকের নয়। এই দাবী আমরা আরো অনেক আগে থেকেই করে আসছি। এবং এই দবার জন্য শহীদও হয়েছিল। এটা আমরা ভাল করেই জানি। কিন্তু এই কথা কি আপনারা ভুলে গেছেন ?

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— আপনারা কি ভুলে গেছেন যে এই সুখময় বাবু নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিল চার দফা দাবীর জন্য, আর আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে উপজাতি স্বায়ত্বশাসিত এলাকার জন্য একটি প্রস্তাব এসেছে—

(ভয়েসেস—বিরোধী পক্ষ থেকে আপনি বসে পড়ুন)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে আরো সময় দিতে হবে, আপনাদের কথায় আমি বসবো না, আমি সময় চেয়ে নেব। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই প্রস্তাব আমরা সর্বসম্মতি-ক্রমে এই বিধান সভায় সমর্থন করবো কারণ আমরা জানি যেমন আমাদের রাজ্যের হাতে

ক্ষমতা আসা দরকার তেমনি সেই ক্ষমতার ব্যবহার আমরা করবো। এই সমাজের মধ্যে যারা সবচেয়ে বেশী নিস্পেষিত, যারা উপেক্ষিত, যারা বঞ্চিত, শুধু কংগ্রেস আমল থেকেই তাদের এই দুর্দ্দশা হয় নি সামন্ত শাসনের আমল থেকেই তারা বঞ্চিত, তারা উৎপিড়িত, তারা নিপীড়িত তাই সেই অবহেলিত জাতির জন্য যা কিছু আমাদের সরকারের কর্ত্তব্য সবগুলিই সরকার করবে। কাজেই বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্যদের এই যে মায়া কান্না তা দেখলে হাসি পায়, তাদের একটু লজ্জা হওয়া দরকার আমরা যে উপজাতিদের জন্য কাঁদছি বা তাদের কথা বলছি বিধান সভার বাইরে তার কাজের কোন মিল নেই। আমরা দেখেছি নারীবর্ধ করতে গিয়ে সেখানে পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ৫ লক্ষ উপজাতিকে গলা টিপে হত্যা করতে চেয়েছিল কিন্তু সেখানেই তাকে প্রধান মন্ত্রীর পদে অথবা প্রধান অতিথির আসনে বসিয়ে অলংকৃত করেছিলেন তাই আপনারা এই উপজাতিদের জিজ্ঞাসা করুন আমরা কি করছি, আমরা কি করতে চলেছি, আমাদের কাজকর্মের জন্য উপজাতিরা আরো বেশী ধ্বংস হচ্ছে এটা আপনারা একটু চিন্তা করুন এটা যদি না চিন্তা করেন তাহলে চিৎকার করলেই উপজাতি রক্ষা হবে না। অত্যন্ত সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এ কথার উৎপত্তি, যাদের মনে চিন্তা ধারা উদার, যারা ত্রিপুরাকে ভালবাসে, ত্রিপুরার উপজাতিকে যারা ভালবাসে তাদের শ্লোগান এমন হতে পারে না, তাদের শ্লোগান হবে সামগ্রিকভাবে উপজাতি জনগণকে কি করে রক্ষা করা যায়, ত্রিপুরার মানুষকে কি করে রক্ষা করা যায় কি করে বাচানো যায়, তাদের ক্ষমতায় কি করে আনা যায় ইত্যাদি চিন্তা ধারা থাকা উচিত। কাজেই এখানে মুল যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী। মাননীয় সদস্যকে অনুরোধ করছি ১০ মিনিটের মধ্যে শেষ করবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— আমি চেষ্টা করবো। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় বর্ত্তমানে বামফ্রন্ট সরকার সরকারে আসার আগে নির্ব্বাচনী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ করার জন্য সরকারী ক্ষমতায় এলে কার্য্যকরী করবেন এই দিক থেকে আজকের এই প্রস্তাবে আমরা আনন্দিত সারা ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ লোক ধন্যবাদ জানাবে বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকারকে। এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করি এবং বিশেষ করে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের সম্পূর্ণ বক্তব্য এর ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে, এই প্রস্তাবের সারমর্ম হচ্ছে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ সংবিধান যখন তৈরী হয়েছিল তারপর থেকে ৩০ বছর এই কংগ্রেসের হাতে সংবিধান একবার দুবার নয় ৩০ বছরে ৪৪ বার বা তারও বেশী কাট ছাট হয়েছে এবং বার বার সংবিধানকে কাটা হয়েছে। প্রত্যেকটি সাধারণ মানুষের অধিকারগুলি, রাজ্যের অধিকারগুলি এবং মানুষের অগ্রগতির যে সমস্ত ব্যবহারগুলি ছিল সেই সমস্ত ব্যবহারগুলি কেটে ফেলা হয়েছে এই সংবিধানকে বার বার ছাটাই করে, শেষ পর্য্যন্ত ছাটাই করা হয়েছিল ৪২তম সংশোধন আমরা অত্যন্ত দুঃখিত ৪২তম সংশোধনকে এখনও পার্লামেন্টে বাতিল করা হয় নি বা কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেন কি। আমরা আশা করেছিলাম কেন্দ্রীয় সরকার জনতা সরকার যে ঘোষণা দিয়েছেন বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মোরারজী দেশাই জনতার মন্ত্রী, সারা ভারতবর্ষের মানুষ

অনেক আশা অনেক বিশ্বাস অর্জ্জন করেছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন তিনি পার্লামেন্টে প্রথমেই ঘোষণা করবেন তার নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতি ৪২তম সংবিধানকে বাতিল করবেন কিন্তু এখনও তা করা হয় নি শুধু তাই নয় মিশা আইন এখনও বাতিল করা হয় নি, এখনও বিভিন্ন ধরণের দমনমূলক ব্যবস্থা যেগুলি আছে সেগুলি বাতিল করা হয় নি। শুধু তাই নয় কোন কোন রাজ্যে মিনি মিসা জারী করা হয়েছে আমরা আতংকিত হয়েছি যারা গণতন্ত্রকে ভালবাসি, যারা চায় গণতন্ত্রের আরো সম্প্রসারণ হোক যারা চায় আমাদের রাজ্যে আর কখনও জরুরী আইন না আসে, জরুরী অবস্থা না আসে, যারা চায় আমাদের কথা বলার অধিকার, যারা চায় পত্রিকার স্বাধীনতা, গান গাওয়ার স্বাধীনতা, আমার বক্তব্য করার স্বাধীনতা, আমার মতামত প্রকাশ করার স্বাধীনতা সমস্ত স্বাধীনতার উপর আবার আতঙ্কের রাজত্ব ফিরে না আসে! আমরা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি তাই আজকে সারা দেশ ব্যাপী ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে, প্রত্যেক দেশের সাধারণ মানুষরা জনসভায় অথবা বৈঠকে এবং বিভিন্ন সভা সমিতিতে রিজিলিউশান নিয়েই ক্ষান্ত থাকছেন না বিধান সভার সদস্যরাও সোচ্চার হয়ে উঠেছেন তাই আমরা দেখতে পাই দলমত নির্বিশেষে কেরলার জনসভায় সর্ব্ব সম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় রাজ্য ও কেন্দ্রের সম্পর্ক পুর্ণবিবেচনা করা হোক, রাজ্যের হাতে আরো অধিকতর ক্ষমতা আসুক এই সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য, সংবিধান সংশোধন করার জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্রের সম্পর্ক পুর্ণবিন্যাস করার জন্য সারা দেশ ব্যাপী একটা জাতীয় স্তরে আলোচনা সংগঠিত হোক তাই আমরা দেখতে পাই শুধুমাত্র কেরলায় নয়, বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীরা, মূখ্যমন্ত্রীরা তারা প্রস্তাব দিয়েছেন। এমন কি যে ইন্দিরা কংগ্রেস (কংগ্রেস আই) নামে পরিচিত, যারা ইদানীং কালে যাদের হাতে বর্বরতা ঘটেছে, যারা নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠেছিলেন, সমগ্র ভারতবর্ষের বুক থেকে গণতন্ত্রকে আবর্জনার স্তুপে ফেলে দিয়ে একনায়কতন্ত্র, এক দল এক নেতার নেতৃত্ব কায়েম করতে চেয়েছিলেন তারাও আজকে বলতে বাধ্য হচ্ছেন, স্বীকার করে নিতে বাধ্য হচ্ছেন নানারকম কলা-কৌশলে বললেও তাদের মুখ দিয়েই বেরুতে বাধ্য হচ্ছে যে হ্যাঁ কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক আবার পুর্ণবিন্যাস করা হোক, সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা হোক মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই যে পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতি ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমানে আমরা চাই এই ছোট ত্রিপুরার মানুষ আমরা ভারতের মধ্যে আছি একটা সাংবিধানিক সার্ব্বভৌম অধিকার নিয়ে, আমরা ত্রিপুরার প্রত্যেক মানুষ, ত্রিপুরার প্রত্যেকটি নাগরিক তাদের ২ নম্বর অধিকার থাকবে আর ত্রিপুরার উপজাতি নাগরিকদের মধ্যে আবার আর একটা ৩ নম্বর নাগরিক থাকবে এবং কোন কোন ১ নম্বর নাগরিক সৃষ্টি হবে এইভাবে কার্যত সারা ভারতবর্ষের নাগরিকের অধিকার সম্পর্কে নানান কায়দায় নানান ভাবে এতদিন ধরে যা কংগ্রেস রাজত্বে চলছিল এবং কংগ্রেস রাজত্বেই জরুরী আইনে এক সময়ে বিকাশ হয়েছিল সমস্ত নাগরিক অধিকার ধ্বংশ করে দেওয়া, কবরে ফেলে দেওয়া এই ধরনের যে ব্যবস্থা নিয়েছিল সেই ব্যবস্থাগুলির আমরা অবলুপ্তি চাই। তাই মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবে আমরা দেখছি সংবিধানে তপশীলির মধ্যে রাজ্যের অধিকারগুলি, কেন্দ্রের অধিকারগুলি নির্দিষ্ট করা আর তার ভিতরে কেন্দ্রের হাতে নির্দিষ্ট মুদ্রন ব্যবস্থা, বৈদেশিক নীতির ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা এই রকম নির্দিষ্ট কয়েকটি ব্যবস্থা ছাড়া আর বাকী সমস্ত

ব্যবস্থাগুলি রেসিডিউনারী পাওয়ার সমস্ত ষ্টেট ইউনিটের হাতে, এডমিনিষ্ট্রেটিভ ইউনিটের হাতে ছেড়ে দেওয়া হোক, তপশীলিকে বণ্টন করা হোক। এই প্রস্তাবে আছে, আমি অত্যন্ত আনন্দিত বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার গঠনের আগে নির্ব্বাচনে নেমে যে ঘোষণা করেছিল গণতন্ত্র সম্প্রসারনে নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতি সেই নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতি পাললে আজকে বিধানসভায় প্রস্তাব এনে আমরা সর্ব্ব সম্মতি প্রস্তাব গ্রহন করতে পারি। ত্রিপুরার গণতন্ত্রের আরো সম্প্রসারণ হোক। পাহাড়ী বাঙ্গালী আমরা পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যে বিকশিত হতে চাই, আমরা চাই এই পাহাড়ী যারা এতদিন কংগ্রেস রাজত্বে ঐ সংবিধানের যুপ কাষ্ঠে বলিদানের ব্যবস্থা হয়েছিল তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলি বিলোপ করে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল, তাদের ভাষার অধিকার নেই, তাদের মাতৃ ভাষায় শিক্ষার অধিকার দেওয়া হয় নি, তাদের চাকুরীর যে কোটা সে কোটা পূরণ করা হয় নি, তাদের চাকুরীর নির্দিষ্ট দায়িত্ব তার নিজের হাতে দেওয়া হয় নি, তাদের অঞ্চলগুলি বিকাশের দায়িত্ব তাদের গ্রামগুলির বিকাশের দায়িত্ব তাদের হাতে জমি রাখার দায়িত্ব এবং তাদের বিভিন্ন পেশা-বৃত্তি গ্রহন করার যে অধিকার, তাদের যে অভ্যাস, চরিত্র গড়ে তোলবার তার যে দায়িত্ব, সেই দায়িত্বগুলি তুলে দেওয় হয় নি কংগ্রেসী রাজত্বে। এই কি গণতন্ত্রের বিকাশ। কেন্দ্রের হাত থেকে রাজ্যের হাতে অধিকতর ক্ষমতা এবং রাজ্যের অধিকতর ক্ষমতার মধ্যে এই উপজাতি নির্দিষ্ট অঞ্চলভুক্ত রিজার্ভ করে সেখানে ডিষ্ট্রিক্ট অটোনোমাস কাউনসিল সৃষ্টি করা। আমি আশা করেছিলাম উপজাতি যুব সমিতি হিসাবে যারা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন ঐ যে ৪ জন বিরোধী গ্রুপে বসে আছেন তারা ভাল করে এই প্রস্তাব পড়ে, ভাল করে বুঝে নিয়ে এই পাহাড়ী, বাঙ্গালী ত্রিপুরার প্রত্যেকটি মানুষের জন্য, গণতন্ত্রের অগ্রগতির জন্য বর্ত্তমান সরকারের যে ভূমিকা, সেই ভূমিকা বুঝে নেবেন, মেনে নেবেন। আমরা হাসি মুখে সকলে এক সঙ্গে সর্ব্ব সম্মত ভাবে এই প্রস্তাব গ্রহন করব। সারা ভারতে গণতন্ত্র সম্পূর্ণ একটা প্রস্তাব কি কি সংশোধন করতে হবে। সারা ভারতে আলোচনার প্রশ্ন উঠে জাতীয় স্তরে সেই আলোচনার মধ্যে শুধু মাত্র রাজ্যের মধ্যে ডিষ্ট্রিক্ট অটো নমাস কাউনসিলের প্রস্তাব কোথায় কোন অধিকারগুলি এর কথা হতে পারে, প্রত্যেকেরই অধিকার আছে এইগুলির আলোচনায় অংশগ্রহন করা। এবং এই আলোচনায় অংশ গ্রহম করে সারা ভারতের গণতন্ত্র কামী মানুষের চেতনা আমাদের সঙ্গে মিশে ত্রিপুরা রাজ্যে ডিষ্ট্রিক্ট অটোনমাস কাউনসিল গঠম করায় সাহায্য করা। আমার বিশ্বাস আছে সারা ভারতের মানুষ যদি আমাদের সঙ্গে এক হয় তবে ত্রিপুরার মানুষ উপজাতি অংশের যাদের দাবী ডিস্ট্রীক্ট অটোনমাস কাউনসিলের তারা সেটা দাবী করে আনতে পারবে। আমি জানি সমগ্র ভারতবর্ষে ধনী ও জমিদারের একটা অংশ সরকার পরিচালিত অংশ তাদের একটা নির্দিষ্ট স্বার্থ থাকে সারা ভারতের শ্রমিকও কৃষকতাদের সঙ্গে গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। শুধুমাত্র পাহারী বাঙ্গালী নয় সমস্ত ভারতের মানুষের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমরা দেখছি সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে ভিয়েতনাম তারা তাদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য, তাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য যখন চিৎকার করে চল্ল, সার, ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকামী মানুষ যখন তাদের পাশে এসে দাঁড়ালো তখন আমেরিকার মত জল্লাদকেও হঠে যেতে হলো। আজ ত্রিপুরার মানুষ ত্রিপুরার পাহাড়ী বাঙ্গালী জনগণ, তারা

যদি তাদের অধিকার পায় তবে এখানে গণতন্ত্রের আরো প্রসার লাভ করতে পারে। ডিষ্ট্রিক অটোনমাস কাউনসিলের মধ্য দিয়ে উপজাতি জনগণ তারা নিজের হাতে নিজের দায়িত্বে সমস্ত কিছু করতে পারে। (লালবাতি) স্যার আর কয়েকটা মিনিট আমাকে সময় দিন লালবাতি জ্বালালে আমার পক্ষে অসুবিধা হয়।

স্পীকার :— ঠিক আছে আপনি আরো ২ মিনিট বলুন।

উপজাতি জনগণকে যদি দায়িত্ব দেওয়া হয় তবে তারা গ্রামগুলি সমগ্র দেশগুলি এবং সমগ্র রাজ্য তারা গড়ে তুলতে পারে। ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন সেই জন্যই এই প্রস্তাব এসেছে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলতে চাই সরকারকে কায়দা করে কোন বিবর্তের মধ্যে ফেলে প্রশাসনিক ক্ষমতার বিস্তার ঘটিয়ে জোরজবরদস্তি যে বাধ্য করে কোন উপজাতিকে কোন মানুষকেই দাবিয়ে রাখা যায় না। জোর জবরদস্তি করে ঐক্য বজায় রাখা যায় না। আমার আত্মবিশ্বাস আমরা সবাই পাশাপাশি হাতে হাত ধরে বন্ধুত্ব গড়ে তুলি তাই হলো ঐক্য। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা যা আছে সেই ক্ষমতা আরো প্রসার লাভ করতে পারে। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, বিহার, উড়িষ্যা, তামিলনাড়ু, ইউ.পি, পাঞ্জাব আমরা সেখানে পরস্পরের হাতে হাত ধরে আরো অগ্রসর হতে পারি। প্রত্যেকটি মানুষই গণতন্ত্র প্রসারলাভ করতে পারে। আমাদের রাজ্যের পরিকল্পনা আমাদের রাজ্য অর্থনৈতিক বিভিন্ন ধরণের ইণ্ডাষ্ট্রী, শিল্প, কৃষি, সাহিত্য, প্রত্যেকটি বিষয়ে আমরা প্রসার লাভ করতে পারি। মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি মোটামুটি আমার বক্তব্য এই দিক থেকে বললাম এই ছাড়া আরো অনেক বক্তা আছেন আমি বিশ্বাস করি। এই প্রস্তাব সম্পর্কে কেউর কোন আপত্তির কারণ নাই। আর বিরোধী ভূমিকায় মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং যে সংশোধনী প্রস্তাব তুলেছেন সেই সংশোধনী প্রস্তাব প্রত্যাহার করার আবেদন রাখছি। আমরা সর্বসম্মতিক্রমে হাতে হাত ধরে ত্রিপুরা রাজ্যকে নূতন করে গড়ে তোলার জন্য আসুন আমরা একত্রিত হয়ে কাজ করি।

স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীবিমলকুমার সিং।

শ্রীবিমল কুমার সিং :—মাননীয় স্পীকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ষ্টেট এবং সেন্ট্রাল রিলেশানের উপর যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। আমরা জানি আজ ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সাধারণ একচেটিয়া পুজিপতি এবং যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা ভারতের মানুষের গণতন্ত্রের অধিকার যাতে কোন রকমে বিকাশ লাভ করতে না পারে তার জন্য সেন্ট্রাল এবং ষ্টেটকে তারা এমন করে তৈরী করেছিলেন। যাতে কোন ষ্টেট বা রাজ্য সরকার, রাজ্যের কোন উপজাতি কোন রকম ভাবে বিকাশ লাভ করতে না পারে।

বিগত ৩০ বছর ধরে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন তারা। ইউনিয়ন লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত ৯৭টি আইটেম আছে, যেগুলির আইন প্রণয়ন করবার ক্ষমতা পুরাপুরি পার্লামেন্টের। ষ্টেট লিষ্টের অন্তর্ভুক্ত ৬৬টি আইটেম আছে, যেগুলির আইন প্রণয়ন করবার ক্ষমতা রাজ্যের থাকলেও কেন্দ্র সেই সমস্ত আইনের মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারে। তারপর কনকারেট লিষ্টের মধ্যে ৪৬টি আইটেম রেখেছেন। যে কোন ষ্টেট তার নিজের দেশের স্বার্থে জাতি সমূহের বিকাশের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করতে পারে। কিন্তু সেখানে কেন্দ্র যদি তার নিজস্ব আইনের সাথে কনট্রাডিকট করে তাহলে সেই ষ্টেটের আইনটি বাতিল হয়ে যাবে। তার মানে কি ? তার মানে হল কেন্দ্র যেখানে ৩০ বছর ধরে একচেটিয়া পুঁজিপতি জমিদারদের স্বার্থে প্রতিনিধিত্ব করেছেন, সেখানে যদি গরীব মানুষ তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, তাদের সেই আন্দোলনকে স্তব্ধ করবার জন্য, তাদের বিকাশকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করবার জন্য এই রকম কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছে। যদিও ভারতীয় সংবিধানের ৩৫০ ধারা অনুযায়ী আছে—যে কোন ভাষাগত সংখ্যালঘু জাতি তার প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার—নিজস্ব ভাষায় পড়তে পারবে। কিন্তু আমরা বাস্তব ক্ষেত্রে দেখেছি যে কেন্দ্র এমন একটা আইনের গ্যাড়াকল তৈরী করেছেন যে—একটা জাতি সত্যিই ভাষাগত সংখ্যালঘু জাতি কি না তা নির্দ্ধারণ করবে কেন্দ্র, সেই ব্যাপারে রাজ্যের কোন ক্ষমতা নেই। কেন্দ্র যদি বলেন যে তারা সত্যিই ভাষাগত সংখ্যালঘু জাতি, তবেই স্বীকৃত হবে। আমরা যদি ত্রিপুরার পটভূমিকা পর্যালোচনা করি—ত্রিপুরার মধ্যে যে সব ট্রাইবেল আছে তাদের ভাষা হল কক-বরক ভাষা, সেই ভাষার স্বীকৃতি পেতে অনেক কাঠখর পুড়াতে হয়েছে। চাকমা ভাষাকে আজ পর্যান্ত তাঁরা স্বীকৃতি দেন নি। উপরন্তু মনিপুরীদের মধ্যে দুইটি সেকশান আছে - বিষ্ণুপ্রিয়া এবং মিথেই, কোন সেকশনকেই উনারা স্বীকৃতি দেন নি। আমরা দেখেছি আজকে অটনোমাস ডিস্ট্রীকট কাউন্সিলের কথা বার বার উঠেছে। গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে আমরা দেখেছি যেমন—নাগাল্যাণ্ডে সেখানে ২১টি উপজাতি আছে। সেই ২১টি উপজাতির মধ্যে মাত্র ৪টি উপজাতি বেস্তার এবং নিজস্ব ভাষায় লেখাপড়া করবার প্রাথমিক অধিকার পেয়েছে। কিন্তু অধিকার পেলে কি হবে, সেখানকার প্রায় ৫০০টি গ্রামকে পুলিশ কর্ডন করে রেখে দিয়েছে। তার কারণ হল তারা যাতে গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য কোন আন্দোলন করতে না পারে। যদি তারা কোন গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য আন্দোলন করেন তাহলে তাদের সেই অধিকারকে স্তব্ধ করার জন্য জোর করে সেনাবাহিনী অনুপ্রবেশ করিয়েছেন। মিজোরামেও আমরা সেটা দেখেছি। সেখানে একজন মিজোরামের অধিবাসীর পাশে ২জন সামরিক লোক থাকেন। তার মানেটা কি ? তার মানে হল সেখানকার অবিকশিত উপজাতি সমূহ, তাদের বিকাশের অধিকারকে সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ করার জন্য। আজকে ভাষার অধিকারের জন্য ডিষ্ট্রিকট কাউন্সিল খোলা হয়েছে। তথাপি তারা কেন সে অধিকার পাচ্ছে না ? তার একমাত্র কারণ হলো কেন্দ্রের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। তারপর ভারতীয় সংবিধানের ২৬৯ আইটেমে আছে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতবর্ষের যে কোন রাজ্যে ট্যাক্স ইম্পোজ করতে পারবে এবং সেই ট্যাকস কালেকশান করবে রাজ্য সরকার, কেউ প্রতিবাদ করতে পারবে না। ত্রিপুরার চা বাগানগুলির ট্যাক্স নির্দ্ধারণ করে দেবে কেন্দ্র এবং কতটা শেয়ার পাবে তাও নির্দ্ধারণ করে দেবে তারা।

ত্রিপুরার মানুষের মানুষ হিসাবে বাঁচার যে একটা অধিকার আছে, সেই অধিকারটা তারা ভোগ করতে পারবে না। কেননা সেটাও নির্ধারিত করবে কেন্দ্র, যারা জমিদার, জোতদারদের স্বার্থে আইন তৈরী করেন। পশ্চিমবঙ্গ এবং সারা ভারতবর্ষে আমরা দেখেছি যে ইণ্ডাস্ট্রি গুলিতে শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে বিরোধ লেগেই আছে। ত্রিপুরাতেও বিশেষ করে কৈলাসহরের চা বাগানগুলিতে আমরা দেখেছি যে মালিক শ্রমিকদিগকে বোনাস থেকে বঞ্চিত করছেন, ছাঁটাই করছেন, সেখানকার মজুরেরা ন্যায্য পাওনার জন্য আন্দোলন করতে গেলে মালিক শ্রেণীর স্বার্থে আসবে সি,আর,পি ? কে পাঠাবে সি,আর,পি, ঐ কেন্দ্র। কাউকে জিজ্ঞেস করতে হবেন এবং করবার প্রয়োজনও নেই। আজকে সমস্ত উপজাতি সমূহের বিকাশের অধিকারের জন্য আমরা যে দাবী করছি—আমরা দেখেছি রাশিয়াতে ফেডারেল সিষ্টেম পরিচালিত আছে। সেখানকার ইউক্রেরাইন একটি ছোট্ট ষ্টেট আজকে তারা রাষ্ট্রসংঘে প্রতিনিধিত্ব করবার সুযোগ পাচ্ছে। আসল কথা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যেখানে স্বীকৃত আছে সেখানেই ফেডারেল সিষ্টেম চালু আছে। আমরা চীনেও দেখেছি যেখানে ছোট একটা উপজাতি—উইং উপজাতি যাদের সংখ্যা হবে ৮ | ৯ হাজারের মত। সেই ছোট উপজাতিরা আজকে দুরূহ বিজ্ঞান গবেষণা থেকে আরম্ভ করে নিজস্ব ভাষায় আধুনিক সাহিত্য সাধনাও করছে। সেখানে এই অটোনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের এই ঝামেলার জন্য নুতন আইন করতে হয় নি। যেখানে সরকার নির্যাতিত মানব গোষ্টীর বিকাশ কামনা করে, একমাত্র তারাই এই সুযোগ পায় এবং সেটা একমাত্র সম্ভব সমাজতান্ত্রিক কায়দায়। আন্দামান দ্বীপ পুঞ্জে, ২টা উপজাতি আছে, যারা আধুনিক বিজ্ঞানের আলোক থেকে আজও বহু পিছনে পড়ে রয়েছে। আমরা চাই সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে জাতি, উপজাতি যারা সভ্যতার আলোক থেকে বহু পিছনে পড়ে রয়েছে তারা বাঁচার অধিকার ফিরে পাক। আমরা চাই গোটা ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জাতি উপজাতি নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ একটা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম গড়ে তুলুক, যাতে মানুষ তার নিজস্ব বিকাশ লাভ করতে পারে। আজকের এই বিধান সভায় উপজাতি যুব সমিতির যারা দায়িত্বশীল সদস্য আছেন, আমি বুঝলাম না কেন তারা এই দায়িত্বটাকে এড়িয়ে যেতে চাইছেন। এইটা কি উনারা চান যে কেবলমাত্র ত্রিপুরার কয়েকজন উপজাতি বিকশিত হোক আর সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার উপজাতিদের চিরদিন গ্রাস করে থাকুক। এইটা কি তারা কামনা করেন ? তাদের কল্যাণ কামনায় তাদের কণ্ঠে একটা জয়ধ্বনি উচ্চারিত হওয়া উচিত ছিল। আমি দায়িত্বশীল সদস্য হিসাবে উপজাতি যুব সমিতির সদস্যগণকে অনুরোধ করব, তারা যে সংশোধনী এনেছেন এটা প্রত্যাহার করে নেন। সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে যে সমস্ত উপজাতি আজ পদদলিত, তাদের বিকাশ লাভের স্বার্থেই এই প্রস্তাব তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি। মেঘালয়ের প্রাক্তন চীফ মিনিষ্টার উইলিয়াম সাঙমা তিনি বলেছিলেন যে সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে এমন একটি জায়গা নেই যেখানে নাকি উপজাতি নেই। আজকে তারা নিরন্ন, তাদের পড়নে একটা কাপড় পর্য্যন্ত নেই। আমার কথা হচ্ছে সমাজতন্ত্র না আসা পর্য্যন্ত সেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে না। সেই সমাজতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রাম করতে উনাদের পিছপা হবার কারণটা কি ?

আমি উনাদের কাছে অনুরোধ করব গণতান্ত্রিক ঐক্যের ফাটল ধরাবার জন্য উনারা যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা যেন উনারা প্রত্যাহার করে নেন। সমগ্র ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক মানুষ আজকে কেন্দ্রীয় সরকারের যে সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা তার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে এখানে প্রস্তাব এনেছেন, সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি এবং আশা করি উপজাতি যুব সমিতি কর্তৃক আনীত যে সংশোধনী প্রস্তাব সেটা উনারা প্রত্যাহার করে মুখ্যমন্ত্রী আনীত যে প্রস্তাব সেটা সমর্থন করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মি: স্পীকার, স্যার, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে প্রস্তাব এনেছেন, সেটা আমরা সমর্থন করতে পারিনা। আলাদা আলাদা ভাবে দুইটি ইস্যুকে আমরা সমর্থন করতে পারি। কিন্তু যে দুইটি ইস্যুকে এখানে মিলানো হয়েছে, সেটাকে সমর্থন করা কোন মতেই সম্ভবপর নয়। কারণ যেখানে আমরা দেখছি যে এই দুইটিকে মিলালে পরে একটা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা, সেখানে এই দুইটিকে একত্রিত করার পেছনে গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে বলে আমরা মনে করি। রাজ্যভিত্তিক স্বায়ত্বশাসনের দাবী সেটা সর্বভারতীয় ইস্যু, আর উপজাতিদের জন্য স্বায়ত্বশাসনের দাবী সেটা রাজ্যভিত্তিক ইস্যু। কাজেই কেন্দ্র এবং রাজ্যভিত্তিক সমস্যা এবং সর্বভারতীয় যে দাবী এটাকে একত্রিত করার অর্থ হল উপজাতি স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে গুরুত্বের দিক থেকে কমিয়ে দেওয়া যাতে করে উপজাতিদের দাবী সামনে আসতে না পারে। আমরা জানি গত ১১ বছর ধরে আমরা আন্দোলন করে আসছিলাম ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি, আমাদের আন্দোলনের ফলে গত ১১ বছরে এই দাবী ত্রিপুরায় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ—সমস্ত আন্দোলনের সামনে এসে এটা দাঁড়িয়েছিল কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবে আমরা দেখলাম এটাকে আস্তে করে সরিয়ে পেছনে রেখে দেওয়া হয়েছে যাতে এগিয়ে আসতে না পারে, এটা একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য বলে আমরা মনে করি। আমরা দেখছি তাঁরা নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে বলেছিলেন অটনমাস ডিষ্ট্রীক্ট কাউন্সিল দাবী করবেন, রাজ্যপালের ভাষণে আমরা দেখলাম সেখানে বলা হয়েছে সাব-প্লেন দিয়ে হবে যেটা কংগ্রেস বলে আসছিলেন, আবার আজকে আমরা দেখছি যে প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে, তাতে তাদের দাবী কোন মতেই যাতে পুরণ না হয়, সামনে এগিয়ে আসতে না পারে, তারই ব্যবস্থা করা হয়েছে, এই একটা বিরাট দাবীর পেছনে তাঁরা ছায়ার মত ঘুরতে থাকবে। এর অর্থ হচ্ছে এই—আমরা জানি ১২ বছরের একটা যুবক পাঁচ দিন না খেয়ে থাকতে পারে, কিন্তু ২ বছরের একটা শিশুকে যদি তার সংগে রেখে দেওয়া হয়, তাহলে সে না খেয়ে মারা যাবে। এই যে সর্বভারতীয় ইস্যু এটা একটা দীর্ঘ বিতর্কের ব্যাপারে, দীর্ঘ সময়ের ব্যাপার, এর মধ্যে উপজাতিদের স্বায়ত্বশাসনের যে দাবী, তাদের সমস্যা সমাধানের দাবী, তাদের রক্ষার যে দাবী এটা হারিয়ে যাবে, সেটা মারা যাবে, এটাই হয়তো এই প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য। কাজেই আমি অনুরোধ করব এই উদ্দেশ্য থেকে তাঁরা যেন নিবৃত্ত থাকেন। তাঁরা যেভাবে ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন, উপজাতি দরদী সেজেছেন, এটা দেখে আমরা মর্মাহত আমরা বলব এবং এই বিশ্বাস রাখব এই ব্যাপারে তাঁরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আসুন যাতে

করে। এপুরার উপজাতিরা বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের উপর খানিকটা আস্থা, খানিকটা বিশ্বাস বা ভালবাসা তাঁরা পেতে পারেন। কারণ গত নির্ব্বাচনে উপজাতিদের জন্য অটনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্‌সিলের দাবী সামনে রেখে উপজাতিদের ভোট তাঁরা পেয়েছিলেন, কিন্তু সরকারে আসার সংগে সংগে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁরা তাদের স্বায়ত্বশাসনের দাবী রাখতে চান না, এটাকে গাব-প্লান হিসাবে তাঁরা রাখতে চান, এই বিষয়টি এই প্রস্তাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সর্বভারতীয় দাবীর সংগে এটাকে জুড়ে দিয়ে এটার গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমরা জানি রাজ্যভিত্তিক ক্ষমতা—স্বায়ত্বশাসনের যে দাবী সারা ভারতবর্ষে উঠেছে বামফ্রন্ট সরকার তথা ত্রিপুরা সরকারকে তার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে হবে। কিন্তু আমরা দেখছি যে ক্ষমতা পাওয়ার পরই বামফ্রন্ট সরকার রুল ফাইভ প্রয়োগ করে একতরফা ভাবে বহু কর্মচারীকে পথে বসিয়েছেন, তাদের আজকে অনশনে বসতে হয়েছে। আমরা যখন আগরতলায় আসি তখন দেখতে পাচ্ছি যে আটজন মানুষ না খেয়ে মরতে বসেছে, এটা লজ্জার কথা। আমরা আরও বলব যে বামফ্রন্ট সরকার যে প্রস্তাব এখেন এনেছেন এবং দাবী তুলেছেন এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন দাবী কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আজকে ট্রেজারী বেঞ্চে কোন সদস্য আছে কিনা? কাজেই উনারা যে এ ব্যাপারে কতখানি গুরুত্ব দিচ্ছেন এর থেকে এটা স্পষ্ট এবং এটা দেখে আমরা মর্মাহত। উপজাতিদের স্বায়ত্ব শাসনের দাবীকে নস্যাত করার প্রস্তাব রেখে তাঁরা আজকে হাউস ছেড়ে চলে গেছেন যাঁরা, তাঁদের কাছে আবেদন রাখব তাঁরা যেন নুতন করে এ ব্যাপারে চিন্তা করেন এবং ত্রিপুরার মানুষকে ভালবাসতে চেষ্টা করেন এবং ত্রিপুরার সার্বিক স্বার্থে এই প্রস্তাবকে দুইটি আলাদা প্রস্তাব আকারে আনা হোক—একটা সর্ব ভারতীয় দাবী আরেকটা ত্রিপুরার উপজাতিদের জন্য স্বায়ত্ব শাসনের দাবী। বর্তমান শাসন ব্যবস্থার মধ্যেও আমরা দেখছি আসাম, মেঘালয় এবং নাগাল্যাণ্ডে এই ৬ষ্ঠ তপশীল চালু রয়েছে, ত্রিপুরাতেও ১৯৬২ সালে ধেবর কমিশন যখন এসেছিলেন তখন ফিফথ সিড্যুল চালু করার জন্য সুপারিশ করেছিলেন এবং ১৯৭৯ সালে হনুমন্তিয়া কমিশন এসেছিলেন তখন তারাও ৬ষ্ঠ তপশিল চালু রাখার একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমরা জানি তখনও এই বামফ্রন্ট সরকার বা তার শরীক দলগুলি সেই দাবীর পেছনে তাঁদের সমর্থন ছিল না। আমরা ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি যখন আন্দোলনে নামলাম এবং এই দাবী জানালাম, তখন সমগ্র উপজাতি এটাকে সমর্থন করেছে, ফলে বামফ্রন্ট সরকার তথা সি, পি, এম'এর সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়েছে তখন তাঁরা বাধ্য হয়ে এই দাবী উত্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন কিন্তু আমরা দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি তাঁরা আন্তরিকভাবে এই দাবী গ্রহণ করতে পারছেন না, এই দাবী পূরণের দিকে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন না, বরঞ্চ এই দাবী যাতে এগিয়ে আসতে না পারে, তার একটা বিরাট ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি জানি তাঁদের সর্বভারতীয় ইস্যু দীর্ঘ দীনের ব্যাপার, আরো আলোচনা সাপেক্ষ—সুতরাং এইখানে উপজাতির যে দাবী যেটা গত ১১ বৎসর ধরে করে আসছে সেটাকে এর সংগে মিশিয়ে গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সুতরাং আমাদের নেতা দ্রাউ কুমার রিয়াং যে প্রস্তাব এনেছেন তাঁকে আমি সমর্থন করে বলছি এই দুটোকে আলাদাভাবে রাখতেহবে এবং এই বিধান সভায় যদিও এই প্রস্তাব পাশ হয় সেটাকে গুরুত্ব দেওয়া হবে

কিনা উপযুক্তভাবে সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, কারণ গত জানুয়ারীতে রেল প্রস্তাবের উপর মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব রেখেছিলেন সেটাকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাঁর কাছে কেন্দ্রীয় সরকারের কি চিঠি এসেছে সেটা আমাদের জানানো হয় নি, অথচ এই ইস্যুকে নিয়ে ত্রিপুরার সমগ্র মানুষ ক্ষেপিয়ে তুলেছেন। সুতরাং সমগ্র ত্রিপুরার স্বার্থে আমরা একটা সংশোধনী এনেছি। আশা করি সেটাকে সকলেই সমর্থন করবেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—অনারেবল স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসের সামনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেটাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করছি। আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি এই কারণে যে আমরা দেখেছি যে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলছেন সেটা কেন্দ্রীয় জনতা সরকার আসার পরেও দেখা যাচ্ছে যে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের কোন চিন্তা এই সরকার করেন নাই। আজকে আমরা দেখছি যে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতাকে ধীরে ধীরে সংকুচিত করে সমস্ত ক্ষমতাকে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নিয়ে একত্রীভূত করছেন। এতে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা একনায়কতান্ত্রিকতা প্রকাশ পাচ্ছে, যদিও ভারতবর্ষের সংবিধানে গণতান্ত্রিক কাঠামো রয়েছে, যদিও তার সামনে গণতান্ত্রিক মুখোশ যে একটা রয়েছে, তার আড়ালে তাদের গণতান্ত্রিক প্রতিনিধি নির্বাচন করে তাদের উপর দায়িত্ব দিচ্ছেন তখন আমরা দেখেছি ক্ষমতা রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আর দায়িত্ব রয়েছে রাজ্য সরকারের উপর। এই যে ক্ষমতাহীন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারকে সেজন্য রাজ্য সরকার জনগণের উপর তাদের প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদন করতে পারছেন না। সুতরাং এই শূন্য ক্ষমতা দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারের উপর যে রোলার চালাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে রাজ্যগুলির সোচ্চার হয়ে ওঠা এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের সঙ্গেও আমরা এক সঙ্গে কণ্ঠ মেলাচ্ছি। কাজেই আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আজকে যে প্রস্তাব এনেছেন যে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে জাতীয় স্তরে একটা বিতর্ক হওয়া প্রয়োজন, আজকে বামফ্রন্ট সরকার এর পক্ষ থেকে আমরাও একটা উপলব্ধি করেছি যে এটা একটা জাতীয় স্তরের ব্যাপার, কারণ সাধারণ মানুষের ভাগ্য এর সঙ্গে জড়িত। কাজেই রাজ্য সরকারকে যদি তার প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা এবং প্রয়োজনীয় কাজ করবার ক্ষমতা দেওয়া না হয় তাহলে যেভাবে রাজ্যগুলির ক্ষমতা দিনের পর দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে তাতে আগামী দিনে দেখা যাবে রাজ্যগুলি ক্ষমতা শূন্য হবে। সেজন্য মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব এনেছেন তার প্রতি সমর্থন জানাচ্ছি।

আজকে আমাদের বিধানসভার মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তারা এটা কিসের ভিত্তিতে এনেছেন তা আমরা বুঝতে পারছি না এই জন্য যে যে সমস্যা নিয়ে সারা ভারতবর্ষের মানুষ সোচ্চার হচ্ছে বিভিন্ন রাজ্য এবং বিভিন্ন বিরোধী দলের নেতারা অথচ কিসের জন্য তাঁরা এই সমস্যাটাকে জাতীয় স্তরের সমস্যা বলে স্বীকার করেন না আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। তারা যে বলেছেন যে উপজাতিদের সমস্যাকে ছোট করে দেখানো হচ্ছে তা আমরা মানতে পারি না। কেন না বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে দীর্ঘদিন ধরে উপজাতিদের সমস্যা নিয়ে যে গনতান্ত্রিক লড়াই চলছে, তাদের স্বায়ত্ব শাসনের জন্য যে লড়াই চলছে সেই লড়াইকে স্বীকৃতি দিয়ে বামফ্রন্ট সরকার এটা

আজকে হাউসে এনেছেন। আমরা মনে করি না যে উপজাতিদের স্বার্থ পূরণ করা হয়েছে। আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি যে এই বামফ্রন্ট সরকার উপজাতিদের ন্যায্য দাবীর প্রতি স্বীকৃতির জন্যই এই প্রস্তাব রেখেছেন। কাজেই আজকে আমি আবেদন রাখব উপজাতি যুবসমিতির কাছে যে তাঁরা যেন শুধু বিরোধিতার জন্যই বিরোধিতা না করেন। তাঁরা যেন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। যে সমস্যা শুধু ত্রিপুরার নয়, এটা জাতি-উপজাতি সকলেরই সমস্যা। তাকে তাঁরা সমর্থন জানাবেন এই আশা আমি রাখব। আমরা দেখেছি যে প্রত্যেক জাতির একটা আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার আছে, সেই আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার না থাকলে তারা কোনদিন উন্নতি করতে পারে না। আমরা দেখেছি কি সোভিয়েট রাশিয়া, কি ভিয়েৎনাম প্রত্যেক দেশেই আত্মনিয়ন্ত্রনের অধিকার রয়েছে। আমাদের ভারতকেও একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলা হয় বটে, কিন্তু এখানে কোন গণতান্ত্রিক অধিকারই স্বীকৃতি পায় না। কারণ আমরা দেখেছি বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে এমন কি জরুরী অবস্থার সময়ে মানুষের বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, এই সব স্বাধীনতাকে ধূলায় লুন্ঠিত করা হয়েছে। আমরা আরও দেখেছি যে ইন্দিরা গান্ধী এবং তাঁর পুত্র সঞ্জয় জরুরী অবস্থার নামে মানুষের উপর নানাভাবে অত্যাচার চালিয়েছিল, সেই অত্যাচারের চিহ্ন এখনও সাধারণ মানুষের মন থেকে দূর করা সম্ভব হয় নি। কাজেই আজকে যে কংগ্রেস সরকারের জায়গায় জনতা সরকার এসেছে, তাতে আমাদের আনন্দিত হওয়ার মতো কোন কারণ নাই। কেননা, আমরা দেখছি যে এই জনতা সরকারও ঐ কংগ্রেসীদের মতো ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ সব চাইতে বেশী করে রক্ষা করতে সচেষ্ট হচ্ছেন। কাজেই জনতা সরকারের যারা নেতা, তারা ঐ কংগ্রেসীদের চাইতে ভিন্ন কিছু নয়, এই কথাটা আজকে আমাদের বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না। আমরা আরও দেখেছি যে কংগ্রেসীরা যে সমস্ত কাজ করে গিয়েছে অথবা দুর্নীতি করে গিয়েছে, সেগুলিকে জনতা সরকারও সমর্থন জানিয়ে যাচ্ছেন। তাই জনতা সরকারের যে কাজ কর্ম আমরা সেগুলিকে কোন মতেই সমর্থন করতে পারি না। কারণ জনতা সরকারও এমন সব কাজ করতে চাইছেন, যার মাধ্যমে তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে একটা একনায়কতন্ত্রী বা ডিক্টেটারশীপ সরকারে পরিণত করতে চাইছেন। কাজেই তাদের এই চেষ্টার দ্বারা আমাদের গরীব মানুষগুলির ভাগ্য ফিরার মতো কোন রকম ন্যূনতম ব্যবস্থা হবে বলেও আমাদের ধারণা হয় না। বরং তারা ধনিক শ্রেণীর স্বার্থই বেশী করে দেখছেন ফলে গরীবদের উন্নতির জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়ার প্রচেষ্টা তারা করতে পারছেন না। তাই ভারতে যাতে একটা নূতন শাসন ব্যবস্থা কায়েম হয়, সেজন্য আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব। কাজেই আজকে বামফ্রন্ট সরকার থেকে এই যে দাবী, তাকে আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাচ্ছি যে রাজ্য সরকারগুলির হাতে আরও অধিক ক্ষমতা দিতে হবে। আমরা এও মনে করি যে বৈদেশিক নীতি, ডাক ও তার বিভাগ, মুদ্রা ও দেশরক্ষা ভিন্ন অন্য যে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের আছে, সেগুলি ভিন্ন অন্য সমস্ত ক্ষমতাই রাজ্যের হাতে দেওয়া উচিত। কারণ আমাদের রাজ্যগুলি শক্তিশালী হলে আমাদের রাজ্যের জনসাধারণের প্রভূত উন্নতি হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রও আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে, এই বিশ্বাস আমরা রাখি। কাজেই মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী এই সভার সামনে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কিত যে প্রস্তাব রেখেছেন, তার সমর্থনে আমার বক্তব্য রেখে, আমি আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করছি।

শ্রীখগেন দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সভার সামনে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কিত এবং সেই সঙ্গে ত্রিপুরার উপজাতি প্রধান সংলগ্ন এলাকা নিয়ে একটি স্বয়ং শাসিত জেলা গঠন সম্পর্কিত যে প্রস্তাব রেখেছেন, আমি তাঁর সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। ভারতের মধ্যে বহু ভাষাভাষি ও সাংস্কৃতিক, জাতি-উপজাতি কাটামোর মধ্যে বর্তমানে যে রাজ্য কেন্দ্র সম্পর্কিত প্রশ্ন উঠেছে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতে উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন জাতি-উপজাতি যে ঐক্যবদ্ধ লড়াই করেছিল, সংগ্রাম করেছিল এবং পরবর্তী সময়ে ঐ ঐক্যকে প্রশ্ন করে নিজেদের সীমাবদ্ধতার জন্য কেন্দ্র এবং রাজ্যের উন্নতির প্রশ্ন আজ আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই মাননীয় স্পীকার, স্যার, রাজ্যের ক্ষমতাকে ক্রমাগত খর্ব করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রয়াস করছেন বিগত দুই দশক ধরে, তার বিরুদ্ধে ভারতের সাধারণ মানুষ তাদের রাজ্যের হাতে অধিকতর ক্ষমতার দাবীতে আন্দোলন করছেন, আমার অন্য দিকে কেন্দ্রীয় সরকারও তাদের ক্ষমতা অব্যাহত রাখবার জন্য নানাভাবে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন কারণ ঐ সময় থেকে আমরা দেখছি যে কেন্দ্রীয় সরকার আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে বিভিন্ন রাজ্যে পুলিশ, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী এবং শিল্প রক্ষা বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। তাদের এই কাজ আমরা রাজ্যের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ বলে মনে করি। তাই আমরা দাবী করছি যে কেন্দ্রকে দুর্বল করে রাজ্যের ক্ষমতা বাড়ানোর কথা নয়, রাজ্যে হাতে কি কি কাজ থাকবে এবং রাজ্য কি কি বিষয়ে আইন প্রণয়ণ করবে আর কেন্দ্রের হাতে কি কি কাজ থাকবে এবং কেন্দ্র কি কি বিষয়ে আইন প্রণয়ন করবে, তা যদি আমাদের সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে বলা থাকে, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলির কোনক্রমে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এবং সেই সংগে রাজ্য সরকারগুলিও চেষ্টা বা লক্ষ্য থাকবে যে কেন্দ্রীয় সরকারের আইন প্রণয়নের উপর যে অধিকার থাকবে, সেগুলির উপর তারা কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, সংবিধানের ২৪৯ ধারায় বলা হয়েছে যে জাতিয় ঐক্যের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার যে কোন সময়ে লোক সভায় আইন পাশ করতে পারবেন এমন কি যেগুলি রাজ্য সরকারগুলিরও এক্তিয়ারভুক্ত। তাই আমি এই ধারাটি বাতিল করবার জন্য এখানে প্রস্তাব করছি। অন্য দিকে আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকার তার সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, শিল্পরক্ষী বাহিনী বিভিন্ন রাজ্যে পাঠিয়ে ঐসব রাজ্যগুলির অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করছে। আমরা মনে করি রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার ব্যাপারে দায়িত্ব রয়েছে রাজ্য সরকারের, কাজেই আইন শৃঙ্খলার নামে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এই সমস্ত রক্ষী বাহিনী রাজ্য-গুলির চাপিয়ে না দেয়, তার জন্যও আমি এখানে প্রস্তাব রাখছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, রাজ্য বিধানসভা এবং রাজ্য বিধান পরিষদ অর্থনৈতিক কারণে অথবা যে কোন সময়ে রাজ্যের মধ্যে যদি কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় যদিও সেই বিশৃঙ্খলার কোন ডেফিনেশন কেন্দ্রীয় সরকার দেয় নি, তথাপি সেই বিশৃঙ্খলার নাম করে রাজ্য বিধানসভা বাতিল করার যে প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন, সেই অনুচ্ছেদটি আমরা বাতিলের পক্ষে। কাজেই কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কিত যে প্রস্তাব মুখ্যমন্ত্রী এখানে তুলেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করি। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, উপ-জাতি স্ব-শাসিত এলাকা সম্পর্কে। এই সম্পর্কে আজকে যারা চোখের জল ফেলছেন, সেই

মাননীয় সদস্যরা এই পৃথিবীতে আসার আগেই ত্রিপুরা রাজ্যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে, ত্রিপুরার গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ উপজাতি পাহাড় এবং বাঙ্গালী সমতল এলাকায় এই উপজাতিদের দাবী নিয়ে লড়াই করেছিল, সংগ্রাম করেছিল এবং সেই লড়াই করতে গিয়ে দস্যু কংগ্রেসী সরকারের আমলে অনেকে জীবন উৎসর্গ করেছিল। হাজার হাজার মা বোনের ইজ্জত তারা ধূলায় লুন্ঠীত করেছিল এবং হাজার হাজার উপজাতি ভাই বোনদের বাড়ীঘর তারা পুড়ে দিয়েছিল। ১৯৭২-৭৩ সালে উপজাতিদের ৪ দফা দাবীর ভিত্তিতে ত্রিপুরা রাজ্যে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে আমরা যে লড়াই করেছিলাম, সংগ্রাম করেছিলাম, এই কংগ্রেসী সরকার সেইসব হাজার হাজার কমরেডদের জেলে পাঠিয়েছিল। কাজেই অতীতে আমরা যখন উপজাতিদের স্বার্থে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের অন্যান্য গণতান্ত্রিক মানুষের স্বার্থে তখন এই উপজাতি যুব সমাজ ঐ কংগ্রেসীদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের সেই সংগ্রামকে বিপথে চালিত করবার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল। অথচ আজকে দেখছি উপজাতিদের জন্য তাদের দরদ উৎলিয়ে পড়ছে। কাজেই উপজাতিদের স্বার্থে এই যে প্রস্তাব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে তুলেছেন, তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমোহন লাল চাকমা— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার—এর মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব এনেছেন আমি সেটা সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই জন্য যে কেন্দ্র এবং রাজ্যের সম্পর্ক নিয়ে অনেক কিছু তিক্ততা বেড়েছে। গত ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনের এই তিক্ততা দূর করতে হলে আজকে সর্ব্ব প্রথমেই প্রয়োজন সংবিধান সংশোধন করা। এবং এই রাজ্য এবং কেন্দ্রের সম্পর্কের যে সংশোধন সেটা আশু করনীয় কাজের মধ্যে পরে। এজন্য এটা আমি সমর্থন করি। আর দ্বিতীয়ত এই প্রস্তাব আনা হয়েছে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেরই নয় এটা সারা ভারতের উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। একটা অটোনোমাস ডিষ্ট্রীক্ট কাউনসিল করে স্বায়ত্ব শাসন করার জন্য আমাদের গন মুক্তি পরিষদের দাবি এবং মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে দীর্ঘদিন যাবত আমরা সংগ্রাম করে আসছি। এবং এই সংগ্রামের ফলে আমাদের গণমুক্তি পরিষদের একজন সদস্য ধনঞ্জয় রিয়াং বর্বর কংগ্রেসী শাসনের আমলে পুলিশের হাতে নৃশংস ভাবে নিহত হন। এই দাবি আজকে যাতে ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়িত হয়—কারণ এই দাবি আমাদের ত্রিপুরার ৫ লক্ষ উপজাতির জন্য বাস্তবমুখী প্রস্তাব। সেজন্য এই প্রস্তাব আমি সমর্থন করি। কিন্তু আমাদের এই প্রস্তাবের বিরোধীতা করার জন্য আমাদের বিরোধী পক্ষের কোন কোন সদস্য বক্তব্য রাখছেন এটা কাদের সুর এবং সেটা কাদের স্বার্থে সেটা আজকে পরিস্কার বুঝা গেল। তাদের যদি একটু মানবতাবোধ থাকে তাহলে তাদের এই প্রস্তাব সমর্থন করার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মি: স্পীকার— শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা —মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের মাননীয় সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য কেন্দ্র এবং

রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের জন্য যে প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে সেই প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি। কিন্তু সেখানে দু'টি প্রস্তাব আনা হয়েছে। দুই নম্বর প্রস্তাবে বলা হয়েছে উপজাতিদের জন্য স্বয়ংশাসিত জেলা গঠন করার জন্য কেন্দ্রের কাছে অনুরোধ করা হউক। এখানে দুটি প্রস্তাব থাকাতে আমরা সেটাকে সমর্থন করতে পারি না। কারণ এটা উদ্দেশ্যমূলক এটা আমরা জানি। আমি এ কথা গর্বের সংগে বলতে পারি যে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার যে প্রস্তাব এখানে রাখা হয়েছে তা কেন্দ্র কোন ক্রমেই পাশ করবে না। এবং সেই সংগে যখন উপজাতিদের স্বায়ত্বশাসনের জন্য প্রস্তাব রাখা সেটিও সংগে সংগে নাকচ করে দেবে। তখন বামফ্রন্ট সরকার বলতে বলবেন যে দেখ উপজাতিদের জন্য স্বায়ত্বশাসনের যে দাবি আমরা করেছিলাম সেটা উপজাতি যুব সমিতি বিরোধীতা করেছে। এই ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হবে আমরা জানি। এই জন্যই আমরা জানি এটা উদ্দেশ্যমূলক ভাবে করা হয়েছে। সেজন্যই এই প্রস্তাব আমরা সমর্থন করি না। আমাদের বক্তব্য যদি পৃথক পৃথক ভাবে এই দুটি প্রস্তাব আনা হয় তাহলে আমরা এই দুটি প্রস্তাবকে সমর্থন জানাতে পারি। কিন্তু এখানে যে ভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটাকে আমরা সমর্থন করিতে পারি না। যদি আপনাদের সদিচ্ছা থাকে যদি আপনাদের সাহস থাকে তবে উপজাতিদের জন্য স্বায়ত্বশাসনের প্রস্তাবকে পৃথক ভাবে আনবেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে ধামা চাপা দেওয়ার ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে আমরা সেটাকে সমর্থন করতে পারি। কারণ আমরা জানি অতীতে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে উপজাতিদের জন্য অতীতে যে সব আন্দোলন হয়েছিল যেমন বলা হয়েছে ধনঞ্জয় ত্রিপুরায় কথা—এখানে বলা হয়েছে ককবরক ভাষার আন্দোলনের জন্য কংগ্রেসীরা তাকে হত্যা করেন এই কথা আমরা স্বীকার করছি। কিন্তু ধনঞ্জয় ত্রিপুরা শুধু ককবরক ভাষার জন্য আন্দোলন করেন নাই তিনি ককবরক ভাষার জন্যই প্রাণ দেননি ; তিনি প্রাণয়দিয়েছিলেন ৪ দফা দাবির জন্য। সেই ৪ দফা দাবির কথা আমাদের জানা আছে। সেই ৪ দফা দাবি এই ৪ দফা দাবির মধ্যে উপজাতিদের জন্য স্বায়ত্বশাসন চালু করা, ১৯৬০ সাল থেকে ভূমি ফেরত দেওয়া ইত্যাদি ছিল। কিন্তু এইগুলিকে চাপা দিয়ে শুধু ককবরক ভাষার জন্যই ধনঞ্জয় ত্রিপুরা প্রাণ দিয়েছেন ইহা দেখান হয়েছে। কিন্তু এটাকে আজকে উদ্দেমূলক ভাবে কালার দেওয়া হয়েছে। উপজাতিদের এই দাবিগুলির জন্য বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার অতীতে বিরোধী দল হিসাবে সংগ্রাম করেছিলেন। আজকে এই ভাবে বিভিন্ন কৌশলে তারা আবার উপজাতিদের বিভ্রান্ত করতে চাইছেন। কাজেই এই প্রস্তাবকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। যদি বামফ্রন্ট সরকার সত্যি সত্যি উপজাতিদের এই দাবির প্রতি সমর্থন জানান তাহলে তারা আলাদাভাবে এই প্রস্তাব আনুন তখন আমরা সেটা সমর্থন করব। আপনারা মনে রাখবেন এই প্রস্তাবের সমর্থনে সুখময় সেন গুপ্ত মন্ত্রী সভার আমলে আপনারা সোচ্চার হয়েছিলেন তখন আপনারা এই দাবীর সমর্থনে লড়াই করেছিলেন। সরকার পক্ষের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন আমরা নাকি কংগ্রেস সরকারের বিরোধীতা করি নাই। আমি বলব যে সেই কথা ঠিক নয়। কংগ্রেসী শাসনের আমলে আমরা যে সংগ্রাম করেছিলাম তার প্রমাণ দিচ্ছি। গত ১৯৭৫ সালের ৯ই অক্টোবর আইন

অমান্য আন্দোলনে উদয়পুরে উপজাতির যুবকেরা সংগ্রাম করেছিল এবং তারা সেদিন পুলিশ, সি, আর, পি, দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। এবং এর ফলে সেদিন ৮ জনের নামে মামলা দায়ের করা হয়। গত সপ্তাহে মাত্র আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী সেই ৮ জনের নামে যে কেসগুলি ছিল সেই কেসগুলি বাতিল করে দেন। আর আপনারা বলছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার উপজাতিদের জন্য কোন দাবি দেয় না। কিন্তু আমি বলব যে '৬৫ সালে ডেবর কমিশন যখন এম তপশীল চালু করার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন কে নাকচ করেছিল, ত্রিপুরা সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার নয়। তাছাড়া ৬৯ সালে কমিশন ত্রিপুরা ২টা ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিল চালু করার জন্য প্রস্তাব করেছিলেন কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা সরকার সেটা চালু করেন নাই। সেজন্য আমরা সংগ্রাম করেছিলাম। ১৯৭৩ সালে যখন শ্রীমতি গান্ধী ত্রিপুরায় আসেন তখন আমরা তাঁর সংগে দেখা করে বলে ছিলাম যে কেন্দ্রীয় সরকার মণিপুরে এবং ত্রিপুরায় ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিল দিতে সুপারিশ করেছেন এবং সেই সুপারিশ করেছেন এবং সেই সুপারিশ অনুযায়ী মণিপুরে ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিল দেওয়া হল অথচ একই সুপারিশে আমাদের ত্রিপুরাতে এই ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিল দেওয়া হল না। কাজেই আমি বলব যে অতীতে কেন্দ্রীয় সরকার উপজাতিদের দাবি দিতে নারাজ ছিলেন না। কাজেই আমরা চাই এই বামফ্রন্ট সরকার যদি উপজাতি দরদি হয় তাহলে উপজাতীদের অটনমির ব্যাপারে আলাদা প্রস্তাব আনবেন। তারপর সেইটা যদি কেন্দ্রীয় সরকার নাকচ করে দেয় তাহলে আমরা দেখাবো কিভাবে আন্দোলন করতে হয়। মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্মা আচাইদের সম্পর্কে যে কথা বলেছেন তা অনর্থক অভিযোগ। তারা বলছেন উপজাতিরা বর্তমানে নিজেদের পুরোহিত দিয়ে পুজাপার্বন ইত্যাদি করেন এবং এটা নাকি সাম্প্রদায়িক নীতি। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকারই একদিন এই আচাইদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন। এই কম্যুনিষ্ট পার্টির নেতারা যখন এই ত্রিপুরাতে আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন তখন প্রথম থেকেই তারা দেখিয়েছিলেন যে এই অউপজাতীয় পুরোহিতরা পুজার নাম করে, ধর্মের নাম করে কিভাবে উপজাতীদেরকে শোষন করছে। এই বামফ্রন্ট সরকারের মধ্যে এখন যে নেতারা আছেন তারাই আচাইদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন এবং পুজা পার্বনের যে ব্যবস্থা সেগুলি শিখিয়েছিলেন। এখন উপজাতীরা এই ব্যবস্থা যখন চালু করতে গেলেন সেই নীতিকে অনুসরন করে তখন তাদেরকে বলা হচ্ছে যে এটা সাম্প্রদায়িক দল। তাহলে আমরা মনে করবো যে এটা যদি সাম্প্রদায়িক দল হয় তাহলে এখনকার যে বামফ্রন্ট সরকারের নেতারা আছেন তারাই এই আচাইদেরকে কিভাবে পুজাপার্বন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি করতে হয় তা শিখিয়েছিলেন। কাজেই এখন যদি উপজাতীরা সেই ব্যবস্থাকে মেনে চলে তার জন্য উপজাতি সমিতি দায়ী নয়। দিনের পর দিন মহাজন, ব্যবসায়ী ধর্মের নাম করে উপজাতিদেরকে শোষন করে আসছে। একজনের বাবা মারা গেলে ৫ কাণি বিক্রী করতে হয়। মা মারা গেলে আরও দুকাণি বিক্রী করতে হয়। এইভাবে একজন উপজাতি পরিবার বাবা মা মারা যাবার পর নিঃশেষ হয়ে যায়। তারপর গয়া, কাশীতে পিণ্ড না দিলে আত্মা শুদ্ধ হয় না। এই সমস্ত ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে ব্রাহ্মণরা ধর্মের নামে উপজাতিদেরকে শোষণ করেছিলেন। আমরা সেই শোষণের বিরুদ্ধে রোখে দাঁড়িয়েছি। কাজেই তারা বলতে পারেন না যে উপজাতীরা সাম্প্রদায়িক নীতি গ্রহণ

করেছেন। কাজেই যে প্রস্তাব এখানে আনা হয়েছে যে রাজ্যভিত্তিক এই যে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়ার প্রশ্ন এবং উপজাতীদেরকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়া সম্পর্কে যে দুইটা প্রস্তাব এখানে এক ত্র আনা হয়েছে তা যদি আলাদাভাবে আনা হয় তাহলে আমরা সমর্থন করবো।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত যে প্রস্তাব রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার জন্য ভারতবর্ষের সংবিধানের সংশোধন দরকার এবং ত্রিপুরার উপজাতী অধ্যুষিত এলাকার জন্য শায়ত্ব শাসন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই জন্য যে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার প্রশ্ন পর্য্যালোচনা করতে গেলে আমরা যদি পেছনের দিকে তাকাই তাহলে দেখি কংগ্রেস রাজত্বকালে তখন সমস্ত ভারতবর্ষে একদলীয় স্বৈরতন্ত্র নিয়ে আসার জন্য চেষ্টা চলছিল। আমরা দেখেছিলাম ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে অকংগ্রেসী রাজ্যে কিভাবে কেন্দ্রীয় সরকার প্রভাব বিস্তার করেছিল। যখনই প্রয়োজন মনে করেছিল সি, আর, পি, পাঠিয়ে দিয়েছিল। এগুলি কেন হয়েছিল কারন সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সেই সুযোগ ছিল। তার জন্যই এই সমস্ত হয়েছে। আমরা দেখেছি অকম্যুনিষ্ট রাজ্যগুলিতে আরও ক্ষমতা বিস্তারের জন্য সেই দিন ৪২ তম সংশোধনী বিল আনা হয়েছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের জনগণ তার বিরুদ্ধে সেই দিন রায় দিয়েছিল। এই এক দলীয় মনোভাবের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে তাদের খুশীমত সরকার গড়া এবং সরকার বিভিন্ন রাজ্যে প্রত্যেকটি উপজাতী আন্দোলনের পথকে তারা স্তব্ধ করে দিয়েছেন বসিয়ে দিয়েছেন। কাজেই জনগণের স্বার্থে, পেছনে পরা মানুষের স্বার্থে, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পেছনে পরা মানুষদের উন্নতির জন্য, তাদের সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য, জনগণ যাতে কৌশল বা সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেই জন্য রাজ্যগুলির হাতে আরও বেশী ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান কাঠামোতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভুত হয়ে রয়েছে। আজকে রাজ্যগুলির হাতে আরও বেশী ক্ষমতা দরকার। ভুমিহীনদের ভুমি দিতে হবে, উপজাতীদের অর্থনৈতিক সামাজিক সুবিধা দিতে হবে। কিন্তু কেন্দ্রের হাতে অধিক ক্ষমতা থাকায় রাজ্যগুলি ক্রীড়নক হয়ে যাচ্ছে। কাজেই তার জন্যই ভারতবর্ষের মানুষ বিগত নির্বাচনগুলির মাধ্যমে স্বৈরাতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন এবং তার জন্যই আজকে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের সরকার,—বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এবং ত্রিপুরায় গঠিত হয়েছে। এই পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরায় যে সরকার গঠিত হয়েছে তা দেশের শতকরা ৯০ ভাগ লোকের সরকার। আর এই সব জনগণের স্বার্থের এবং মঙ্গলের জন্য যাতে কাজ করা যায় তার জন্যই আজকে এই বিশেষ ক্ষমতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু আমরা দেখছি আজকে যখন এই প্রশ্ন উঠেছে, কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কে যে প্রশ্ন তাদের যে অধিকার সেই অধিকারকে পুনর্বিন্যাস করার যে প্রশ্ন উঠেছে, যে বিতর্ক উঠেছে আমি বলব সেই বিতর্ক ঠিক। বিভিন্ন রাজ্য সরকার ভারতবর্ষের বিভিন্ন চিন্তাবিদ, ভারতবর্ষের বিভিন্ন দার্শনিক, ভারতবর্ষের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে যে গণতান্ত্রিক চেতনা এসেছে সেটা দেখতে হবে পর্যালোচনা করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই প্রসঙ্গে দেখি যে ত্রিপুরার উপজাতি-

দের জন্য যে স্বয়ং শাসিত জেলা গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে সেটাকে আমাদের বিরোধী পক্ষ থেকে বিকৃতি করা হয়েছে। অধিক ক্ষমতা এবং স্বয়ং শাসিত জেলা গঠন এই দুটি পৃথক ভাবে দেখেছেন। এ দুটি প্রস্তাব অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। একটা ভারতের মাটিকে উর্ব্বর করবে আর একটা সেই মাটিতে বীজ রোপন করবে। যদি রাজ্যগুলির সুবিধা না থাকে. তাহলে পিঁছিয়ে পড়া জনগণের সুযোগ সুবিধা দেখার সুবিধে হবে না। এইটুকু সুযোগ থাকার অর্থ গোটা ভারতবর্ষের যে অর্থ নৈতিক কাঠামো, সামাজিক কাঠামো এবং অধিকারগত যে ক্ষমতা তা যদি সরকারের না থাকে তাহলে ত্রিপুরার উপজাতিদের যে পিঁছিয়ে পড়া অবস্থা, ত্রিপুরার উপজাতিদের যে দুঃখ—দুর্দ্দশা সেটাকে বিচ্ছিন্ন ভাবে, আন্দোলনের মাধ্যমে তার সমাধান হবে না। কাজেই আমি বলছি যে এ দুটি বিষয় অঙ্গাঙ্গী ভাবে একের সহিত অপরে জড়িত।

(এট দিস ষ্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে কিছু সময় দিতে হবে। আমি বলছিলাম যে, ত্রিপুরার উপজাতিদের সমস্যা সারা ভারতবর্ষের যে সমস্যা, বিভিন্ন রাজ্যের যে সমসা এবং গোটা দেশের অনগ্রসর মানুষের যে সমস্যা সেই সমস্যা এক আছে। ভারতবর্ষ যতদিন ধর্ম্মনিরপেক্ষ দেশ হিসাবে থাকবে ততদিন এই সমস্যা থাকবে। মানুষকে সুষ্ঠু ভাবে চিন্তা করার সুযোগ যদি দেওয়া হয়, তাহলে আরো বেশী করে সমস্যা দেখা দেবে। চেতনার মধ্য দিয়ে দেশকে জাগ্রত করতে হবে। তাহলে গোটা ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া মানুষ মুক্ত হয়ে এগিয়ে আসতে পারবে। কাজেই ঐ ত্রিপুরার উপজাতিদের গঠন করার কথা—সামগ্রিক ভাবে সমগ্র পিঁছিয়ে পড়া মানুষের উন্নতির জন্য চিন্তা করতে হলে রাজ্যগুলিকে আরো ক্ষমতা দেওয়ার কথা চিন্তা করতে হবে এবং অধিক ক্ষমতা কেন্দ্র রাজ্যগুলির হস্তে ন্যাস্ত করতে পারবেন কি না সেটা তার উপরই নির্ভর করবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই প্রস্তাবটি সমর্থন করছি এবং আমি আশা করবো বিরোধী গ্রুপের তাঁরাও এই প্রস্তাবটিকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ করাতে এগিয়ে আসবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য সুবল রুদ্র আপনি এই প্রস্তাবটির উপর আপনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রীসুবল রুদ্র :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য এবং কেন্দ্র সম্পর্কীয় যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে কেন্দ্র এবং রাজ্যের যে সম্পর্ক সেই সম্পর্ক যাতে আরো ঘনিষ্ট হয় এবং রাজ্যগুলির হাতে আরো অধিক ক্ষমতা দেওয়া হয় এই জন্যই আমি সমর্থন করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যেটা এখানে লক্ষ্য করছি সেটা হচ্ছে কেন্দ্র এবং রাজ্যগুলির মধ্যে যে সম্পর্কে সে সম্পর্কের মধ্যে ভারতবর্ষের রাজ্যগুলিকে সংবিধানে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার প্রশ্নকে গত ৩০ বছরে আমরা দেখেছি কংগ্রেস সেই রাজ্যগুলিকে দেয়নি। যদিও ভারতবর্ষ একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা বলে কথা আছে সংবিধানে, আমরা দেখলাম কেন্দ্রের হাতে অধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাখা হচ্ছে। তাঁরা রাজ্যের হাতে ক্ষমতা দিতে নারাজ ছিল। তার কারন ছিল যে, কম ক্ষমতা পেলে পরে কেন্দ্রের অসুবিধা হতে পারে, যেটা আমরা লক্ষ্য করলাম, সংবিধানের যে অধিক ক্ষমতা আছে তাতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের যে ক্ষমতা, রাজ্যের যে দাবী সেটা উপেক্ষা করা হয়েছে। আমরা

এই জন্যই দেখতে পেয়েছি রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা না থাকার ফলে কেরলের মন্ত্রীসভাকে, নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রীসভাকে কেন্দ্র অন্যায় ভাবে ভেঙ্গে দিয়েছিল এবং শুধু এই দিক দিয়েই নয় আমরা দেখলাম রাজ্যগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে কোন মুহূর্তে, যে কোন ভাবে তারা সেখানে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। প্রতিরক্ষার নাম করে বিশৃঙ্খলার নাম করে সেখানে মিলিটারী পাঠাতে পারবেন। সেখানে রিজার্ভ পুলিশ পাঠাতে পারবেন। এই ভাবেই রাজ্যগুলির ক্ষমতাকে খর্ব করা হয়েছে। সেই সঙ্গে আমরা এটাও দেখেছি যে রাজ্যে রাজ্যে যে অকংগ্রেসী মন্ত্রীসভা গঠিত হচ্ছে, এবং অধিক ক্ষমতার জন্য যখন সাধারণ মানুষ আন্দোলনে মুখরিত হয়েছে, এবং এটার জন্য জোর লড়াই করছিল তখন কেন্দ্রীয় সরকার তার পুলিশ বাহিনীকে রাজ্যে রাজ্যে তার ক্ষমতা বলে পাঠাতে পারছে। এই সব বাহিনী বেআইনী ভাবে তাদের নির্যাতন চালাচ্ছে। এছাড়াও আর এক দিক দিয়ে দেখা যেতো রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার যে পুলিশ, সি, আর, পি, পাঠাচ্ছে তাতে রাজ্যগুলিকে আয়ের একটা বড় অংশ ব্যয় করতে হচ্ছে। আমরা ত্রিপুরা রাজ্যে দেখেছি যে, রাজস্থানী পুলিশ এখানে আছে, তাদের ব্যয়ের জন্য একটা বড় দেনা রাজ্য সরকারের আছে। সেই হেতু রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকার যে কোন সময়ে হস্তক্ষেপ করবে। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে এটা বাতিল করা একান্ত দরকার। এটা কেন্দ্রীয় সরকার বিশৃঙ্খলার নাম করে রাজ্য সরকারকে ভেঙ্গে দিতে পারে, এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর আঘাত আনতে পারে। আমরা লক্ষ্য করেছি কেন্দ্র ক্ষমতাকে আরো কেন্দ্রীভূত করে রাখছে। এবং আমরা লক্ষ্য করেছি পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রীসভা আছে সে মন্ত্রীসভাগুলি সেখানে জনকল্যাণমূলক কাজ করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে যেটি লক্ষ্য করা গেছে সেটি হলো ভূমি সংস্কার করতে গিয়ে, ভূমি আইনের সংশোধন করতে গিয়ে প্রকৃত বর্গাদার, প্রকৃত চাষার। তাদের বর্গার যে রাইট সেটা করতে গেলে সেখানে শিলিংএর প্রশ্ন আসে। যেখানে আইন-কানুন প্রণয়ন করার চেষ্টা করছে পশ্চিমবাংলা সরকার সেখানে বিরাট বাধার সম্মুখীন হচ্ছে, এবং তার সুযোগে আজকে সারা পশ্চিমবাংলায় বড় বড় জোতদাররা এবং মজুতদাররা পাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এই যে আইন এই যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতার বলে সেখানে চোরাকারবারী, বড় বড় মজুতদার এবং জোতদাররা সেখানে সুযোগ পাচ্ছে এবং রাজ্যগুলির হাতে অধিক ক্ষমতা না থাকার ফলে সেখানে ভূমি সম্পর্কিত নতুন যে আইন সে আইন সেখানে প্রণয়ন করা যাচ্ছে না। শুধু এই দিক দিয়ে নয় আমরা অন্য দিক দিয়েও লক্ষ্য করেছি রাজ্যের হাতে যে ক্ষমতা আছে সেই ক্ষমতা নিয়ে রাজ্যে অর্থ-নৈতিক উন্নতি সম্ভব নয় এবং যেহেতু আমরা দেখছি সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বহু জাতি এবং উপজাতি নিয়ে গঠিত রাজ্যগুলির মধ্যেও ভাষার ক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমস্ত দিক দিয়েই সেখানে কেন্দ্রের অনুমোদন ছাড়া তাদের যে অধিকার সে অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না, তার সাংস্কৃতিক যে অধিকার সে অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে না এটা আমরা বিভিন্ন দিক থেকেই লক্ষ্য করেছি। উপজাতি এবং

তপশীলির উন্নয়নের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার যে দৃষ্টিভংগী নিয়েছেন সে দৃষ্টিভংগী যদি কার্য্যকরী করতে হয় তাহলে রাজ্যের হাতে ওদের উন্নয়নের দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের স্বয়ংশাসিত জেলা ঘোষণা করার প্রশ্নে প্রস্তাব রাখা হয়েছে। যেহেতু এটা কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারে সেহেতু রাজ্য সরকার সে সম্পর্কে কোন কিছু সুনির্দিষ্ট চিন্তা করতে পারছেন না এবং কেন্দ্রের সেই ক্ষমতা তার হাতে রেখে দেওয়ার জন্য গত ৩০ বছরে সেখানে কল্যাণমূলক কোন কাজ করা হয় নি। মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড বিভিন্ন রাজ্যে আমরা দেখেছি উপজাতিদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটা বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে যার জন্যে উপজাতিদের জন্য সেখানে কল্যাণমূলক কোন কাজ করা যাচ্ছে না এবং তারই জন্য উপজাতিরা আজকে নিষ্পেসিত, অবহেলিত হয়ে রয়েছে। আজকে মুখ্যমন্ত্রী আনীত যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি এবং সাথে সাথে মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করতে পারছি না এবং আমি অনুরোধ করছি যে বিচ্ছিন্ন ভাবে উপজাতিদের জন্য আলাদা প্রস্তাব নেওয়া উচিত নয় কারণ একই প্রস্তাবের মধ্যে সেটা এসেছে সেজন্যই এই প্রস্তাবকে প্রত্যাহার করে মুখ্যমন্ত্রীর আনীত প্রস্তাবকে সমর্থন করার জন্য আমি অনুরোধ করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় তিনজন সদস্য বলার জন্য নাম দিয়েছেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর উত্তর দিতে গেলে কতদূর সময় লাগবে সেটা বুঝে আমি সময় দেব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—আমার ১৫ মিনিট লাগবে।

মিঃ স্পীকার :—তাহলে আমি মাননীয় সদস্যগণকে ৫ মিনিট করে সময় দিতে পারি কারণ ভোটাভোটির প্রশ্ন আছে এটাতেও সময় নেবে। মাননীয় সদস্য অখিল দেবনাথকে আমি আহ্বান করছি।

শ্রীঅখিল দেবনাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় আজকে বিধান সভায় যে প্রস্তাবটা এনেছেন রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস, তাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন জানাই। মাননীয় স্পীকার মহাশয়, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংবিধান রচনা হয়েছিল সেখানে ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপল এবং ষ্টেট পলিসিতে স্পষ্ট আজকের যে প্রস্তাব সেই প্রস্তাবকে সমনর্থ করা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছিল ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত সুদূর হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত এবং অন্যদিকে পাঞ্জাব থেকে ত্রিপুরা পর্য্যন্ত যে বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন রাজ্যে রয়েছে তাদের মধ্যে এমন একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে করে একটা সুসামঞ্জস্য সৃষ্টি করে, একটা ঐক্যতান সৃষ্টি করে যাতে বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। বিগত ৩০ বছরে আমরা দেখেছি বিভিন্ন রাজ্যকে যে ভাবে বিভিন্ন চোখে

কেন্দ্রীয় সরকার দেখেছেন। এই উপেক্ষিত ত্রিপুরা, উপেক্ষিত হিমাচল প্রদেশগুলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন ফলে আজকে সেখানে কংগ্রেসের একচেটিয়া রাজত্ব নেই সেখানে প্রশ্ন উঠেছে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা যে কথাটা বার বার বলছেন সেটা আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয় কারণ বামফ্রন্ট সরকার যখনই কোন জটিল সমস্যা এই বিধানসভায় তুলেছেন এবং প্রত্যেকটি সমস্যার পিছনে উপজাতিদের সমস্যাও দেখেছেন সুতরাং যতই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আসুক না কেন তার সঙ্গে আমরা উপজাতিদের সমস্যাগুলিকেও রক্ষা করতে চাই যেহেতু ত্রিপুরা উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা। তাছাড়া যেখানে সংসদীয় গণতন্ত্র রয়েছে যে কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে তাদের স্বার্থে যে কোন সময় সংবিধানকে সংশোধন করে পদদলিত করতে পারে এবং তার ইতিহাস সত্য, বিগত ইন্দিরা সরকার যেভাবে ৪২তম সংবিধানকে সংশোধনের মাধ্যমে সংবিধানের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে নিতে চেয়েছিলেন তাই আমরা দেখছি ৪২তম সংশোধনের মাধ্যমে কেন্দ্র ভারতবর্ষকে একনায়কতন্ত্র শাসন ব্যবস্থায় পরিণত করতে চেয়েছিল তারই জন্য আজকে বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রস্তাব এসেছে যে কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা পুনর্বিন্যাস করা হোক এবং আরো ক্ষমতা দেওয়া হোক সুতরাং এখানে যে মূল প্রস্তাব যে প্রস্তাবকে ফেলে রেখে উপজাতিদের সংস্থা শুধু দেখবে এটা অবাস্তব এবং সমস্ত ভারতবর্ষের লোকের যে আশা আকাংখা কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস হোক এবং রাজ্য আরো ক্ষমতাশালী হোক সে প্রস্তাবকে বাতিল করার উদ্দেশ্যে তারা তাদের এই সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। আমি মনে করি উপজাতি যুব সমিতির বুঝা উচিত সর্ব্ব ভারতীয় যে সমস্যা সে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা উচিত। আমি অত্যন্ত দুঃখিত আজকে তাদের সমস্যা নিয়ে যখন এই বিধান সভায় আলোচনা করছি তখন তারা বিধান সভায় উপস্থিত নেই এর দ্বারাই প্রমাণ হয় যে তাদের যে প্রস্তাব সে প্রস্তাবটা বিধান সভায় আলোচনা হোক বা সমর্থন পাক সেটা তারা চান না এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীতরুনী মোহন সিংহ।

শ্রীতরুনী মোহন সিংহ :— মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত প্রস্তাবকে আমি সমর্থন জ্ঞাপন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে আজকে ৩০ বছর ধরে সর্ব ভারতীয় ভিত্তিতে ত্রিপুরার উন্নতিকল্পে সংবিধান সংশোধন করে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার যে প্রস্তাব সেটা সর্ব ভারতের সাধারণ মানুষের স্বার্থেই এবং সর্ব ভারতীয় মানুষের পক্ষে তা জোরালো পদক্ষেপ তাই এই প্রস্তাবকে আমি সমর্থন করি। ভারতের অবহেলিত মানুষকে মুক্ত করতে গেলে কেন্দ্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরো দৃঢ় করতে হবে। কংগ্রেস সরকার এতদিন, ৩০ বছর তার শাসনের মধ্যে বৈমাতৃ সুলভ মনোভাব দেখিয়েছিলেন। ত্রিপুরার মানুষ তারা নিজের দেশকে উন্নত করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সেখানে ছিল একজন তিনিই ছিলেন এক রাজ্যের এক নেতৃত্বের এক নেতা। যার জন্য আজকে আমাদের দাবী জনগণের দাবী এবং সাধারণ মানুষের দাবী। তাই আমি মুখ্যমন্ত্রীর আনিত প্রস্তাবকে স্বাগত জানাচ্ছি। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বলতে চাচ্ছি যে আজকে আমরা আমাদের

ত্রিপুরাবাসীদের কাছেও ত্রিপুরার ভাইদের কাছে এই কথা বলতে পারবো যে আমরা এই ডিস্ট্রিক্ট অটোনমাস কাউন্সিলের কথা বিধান সভায় আলোচনা করেছি এবং দেশকে কল্যাণকামী দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। উপজাতিদের মাতৃভাষায় লেখা পড়ার সুযোগ দেওয়া। যদি এটা রাজ্য হিসাবে আমরা দেখি তবে আমাদের মঙ্গল হবেনা কেন? তাই আমি এটার যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। এবং তাতে তারা মাতৃভাষায় লেখাপড়ার সুযোগ পাবে এবং তাদের দেশকে গড়ে তোলার সুযোগ পাবে। তাই আজকে আমি মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— শ্রীব্র-মোহন জমাতিয়া।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ— মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব এই হাউসে উপস্থিত করেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। কংগ্রেস সরকার ৬ হাজার উপজাতিদের পুনর্বাসন দিয়েছেন। কিন্তু তাদের টাকা খরচ করে ফসল ফলানোর মত অবস্থা নাই। টাকার অভাবে তারা ফসল ফলাতে পারে না। কংগ্রেস সরকার উপজাতিদের নানা ভাবে নষ্ট করে দিয়েছে। প্রত্যেকটা এলাকার ট্রাইবেলদের নানারকম অসুবিধা হচ্ছে আজকে যুব সমিতি তেমন কোন চিন্তা করেন না কংগ্রেস কি করেছে না করেছে। কংগ্রেস সমস্ত আবর্জনা আমাদের দিয়ে গেছে। আজকে তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণকেও সমর্থন করেন না। কেন তারা মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণকে সমর্থন করতে পারেন না তার কারণ কি? (লাল বাতি) স্যার, আমি কিছু ক্ষনের মধ্যে শেষ করছি। শচীনবাবু আমাদের গ্রামে যান এবং সেখানে সেংক্রাক সৃষ্টি করেন। সেখানকার লোক তারা—কংগ্রেসের কোন কথার দোষ দেবেন না। কাজেই তারা আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর যে প্রস্তাব এই প্রস্তাবকে সমর্থন করতে পারেন না। একটি সরকার যার বয়স মাত্র দুই মাস হয়েছে, সেই অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষমতায় এসে সে কি করতে পারে। প্রশাসনিক স্তরে যেখানে মরিচা পড়ে রয়েছে, সেগুলি সারাই করতে তো অনেকদিন সময় লেগে যাবে। এইটা উনারা লক্ষ্য করেন না, কেবল সংকীর্ণ মনোভাব নিয়ে সমালোচনা করেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ :— মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আমার বক্তব্য আর দীর্ঘ করতে চাইনা এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে উনারা বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং একটি সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন। আমি অত্যন্ত দু:খিত যে সরকার পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা তার প্রতি কোন সমর্থন জানান নি। যে যুক্তি এখানে উপস্থিত করা হয়েছে যে এটি প্রস্তাব আলাদা করা হোক, সেই যুক্তি ধোপে টেকে না টেকে না এই জন্য যে, বিতর্ক যেমন সারা ভারতবর্ষ স্তরে কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশ্ন নিয়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি রাজ্যিক স্তরেও এই বিতর্ক রয়েছে এবং সেটা কেন্দ্রের সাহায্য ব্যতিরেকে আমাদের পক্ষে সমাধান সম্ভব নয়। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার যারা আদিবাসী তারা তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, জীবন ধারণের রীতিনীতি সবকিছুর একটা

বৈশিষ্ট নিয়ে তারা বসবাস করছেন। এবং আত্মবিকাশের জন্য তাদেরও একটা জাতীয় বাসনা রয়েছে। কারণ যারা আগে জাতীয় গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছেন তাদের মধ্যে যারা শোষক শ্রেণী, ধনিক শ্রেণী তারা চেষ্টা করে, জাতি হিসাবে যারা অনগ্রসর তাদের জাতীয় আশা আকাংখা বিকাশের সুযোগকে দাবিয়ে রাখতে। এইদিক থেকে আমাদের পার্টি বামফ্রন্ট ধনিক শ্রেণীর প্রধান্যের বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে উপজাতিদের জন্য যে আঞ্চলিক অটো-নোমাস, সেই অটোনোমাস দিতে দৃঢ় সংকল্প। এইটা গণতন্ত্রের জন্য যে সংগ্রাম, সেই সংগ্রামের একটা অংশ হিসাবে আমরা দেখি। সেই গণতন্ত্র কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না, যে গণতন্ত্রের মধ্যে দেশের একটা অংশ আর একটা অংশের উপর প্রাধান্য বিস্তার করে তাকে শোষণ করে। আমরা যেমন কেন্দ্র এবং রাজ্যের সম্পর্কের উন্নতির দাবী করছি, তেমনি রাজ্যেরও মধ্যেও যে সমস্ত উপজাতি রয়েছে, তাদের অধিকারকে আমরা সমর্থন জানাচ্ছি একই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে। কাজেই বিষয়টি আলাদা নয়। গণতান্ত্রিক সংগ্রামের জন্য সারা ভারতবর্ষে যে নীতি আমরা গ্রহণ করতে চাই, ত্রিপুরার মধ্যেও সেই নীতিটাকেই আমরা প্রয়োগ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কেন্দ্র কিভাবে শাসন করে, এইটা আমাদের রাজ্যের প্রতিটি মানুষেরই অভিজ্ঞতার বিষয়। যেমন এখানে অনেক মাননীয় সদস্য বলেছেন আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাই হচ্ছে মুখ্য বিষয়বস্তু। সত্যি কি তাই ? পশ্চিমবংগে আমাদের পার্টি সীমাবদ্ধ গণতন্ত্রের মধ্যেও নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল অন্যান্য বামফ্রন্টের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ১৯৬৯ সনে এবং তারপরে আরও কয়েক বার। কেন্দ্র তার সর্বশক্তি প্রয়োগ করে—প্রত্যক্ষ ভাবে সি. আর. পি. পাঠিয়ে এবং পরোক্ষভাবে গুণ্ডাবাহিনী পাঠিয়ে সেই নির্বাচিত সরকারকে উচ্ছেদ করেছে। কংগ্রেস শাসকগোষ্ঠী রাজ্যের আশা আকাংখাকে, গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তকে কেন্দ্রের এই অসাধারণ ক্ষমতাবলে নিষ্পেষিত করে রেখেছিল।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। এখন যদি আমি উপজাতি ছেলেদের এক টাকা ষ্টাইপেণ্ড বাড়াতে চাই, তাহলে আমাকে কেন্দ্রের অনুমতি নিতে হবে। কারণ যেহেতু কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে, সেইহেতু তার কথামত হতে হবে। একটাকা বাড়াতেও পারবেন না বা কমতেও পারবেন না। সেই কবে একটাকা বা সোয়া টাকা তার দৈনিক খোরাকী স্থির হয়েছিল, আজ ১০ বৎসর চলে গেল সেই এক টাকা আর দুই টাকা হলো না। কারণ রাজ্যের সেই ব্যাপারে কোন ক্ষমতা নেই। কেন্দ্র টাকা দেয়, কাজেই তার মতানুযায়ী হতে হবে। প্ল্যানকে আপনি পাল্টাতে পারবেন না। সেই প্ল্যান মানুষের যতই অকল্যানকর হোক না কেন। এখানে কমরেড ব্রজমোহন জমাতিয়া বলেছেন—কোটি কোটি টাকা খরচ করেছেন। প্ল্যানের টাকা ট্রাইবেলের নাম করে অন্য খাতে খরচ করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের মতন করে আমরা প্ল্যান তৈরী করতে পারব না। আমাদের মতন করে আমরা প্ল্যান পরিবর্তন করতে পারি না। প্ল্যানিং কমিশন সংবিধানের মাধ্যমে অফুরন্ত ক্ষমতা পেয়েছে। তাদেরকে বলা হয় আর একটি গভার্ণমেন্ট, যারা সারা ভারতবর্ষের উপর আর একটি রাজত্ব চালাচ্ছে। জনতা পার্টি যেখানে সরকার গঠন করেছেন বা অন্যান্য পার্টি যেখানে সরকার গঠন করেছেন, তারা বলছেন তাদের দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এবং দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বলেই তো মহান কমরেড জ্যোতি বসু আজ এই প্রশ্ন তোলাতে তারা অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

এবং আমি আগেই বলেছি ভারতবর্ষের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি যাঁরা লক্ষ্য করছেন, তাঁরা জানেন যে শাসক গোষ্ঠি ১৯৭৫ সাল থেকে জরুরী অবস্থাজারী করার মধ্য দিয়ে, যে ধরণের সরকার ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, সংবিধান সংশোধন করে, গণতন্ত্রকে হত্যা করে. ভারতবর্ষের মানুষ তা করতে দেয়নি এবং তারপর দিন থেকে গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করার জন্য ভারতবর্ষের মানুষ তার সংগ্রামকে তীব্র করেছে। শাসক গোষ্ঠি এখনও ঐক্যবদ্ধ হতে পারেনি। গণতান্ত্রিক যে শক্তি, আজ হচ্ছে সময় তাদের যে সময়েতে শাসক গোষ্ঠি, ভারতবর্ষের জাতিগুলোর আশা আকাংখাকে বাধা দিতে পারছিলেন না ঐক্যবদ্ধ ভাবে, জাতিগুলোর এটা হচ্ছে সময় যখন ঐক্যবদ্ধভাবে গণতন্ত্রকে—শুধু সভার মধ্য দিয়েই নয়, সংবিধানের মধ্যেও নেওয়া যায়। আমাদের সংবিধানে অনেক কিছু নেই, আমাদের সংবিধানে কাজের অধিকার নেই, শিক্ষার অধিকার নেই, আমাদের সংবিধানে এবং নির্বাচনের পদ্ধতির মধ্যে অনেক ব্যবস্থা আছে যা গণতন্ত্র বিরোধী, এই সমগ্র সংগ্রামকে আমাদের একসংগে দেখতে হবে। আমাদের একসংগে দেখতে হবে। আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে চেয়েছিল। কেন্দ্র এবং রাজ্য সম্পর্কের উন্নয়ন, ৪২তম সংশোধনকে সামগ্রিকভাবে প্রত্যাহারের যে সংগ্রাম, বিনা বিচারে আটক করে রাখার মিসা আইনকে বাতিল করার যে সংগ্রাম, তার থেকে আলাদা করে দেখলে চলবেনা একই সংগ্রাম এবং এই সংগ্রাম আঘাত করছে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে। সে শক্তি কোন একটা দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কংগ্রেসে আছে, জনতার মধ্যে আছে, অন্যান্য প্রতিক্রিয়া শীল দলের মধ্যে আছে এবং এছাড়া আমরা এখানে দেখছি যারা কংগ্রেসের লেঁজুর হয়েছিল তাদের মধ্যে আছে। লড়াই আসছে, সেই লড়াইয়ে যারা বাধা দেবে গণতন্ত্রের অগ্রগতিকে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমাদের প্রতিষ্ঠিত হতে হবে, গণতন্ত্রকে সম্প্রসারিত করতে হবে। জনতা পার্টির এক অংশ, তাঁরা বলছেন কি ? এটার প্রয়োজন আছে। সম্ভবতঃ তাঁদের অংশই বেশী। আবার আরেকটি অংশ বলছেন না, কখনও এটা হতে পারবে না। যাঁরা কখনও হতে পারবেনা বলছেন তাঁরা ট্রাইবেলকেও অটনমাস দিতে রাজী নয়। ঐ ভদ্রলোকেরা যাঁরা দিল্লীতে গিয়েছিলেন, তাঁরা জানেন না ? কংগ্রেস ৩০ বছর কি করেছেন এবং জনতা নেতৃত্ব এই উপজাতি সম্পর্কে কি মনোভাব পোষন করছেন ? তাঁরা জানেন, জানার পরেও তাঁরা গণতন্ত্রের যে জোয়ার তার সংগে আসছেন না, সেটা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি সমগ্র উপজাতি যুবসমাজকে এবং উপজাতি ছাত্রদের আহ্বান করছি গণতন্ত্রের যে জোয়ায় সমগ্র ভারতবর্ষে এসেছে আমরা দেখছি এই জোয়ারে তারা অংশ গ্রহণ করুক, এর বাইরে কোন উপজাতির কোন ভবিষ্যত নেই। এই জোয়ার থেকে যাঁরা আপনাদের বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায়, তাঁরা বিচ্ছিন্নতা বাদী, তারা ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদজনক। কখনও সাম্প্রদায়িকতা, কখনও বিচ্ছিন্নতা কখনও স্যাংক্রাক—আপনাদের দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে শাসক গোষ্ঠীকে তারা সেবা করবেন, প্রতিক্রিয়ার তারা হাতিয়ার হবেন—

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমাদের হাতে আর তিন মিনিট সময় আছে—

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মি: স্পীকার, স্যার, আপনি যা বলছেন আমি আপনার আদেশ নিশ্চয়ই পালন করছি, আমি আমার বক্তব্য এখনই শেষ করছি। আমি আশা করব আমার এই প্রস্তাব হাউস সমর্থন করবেন এবং সংশোধনী প্রস্তাবকে বাতিল করবেন।

আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করছি যে যাঁরা সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন, তাঁরা আজকে কেউ হাউসে নেই। তাঁদের সংশোধনী প্রস্তাব ভোটে দেওয়া প্রয়োজন আছে কিনা ?

মি: স্পীকার :—ভোটে দিয়ে এটাকে বাতিল করতে হবে। আমি প্রথমে সংশোধনী প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হল--'রাজ্য সমুহের হাতে অধিকতর প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দানের জন্য বর্তমান সংবিধানে প্রয়োজনীয় কি কি সংশোধন আনা প্রয়োজন তা স্থির করার জন্য ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে একটি সারা ভারত সম্মেলন ডাকার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছেন। আমি তার সংশোধনটি হাউসের সামনে উপস্থাপিত করার জন্য অনুরোধ করছি,

(সংশোধনী প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং তার পক্ষে ভোট দেওয়ার কেউ উপস্থাপিত না থাকায় বাতিল হয়ে যায়)

মিঃ স্পীকার ঃ— আমি এখন মুল প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি—

প্রস্তাবটি হল—বহু জাতি-উপজাতি নিয়ে গঠিত ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল পূর্ণ আত্ম নিয়ন্ত্রনের অধিকার সম্পন্ন রাজ্য সমুহকে একটি যুক্ত রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে ঐক্যবদ্ধ করে একটি স্বাধীন, সার্ব্বভৌম, গণতান্ত্রিক ভারত গড়ে তোলা।

ত্রিপুরা বিধানসভা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছেন যে, গত ৩০ বছরে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্কের মধ্যে অবনতি ঘটেছে। রাজ্য সমূহকে অধিকতর শাসন ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা দানের পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমশঃ রাজ্যের ক্ষমতা সমুহকে সংকুচিত করে কেন্দ্রের ক্ষমতা বাড়াচ্ছেন। ত্রিপুরা বিধান সভা মনে করেন, এই সম্পর্কের অবনতি রাজ্য বা কেন্দ্র কাকেও শক্তিশালী করতে পারে না।

রাজ্য সমুহের হাতে অধিকতর প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দানের জন্য বর্তমান সংবিধানে প্রয়োজনায় কি কি সংশোধন আনা প্রয়োজন তা স্থির করার জন্য ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অবিলম্বে একটি সারা ভারত সম্মেলন ডাকার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন।

ত্রিপুরা বিধান সভা সংগে সংগে এটাও দাবী করছেন যে ত্রিপুরার উপজাতি প্রধান সংলগ্ন এলাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার একটি স্বয়ং শাসিত জেলা গঠন করুন এবং ঐ কমিটির হাতে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও অর্থনীতিক ক্ষমতা দান করুন।

ত্রিপুরা বিধান সভা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন যে রাজ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে এবং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাকে স্বয়ং শাসিত জেলা ঘোষণা করা হলে ত্রিপুরার অগ্রগতির পথ আরো প্রশস্ত হবে, কেন্দ্র ও ত্রিপুরার মধ্যে এবং ত্রিপুরার জাতি ও উপজাতি সমুহের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরো দৃঢ় হবে '

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হলে পর এর বিপক্ষে কোন ভোট না পড়ায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার :— আগামী ১৩ই মার্চ্চ, সোমবার, ১৯৭৮ সন, বেলা ১১টা পর্য্যন্ত সভা মুলতুবী থাকছে।

ANNEXURE "A"

Admitted Starred Question No. 16

By—Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state—

১। আগামী আর্থিক বছরে গ্রামীন বিদ্যুৎ পরিকল্পনার আওতাধীনে কয়টি গ্রামকে আনা হচ্ছে ?

উত্তর

১৫০টি গ্রাম

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

MONDAY, 13TH MARCH, 1978.

The House met in the Assembly House (Ujjayanta Palace), Agartala at 11-00 A. M. on Monday, the 13th March 1978.

PRESENT.

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, 11 (Eleven) Ministers, Deputy Speaker and 46 (fourty Six) Members.

QUESTIONS

মি: স্পীকার :— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লিখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ফোর।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, একই ধরনের আর একটা প্রশ্ন আছে কোয়েশ্চান নাম্বার থার্টি ফাইভ। দুটো এক সঙ্গে নিলে আমার মনে হয় ভাল হবে।

মি: স্পীকার :— ঠিক আছে তাহলে একই সাথে দুটোর উত্তর হয়ে যাক।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— কোয়েশ্চান নাম্বার থার্টি ফাইভ।

কোয়েশ্চান নাম্বার ফোর (৪)

১) ইহা কি সত্য যে, ত্রিপুরার বাংলাদেশ সীমান্তবর্ত্তী গ্রামগুলো থেকে প্রায় দিনই গরু, মহিষ ও অন্যান্য জিনিষপত্র ত্রিপুরা থেকে চুরি করে বাংলাদেশে পাচারকারীরা অবাধে চালান দিয়ে চলেছে?

২) সরকার থেকে ঐ সব ক্ষতিগ্রস্ত গৃহস্থদের কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় কি? এবং

৩) ঐ সব পাচারকারীদের প্রতিরোধ করার ব্যাপারে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

কোয়েশ্চান নং ৩৫

১) ত্রিপুরার সীমান্ত দিয়ে প্রচুর পরিমাণে গরু পাচার রোধে সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন?

২) ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে অদ্যাবধি কত গরু পাচার হয়েছে জানাবেন কি?

কোয়েশ্চান নং ৪

উত্তর— (১) প্রায় দিনই গরু মহিষ ও অন্যান্য জিনিষ চুরি হচ্ছে এটা ঠিক।

(২) শুধু এখানে নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকাতেই সীমান্ত অঞ্চলে এ ধরনের চুরি হয়। সীমান্ত রক্ষা করার দায়িত্ব হচ্ছে ভারত সরকারের। তারা তাদের বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স দিয়ে এই সীমানা রক্ষা করেন। ক্ষতিপূরণের প্রশ্নটা আমরা তুলেছি। কিন্তু এই সম্পর্কে ভারত সরকারের মনোভাব কি আমরা এখনও জানতে পারি নাই

(৩) আমি আগেই বলেছি যে এটা প্রধানতঃ দায়িত্ব হচ্ছে ভারত সরকারের; কিন্তু তা সত্বেও আমরা রাজ্য সরকার সীমান্তে আমাদের নিজেদের চৌকি বসিয়েছি এবং আমরা নজর রাখছি এলাকার অধিবাসীদের নিয়ে গ্রামরক্ষী বাহিনী কিছু তৈরী হয়েছে। তাদেরও আমরা কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দিয়ে থাকি। আমাদের যে সমস্ত গবাদি পশু আছে সেগুলি রেজিষ্ট্রিভুক্ত করার প্রয়োজন আছে। আমরা মনে করছি পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর পঞ্চায়েতকে এই দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে যাতে তার রেজিষ্ট্রী রাখা হয় এবং আমরা এটাও কিছু কিছু জায়গায় প্রস্তাব করেছি যে যদি সীমান্ত এলাকায় দেখা যায় যে কোন জায়গায় সেখানকার অধিবাসীরা রাজী হয় তাদের গবাদি পশু একটা জায়গায় রাখতে, তাহলে সেখানকার সীমান্ত রক্ষীদের আমরা বলতে পারি প্রয়োজনীয় পাহাড়ার ব্যবস্থা করতে। এই ধরনের কার্য্যসূচী ছাড়াও সম্প্রতি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনাক্রমে এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সঙ্গে আলোচনাক্রমে সীমান্তের এই যে গুরুতর পরিস্থিতি তার পরিপ্রেক্ষিতে আরও কি করে সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা শক্ত করা যায় সেই বিষয়টা তোলা হয়েছে। তারা বি, এস, এফ, এর পক্ষ থেকে প্রতিনিধি এখানে পাঠাচ্ছেন। রাজ্য সরকার এবং বি, এস, এফ, কর্তৃপক্ষ সীমান্ত ঘুরে আরও কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় তার চেষ্টা করছেন এবং আমরা প্রস্তাব করেছি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যে কাজের জন্য হোম গার্ডদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল বর্ডার উইক বলে, তাদের যাতে নেওয়া হয় সীমান্ত রক্ষা করার কাজে। কারণ বি, এস, এফ, এর লোকেরা সীমান্তের জনসাধারণের সাথে খুব বেশী পরিচিত নন। কাজেই এ রাজ্যের যারা হোমগার্ড তাদের যদি নেওয়া হয় তাহলে আমরা মনে করি সীমান্ত রক্ষা আরও মজবুত হতে পারে।

মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ৩৫ নং প্রশ্নে জানতে চেয়েছেন যে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্য্যন্ত কত গরু পাচার হয়েছে।

গরু পাচার এখানে বি, এস, এফ, যে হিসাব বা আমাদের সরকারের যে হিসাব, একত্রে করে দেখা যায় ৩৮৮টা গরু পাচার সরকারের দৃষ্টিতে এসেছে। তার অর্থ এই নয় যে বেশী

হয় নি। অনেক সময় দেখা গেছে গরু পাচার হলেও গ্রামবাসী অনেক সময় রিপোর্ট করে না। আমরা দেখেছি গরু চুরির ব্যাপারে রিপোর্ট নাও হতে পারে। সরকারের খাতায় গরু চুরির হিসাব মতে [illegible] ১১২৬টা কেস। সেগুলি সবই যে বাংলাদেশে হয়েছে তা মনে করার কারণ নাই। কারণ বর্ডারে [illegible] অন্যান্য জায়গায় গরু চুরি দেশের রাজ্যের মধ্যেই হতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই স্বীকার করেছেন প্রায় সময়েই সীমান্তে গরু পাচার হচ্ছে। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি এটা মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন—কাজেই এই ব্যাপারে একটা ফলপ্রসূ ব্যবস্থা ত্রিপুরা সরকার নেওয়ার কথা চিন্তা করছেন কিনা সেটা আমরা জানতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের এই ব্যাপারে আরও যদি কিছু পরামর্শ থাকে তাহলে আমরা খুশী হব তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে। তারা যে সাজেস্ট বা ব্যবস্থা দিতে পারেন তা [illegible] কার্যকরী হতে পারে সেটা ত্রিপুরা সরকার তথা ভারত সরকার করতে প্রস্তুত আছে।

শ্রী[illegible] :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি সমস্ত বর্ডারগুলিতে বি, এস, এফ, যোগাযোগ রাখে এবং গরু পাচারকারীরা তাদের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে গরু চুরি করে। এবং যে কটি কেস হয় পুলিশ তা তাদের সঙ্গে চুক্তির খেলাপ হয়েছে এরকম ক্ষেত্রেই সেই কেসগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারের কাছে এইরকম কোন তথ্য নেই। যদি মাননীয় সদস্য এই ধরনের কোন তথ্য দিতে পারেন তাহলে নিশ্চয় তদন্ত করে দেখা হবে। তাছাড়া বি. এস এফ, ক্যাম্প এক জায়গায় বেশীদিন রাখা হয় না যদি মাননীয় সদস্য তথ্য ভিত্তিক কোন বি, এস. এফ. ক্যাম্পকে সরাতে বলেন তাহলে সরকার সেটা চিন্তা করে দেখতে রাজী আছেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মশাই যে তথ্য দিয়েছেন,—সংখ্যা—তার পরিপ্রেক্ষিতে জানতে চাইছি কোন কোন বর্ডার অঞ্চলে গরু চুরি সবচেয়ে বেশী হচ্ছে এই রকম কোন হিসাব সরকারের আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী —মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য প্রথম যে প্রশ্নটি করলেন সেই ব্যাপারে তথ্য ভিত্তিক হিসাব আমি এখন দিতে পারছি না তবে যেটুকু আমরা লক্ষ্য করছি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অভিযোগ থেকে তাতে দেখা যাচ্ছে—সোনামুড়া এবং সদরের কিছু অংশ, বিলোনীয়া এবং সাবরুমের বর্ডারের প্রায় সবটাই এবং গণ্ডাছড়ার যে সীমান্ত এলাকা এই এলাকাগুলির মধ্যেই বেশী গরু পাচারের তথ্য পাচ্ছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন যে গরু পাচারের ক্ষেত্রে পার্টিকুলার কতগুলি স্পট আছে যে সব স্পটগুলিতে ত্রিপুরাতে বেশী গরুচুরি হচ্ছে এবং এই সব স্পটগুলিতে থানার সংগে বা বি, এস এফ, এর সংগে চুক্তি আছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মশাই লক্ষ্য করছেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে মাননীয় সদস্য যদি এই সম্পর্কে কোন কনক্রীট প্রস্তাব রাখেন সরকারের কাছে তাহলে সেটা আমরা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই যে ১,০৫৬টি কেস এই সম্পর্কে—তার ভিতর অধিকাংশই সশস্ত্র হয়ে এসেছে এবং তারা বাংলাদেশের সীমান্তে পারি দিয়েছে এবং তারা সেগুলি ডাকাতি করে নিয়েছে এই রকম ঘটনাই বেশী সংখ্যক কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে আমার কাছে এখন কোন তথ্য নেই।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা · মাননীয় মন্ত্রী মশাই গরু পাচার হওয়ার ফলে যে সমস্ত পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে—এবং এই সম্পর্কে গত ১০.২.৭৮ ইং আমি নিজে মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছি এই সব দুস্থ এবং অসহায় পরিবারগুলিকে সরকার থেকে সাহায্য করার জন্য। এটা সত্যি কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা ঠিক মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন যে পরিবারগুলি খুবই দুস্থ হয়ে পরে এবং অধিকাংশই কৃষি জীবি—কিন্তু ব্যাংকও সীমান্ত এলাকাতে টাকা দিতে চায় না এবং সরকারের কাছেও কোন টাকা নেই যাতে কোন বিকল্প ব্যবস্থা করতে পারি। এই জন্য আমরা খুবই উদ্বিগ্ন। এই সমস্ত পরিবারগুলিকে কি ভাবে সাহায্য করা যায় সেই ব্যাপারে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে আনছি।

শ্রীমতিলাল সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি গত কংগ্রেসী সরকারের আমলে সীমান্ত এলাকাতে কতগুলি রাস্তা করা হয়েছে এবং সেই রাস্তাগুলি দিয়ে জনসাধারণ চলাচল করে না শুধু গরু চুরির জন্যই এই রাস্তাগুলি করা হয়েছে—এটা মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমার ঠিক জানা নেই।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই গরু পাচার বন্ধ করার জন্য যদি আমাদের ত্রিপুরার সরকার এবং ভারত সরকার মিলিত ভাবে চেষ্টা করেন তাহলে সেটা ফলপ্রসু হবে। কেননা যে ভাবে গেরীলা যুদ্ধ করে সীমান্ত রক্ষা করা হয় ঠিক সেই ভাবে ত্রিপুরার সীমান্ত রক্ষা করার যাতে চেষ্টা করা হয় সেজন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা আমরা দেখছি। প্রতিরোধ করা হয় না যে কথা মাননীন সদস্য বলছেন তা ঠিক নয়। গত কয়েক দিন ২৫/২৬ জন দুস্কৃতকারীকে গুলি করে খুন করা হয়েছে। তারা দলবদ্ধ ভাবে আমাদের সীমান্ত এলাকায় বিভিন্ন অঞ্চলে গরু পাচার এবং অন্যান্য ধরণের হামলা করত। এই অবস্থায় যেহেতু আমাদের সীমান্ত খুব বড় প্রায় সারা রাজ্য জুড়ে সেজন্য জনসাধারণের সহযোগীতা ছাড়া এই কাজ করা যাবে না। এবং জনসাধারণের সহযোগীতা কি করে পাওয়া যেতে পারে সরকার সে ব্যাপারে আরও বেশী নজর দিচ্ছেন এবং গ্রামরক্ষী বাহিনীকে আরও কি কি জিনিষ পত্র দিলে তারা তাদের প্রতিরোধ করতে পারবেন সেটাও আমাদের সরকার বিবেচনা করছেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—স্যাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে ধর্ম্মনগরে বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে গরু পাচার হচ্ছে এবং রাধিকাপুর গ্রাম থেকে গরু পাচারকারীদের নাম থানাতে দেওয়া হয়েছে এবং গরু পাচারকারীদের সংগে পুলিশ যুক্ত বলে, পুলিশ সেখানে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা অবলম্বন করেছে, এই সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী-- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যদি এই ঘটনাটার বিস্তারিত বিবরণ দেন তাহলে তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গরু কেনার জন্য যে পার্মিট ইস্যু করা হয় সেই পার্মিটগুলি ইনকোয়ারী করে দেওয়া হয় কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা তদন্ত না করে জবাব দিতে পারছি না এটা ঠিক যে পার্মিট প্রথার কিছু পরিবর্ত্তন দরকার আছে। কারণ এই পার্মিটের দ্বারা অনেক সময় লোককে হয়রাণি করা হয় এবং পার্মিট নিয়ে আমরা চিন্তা করছি যে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন হওয়ার পর এটা পঞ্চায়েতের হাতে ন্যাস্ত করা যায় কি না।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্ডার এলাকাতে গরু চুরি হওয়াতে কৃষকরা অনেক সময় অসহায় হয়ে পরে এবং নিরুপায় হয়ে তারা ব্যাংকের কাছে ঋণ নিতে যায়। কিন্তু ব্যাংক যদি ঋণ দিতে অস্বীকার করে তাহলে কৃষি উন্নয়নের জন্য তাদেরকে সাহায্য করার কোন ব্যবস্থা আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মাননীয় স্পীকার স্যার, তা যখন প্রয়োজন হয় সাহায্য করা যেতে পারে।

শ্রীউমেশ চন্দ্র নাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি, ধর্ম্মনগর থেকে সারা বৎসর আসাম এবং কাছার এলাকাতে যে গরু পাচার হয়ে যাচ্ছে, এই ব্যপারে সরকার কি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা চিন্তা করছেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আসামে গরু আনা নেওয়ার ব্যপারে স্থায়ী-ভাব রেষ্ট্রিকশন ইমপোজ করা যায় কিনা এটা আমরা চিন্তা করে দেখবো।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজনগর এবং বড় পাথরী এলাকার গরু পাচার করে যারা তারা পুলিশের সাহাযোই করে এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ—এই সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি যে বিলোনীয়ায় খুব বেশী গরু পাচার হয়। চার কোন বেষ্টিত বর্ডার এলাকা। এই জন্য সরকার এই এলাকার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন।

শ্রীনকুল দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বর্ডার এলাকাতে যে গরু চুরি হচ্ছে তার ফলে কৃষকরা নানান অসুবিধা ভোগ করছে, কাজেই এই বর্ডারগুলি সিল করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি। সীমান্ত এলাকায় যে সমস্ত গ্রাম আছে এবং সেখানে যে গ্রামীন রক্ষিবাহিনী আছে এদের হাতে এখন যে ক্ষমতা আছে তা সীমিত তাদেরকে আরও ক্ষমতা দিয়ে এই রক্ষিবাহিনীকে আরও জোরদার করা যায় কি না এটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

মিঃ স্পীকার :—কোয়েশ্চান নং ৪৬ শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৪৬, কম্যুনিটি ডেভেলাপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মানীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমশায় উপস্থিত না থাকায় আমি উত্তর দিচ্ছি। কোয়েশ্চান নং ৪৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১) মেলাঘরে কোন প্রকার পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই সেই সম্পর্কে সরকার অবগত আছে কি ? এবং	১) মেলাঘরে বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি আছে ৩৬টি অগভীর নল-কূপ, গভীরনলকূপ ২টি, পাকা কূয়া ১৯টি।
২) যদি অবগত থাকেন তবে পানীয় জল সরবরাহের কি ব্যবস্থা বা উদ্যোগ সরকার গ্রহণ করেছেন ?	২) অবগত না থাকার প্রশ্ন আসে না কারণ ব্যবস্থাগুলি করা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার. মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এই যে হিসাবটা দিলেন তার মধ্যে কয়টাতে জলের ব্যবস্থা আছে ?

শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইটা ঠিক যে শুধু মেলাঘরে নয় ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকাতে নলকূপের একটা বড় অংশ অকেজো অবস্থায় আছে আমরা যখন সরকারে এসে এই ব্যবস্থা দেখলাম তখন সংগে সংগে ষ্ট্রেনার কিনার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কেনাও হয়েছে। এখন ডি, জি এস, ডি, পরীক্ষা করে ক্লিয়ারেন্স দেবেন তখন সংগে সংগে মেরামতের কাজ আরম্ভ হবে। আশা করি এপ্রিলের মধ্যেই কাজ আরম্ভ হবে। এইগুলি মেরামত হলে আর জলের অভাব হবে না মেলাঘরে।

মি: স্পীকার :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৯, অ্যাপয়েন্টমেন্ট এবং সার্ভিসেস ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯।

প্রশ্ন	উত্তর
৯। উপজাতির তপ: জাতিদের ক্ষেত্রে বিভাগীয় পদোন্নতির ব্যাপারে রিজার্ভ পদ থাকার যে নীতি আছে, তাহা বিভিন্ন দপ্তরে কতটুকু কার্য্যকরী করা হয়েছে ?	মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে সরকার তথ্য সংগ্রহ করছেন, এবং তথ্য সংগ্রহ করে হাউসের সামনে পরিবেশন করবেন সরকার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার,—

মিঃ স্পীকার :—আপনার এইটার উত্তর পাবেন। সরকার তথ্য সংগ্রহ করছেন। পরে আপনাকে উত্তরটা দেওয়া হবে। সুতরাং এইখানে কোন সাপ্লিমেন্টারী হবে না। তবে সরকার উত্তরটা আপনাকে দেবেন, এবং আপনি উত্তরটা পেয়ে যাবেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—কোয়েশ্চান নং ৩২।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নং ৩২।

প্রশ্ন

১। প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচনের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন,

এবং

২। এই সকল ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে ১৯৭৮-৭৯ আর্থিক বছরে মোট কত টাকা সঞ্চয় হওয়ার সম্ভাবনা?

উত্তর

১) মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচনের জন্য সরকার সময়ে সময়ে অনেকগুলি নির্দ্দেশ দিয়েছেন। গত ২৪-৮-৭৮ ইং তারিখে নতুন পদ সৃষ্টি, ভাতা, গাড়ী কেনা, গাড়ী বাবদ ব্যয়, টেলিফোন বাবদ ব্যয় কমানোর জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইসব নির্দ্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন মঞ্জুরী দেওয়ার আগে বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করে দেওয়া হবে।

২) ব্যয় সংকোচনের জন্য যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে, তার জন্য আগামী আর্থিক বছরে সঞ্চয়ীকৃত টাকার পরিমাণ কত হবে এখনই তা পরিমাপ করতে পারা যায় নি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— বর্ত্তমানে এম. এল, এ, এবং মন্ত্রীদের যে বেতন রয়েছে সেটা যখন চালু হচ্ছিল, বিল এসেছিল, তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তদানীন্তন বিরোধী দলনেতা তিনি এই বিলের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কাজেই আমার জিজ্ঞাস্য বর্ত্তমানে ক্ষমতাসীন দল হিসাবে সেটা চালু করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা, বা তিনি রাজী আছেন কিনা?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মন্ত্রীদের বেতন থেকে তাঁরা স্বেচ্ছায় টেন পারসেন্ট বেতন কম নিচ্ছেন। মাননীয় মেম্বারদের ক্ষেত্রেতে যেহেতু জিনিষপত্রের দাম আগের তুলনায় আরো বেড়েছে, সেজন্য তাদের ক্ষেত্রে আমরা এখনও কিছু করিনি। যদি কোন মেম্বার কমাতে রাজী হন, তাহলে আমরা সেটা দেখব।

শ্রীসুবল রুদ্র :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা তদন্ত করে দেখবেন কি? যেখানে ব্যয় সংকোচনের জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট—১২০০ নাম্বার গাড়ী

ট্রেইলারের প্রয়োজন নেই, অথচ লোক টানার লাগানোর জন্য গত ২০-১-৭৮ ইং তারিখে ওয়েলফোর্ড ট্রান্সপোর্ট চালান—৫৮১৪ একটি ট্রেইলার নিয়েছে ১৫১.৬২ টাকা দিয়ে। বিল নাম্বার ৮৪০, তারিখ হচ্ছে ২১-১-৭৮।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— এটা তদন্ত করা হবে। মাননীয় সদস্যদের আমি আরো একটি গাড়ীর ব্যাপারে জানাচ্ছি। যেটাতে আমার সরকার খুবই উদ্বিগ্ন। সেটা হচ্ছে সরকারী গাড়ীর অপব্যবহার সম্পর্কে। এটা সত্যি যে, সরকারী গাড়ীর কিছু অপব্যবহার হয়ে থাকে। আমাদের সরকার সেটা চেষ্টা করছেন, বিভিন্ন অফিসগুলিতে আগেকার থেকে যখন গাড়ীগুলির অপব্যবহার করেছেন, কারোকে আপ্যায়ন করার জন্য, এমন কি সি, এফ, ডি, ও জনতা যখন কোয়ালিশন হয়েছিল তখন হাজার হাজার টাকা এই সমস্ত অফিসগুলিতে মিষ্টি এবং কোকা-কোলা ইত্যাদি খাইয়ে নষ্ট করা হয়েছিল। এগুলি আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। এবং সেই সঙ্গে আমরা নির্দ্দেশ দিয়েছি সব কিছুই যেন কমানো হয়। কেউ এলে এক কাপ চা এবং বিস্কুট খাইয়ে অতিথি আপ্যায়ন করা হয়। এছাড়া দিল্লী এবং কলকাতা অফিসগুলিতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে টেলিফোন খরচ কমানোর জন্য। ভি, আই, পি-রা যেন এই খরচ কমান। তারা যেন এভাবে অপব্যয় না করতে পারেন এজন্য সেখানে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। এইসব কয়েকটি ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া ফার্ণিচারের জন্যও ব্যয় কমাতে বলা হয়েছে। এমন কি মন্ত্রীদের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের বাসায় যে সমস্ত পুরানো ফার্ণিচার আছে সেগুলি দিয়েই যেন কাজ চালানো হয়। নতুন কিছু কেনা খুবই সীমাবদ্ধ। নিদেনপক্ষে টেবিল কিংবা চেয়ার কেনার পারমিশন দেওয়া হয়েছে। আগেকার সময়ে আইন পাশ করিয়ে যে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে, সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সাধারণভাবে এই সমস্ত নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্ত্তমানে আমার সরকার দেখছেন পরীক্ষা কতখানি তাতে কার্য্যকরী হওয়া যায়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মন্ত্রীদের ক্ষেত্রে পুরানো জিনিসেই চলবে এই রকম নির্দ্দেশ দিয়েছেন সরকার। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে ৩০ বছরের অফিসার্স যারা, তারা নিজেদের ঘর সাজাচ্ছেন এমন সব জিনিস দিয়ে যেন মনে হয় এক একটি ষ্টুডিও। তারা যাতে ষ্টুডিও তৈরী করতে না পারেন সেগুলির জন্য নির্দ্দেশ দেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এটা ঠিক যে, শুধুমাত্র অফিসারদের বাড়ীই নয়, মুখ্যমন্ত্রীর যে অফিস বসে, সেখানে যে সমস্ত চেয়ার কেনা হয়েছে, তার কোন প্রয়োজন ছিল না। এখানে এমন চেয়ার টেবিল কেনা হয়েছে, যেখানে দিল্লীর প্রধানমন্ত্রীর বাসস্থানে সেগুলি থাকে না। আই. এস. অফিসারদের ঘরে আছে কিছু কিছু। কিন্তু সব অফিসারের ঘরেই এমন চেয়ার টেবিল আছে এটা ঠিক নয়। কিছু অফিসার আছেন যারা এই রকম করেছেন। ভবিষ্যতে তারা আর করবেন না এইটাই আশা করছি এবং সেজন্য ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে যাতে তারা আর এ রকম জিনিস দিয়ে বাড়ী ঘর সাজাতে না পারেন।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং— মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য যে এখনকার মন্ত্রীরাও আগের মতই সরকারী গাড়ী নিয়ে পিকনিক অথবা বাজার করতে যায় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— ইহা সত্য নয়।

শ্রীসমর চৌধুরী— ইহা কি সত্য যে কোন কোন অফিসার সরকারী গাড়ীর তেল দিয়ে নিজেদের প্রাইভেট গাড়ী চালায এবং তাতে সরকারের অনেক টাকা খরচ হয় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— কারা, কিভাবে তেল খরচ করে নিজেদের প্রাইভেট গাড়ী চালায়, তার তথ্য দিলে আমরা সেটা তদন্ত করে দেখতে পারি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস— ইহা কি সত্য যে এখনও প্রাক্তন কিছু মন্ত্রীর বাড়ীতে সরকারী ফার্ণিচার রযে গেছে এবং তার জন্য সরকার থেকে তাদের কাছে বিল পাঠানো হয়েছে, অথচ কোন পে-মেন্ট দেওয়া হচ্ছে না ? কাজেই এই সম্পর্কে সরকার কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী — এটা ঠিক যে কিছু প্রাক্তন মন্ত্রীদের বাড়ীদের বাড়ীতে সরকারের অনেকগুলি জিনিস পত্র আছে এবং সেগুলি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন ফল এখন পর্যান্ত হয় নি। এতে যে শুধু কংগ্রেসী মন্ত্রীরাই আছে, তা নয়, এতে সি, এফ, ডি এবং জনতার প্রাক্তন মন্ত্রীরাও আছে। তাদের অনেকেই সরকারী টাকায় নিজেদের বাড়ীতে বিদ্যুতায়নের ব্যবস্থা করেছেন এবং তাতে সরকারের হাজার হাজার টাকা খরচ হয়ে গেয়েছেন। আবার অনেকেই সরকারী টাকায় নিজেদের বাড়ীর এ'ডশন এ্যাণ্ড অল্টা'-রেশন ও করিয়েছেন। কাজেই এই সমস্ত ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এই সমস্ত সরকারী টাকা সরকারকে ফেরত দেওয়া হউক এবং তার জন্য আমাদের পূর্ত বিভাগ যথারীতি নোটিশও দিয়েছে কিন্তু কোন ফল এখনও পাওয়া যায় নি।

শ্রীনকুল দাস— মন্ত্রী মহোদয় কোন্ কোন্ প্রাক্তন মন্ত্রী সরকারী টাকায নিজেদের বাড়ী ঘর এ্যাডিশন এ্যাণ্ড অল্টারেশন করিয়েছেন আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— পরে জানাব।

শ্রীগোপাল দাস — মন্ত্রী মহোদয়, যে সমস্ত প্রাক্তন মন্ত্রী সরকারী টাকায় নিজের বাড়ী ঘর এ্যাডিশন এ্যাণ্ড অল্টারেশন করিয়েছেন এবং বিদ্যুতায়ন করিয়েছেন, তার সম্পর্কে একটা তদন্ত করে সরকার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— আমি বলেছি যে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস— এখানে তো শুধু মন্ত্রীদের কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু এমন অনেক অফিসারও আছেন যারা সরকারী টাকায় নিজেদের বাড়ী ঘর ইত্যাদি সারিয়েছেন। কাজেই মন্ত্রী এবং আমলাদের যদি একটা লিষ্ট দেওয়া হয়, তাহলে ভাল হয় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী — এই সমস্ত বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— স্যার, এখানে মন্ত্রী বলেছেন যে তারা টেন পার্সেন্ট ভাতা কম নেবেন। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকারের ১১ জন মন্ত্রী রয়েছেন, এবং তারা পূর্ব্বতন মন্ত্রীদের চাইতে অনেক বেশী টাকা নিচ্ছেন বলে আমার ধারণা।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— অংকের হিসাবে হয়তো হতে পারে, কিন্তু আমরা দশ শতাংশ ভাতা কম নিচ্ছি, এটা ঠিক।

শ্রীপ্রদ্যোৎ কুমার মিরাং— মন্ত্রী মহোদয়, বর্তমান ফ্রন্ট সরকারের কোন্ কোন্ মন্ত্রী সরকারী টাকায় অথবা নিজের টাকায় বাড়ী বানিয়েছেন, জানাবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— এই সরকারের মন্ত্রীরা সম্পূর্ণ নিজের টাকায় বাড়ীঘর বানিয়েছেন, সরকারী টাকায় নয়।

শ্রীনকুল দাস— প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেন এবং শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস সরকারী ক্রিজ রাখবার জন্য সেড তৈরী করেছেন, এটা যদি সত্য হয়, তাহলে সরকার তাদের সম্পর্কে কি ভাবছেন আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস কত টাকা খরচ করছেন, তা সরকারের জানা নেই। তবে সুখময় বাবুর বাড়ীতে বেশ কিছু সরকারী টাকা খরচ করা হয়েছে, বিশেষ করে পুলিশের পাহাড়া দেওয়ার জন্য একটা ওয়াল করা হয়েছে যা হউক এই সম্পর্কে আমাদের পূর্ত দপ্তর একটা হিসাব করে দেখেছেন যে বেশ কয়েক হাজার টাকাই এর জন্য খরচ করা হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস— আগের মন্ত্রী সভার আমলে আমরা দেখেছি যে টি, আর, টি, সি, কংগ্রেস পার্টির কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা পাওনা আছে। কাজেই এই টাকা যদি আদায় করা যায়, তাহলে সরকার এই টাকায় কিছু কাজ করতে পারেন। এই সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— টি, আর, টি, সি, আমাদের একটা সরকারী সংস্থা এবং এই সংস্থা কার কাছে কি বাবতে কত টাকা পাবেন, তা নিশ্চয় তারা আদায় করবেন।

শ্রীনকুল দাস— প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার দাস শুধু পুলিশ রাখার জন্যই ৭০ হাজার টাকা চেয়েছিলেন, এই সম্পর্কে সরকার কোন রকম তদন্ত করে দেখেছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— এটা সত্য

শ্রীঅজয় বিশ্বাস— প্রফুল্ল বাবু মন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর বাড়ীর পাশের রাস্তায় যে ড্রেন করিয়েছেন, তা কি তাঁর পারসোন্যাল টাকা দিয়ে করিয়েছেন না কি সরকারী টাকায় করিয়েছেন, সরকার থেকে তার তদন্ত করে দেখা হবে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী— স্যার, এই সম্পর্কে কোন তথ্যই এখন পরিবেশন করা যাচ্ছে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ— এখন যে সমস্ত তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় নি, সেগুলির উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী— স্যার, এখন জিরো আওয়ারের সুযোগে সিমেন্ট দুষ্প্রাপ্যতার দরুন বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজকর্মের ব্যাঘাত সম্পর্কে আমি একটা সর্ট ডিউরেশান ডিসকাশন করতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— স্যার, আপনি এটা এ্যাডমিট করলে পর আলোচনা করা যেতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— স্যার, আমিও জিরো আওয়ারের সুযোগে এই বামফ্রন্ট সরকারের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বিষয়ে একটু আলোচনা করতে চাই।

(মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের আদেশ ক্রমে বাদ দেওয়া গেল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য এটা বাদ হয়ে যাবে, কারণ আমার অনুমতি ছাড়াই আপনি এটা আলোচনা করেছেন, যদি আমার কাছে অনুমতি চাইতেন তাহলে আমি অনুমতি দিতাম।

CALLING ATTENTION

মাননীয় অধ্যক্ষ :—একটি দৃষ্টি আকর্ষণ নোটিশের উপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন তাই আমি এখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং এবং শ্যামল সাহা কর্ত্তৃক আনিত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটি হলো—

"গত ৭ই মার্চ অমরপুর মটরষ্ট্যান্ডে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এবং তজ্জনিত কারনে জনসাধারণের জান-ক্ষতি সম্পর্কে"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— গত ৭-৩-১৯৮২ তারিখে বেলা ১২-২৫ মিনিটের সময় উদয়পুর অগ্নিনির্বাপক বাহিনী অমরপুরে আগুন লাগার সংবাদ পায়। দক্ষিন ত্রিপুরার জেলা শাসকের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে টি, আর, এল ১৮৬২ এবং একটি পোর্টেবল পাম্প নিয়ে কর্ম্মীগণ ১২-২৮ মিনিটে অমরপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

পথে যাওয়ার সময় মহারাণীতে টি, আর, এল ১৮৬২ এর ফেন বেল্ট ছিঁড়ে যায়। নুতন ফেন বেল্ট লাগিয়ে আবার রওয়ানা হয় বেলা ২-২০ মিনিটে এবং অমরপুর ঘটনাস্থলে ৩-০৫ মিনিটে পৌঁছায়।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে কর্ম্মীগণ দেখেন যে ১৫টি ঘর ভস্মীভূত হয়েছে এবং তখনও আগুন জ্বলছে। তৎক্ষণাৎ কর্ম্মীগণ কাজ শুরু করে দেয়। যেহেতু কাছে কোন জল না থাকায় কর্ম্মীগণ টি, আর, এল ১৮৮০ দিয়ে প্রায় ১ কিলোমিটার দূর থেকে কটক সাগর থেকে জল এনে আগুন নেভায়। আগুন নেভানোর কাজে স্থানীয় জনসাধারণ এবং বিশেষভাবে স্থানীয় আর, এ, সি, কর্ম্মীগণ অপূর্ব সাহসের পরিচয় দেন। আগুন নেভাতে যেয়ে আর, এ, সির একজন কর্ম্মী আহত হন তাকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র করের বাড়ীর রান্না ঘরের জ্বলন্ত উনুন হইতে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হয়। নিম্নলিখিত ৯টি পরিবার এই অগ্নিকাণ্ডের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

১) শ্রীব্রজগোপাল পাল,

২) শ্রীসুকুমার আইচ,

৩) শ্রীসুদর্শন দেবনাথ,

৪) শ্রীযতীন্দ্র ভৌমিক,

৫) শ্রীজানকীনাথ দেববর্ম্মা,

৬) শ্রীনিবারণচন্দ্র দে,

৭) শ্রীহরিনাথ সাহা

৮) শ্রীনিবারণ কর,

৯) শ্রীসুখেন সাহা।

ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির আনুমানিক মুল্য ৬৪,২৪৲ টাকা। প্রতি পরিবারকে ১৫০ টাকা হিসাবে মোট ১,৩৫০ টাকা তৎকালীন সাহায্য দেওয়া হয়। এই টাকার মধ্যে ৪৫০ টাকা সরকারের খয়রাতী সাহায্য তহবিল হইতে এবং ৯০০ টাকা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল হইতে দেওয়া হয়।

শ্রীশ্যামল সাহা :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এই যে পরিবার পিছু ১৫০ টাকা দেওয়া হয়েছে আমি মনে করি তাদের ক্ষতির তুলনায় অনেক কম দেওয়া হয়েছে, এতএব সরকার কি চিন্তা করেছেন তাদের আরো সাহায্য দেওয়ার জন্য ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী : — মাননীয় স্পীকার মহাশয়, সরকারের জি আর. এর কোন টাকা আমাদের এই বাজেটে ছিল না, সুতরাং তার বেশী টাকা আমরা খরচ করতে পারবো না। আমাদের এত টাকা নেই যে টাকা আছে সেটা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর জন্য এবং মাননীয় সদস্যরা জানেন যে প্রতি দিন এ রকম ঘটনা ঘটছে, এই অবস্থাতে সাহায্য এর চেয়ে বেশী দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্যদের যে ব্যাংক থেকে টাকা নিয়ে তাদের এই সমস্ত কাজে সাহায্য করার চেষ্টা করুন।

শ্রীশ্যামল সাহা : — মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়, ক্ষতিগ্রস্তদের যে তালিকা দেওয়া হলো তার মধ্যে কোন সরকারী কর্মচারী আছেন কিনা, যদি থাকেন তাহলে সরকারী কর্মচারীর সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে কিনা সেটা আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— আমি এ এলাকা পরিদর্শন করেছি তাতে যেটুকু খবর পেয়েছি তাতে সরকারী জিনিষপত্র কিছু নষ্ট হয়েছে, কিছু সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে এবং বেশ কয়েক জন সরকার কর্ম্মচারীও এর মধ্যে আছেন।

শ্রীশ্যামল সাহা :— সরকারী কর্ম্মচারীদের সংখ্যাটা কত ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— তাদের সংখ্যাটা এখন আমার কাছে নেই। মাননীয় সদস্যকে আমি জানাচ্ছি যে এই ধরনের ঘটনা যাতে না হতে পারে তার জন্য আমাদের সরকার আগামী বছর খুব তাড়াতাড়ি ওখানে একটি অগ্নি নির্বাপক ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি বর্ত্তমানে ফায়ার সার্ভিসগুলি কি দুরবস্থার মধ্যে আছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় সদস্যকে ধন্যবাদ জানান তিনি যে বিষয়টা এনেছেন সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি ব্যক্তিগতভাবে আগরতলা ফায়ার সার্ভিস বা বিভিন্ন জায়গায় আমি দেখেছি অত্যন্ত দুরবস্থায় আছে, গাড়ীগুলি অচল। যে সমস্ত ফোরসিবল ফায়ার সার্ভিস রয়েছে, সেগুলি অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় আছে, যার জন্য এই সরকার খব

উদবিগ্ন। সোনামুড়া, অমরপুর এবং সাব্রুম এই তিনটি জায়গায় ফায়ার সার্ভিস নেই, আমরা আশা করছি সোনামুড়ায় এ বছরই হয়ে যাবে। সাব্রুমে আমরা আগামী বছর ফায়ার সার্ভিস-এর ব্যবস্থা করতে পারবো। আমরা লোক পাঠিয়ে নূতন করে যন্ত্রপাতি কেনার জন্য এবং আমরা আশা করি এই ফায়ার সার্ভিসগুলি শক্তিশালী করতে পারবো।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিক্যাশন স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন যে অমরপুরে শীঘ্রই অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্র স্থাপিত হবে। এছাড়া অমরপুর এবং সাব্রুমের কথাও বলা হয়েছে কাজেই এর সংগে আর একটি প্রশ্ন স্বভাবতই আসছে যে ত্রিপুরার বিভিন্ন বাজারগুলিতে যেখানে অগ্নিকাণ্ডের ভয় সব সময় থাকে সেখানে ছোট ছোট কেন্দ্র করে সেখানে পোরটেবল পাম্প ইত্যাদি দিয়ে এবং হোমগার্ড যারা বেকার আছেন অর্থাৎ যাদের চাকুরী এখনও হয়নি তাদের সেখানে নিয়োগ করে ছোট-খাট কেন্দ্র খোলা যায় কিনা সে সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত বা বিবেচনা করেছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এইগুলি বিবেচনা করে দেখা হবে। এই ধরণে অগ্নিকাণ্ড প্রতি বছর হচ্ছে এবং যে সম্পত্তি আমাদের নষ্ট হচ্ছে, তাতে ছোট করে হলেও অন্ততঃ অত্যন্ত বড় বাজারগুলি যত্তে আমরা রক্ষা করতে পারি তার চেষ্টা করা হবে। এখানে মাননীয় সদস্যরা শান্তির বাজার এবং তেলিয়ামুড়া বাজারের কথা বলেছেন। এই ধরনের বহু বড় বাজারগুলি অন্তত: সেইগুলি রক্ষার করার চেষ্টা এই সরকার করবেন।

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন শ্রীঅজয় বিশ্বাস কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষনায় প্রস্তাবটির দেন। প্রস্তাবটি হল গত ২৮ মার্চ্চ, ১৯৭৮ইং শ্যামলী বাজারের অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, গত ৮/৩/৭৮ইং তারিখে বেলা ৩টা ৪৫ মি: আগরতলা ফায়ার ষ্টেশন টেলিফোনে জ্ঞাত হয় যে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার নিকটে আগুন লাগিয়াছে। ঠিক কোথায় আগুন লাগিয়াছে তাহা টেলিফোনে জানানো হয় নাই। অগ্নি নির্বাপক কর্ম্মীগণ টি, আর, এস ১১০ এবং পোরটেবল পাম্প, প্যারাডাইস চৌমুহনী সন্নিকটস্থ ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ায় পৌছে। সেখানে আগুন না দেখিয়া কন্ট্রোলরুমের সঙ্গে বি, এস, এফ-এ যোগাযোগ করে কিন্তু কোন সংবাদ সংগ্রহ করা না হওয়ায় কর্ম্মীগণ পুনরায়—শকুন্তলা বাজার সন্নিকটস্থ ষ্টেট ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ায় যায়। সেখানে ও কোন অগ্নিচিহ্ন পাওয়া যায় নাই। এই সময়ে কন্ট্রোলরুম মারফত একটি খবর পাওয়া যায় যে—অভয়নগর স্কুলের নিকট অগ্নিকাণ্ড হয়েছে। কর্ম্মীগণ সেখানে যায় কিন্তু কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। শেষ পর্য্যন্ত টেলিফোনে সঠিক সংবাদ পাওয়া যায় যে শ্যামলী বাজারস্থিত ষ্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার পাশে আগুন লাগিয়াছে। সেইভাবে বি, এস, এফ-এর মাধ্যমে কর্ম্মীগণকে ঘটনা স্থলে শ্যামলী বাজার যাইতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

এই সব কারণে ফায়ার সার্ভিস কয়েক মিনিট বিলম্বে অগ্নি স্থলে পৌছে। পাবলিক তখন ফায়ার সার্ভিসকে গালাগালি দিতে শুরু করে এবং উত্তেজিত জনতা কর্ম্মীগণকে আক্রমণকে

করে। যাহার ফলে ফায়ারম্যান শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র সাহা হাতে ব্যাথা পায়। ঠিক সেই সময়ে আগরতলা ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীমহেন্দ্র কুমার পাল, লিডিং ফায়ারম্যান শ্রীকানুলাল রায় এবং জি, বি, হাসপাতালের কর্মী শ্রীদীপক মজুমদার নম্রভাবে উত্তেজিত জনতাকে আয়ত্বে আনে এবং অগ্নি নির্বাপনের কাজ শুরু হয়।

কাজ করার সময় হঠাৎ টি, আর, এল, ১১০ এর ক্রাঙ্ক—শ্যাফ্‌ট ভাঙ্গিয়া যায় এবং অকেজো হয়ে পড়ে। সেখানে জলের সুবিধা ছিল না। ১৭০০ ফুট দূরস্থিত লেইক থেকে জল আনিয়া অগ্নি নির্বাপনের কাজ সম্পন্ন করা হয়। এই অগ্নি কাণ্ড হয় শ্রীইন্দ্রমোহন শালের কাঁচা রান্না ঘরের জলন্ত উনুন থেকে।

৮টি পরিবার এই দুর্ঘটনায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া অগ্নি প্রসার রোধে ৪ ব্যক্তির ঘর ভাঙ্গা হয়। গোপাল চন্দ্র শীলের বয়ন শিল্প কারখানাটি অগ্নিদগ্ধ হয় তার ফলে ১২ জন কর্মচারীর রোজগার বন্ধ হইয়া যায়। সর্বমোট ২২টি পরিবার এই অগ্নি কাণ্ডের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি মিলে ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ৬০,০০০০০ টাকা বয়নশিল্প কারখানার ১২ জন শ্রমিক এবং ক্ষতিগ্রস্ত ১২টি পরিবারকে মোট ১৯৬৫ টাকা সাময়িক সাহায্য দেওয়া হয়। এর মধ্যে ১০ জন কর্মচারীকে দেওয়া হয় ১৫ টাকা হিসাবে, ঘর ভাঙ্গা হয়েছে এমন ৪টি পরিবারকে ৫০ টাকা হিসাবে এবং বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৮টি পরিবারকে ১০০ টাকা হইতে ১২০ টাকা পর্য্যন্ত সাহায্য দেওয়া হয়েছে। ইহা ছাড়াও প্রায় ২,১০০ টাকা মূল্যের জামা কাপড় এবং রেশন, স্থানীয় জনকল্যাণ মূলক সংস্থা কর্তৃক দুর্গতদের মধ্যে বন্টন করা হইয়াছে বলিয়া জানিতে পারা যায়।

শ্রীঅভয় বিশ্বাস :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন, আমি নিজে গিয়ে দেখে এসেছি প্রায় ১২ জন শ্রমিক বেকার হয়ে আছে। এই কারখানাগুলি চালু করার ব্যাপারে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :-- শ্রীগোপাল চন্দ্র শীল যদি আমাদের শিল্প দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাহলে নিশ্চয় আমরা তার কারখানা চালু করার ব্যাপারে সাহায্য করব।

শ্রীঅভয় বিশ্বাস :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন, আরেকটা হচ্ছে এখানে গরীব অঞ্চলের মানুষের বাস। যাতে ঘরগুলি পুড়ে গেলে তারা যাতে ঘরগুলি তুলতে পারে সেই ব্যাপারে সরকারের কোন ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— এই সম্পর্কে ব্যাঙ্কের সাহায্য নেওয়া ছাড়া আর কোন ব্যবস্থা নেই।

শ্রীবাদল চৌধুরী :— আমরা দেখছি যে অনেক দোকান, কারখানা আগুনে পুড়ে গেছে, এবং দোকানে লাইসেন্স পারমিশান দেওয়া হয় সেখানে ফায়ার ইনসুরেন্স করা হয় কিনা বা ব্যবস্থা আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— সরকার তো ফায়ার ইনসুরেন্সের ব্যবস্থা করেন না। কোম্পানী তাদের কতগুলি সর্তে ফায়ার ইনসুরেন্স করেন, তারা চেষ্টা করতে পারেন।

মি: স্পীকার :— আমি নিম্নলিখিত সদস্যদের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটা পেয়েছি শ্রীসময় চৌধুরী এবং শ্রীখগেন দাস। এইগুলির বিষয় বস্তু হলো শিশু খাদ্যের জন্য এবং রেশনগুলিতে পচা চাউল সরবরাহ সম্পর্কে। আমি মাননীয় খাদ্যমন্ত্রীকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— স্যার আমি এই বিষয়ে ১৫ তারিখে উত্তর দেব।

মি: স্পীকার :— ১৫ তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার উত্তর দিবেন। আরেকটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ হলো গত ১৬ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ এ বিশালগড় থানার অন্তর্গত রাঙ্গাপানিয়া গ্রামে শ্রীকালামিয়া এবং জয়মঙ্গল পাড়ার শ্রীতপন দেববর্মার বাড়ীতে ডকতি সম্পর্কে এলাকার জনগণের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি হয়েছে। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণীর উপর দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। তিনি যদি অপারগ হন তাহলে একটা সময় তিনি দেন যে এই সময়ের মধ্যে তিনি উত্তর দিবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—১৫ তারিখ আমি এর উত্তর দেব।

General discusion on the Demands for Supplementary Grants for the year 1977-78.

মি: স্পীকার :— এখন আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ১৯৭৭-৭৮ সালের ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরীর দাবীর উপর আলোচনা উত্থাপন। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করছি তাদের বক্তব্য যেন উপরোক্ত বিষয়বস্তুর উপযুক্ত বরাদ্দের উপর সীমাবদ্ধ থাকে। আমি শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াংকে অনুরোধ করছি বক্তব্য আরম্ভ করতে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার, যারা ছাটাই হয়েছে তাদের সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীর একটা বিবৃতি চাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ :— মাননীয় সদস্যগণ আপনারা যারা যারা আজকের অংশ গ্রহণ করতে চান তারা একটী নামের তালিকা আমার কাছে দিয়ে দেবেন। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াংকে উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিধান সভায় আজকে যে সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্টস ফর দি ইয়ার ১৯৭৭-৭৮ আনা হয়েছে আমি তাকে পুরোপুরি স্বাগত জানাতে পারছি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার শরীর আজকে ভাল নয়, কাজেই আমি আমার বক্তব্য রাখতে পারছি না।

মাননীয় অধ্যক্ষ :— শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই হাউসে যে সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যাণ্ট ফর ডিমাণ্ড ১৯৭৭-৭৮ ইং উপস্থাপন করা হয়েছে তাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। আমরা প্রত্যেকটি আইটেম লক্ষ্য করি তাহলে দেখা যাবে যে কেন আমাদেরকে এত টাকা বরাদ্দ করতে

হলো। কিছুক্ষণ আগে কোয়েশ্চান আওয়ারে বলা হয়েছে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে যে সমস্ত টাকাগুলি খরচ হয়েছে কাদের আমলে খরচ হয়েছে,— আমি বলব বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে এবং অন্যান্য কোয়ালিশন সরকারের আমলে খরচ হয়েছিল। এবং বেশীর ভাগই খরচ হয়েছে কংগ্রেসী সরকারের আমলে তথা সুখময় মন্ত্রী সভার আমলে এবং গরু পাচার ও বেশীর ভাগই সেই সময়ে আছে। ডাকাতি, চুরি, রাহাজানি প্রভৃতি অনেক কিছু ঘটনাও সেই সময়েই ঘটেছে। ঠিক তদ্রূপ বহু টাকাও এই রকমভাবে অপব্যয় হয়েছে কিন্তু সীমান্ত এলাকাগুলিকে সুরক্ষিত করা হয় নি। অনুরূপভাবে প্রতি বছরই ট্রান্সপোর্টের বৃদ্ধির জন্য অনেক স্কীম করা, কিন্তু ট্র্যান্সপোর্ট আর বাড়েনি। সমস্ত ট্র্যান্সপোর্টগুলি যদি আমরা দেখি তাহলে দেখুন বিশেষ করে সি, আর, টি, সির অধিকাংশ গাড়ীগুলি নষ্ট। কেন এই গাড়ীগুলি নষ্ট করে যাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া দরকার।

শিক্ষাক্ষেত্রেও এক অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। প্রতি বৎসর তো টাকা শিক্ষার উন্নতিকল্পে বরাদ্দ করা হত, কিন্তু সেই টাকাগুলি কোথায় খরচ করা হত? শিক্ষা ব্যবস্থার তো কোন উন্নতি আমাদের পরিলক্ষিত হয়নি। কয়টা হাইস্কুল আছে আমাদের রাজ্যে। যে কয়টা আছে সেগুলির তো কোন অস্তিত্বই নেই, বিল্ডিং এর তো কোন প্রশ্নই উঠে না। শিক্ষাক্ষেত্রে এক নৈরাজ্যের সৃষ্টি করা হয়েছে। কাগজেপত্রে দেখবেন সব আছে, কিন্তু বাস্তব গিয়ে দেখুন কিছুই নেই। যার জন্য আজকে অনেক কিছুই আমাদের এই বাজেটে ধরতে হয়েছে। হয়তো এ বছরে আমাদের পক্ষে সবকিছু করা সম্ভব হবে না। আগামী বছরে আস্তে আস্তে সেগুলি করা সম্ভব হবে।

তারপরে কৃষিক্ষেত্রেও একই নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। আমরা তৎকালীন কংগ্রেসীয় রাজত্বে, সুখময় মন্ত্রীসভার আমলে, শচীন মন্ত্রীসভার আমলে বহুবার বলেছি যে কৃষিক্ষেত্রে যদি আমাদের উন্নতি করতে হয় তাহলে নদী নালাগুলিতে স্থায়ীভাবে বাঁধ দিতে হবে। স্থায়ীভাবে বাঁধ দিয়ে জলসেচের ব্যবস্থা যদি করতে পারি তাহলে পরে আমরা কৃষি-ক্ষেত্রে অনেকটা উন্নতি করতে পারব। শুধু তাই নয়, একদিকে যেমন জলসেচের ব্যবস্থা হবে, তেমনি অপরদিকে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদনও বাড়াতে পারব, মাছের চাষও করতে পারব। কিন্তু সব কাকস্য পরিবেদনা। আজ পর্য্যন্ত কিছুই করা হয়নি। একমাত্র ডম্বুর বাঁধ ছাড়া আর কোন স্থায়ী বাঁধ আপনারা দেখতে পাবেন না। গ্রামের দরিদ্র কৃষকরা নিজেরা ১০ টাকা, ৫ টাকা করে চাঁদা দিয়ে নিজেরাই সাময়িকভাবে বাঁধ দিয়ে কৃষিকাজে জলসেচের ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। সেখানেও সরকার থেকে তাদেরকে সাহায্য করা হয়নি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার তাদেরকে তজ্জন্য সাহায্য করে যাবেন।

স্বাস্থ্যের দিক থেকেও একই অবস্থা আমরা লক্ষ্য করেছি। দিনের পর দিন গ্রামের মানুষ সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ১৯৭৪ সালে তৎকালীন সুখময় মন্ত্রীসভার আমলে বেহালাবাড়ী এলাকায় একটি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলার জন্য টাকা মঞ্জুরী হয়েছিল। সেই মঞ্জুরী কাগজেপত্রেই থেকে গেল, বাস্তবে আর রূপায়িত হল না। ঠিক একই অবস্থা

হয়েছে জলেকা এবং বাইজলে। কাগজেপত্রেই সেগুলি সীমাবদ্ধ ছিল, বাস্তবে আর রূপায়িত হয়নি। সেখান থেকে ১২ মাইলের মধ্যে কোন হাসপাতাল নেই। হাসপাতালের অভাবে বেশ কিছুদিন আগে ডেলিভারীর কেসে কয়েকজন মহিলা মারা যায়, আর একজন মহিলা ঠিক একই অবস্থা নড়তে চড়তে পারে না। সেখানে ট্রান্সপোর্টেরও কোন সুযোগ সুবিধা নেই। সেখানে পাবলিক বাস সার্ভিসের জন্য আমরা অনেক আবেদন নিবেদন করলাম। কিন্তু উনারা পাবলিক বাস সার্ভিস পর্য্যন্ত দিলেন না। আমাদের বামফ্রন্ট চীফ মিনিষ্টার শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীও আবেদন রেখেছিলেন সুখময় মন্ত্রীসভার কাছে। তারপর আরো কয়েক মন্ত্রীসভার পত্তন হলো, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেখানে বাস সার্ভিসের কোন বন্দোবস্ত করা হলো না। আমি আশা করি বর্তমান সরকার সেইদিকে লক্ষ্য রাখবেন। শুধু এইটিই নয় আমাদের ত্রিপুরাতে আরও অবহেলিত গ্রাম আছে যেমন—ধর্মনগরের দামছড়া, খেদাছড়া সেখানে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া তো দূরের কথা, সেখানে গণতান্ত্রিক হাওয়া পর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছায়নি। সেখানে কোন কোন অফিস, হাসপাতাল কোন কিছুই। সেই সমস্ত মানুষের উন্নতিকল্পে আমরা যদি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারি তাহলে তো তাদের উন্নতি কোনদিনই সম্ভবপর নয়। এছাড়া মানুষ বাদে, অন্যান্য যে সমস্ত জন্তু জানোয়ার আছে, সেই সমস্ত পশু রক্ষার জন্য, গরু, মহিষ রক্ষার জন্য যে সমস্ত হাসপাতাল গ্রামে গঞ্জে আছে সেগুলির অবস্থা আপনারা নিজেরা দেখেছেন। কিছুদিনের মধ্যে কিছু কিছু উন্নতি হয়েছে, এর আগে কিছুই ছিল না।

এছাড়া গত ৩০ বছরে বহু কোটি টাকা শিল্পের জন্য আমাদের এই ছোট্ট রাজ্যের জন্য এসেছে, কিন্তু ছোট, মাঝারি কিংবা বড় শিল্প কিছু কি হয়েছে? বড় শিল্পের জন্য বহু টাকা খরচ করে জমি কেনা হয়েছে শচীন সিংহের আমল থেকে, সেখ নেতাদের খুঁটি আছে, তারপর সুখময়বাবু চটকলচট করে নিয়ে এলেন, এই হল শচীনের ব্যাপার। গ্রামে ছোট, মাঝারি ধরনের যে ইণ্ডাষ্ট্রি হওয়ার কথা, কই হয়েছে? উনাদের নিজেদের ইণ্ডাষ্ট্রি করেছে। ঐ গ রাজ প রিবার, তাছাড়া নিজেদের বাড়ী ঘর, দিল্লীতে গিয়ে দেখুন বাড়ী আছে, কলিকাতায় শচীন বাবুর বিরাট বাড়ী হয়েছে এইরকমভাবে বাড়ী ঘর তাঁরা করেছেন, নিজেদের ইণ্ডাষ্ট্রী বাড়িয়েছেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের দুর্ভাগ্য চিরদিনের মত রয়েছে, শিল্প গড়ে উঠল না বা শিল্প গড়ে তুলার কোন চেষ্টা হল না। রাস্তাঘাট ইত্যাদি কোন কিছুই করা হল না। কাজেই সেদিক থেকে অতি সত্বর ঐ দুষ্কৃতিকারীদের, দুর্নীতিবাজদের তদন্ত করে শাস্তি দেওয়া দরকার এবং তদন্ত করে শাস্তি যদি আমরা না দিতে পারি তাহলে বামফ্রন্ট সরকারের মধ্যে আমরা যারা আছি আমাদের জনসাধারণের কাছে ঠিক সেই রকমভাবে উত্তর দিতে হবে কেন এই দুর্নীতিবাজদের বিচার হল না, শাস্তি হল না এবং আমি আশা রাখব আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আজকে যেরকম ভালবাসা ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ থেকে পেয়েছেন এবং তাঁদেরকে সরকারে বসিয়েছেন, সেইভাবে জনসাধারণ আমাদের সাহায্যে এ ব্যাপারে এগিয়ে আসবেন।

আমরা রাস্তাঘাটের ব্যাপারে দেখছি—রাস্তাঘাট বলতে কিছু নেই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। একটু বৃষ্টি হলে বা বন্যা হলে পরে এই যে আসাম-আগরতলা রোড এটা ভেঙে যায়। এছাড়া লিংক রোডগুলির কি অবস্থা? খোয়াই সাবডিভিশান আমি দেখছি যে চিরদিনের জন্য অবহেলিত সাবডিভিশান, সেখানে কোন রাস্তা নেই। তেলিয়ামুড়া-আসারামবাড়ী যান, সেখানে ভাল গাড়ী যেতে পারেনা, একটা ভাল গাড়ী গেলে রাস্তার মাঝখানে আটকে থাকে, খোয়াইকে

এই ভাবে অবহেলিত করে রাখা হয়েছে—একটা রাস্তা তারা করতে পারলেন না। লিংক রোড করা দূরের কথা, গ্রামে যে সমস্ত রাস্তা আছে, সেগুলিকে সোলিং, মেটেলিং করা, মেইন রোড যেগুলি আছে সেগুলিকে সমান করা, সে সমস্ত কিছুই করা হয়নি। বর্ষা হলে পরে আমরা দেখি যে শহরের সংগে গ্রামের কোন লিংক থাকে না। গ্রামে যে সমস্ত নদী নালা আছে, সেগুলির উপর ব্রীজ নেই, পুল নেই যার জন্য তারা বৃষ্টির সময় বাজার হাটে যেতে পারে না, বাড়ীতে বসে থাকতে হয়, কারও সংগে যোগাযোগ করার সুযোগ তাদের হয় না। সেই সমস্ত কথা আমরা বারবার বলেছি বিগত সরকারের কাছে, তাঁরা ভ্রুক্ষেপ করেননি। তাই আমি আশা রাখব যেভাবে খরচ করার জন্য বাজেটে টাকা চাওয়া হয়েছে, নিশ্চয়ই আমি মনে করি এই টাকাটা দরকার এবং এই টাকাগুলি খরচ করে যাতে গ্রামের রাস্তা ঘাট উন্নয়ন করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া উচিত। আমি তাই এটাকে সমর্থন করি।

এছাড়া শহরের মধ্যে দেখবেন জল—নলের জল খাচ্ছেন, গ্রামের মানুষের জন্য খাবার জলের কি ব্যবস্থা? একটু আগে কোয়েশ্চান আওয়ারে আপনারা শুনেছেন অগভীর নলকূপ, গভীর নলকূপ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। তীর্থে গেলে যেমন দেখা যায় পাণ্ডারা প্রশ্ন করে মধ্যম পূজা না উত্তম পূজা, সেভাবে এখানেও অগভীর নলকূপ না গভীর নলকূপ চাই সেটা বলা হয়েছে। যেখানে গভীর নলকূপ বসিয়ে রাখা হয়েছে সেখানে গভীরতা নেই, অথচ বসিয়ে রাখা হয়েছে। বিগত সরকারের আমলে আমরা দেখেছি ইলেকশানের সময় রিংওয়েল, টিউব ওয়েল ইত্যাদি বসানো হয়েছে, অথচ ঐ গুলিতে জল উঠছে না। কি ভাবে গ্রামের মানুষকে অবহেলিত করে রাখা হয়েছে সেটা গ্রামে গেলে দেখা যাবে। আপনারা দেখেছেন কি ভাবে মানুষকে ভাল জল খাওয়ানোর নাম করে কুচক্রান্ত করে টাকা পয়সা আত্মসাত করা হয়েছে, সেগুলির তদন্ত হওয়া উচিত। আমি পূর্বের সরকারের আমলে একটা বোতলে করে জল এনেছিলাম স্পীকারকে দেখাবার জন্য, সে জল পোকা ভর্তি, অপরিষ্কার জল, তাতে দুর্গন্ধ ছিল, কিন্তু স্পীকার সাহেব ভেবেছিলেন আমি তাঁকে সে বোতল ছুঁড়ে মারব, কিন্তু আমি তা কোন দিনই করিনি। এদিক থেকে আমাদের নজর রাখতে হবে যাতে করে মানুষকে ভাল জল খাইয়ে তাদের সুস্থ রাখা যায়। নদী, ছড়া যেগুলি আছে, সেগুলির জল যাতে কাজে লাগানো যায়, সেদিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। আমরা দেখছি যে খোয়াই শহরে একটা নলকূপ (গভীর) বসানো হয়েছিল, সেটাতে ভীষণ ভাবে জল পড়ছে (আর্টিজ্যান) সে জল কাজে লাগাতে পারছে না। কিন্তু সেই জল কাজে লাগাতে পারছেন না। সেই জল যদি আমরা কাজে লাগাতে পারতাম, সেই জল যদি আমাদের কৃষকের এলাকায় থাকত তাহলে সেই জল আমাদের কৃষি কাজে লাগাতে পারতাম। আর শহর এলাকাতেও সেই জল কাজে লাগানো যেত। কিন্তু সেই ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে পারে নি। কিন্তু ইতিমধ্যেই দেখা যাচ্ছে যাতে সেই জল কাজে লাগানো যায় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে সেগুলি যাতে ভালভাবে খরচ করা হয়। সুতরাং এটাকে আমি বাধা দিতে পারি না, বরঞ্চ সমর্থন করে যাব, এই টাকাগুলো দরকার।

তাছাড়া সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার যদি দেখি তাহলে দেখতে পাই সেই সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারে দুটি বিভাগ আছে--সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার এবং সমাজ শিক্ষা। সমাজ শিক্ষার ব্যাপারে দেখতে পাই, সমাজ শিক্ষার জন্য বহু মাড ওয়াল দিয়ে ঘর করা হয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত ঘরেই সমাজ শিক্ষা করার যে ব্যবস্থা হয়েছিল, যখন দেখা গেল যে আর ঘরগুলো রক্ষা করা যায় না তখন সরকারের কাছে সি, আই, শীট দেবার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা পাওয়া গেল না। আমি ডিরেক্টারকে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় সেই সি, আই, শীট? তিনি কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলেন না। কাজেই আমি এখন আশা করব নিশ্চয়ই আমাদের এই সমস্ত সেন্টারগুলি যেগুলি বৃষ্টির ফলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেগুলিকে এখন রক্ষা করা হবে। কিন্তু যে টাকাগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলোকে, কোথায়, কি ভাবে নিয়েছে সেজন্য একটা তদন্ত করা দরকার এবং তাদের শাস্তি দেওয়া দরকার বলে মনে করি।

আর রিলিফের ব্যাপারে বলছি যে, মানুষ যখন অভাব অনটনে পড়ে তখনি তাদের রিলিফ দেওয়া হয়। আগে ছিল টেষ্ট রিলিফ। কিন্তু এখন পর্যন্ত বামফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে যেটা শুনেছি এই জাতীয় একটা কিছু দেওয়া হবে। খাদ্যের মাধ্যমে যে কাজ সেটা দ্বিতীয় কোয়ালিশনের সরকারের সময়ে থেকেই খরচ করার কথা ছিল। প্রথম ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের জন্য দুই কোটি টাকা আসে। তারপর চার কোটি টাকা আসে। কিন্তু সেই টাকাগুলো খরচ করতে হবে। কিন্তু সেই টাকাগুলি খরচ না করে সেগুলি যে কোথায় গেল তার কোন হদিশ পেলাম না। কাজেই আমি আবেদন রাখবো যে আশারাম বাড়ী, জামদুরী এলাকা যেখানে জমি নেই এই ধরনের লোকের সংখ্যাই বেশী, আগে বৃটিশ আমলে লোক গিয়ে কাজ করতে চা বাগানে। এখন কিছুই নেই। সেখানে যদি আমরা কাজ দিতে না পারি, একটা কাজ চেয়েছিলাম আমি সেখানে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন কাজ দিতে পারা গেল না। যে কোন কাজ যদি আমরা দিতে না পারি মানুষকে তাহলে মানুষকে বাঁচানো যাবে না। বিশেষ করে যারা জুমের মধ্যে বেচে আছে তাদের মধ্যেই অভাব দেখতে পেয়েছি। জুমিয়াদের বাঁচার প্রয়োজন এবং সেই বাচার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই সরকার করবেন। তাদের খাওয়াতেও হবে এবং ফসল ফলাতে হবে। যাতে সে ফসল ফলাতে পারে সেজন্য তাকে খাওয়াতে হবে, খাইয়ে বাচিয়ে রাখতে হবে। সেই দিক দিয়ে সরকার নিশ্চয়ই ব্যবস্থা করবেন।

আর বিগত সরকারের আমলে যে সমস্ত দুর্নীতি হয়েচে রিলিফ দিতে গিয়ে সেই সমস্ত নিশ্চয়ই তদন্ত হওয়া দরকার। আর এছাড়া যে সমস্ত দুর্নীতিমূলক জিনিষ আছে, যেমন খোয়াই সাব-ডিভিশনের মধ্যে শশ্মান ঘাটের লটারীর নামে, তখনকার এস, ডি, ও, ডি রায় ছিলেন তিনি বহু টাকা কালেকশান করেছেন এবং বিবেকানন্দ কলেজের নামে বহু টাকা কালেকশান করেছেন। সেই টাকাগুলো কোথায়? তারও তদন্ত হওয়া দরকার তা না হলে আমরা মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারাবো। যদি আমরা দুর্নীতি দূর করতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই সরকারকে সাহায্য করবার জন্য ত্রিপুরার জনসাধারণ এগিয়ে আসবেন। এই অনুরোধ রেখে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর বাজেটের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এখানে উত্থাপন করা হয়েছে আমি এই বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। এইখানে এমন কতগুলো কথা বলা দরকার যতে [illegible] এত দিন যে আশা আকাঙ্খা নিয়ে ত্রিপুরার মানুষ বিগত সরকারকে বর্জন করে ছিল তার থেকে তারা কি ভাবে বঞ্চিত হয়েছে সেই কথাগুলো তাদের এখন জানার সুযোগ এসেছে এবং আমাদের বর্ত্তমান সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন তথ্য থেকে ত্রিপুরার মানুষ জানতে পেরেছে যে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ত্রিপুরার জন্য আসত প্রতি বৎসর সেই টাকাগুলো কি ভাবে নয় ছয় হয়ে যেত কিছু অংশ এবং বাকী টাকা ফেরত চলে যেত। তার প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায়—১ নম্বর—সরকারের স্বজন পোষণ, ২ নম্বর হচ্ছে প্রশাসনিক যে গাফিলতি আছে সেগুলি। যেমন প্রথমেই ধরা যাক, স্পেসিফিকেলী এখানে বলতে চাই যে গ্রামীন বৈদ্যুতিকরণের ব্যাপার। যেমন কৈলাশহরের এবং ধর্মনগর সাব-ডিভিশনে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণের ব্যাপার এমন একজন লোকের হাতে পড়েছে দেওয়া হয়েছে যার কোনদিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার ক্ষমতা নেই। শ্রীতপন ভট্টাচার্য্য, আগরতলার জনৈক কনট্রাক্টার যার হাতে লক্ষ লক্ষ টাকা দেয় হয়েছে—টাওয়ার এ্যান্ড কণ্ডিশনের ব্যাপারে যিনি কোনদিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে পারবেন না। কারণ তার হাতে যে চুক্তি দেওয়া আছে সেই চুক্তি অনুযায়ী এখনও কোন কাজ শেষ করতে পারে নি। কাজেই এই কাজ সে শেষ করতে পারবে এমন আশা আমি করি না। পি, ডবলিউ, ডির অন্যান্য কাজের ব্যাপারে—বিভিন্ন রাস্তা তৈরীর ব্যাপারে ধর্মনগর সাব-ডিভিশনের জনৈক কনট্রাকটার সম্পর্কে এখানে বলা যায় দুই বছর আগে তাকে তাকে কনট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল এবং সেই কনট্রাক্ট দেওয়ার ফলে সরকারের সংগে যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও সে তার কাজে হাত দিচ্ছে না। লাখ লাখ টাকা এই কাজে অব্যায়িত হয়ে পরে থাকছে। এবং এরকম ঘটনা শুধু সেই খানেই নয় এটা সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই দেখা যাবে যে এই সব কনট্রাকটারদের পি, ডবলিউ, ডি, ইলেক্ট্রিক ডিপার্টমেন্ট, ইরিগেশান ডিপার্টমেন্ট—এই সব ডিপার্টমেন্ট বহু কাজ দিয়ে তাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য বছরের পর বছর টাকা অব্যায়িত থেকে যাচ্ছে। আর ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ রাস্তার জন্য সেচের জলের জন্য তাদের পানীয় জলের জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে কিন্তু সেখানে কোন কাজ হচ্ছে না। এই ছিল বিগত মন্ত্রী সভাগুলির কাজের নমুনা। আমরা চাই বর্ত্তমানে সেই সমস্ত পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হউক। কাজেই আমাদের সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মধ্যে যে সব টাকা চাওয়া হয়েছে—আমাদের সময় অল্প কাজেই আমরা যদি আমাদের কাজের পদ্ধতির পরিবর্ত্তন না করি তাহলে আমরা কিছুই করতে পারব না। ঠিক তেমনি ভাবে স্কুল ঘরের ব্যাপারেও এই কথা বলা যায় আমরা ত্রিপুরার মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতীক হিসাবে এখানে আমরা এসেছি কাজেই আমাদের সেই সব কথা বলতে হবে। স্কুলের এবং বিভিন্ন কলেজের সমস্যা আছে। স্কুল ছাড়াও আরও অনেক সমস্যা আছে যেগুলির কথা কোন দিনই এই বিধান সভার মধ্যে আলোচিত হয় নি। এবং মক্তব এবং মাদ্রাসার শিক্ষা—মুসলমান ছাত্রদের প্রাথমিক স্তরে আরবী শিক্ষার ব্যাপারে স্বাধীন হওয়ার পরেও সেই শিক্ষা

অবহেলিত রয়েছে। এই ব্যাপারে এর আগের সরকারগুলি কোন চিন্তা করেন নি—মক্তব এবং মাদ্রাসা প্রসার করা যে তাদের কর্ত্তব্য সেটা তারা করেন নি। প্রকৃত পক্ষে সেই ব্যাপারে কোন নজরই দেওয়া রয়নি। মুসলমান ছাত্রদের মক্তব এবং মাদ্রাসার মাধ্যমে আরবী ভাষা পড়াশুনার কোন ব্যবস্থা করা সেটা অবহেলিতই হয়েছে। তাই আমি বলতে চাই শিক্ষার ক্ষেত্রে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করা হয়েছে তার মধ্যে সরকার এই ব্যাপারে দৃষ্টি দেবেন সেজন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। সংগে সংগে আরও একটা কথা বলতে চাই যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগে হোষ্টেল রয়েছে সেগুলির মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সব ধর্মের ছাত্রেরা এক রুমের মধ্যে থাকবে এবং সেটা আলোচনার মাধ্যমে এক দিনে শেষ হয়ে যাবে সেটা আমি আমি বিশ্বাস করি না। সেজন্য আমি প্রস্তাব করব প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংগে কিছু হোষ্টেল করে মুসলমান ছাত্রদের মাদ্রাসা মাধ্যমে তাদের আরবী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা বর্ত্তমান সরকার করবেন বিগত সরকার যে ভাবে মুসলমান ছাত্রদের প্রতি অবহেলা করেছিলেন আমাদের সরকার তার প্রতিদান দেবেন এই আশা করি। সংগে সংগে আরও কতগুলি ব্যাপার সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের মধ্যে চাওয়া হয়েছে—যেমন পানীয় জলের ব্যাপারে। আমাদের কোয়েশ্চান আওয়ারের সময় সোনামুড়া থেকে যে প্রশ্ন উঠেছিল কতগুলি টিউবওয়েল সম্পর্কে সরকার থেকে খবর নেওয়া দরকার। এই চিত্র শুধু সোনামুড়ায় নয় এই চিত্র সারা ত্রিপুরা রাজ্যেই এই চিত্র। আমি আমার কৈলাশহর সাব-ডিভিশানের কথা বথা বলছি সেখানে প্রায় তিনশ সাড়ে তিনশ টিউব ওয়েল অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। কি ব্যাপার, না ফিল্টার নেই। এইভাবে বছরের পর বছর টিউব ওয়েলগুলি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। অনেক টিউব ওয়েল আছে সেগুলি যদি উঠান হয় তাহলে দেখা যাবে যে সেগুলিরে জং ধরে গেছে সেই পাইপগুলি আর কাজে লাগান যাবে না। এই সংখ্যা বিরাট—সংখ্যক টিউব ওয়েল রিং ওয়েল রিনোভেশান হচ্ছে না তার জন্য কোন ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। একমাত্র কারণ বলা হচ্ছে ফিল্টার নেই। অথচ ফাল্গুন চৈত্র মাসে সেই সব এলাকায় পানীয় জলের জন্য হাহাকার পরে যায়। কি দায়িত্ব- জ্ঞানহীনতা : কাজেই আমি বর্ত্তমান সরকার এর উপযুক্ত জবাব দেবেন এই বিশ্বাস আমাদের আছে যে এই টিউব ওয়েলগুলির রিপেয়ারের দ্রুত ব্যবস্থা করবেন। সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যারা সেই কাজ করেন—কন্টাক্টর বা মেকানিক—তাদের প্রতি সরকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। দেখা যায় এইসব টিউবওয়েল বসানোর পরে পাইপ চুরি হয়ে যায়। কারণ কোথাও দেখা গেল যে ৭০ ফুট নীচে জল পাওয়া গেল কিন্তু আরও নিচে ১০০ ফুট নীচে গেলে বেশী জলের ফ্লো পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই ক্ষেত্রে ১০০ ফুট নিচে না গিয়ে সেই ৭০ ফুট রেখেই টিউব ওয়েলটি বসিয়ে কিছু পাইপ চুরি করা হয়। সেগুলি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। তেমনি ভাবে লিফট ইরিগেশানের ব্যাপারেও ঠিক একই চিত্র দেখা যায়। কোথাও দেখা যায় যে বিদ্যুতের অভাবে পাম্প মেসিন চলছে না। অথচ সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচা করা হয়েছে তা দিয়ে জল আসছে না এবং কৃষকেরা হাঁ করে বসে আছে। এই অবস্থা ক'দিন আমাদের দেখতে হবে। এই ভাবে বছরের পর বছর ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকেরা বঞ্চিত হয়েছে। কি করলে তাদের জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করা যায়

সেই দিকে নজর দেওয়া হয় নাই। আমি বিশ্বাস করি বর্তমান সরকার সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন এবং অকেজো যন্ত্রপাতিগুলি আবার চালু করার জন্য ব্যবস্থা নেবেন এই বিশ্বাস আমাদের আছে। এবং সার্বিক ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্খা প্রতীক কাজেই বিগত সরকারগুলির পুঞ্জীভূত জঞ্জাল পরিস্কার করে নতুন করে আমরা আমাদের সরকার তৈরী করেছি। তার জন্য প্রচুর টাকা আছে। কিন্তু সেই টাকা পরিকল্পনা অনুযায়ী খরচ হয় নি। আমরা বামফ্রন্ট সরকার থেকে চাই যে আমাদের পরিকল্পনাগুলি অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে করা হউক, যে পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজের নীচের তলার অধিকাংশ মানুষ উপকৃত হতে পারে। তাতে যদি সময় একটু বেশী লাগে, আমাদের এই বিশ্বাস আছে যে ত্রিপুরার মানুষ এর জন্য ধৈর্য্য হারাবেন না এবং তারা পরিকল্পনার কাজ শেষ হওয়া পর্যান্ত অপেক্ষা করবেন, এই সুযোগ তারা আমাদের দেবেন, এই বিশ্বাস রেখে এই সাপ্লিমেন্টারী গ্রেন্টকে আমার পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুবল রুদ্র :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট উত্থাপন করা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করছি এবং সাথে সাথে এটা বলতে চাই যে এই গ্রেন্টের মধ্যে যা আছে তা দিয়ে ত্রিপুরার মানুষের আশা আকাঙ্খার কিছুটা পূরণ করা সম্ভব হতে পারে। কারণ আমরা এই গ্রেন্টকে সমর্থন করছি। আমরা এটাও লক্ষ্য করছি যে কংগ্রেসের শাসনে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কংগ্রেসকে বিশ্বাস করেছিল অনেক আশা আকাঙ্খা নিয়ে এবং কংগ্রেসকে তারা ক্ষমতায় বসিয়েছিল যাতে তাদের কল্যাণ হয়। কিন্তু আমরা যেটা লক্ষ্য করলাম, সেটা হচ্ছে এই যে বিগত ৩০ বছরের শাসনে কংগ্রেস মানুষের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটাতে পারেন নি এবং তারা বাজেট অথবা সাপ্লিমেন্টারী গ্রেন্টের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে এমন কোন আশা আকাঙ্খা জাগাতে পারে নি যাতে ত্রিপুরার সমস্যার সমাধান অন্ততঃ কিছুটা হতে পারে। আমরা বিগত দিনে লক্ষ্য করেছি যে ওরা বাজেট পেশ করত, ওরা যে গ্রেন্ট পেশ করত, তাতে যে টাকা থাকত, সেই টাকা বছরের পর বছর পড়ে থাকত, খরচ হতো না এবং সেটা কংগ্রেসীদের ও দুর্নীতিবাজ আমলাদের সিন্দুকের মধ্যে পড়ে থাকত সেটার প্রপার ইউটিলাইজেশান হত না। এই বিধানসভাতে আলোচনা হয়েছে, এখানে যে ১৬ কোটি টাকার একটা প্রশ্ন এসেছে, এই ১৬ কোটি টাকা দিয়ে গ্রামের কল্যাণের জন্য কাজ করা হবে, রাস্তাঘাট করা হবে কৃষকের জলসেচের ব্যবস্থা করা হবে, পানীয়জলের ব্যবস্থা করা হবে, এডুকেশানের ব্যবস্থা করা হবে, স্কুলঘরগুলির মেরামত করা হবে, অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবে সেগুলি ছিল। আমরা আরও লক্ষ্য করছি কংগ্রেস আমলে যে কারণে এবং গত দুইটি কোয়ালিশন সরকারের সময়েও সেই কাজগুলি হয় নি। বিশেষ করে সি,এফ ডি, এবং জনতায় যারা ছিলেন তারা সেটাকে কাজে ব্যবহৃত করেন নি। এটা আমরা লক্ষ্য করছি যে ১৬ কোটি টাকা যেখানে ছিল, সাড়া বছরে মাত্র ৪ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত, বাকী ১২ কোটি টাকা সেখানে তহবিলে পড়ে আছে, এই টাকাটা খরচ হয় নি। আমরা জানি না কি উদ্দেশ্যে এই টাকটা রেখে দেওয়া হয়েছে। কারণ মার্চের মধ্যে সমস্ত টাকা খরচ করতে

হবে এবং সেটা জনগণের জন্যই খরচ করা হবে বলে বরাদ্দ করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করলাম যে সেই টাকা খরচ হয় নি। এবং বিগত দিনে আমরা দেখেছি কেন্দ্র থেকে যে টাকা আসতো, সেই টাকা খরচ হতো না, সেটা আবার কেন্দ্রকে ফেরত দেওয়া হত, সেই শচীন বাবুর আমল থেকে সুখময় বাবুর আমল পর্যান্ত আমরা এটা লক্ষ্য করে এসেছি বিগত দিনে শচীন বাবু চিন্তা করতেন তার গদী থাকবে কিনা, যদি কেন্দ্রকে খুশী না করা যায়। তাই যত বেশী করে টাকা ফেরত দেওয়া যায়, ততই তার গদী শক্তিশালী হত। আর বিগত ১৯৭২ সাল থেকে শুরু করে ১৯৭৭ সাল পর্যান্ত আমরা লক্ষ্য করেছি যে কোটি কোটি টাকা ফেরত দেওয়া হয়েছে, সাড়া বছর ধরেও টাকা খরচ করা হত না। আর যাও অল্প কিছু খরচ করা হত সেই টাকাও জনগণের কল্যাণে লাগে নি, না সেই টাকা হয় মজুতদারদের পকেটে গিয়েছে না হয় তো কনট্রাকটরদের পকেটে গিয়েছে, অর্থাৎ সেই টাকা গরীব জনসাধারণের কাজে খরচ করা হয় নি। আমরা দেখছি ১৬ কোটি টাকার মধ্যে ৪ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে, বাকী ১২ কোটি টাকা হাতে রয়েছে এবং এই ১২ কোটি টাকা সম্পর্কে নুতন মন্ত্রী সভা এসে দেখল যে এই টাকা এক দেড় মাসের মধ্যে কতটুকু খরচ করা সম্ভব হবে। এটা একটা চিন্তার বিষয়। কারণ আমরা দেখছি পর পর দুইটি কোয়ালিশন সরকারের সময়ে প্রফুল্ল দাসের সরকার এবং রাধিকা রঞ্জন গুপ্তের সরকার একটা অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে, যে টাকা ছিল, যে সুযোগ ছিল, তার মধ্যে সেই টাকা খরচ করা সম্ভব ছিল এবং ঐ টাকা খরচ করে গ্রামের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করা যেত, গ্রামের পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যেত, কিন্তু আমরা দেখলাম যে অন্য দলগুলির সহোযোগীতা থাকা সত্বেও ঐ প্রফুল্ল দাস অথবা রাধিকা রঞ্জন গুপ্তের দল সেটা মেনে নেয় নি এবং কংগ্রেসের যে চরিত্র, তারই প্রতিফলন তারা এখানে ঘটিয়েছে এবং এই টাকা তারাও খরচ করতে পারে নি। সেখানে মন্ত্রী সভাতে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির যারা ছিলেন, তারা দাবী তুলেছিলেন যে যতটা পরিমাণ টাকা খরচ করা সম্ভব হয়, সেটা যেন খরচ করা হয়। কিন্তু খরচ করা হয় নি এবং সেখানে প্রফুল্ল বাবু এবং রাধিকা গুপ্ত, তারা নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য সেই টাকাগুলি রেখে দিয়েছিল। রেখে দিয়েছিল এই কারণে যে কোন রকম ফাঁক ফুঁক করে সেই টাকা কনট্রাকটরদের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে তাদের নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করবে, যা এতকাল কংগ্রেসীরা করত, সুখময় সেনের মন্ত্রী সভা করত যা এত দিন শচীন সিংহ করত। আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রফুল্ল দাস এবং রাধিকা রঞ্জন গুপ্তও সেই চেষ্টাই করেছিল। পরবর্তী সময়ে নুতন সরকার আসার পর তাদের চেষ্টা থাকা সত্বেও যে সময় তাদের হাতে আছে, সেই সময়ের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ১২ কোটি টাকা গ্রামের মানুষগুলির জলের ব্যবস্থা, রাস্তা ঘাটের ব্যবস্থা করেও সম্পূর্ণ টাকা খরচ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তার কারণ হচ্ছে এতটাকা রাতারাতি খরচ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা চাই কংগ্রের আমলে যে পদ্ধতিতে কাজ কর্ম পরিচালিত হত, যে পদ্ধতিতে কনট্রাকটরদের কাজ দেওয়া হত, যে পদ্ধতিতে স্কুলঘরগুলি মেরামত হত সেই পুরানো পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করতে এবং একটা নুতন পদ্ধতিতে কাজ কর্ম চালিয়ে যেত। যেহেতু এই অল্প সময়ের মধ্যে কোটি কাটি টাকা খরচ করা সম্ভব নয়, যদিও

আমরা লক্ষ্য করেছি যে প্রফুল্ল দাস অথবা রাধিকা রঞ্জন গুপ্তের সরকার ঐ কংগ্রেসের আমলের বিশেষ করে সুখময় মন্ত্রী সভা যত টাকা খরচ করতে পারেন নি, আমরা দেখলাম ১২ কোটি টাকার মধ্যে যেটুকু কাজ করা সম্ভব অর্থাৎ রাস্তাঘাট বা পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য, নুতন সরকার এসে সেগুলির কাজ শুরু করে দিয়েছেন এবং পি, ডবলিউ, ডি, সেই কাজগুলি শুরু করে দিয়েছেন বিভিন্ন খাতে যে গ্রেন্ট ছিল, তার যতটুকু খরচ করার দরকার ততটুকু খরচ করার জন্য তারা সচেষ্ট হয়েছে না। তা সত্বেও মার্চের মধ্যে এই পুরো টাকাটা খরচ করা যাচ্ছে না। তার কারণ হচ্ছে সুখময় মন্ত্রী সভা, প্রফুল্ল দাস এবং রাধিকা রঞ্জন গুপ্তের মন্ত্রী সভার অপদার্থতার জন্যই এই টাকা খরচ করা যাচ্ছে ন আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিগত দিনগুলিতে রাস্তার জন্য খুব বেশী টাকা খরচ করা হয় নি আর পানীয় জলের ব্যবস্থা সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা যে কথ বলেছেন যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে টিউব-ওয়েল আছে, রিং-ওয়েল আছে অথচ তা দিয়ে জল বের হয় না, হাওয় বের হয়···

মাননীয় উপাধ্যক্ষ—সদস্যগণ, এই সভা আজকে দুইটো পর্যন্ত মুলতুবী রইল। মাননীয় সদস্য আপনি রীসেসের পর বলবেন।

(মধ্যাহ্ন বিরতির পর)

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, যেটা আমি বলেছিলাম এই যে গ্রান্ট যেটা দেওয়া হয়েছিল, সে টাকাটা মানুষের কল্যাণের জন্য খরচ হত না। গ্রামীণ জল সরবরাহের ব্যাপারে আমরা লক্ষ্য করেছি যে টাকা বরাদ্দ ছিল সে টাকা খরচ হয়নি। কংগ্রেস সরকার গ্রামের পানীয় জলের ব্যবস্থা করে নি। এটা পরিষ্কার বুঝা যায়। উদয়পুরে সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা কংগ্রেস আমলে সেংশন হয়েছিল এবং সেই টাকা দিয়ে পাইপ কেনাও হয়েছিল। কিন্তু সেই পাই যেখানে ৩০ ফুট নীচে ড্রাইভ করা হয়েছিল সেখানে বিল হয়েছিল ১০০ ড্রাইভিং এর জন্য। কংগ্রেস আমলে আমরা এইসব দুর্নীতি দেখেছি, এবং তার জন্য সেই টাকা জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয় নি। গ্রামীন জল সরবরাহের ব্যাপারে দেখা যায় সেখানে কল আছে, রিংওয়েল আছে কিন্তু জল নেই। কংগ্রেস আমলে সুখময় সেনের মন্ত্রীসভার আমলে আমরা দেখেছি সাপ্লাই পাইপের মধ্যে সাপ, ব্যাঙ পোকা ইত্যাদি। এই অবস্থার জন্য টাকা সঠিক ভাবে ইউটিলাইজেশন হয় নি। কাজেই এই যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এখানে বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা কর্তৃক এখানে পেশ করা হয়েছে। তাতে বামফ্রন্ট সরকারের সদ্ ইচ্ছারই প্রকাশ হয়েছে। তাই এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আজ এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে তার উপর আমি আমার বক্তব্য রাখছি। কারণ এখানে আমি দেখলাম এমনভাবে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট করা হয়েছে যে ব্যয় করা হয়েছে আগেকার বৎসরের যা ব্যায় বরাদ্দ ছিল

তার উপর অতিরিক্ত ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু বরাদ্দকৃত টাকার যে অপচয় হয়েছে আমার মনে হয় টাকা সুষ্ঠুভাবে খরচ হয়নি। বিভিন্নভাবে টাকাগুলি সৎপথে খরচ না হয়ে অসৎপথে খরচ হচ্ছে। কারন আমি জানি এবং শুনেছি বৎসর বৎসর ত্রিপুরার নামে এই রাজ্যের নামে যে সমস্ত টাকা সেংশান হয়েছে তার অধিকাংশই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। যদি ফেরৎ গিয়ে থাকে তাহলে কি করে সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্টে সেগুলি দেখানো হয়। এত টাকা কিভাবে খরচ করা হয়েছে। সেইদিক থেকে এই সমস্ত পরিমাণগুলি অত্যন্ত অস্পষ্ট। কাজেই যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আজকে বামফ্রন্ট সরকার এখানে উপস্থাপিত করেছেন এবং যে টাকা ধরা হয়েছে সেগুলি তদন্ত করে দেখা হয়েছে কি না সেইদিক থেকে সরকারের কাছে আমার আবেদন রইল। আরেকটা জিনিষ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের টাকা না কি খরচ হয় নি, বাড়তি টাকা রয়েছে। অথচ সেই ক্ষেত্রে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হয়েছে। কাজেই সেইদিক থেকে এই বাজেট পরিপূর্ণ হয় নি। আরেকটা জিনিষ সেটা হল এন, ই, সি থেকে ১৯৭৭-৭৮ সালে ত্রিপুরার জন্য ১৬,৫৮০০০ টাকা ত্রিপুরার জন্য দিয়েছিল। অথচ সেটা ঘাটতি ব্যয় দেখানো হয়েছে কি না আমি জানি না। আর টাকা যা বরাদ্দ হয়েছিল তার সীমারেখার মধ্যে খরচ হওয়ার কথা ছিল। সেটা ঠিক ঠিকভাবে তদন্ত হয়েছে কি না আমি জানি না। আমি জানি ২৫ লাখ টাকা ব্যয় দেখানো হয়েছে। আমার মনে হয় অপচয় ঘটেছে। এখানে সোসিয়েল সিকুরিটি এবং ট্রাইবেল রিসাস ইনষ্টিটিউট সম্বন্ধে এখানে এক হাজার টাকা অতিরিক্ত দেখানো হয়েছে। অথচ এই টাকা কিভাবে খরচ হয় এবং তার একটিভিটিস কি আমরা জানি না। শুধু কাগজে কলমে একটা ট্রাইবেল রিসাস কেন্দ্র আছে। সেইদিক থেকে আমার মনে হয় বিভিন্নভাবে টাকার অপচয় ঘটছে। কাজেই আজকে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে এবং আইটেমওয়াইজ যেভাবে খরচ দেখানো হয়েছে সেটা সুষ্ঠুভাবে খরচ হয় নি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

মি: ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমতি গৌরী ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট যেটা এখানে পেশ করা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করছি এই কারণে যে ৩০ বৎসর কংগ্রেস শাসন করেছে এবং তারপর দুই দুইটা কোয়ালিশন সরকারের শাসন চলছিল সেইদিক দিয়ে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখি রাস্তাঘাট, পুল কিছুই হয় নি। কিন্তু কোটি কোটি টাকা সেখানে কংগ্রেস সরকার বাজেট করেছে এবং আমলা এবং কনট্রাক্টারের মারফতে টাকা খরচ হয়েছে অথচ সেই টাকায় আদৌ কাজ হয় নি। কাজেই আজকে বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণের সরকার এই সরকার কাজ করবে এবং এই জন্যই যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করছি। পাশাপাশি দেখা যায় যে গ্রামের চিকিৎসা ব্যবস্থা। গ্রাম এবং শহরের চিকিৎসা খাতে যে টাকা খরচা হয়েছে তাতে দেখা গেছে গরীব রোগীরা যখন হসপিটালে কিম্বা আউটডোরে ঔষধ আনতে গেছে, তখন সেখানে ঔষধ থাকে না। সেইসব গরীব রোগীদের বাজার থেকে ঔষধ কিনতে হয়। কিন্তু গত ৩০ বছরে দেখা গেছে যারা খদ্দের টাকা

ঠিকমতই খরচ হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এছাড়াও অন্যদিকে দেখা গেছে যে পানীয় জলের যে সমস্যা সেই সমস্যা আজও সর্বত্র দেখা যায়। এও দেখা যায় সেখানে নলকূপ ও রিংওয়েল প্রচুর আছে। কিন্তু আদৌ সেগুলি দিয়ে জল আসছে না। গ্রামে এ ধরণের প্রচুর নলকূপ আছে। কিন্তু গ্রামের মানুষ আদৌ জল পায় নি। এরজন্য যে টাকা ধরা হয়েছিল তাতে কনট্রাক্টর এবং অন্যান্য যারা ছিলেন, তারা কাটছাঁট করে গরীব জনসাধারণের স্বার্থের কিংবা উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য না করে নিজেরা নিয়ে গেছেন। সেই দিক থেকে আজকে বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে আসছেন গরীব জনসাধারণের সমর্থনে এবং তাদের সাহায্যে। আমরা আজকে সেইগুলি করবো এবং করতে পারবো এই আশা রাখি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আরো একটা দিকে দেখা যায় যে সর্বত্র পুলিশ দিয়ে রাখা হয়েছে সেই কংগ্রেস সরকারের আমলে। তাদের কাজ ছিল যাতে জনসাধারণ তাদের কোন দাবী দাওয়া নিয়ে এগিয়ে আসতে না পারে, আর যদি এগিয়ে আসতো সরকারের কাছে তাহলে তাদের উপর প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করতো। কিন্তু গ্রামে গ্রামে যে গরু চুরি, বাড়ীতে চুরি ডাকাতি হয় তারজন্য সেদিকে কোন লক্ষ্যই ছিল না। সেই দিক থেকে আজকে যে বাজেট এসেছে, সেই বাজেটকে বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণের স্বার্থে পেশ করেছেন। সেইদিক থেকে আমি সর্বান্তঃকরণে এই বাজেটকে সমর্থন করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় কামিনী দেববর্মা।

শ্রীকামিনী দেববর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যে বাজেট বামফ্রন্ট সরকার এখানে পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি। আমাদের বাংলা ভাষা বুঝতে খুবই কষ্ট হয়। তবে বোঝার জন্য আমি বাংলায়ই বলছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি দু'একটি কথা বলতে চাই। গত কংগ্রেস সরকারের আমলে যে সব উপজাতিদের এলাকায় জুমিয়াদের বীজ ধান দেওয়া হতো, সেটা আশ্বিন মাসে দিত। এখানে আমি বামফ্রন্ট সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি তা যেন বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়। তাহলে উপজাতিদের একটা বিরাট সুবিধা হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে রাস্তাঘাট সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই। পিত্রা অঞ্চলে একটি রাস্তা আছে। সেখানে ১৯৭৭ সনে এই রাস্তাটি মেরামতির জন্য ১ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা নেওয়া হয়েছিল। আবার তার পরবর্তী সময়ে এইটার জন্য ১ হাজার ৫ শত টাকা ধরা হয়েছিল। আমি বুঝতে পারছি না, কেন একই রাস্তার জন্য দুইবারে এই ৪১,৪৬৪ টাকা খরচা করা হয়েছে। কাজেই সরকার যদি এটা তদন্ত করেন তাহলে ভাল হয়। এবং আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে সেই টাকাটা কিসের জন্য খরচা করা হয়েছে। এই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল দাস :—অনারেবল ডেপুটি স্পীকার, স্যার, বামফ্রন্ট সরকার আজকে আমাদের সামনে যে বাজেট পেশ করেছেন আমি আর,এস, পি, দলের পক্ষ থেকে তা সমর্থন করছি। তবু একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে ত্রিপুরার ৯৭ লক্ষ মানুষের ভোটে বামফ্রন্ট সরকার

ক্ষমতায় এসেছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এলেও আজকে ত্রিপুরায় যে সমাজ ব্যবস্থা, সেই সমাজ ব্যবস্থার কোন আমূল পরিবর্তন ঘটেনি। কেন এই পরিবর্তন এখনও ঘটে নি। তার কারণ হচ্ছে আজকে ত্রিপুরার সমাজ ব্যবস্থার যে উৎপাদনের হাতিয়ার তা এখনও ধনিক শ্রেণীর হাতে রয়েছে বলেই। আর এই ধনিক শ্রেণীর হাতে আমাদের শোষণের যন্ত্র যতদিন থাকবে, ততদিন যতই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসুক না কেন তাতে ত্রিপুরার সমাজ ব্যবস্থার কোন পরিবর্তনই হবে না। তথাপি আজকে আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার এই গরীব শ্রেণীর জন্য যে বাজেট পেশ করেছেন তাতে সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খাকে বাস্তবের সহিত প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমরা এও দেখছিলাম যে, গত ৩০ বছর ধরে পুঁজিবাদী কংগ্রেস সরকারের শাসনকালে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। জনসাধারণ তাদের সুযোগ সুবিধা আদায়ের পথ রুদ্ধ দেখেছিল। এখন আমরা দেখছি গ্রামে গ্রামে সর্বত্র নিত্য প্রয়োজনীয় যে কাজগুলি যেমন—জলসেচ ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সচেষ্ট হয়েছেন। আমরা আরো দেখেছি এই কাজগুলি করার জন্য হাজার হাজার, কোটি কোটি টাকা এসেছে গ্রাম উন্নয়নের জন্য। কিন্তু ঐ অত্যাচারী, স্বৈরাচারী সরকার—কংগ্রেস সরকার নিজেরা তা আত্মসাৎ করেছেন এবং দালাল শ্রেণী, ধনিক শ্রেণী সেই টাকা আত্মসাৎ করেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু তাই নয়, যাতে উন্নতি না হতে পারে সেজন্য অসৎ উপায়ে তা নষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু আজকে ত্রিপুরায় এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার চলে এসেছে। সেখানকার জনসাধারণ তাদের মনোমত সরকার সৃষ্টি করেছেন। এই বামফ্রন্ট সরকার গরীব জনসাধারণের সরকার। গরীব মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখে, তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বামফ্রন্ট সরকার কার্যসূচী হাতে নিয়েছেন। তারা যাতে সাধারণ মানুষের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন তার জন্য নীতি প্রনয়ন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গে আজকে কর্মের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প হাতে নিয়েছেন এবং তারজন্য নীতিও প্রণয়ন করেছেন। আজকে আমাদের ত্রিপুরায়ও সেই কর্মের বিনিময়ে খাদ্যের প্রকল্প কার্যকরী করার জন্য কার্যসূচী নিয়েছেন। আজকে আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা এক বিরাট ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে চলছি। তারা চেষ্টা করছেন যাতে বামফ্রন্ট কোন রকমে ক্ষমতায় আসতে না পারে। কোন মতেই বামফ্রন্ট যাতে শাসন ক্ষমতায় আসতে না পারে। সেইজন্য আজকে ধনিক শ্রেণী, জাগ্রত। এবং সেই হিসাবে ওরা কাজ করছে। আজকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে বামফ্রন্ট সরকারকে মজবুত হতে হবে, শক্তিশালী হতে সেজন্যই আমরা আওয়াজ তুলেছি যে বামফ্রন্ট সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, কেননা আমাদের বাইরে-ভেতরে চতুর্দিকে শত্রু সেই শত্রুর মোকাবিলা আমাদের করতে হবে। মনে রাখতে হবে ত্রিপুরাতে কংগ্রেস কোন আসন পায়নি তথাপি মনে রাখতে হবে কংগ্রেস এখনও মূল শত্রু, গ্রামে গঞ্জে এখনও তাদের উৎপাত রয়ে গেছে। সেই কংগ্রেসকে যদি উৎখাত করতে হয় শুধু আজকে নয় দীর্ঘদিন ধরে আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে চলতে হবে যাতে করে এই মূল শত্রুকে আমরা পরাস্ত করতে পারি, অত্যাচারী, স্বৈরাচারী সেই কংগ্রেসকে যাতে প্রথমে আমরা চিরতরে উচ্ছেদ করতে পারি সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের চলতে হবে, সেই

জন্যই আজকে আমরা গভীরভাবে উপলব্ধি করছি বামফ্রন্টকে আরো শক্তিশালী করা উচিত। আজকে ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার কায়েম হয়েছে এটা সত্য কিন্তু এই বামফ্রন্ট কি করে আরো শক্তিশালী করা যায়, এই সরকারের উপর যাতে কোন রকম আঘাত না আসে, এই বামফ্রন্টকে যাতে কোন রকমে বিচলিত না করতে পারে সেদিকে আমাদের সকলের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। আজকে যে বাজেট উপস্থিত হয়েছে সেখানে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের বাস্তব নীতি আছে, আমাদের যে ইস্তাহার ছিল সে ইস্তাহারকে বাস্তবে রূপ দেওয়া হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের প্রথমে মনে রাখতে হবে কি করে সমস্ত কার্যসূচী কার্যকরী করা যায়। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে অনেকগুলি সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিন্তু যখনই সে কাজগুলি করতে যায় তখনই সেখানে অযথা বিলম্ব ঘটে। বিলম্ব ঘটছে কে? পুরাতন শাসকগোষ্ঠীর কিছু কিছু আমলা রয়ে গেছে তারা চাচ্ছে কি করে আজকে বামফ্রন্ট সরকারের নামে বদনাম করা যায়, কি করে তাদের বেকায়দায় ফেলা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তারা ঐ সমস্ত কাজে বিলম্ব ঘটাচ্ছে অত্যন্ত সুচতুরভাবে। আজকে তারা বিভিন্নভাবে বামফ্রন্টকে হেনস্তা করার চেষ্টা করছে, তারা বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করছে কাজেই আমরা আজকে যে নীতিই নিই না কেন কি করে সেটা বাস্তবায়িত করা যায়, কি করে সমাধান করা যায় সেদিকে নজর রাখতে হবে যাতে প্রশাসনে কোন রকম গাফিলতি না ঘটে, কোন রকম বিলম্ব না ঘটে। যদি আমরা এই কাজগুলি করতে পারি তাহলে গ্রামের মানুষের কাছে আমরা আরো তাড়াতাড়ি যেতে পারবো, গ্রামের দরিদ্র মানুষের উন্নতি করতে পারবো, মঙ্গল করতে পারবো। আজকে যে কোন সমস্যাই বলুন না কেন, জলসেচের সমস্যাই বলুন আমরা দেখছি বিগত কংগ্রেস আমলে জলসেচের নামে হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গরীব কৃষকদের জন্য তাঁরা কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নি। এবং কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে পারে নি একমাত্র তাদের সেই গাফিলতির জন্য কারণ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ধনীক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা, গ্রামের জোতদার, মজুতদার তাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাঁরা কার্যসূচী পালন করছেন। আর একদিকে বামফ্রন্ট সরকার চাইছে গরীব কৃষক, মেহনতী মানুষ, দরিদ্র দিন মজুর তাদের স্বার্থ কিভাবে রক্ষা করা যায় সেটাই তারা চিন্তা করছেন। বিগত কংগ্রেস সরকারের চেয়ে এই সরকার দৃষ্টিভঙ্গি অনেক উজ্জ্বল। আজকে আমরা দেখছি গ্রামে গঞ্জে অনেক রি-ওয়েল, অনেক টিউব-ওয়েল হয়েছে কিন্তু বাস্তবে দেখা যাবে কিছুই হয়নি হয়তো এগুলি দিয়ে কোন দিনই জল আসবে না বা আসছে না ফলে সরকারের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। আজকে যদি আমরা সেদিকে নজর দিই তাহলে বামফ্রন্ট সরকারের সামনে একটা বিপদ এসে উপস্থিত হবে কেননা এই জঞ্জাল এখনও রয়ে গেছে এখনও তারা চাচ্ছে বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষতিগ্রস্থ করার জন্য সেদিকে আমাদের অবশ্যই নজর রাখতে হবে। গোমতী ভেলিতে বন্যার জলে প্রচুর ফসলের ক্ষয়-ক্ষতি করে কিন্তু তার তদারকির জন্য, তার রক্ষার জন্য বিগত কংগ্রেস সরকার কোন ব্যবস্থাই করেন নি। উদয়পুরে হরিজলা আছে সেখানে বিগত সরকার স্লুইট গেইট করার জন্য কোন চেষ্টাই করেন নি। বিভিন্ন পরিকল্পনা করা হয়েছিল, কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছিল কিন্তু বাস্তবে তা রূপায়িত হয়নি যদি বাস্তবে রূপ নিত তাহলে হাজার হাজার জমির ফসল সেখানে রক্ষা হতে পারতো

তাছাড়া বিভিন্ন বাধ এবং যে ব্যবস্থাগুলি হয়েছে সেগুলি ভালভাবে সুরক্ষা করার কোন ব্যবস্থা তারা করেন নি। কাজেই আজকে যে কর্তব্য সে কর্তব্য হলে কি করে সে কাজগুলিকে সুষ্ঠুভাবে করা যায়. আমাদের যে কাজ আছে সেগুলি কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় সেটাও আমাদের দেখা উচিত। আমি পূর্বেই বলেছি যে ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার কায়েম হয়েছে কিন্তু গরীব মানুষের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি কারণ অন্য দিকে কেন্দ্রে জনতা সরকার রয়েছে। এই জনতা সরকার কংগ্রেসের মতই তারা ধনীক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করছে। আমরা দেখলাম কেন্দ্রে এবার যে বাজেট হয়েছে সেটা ধনিক শ্রেণীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই নীতিরূপায়ণ করা হয়েছে কাজেই আজকে জনতা সরকারের উপর আমাদের কোন আস্থা নেই। ত্রিপুরাতে বামফ্রন্ট সরকার কায়েম হলেও তার হাতে ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত এই সীমিত ক্ষমতার ভিতরে দিয়েই আমরা চেষ্টা করছি যে এই গরীব মানুষের জন্য, এই মেহনতি মানুষের জন্য, এবং কৃষকদের জন্য যাতে নিরপেক্ষভাবে কিছু কিছু কাজ করা যায় সেই চেষ্টা আমরা করছি সেই কথাও এই বাজেটে রয়েছে কাজেই আমি হুসিয়ারীতে বাচ্ছি যে যত রকম অপচেষ্টা, যত রকম ষড়যন্ত্র আসুক না কেন এই বামফ্রন্ট সরকারকে যাতে কোন রকমে দুর্বল করতে না পারে তার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে। তার জন্য সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হচ্ছে ইউনিট বা ঐক্য। অতীত দিনে যখন আমরা জনসাধারনকে নিয়ে কোন আন্দোলন করেছি বা কৃষকদের নিয়ে কোন আন্দোলন করেছি তখন কংগ্রেস সরকার ভয় পেয়েছে কারন তাঁরা ভেবেছেন এই বুঝি তাদের গতি ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা বামফ্রন্ট সরকার বলছি আজকে যদি কোন গণ-আন্দোলন হয় তাহলে এই আন্দোলনে বামফ্রন্ট সরকারকে দুর্বল করবে না বরং এই বামফ্রন্ট সরকার শক্ত হবে, মজবুত হবে। আমরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি আজকে যদি কোন ন্যায় সঙ্গত গণ-আন্দোলন হয় তাহলে সে আন্দোলনকে বামফ্রন্ট সরকার সমর্থন করবে। আমাদের আন্দোলন হবে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ভিত্তিতে, দৈনন্দিন নানা দাবীর ভিত্তিতে, আমাদের প্রত্যেকদিনের বে প্রয়োজন আমাদের যে দারিদ্র আছে সে দারিদ্রকে মোচনের জন্য আমরা আন্দোলন গড়ে তুলবো। আমাদের লক্ষ্য হবে এই যে ধনীক শ্রেণীর ব্যবস্থা রয়েছে, পুঁজিপতির ব্যবস্থা রয়েছে সেই শোষক শ্রেণীর হাত থেকে শোষন ব্যবস্থাকে মুক্ত করা, ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে একটি নূতন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, একটা নূতন সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করা যায় তার চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাব যতদিন না এই ধনীক গোষ্ঠীকে আমরা পরাস্ত না করতে পারছি ততদিন আমাদের এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে যাবে নূতন নীতি নিয়ে এবং নূতন পদক্ষেপ নিয়ে। আমাদের যে বাজেট সে বাজেটে পানীয় জলের ব্যবস্থাই বলুন, জলসেচের ব্যবস্থাই বলুন, রাস্তাঘাটের কথাই বলুন আমাদের নির্বাচনী ইস্তাহারের সঙ্গে মিলিয়ে তা রূপায়নের চেষ্টা করবো। আজকে এই যে বাজেট উত্থাপিত হয়েছে সেটা আমরা কার্যকরী করবো এই আশা আমরা পোষন করি। কাজেই আজকে আমার এই শেষ বক্তব্য আমাদের এই যে বাজেট এই বাজেট যাতে সত্যিকারে রূপায়ণ করা যায় সেই দিকে দৃষ্টি রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা সরকার ১৯৭৭-৭৮ সালের যে স্যাপলিমেন্টারী ডিমাণ্ড এই বিধান সভায় পেশ করেছেন সেটা আমি সমর্থন করতে পারি না। কারন আমরা দেখছি ত্রিপুরার শতকরা ৯০ জন মানুষ অশিক্ষিত এবং তারা দারিদ্র সীমা রেখার নীচে রয়েছে। আমরা দেখছি গ্রাম অঞ্চলে রাস্তা ঘাট হয় নি চিকিৎসার ব্যবস্থা হয় নি। ত্রিপুরার উপজাতি সমাজের কোন রকম উন্নতি আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রিপুরার রাস্তার টাকা রাজ্য থেকে কেন্দ্রের কাছে ফেরত যাচ্ছে এই সময় এই স্যাপলিমেন্টারী ডিমাণ্ড এটা অর্থহীন এবং সমর্থনের যোগ্য নয়। আমরা আশা করবো যে সদস্যরা যারা রয়েছেন তারা এই বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করবেন। আমাদের দারিদ্র্য ত্রিপুরাবাসী, এবং ত্রিপুরার অর্থনৈতিক সংস্কার এবং সামাজিক জীবন এগুলির উন্নতি যাতে সুষ্ঠুভাবে হয় সেই দিকে দৃষ্টি রেখে এই ডিমাণ্ড আমরা বরখাস্ত করে দিতে চাই এবং যাতে এটা বাতিল করে দেওয়া যায়। (ভয়েস কি কারনে উনি ডিমাণ্ডটা ভালভাবে চিন্তা করবার জন্য আমাদের বলছেন)

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার উনি বলছেন শতকরা ৯০ জন মানুষ অশিক্ষিত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— স্যার এই ভাবে যদি আমাকে ডিষ্টার্ভ করে তবে আমি বক্তৃতা রাখবো কি করে।

মিঃ স্পীকার :— আপনি বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমরা দেখছি পুলিশ খাতে সাপলিমেন্টারী ডিমাণ্ডে টাকা চাওয়া হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে পুলিশ নিষ্ক্রীয় ভূমিকা। আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখতে পাচ্ছি বহু ডাকাতি হচ্ছে বহু রাহাজানি হচ্ছে কিন্তু পুলিশ নিষ্ক্রীয়. এই সমস্ত অপদার্থ পুলিশের জন্য আজকে টাকা খরচ করা হবে তার কোন মানে হয় না আমরা এটা সমর্থন করতে পারি না। ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের রাস্তার টাকা দিল্লীতে ফেরত যায় সেখানে এই সাপলিমেন্টারী ডিমাণ্ড এটা অর্থহীন। এটা ত্রিপুরার মানুষকে ঠকানো হচ্ছে, ত্রিপুরার মানুষকে বিভ্রান্ত করা অপচেষ্টা আমরা বলতে পারি। নির্বাচনের সময় আমরা দেখছি প্রচুর অর্থ খরচ হচ্ছে। কিন্তু যারা উপজাতি রয়েছে, ইলেকশানের সময় তারা বুঝতে পারে না কিভাবে ভোট দিতে হবে। যে সব কর্মচারী নিয়োগ করা হয় তারা ত্রিপুরী ভাষা জানে না এবং এই সব ব্যবস্থা উদ্দেশ্যমুলক ভাবেই করা হয়। আমরা দেখছি এইভাবে বহু টাকা নষ্ট হচ্ছে মিস ইউস হচ্ছে। আমরা দেখছি অমরপুর জেলে সেখানে কয়েদী যারা আছে তারা খেতে পারছে না তাদের জন্য আবার সাপলিমেন্টারী ডিমাণ্ড। আরো দুঃখের বিষয় যেখানে শতকরা ৯০ জন অশিক্ষিত যার জন্য টাকা চাওয়া হচ্ছে সেই টাকা ঠিক মত খরচ করা হচ্ছে না। উদয়পুরে অনেক টাকা খরচ করে একটা গার্লস বডিং করা হয়েছে। ২৫ জন ট্রাইবেল মেয়ের জন্য দালান করে হাজার হাজার টাকা খরচ করা হয় সেখানে ৫ শত টাকা খরচ করে বেড়া দেওয়া হয় না। যার ফলে

এই বর্ডি হাউস নষ্ট হয়ে গেল। আমি ব্যক্তিগত ভাবে এডুকেশান মিনিষ্টারের কাছে পত্র লিখে ছিলাম কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন সুফল পাওয়া যায় নি এই টাকা জলের স্রোতে ভেসে গেল। তার জন্য আবার সাপলিমেন্টারী ডিমাণ্ড লজ্জা করে না। আর মেডিকেলের জন্য অনেক টাকা সাপলিমেন্টারী ডিমাণ্ডে চাওয়া হয়েছে অথচ আমরা জানি কাঞ্চনপুর এবং অম্পিতে ঔষধ চাওয়া হয়েছে। সেখানে কোন ঔষধ দেওয়া হয় না। আর এজন্য সাপলিমেন্টারী ডিমাণ্ড এখানে পেশ করা হচ্ছে। সাধারণভাবে যেটা লক্ষ্যনীয় যে টাকা মানুষের কাজে লাগবে না সেই টাকা বরাদ্দ করে কি হবে। কাজেই সাপলিমেন্টারীর যে ডিমাণ্ড এটা আমরা সমর্থন— করতে পারি না এবং আমরা শাসক দলকে অনুরোধ করব এই ব্যাপরে তারা যেন গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন। আমাদের মা ভাই বোন তারা ঔষধ পাচ্ছে না চিকিৎসা পাচ্ছে না কিন্তু আমরা এই টাকা বরাদ্দ করে জলের স্রোতে ভাসিয়ে দেব এটা কোন মতেই হতে পারে না। এটা আশা করা যায় না এবং আমরা এটা সমর্থন করতে পারি না। উপজাতিদের স্পে প্ল্যানে যে টাকা ধরেছে তা আমরা দেখছি ছামুনতে ইণ্টিগ্রেটেড চিলড্রেন ডেভেলাপমেন্ট সার্ভে এখানে ১ শত জন কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছে কিন্তু কাজ কিছুই হচ্ছে না। শুধু বিরাট একটা খরচের বোঝা এখানে উপস্থাপন করেছেন। গ্রামাঞ্চলে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। মানুষ তৃষ্ণায় মরে যাচ্ছে। অথচ তারা জল খেতে পাচ্ছে না। সেখানে ওয়াটার সাপ্লাই দূরে থাকুক একটা কুয়া পর্য্যন্ত উনারা দেন নি। আপনারা বোধ হয় অবগত আছেন যে গ্রামে গ্রামে এখন কলেরা হচ্ছে, তারা ঔষধ খেতে পারছে না। অথচ এখানে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ইরিগেশানের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব আগরতলা থেকে আরম্ভ করে চম্পকনগর পর্য্যন্ত দক্ষিণ এবং উত্তরাঞ্চলে যে সমস্ত চাষ যোগ্য ভূমি রয়েছে সেখানে এক কানি জমিতেও এবার ফসল ফলে নি। কেন ফলেনি? তার একমাত্র কারণ হলো দেয়ার ইজ নো ফেসিলিটি ফর ইরিগেশান। সেখানকার হাজার হাজার কৃষক এখন বেকার হয়ে পড়েছে, তারা কোন কাজ পাচ্ছে না, দরিদ্রের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। আপনারা নিজেদের পকেটকে ভারী করার জন্য টাকা বরাদ্দ করেছেন। সেই টাকা যাতে সুষ্ঠভাবে ব্যয় হয় সেই দিকে আমাদের সকলকে নজর দিতে হবে। শুধু মাত্র টাকা বরাদ্দ করলেই সমস্যার সমাধান হবে না, বাস্তবে রূপদান করতে হবে। আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে ২৪ কিলোমিটার উত্তর এবং দক্ষিণে কোন খানেই আজ পর্য্যন্ত ইরিগেশানের কোন ব্যবস্থা হয় নি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি যে সমস্ত গ্রামাঞ্চলে রাস্তা করা হয়েছে সেই রাস্তা গুলি গাড়ী চলার উপযোগী রাস্তা হয়নি। সেই রাস্তাগুলিতে গাড়ী চলছে না। সেই রাস্তাগুলি বন জংগলে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। মানুষ জন চলাচল করতে পারছে না। পুলটা কখন ভাংগল, রাস্তাটা কি অবস্থায় আছে সেইদিকে কোন রকম নজর উনাদের নাই। আবার উনারা টাকা বরাদ্দ করছেন উন্নয়নের জন্য। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা অত্যন্ত দুঃখের সংগে লক্ষ্য করেছি যে ত্রিপুরা সরকার মানুষের শিক্ষার উন্নতির জন্য, চিকিৎসার সুব্যবস্থার জন্য,

রাস্তার উন্নয়নের জন্য এবং অন্যান্য উন্নয়নে ব্যর্থ হয়েছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি লক্ষ লক্ষ টাকা আবার কেন্দ্রে ফিরে যাচ্ছে। আমরা ত্রিপুরা বাসী তা চাইনা। আমরা ত্রিপুরা বাসীর সুষ্ঠু শিক্ষা, সুচিকিৎসা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন চাই। এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও আমরা দেখছি যে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। হামেশাই চুরি ডাকাতি, রাহাজানি সংঘটিত হচ্ছে। আমরা দেখেছি মাঠাম গ্রামে মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মার পাশের গ্রাম, সেখানে একটি স্কুলের ছাদ নেই-আকাশ দেখা যায়। সেখানে পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, ছাত্র নেই, চেয়ার নেই, টেবিল নেই। সেখানে কি করে ক্লাস করা সম্ভব আমি বুঝতে পারছি না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট যেহেতু ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের স্বার্থে এপ্লিকেবল নয়, সেইহেতু আমি এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডকে সমর্থন করতে পারি না। আমি মাননীয় সরকার পক্ষের সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি যেন এই ব্যাপারে উনারা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ :— শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী। (উনি অনুপস্থিত)

শ্রীস্বরাইরম কামিনী ঠাকুর সিং :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে পাগলের প্রলাপ বকে গেলেন যে গ্রামাঞ্চলে রাস্তা নেই, আমি এই কথা দিয়েই আমার বক্তব্য উপস্থাপন করছি। আজকে এই বিধানসভায় যে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টস ফর দি ইয়ার ১৯৭৭-৭৮ যে উপস্থাপিত হয়েছে, তাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য যে— মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন রাস্তা নেই, এই নেই সেই নেই—যা নেই তা করা জন্যই তো এই গ্র্যান্ট চাওয়া হয়েছে। বিগত সরকার যে জিনিষগুলি করে যান নাই, আপনারা সেই স্কুলের কথাই বলুন, রাস্তার কথাই বলুন, ইরিগেশানের কথাই বলুন, দেখবেন কোন কিছুই নাই, শুধু খাঁ খাঁ করছে চারিদিক সেই জিনিসগুলি করার জন্যই তো এই গ্র্যান্ট। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা কি দেখি—সেখানে একটা নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে। ১০৪টা সিনিয়ার বেসিক স্কুল আছে। সেখানে উপযুক্ত পরিমাণ কোন শিক্ষক নেই। ১৯৭৫ইং সনে ঝরে একটা স্কুল পড়ে যায়। সেই স্কুলটা এখনও মাটিতে পড়ে আছে। সেই স্কুলটা তৈরী করতে গেলে টাকা লাগবে। সেই টাকা বরাদ্দ না করলে টাকা আসবে কোথা থেকে। আপনারা বলেছেন গ্রামাঞ্চলে রাস্তা নাই। আমি স্বীকার করে নিলাম রাস্তা নাই। কিন্তু নেই রাস্তা তৈরী করতে গেলে তো টাকা লাগবে? সে টাকা যদি বরাদ্দ না করা হয় তাহলে রাস্তা হবে কি দিয়ে। আপনারা টাকা বরাদ্দের ব্যাপার নিয়ে সমালোচনা করেছেন এবং সন্দেহ পোষন করেছেন। নিন্দুকের মনে অনেক কথাই জাগবে। আপনারা এই সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের প্রতিটি পাতা দেখুন না—৬৬ পাতায় দেখুন, সেখানে আছে ক) পেমেন্ট ফর এডিশাস্থাল ডীয়ার নেশ এলাউন্স খ) একটেনসিভ টোর অব দি ষ্টাফস গ) ফর কনডাকটিং পঞ্চায়েত ইলেকশান। ৬৪ পাতায় দেখুন এডিশ্যানাল এমাউন্ট ইজ রিকোয়ারড ফর একসটেনসিভ রিলিফ ওয়ার্কস ডিউ টু নেচারাল কেলামিটিস ইন থি ডিষ্ট্রীকটস এজ পার ডিসিশান অব দি গভার্ণমেন্ট অব ত্রিপুরা। ৫৬ পাতায় দেখুন—ডিউ টু মিট দি এক্সপেণ্ডিচার ফর রি-কনষ্ট্রাকশান এণ্ড

রিহেবিলিটেশান অব একস সার্ভিস ম্যান ইন ত্রিপুরা। প্রত্যেকটি জিনিষয় সুন্দর করে এবং স্পষ্ট করে সেখানে বলা আছে। আপনারা লাইনগুলি ভাল করে পড়বেন না আকাশের দিকে চেয়ে কথা বলবেন। এই বিধান সভায় এসে কনট্রাডিকটরি স্টেটমেন্ট দেবেন, তাহলে কি করে হবে। আমি অনুরোধ করব বাজেট বইটা যেন একটু ভাল করে পড়েন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত সরকার স্কুল, রাস্তা, জল, যোগাযোগ প্রভৃতি কাজ যেগুলি করে যান নি, টাকা বরাদ্দ করেও টাকা পুরাপুরি খরচ করতে পারেন নি, ফেরত পাঠিয়েছিলেন, আজকে বামফ্রন্ট সরকার এসে কাজগুলি করার জন্য এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টে ধরেছেন। আমি এই গ্র্যান্টকে সমর্থন করি এই সমস্ত কাজগুলি করার জন্য। আমি বিশ্বাস করি বামফ্রন্ট সরকার সে প্রতিশ্রুতি রেখেছেন জনসাধারণ এর সামনে, সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষাকল্পে, এই সরকার সম্পূর্ণ টাকা খরচ করতে পারবে। এখানে অনেক মাননীয় সদস্য সন্দেহ প্রকাশ করেছেন এত বিরাট বাজেট ধরা হয়েছে, অনেক নুতন নুতন স্কীম করা হয়েছে সেগুলি আদৌ রূপায়িত হবে কি না। আমি মনে করি যে টাকা এখানে বরাদ্দ করা হয়েছে সেই টাকা যথেষ্ট নয়, ত্রিপুরাকে নুতন ভাবে গড়তে হলে আরও অনেক টাকার প্রয়োজন। সামান্যতম টাকায় সব কাজ করা যাবে না। কাজেই প্রত্যেক মাননীয় সদস্যই এই বিষয়গুলি দেখবেন এবং অনুধাবণ করবেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১০/৩/৭৮ ইং তারিখে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় ১৯৭৭-৭৮ সালের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের যে দাবী উপস্থিত করেছেন এবং অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ যে চেয়েছেন, অতিরিক্ত বাজেট চাওয়া এটা প্রত্যেক সরকারেরই নিয়ম। কারণ জানুয়ারী থেকে ৩১শে ডিসেম্বর 'এর এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ বিধানসভার মঞ্জুরী যদি না পায়, যা অতিরিক্ত খরচ হয়ে গেছে, তাহলে সরকার কাজ কর্ম করবার সুযোগ পায় না, এখন যে আমর আলোচন করছি সেটা করছি হয়তো টাকাটা খরচ হয়ে গেছে নয়তো কিছুটা বাকী আছে কিন্তু ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে খরচ হয়ে যাবে। এদিক থেকে কোন কোন ক্ষেত্রে যেখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সরকার থেকে সভার মঞ্জুরী যদি বিধান সভা না দেয়, সে টাকা সরকার খরচ করতে পারেন না, এই কারণে আমরা সরকারকে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। কাজেই এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়ে মাননীয় মন্ত্রী বাজেট পেশ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। এটাকে বিরোধীতা করতে গিয়ে অপজিশান গ্রুপের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন এটাকে আমরা সমর্থন করতে পারিনা কারণ কংগ্রেস আমলেও আমরা দেখেছি এইভাবে খরচ হয়েছে এবং টাকাগুলির অপব্যবহার হয়েছে জলের উপর ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা জানি ৩০ বছর কংগ্রেস ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরা শাসন করতেন যখন, তখন টাকা পয়সা তাঁরা অপচয় করেছেন, দুর্নীতি করেছেন, যাদের টাকা তাদের কাছে টাকা পৌঁছাতে পারেনি, মাঝখানে হয় নিজেরা ভাগ বাটোয়ারা করে নিতেন, নতুবা টাকাগুলির অপচয় করতেন। কিন্তু মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে যদি এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের আলোচনা করতে গিয়ে এই কথাটুকু শুনতাম, তাহলে সুখী হতাম যে কংগ্রেস

সরকার কোটি কোটি টাকা লুটপাট করেছেন, এটা যদি বলতেন তাহলে আমরা বুঝতাম ত্রিপুরার বর্তমান বাস্তব অবস্থাটা তাঁরা অনুভব করতে চেষ্টা করছেন। মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে বলেছেন যে আমার বাড়ীর কাছে মাতামবাড়ী স্কুলে বসে নক্ষত্র গুণা যায়, এটা সত্যি কথা, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। মাতামবাড়ী স্কুল কেন, ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯৯টি স্কুলের দশাই এই করে গেছেন কংগ্রেস সরকার। বামফ্রন্ট সরকার মাত্র দুই মাস হল গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে আকাশের তারা গুণা, সত্যিই সেটা ভাগ্যবানের কথা স্কুলে বসে তারা গুণতে পারে, রাস্তায় বসে তারা গুণতে পারে, বাড়ীতে বসে তারা গুণতে পারে, এবং সে তারা গুণার সুযোগ সৃষ্টি করে গেছেন যারা, তাদের নাম উল্লেখ করেন নাই। গ্রামাঞ্চলের রাস্তাগুলি করা হয় নাই। আমরা এই বিধানসভার ভিতরে এবং বাইরে বলেছি রাস্তার জন্য, এবং বিভিন্ন রকমের উন্নয়নের জন্য, কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, জনসংগঠন করে আমরা বারবার বলেছি। আমরা আন্দোলন করতে গিয়ে অনেকবার জেলের দরজা মারিয়ে এসেছি. একথা যদি তারা বলতেন, তাহলেও বুঝতাম গ্রামাঞ্চলের জন্য তাঁদের সামান্যতম দরদ আছে। তাত আমরা শুনতে পাই নাই। জরুরী অবস্থার সময় যখন তাঁরা যাচ্ছেতাই অবস্থার সৃষ্টি করা হল, মানুষের উপর জোর জুলুম চালানো হল, মানুষের অধিকার ছিলনা কথা বলার, তখনও ঐ বিরোধী সদস্যরা তাঁদের ২০ দফা দাবী সমর্থন করেছিলেন, অথচ আজকে তারা মাতামবাড়ীর স্কুলে বসে তারা গুণা যায় সেকথা বলছেন, এই লজ্জার কথা।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তার মধ্যে একটা ডিমাণ্ডের কথা এখানে আমি উল্লেখ করছি সেটি হল—ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৩৬। এখানে ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা সরকার অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন। কেন চেয়েছেন? চেয়েছেন এই কারণে—Completion of more schemes than anticipated resulting an increase in number of maintenance works.'

(ভয়েস—তদন্ত করুন)

তদন্ত যদি করতে হয় তাহলে ৩০ বছর কংগ্রেস শাসনের অপকীর্তির কথা তদন্ত করতে হবে। তদন্ত কমিশন হচ্ছে, চিন্তার কোন কারণ নেই। তদন্ত কমিশন'এর কাছে এই ঘটনাগুলি যাবেনা তা নয়, আপনারা অনুগ্রহ করে কমিশনের কাছে এইগুলি উপস্থিত করুন গত ৩০ বছরের অপকীর্তির চেহারাটা তুলে ধরতে চেষ্টা করুন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, যেকোন সমালোচনাই আসুকনা কেন, বামফ্রন্ট সরকার চান যেকোন কনষ্ট্রাকটিভ সমালোচনা আসুক তার থেকে তাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করবে। বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণের জন্য যত টাকা আসুকনা কেন, তার পাই পয়সাটি পর্যন্ত জনসাধারণের জন্য ব্যয় করবে এবং তার চেষ্টা করবে, সে টাকা যাতে অপব্যয় না হয়, কেউ যাতে সে টাকা পকেটস্থ না করতে পারে সেই ব্যবস্থা নেবে এবং মাননীয় সদস্যদের কাছে অনুরোধ করব, এর মধ্যে তাঁদের সহায়তারও প্রয়োজন আছে।

(ভয়েস—গণ কমিটি করুন)

গণ কমিটি হবে ? এই যে গ্রামাঞ্চলে ট্রাইবেলদের জমি বিক্রার ব্যাপারে গণ পরিষদ হয়েছে, সেখানে ট্রাইবেলদের জমি বিক্রী বন্ধ করবার চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানে তাদের ক'জন লাডার সেই তাঁদের নামে জমি কিনে নিয়েছেন, তার যদি নাম চান তাহলে আমি তাদের ভূরি ভূরি নাম দিতে পারব। আপনি নজীর চান, ঘটনা চান ? কোন্ লাডার জমি বিক্রি করতে সাহায্য করছে ভূরি ভূরি প্রমাণ আপনাদের কাছে তুলে দিতে পারব। আপনারা ট্রাইবেল বলে গ্রামে গ্রামে চীৎকার করছেন, আপনাদের নেতারাই বাঙ্গালীর কাছে জমি বিক্রি করতে সাহায্য করছে। কিন্তু আমরা তো জানি আপনাদের দালালী করার একটা প্রয়োজন আছে। কারণ আপনারা এই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিধানসভার বাইরে তাদের বিরুদ্ধে কোন টু শব্দটা করেন না। কংগ্রেস যা করে তাই নতমস্তকে স্বীকার করে নেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এটা আমাদের সমর্থন করা উচিত এবং এটা পাশ হওয়া উচিত এবং আমি মাননীয় সদস্যগণকে বলব এটা সমর্থন তাদেরও করা দরকার। আগামী বছর দেখা যাবে কংগ্রেস আমলের মত এই সরকার ব্যয় বরাদ্দ বিধান সভায় আনেন কিনা। এটাই হচ্ছে দেখার বিষয়। সমালোচনা করবেন আপনারা নিশ্চয়ই। কারণ তা থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব, অপচয় আমরা বন্ধ করব। যাদের সাহায্য করা দরকার, তাদের আমরা সাহায্য করব। শুধু ট্রাইবেল বলে আপনারা চীৎকার করবেন না আপনারা তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবেন। নতুবা আমরা সার্বিক উন্নতি করতে পারব না। শুধু আপনারাই ট্রাইবেল নয়, আমরাও ট্রাইবেল। ওদের ভাষা এবং ওদের বিকাশ করা উচিত। বামফ্রন্ট সরকার তা করবেন। আপনারা পরিবর্ত্তন চেয়েছেন, পরিবর্ত্তন আসবে, স্বচ্ছ প্রশাসন আসবে। একের উপর অপরের যে শোষণ সেটা বন্ধ হবে। ঐ যে সিনেমায় দেখেন নি আলাদিনের প্রদীপ ? সেইরকম হয়ে যাবে সেটা আশা করবেন না। কারণ বামফ্রন্ট সরকার তো যাদু জানে না যে যাকে স্পর্শ করবে তাই সোনা হয়ে যাবে। দৃষ্টিভংগী যদি ভুল হয়ে থাকে সেটা ঠিক করে যাতে আগামী দিনে কিভাবে সঠিক করে আনা যায় ত্রিপুরা রাজ্যে জনগণের স্বার্থে, সেইদিকে সরকার অগ্রসর হবেন। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আশা করে আপনারাও আপনাদের দৃষ্টি ভংগীর পরিবর্তন করে সামগ্রিকভাবে উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখবেন।

কক-বরক

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি কক-বরক এ আম র বক্তব্য রাখতে চাই। মানগাও বুবাগ্রা মুখ্যমন্ত্রী যে Supplementary Demand, বাজেত তুবুমানি আবন আও মানি সা-ই মায়া। মানি না-ই মায়ানি কারণ, চুও মুকথা, অরনি-অ থানাকা যে সরকার পক্ষ থেকে যারা মন সমর্থন থালাই বক্তব্য নারিকনাই বরগ ছাকা—প্রফুল্ল দাস, রাধিকা গুপ্ত, বরগ-নি কারনই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা কোন ছামুও তাও মানলিয়া। আব চুও মুকথা ১৯৭৭ নি এপ্রিল মাস-নি ছিমি আরম্ভ থালাঅই সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রফুল্ল দাস, সেই রাধিকা রঞ্জন গুপ্ত, বরগনি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা-অ তাবুকনি যারা মন্ত্রী, আফুরু-র বরগ মন্ত্রী তওমানি

এবং কোয়ালিশন মন্ত্রীসভানি দুর্নীতি ছামুঙগ বরগ-ব জাড়িত—আবনি বাগয়-ন চুঙ মন গছি না-ই মায়া। আ কোয়ালিশন সরকারনি আমল বে-আইনীভাবে রাঙ কারচুপি খালাইকা। সেই কোয়ালিশন সরকারনি দোষ রিঅগ, প্রফুল্ল দাস-ন দোষরিঅই তাবুক যারা মন্ত্রীমণ্ডলী তঙনাই বগ, আফুরু যারা এম, এল, এ, তঙনাইরগ—বরগ-ব সেই কোয়ালিশন সরকারনি অংশীদার, কাজেই বরগ-ন-ব একই-ন হিনই মান। কাজেই আফুরুনি রাঙ অপচয় অঙমান তাবুক Supplementary বাজেত হিঐ তুবুই এাইমানি—আবন চুঙ গছি না-ই মায়া। গছি না-ই মায়া এই কারণে, চুঙ যখন নুকলাহা—কারণ তাবুক-ব বামফ্রন্ট সরকার ব একই আদর্শ তুই-অই তঙগিয়া, কারণ চুঙ নুকলাহা অর একট আদর্শ তুই-অই সরকার গঠন খালাই মানলিয়া, বরগ একই ideology নি বরক-য়া, একই মতবাদ-নি বরক-য়া, এই বামফ্রন্ট সরকার-অ চুঙ নুগ-অর সি, পি, এম, তঙগ, আর, এস, পি, তঙগ, তাই ফরোয়ার্ড ব্লক-ব তঙগ। কাজেই এই সরকারনি নমুনা-ন নুগই আঙ কেরেঙ কথমা কাইছা খুইতু মান। কেরেঙ কথমা আহাই--চারাই আখুকথাম, বরগ কানা, অথচ মাইয়ুঙ নাইনানি মুচুঙজাগ। মাইয়ুঙ নাইনানি থাঙখেন—বরগ বিছিঙ থরকছা রমথা খুনজু তে থরকছা রমথা বুছুমুই। আবনি পরে মাইয়ুঙ বাহাই নুকথা আবন ছানা থাঙতিনি—থরকছা যে বুছুমুই রমনাই, বাকা মাইয়ুঙ-বা দরি আহাই কলকমা, যে বুখুনজু রমনাই ব ছাকা বালিঙ আহাই কিতিঙ, যে ইয়াকুঙ রমনাই ব ছাকা মাইথুঙ থাম আহাই কতরমা। তাবুক বামফ্রন্ট সরকার-ব ঠিক সেই ধরণের কক ছালাই তঙলাই-অ। অরনি বামফ্রন্ট সরকার-ব একই আদর্শনি বরক কুরুই, তাই একই নীতি-ন তুই-অই বরগ সরকার গঠন খালাই মায়া। ঠিক এই কারণেই-ন এই Supplementary বাজেত তুবুমান চুঙ গছি না-ই মায়া। একই আর্শনি বরক অঙয়াতালাই, একই C. P. M. দল সরকার গঠন খালাই-কালাই চুত আশা খালাই মানথামু বরগ কাম খালাই, বরগ সাড়ে ১৭ লক্ষ বরকনি উন্নতিনি ছামুঙ খালাইনাই। কিন্তু চুঙ নুকথা বরগ আব খালাই মায়া। চুঙ ছিঅ সেই রাশিয়ানি ঘটনা—রাশিয়া-অ যখন সেই মেনসিভিক দল, বিনি নেতা কেরেস্কী, বরগ যখন R. S. বাচ মিলিঅই "ডুমা" হিনুই সরকার গঠন খালাইকা। সরকার গঠন খালাইমানি পরে বরগ একই আদর্শ তুই ছামুঙ তাঙ মানলিয়, থানছা নীতি বাই চলি মানলিয়া। ১৯১৭ থেকে ১৯২৩ সন জরা ক্ষমতা তঙফান লেনিন আহাই বরগ All power to Soveets অ কক-ন ছাঅই মানলিয়া—একই আদর্শ-তুই সরকার গঠন আঙগিয়া-বাই। ওন, বলশেভিকনি নেতা লেনিন April Thes is হিনুই বই কাঙছা ছাইথা, আ বইনি মুল কক অঙথা All Power to Soveets. লেনিন সেই কেরেস্কীনি সরকার-ন ছোবাই-অই একই দল, একই আদর্শ-ন তুই-অই পালটা সরকার গঠন খালাইকা রাশিয়া-অ। ঠিক তদ্রূপ-ন, চুঙ থা খালাই মায়া-ই বামফ্রন্ট সরকার কোন কাজ খালাই মানমু হিনুই। আর চুঙ নুগ একই আদর্শনি বরক কুরুই, বরগ R. S. P.-ন লগি মা না-অ, বরগনি নীতি একই-য়া, বরগনি আদর্শ থানছায়া। কাজেই-ন, বরগনি Supplementary বাজেত-ন চুঙ গছি না-ই মায়া। গছি না-ই মায়া এই কারনে কোয়ালিশন সরকার গঠন খালাইঅই যে অপচয় খালাইমানি, যে বেআইনী খরচ খালাইমানি আবন-ন বরগ তাবুক Supplementary বাজেত-নি আকারে তুবুঅ। চুঙ তাইব নুকফিকা—এই কোয়ালিশননি

সময় কক বরক কুরুঙনানি হিমুই যে ১০০ জনা মাষ্টার নিযুক্ত খালাইমানি—এই নিযুক্ত খালাই রিমানি পরে এই ১৯৭৭ কালানি ডিসেম্বর মাসনি বিছিঙগ কোন বার্ষিক পরীক্ষা নাজাক-ইয়া। কক বরক মাষ্টারনি বেতন রিঅই এই কক বরকনি পরীক্ষা নাজাকইয়া—মন চুঙ অপচয় হিমুই মান। অমতুইখে কোয়ালিশন সরকার যে রাঙ নষ্ট খালাইমানি মন-ন এই Supplementary বাজেত-অ তুবুই ফাই-অ। বরগ নিজেরা গছি ফওকা—রাধিকা গুপ্ত, প্রফুল্ল দাস—বরগনি কার্যাকলাপনি বাগয়-ন কোয়ালিশন সরকার কোন কাজ খালাই মানালিয়া। তাবুকনি বামফ্রন্ট সরকার কোয়ালিশন সরকার-ন দোষ রিঅই বরগনি নিজিনি দোষ-ন কাটিনা নাই অ হিমুই চুঙ খা পালাই-অ। কাজেই, বন সুষ্ঠভাবে সাড়ে ১৭ লক্ষ বরকনি উন্নতি অঙনানি বনি লামা তিনি মুক-ইয়া—বনি বাগয়-ন চুঙ তিনি মন গছি না-ই মায়া। কাজেই-ন আনি অনুরোধ—এই যে যারা কোয়ালিশন সরকারনি সময় অন্যায়ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারনি যে রাঙ মানমানি, সেই অন্যায়-ভাবে যে অপচয় পালাইমানি—বন তদন্ত পালাইনানি ব্যবস্থা খালাইঅই সুষ্ঠুভাবে বাজেট রাঙ ফুমুকনা অঙথুন,—আগাইগে চুঙ বন গছি না-নাই। কাজেই তিনি অনুরোধ—রাজ্যনি সাড়ে ১৭ লক্ষ বরকনি উন্নতিনি বাগয়, অ ত্রিপুরা-অ থাঙ তঙনানি বাগয়—যুব সমিতি যে সংগ্রাম খালাই তঙমানি, সাড়ে ৬ লক্ষ উপজাতি বরক-বগ যে বঞ্চিত অঙ তঙমানি বনি বাগয় যে সংগ্রাম বন সাম্প্রদায়িক দল হিমুই মায়া। বরগনি আবতুই সংকীর্ণ মনোভাব-ন ইয়াকারয়—বরকনি কাহাম খালাইনা হিনকালাই, অর্থাৎ যারা আদিম অধিবাসী বরকরগ-ন তিছানা হিনকাই জতন থানছা-খে ছামুঙ মা তাঙলাই নাই। এই কক বরক জরিমানি বাগয় সরকার কোয়ালিশন সময় যে নীতি নির্ধারণ থালাইমানি তাবুক পর্য্যন্ত কোন স্কুল কক বরক জরিনানি কোন ব্যবস্থা নাজাকইয়া। কাজেই ই Supplementary Demand-ন চুঙ গছি না-ই মায়া। কাজেই, যারা বেআইনীভাবে সরকার গঠন খালাই ফাইনাইরগ, বরগনি ই Supplementary বাজেট-ন চুঙ গছি না-ই মায়া। কাজেই, নরগ তেহা ওযানছগয, তে কিছা চিন্তা খালাই-অই, সংকীর্ণ মনো-ভাব-ন খিবিঅই, নরগ এক প্লাটফর্ম-অ যখন আচুকমনি—সুষ্ঠভাবে চেষ্টা নাঅই পরবর্তী সময়-অ Supplementary Demand তুবুনানি বাগয় অনুরোধ নানুগয়—রুবন আনি ককতমা জাইরিখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, আমি কক বরক-এ আমার বক্তব্য রাখতে চাই। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে Supplementary Demand বাজেত এনেছেন আমি এটাকে মেনে নিতে পারছিনা। কেন মেনে নিতে পারছিনা? কারণ, আমরা শুনেছি এবং এখানে যারা সরকারের পক্ষ থেকে এটাকে সমর্থন করে বক্তব্য রেখেছেন তারা বলেছেন যে প্রফুল্ল দাস, রাধিকা গুপ্ত, তাদের জন্যই নাকি কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা কোন কাজ করতে পারেনি। আমরা দেখেছি—১৯৭৭ সনের এপ্রিল মাস থেকে আরম্ভ করে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত প্রফুল্ল দাস, সেই রাধিকারঞ্জন গুপ্ত, তাদের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভায়, এখন যারা মন্ত্রী রয়েছেন তখনও সেই মন্ত্রীসভায় ছিলেন এবং সেই কারণেই কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার দুর্নীতির সাথে তারা

জড়িত ছিলেন—এই কারণেই আমরা এটাকে মেনে নিতে পারছিনা। সেই কোয়ালিশন সরকারের আমলে বে-আইনীভাবে টাকা খরচ করা হয়েছিল, বে-আইনীভাবে টাকার কারচুপি হয়েছিল। বর্তমানে যারা মন্ত্রীমণ্ডলী, তখন যারা এম, এল, এ. ছিলেন, তারাই এখন সেই কোয়ালিশন সরকারকে দোষারূপ করছেন, প্রফুল্ল দাসকে দোষারূপ করছেন, কিন্তু তারাও সেই কোয়ালিশন সরকারের অংশীদার ছিলেন, কাজেই তারাও সমানভাবে দায়ী, একথা বলা যায়। কাজেই, সেই সময়ে যে টাকা অপচয় হয়েছিল, বর্তমানে সেটাকেই Supplementary বাজেটরূপে আনা হয়েছে, এটাকে আমরা মেনে নিতে পারি না। মেনে নিতে পারিনা এই কারনে যে, আমরা যখন লক্ষ্য করলাম, বর্তমানে যে বামফ্রন্ট সরকার চলছে এটা একই একই আদর্শ নিয়ে গঠিত হয়নি। কারণ আমরা দেখতে পেলাম যে এখানে একই আদর্শ নিয়ে সরকার গঠন করা যায়নি, তারা একই ideology-র মানুষ নন, একই মতবাদের মানুষ নন, এই বামফ্রন্ট সরকারের মধ্যে আমরা দেখতে পাই—এখানে সি, পি, এম, আছে, আর, এস, পি, আছে এবং ফরোয়ার্ড ব্লকও আছে। কাজেই, এই সরকারের নমুনা দেখে একটা গল্প মনে পড়ছে। তিন ভাই বালক, তারা অন্ধ, অথচ হাতী দেখার খুব সখ। হাতী দেখতে গিয়ে তাদের মধ্যে একজন ধরল হাতীর পা, আরেক জন কান, আর তৃতীয় জন ধরল শুঁড়। তারপরে হাতী দেখতে কি রকম তা বর্ণনা করতে গিয়ে যে বালকটি শুঁড় ধরেছিল সে বলল—হাতী দেখতে দড়ির মত লম্বা, যে কান ধরেছিল সে বলল—হাতী দেখতে কোলার মত গোল, আর যে হাতীর পা ধরেছিল সে বলল—হাতী দেখতে থাম-এর মত বড়। বর্তমানে এই বামফ্রন্ট সরকারও ঠিক সেই রকমই কথাবার্তা বলে চলেছে। এখানের বামফ্রন্ট সরকারের মধ্যে একই আদর্শের মানুষ নেই, তাই একই নীতির ভিত্তিতে তারা সরকার গঠন করতে পারেনি। ঠিক এই কারনেই, এই Supplementary বাজেটকে আমরা মেনে নিতে পারি না। যদি একই আদর্শের হতো, যদি C P M দল এককভাবে সরকার গঠন করতো তাহলে আমরা আশা করতে পারতাম—তারা কাজ করবেন, তারা সাড়ে সতর লক্ষ মানুষের উন্নতির জন্য কাজ করবেন। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি, তারা তা করতে পারছেন না। আমরা জানি সেই রাশিয়ার ঘটনা। রাশিয়াতে সেই মেনসিভিক দল, তার নেতা ছিলেন কেরেন্স্কা, তারা যখন R. S.-এর শব্দে মিলিতভাবে "ডুমা" নামে সরকার গঠন করেছিলেন। সরকার গঠন করার পরে তারা একই আদর্শের উপর ভিত্তি করে কাজ করতে পারেনি, একই নীতিতে চলতে পারেনি। ১৯১৭ থেকে ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত তারা ক্ষমতায় থাকলেও লেনিন-এর ন্যায় তারা All Power to Soviets—এই কথাটা বলতে পারেনি, কারণ একই আদর্শের উপর ভিত্তি করে সেই সরকার গঠিত হয়নি। এর পরে, বলশেভিক-নি নেতা লেনিন April Thesis নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন, সেই প্রবন্ধের মূল কথা হলো—"All Power to Soviets". লেনিন সেই কেরেন্স্কীর সরকারকে উচ্ছেদ করে একই দল, একই আদর্শের ভিত্তিতে পাল্টা সরকার গঠন করলেন রাশিয়ায়। ঠিক সেই তদ্রূপ আমরা বিশ্বাস করতে পারিনা যে এই বামফ্রন্ট সরকার কোন কাজ করতে পারবেন। এখানে আমরা দেখতে পাই—এই সরকার একই আদর্শের ভিত্তিতে নয়, তারা R. S. P. কে সঙ্গে

নিতে হয়েছে, তাদের নীতি এক নয়, আদর্শ এক নয়। কাজেই, তাদের Supplementary বাজেককে আমরা মেনে নিতে পারিনা। মেনে নিতে পারিনা এই কারনে, কোয়ালিশন সরকার গঠন করে যে অপচয় তারা করেছিলেন, যে বে-আইনী খরচ তারা করেছিলেন, সেটাকেই তারা Supplementary বাজেত-এর আকারে এনেছেন। আমরা আরো দেখেছি যে সেই কোয়ালিশন-এর আমলে কক বরক শিক্ষা দেওয়ার জন্য ১০০ জন শিক্ষককে নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু এই শিক্ষক নিযুক্তির পরেও গত ১৯৭৭ সনের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে কক বরক এর কোন বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়া হয়নি। কক বরক-এর জন্য শিক্ষক নিযুক্তি করে এইভাবে যে শুধু শুধু বেতন দেওয়া হচ্ছে—এটাকে আমরা অপচয় বলতে পারি। এইভাবে কোয়ালিশন সরকার যে টাকা নষ্ট করেছিলেন, সেটাকেই এই Supplementary বাজেতে আনা হয়েছে। তারা নিজেরা-ই স্বীকার করেছেন—রাধিকা গুপ্ত, প্রফুল্ল দাস তাঁদের কার্য্য কলাপের জন্যই নাকি কোয়ালিশন সরকার কোন কাজ করতে পারেনি। আমরা মনে করি—বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার কোয়ালিশন সরকারের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের দোষ চাপা দিতে চাইছেন। কাজেই, এটাতে সাড়ে ১৭ লক্ষ মানুষের উন্নতির পথ দেখতে পাচ্ছিনা, এই কারনেই আমরা এটাকে মেনে নিতে পারি না। কাজেই, আমার অনুরোধ, এই যে কোয়ালিশন সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত টাকা যেভাবে অপচয় করা হয়েছিল, সেটার তদন্তের ব্যবস্থা করে সুষ্ঠভাবে বাজেতে টাকা বরাদ্দ করা হোক—এটা করা হলে আমরা এই বাজেতকে মেনে নেব। কাজেই, আজকে আমার অনুরোধ—রাজ্যের সাড়ে ১৭ লক্ষ মানুষের উন্নতির জন্যে, এই ত্রিপুরায় বেঁচে থাকার জন্যে যুব সমিতি যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, সাড়ে ছয় লক্ষ উপজাতী মানুষ সব দিক দিয়ে বঞ্চিত হচ্ছে—তাদের জন্য সংগ্রাম যারা করছে তাদেরকে সাম্প্রদায়িক দল আখ্যা দেওয়া যায় না। তাদের এহেন সংকীর্ণ মনোভাব ত্যাগ করে সাধারণের মানুষের কল্যাণের জন্য এবং এখানকার যারা আদিম অধিবাসী তাদের উন্নতি করতে হলে আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। এই কক বরক শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোয়ালিশন সরকারের আমলে নীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কাজেই, এই Supplementary Demand-কে আমরা সমর্থন করতে পারি না। এবং যারা বে-আইনী ভাবে সরকার গঠন করে এসেছেন, তাদের Supplementary বাজেতকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। কাজেই, আপনারা আরেকটু চিন্তাভাবনা করে, সংকীর্ণ মনোভাব ত্যাগ করে, যেহেতু আপনারা একই প্ল্যাটফর্মে এসে বসেছেন, সুষ্ঠভাবে পরবর্ত্তী সময়ে Supplementary Demand আনার জন্য অনুরোধ করে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরাম কুমার নাথ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রেণ্টস যেটা এখানে এসেছে, তাকে আমার সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই এবং সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করছি। বিগত ৩০ বছরের স্বাধীন রাজত্বের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সবদিক দিয়ে বঞ্চিত হয়েছে এবং সেই বঞ্চনার কিছু কাহিনী আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৯০ জন লোক কৃষক, তারা গ্রামে বাস করে এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু আমরা দেখছি যে বিগত ৩০ বছরের মধ্যে কৃষকদের সব চাইতে যে অত্যন্ত প্রয়োজন সেচ

ব্যবস্থা, সেই সেচ ব্যবস্থা মাত্র শতকরা ৯ ভাগ জমিতে করা সম্ভব হয়েছে । তাও এটা এমন ভাবে করা হয়েছে যে সেচের জন্য যেখানে যেখানে টেণ্ডার কল করা হয়েছিল, সেখানে কংগ্রেস রাজত্বে কংগ্রেসীদের যে সমস্ত পাণ্ডা ছিল, তারা তাদের নিজেদের এলাকার মধ্যেই সেটা করে নিয়েছে। তারপর রাস্তা ঘাট সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি দেখছি সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যের কি চিত্র? ধর্মনগরের একটা রাস্তা, যেটা নাকি ধর্মনগর এলাকায় নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের চলা-চলের একমাত্র রাস্তা, ধর্মনগর থেকে দামচড়া, সেটা নাকি জনসাধারণের সব চাইতে বেশী প্রয়োজন, সেই রাস্তাটা বহুদিন পূর্ব্বেই রাজার আমলে তৈরী হয়েছিল, তারপর সেই রাস্তাকে সরকার গ্রহণ করার পর আজ পর্য্যন্ত সেই রাস্তায় কোন রকম পিজ পড্যান্ত হয় নি। সেই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করলে পায়ের আঙুল পর্য্যন্ত খসে পড়ার উপক্রম হয়, অর্থাত ঐ রাস্তার অবস্থা দেখে মানুষ এমনিতেই আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ে। অথচ ঐ রাস্তা দিয়ে গ্রামের মানুষের উৎপন্ন ফসল যেমন আলু বেগুন আরও অন্যান্য কাঁচা মাল বয়ে নিয়ে যেতে হয়। তাই বিগত ৩০ বছরের বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বামফ্রণ্ট সরকারের উপর যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন এবং সরকার মাত্র ৩ মাসের মধ্যে একটা বাজেট তৈরী করে এই সভার সামনে রেখেছেন, তা সত্যিই অভিনন্দন যোগ্য। আমরা লক্ষ্য করেছি যে বামফ্রণ্ট সরকার থেকে সাধারণ মানুষের জন্য যে সমস্ত কাজ করা হচ্ছে, তা কিছু দিনের মধ্যে সরকারের পক্ষে একটা ধন্যবাদের বিষয়বস্তু হয়ে উঠবে। তারপর শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে ১৯৪৭ সনের পর থেকে ১৯৭৭ সনের ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত কংগ্রেস আমলের আগে বৃটিশ রাজত্ব যখন ভারত থেকে চলে যায়, তখন আমাদের দেশে শতকরা ১০ জন লোক দরিদ্র সীমার নীচে ছিল, কিন্তু ১৯৭১ সালের সেন্সাস অর্থাৎ কংগ্রেসের সুদীর্ঘ ৩০ বছরের রাজত্ব কালে আমাদের দেশের শতকরা ৮০ জন লোক দরিদ্র সীমার নীচে চলে গেছে। ঠিক এমনি ভাবে শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকা-ইলে দেখা যাবে যে আমাদের দেশে শতকরা ৩০ জন মাত্র শিক্ষিত। আবার এই হারকে যদি গ্রামাঞ্চল থেকে পৃথক করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে গ্রামের শিক্ষিতের হার দাঁড়াবে মাত্র ৫ থেকে ১০ ভাগ। কাজেই শিক্ষার দিক থেকেও ত্রিপুরার মানুষ বঞ্চিত। তাই এই বঞ্চনার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ত্রিপুরার মানুষ আমাদের বামফ্রণ্ট সরকারের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন এবং আমরা সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে সেই দায়িত্ব পালন করার চেষ্টা করব বলে আশা রাখি। তারপরে দেখছি যে ১৯৭৪-৭৫ এর সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্য্যন্ত সময়ে ত্রিপুরা সরকার নায্যমূল্যে সরিষার তেল জনসাধারণের মধ্যে বণ্টনের জন্য একটা ব্যবস্থা করেছিল, কিন্তু তাতেও দেখছি যে সরকার এই বাবতে প্রায় ১২ লক্ষ টাকার মত লস দিয়েছে। তারপরে রেপ সীডের যে ব্যবসা সরকার করেছিল, তাতে দেখছি সরকার বেশ কয়েক লক্ষ টাকার লস দিয়েছে। আবার ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্য্যন্ত আমন ফসলের সময়ে আমরা দেখেছি প্রকিউরমেন্টের নামে সরকার পুলিশ দিয়ে কৃষকদের বাড়ী থেকে জোর করে ধান নিয়ে এসেছে। এই ধান সংগ্রহের নামে সেই তিন বছরে সরকার সাধারণ কৃষকদের মধ্যে একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল, তারা এত পরিশ্রম করে ফসল ফলালো, কিন্তু ফসলের নায্য দাম পাওয়া তো দূরের কথা বন্দুক-ধারী পুলিশ দিয়ে সেই সব ধান সরকার জোর করে কেড়ে নিয়ে এনেছিল। এর মধ্যেও আমরা

দেখছি সাবরুমের গুদামে হাজার টাকার ধান নষ্ট হয়ে গিয়েছে, ঠিক এমনি ভাবে মনু গুদামেও হাজার হাজার টাকার ধান নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ৫ই জানুয়ারী তারিখে যে মন্ত্রীসভা সপথ নিল, আজকে মার্চ মাসে প্রায় তিন মাসের মধ্যে যে মন্ত্রীসভা সাধারণ মানুষের স্বার্থে যে বাজেট তৈরী করেছেন, তা সত্যি সমর্থনযোগ্য। তারপর ৩১শে ডিসেম্বরের আগে আমি যখন আমার এলাকায় নির্বাচনের কাজে গিয়েছিলাম, তখন আমার সামনে এক মহিলা দাবি করেছেন যে আমরা গত ৩০ বছর ধরে ভোট দিয়ে এসেছে, আমরা এবার ভোট দেব না। কারণ গত ৩০ বছরে আমাদের সামান্য যে পানীয় জলের সমস্যা, সেটা সরকার দূর করতে পারে নাই। এবং সেই অবস্থা আমরা কংগ্রেসী আমলেও দেখেছি আমরা সি, এফ, ডি,র আমলেও দেখেছি। তাই আজকে কেন্দ্রের হাতে যে ক্ষমতা আছে তা থেকে আমাদের আমাদের আরও ক্ষমতা আনতে হবে। ত্রিপুরার মানুষের সমস্যার সমাধানের জন্য। আমরা লক্ষ্য করছি আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার আজকে ত্রিপুরায় ক্ষমতায় এসেছে এবং বিগত সরকার এর হাতে যে টাকা তা তারা খরচা করতে পারেন নাই। সেই টাকা ফেরত গিয়েছে এবং যাও খরচা করা হয়েছে তাও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। তাই আজকে আমাদের হাতে জনসাধারণ থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই আমরা দাবী করছি যে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষকে বাঁচাতে হবে এবং কেন্দ্রের হাত থেকে আরও অধিকার আমাদের আনতে হবে। আমরা আশা রাখি যে আগামী দিনে ত্রিপুরার সমস্ত সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের এই প্রস্তাব গ্রহণ করবেন। এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীউমেশ নাথ।

শ্রীউমেশ নাথ :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে আমি প্রথমে যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট উপস্থিত করা হয়েছে সেটা আমি সমর্থন করছি। এই জন্য যে আমরা লক্ষ্য করেছি অন্তত পক্ষে বাজেটে ত্রিপুরার বিভিন্ন খাতে ব্যয় করার জন্য যা আনা হয়েছে ত্রিপুরার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য নেহাত কম নয়। সেই সংগে আমি দুই একটা কথা বলতে চাই। কারণ আমি লক্ষ্য করেছি আজকে আমরা ভাংগা ত্রিপুরাকে গড়তে চলেছি। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার একটা ভাংগা ত্রিপুরাকে গড়বার জন্য হাতে দায়িত্ব নিয়েছেন। আমি আরও লক্ষ্য করেছি দীর্ঘ ৩০ বছর গত ৩০ বছরের কংগ্রেসী অবসানে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধা পেয়েছে। এবং আমরা আরও লক্ষ্য করেছি কংগ্রেসীয়া দিল্লীর মসনদে বসে বসে ভারতবর্ষের গত ৩০ বছরে ৮ কোটী বেকার সৃষ্টি করেছে ২৭ কোটী ভূমিহীন সৃষ্টি করেছে ৪০ কোটি নিরক্ষর সৃষ্টি করেছে শ্রমিকদের ফাঁকি দিয়েছে হাজার কোটী টাকা ভারতের ঘাড়ে ঋণের বোঝা চাপিয়েছে। আর ঐ দিনে শ্রীমতি গান্ধী গৌহাটি সম্মেলনে ৫ কোটী টাকা খরচা করেছেন। কাজেই আজকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যে দৃষ্টি ভংগী নিয়ে ত্রিপুরাকে গড়তে চাই আমরা আজকে লক্ষ্য করছি যে আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার সেই দৃষ্টি ভংগী নিয়ে তুলনামূলকভাবে এগিয়ে যাচ্ছেন। কংগ্রেসী রাজত্বের চেহারা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ সবাই জানেন—শচীন্দ্র লাল সিংহের আমল, সুখময় সেনগুপ্তের আমল, প্রফুল্ল দাসের রাজত্ব এবং রাধিকা গুপ্তের রাজত্বও আমরা লক্ষ্য করেছি যে দিল্লী থেকে কোটী কোটি টাকা এবং প্রতি বছরেই বহু

টাকা ফেরত যেত। এবং আমরা তখন ভাবতাম যে ত্রিপুরাতে বোধ হয় খরচা করার মত জায়গা নেই। আমরা লক্ষ্য করেছি ধর্ম্মনগরে কুর্ত্তী একটা বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা। সেই এলাকায় প্রতি বছরই বন্যা হয়। এবং আমরা দাবী করেছিলাম যে ধর্ম্মনগরে কুর্ত্তীর উপর বাঁধের বন্দোবস্ত করা হউক। কিন্তু সেখানে সরকারের কোন দৃষ্টি ছিল না। এই রকম শুধু ধর্ম্মনগরেই নয় ত্রিপুরার মধ্যে আরও অনেক এলাকা আছে সেই সব এলাকায় বন্যার জন্য মানুষের দুর্ভোগ বাবে কিন্তু কংগ্রেস সরকার সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য কোন চেষ্টা করেন নি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে কুর্ত্তীতে বাঁধের নাম করে কিছু মাটি দিয়ে বাধ দেওয়া হত সেই বাধের অবস্থা অমান যে একটা বৃষ্টি হলেই সেটা ভেংগে যায়। এখানে লক্ষ্য করেছি বন্যায় কুর্ত্তির লক্ষ লক্ষ একর জমির ধান নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেই দিকে কংগ্রেসী সরকারের কোন লক্ষ্য ছিল না এখানে সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রচুর ধান বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে সেদিকে ওরা নজর দেয় নি। এত টাকা খরচ করেছে অপচয় করেছে কিন্তু রাজ্যের মঙ্গলের জন্য তারা কোন চিন্তা করে নি। আমরা দেখেছি সেই কংগ্রেসী রাজত্বে অনেক সিনিয়র বেসিক স্কুল, জুনিয়র বেসিক স্কুলের ঘর ভেঙ্গে গেছে কিন্তু সেগুলি মেরামতের দিকে সেই সরকার কোন লক্ষ দেয় নি। কদমতলার দক্ষিণে সেখানে একটা স্কুল আছে সেটার ঘর দুই তিন বৎসর হয় ভেঙ্গে গেছে কিন্তু ঘর তৈরী হয় নি। জুলাইবাড়ী আরেকটা স্কুল জুনিয়র বেসিক স্কুল ১৯৭৩ সালে সাইক্লোনে ভেঙ্গে যায় কিন্তু এখনও ঘর হয় নি! কাজেই দেখা যায় কংগ্রেসী রাজত্বে সুখময় সেনের রাজত্বে, প্রফুল্লবাবুর রাজত্বে ওরা কোটি কোটি টাকা সর্বনাশ করেছে, আত্মসাৎ করেছে কিন্তু কোন কাজ করে নি। আমি আমার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতে গিয়ে বলছি এই যে আমাদের সরকার যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এখানে পেশ করেছেন সেই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— আর কে বলবেন? শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার :— মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, বিধান সভায় আজ যে সাপ্লি-মেন্টারী বাজেট পেশ করা হয়েছে আমি সেটা সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই জন্য যে ত্রিপুরায় যে নুতন সরকার বামফ্রন্ট সরকার সেই সরকারে নুতন দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে। এটা মৌলিক পরিবর্ত্তনের দৃষ্টিভঙ্গী এবং এই যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এটা পূর্ণাঙ্গ বাজেট নয়। কাজেই এই বাজেটের মধ্যে দিয়ে সরকারের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আমরা দেখি এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট জনহিতকর পরিকল্পনা নিয়ে তৈরী হয়েছে। আমরা যদি অতীতের দিকে তাকাই তাহলে দেখি যে বাজেটে যে অংক ছিল তার একটা সামান্য অংশই তারা খরচ করেছেন। সেই সুখময় সেনের মন্ত্রীসভা, প্রফুল্ল দাসের মন্ত্রীসভার আমলে আমরা দেখছি তারা বাজেটের একটা অংশ বৎসরের শেষে খরচ করেছেন এবং চার ভাগের তিন ভাগ অংশই রয়ে গেছে। টাকা কিভাবে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য খরচ হবে তার কোন সুষ্ঠু চিন্তাধারা তাদের ছিল না। আমরা দেখি সারা ত্রিপুরায় অনেক স্কুল আছে এবং এমন অনেক স্কুল ছিল

তখন যে স্কুল ঘর নাই এবং অনেক স্কুল বসতো আকাশের নীচে। বাজেটে টাকা থাকা স্বত্বেও তারা কিছু করেন নি। ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার ব্যাপারে তারা জোতদারদের ছেলেদেরকে দিয়েছেন ভূমিহীন ভূমি পায় নি। আজকে অনেক দুর্নীতি প্রকাশ হচ্ছে এবং আগামী দিনেও হবে। তখন গোটা রাজ্যে একটা দুর্নীতির গটছড়া ছিল যার বিরুদ্ধে মার্কসবাদী কম্যুনিষ্ট পার্টি সেই দিন রুখে দাঁড়িয়েছিল এবং যার ফলে গুপ্ত মন্ত্রীসভার সঙ্গে থাকতে পারে নি। আজকে কম সময়ের মধ্যে যেভাবে এই বামফ্রন্ট সরকার দ্রুততার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে তার জন্য মানুষের মনে বিশেষ প্রেরণার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা যদি অতীতের দিকে দেখি তাহলে দেখি যে টি.আর. টি. সির হয়তো পাঁচটা গাড়ী রওয়ানা হয়েছে তার মধ্যে রাস্তায় তিনটাই নষ্ট হয়ে যেত। এই অবস্থা করে দিয়ে গেছে তারা। আমরা দেখেছি গাড়ীর পার্টস থাকতো না এবং গাড়ী না থাকলেও খরচ দেখানো হত। এইভাবে সমস্ত যোগাযোগ অচল করে দিয়েছিল। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার সেদিকে নজর দিয়েছে। এই সরকার যেহেতু গণতন্ত্রের পক্ষে সেই হেতু এই সরকার প্রশাসনকে গণমুখী করার জন্য নজর দিয়েছে এবং যে উদ্যোগ নিয়েছে বিভিন্ন কাজকর্মে তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য এইটা জোর দিয়ে বলছি যে এই যে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে তাতে দুর্নীতির আচড় লাগবে না। টাকার অংক ফেরত যাবে না এবং সেই টাকা সরকারের সমস্ত গণতন্ত্রমুখী প্রকল্পে খরচ হবে। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে এটা সুষ্ঠুভাবে খরচ হবে কিনা। এই সন্দেহটার মূলে যদি দেখা যায় যে তারা ভাবছেন এই সরকার যদি সেই কংগ্রেসের মত না করে, এটাই তাদের সন্দেহ। সেটা দেখার জন্য —আজকে ত্রিপুরার মানুষদের বামফ্রন্ট সরকারের পেছনে সারিবদ্ধ হতে হবে। এই বামফ্রন্ট সরকার দুই মাসের মধ্যে যেভাবে দ্রুতগতিতে মানুষের সহযোগিতায় এগিয়ে যাচ্ছে তা দেখে বিভিন্ন বিরোধকারী শক্তি আজকে দিশেহারা। তারা দেখছে যে, যেভাবে দিকে দিকে বামফ্রন্ট সরকার এগিয়ে আসছে তাতে ভাবছে যে সমালোচনার স্বার্থে সমালোচনা আর করা যাবে না। তার জন্যই এই উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে বাধার সৃষ্টি করে, এ অগ্রগতিকে রুদ্ধ করা যাবে না, কাজের গতিকে শ্লথ করে দেওয়া যায় কিনা সেই প্রচেষ্ট নিয়েছে। কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই সম্ভব হবে না। যেহেতু বামফ্রন্ট সরকার তাঁর প্রয়াসের মধ্যে নিয়েছে গণমুখী প্রয়াস। যে রিলিফ ওয়ার্কের জন্য ইতিমধ্যেই বরাদ্দ করা হয়েছে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তার জন্যই এই বরাদ্দ করা হয়েছে। এই ভাবে যদি প্রতিটি বিষয়কে পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যায় প্রাধান্য রয়েছে, একান্ত প্রয়োজন রয়েছে, গণমুখী রয়েছে এমন সবগুলিকেই গ্রহণ করা হয়েছে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে। আর তার দ্বারাই সমগ্র জনগণ উপকৃত হতে পারবে। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট দেখলে দেখা যাবে টি. আর. টি. সি. কর্মচারী-দের এরীয়ার দেওয়ার জন্য বিরাট টাকার অঙ্ক ধরা হয়েছে। কিন্তু পূর্বতন সরকার তাদের বেতন ইত্যাদির জন্য যে ব্যবস্থা রেখেছিল তাতে কর্মচারীদের মধ্যে একটা বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছিল। এবং আমি একথা বলতে পারি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ঐ কংগ্রেস সরকার তাদের জন্য কিছুই করে নি। কিন্তু আজ বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই এ দিকে নজর

দিয়েছেন। গাড়ী মেরামতি করার দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। টি. আর. টি. সি. এর যে ধ্বংস স্তুপ কংগ্রেস সরকার রেখে গিয়েছে, সে ধ্বংস স্তুপ থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায়, কিভাবে জীবন যাত্রা সহায়ক করা যায় তার জন্য বিভিন্ন খাতে উপযুক্ত বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এসব পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যেখানে বিগত সরকার ১ বৎসরে বাজেটের চার ভাগের এক ভাগও খরচ করতে পারে নি এবং যা খরচ হয়েছে সেটাও কাজের খরচ নয়, সেসব জলাঞ্জলি দিয়েছে সেই দিক দিয়ে যদি বিরোধী পক্ষ থেকে কিছু বলতেন তাহলে বুঝা যেত তাদের সমালোচনা সাত্যকারের সমালোচনা। বিরোধী পক্ষের মাননায় সদস্যদের কি এদিকে দৃষ্টি গেল না, সেটা কি লজ্জার ব্যাপার না, প্রশাসনের ব্যাপারে, যে গোটা বছরে বাজেটের চার ভাগের এক ভাগ টাকাও তারা খরচ করতে পারে নি। শিক্ষার ক্ষেত্রে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে সেখানে অধিকাংশই স্কুল ঘর নেই। কোথাও বাইরে গাছ তলায় বসে ছাত্রদের ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। কোথাও বা শিক্ষক নেই। ত্রিপুরার প্রায় ৮০ থেকে ৯০ ভাগ প্রাইমারী স্কুল আছে যেখানে একজন করে শিক্ষক দ্বারা ক্লাস করানো হচ্ছে। এই অবস্থার মধ্যেও খরচা করতে পারলো না। বিগত কংগ্রেস সরকার সমগ্র ত্রিপুরাকে এইভাবে ডিস্ক্রাবটেড করে এখন পালিয়ে গেছে। ত্রিপুরার মানুষদের সামনে তাদের আর স্থান হলো না। এ সবেরই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দেখি বামফ্রন্ট সরকার সুন্দর, কল্যাণকর, এবং উপযুক্ত সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের ব্যবস্থা করেছে। তাতে দখা যায়, একটা প্রয়াস রয়েছে সামগ্রিক কল্যাণ করার জন্য। সেখানে বাজেটের মধ্যে যেখানে যেখানে অতিরিক্ত বরাদ্দ ধরার প্রয়োজন সেখানে তাই ধরা হয়েছে। বাজেটের একটি একটি বিষয় যদি আমরা পর্য্যালোচনা করি, তাহলে দেখা যাবে যেখানে যেমন দরকার তাই করা হয়েছে। কিন্তু বিরোধী পক্ষ থেকে সমালোচনার জন্যই সমালোচনা করা হয়েছে। সঠিকভাবে কোথাও কোন কাজ করা হয় নি বলেই সেদিন মার্কসবাদী দল রাধিকা গুপ্ত থেকে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল। ঐ রাধিকা গুপ্ত মন্ত্রীসভা এবং বিগত কংগ্রেস সরকার জনসাধারণের স্বার্থের এবং মঙ্গলের জন্য কোন কাজ করে নাই। কেবল মাত্র জনগণকে ধোঁকা এবং ফাঁকা ফাঁকা বুলি দিয়ে চলছিল। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বামফ্রন্ট সরকার এসেই সেদিকে নজর দিয়েছেন। আমরা দেখেছি রাস্তাঘাট করার জন্য কাজ শুরু হয়ে গেছে। লিঙ্ক রোডের জন্য, পানীয় জলের জন্য সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার জনগণের স্বার্থেই কাজ করবে। বিগত সরকারের আমলে টিওবওয়েল কাগজে কলমেই আছে। আমরা দেখতে পাই কোথাও হয়তো টিওব-ওয়েল বসানো হয়েছে কিন্তু তার পাইপ নাই। এই পাইপ কোথায় গেল তা গোয়েন্দা বিভাগের দক্ষ কর্ম্মচারীরাও তা বের করতে পারবে না। দেখা যায় এমন সব জায়গায় ঐ আর. সি. সি. টিউব ওয়েলের করা হয়েছে যেখানে ২ দিন পরেই আর জল আসে না। জলের বদলে বালি উঠে ঐ টিউব ওয়েল দিয়ে। কোথাও কোথাও আবার পাইপই বসানো হয় নি। আমার এলাকা, সদরের মধুপুর এলাকায়, সেখানে যে গাঁও সভা বসে সেখানে ঐ টিউবওয়েলের পাইপ সম্পর্কে পর্য্যালোচনা করা হয়েছিল। দেখা গেছে ঐ পাইপ সেখানকার খুব প্রভাবশালী একজন কংগ্রেসী লোকের বাড়ীতে আছে। অনেক বলা হয়েছিল ঐ পাইপ দেবার জন্য কিন্তু দেওয়া হয় নি। এই ছিল সে যুগের ব্যবস্থা। ঐ কংগ্রেসী আমলে গোটা প্রশাসন ছিল সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায়

এসেই সমস্ত প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, জনগণের সাথে পরামর্শ করে যেন সমস্ত কাজ করা হয়। এর মধ্যে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। বামফ্রন্টের প্রতিটি কাজের মধ্যেই রয়েছে যে, বামফ্রন্ট সরকার জনগণের সরকার। সরকারের কাজ শুধু প্রশাসনের উপরই নয়, সাধারণ মানুষের সহযোগিতা নিয়ে যাতে কাজ করা হায় তার জন্যই প্রথম থেকে চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তার প্রতিফলনই হচ্ছে এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট। যে বাজেট বামফ্রন্ট সরকার থেকে পেশ করা হয়েছে জনগণের কল্যাণের জন্য। এবং এরই মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার মানুষেরা নতুন জিনিষের পরিচয় পাবে। সেই পরিচয় হচ্ছে গোটা বছরে যে কাজ হয় নি. যে কাজ গোটা বছরে করতে পারেনি কংগ্রেস সরকার, ত্রিপুরার মানুষ নিজের হাতে, নিজের চোখে দেখতে পারবে সেই কাজ কি সুন্দরভাবে এাগয়ে চলছে। সেই অভিজ্ঞতা হলেই এই সরকার সম্পূর্ণ গণমুখী হয়ে উঠতে পারবে। আজকে যে অভিজ্ঞতা বিরোধীরা অর্জন করেছেন তা দেখেই মাননীয় সদস্যরা ভাবছেন যে, এর ফলে কোন সমালোচনার কিছু থাকবে না। এই জন্যই তাঁরা এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটকে অসমর্থন করার চেষ্টা করছে। আমি আমার বক্তব্য শেষ করার আগে এটা বলতে চাই যে বামফ্রন্ট সরকার মূলগতভাবে এবং গণমুখী প্রশাসনের মাধ্যমে যেভাবে কাজে এগিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করছেন এবং যে ঘোষণা রয়েছে সেইদিক থেকে দৃঢ়তার সহিত বলা যায় এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট মানুষের স্বার্থে, জনগণের স্বার্থে আসবে। যদিও জনগণের মৌলিক কুসমস্যার সমাধান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে হতে পারে না, অর্থ নৈতিক কাঠামো র মধ্যেও হতে পারে, না এটা বাস্তব কথা, কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও বামফ্রন্ট সরকার এই সাপলিমেণ্টারী বাজেটের মধ্য দিয়ে এই পরীক্ষায় উন্নীত হবে এবং যতটকু সম্ভব তার জন্য প্রয়াস চালিয়ে যাবে। এই কথা বলে এবং সাপলিমেনটারী বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যদের মধ্যে আর কউ যদি বলতে চান তাহলে বলতে পারেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি বক্তব্য রাখতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ ১৯৭৭-৭৮ সালে যেটা এসেছে তার সমর্থনে বলতে গিয়ে একটা কথাই মনে হচ্ছে যে, যে প্রশাসনকে নিয়ে কাজ করতে হবে সেই প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে কাজ চালাতে পারবে তা সম্ভব নয় কারণ আমরা কংগ্রেস আমলে দেখলাম শামুকের গতিকেও হার মানিয়েছে। এটা যে রাতারাতি গতিশীল হয়ে পড়বে, সমস্ত কাজ সম্পাদন করতে পারবে সে সম্পর্কে এখনও কিছু বলা যায় না বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টায় আছেন, প্রয়াস আছে প্রশাসনকে গতিশীল করার। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কাজে এতটা অগ্রসর হতে পারছে না এই জিনিষটা আমরা লক্ষ্য করেছি এবং সেই সঙ্গে এই প্রশাসনের আর একটা জিনিষ আমরা দেখছি যে বড় বড ব্যবসায়ী যারা, তারাও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে সরকারের কাজকর্ম যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে সেজন্য তারা আগ্রহী নয় কারণ তাহলে রিংওয়েল, কুয়া এবং সিমেন্ট ইত্যাদি জিনিষের যে সংকট সে সংকট দেখা দিত না।

আমি যে জন্য কথাটা উল্লেখ করেছি সেটা হলো ধর্মনগরে দেখেছি যে ব্যবসায়ী সরকারের নির্দিষ্ট যে ২৫০ বেগ সিমেন্ট আনার কথা সেখানে তিনি মাত্র ৪৫ বেগ সিমেন্ট এনেছেন। তার জন্য সরকার তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাও গ্রহন করেন নি। যে ব্যবসায়ীর ২০০ বেগ সিমেন্ট আনার কথা তিনি এক বেগও সিমেন্ট আনেন নি। এই রকম ঘটনা শুধু ধর্মনগরে নয়, সর্বত্রই এই রকম ঘটনা ঘটছে যার জন্য সংকট বেড়েই চলেছে তাই ওদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আজকে আমরা যে জিনিষটা লক্ষ্য করছি সেটা হলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে টাকা ধরা হয়েছে, এষ্টিমেটে যে ওয়ার্ক ছিল তার সঙ্গে আরও কিছু বাড়তি কাজ দেওয়া হয়েছে, সেই বাড়তি কাজের জন্য আরও কিছু টাকা ধরা হয়েছে এবং সেই বাড়তি কাজ বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে এটা ঠিক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নও আসছে যে সম্পূর্ণরূপে এটা ৩১শে মার্চের মধ্যে শেষ হতে পারবে কিনা এবং টাকা সম্পূর্ণ খরচ হবে কিনা তারজন্য সংশয় জাগে। কারণ আমি ধর্মনগরের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের সংগে যোগাযোগ করে যে জিনিষটা লক্ষ্য করছি তাতে এই সন্দেহ বোধ হয় অমূলক নয়, তবে প্রয়াস চালানো হচ্ছে যাতে ঐ সময়ের মধ্যে কাজগুলি শেষ করানো যায় এবং টাকাগুলি যাতে খরচ করা যায়। এই প্রয়াস সার্থক হবে বলে আমার মনে হয়। এডুকেশানের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ফর পেমেন্ট অব এরিয়ার এণ্ড সেলারি টু দি এপ্লয়ি টু দি নন্-গভর্ণমেন্ট সেকেণ্ডারী স্কুল, এই এরিয়ার এবং সেলারি, যে কথাটা বলা হয়েছে সেটা বিশেষ করে লক্ষ্য করেছি যে টিচারদের যে এরিয়া সেলারি পাওয়ার কথা ছিল সেগুলি দেওয়া হচ্ছে না, এমন কতকগুলি কেস আজ পর্য্যন্ত ঝুলে আছে, ডিপার্টমেন্টে যে কেসগুলির ফয়সলা হচ্ছে না বা ফাইনালাইজড হচ্ছে না বলেই আমরা দেখছি ওরা কোন দিন এই এরিয়ার পাবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে কোন কিছু বলা যায় না। ৫৮ বৎসর বয়স যাদের হয়েছিল তার সম্পর্কে আজ পর্য্যন্ত এমন কোন ডিসিশান দেওয়া হয়নি শিক্ষা অধিকারকে যে তাদের এরিয়ার দেবার জন্য, যার ফলে তাদের এরিয়ার দেওয়াটা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজকে নন-টিচার ষ্টাফ যারা ক্লাশ ফোর বা ক্লার্কের কথায় যখন আমরা আসছি তখন দেখছি গ্রান্ট-ইন-এইড-এর আওতায় নেওয়ার চেষ্টা সরকার করছেন। আমরা বিভিন্ন স্কুলে লক্ষ্য করেছি যে তাদের রিভাইজড স্কেল আজ পর্য্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না বা তার কোন ব্যবস্থাও করা হয়নি এবং যেখানে রিভাইজড স্কেল চালু করা হয়েছে, সেখানে এরিয়ার বেসিসে একটা সংকট দেখা দিয়েছে, সেই এরিয়া কবে থেকে দেওয়া হবে কারণ এই এরিয়া দিতে যে গ্রান্ট-ইন-এইডের প্রয়োজন সেই গ্রান্ট-ইন-এড সরকার থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। গ্রান্ট-ইন-এড রুল যেটা আছে তার পরিবর্ত্তন না হলে এটা আশা করা যায় না। তাদের জন্য যদি আলাদা গ্রান্ট দেন তাহলে তাদের এরিয়ার এবং স্কেল চালু রাখার ব্যাপারে ব্যবস্থা হতে পারে বলে আমার মনে হয়। সরকার এই দিকে চেষ্টা রাখছেন যার ফলে ক্লাস ফোর এবং ক্লার্ক তাদের গ্রান্ট-ইন-এইড রুল'এর আওতায় আনার কথা তাঁরা বিবেচনা করছেন আমরা জানি প্রাইমারী স্কুলের প্রাইমারী এডুকেশান-এ ফার্ণিচার প্রভৃতি কেনার জন্য টাকা রাখা হয়েছে। আমরা

জানি প্রাইমারী স্কুলের অবস্থা কি? প্রাইমারী জুনিয়ার বেসিক স্কুলগুলির আমরা গত ৩০ বছর ধরে দেখেছি ঐ স্কুলগুলি কি দুরবস্থায় এসে পৌচেছে। কোয়ালিশানের আমরা সময় শুনেছিলাম স্কুলগুলিকে মেরামতের জন্য ১ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে, যে কারণেই হউক হোক স্কুলগুলি সঠিকভাবে মেরামত হয়নি। আজ পর্য্যন্ত সেগুলি মেরামতের অভাবে ধুকছে। সেখানে ফার্ণিচার নেই। একটা স্কুলে আমি দেখেছি সেখানে ব্ল্যাকবোর্ড পর্য্যন্ত নেই, ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আলাপ করার পর তিনি বলেছেন আমি কিছু ব্ল্যাকবোর্ড ঠিক করতে পাঠিয়েছি। এই সব ব্যাপারে ডিপার্টমেন্ট লক্ষ্য রাখবেন সে বিশ্বাস আমাদের আছে, এবং এবং স্কুল বিল্ডিং মেরামতের যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজন মেটাতে সরকার যথাযথ দৃষ্টি রাখবেন বলে-আমরা মনে করছি। তাছাড়া সোস্তাল এডুকেশানের জন্যও কিছু টাকা ধরা হয়েছে বিভিন্ন খাতে, কিন্তু সেখানে প্রবলেম বহু আছে, সেগুলির সমস্যার সমাধান একদিনে করা যাবে তা সম্ভব নয়। সাধারনভাবে যেটা আমরা দেখছি সেটা হলো বালোয়াড়ী যে স্কুলগুলি আছে সেগুলির অনেকগুলিতেই মাষ্টার নেই এবং স্কুলগুলি রিপেয়ার হচ্ছে না। ১৯৭৪ সালে রামনগর এবং ধর্ম্মনগরের বেতাল্লা, এই দুটি স্কুল অর্ধেক মেরামত হয়ে পড়ে আছে কিন্তু আজ ৭৮ সাল এখনও সে কাজ সম্পূর্ণ হয় নি। পুরানো স্কুলগুলি কেন এখনও তৈরী হচ্ছে না তার পেছনে কি কোন ক্রিয়াশীল হাত কাজ করছে, সেটা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে। কেননা আমাদের সরকারের শুভ ইচ্ছা আছে এবং সরকার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। বালোয়াড়ী স্কুলগুলিতে বসার কোন ব্যবস্থা নেই ব্যাঞ্চ নেই। এবং অন্যান্য এডুকেশনাল মেটিরিয়েল যেগুলি থাকার কথা সেগুলিও নেই। বালোয়াড়ী স্কুলে ফুড প্রেনটেশানের প্রোবলেমগুলি সঠিকভাবে হচ্ছে কিনা সেটা সমাধানের জন্য এতদিন যেটা বিভিন্ন জায়গায় হয়নি বা চিন্তা করা হয়নি, বামফ্রন্ট এখন সেট করছেন এবং চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে কাজটা কতদূর অগ্রসর হচ্ছে সেটাও দেখার প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে আমি মনে করি। তাছাড়া নানা ধরণের একটিভিটিস আমরা লক্ষ্য করছি যেমন এডাল্ট লিটারেসি, ইন্টারন্যাল রুরেল লাইব্রেরী ইত্যাদি বিভিন্ন রকম প্রগ্রাম। এই সব প্রগ্রামগুলি যাতে যথাযথভাবে কার্য্যকরী হয় সেটা দেখবার প্রয়োজন আছে। এবং সেটা দেখতে হলে সুপারভিশনের কাজ কি ভাবে করা হবে এবং বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে তাদের কার্য্যক্রম দেখার জন্য কোন লোক ঠিক করা হবে কি না, সোস্তাল এডুকেশান অর্গেনাইজারের, সেই সম্পর্কে নির্দিষ্ট প্রয়োজন রয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়। আমরা বিভিন্ন ধরণের এইসব সমস্তাগুলি দেখছি, যেগুলি ৩০ বছর ধরে চলছে, এইগুলি রাতারাতি সমাধান হবে না এটা ঠিক। কিন্তু এই সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকার যে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছে, আমার বিশ্বাস আছে যে এর পরিবর্তন হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন আসা সেটা সম্ভব নয়। আমরা দেখছি জিনিষপত্র আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে বহু টাকা বছর বছর বেরিয়ে যাচ্ছে। ধর্ম্মনগর হয়ে যে জিনিষগুলি আসে সেখানে সেই জিনিষগুলি রাখা যায় ডিপার্টমেন্ট সেই কাজগুলি করতে পারে। আর না হয় ধর্ম্মনগর থেকে আগরতলা, আগরতলা থেকে বিভিন্ন সাব-ডিভিশনে কেরিং চার্জ বাড়বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা এই জিনিষগুলি লক্ষ্য করছি। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করছি কনট্রাকটিভ যে কাজগুলি সেগুলি ডিভিশনে

সেন্ট্রালাইজ হয়ে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ডিভিশন ও আগরতলা, যার জন্য ডিভিশনের উপর সেই কাজের দায়িত্ব দিয়ে এবং কিভাবে কাজগুলি করবে তা দেখার প্রয়োজন আছে। আমরা ডিপার্টমেন্টেল ওয়ার্কয়ের ক্ষেত্রে দেখেছি যে কন্ট্রাকওয়েতে কাজগুলি হয়, সেইসব ক্ষেত্রে অনেক টাকা বেশী লাগে। এবং এইগুলি কংগ্রেসী আমল থেকে চলে আসছে এইগুলি বন্ধ করা দরকার। আমরা হাসপাতালগুলিতে যা দেখছি তা বলবার নয়। দিন কয়েক আগে আমি ধর্মনগর হাসপাতালে গিয়ে ছিলাম সেখানে আমি ডাক্তারবাবুকে বললাম একটু পরিস্কার করতে পারেন না? বিছানার চাদরের যে অবস্থা এইগুলি পরিস্কার রাখা একান্ত দরকার। গন্ধে ঘরে ঢুকা যায় না। ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন আমার ষ্টাফ নাই। আমি নুতন জিনিষ পত্র পাচ্ছি না ঔষধ বাইরে থেকে কিনে আনতে হয়। তিনি বলেন ৩৫ হাজার টাকা আমি ঔষধের জন্য চাই এবং অমরপুর থেকে আনতে হয়। ৩০ হাজার টাকার ঔষধ আগরতলা মেডিকেল ষ্টোর থেকে দেওয়া হয়। সেটা রোগী যা আছে সেই রোগীর পক্ষে খুব বেশী নয় রোগী অনুযায়ী আরো বেশী ঔষধের প্রয়োজন। কোন হাসপাতালে ঔষধ থেকে না বেরিয়ে যায় এইটা কংগ্রেসী আমলেই আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছিল। বর্ত্তমান সময়ে এইসব যাতে না হয় এইগুলি যাতে সুন্দর সুষ্ঠভাবে চলে সেইদিকে নজর রাখতে হবে। আমার এই বিশ্বাস আছে যে বামফ্রন্ট সরকার যে প্রয়াস হাতে নিয়েছে সেই ক্ষেত্রে ঠিকভাবে টাকা খরচ হবে এটা ঠিক। এই বলে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া।

: কক বরক :

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, যে Supplementary বাজেত-ন আঙ মানি-অ। মন খুক সমর্থন বিথা। তাই্ব, তাবুক কতগুলি চিনি ত্রিপুরানি মুছুক বাংলা দেশ থাঙমানি, চিনি সরকার বনি চেষ্টা খালাইমা বাগয় আঙ বন হামজাক-খা। চুঙ গরীব, জাগাজমি পাই-অয়, মুছুক পাই-অয় কৃষি খাইনা বাগয় কোন উপায় কুরুইথা। মুছুক জোরা কাইছা কাইছানি দাম তাবুক ১,০০০ টাকা এমন অবস্থা অঙ তঙথা। কিন্তু কাইছাফান মুছুক পাই-অয় কৃষি খালাইনানি উপাশ কুরুই। তবে কতগুলি চিনি Supplementary বাজেত তুবুমানি মাধ্যমে-অ সব জাগা জাগা এলাকা-অ তুইনি ব্যবস্থা অঙনানি বাগয়, বা জাগা জাগা তুইনি বাঁধ, কল আচুকরিনা ব্যবস্থা—চিনি অনেক সুবিধা আশা খালাইকা। তিনি যে চিনি উপজাতি যারা হুক হুক চানাইরগ—বরগ চৈত্র মাসনি ১৫, তাই বৈশাখ মাসনি প্রথম হপ্তা—আফুরু মাই-চুলুই বিলি বন্টন খাই মানখালাই—অনেকই-ন যারা চিনি উপজাতি হুক হুক চানাইরগনি উপকার অঙনাই—বনি বাগয় Supplementary বাজেত তুবুজাকমানি আঙ খুব হামজাকথা। তবে চিনি যারা উপজাতি বুব সমিতি যারা খালাইনাই, এবং সদস্যরগ বরগ তেছা ওয়ানছক-না বাস্তা। অমনি ওয়ানছক-না বাস্তা—

ছিনকলে, যত চিনি উপজাতি বা জাতি যারা গরীব অংশ বরগ-ন ছানাম-না বাগয় তাবুক Supplementary বাজেত খাইমান আবন-ব বরগ সমর্থন খাই মায়া। যে রাজ্যপাল ভাষণ রিমান বরগ সমর্থন খাই মায়া। দুর্নীতি-নি মাধ্যমে যে কংগ্রেস চিনি উপর ৩০ বছর লাঞ্ছনা বঞ্চনা খাঁইকা,—যে সমস্ত চুত্তন পথের ভিখারী খাইকা, বরগনি আ দুর্নীতি-নি বাগয় তদন্ত কমিশন-নব বরগ সমর্থন খাই মায়া। বরগনি বুখা-ন ছাঅই মায়া। যেমন নকনি চারাইহা কাব ওখালাই মাথাক মায়া হিনকালাই, ওয়াছুঙগ মাইয়ুঙ দাঅই রিদি হিনতুই,— ওয়াছুচগ মাইয়ুঙ দাঅই রিদি হিনুই-দা তঙখা ছিরা-দ। ছাঅই মায়া। ভূমিয়া পুনর্বাসন বিল হিনুই বিল —সমর্থন খাই মায়া-ফন। তদন্ত কমিশন-ন সমর্থন খাই মায়া-ফন। যে Supplementary বাজেত-ন-ব সমর্থন খাই মায়া-ফন। যে তিনি উপজাতি বরকরগ-ন কতগুলি কাহাম খাইনা হিনকে-ব বন সমর্থন খাই মায়া-ফন। ব-ব-ন বরগ সমর্থন খাই মান-নাই? আও ছাঅই মায়া। তবে চিনি বামফ্রন্ট সরকার বনি-ব সদিচ্ছা-ন। যে কংগ্রেস চুত-ন বুছুক তাম-খে তিখালাই কালাঙ থাওকা—আপনি আজ পর্যন্ত দুইবার তিন বার বিধান সভা-অ আচুকমানি তামওগয় কংগ্রেস-ন থাইছা ফান হাম-ইয়া হিনুই মায়া অঙ? না কংগ্রেস-ন হাম-ইয়া হিনকালাই, চায়া হিনকালাই মানুগন-রগ আঘ ত-দা তঙ বন-ব চুঙ ছাঅই মায়া। তামওগয় কংগ্রেস-ন-ব মুচছা হাম-ইয়া হিনুই মায়া অঙ বা? আজ ৩০ বছর যাবত কংগ্রেস চুত-ন লাঞ্ছনা বঞ্চনা খাইকা। যে রাঙ কোটি কোটি ছকফাই-অ, রাঙ ছকফাই-কালাই অপব্যয় খাইঅ, কিছুটা আত্মসাৎ খাইখেই কিছুটা রাঙ ফিরগ রহর। তাবুক-ব নাইদি, গতবার ১৬ কোটি রাঙ তুবুই ফাইমানি, মাত্র ৪ কোটি-ছে রাঙ খরচ খালাই মান। কোন প্ল্যান প্রোগ্রাম কুরুই ব কাবতে রাঙ খরচ খালাই-নাই। আজকে চিনি ত্রিপুরা রাজ্য-অ মাচারা, মা-মুঙ-ইয়া, বলঙনি থা-রগ চাঅই-ছে, মুইয়া চাঅই-ছে তঙগ। আ জাগা, তিনি ১২ কোটি রাঙ ফিরগয় থাঙগ। তামওগয় এই অবস্থা হিনফলে বামফ্রন্ট সরকার ছাকা—নাইদি রাঙ ফিরগ রহকা—সেই জিনিষ-ন আপনিছঙ-ব যারা যুব সমিতিনি সদস্যরগ চিন্তা খাই দি। আদর্শগত-ব নাহাদি। তাবুক-ছে Supplementary বাজেত অঙলাইখ, এই বাজেত-যদি হাম-ইয়া তঙখাই আপনিছঙ সমালোচনা খাইদি। সমালোচনা-নি অধিকার তঙগ, মাননীয় সদস্যরগ অধিকার-গানাঙ। তাম খাই মায়া তঙনাই? তবে, মুঙ বাই, আঙ বাই, যারা হিংক, দুর্নীতি, যে টাউত, ব-ন রমনাই। মুঙ বাই আঙ শাসন খাইনাই ব-ন। যে মাননীয় সদস্যরগনি যতনি-ন সেই অধিকার তঙগ। হাজার হাজার লোক ভোট রিঅই যখন আপনিছঙ-ন গদি-অ আচুকরিখা—বিধান সভা-অ ফাইকা, তিনি বিধান সভাঅ নতুন যে সরকার নতুন যে ত্রিপুরা গ'ড়ি তিহানা নাইমা-ন—আপনিছঙ বন-ব সমর্থন রিখা খালাই, আপনিছঙ-বন ব লাইন থাঙনা নাই? আপনিছঙ পরিষ্কার ভাবে অব ছানানি বাস্তা। কাজেই চুঙ জাতি অমথে যাওনাই? যে ৩০ বছর কংগ্রেসনি শাসন যে দুর্নীতি আবনি তদন্ত কমিশন খাইনানি বন-ব নরগ সমর্থন রিখা ফন। তাই আমলে খাইনানি চুঙ? যতন আপনিছঙ মন থাইহা চিন্তা খাইদি। তবে আপনিছঙ কাতাল কাতাল ফাইমানি, আঙব কাতাল কাতাল-ন, তবে ওয়ানছক-লাই-অই তেহা চুঙ একত্র ভাবে হাত বাই হাত, কাঁধ বাই কাঁধ মিলিঅই যাতে গরীব অংশ-ন চুঙ তিহাই

আলাঙনা কগয়, যাতে চিনি বিছিঙগ কত ছিথক ভঙবাই-থ, তাকাত তঙগ, টাউত তঙগ, সমাজ-ন পরিবর্ত্তন থাইনা ছিনকাই, মনন পরিবর্ত্তন মা অভনা নাঙনাই—ব-ন চুঙ নাইচমনা বাস্তা নরগ বাই, চুঙ বাই। তবে আপনিছঙ যে কোন-ফান সমর্থন রিঅই মায়া ফন। Supplementary বাজেত-ন সমর্থন রিঅই—অরন আনি বক্তব্য জাইরিখা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া ঃ—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, এই Supplementary বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। আমি আরো আনন্দিত যে, বর্ত্তমানে আমাদের ত্রিপুরার গরু বাংলাদেশে পাচার হচ্ছে, আমাদের সরকার সেটাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে। আমরা গরীব, জায়গা জমি ও গরু কিনে কৃষি কাজ করার মত ক্ষমতা আমাদের নেই। এক জোড়া গরুর দাম এখন ১,০০০ টাকা, এমন অবস্থায় গিয়ে পৌছেছে। তাই, গরু কিনে কৃষি কাজ করার ক্ষমতা কারোর নেই। তবে Supplementary বাজেটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন এলাকায় জলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, বাঁধ দেওয়া, জলের কল বসানো ইত্যাদি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে—এতে করে আমাদের অনেক সুযোগ সুবিধা হবে আশা করি। আজকে যে সমস্ত উপজাতি, যারা জুমচাষ করে খায়, তাদেরকে চৈত্র মাসের ১৫ তারিখ এবং বৈশাখ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ধানের বীজ বন্টন করে দেওয়া হলে তাদের খুবই উপকার হবে। Supplementary বাজেটে এর ব্যবস্থাও রয়েছে দেখে খুব আনন্দিত হয়েছি। তবে আমাদের মধ্যে যারা উপজাতি যুব সমিতি করছেন এবং যারা এই সদস্য আছেন তাদের আরেকটু চিন্তা করা উচিত। কেন না, আমাদের উপজাতী এবং অন্যান্য যারা গরীব অংশের মানুষ, তাদের কল্যাণের জন্যই এই supplementary বাজেট আনা হয়েছে, অথচ এটাকে তারা সমর্থন করতে পারছেন না। রাজ্যপাল যে ভাষণ রেখেছিলেন, সেটাকেও তারা সমর্থন করতে পারেন নি। যে কংগ্রেস ৩ বছর যাবত দুর্নীতির মাধ্যমে আমাদের উপর লাঞ্ছনা বঞ্চনা চালিয়েছে, আমাদের পথের ভিক্ষারী করেছে, তাদের সেই সমস্ত দুর্নীতি তদন্ত করার জন্য যে তদন্ত কমিশন করা হয়েছে—সেটাকেও তারা সমর্থন করতে পারছেনা। তাদের মতলব বুঝতে পারছি না। যেমন ঘরের শিশু কাঁদতে শুরু করে তাকে সহজে থামানো যায় না —বলে চোঙগার ভেতরে হাতী ভরে দাও। তারাও কি "চোঙগার ভেতরে হাতী ভরে দাও এইরকম আবদার করছেন? বলতে পারছি না। জমি পুর্নবাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে—তারা সমর্থন করতে পারছে না। তদন্ত কমিশনকেও নাকি সমর্থন করতে পারছে না। যে Supplementary বাজেত পেশ করা হয়েছে সেটাকেও নাকি সমর্থন করতে পারছেন না। আজকে উপজাতী কল্যানে যে সমস্ত কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে সেগুলিকেও নাকি সমর্থন করতে পারছেন না। কোন জিনিষকে তারা সমর্থন করবেন? আমি সেটা বুঝতে পারছিনা। তবে আমি বলতে চাই—বর্তমান যে বামফ্রন্ট সরকার, তার সদিচ্ছা আছে কাজ করার যে কংগ্রেস আমাদেরকে কতটুকু নীচে ফেলে দিয়ে গেছে—আজকে আপনারা দুইদিন তিনদিন বিধানসভায় এসে বসেছেন—কেন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতে পারছেন না? নাকি কংগ্রেসকে মন্দ

বললে, সমালোচনা করলে মাননীয় সদস্যরা মনে আঘাত পান—সেটা আমরা বুঝতে পারছিনা। কেন, কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতে পারছেন না? আজ ৩০ বছর যাবত কংগ্রেস আমাদের লাঞ্ছনা বঞ্চনা করেছেন। যে কোটি কোটি টাকা আসে, টাকা মঞ্জুর হয়ে এলে অপব্যয় হয়, কিছু টাকা আত্মসাৎ করা হয়, কিছু টাকা ফেরৎ যায়। আজকেও দেখুন, গত বছর ১৬ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়ে এসেছিল, এর মধ্যে মাত্র ৪ কোটি টাকা খরচ করতে পেরেছে। কোন প্ল্যান-প্রোগ্রাম নেই যে কোন বাবতে টাকা খরচ করা হবে। আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনাহার অবস্থা চলছে, বনের আলু, বাঁশের কড়ুল খেয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। সেই জায়গায় আজকে ১২ কোটি টাকা ফেরৎ যায়। বামফ্রন্ট সরকার, এই অবস্থা, কেন এত টাকা ফেরৎ যায় এই সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছে। আপনারা যারা যুব সমিতি সদস্যরাও এই জিনিষকে চিন্তা করে দেখুন। আদর্শের দিক দিয়েও চিন্তা করুন। এখন Supplementary বাজেট পেশ করা হয়েছে মাত্র। এই বাজেতের খারাপ দিক থাকলে আপনারা সমালোচনা করুন। সমালোচনার অধিকার মাননীয় সদস্যদের আছে। কেন করতে পারবেন না? তবে, আপনারা আমরা একসাথে মিলিতভাবে যারা চোর, দুর্নীতিগ্রস্ত, যারা টাউট, তাদেরকে ধরতে হবে। আপনারা আমরা মিলিতভাবে তাদের শাসন করবো। মাননীয় সদস্যদের সবারই সেই অধিকার আছে। হাজার হাজার মানুষ ভোট দিয়ে আপনাদের নির্ব্বাচিত করেছেন, বিধানসভায় এসেছেন, আজকে নতুন যে সরকার নতুন ত্রিপুরা গড়ে তোলার জন্য যে প্রচেষ্টা নিচ্ছেন— আপনারা যদি এটাকে সমর্থন না করেন, তাহলে আপনারা কোন পথে চলতে চান? আপনারা পরিস্কারভাবে এখানে আপনাদের মতামত প্রকাশ করা উচিত। কাজেই, আমরা কিভাবে রক্ষা পাবো? কারণ, যে কংগ্রেস ৩০ বছরের শাসনে দুর্নীতি করেছে, সেটার তদন্ত করার জন্য কমিশন গঠন করা হয়েছে সেটাকেও আপনারা সমর্থন জানাতে পারছেন না। আমরা আর কি করতে পারি? এই একটা বিষয় আপনার চিন্তা করে দেখুন। তবে, আপনারা নুতন এসেছেন, আমিয় নুতন এসেছি, আরো চিন্তাভাবনা করে একত্রভাবে হাতে হাত, কাঁধে কাঁধ মিলে যাতে গরীব অংশ মানুষের উন্নতির জন্য, সমাজের মধ্যে যারা চোর, ডাকাত, টাউট তাদের উৎখাত করতে হবে। সমাজকে পরিবর্ত্তন করতে হলে, আগে মানুষের মনের পরিবর্ত্তন আনা দরকার আমরা আপনারা সবাই সেইদিকে নজর রাখতে হবে। অথচ, আপনারা কোন কিছুই সমর্থন করতে পারছেন না। Supplementary বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীফয়জুর রহমান:— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে যে সাপলিমেন্টারী গ্র্যান্ট ফর দি ইয়ার ১৯৭৭-৭৮ উপস্থাপন করা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করি। বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেসী শাসনে আমরা দেখেছি যে ধনিক শ্রেণী আরও ধনী হয়েছে, জোতদার আরও বড় জোতদারে পরিণত হয়েছে একতালার মালিক দু তালার মালিক হয়েছে, দু তলার মালিক তিন তালার মালিক হয়েছে। এইভাবে বিরাট অর্থের মালিক হয়েছেন তারা। অপর দিকে ৪/৫ কানি জমির মালিক ছিলেন তিনি ভূমিহীনে পরিণত হয়েছেন। কংগ্রেসী শাসকগণ গ্রামে গঞ্জে গিয়ে বলত যে আমরা ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ লোকের অন্নের সংস্থান করব এবং ত্রিপুরাকে

উন্নতি করব। কিন্তু বিগত তিন দশক ধরে ত্রিপুরার কতটুকু উন্নতি হয়েছে, আজকে ত্রিপুরার বাস্তব চেহারা কি তা বোধ হয় প্রতিটি ত্রিপুরাবাসীরই জানার কথা এবং জানেন বলেই আজকে কংগ্রেসকে তারা ডাষ্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছেন। আজকে শিক্ষার ক্ষেত্রের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখব যে শিক্ষা ক্ষেত্রে উনারা কি অসহনীয় অবস্থার সৃষ্টি করে গেছেন। আজকে ত্রিপুরায় ৫৫ হাজার বেকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রায় অর্দ্ধেকেরও বেশী ভাংগা। কোনটি হয়তো বেড়া নেই, কোনটির চাল নেই, আবার কোনটির ও হয়ত অস্তিত্বই নেই। ঘরের ভিতর দিয়ে তাকালে আকাশ দেখা যায়। আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়েছেন স্বভাবতই আমরা আশা করব যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে সেগুলির কিছু উন্নতি হবে। কংগ্রেস আমলে মুসলিম এলাকাগুলিতে যেখানে শিক্ষা দীক্ষার কোন উন্নতি হয় নি, সিনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিতে আরবী ভাষায় শিক্ষা দেবার জন্য কোথাও কোন মৌলবী নেই। বিগত ৩০ বছর মধ্যে একটি সিনিয়ার বেসিক স্কুলেও কংগ্রেস সরকার মৌলোবী দেন নি। উক্ত বিষয়টির জন্য আমি বর্ত্তমান সরকারের কাছে আবেদন রাখছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরাতে ১০টি সাবডিভিশান আছে। প্রায় প্রত্যেকটি সাবডিভিশানেই প্রতি বছর বন্যা হয়। বিশেষ করে উত্তর ত্রিপুরাতে সবচাইতে বেশী বন্যা হয়। সেখানকার কুর্ত্তী, ব্রজেন্দ্রনগর প্রভৃতি জায়গায় প্রতি বছরেই ভয়ংকর বন্যা হয়, যার ফলে সেখানকার প্রত্যেক মানুষকে বন্যার সময় অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়। সুখময়বাবুর কাছে সেই কুর্ত্তীর বাঁধের জন্য অনেক আবেদন করা হয়েছিল। সুখময়বাবু বোধহয় চেয়েছিলেন যে বাঁধ না দিয়ে কি করে কুর্ত্তীর জল রোধ করা যায়, কিন্তু আজকে সুখময়বাবু নেই, কিন্তু বন্যা প্রত্যেক বছরেই কুর্ত্তীকে ভাসাইয়া দেয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সুখময় বাবু এবং তার সহযোগী যারা আছেন তারা এই সাপলিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করেন না। তার কারন হলো অন্যান্য বারের মতো যা খরচ না করে খাতায় লেখা হতো, এবার তো তা হবে না। এবার খরচ করা হবে তা ঠিক ঠিক খাতায় লেখা হবে। অন্যান্য বার ১০ হাজার টাকা খরচ করে ৫০ হাজার টাকা খাতায় লেখা হত। কিন্তু এবার আর তা হবে না। সেইজন্য উনারা এই সাপলিমেন্টারী গ্র্যান্টকে সমর্থন করতে চাইছেন না। সুখময় সেনগুপ্ত, রাধিকারঞ্জন গুপ্ত, প্রফুল্ল কুমার দাস প্রভৃতি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীরা মুসলিম এলাকাতে গিয়ে নানা রকম আশ্বাস দিতেন, যা আজ পর্য্যন্ত হয় নি। যাক্ সেগুলির মধ্যে আমি যাচ্ছি না উনারা মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে বলতেন যে ত্রিপুরাতে যদি কংগ্রেস সরকার না থাকে তাহলে ত্রিপুরার মুসলমানগণ একদন্ডাও ত্রিপুরাতে থাকতে পারবে না। এই হিন্দু এবং ট্রাইবেল যারা আছে, তারা তোমাদেরকে এই রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেবে। কাজেই তোমরা যারা মুসলমান আছ তারা সবাই গিয়ে কংগ্রেসকে ভোট দেবে। ভোট যদি না দাও তাহলে ত্রিপুরার থাকতে পারবে না। কিন্তু কৈ বামফ্রন্ট সরকার তো ত্রিপুরাতে ক্ষমতাসীন হয়েছে, কিন্তু একটি মুসলমান ও তো ত্রিপুরা থেকে বিতাড়িত হয় নি? সবাইতো ত্রিপুরাতে সুন্দরভাবে বসবাস করছে এবং আগামী দিনে ত্রিপুরাবাসী আরও সুখী হবে এবং বামফ্রন্ট সরকার যে আশা ও উদ্যোগ নিয়ে ত্রিপুরাতে ক্ষমতাসীন হয়েছেন যে ত্রিপুরাকে সুখী ও সমৃদ্ধ করবো, আমি আশা করি তাদের এই আশা বাস্তবায়িত হবে। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীতরণী মোহন সিনহা :— মিঃ স্পীকার, স্যার আমি সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করি, সমর্থন করি এই কারণে যে বাজেটের মধ্যে গ্রামের সাধারণ কৃষক, সাধারণ গরীব মানুষ, সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের উন্নয়নের জন্য যে কতকগুলি প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে, তাতে আগামী দিনে সাধারণ মানুষ, অবহেলিত শোষিত বঞ্চিত মানুষের একটা মংগলের পরিস্কার ছবি তুলে ধরা হয়েছে। আমি এখানে দেখলাম এই বাজেটে গ্রামে বৈদ্যুতিকরণের জন্য একটা টাকা ধরা হয়েছে। আমি এ প্রসংগে দুই একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। কংগ্রেস রাজত্বে —দাস মন্ত্রীসভা পতনের পর, গুপ্ত মন্ত্রীসভা যখন আসে সে সময়ে আমরা দেখেছি যে ফটিকরায় হাসপাতালের উপর দিয়ে সুবল বিশ্বাসের বাড়ীতে ইলেকট্রিক লাইন নিয়ে যাওয়া হয় আর তার পাশে হাসপাতালে ডেলিভারী কেস হচ্ছে মোমবাতি জালিয়ে, সেটা তাঁদের চোখে পড়লনা, সে তাঁর ব্যক্তি সার্থে ইলেকট্রিক লাইন বাড়ীতে নিয়ে যায়। কিন্তু আজ ভারতবর্ষ তথা ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামের সার্বিক উন্নতি হবে সেটা এই বাজেটে প্রতিফলিত হচ্ছে দেখে আমি আনন্দিত। এই বাজেট ত্রিপুরার স্বাস্থ্যের দিক থেকে, পানীয় জলের দিক থেকে উন্নতি করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রাক্তন কংগ্রেস আমলে আমরা দেখেছি বহু রিং ওয়েল, টিউব ওয়েল বসানো হয়েছিল, কিন্তু হাজার হাজার টিউব ওয়েল, রিং ওয়েল অকেজো হয়ে পড়ে আছে, সেটার দায়িত্ব আজকে বামফ্রন্ট সরকারকে নিতে হচ্ছে। পূর্ববর্তন সরকার যা করেছিল তা ছিল তাদের ঘরবাড়ী সাজানোর জন্য, ইলেকট্রিক বাতি নিজেদের স্বার্থে নিয়োগ করেছিল, তাদের বাড়ী ঘর, তৈরী করা ইত্যাদি সেই গুপ্ত মন্ত্রীসভায় আমরা দেখেছি, গরীবের স্বার্থ তাদের চোখে পড়েনি কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, তাতে করে গ্রামের সাধারণ মানুষ আগামী দিনে জল পাবে, সুচিকিৎসার সুযোগ পাবে এই বাজেটে তার সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তাই আমি এই বাজেটকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং এই বাজেটের আরেকটি বিষয় দেখে আমি আনন্দিত হলাম সেটা হল আজকে শিক্ষা খাতে গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষা কেন্দ্র এবং হাইস্কুলগুলি মেরামত করার জন্য, নুতন ঘর তৈরী করার জন্য টাকা ধরা আছে, তাতে স্পষ্ট বুঝা যায় গ্রামের কৃষকের ছেলেরা শিক্ষার সুযোগ পাবে। আজকে যদি স্বাক্ষর সংগ্রহ করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে গ্রামে নিরক্ষরের সংখ্যা অনেক বেশী। কংগ্রেস সরকারের অপদার্থতার জন্য গ্রামের একটা বৃহত্তর অংশ নীরক্ষর ছিল। আমি আজকে দেখছি যে বামফ্রন্ট সরকার গ্রামের দূর দুরান্তে স্কুল তৈরী করা এবং স্কুলের উন্নতি সাধনের জন্য বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে, কাজেই আমি এই বাজেটকে স্বাগত না জানিয়ে পারছিনা।

এখানে আরেকটা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে পানীয় জলের ব্যবস্থার জন্য। পানীয় জলের বিশেষ প্রয়োজন, জলের আরেক নাম জীবন, তাকে নিয়ে কংগ্রেস সরকার ছিনিমিনি খেলেছিলেন, সাধারণতম যে জল, সে জল মাটীর নীচে প্রচুর আছে, কিন্তু কংগ্রেস সরকার গত ৩০ বছরে এর কোন পরিকল্পনা করেনি, জল পাওয়ার কোন চেষ্টা করেনি, উপরন্তু যেখানে নাকি জলের ব্যবস্থা ছিল সেখানে দেখা যায়—যেমন ফটিকরায় হসপিটালে জলের ট্যাংকী আছে, জল নেই, একটি পাকা রিংওয়েল আছে অথচ জল তুলার কোন ব্যবস্থা নেই মাটির নীচে, হসপিটালে জল দেওয়ার জন্য পাইপ দেওয়া আছে, অথচ জল যায় না, পাশের একটা পুকুর

থেকে পচা ঘোলা জল এনে সেই জল রোগীর চিকিৎসা করা হচ্ছে, এতে রোগীর রোগ ভাল না হয়ে উপরন্তু রোগ বাড়বে, নানা রোগে আক্রান্ত হবে গ্রামবাসী। আজকে এই বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তাতে গ্রাম'এর জনসাধারণ একফোঁটা জল খেয়ে অন্ততঃ বাঁচতে পারবে এ আশা আমরা করতে পারি। আমরা বিরোধী পক্ষের সদস্যরা এখানে সমালোচনা এনেছেন। এ সম্পর্কে আমার একটা কথা বলতে হয়। গ্রামে এক শ্বাশুরী বৌকে বলেছেন যে ভাজাতে নুন নেই কেন? তাঁদের সমালোচনা শুনেও এরকমই আমার মনে হয়। বিরোধী দলের সদস্যরা এত বড় একটা সুসংহত বাজেটের বিরুদ্ধে তাঁরা কোথায় সমালোচনা করছেন সেটা বুঝতে পারছিনা। বাজেট জনগণের সার্থে—এখানে ট্রাইবেল, নন-ট্রাইবেল, সাধারণ মানুষ সবাই উপকৃত হবে, অথচ তাঁরা তার বিরোধীতা করছেন। জনগণের সার্থ এখানে তাঁরা ভুলে গেছেন। এইভাবে প্রলাপ বকার যে ফল সুখময় সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভা, দ স মন্ত্রীসভার পতন হল, তার থেকে তাঁদের শিক্ষা নেওয়া উচিত ছিল। আমি এই বাজেটকে সমর্থন জানাচ্ছি এইজন্যে যে এই বাজেটে খেটে খাওয়া মানুষ'এর জন্য রাস্তাঘাট তৈরী করার জন্য ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, ফটিকরায় নুতন করে রাস্তা তৈরী করারও প্রস্তাব আছে। কংগ্রেস আমলে আমরা দেখেছি টাকার অপচয় করা হয়েছে। আগে যা ঘটত আবার তাই ঘটছে এক অদ্ভুত কথা। সেই যে বাজেটের টাকা ত তারা অপচয় করত আজকে যে বাজেট তৈরী হয়েছে সেটা আগামী দিনে জনসাধারণের জন্য খরচ হবে। সেটাকে সমালোচনা করা এখন উচিত নয়। বিরোধী দলকে আমি অনুরোধ করব যে এইভাবে সমালোচনা না করে আগামী দিনে যেন তাঁরা এগিয়ে আসেন এবং এই বাজেটে শিক্ষার জন্য, স্বাস্থ্যের জন্য তৈরী করা হয়েছে। এই বাজেট যদিও কম তবুও বিগত দিনের কংগ্রেস রাজত্বে যে অপচয় ঘটেছিল, সেই বিরোধী দলের নেতারা একদিন সুখময় সেনগুপ্তকে সভাপতি করেছিল, তারাই এই বাজেটকে বিরোধীতা করছেন। কারণ এই বাজেট সাধারন মানুষের কল্যাণের জন্য হবে, এই বাজেট দ্বারা আমরা নিশ্চয়ই কিছু সাধারণ লোকের উপকার করতে পারব। সেজন্য বিরোধী দলের নেতাদের আহ্বান করছি তাঁরা যেন এই বাজেটের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। এই বলেই আমি এই বাজেটকে অভিনন্দন জানাই।

শ্রীসুমন্ত দাস :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে বাজেট বিতর্ক এর দ্বিতীয় দিনে বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করে আমি বলছি গত দীর্ঘ ৩০ বৎসরের যে বাজেট আমরা কংগ্রেসী আমলে দেখেছি সেই বাজেট থেকে এই বাজেট অত্যন্ত বলিষ্ঠ বলে আমি মনে করি। কারণ গত ৩০ বৎসরে দেখা গেছে যে স্বাস্থ্যের দিক দিয়েই হোক, শিক্ষার দিক দিয়েই হোক অথবা অন্যান্য যেসব দিকগুলি আছে সবদিক দিয়ে যে বাজেট্ট করত এবং তারা নামে মাত্র যে বাজেট্ট রাখত, কিন্তু দেখা গেছে বাস্তব ক্ষেত্রে সেই টাকা ঠিক ঠিক ভাবে খরচ করা হত না। যেমন হসপিটালের দিক দিয়ে আমরা দেখেছি, হসপিটালের রোগীরা যখন রোগের যন্ত্রনায় ছটফট করে তখন ডাক্তার বলতো ঔষধ নেই। একটু রঙিন জল ছাড়া তাদের ভাগ্যে আর কিছুই জুটতো না। খাদ্যের দিক দিয়ে আমরা দেখেছি চাল কুমড়ো এবং ডাটা ছাড়া আর কিছু জুটতো না। কিন্তু যদি ধনীর ছেলে যেত তাহলে তাদের জন্য আসতো দুধ, সব রকমের

জিনিষ এর ব্যবস্থা থাকতো। সেই কংগ্রেসী আমলের যে বাজেট সেই বাজেটে আমরা দেখতে পেতাম জলের ব্যবস্থার জন্য শত শত নলকূপ এবং শত শত টিউবওয়েল এইসব রাস্তাঘাটে পড়ে থাকত। সেগুলির মুখ দিয়ে জল বেরোত না। সেগুলির সুব্যবস্থা ছিল না, রি-সিংকিং এর ব্যবস্থা ছিল না। সেজন্য থেকেও দেশের মানুষ জলের ব্যবহার করতে পারত না এবং যার জন্য দিনের পর দিন তারা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ত।

আজকের এই বাজেটে আমি দেখলাম যে জলের ব্যবস্থার জন্য এবং রাস্তাঘাটের সুব্যবস্থার জন্য' ভাঙা স্কুলগুলির মেরামতের জন্য, নূতন প্রাইমারী স্কুল স্থাপনের, এইগুলি সম্প্রসারনের যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ সেটাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। বিগত ৩০ বৎসরে আমরা দেখেছি যে স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীদের জন্য যে বুক গ্রান্ট দেওয়া হত, যদিও সামান্য তবুও এটা ব্যবহার হত না। সেটা জানুয়ারী মাসে প্রয়োজন, কারণ ছাত্রছাত্রীরা যদি জানুয়ারী মাসে পায় ত হলে সেসান এর প্রথম থেকেই তারা সুযোগ সুবিধা পেত। তাহলে তারা পরীক্ষায় ফল ভাল করতে পারত। কিন্তু দেখা গেছে জানুয়ারী, ফেবরুয়ারী, মার্চ অতীত হয়ে যায়। ছাত্রছাত্রীরা পড়তে পারে না। সরকারী বই পাওয়া যায় না। গরীব ছাত্রছাত্রীরা বই কিনতে পারে না। শেষ পর্য্যন্ত বৎসরের শেষের দিকে দেখা গেছে বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীরা ফেল করে বসে আছে। তার জন্য দায়ী কে? তার জন্য দায়ী আমি মনে করি এই কংগ্রেস সরকার যারা নাকি বিগত ৩০ বৎসর এই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই বাজেটে আমি সুন্দর এবং সুষ্ঠু কতগুলি জিনিষ দেখলাম। সেটা হল আগামী দিনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য টিফিনের ব্যবস্থা এবং বই পত্র দেওয়া জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে চালু করা হবে। তার জন্য আমি আমি অত্যন্ত আনন্দিত এবং আমি এই এই বাজেটকে অভিনন্দন জানাই। আর দেখলাম যে কৃষির দিকে এই ত্রিপুরা রাজ্য শতকরা ৯০ জন লোক কৃষিজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল; তাই কৃষির দিকে লক্ষ্য করলে আমরা বিগত দিনে দেখেছি কৃষির দিকে নজর দেওয়া হয়নি। আমরা দেখেছি এই ত্রিপুরা রাজ্যে এক হাত মাটি যদি খুঁড়া হয় তাহলে সেখানে প্রচুর জল আছে। কিন্তু ৩০ বৎসরে কংগ্রেসী শাসনে কৃষির উন্নতি হয় নি, বরঞ্চ অবনতি ঘটেছে। আজকে বাজেটে দেখেছি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভার ফ্লো রয়েছে। সেগুলি যদি আগামী দিনে কৃষির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তাহলে আমরা আশা করব আগামী দিনে কৃষি ক্ষেত্রে স্বনির্ভরশীল হওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। সেজন্য আমি এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন করব।

আর আমাদের বন্ধু যারা বিরোধী গ্রুপের সদস্য তারা এই বাজেটকে সমর্থন করতে পারছেন না। কারণ এটা বামফ্রন্ট সরকার। ৩০ বৎসরের দুর্নীতিকে তারা অবনত মস্তকে মেনে নিয়েছেন। উনারা মায়া কান্না কাঁদছেন উপজাতি ভাইদের জন্য। আমি বলব, বিশেষ করে গত রাষ্ট্রপতি শাসনের সময়ে উপজাতি, জাতি, ছোট ছোট কৃষক জুমিয়াদের উপর যেমন খাজনার দায়ে, ঋণের দায়ে তাদের ঘর থেকে গরু বের করে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তখন কি তারা কংগ্রেসের সরকারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন যে না কংগ্রেস সরকার তোমরা অন্যায় অবিচার করো না? তখন তো তারা ঐ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা কথাও বলেন নি। তারা সেটা বলতে পারেন না, কারণ তাদের জন্ম হয়েছে কংগ্রেস থেকে, কাজেই সেই জন্মদাতার সমালোচনা করা অবশ্য শোভা পায় না। তাই তারা আমাদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গী বা নূতন

ত্রিপুরা রাজ্য গড়ে তোলার যে চেষ্টা অথবা আবহাওয়া সৃষ্টি হতে চলেছে, সেটাকে সমর্থন করতে পারছেন না। কিন্তু আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের প্রতিনিধি হয়ে এই বিধানসভায় এসেছি এবং ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষ আজকে অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়েনুতন বামফ্রন্ট সরকারের দিকে চেয়ে আছে, তারা বামফ্রন্ট সরকারের কার্য্যকলাপ দেখতে চায়। সেই কারণে আমরা নিঃসহায় মানুষদের বিরুদ্ধে কোন রকম কাজ কর্ম করতে পারি না, তারা এতে সমর্থন করুক আর না করুক। আমরা বামফ্রন্ট সরকার এসেছি আমরা আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি রেখে জনসাধারণের জন্য যে সমস্ত কাজ করার দরকার, সেগুলি আমরা করে যাব। তাছাড়া আর এক দিকে দেখা গিয়েছে যে বিগত দিনে প্রত্যেকটা পরিকল্পনায় ঐ কংগ্রেসী সরকার তাদের নিজেদের অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছেন, কারণ তারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের অভাব অনটন নেই বলে, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সুস্থ ও সবল বলে প্রতি বছরের শেষে টাকা খরচ না করে, কেন্দ্রের কাছে ফেরত পাঠাত। কিন্তু আমরা বামফ্রন্ট সরকার আর একটি পয়সাও কেন্দ্রকে ফেরত দেব না, সব টাকাই আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের সার্থে খরচ করব। কারণ আমরা নির্বাচনী ইস্তাহারে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি, সেই প্রতিশ্রুতি আমরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

"কক বরক"

শ্রীমন্দিদা রিয়াং :—মাননীয় ডেপুটী স্পীকার স্যার, ম অতিরিক্ত যে বাজেট মন আঙ পূর্ণ সমর্থন খাইঅ। মন সমর্থন খাইঅ—কংগ্রেসনি রাজত্ব চুঙন তাম খাইকা আবন কিছুটা উল্লেখ খাইনা বাস্থা। যে ৩০ বছর কংগ্রেসনি রাজত্বনি সময়-অ বরগ মতুই-যে অতিরিক্ত বাজেট তুবুই ফাই-অই মুষ্টিমেয় ধনীক গোষ্ঠী নিজিনি-স্বার্থঅ ব্যবহার এবং দালালবগ বাই বরগ রাঙ আত্মসাৎ খাইঅ। কিন্তু তাবুক চিনি বামফ্রন্ট সরকার ম অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ-ন যে শতকরা ৯৯ জন শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত বরগনি স্বার্থে-অ ই রাঙ কাজ খাইয়ানু চিনুই আঙ বিশ্বাস খাইঅ। ত্রিপুরা রাজ্য-নি যে ব্যাপক এলাকা, বিভিন্ন এলাকা-অ ৩০ বছর কংগ্রেসনি রাজত্ব-অ চুঙ বঞ্চিত শোষিত অবহেলিত যে এলাকা, আবতুই এলাকানি একটা উদাহরণ রিওয়ানু। আঙ কাঞ্চনপুর এলাকানি কক-ন ছানাই। মতুই বিভিন্ন এলাকা ত্রিপুরা-অ ঘটনা তঙগ,। কাঞ্চনপুর লক্ষাধিক বরক বাস খাই তঙগ, সে জাগা রাস্তাঘাট কুরুই ইলেকট্রিক কারেন্ট কুরুই, পানীয় জল-নি কোন কিছু ব্যবস্থা কুরুই। কাঞ্চনপুর পাকা ব্রীজ কুরুই আগিনি কংগ্রেসনি এতদিন রাজত্ব-অ। কিন্তু তাবুক বর্ত্তমান যে চিনি বামফ্রন্ট সরকার শাসন ক্ষমতা মানমানি পর যে রাস্তাঘাট, যে ৩০ বছর কংগ্রেস সরকার রাস্তাঘাট থাইয়া জাগা-অ—পেঁচারথল হইতে কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত রাস্তাঘাট-নি কাজ চলি তঙগ। আঙ আশা খাইঅ আগামীদিন মতুই থাইঅই, কাহামখে ম অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দনি রাঙ আর কাজে নাওগানু। যে ৩০ বছর চুঙ ইলেকট্রিক কারেন্ট মান্না অঙ তঙমা জাগাঅ তাবুক কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত তার হুগয়খা। ইলেকট্রিক মাননানি আশা আকাঙ্খা চিনি তাবুক পূরণ অঙগানু। আশা খাইঅ—তাবুক বর্ত্তমান চিনি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা মানমানি পর আবনি এগ্রিকালচারনিয়ত কিছু অফিসার-রগ কর্ম্মচারী-রগ প্রত্যেক গ্রাম কৃষি উন্নয়ননি বাগন, যে বরো ফসলনি বাগন, বাঁধ রিনো বাগন—মতুই কাজে-অ ই

অতিরিক্ত রাঙন খরচ খাইনানী বাগয় বরগ চেষ্টা খাইয়ানু। রাস্তাঘাট মানফিলা, তাবুক কাম আরম্ভ অওলাহা। আবনি বাগয় আঙ আশা থাইঅ—ম অতিরিক্ত রাঙ-ন কৃষি, জনস্বাস্থ্য কাজে খরচ অঙগানু। ৪০ বছর কংগ্রেসনি রাজত্ব-অ যে শিক্ষা বৈষম্য অঙখা, আঙ বিশ্বাস খাইঅ-তাবুক যে চুঙ বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা ব্যবস্থা-ন সুষ্ঠভাবে পরিচালনা খাইয়ানু হিনুই। ৩০ বছর কংগ্রেসনি রাজত্ব-অ বরগ তাম খাইকা ? একটা হাইস্কুল কাঞ্চনপুর, আব হাইস্কুল—কোন ফার্নিচার কুরুই, আচুকনা ব্যবস্থা কুরুই, হাইস্কুল হিনুই রিঅই তনন কোন মাষ্টার কুরুই—যে সিনিয়র বেসিকনি মাষ্টার রগছে চালাক তঙগ। কংগ্রেস সরকার হাইস্কুল রিজ শিক্ষক তাবুক পর্যান্ত রিঅই মায়া। যে আরঅ কোন আসাবাব পত্র কুরুই, যে উপজাতি ট্রাইবেল বোর্ডিং হিনুই তঙগ আরব কোন সুষ্ঠ ব্যবস্থা কুরুই। আশা খাই-অ তাবুক চিনি বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষক রিঅই, আরঅ মাষ্টার রিমা বাগয় চেষ্টা খাইয়ানু। যে অতিরিক্ত বাজেট-ন চিনি ত্রিপুরানি ১৭ লক্ষ বরকনি স্বার্থঅ কাজে লাগিয়ানু হিনুই বিশ্বাস খাইঅ। ম বাজেট বরাদ্দ-ন আঙ সমর্থন খাইঅ—অরন আনি কক শেষ খাইকা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীমন্দিদা রিয়াং ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই অতিরিক্ত বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি। এটাকে সমর্থন করার সাথে সাথে কংগ্রেসের রাজত্ব আমাদের কি করেছে সেগুলির কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। যে ৩০ বছর কংগ্রেসের রাজত্বের সময়ে তারা এই ভাবে অতিরিক্ত বাজেট এনে মুষ্টিমেয় ধনীক গোষ্ঠীর স্বার্থে এবং দালালদের মারফতে তারা সেই টাকা নিজেরা আত্মসাৎ করত। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এই অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দকে শতকরা ৯৯ জন শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষের স্বার্থে ব্যয় করা হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। ত্রিপুরা রাজ্যের যে ব্যাপক এলাকা, ৩০ বছর কংগ্রেসের রাজত্বে বঞ্চিত শোষিত অবহেলিত যে সমস্ত আমাদের এলাকা, এমন এলাকার একটা উদাহরণ আমি দেব। আমি কাঞ্চনপুর এলাকার কথা বলতে চাই, যদিও এই রকম বহু এলাকা ত্রিপুরায় আছে কাঞ্চনপুরে লক্ষাধিক লোক বাস করে, অথচ সেখানে রাস্তাঘাট নেই, ইলেকট্রিক কারেন্ট নেই, পানীয় জলের কোন কিছু ব্যবস্থা নেই। এতদিনের কংগ্রেসী রাজত্বে কাঞ্চনপুরে কোন পাকা ব্রীজ হয়নি। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেস সরকার ৩০ বছর যাবত যেখানে রাস্তাঘাট তৈরী করেনি সেখানে পেঁচারথল থেকে কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত রাস্তাঘাট তৈরীর কাজ চলছে। আমি আশা করি, আগামী দিনেও ঠিক এই ভাবে এই অতিরিক্ত বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকা সুষ্ঠ ভাবে ব্যয় করা হবে। যেখানে৩০ বছর যাবত আমরা ইলেকট্রিক কারেন্ট পাইনি, বর্তমানে সে জায়গায় কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত ইলেকট্রিক তার গিয়ে পৌঁছেছে। ইলেকট্রিক এর জন্য আমাদের আশা আকাঙ্খা এখন পূরণ হবে। আশা করি বর্তমান আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সেখানকার এগ্রিকালচার অফিসার, কর্মচারী যারা আছেন, তারা গ্রাম এলাকায় কৃষি উন্নয়নের কাজে, বরো ফসল উৎপাদনের কাজে, বাঁধ তৈরীর কাজে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের টাকা খরচ করার চেষ্টা করবেন। রাস্তাঘাট হবে, বর্তমানে কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই কারণেই আমি আশা রাখি এই

অতিরিক্ত টাকা কৃষি জনস্বাস্থ্য ইত্যাদির কাজে ব্যয় হবে। ৩০ বছরের কংগ্রেসী রাজত্বে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, আমি বিশ্বাস করি, বর্ত্তমানে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করবেন। ৩০ বছর কংগ্রেসী রাজত্বে তারা কি করেছে? কাঞ্চনপুরে একটা হাইস্কুল, নামে মাত্র হাই স্কুল, কোন ফার্নিচার নেই, বসার ব্যবস্থা নেই। হাই স্কুল করা হয়েছে, অথচ কোন শিক্ষক নেই সিনিয়র বেসিক স্কুলের শিক্ষকরাই চালিয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস সরকার হাই স্কুল দিয়েছে, কিন্তু শিক্ষক এখনো পর্য্যন্ত দেওয়া হয়নি। সেখানে যে উপজাতি ছাত্রদের বোর্ডিং হাউস রয়েছে সেটারও একই অবস্থা, সেখানে কোন আসবাব পত্র নেই, কোন সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা নেই। আশা রাখি, বর্ত্তমানের আমাদের বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষক নিযুক্ত করে সেখানে শিক্ষক দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আমি বিশ্বাস করি যে এই অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ আমাদের ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থে ব্যয় হবে। এই বাজেট বরাদ্দকে সমর্থন জানিয়ে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, এই যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড যে আমাদের বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এই সভায় রেখেছেন, তিনি অর্থমন্ত্রীও বটে। মূল বাজেটকে অনুসরণ করে প্রথমে আমরা নজর দিতে পারি না যে বাজেট তৈরী হয়েছিল মার্চ্চে, তারপর দীর্ঘ সময় পার হয়ে গিয়েছে, এবং এরই মধ্যে দুই দুটো কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা. তারপরে রাজ্যপালের শাসন ত্রিপুরাতে প্রবর্তিত হয়, অর্থাৎ ত্রিপুরাতে কয়েক মাসের জন্য রাজ্যপালের শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর ত্রিপুরাতে সাধারণ নির্ব্বাচন হল এবং সেই নির্বাচনে ত্রিপুরার মানুষ একটা নূতন ধরণের পরিবর্তন ঘটিয়েছে, যেটা হচ্ছে একটা ঐতিহাসিক পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনের মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার অর্পিত হয়েছে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের উপর। এই সরকার কি অবস্থায় কি সময়ে এসে এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন—ডিসেম্বর শেষ হওয়ার পর জানুয়ারী থেকে মাত্র তিন মাস সময় হাতে এই সময়ের মধ্যে সরকারের দায়িত্ব পূরণ হয় না। দায়িত্ব গ্রহণ করে বাকী কাজগুলি বাজেটে নির্দিষ্টভাবে যে কাজগুলি ছিল তার বাকী কাজগুলি আমাদের করতে হবে। কাজেই বাজেটে যে ভাবে আমাদের বরাদ্দ রেখেছে তার ভিতর বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কথা উঠতে পারে আমরা তো কোয়ালিশান সরকারে ছিলাম, গত মার্চের পর বাজেট অধিবেশনে বাজেট প্রেস করতে আমাদের নৃপেন চক্রবর্ত্তী, যিনি এখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীও বটেন তিনি তখন অর্থ দপ্তরের দায়িত্বে ছিলেন। সে সরকার ছিল, সি, এফ, ডি,র সংগে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি একটা ইন্টেরিম পিরিয়ডের জন্য কোয়ালিশন সরকার। তারপর যখন মাঝখানে আবার ঐ সরকার ভেংগে গেল তিন মাস পর বাজেটের মধ্যে যতটা সময় ছিল নির্দিষ্ট ভাবে দুর্নীতিমুক্ত একটা প্রশাসন চালনোর ব্যাপারে যতটুকু সুযোগ সুবিধা ছিল তা করা যায়নি। মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্ল দাস—সি, এফ, ডি র—সেই সরকার ছিল প্রফুল্ল দাসের সরকার তার মধ্যে আমরা অংশ গ্রহণ করে আমরা চেষ্টা করেছি। কিন্তু সেই সরকারের দৃষ্টি ভংগী তার সংগে অল্প কিছুদিনের জন্য তাদের সংগে আপোস করে চলতে হয়েছিল। সামান্যতম যে সুযোগ সুবিধা ছিল টাকা খরচা করার তা আমরা করতে পারি নাই। তারপর সেই সরকার টিকল না আমরা আবার বেরিয়ে আসতে বাধ্য হলাম

দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গিয়ে ঐ মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে যে সরকার ছিল তার সংগে চলা আমাদের সম্ভব হল না বেড়িয়ে আসতে বাধ্য হয়েছি। আবার নূতন করে সরকার হয়েছে আবার আমরা চেষ্টা করেছি এবং আবার ব্যর্থ হয়েছি। আমরা বার বার চেষ্টা করেছি। যে জনগণ ৬ বছর ৭ বছরের জন্য আমাদের নির্বাচিত করে আমাদের এই বিধান সভায় পাঠিয়েছিল আমরা যে জনগণের লড়াই করেছি জনগণের জন্য নির্দিষ্টভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য চেষ্টা করেছি। ত্রিপুরার জনগণের জন্য একটা অর্থ-নৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি। এবং গত ডিসেম্বরের শেষ তারিখে যে নির্বাচন হল সেই সময় সারা ত্রিপুরার মানুষ আমাদের হাতে পরিপূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছেন এই বামফ্রন্টকে। এবং আমরা বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট নিয়ে চলছি না। বামফ্রন্ট সরকারের যে বাজেট তা আমরা করতে পারি নাই। পুরোনো বাজেটের সম্পর্কে এখানে অনেক মাননীয় সদস্য বলেছেন যে ১৬ কোটি টাকার বরাদ্দ পরিকল্পনা খাতে মাত্র ৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হল এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে। ১২ মাস সময়ের মধ্যে সাড়ে নয় মাস সময় পাড় হয়ে গেল শুধুমাত্র ৪ কোটি টাকা খরচা করা হয়েছে আর ১২ কোটি টাকা পরে রইল। আমরা নির্বাচনের সময় লক্ষ্য করেছি—জনতা পার্টির সংগে মিলতে আমরা চেষ্টা করেছিলাম। রাধিকা গুপ্তের সরকারের যিনি পি. ডাবলিউ. ডি মন্ত্রী তিনি উদয়পুরে গিয়ে মিটিং করে সেখানে পি. ডাবলিউ. ডি.র রাস্তার জন্য সমস্ত টাকা নির্দিষ্ট কন্‌স্টিটুয়েন্সীগুলিতে রাজনৈতিক স্বার্থে নির্বাচনের জন্য জনগণকে লোভ দেখানোর জন্য তিনি খরচা বরাদ্দ করলেন। নীতির কোন বালাই নাই, নীতি চুলোয় গেল জনগণের স্বার্থ চুলোয় গেল আসল কথা জনতা পার্টিকে জিতাতে হবে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে টাকা খরচা করতে আরম্ভ করা হল। সরকারকে কলুসিত করা হল সরকারকে একটা রাজনৈতিক চক্রান্তের মধ্যে ফেলা হল। ঐ রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, সেচের ব্যবস্থা, শিক্ষার ব্যবস্থা, চাকরীর ব্যবস্থা সমস্ত কিছুতে ঠিক একই পন্থা চলতে লাগল। টাকা থাকলেই খরচা হয় না টাকা খরচা করতে হলে হয় চুরি করতে হবে নইলে নির্দিষ্টভাবে পরিকল্পনা করে তাতে টাকা খরচা করতে হবে। ওরা যখন অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল তখন সেই সরকার থেকে সরে এসে নির্বাচন দাবী করেছিলাম একটা দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনের দাবিতে এবং নির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে খরচা করার জন্য —সেই পটভূমিতে গত ৩০ বছরের যত আবর্জনা দূর করার জন্য। আগে যেমন নির্বাচনের আগে কিছু রাস্তাঘাট কিছু স্কুল বরাদ্দ করা হত কিছু পাট ভিজানোর জন্য পুকুর কাটা হত কৃষকদের জন্য ডেমোনেষ্ট্রেশান দেখান হত এই ভাবে নানারকম প্রলোভন দেখান হত—কেন, না ভোট দাও আমাদের ভোট দিলে তোমরা আরও পাবে। এইভাবে ৫ বছর পর পর নির্বাচনের আগে............

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমাদের সময় শেষ হয়ে এসেছে। মাননীয় সদস্যের বক্তব্য আগামী কাল পর্য্যন্ত চলতে পারে এবং মাননীয় সদস্যকে আজ কিছু সময় দেওয়ার জন্য আমি হাউসের অনুমতি চাইছি। (সভা অতিরিক্ত সময় অনুমোদন করেন) মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য কন্টিনিউ করুন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—ঠিক এই অবস্থায় আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। স্কুল ঘর নাই ছাত্রেরা আসতে পারে না, স্কুলে বেঞ্চি নেই ছাত্রেরা বসতে পারে না স্কুল ঘরের চাল নেই—মাস্টাররা বসতে পারে না ঠিক এই অবস্থায়—কি দুঃখজনক অবস্থা—৩০ বছর কংগ্রেসী রাজত্বের পরেও কোন কোন স্কুলের জন্য ঘন্টার অভাবে ভাংগা কুদাল দিয়ে ঘন্টা বাজিয়ে জানাতে হয় স্কুলের সময় হয়েছে ক্লাসে আস। ৩০ বছরে এই হচ্ছে কংগ্রেসী রাজত্বের প্রতীক। ঠিক এই অবস্থায় আমরা এসে পৌঁছেছি। আমাদের হাতে যা কিছু টাকা আছে দুই মাসের মধ্যে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে আবার তার মধ্যে জনসাধারণের স্বার্থে পুলিশের খাতে ব্যয় বরাদ্দ অসীম না করে তাকে কন্ট্রোল করে সংগে সংগে জনস্বার্থে রিলিফের জন্য ন্যাচারেল ক্যালামিটিজের জন্য............

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—সময় শেষ হয়ে গিয়েছে—মাননীয় সদস্যের বক্তব্য আগামী কাল পর্যন্ত চলতে পারে। আগামী কাল মঙ্গলবার, ১৪ই মার্চ, ১৯৭৮ ইং বেলা ১১ ঘঃ ০০ মিঃ পর্যন্ত সভার কাজ মুলতবী রইল।

ANNEXURE "A"

UNSTARRED QUESTION NO 26
ADMITTED UNSTARRED QUESTION No. 1
By—Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Appointment & Services Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৭৮ সনের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে উপজাতি ও তপশিলী জাতির কর্মচারীর সংখ্যা কত (দপ্তর ও শ্রেণী ভিত্তিক হিসাব); এবং

২) যদি তাদের জন্য নির্দিষ্ট কোটা পুরণ না হয়ে থাকে তাহলে তাহা পূরণের জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে?

উত্তর

১) তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে।
২)

UNSTARRED QUESTION No. 56 (ADMITTED NO. 6)
BY Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া সহরে ফায়ার সার্ভিস স্টেশন চালু সম্পর্কে সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি?

২) নিয়ে থাকিলে কবে থেকে তাহা কার্য্যকরী করা হবে?

উত্তর

১) হ্যাঁ মহাশয়।

২) আশা করা যাইতেছে আগামী এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ ইহা কার্য্যকরী করা যাইতে পারে।

UN-STARRED QUESTION NO. 63 (ADMITTED NO 12)

By—Shri Samar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Home Department be plesed to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় ১৯৭০ ইং থেকে ১৯৭৭ ইং পর্যান্ত সময়ে কোন্ বছরের কোন্ কোন্ রাজনৈতিক ও গণআন্দোলনে অংশ গ্রহণকারীকে অপরাধ সংক্রান্ত আইনে আটক, কোর্টে মামলা দায়ের এবং বিনা বিচার আটক করা হয়েছে এবং

২) বর্তমানে সেই সকল মামলার কোন্ কোন্টি কোর্টে বিচারাধীন আছে?

১) ১ নং প্রশ্নোত্তর সংযুক্ত তালিকায় বর্ণিত হইল।

২) রাধাকিশোরপুর থানার ১৮(৪)৭৪ নং মোকদ্দমাটি এবং বিশালগড় থানার ১৫(৩)৭৫ নং মোকদ্দমাটি বর্তমানে বিচারাধীন আছে।

বিবরণ—'ক'

ত্রিপুরায় ১৯৭২ইং থেকে ১৯৭৭ইং পর্য্যন্ত সময়ে কোন বৎসরে কোন্ কোন্ রাজনৈতিক ও গণ-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ কারিকে অপরাধ সংক্রান্ত আইনে আটক, কোর্টে মামলা দায়ের এবং বিনা বিচারে আটক করা হয়েছে তাহার বিবরণ।

বৎসর	আন্দোলনের নাম	অপরাধ সংক্রান্ত আইনে আটক ব্যক্তির সংখ্যা	অভিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা	বিনা বিচারে আটক ব্যক্তির সংখ্যা	নির্দিষ্ট অভিযোগে আটক ব্যক্তিদের কেইসগুলির বর্তমান অবস্থা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১৯৭২	—	—	—	—	—	
১৯৭৩ইং	গণ আইন অমান্য আন্দোলন সি, পি, এম এর ডাকে	১১২৮	১১২৮	—	—	(১৷ এই আন্দোলনে কাহাকেও কোন নির্দিষ্ট অভিযোগে আটক করা হয় নাই। মুক্তি দেওয়া হয়েছে।
	ঐ	৩৮০	৩২৪(*)	—	—	(২ * ৫৬ জন ব্যক্তিকে তদন্ত কালিন ৩ দিনের জন্য আটক করা হয়েছিল। তারপর তাহাদের ছেড়ে দেওয়া হয়।
১৯৭৪	এস এফ আই (SFI) ডি ওয়াই এফ (DYF) এ আই এস বি (AISB)	২৮০	২৮০(*)	—	—	(৩) ২৮০ জনের মধ্যে ২৩ জনকে তদন্ত কালিন ১০ দিনের জন্য আটক

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						রাখা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তাহাদিগকে ছেড়ে দেওয়া হয়, বাকী সবাইকে সেই গ্রেপ্তারের দিনই ছেড়ে দেওয়া হয়।
১৯৭৪	এস এফ আই (SFI) ডি ওয়াই এফ (DYF) ৬ই ফেব্রুয়ারী কমিটি	৪৬১	৪৭১	—	—	২৮০ জনের মধ্যে ২৩ জনকে তদন্তকালিন ১০ দিনের জন্য আটক রাখা হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তাহাদিগকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাকি সবাইকে সেই দিনই ছেড়ে দেওয়া হয়।
	টি ইউ জে এস (T.U.J.S)	৬৬	৬৬		—	ঐ
	সি, পি, এম/ টি,ইউ,জে,এস, (T.U.J.S.)	২২	২২	—	—	ঐ
	টি, ইউ, জে, এস, (T.U.J.S.)	১৩	১৩	—	৭ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৮/১৪৩/৩৫৩/৩০৭/৩২৫ ধারায় নির্দিষ্ট অভিযোগে রাধাকিশোরপুর থানায় ১৮(৪)৭৪নং মামলা নথিভুক্ত করা হয়। ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
						ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং পরবর্তী-কালে ছেড়ে দেওয়া হয়। ৫ ব্যক্তির বিরুদ্ধে চার্জসিট দেওয়া হইয়াছে এবং বর্ত-মানে ঐ মামলা প্রত্যাহারের আদেশ দেওয়া হয়েছে।
১৯৭৫	গণ আইন অমান্য আন্দোলন সি, পি, এমের ডাকে	৩০২	৩০২	—	—	সবাইকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।
	সি, পি, এমের দ্বারা সত্যাগ্রহ।	—	—	—	—	২ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় ১৪৮/১৪৯/৩৫৩/ ৪৪৮/৩২৯/৩০৭ ধারায় বি, কে, আর, পি, এস, কেইস নং ১ (৩) ৭৫ নথিভুক্ত করা হয়। প্রাইভেট ডিফেন্সের অধিকার বলে পুলিশ যেগুলি চালনা করিয়াছিল তাহাতে ১ ব্যক্তি মারা যায়। চার্জসিট মূলে কেসটি সমাপ্তি ঘটে এবং পরে মামলাটি সরকারী আদেশ বলে তুলে নেওয়া হয়।
	টি, ই, সি, সির দ্বারা (T.E.C.C.) লাগাতর ধর্মঘট।	—	—	—	—	বিশালগড় থানার ১৫ (৩) ৭৫ নং মোকদ্দমায় মোট ২৫ জন গ্রেপ্তার হয়। তদন্তকালীন ৩ দিন ঐ ব্যক্তিগণ আটক থাকে। মোকদ্দমাটি তুলে নেওয়া হয়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অন্য আর একটি মামলার আসামীগণ পলাতক আছে। সেইজন্য বিশালগড় থানার ২০ (৩) ৭৫ নং মামলাটির বিচারাধীন আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

TUESDAY, 14TH MARCH, 1978.

The House met in the Assembly House (Ujjayanta Palace) Agartala at 11-00 A. M. on Tuesday, the 14th March, 1978

PRESENT

Shri Sudhanwa Dev Barma Speaker in the Chair, 8 (Eight) Ministers, Deputy Speaker, 43 (Forty three) Members.

QUESTIONS

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করবেন। শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নাম্বার ২, (ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট)।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চন নাম্বার ২।

প্রশ্ন

১) উপজাতি গবেষণাধিকার কবে স্থাপিত হয়েছে ?

২) ঐ গবেষণাগারের অগ্রগতির জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে উপজাতি গবেষণাধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

২) প্রতিষ্ঠার প্রথম থেকেই উপজাতি গবেষণাধিকার উপজাতি জীবনধারাও সংস্কৃতির উপর গবেষণার উপর জোর দেয়। যেহেতু পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতের অর্থ এই চর্চা ও গবেষনার জন্য যথেষ্ট পরিমাণের নয় সেই হেতু ১৯৭৪-৭৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিছু ব্যক্তিগত গবেষকের সাহায্যে কুকী, নোয়াতিয়া, চাকমা, উচাই এবং কাইপেং প্রভৃতি উপজাতীদের উপর সামাজিক ও অর্থ নৈতিক সমীক্ষাও করা হইয়াছে।

ত্রিপুরার উপজাতি, জুমচাষ ও জুমিয়া পুর্নবাসন ত্রিপুরার উপজাতিদের জন্য বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা নামক পুস্তিকা ও কয়েকটি লোকগাথাও প্রকাশ করা হয়েছে। উপযুক্ত গবেষণা কর্মীর অভাব দূরীকরণের জন্য দুটি গবেষণা সহায়ক দুটি গবেষণা অনুসন্ধানী এবং একটি সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার সহায়ক পদের সৃষ্টি করা হয়েছে। বর্তমান মন্ত্রীমণ্ডলী ১৬ই জানুয়ারী ১৯৭৮ সালের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে এই গবেষণাধিকারকে একটি উপজাতি উন্নয়ন কেন্দ্র হিসাবেই রূপায়িত করা হইবে।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :— সাপলিমেন্টারী স্যার, এই গবেষণারদ্বারা কয়টা পুস্তিকা বা এই রকম বই প্রকাশ করা হয়েছে ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে প্রশ্নের জবাবের মধ্যে আছে কয়টা পুস্তিকা কয়টা লোকগাঁথা প্রকাশ করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য যদি সব বইয়ের নাম চান তাহলে আমি পরে এই হাউসে উপস্থাপিত করতে পারি। এখানে এই প্রশ্নে শুধু কি কি বই প্রকাশ হয়েছে তার একটা ঈংগীত দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপলিমেন্টারী স্যার, এই যে ট্রাইবেল রিসার্স এটা কারা করেন ?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে রিসার্স বলতে যা বুঝায় ঠিক সেই ধরণের রিসার্স এখনও হয় না।

শ্রীনকুল দাস :— সাপলিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবস্ এর ছাত্রছাত্রী যারা ষ্টাইপেণ্ড পায় তারা এই গবেষণায় জন্য গবেষণা বৃত্তি পাবে কি না।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আলাদাভাবে প্রশ্ন করলে উত্তর দেওয়া যাবে।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :— সাপলিমেন্টারী স্যার, এই গবেষণার দ্বারা কোন কোন জিনিসের উপর কিভাবে লাভবান হবেন ?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এখানে এখনও কিছু হয় নি। অন্যান্যখানে সেটা হচ্ছে ট্রাইবেলদের পুরানো সংস্কৃতি, কালচার বলতে যা বুঝায় তাহাই এই গবেষণাধিকার রিসার্স করে যদি কোন সুপারিশ করে তাহলে তার ভিত্তিতে তাদের সামাজিক বিকাশ করা যায় কি না, সেইদিক দিয়ে চিন্তা করে তখন একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কাজেই আমরা এখনও বলতে পারছি না কিভাবে অগ্রসর হব।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :— সাপলিমেনটারী স্যার, এই গবেষণার জন্য এ পর্য্যন্ত কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

শ্রীদশরথ দেব :— ১৯৭২-৭৩ সালে মঞ্জুরী আছে ৭০ হাজার টাকা। খরচ হয়েছে ৩৪৯৬০ টাকা ৪৫ পয়সা। ডাইরেকশান অ্যাণ্ড অ্যাডমিনিষ্ট্রেসান ডাইরেকটরিট রিসার্স—এইটা নন প্ল্যান হবে, ১৯৭৩-৭৪ সালে মঞ্জুরী হচ্ছে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার, খরচ হয়েছে ৬২ হাজার, ১৬ টাকা, ৮৫ পয়সা। ১৯৭৪-৭৫ সালে মঞ্জুরী হচ্ছে ৭৫ হাজার টাকা। খরচ হয়েছে ৬১ হাজার ৭ শত, ৮৯ টাকা, ৭২ পয়সা। ১৯৭৫-৭৬ সালের মঞ্জুরীকৃত অর্থ হচ্ছে ৬৬ হাজার, তারমধ্যে খরচ হয়েছে ৬৩ হাজার. ৬ শত, ৩৭ টাকা, ৩৪ পয়সা। ১৯৭৬-৭৭ সালের মঞ্জুরী ৭৯ হাজার টাকা. খরচ হয়েছে ৬১ হাজার, ৩৩৬ টাকা। ১৯৭৭-৭৮ সালের মঞ্জুরী আছে ৫৮ হাজার, খরচ হয়েছে আপ টু জানুয়ারী ১৯৭৮, ৪৪ হাজার টাকা। এই হচ্ছে টাকা মঞ্জুরী এবং খরচের হিসাব।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— কোয়েশ্চান নাম্বার সেভেন।

শ্রীদশরথ দেব :— কোয়েশ্চান নাম্বার সেভেন।

প্রশ্ন

১) গত ২৮শে জানুয়ারী উপলক্ষে কতজন উপজাতি সরদারকে ত্রিপুরা সরকার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

উত্তর

১) গত ২৮শে জানুয়ারী উপলক্ষে মোট ৩২৯ জন উপজাতি সর্দ্দারকে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে।

প্রশ্ন

২। এদের মধ্যে উদয়পুর বিভাগ থেকে কাদের নিমন্ত্রণ জানান হয়েছিল, এবং

৩। নিমন্ত্রিত উপজাতি সর্দ্দারদের জন্য কত টাকা বরাদ্দ ছিল ?

উত্তর

২। এদের মধ্যে উদয়পুর মহকুমা থেকে ১৮ জন উপজাতি সর্দ্দারকে আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল। তাদের নাম নিম্নে দেওয়া গেল।

২।
১। শ্রীরমণী জমাতিয়া
২। শ্রীধীরেন্দ্র কলুই
৩। শ্রীধ্রুব জমাতিয়া
৪। শ্রীজয়মঙ্গল মুরা সিং
৫। শ্রীগুণপদ জমাতিয়া। অ্যাক্স এম, এল, এ,
৬। শ্রীধনমোহন জমাতিয়া
৭। শ্রীমুক্তা জমাতিয়া
৮। শ্রীহেমেন্দ্র জমাতিয়া
৯। শ্রীজাপান মোহন মরশুম
১০। শ্রীমানিক জমাতিয়া
১১। শ্রীধনঞ্জয় নোয়াতিয়া
১২। শ্রীচক্রধর রিয়াং
১৩। শ্রীসুরেন্দ্র জমাতিয়া
১৪। শ্রীহীরেন্দ্র কুমার
১৫। শ্রীমনি মোহন জমাতিয়া
১৬। শ্রীশিবসাধন জমাতিয়া
১৭। শ্রীকান্ত কুমার ত্রিপুরা
১৮। শ্রীঅবর্ণ জমাতিয়া

৩। ২৮শে জানুয়ারী উপলক্ষে উপজাতি অনুষ্ঠানের সামগ্রিক খরচ বাবদ পলিটিক্যাল দপ্তর হইতে ৮ হাজার টাকা, এবং উপজাতি কল্যাণ দপ্তর হইতে ১৪ হাজার টাকা এইভাবে মোট ২২ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উদয়পুর থেকে যে ১৮ জনকে আমন্ত্রিত করা হইল, তাদের কিসের ভিত্তিতে উপজাতি সর্দ্দার হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে, আমি তাহা জানতে চাই ?

শ্রীদশরথ দেব :— এর আগে ২৬শে জানুয়ারী উপলক্ষে আগের সরকার ট্রাইবেল সর্দ্দার নামে কিছু লোককে এই উপলক্ষে আমন্ত্রণ করেন। আমরা সরকারে বসার পর আমাদের নিজেদের দিক থেকে এই অনুষ্ঠান কিভাবে করা হবে এই অল্প সময়ের মধ্যে, তার জন্য কোন নীতি নির্দ্ধারণ করতে পারি নি। তাই পুরানো ট্রেডিসান অনুসারে এই উৎসব করা হয়েছে। এটা আমাদের সরকারের আসার আগের থেকে, আগের সরকার বিভিন্ন ব্লকের মাধ্যমে কারা কারা আমন্ত্রিত হবেন তার একটা তালিকা পাঠান। কাজেই নুতন করে ওটাকে বিচার করে যাচাই করার মত সময় আমাদের হাতে ছিল না। কাজেই এস, ডি, ও, এবং বি, ডি, ও, যে লিষ্ট আমাদের কাছে পাঠান তার দ্বারাই করা হয়েছে। এই হচ্ছে ব্যাপার। কাজেই উপজাতি সর্দ্দার তাদের বলা হবে কিনা তা আমরা জানি না। তাছাড়া ট্রাইবেলদের মধ্যে কোন সর্দ্দার আছে এটা আমরা স্বীকার করি না। কারণ এই সর্দ্দারী সিষ্টেম অনেক দিন আগেই চলে গেছে। আগামী বার থেকে যখন এই উৎসব করা হবে, তখন সর্দ্দার ভিত্তিক করা হবে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তাহলে প্রশাসনের ক্ষমতাকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে কি ?

শ্রীদশরথ দেব :— না, প্রশাসনের ক্ষমতাকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হয় নাই.

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে নামের লিষ্টগুলি দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যায় এদের মধ্যে অনেকেই ছিল সি. পি. এম, এর কাউন্টিং এজেন্ট। কাজেই আমি বলব এই লিষ্ট তৈরীর মধ্যে দিয়া সরকার তার প্রশাসনের ক্ষমতাকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— এটা সাপ্লিমেন্টারী হবে না।

শ্রীবীরেন দত্ত :— সি, পি, এম, ৬৩ পারসেন্ট ভোট পেয়েছে। সি, পি, এম, তো আসবেই।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা জানি সর্দ্দার বলতে বিশেষ ভাবে জমাতিয়া কমিউনিটির মধ্যে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। উপজাতিদের যত অনুষ্ঠান তা জমাতিয়াদের মধ্যেই করা হয়। এই অবস্থায় দেখা যায় জমাতিয়া উপজাতিদের কমিউ-নিটির সর্দ্দার হলেন শ্রীস্মৃতিকুমার জমাতিয়াকে ঐ ২৬শে জানুয়ারীর ভোজ সভায় তাঁকে আমন্ত্রন করা হয় নাই। এই অবস্থায় আমরা মনে করবো সিদ্ধিক স্মৃতিকুমার জমাতিয়াকে অবমাননা করা হয়েছে। এবং এটা আপনাদের স্বীকার করা উচিত। এবং এটা পরিষ্কার যে এটাকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনার যদি প্রশ্ন থাকে তাহলে করুন। এইভাবে বিবৃতি দেওয়া যায় না।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা :— বিবৃতি দিচ্ছি না। আমরা এখানে বলছি যে, ঐ লিষ্টের মধ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে। কারণ ঐ লিষ্ট দলীয় কর্মীদের নিয়ে করা হয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত ১৯শে জানুয়ারী যখন এখানে এডভাইসরি কমিটি মিটিং বসেছিল তখন আমি বলেছিলাম এই লিষ্টগুলি সব সি, পি, এম এর সমর্থক। তাই আমি জানতে চাই—

(গণ্ডগোল)

শ্রীদশরথ দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের জবাব আমি দেব এই কারনে যে—গত ২৬শে জানুয়ারীর অনুষ্ঠানকে তত্ত্বাবধান পর্য্যবেক্ষন করার জন্য অর্থাৎ সরকারকে সাহায্য করার জন্য কয়েকজন এম, এল, একে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং সেই কমিটিতে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ছিলেন। কমিটি মিটিং যখন হয় তখন আমাকে জানানো হয় যে তাদের একটা বক্তব্য ছিল যে উপজাতিদের মধ্যে নিমন্ত্রনের কিছু দোষ-ত্রুটি হয়েছে। তখন সেই কমিটিতে এই কথা বলা হয় যে এটা তো আমরা গ্রামে গ্রামে বা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বিশেষ বিবেচনা করে নিমন্ত্রনের লিষ্ট তৈরী করি নি, বিভিন্ন বিভাগ থেকে সরকারীসূত্রে যা দেওয়া হয়েছে তা থেকেই আমরা লিষ্ট তৈরী করেছি। আপনাদের যদি কোন নাম থাকে তাহলে দিতে পারেন কারণ এখনও সময় আছে সেই নাম অনুযারী আমরা কমিটিতে এপ্রুভ করে তাদের আমন্ত্রন জানাবো কিন্তু তাঁরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলেন না। প্রথম নাম যেহেতু তাদের মনের মতো হয় নি তখন তাঁরা সেখান থেকে ওয়াক আউট করে চলে যান এবং (সংবাদপত্রে অভিযোগ) তুলে ধরেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— সাপলিমেনটারী স্যার—

মিঃ স্পীকার :— আপনাকে এত সময় দিতে পারি না কারন আমার হাতে এখনও অনেক প্রশ্ন আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪।

শ্রীদশরথ দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার উপজাতি সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের জন্য বিগত ১০ বছরে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে ?

২। প্রতি আর্থিক বছরে কি পরিমানে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে।

৩। এই ব্যাপারে ত্রিপুরার মোট কয়টি সংস্কৃতি সংস্থা অথবা ব্যাক্তিকে সরকারী অনুদান দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। ত্রিপুরার উপজাতি সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের জন্য বিগত ১০ বছরে ২,০৯,৪৭৫,০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

২। বাৎসরিক হিসাবে প্রতি প্রকল্পে গত দশ বছরের আর্থিক ব্যয়ের তথ্য নিয়ে দেওয়া হলো।

ফিগারটি ডেট বাই ডেট দিতে গেলে অনেক সময় লাগবে তাই আমি মোট ফিগারটি বলে দিচ্ছি।

(ক) উপজাতি লোক সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবন (রিভাইবেল অব ফক আর্টস) ৬০,৪০০·০০ টাকা।

(খ) বিবেচনামূলক উপজাতি মঞ্জুরী (কালচারেল ডিসক্রেসনারী গ্র্যান্ট) ১,৪,০৭৫·০০ টাকা।

৩। উপজাতি লোক সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনে (রিভাইবেল অব ফক আর্টস) প্রকল্পে ১৯৭৬-৭৭ সাল পর্য্যন্ত সর্বমোট ২৬টি সাংস্কৃতি দলকে পুরস্কৃত করা হইয়াছে, অনুরূপভাবে ১৯৭০-৭১ সাল হইতে ১৯৭৬-৭৭ পর্য্যন্ত বিবেচনামূলক উপজাতি সাংস্কৃতি অনুদান (কালচারেল ডিসক্রেসনারী গ্র্যান্ট) ১৪টি সংস্থাকে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি যে বামফ্রন্ট আসার পর উপজাতি-দের সংস্কৃতি যতটুকু আছে সেটকু রক্ষা করার দিকে বা পুনরুজ্জীবনের জন্য বিশেষ কোন কর্ম্মসূচী নেওয়া হয়েছে কি ?

শ্রীদশরথ দেববর্ম্মা :— বিশেষ কর্ম্মসূচী আমরা তৈরী করবো। গত বাজেটের কিছু টাকা আমাদের কাছে আছে সেগুলি আমরা উপজাতিদের জন্য খরচ করবো। উপজাতি এলাকায় যেসব স্কোয়ার্ড আছে সেগুলিকে পরীক্ষামূলকভাবে আমরা কিছু আর্থিক সাহায্য দেব যাতে তারা যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কিনতে পারে। উপজাতিদের মধ্যে যেমন ধরুন রিয়াংদের ব্যালেন্স নৃত্য বা ত্রিপুরীদের গরীয়া নৃত্য বা অন্যান্য উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রকম বিশেষ আকর্ষণীয় বিশেষ নৃত্য ইত্যাদি যেগুলি পাওয়া যাবে সেগুলিকে সময় সময় ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে আমাদের ত্রিপুরার ট্রাইবেল কালচার পরিবেশন করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, আমরা টিম পাঠাবো এ কথা আমরা মোটামোটিভাবে স্থির করেছি এবং ডিটেলস কোন গ্রুপ কোন সময় পাঠানো হবে সেগুলি পরে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস : — সাপলিমেন্টারী স্যার, মনিপুরীদের যে সংস্কৃতি, তা সারা ভারতবর্ষে প্রচণ্ড নাম করেছে আমার মনে হয় ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এটা করলে ভাল হতো, কারণ ত্রিপুরার সংস্কৃতির মধ্যে এই ধরনের জিনিষগুলি রয়েছে, এটাকে উদ্ধার করা বা এই ব্যাপার কোন কমিশান নিয়োগ বা এই রকম কোন নীতি পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

শ্রীদশরথ দেববর্ম্মা :— এই ধরনের পরিকল্পনা এক্ষণে সরকারের নেই।

শ্রীনকুল দাস :— সাপলিমেনটারী স্যার, জরুরী অবস্থার সময় উপজাতি সংস্কৃতি বিকাশের নাম করে কতগুলি ঘর বা কলোনী করে রাখা হয়েছিল, এই ঘরগুলি করতে কত টাকা খরচ হয়েছিল এবং বর্ত্তমানে এইগুলি কি অবস্থায় আছে সেটা আমরা জানতে চাই ?

শ্রীদশরথ দেববর্ম্মা :— স্পেসিফিক এই প্রশ্নের নোটিশ দেওয়া হলে তার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করবো।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২।

শ্রীদশরথ দেববর্ম্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭-৭৮ ইং শিক্ষাবর্ষে ত্রিপুরার কলেজগুলিতে কতজন ছাত্র প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছেন ?

২। ১৯৭৮-৭৯ ইং শিক্ষাবর্ষে প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণী চালু থাকবে কি ?

উত্তর

১। সর্বমোট ৫০ জন ছাত্র ভর্তি হইয়াছিল ১৯৭৭-৭৮ ইং শিক্ষাবর্ষে ত্রিপুরার কলেজ-গুলিতে।

২। না প্রাক বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণী চালু থাকবে না।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপলিমেন্টারী স্যার, এই যে ৫০ জন ছাত্রছাত্রী প্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল, বর্তমানে কি প্রাক বিশ্ব বিদ্যালয় ক্লাশ চালু আছে ?

শ্রীদশরথ দেববর্মা :— না চালু নেই, কারণ সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক বিশ্ব-বিদ্যালয় শিক্ষাক্রম তুলে দিয়েছেন এই ঘোষণা আমরা পেয়েছি, তাই এই ক্লাশ আমরা চালু করতে পারি না। কারণ তাদের পরীক্ষা কলিকাতা ইউনিভার্সিটিতে নেওয়া হয়, তাই স্বভাবতঃই কলিকাতা ইউনিভার্সিটির এই ঘোষণার পর আমরা সে ক্লাশ চালু রাখতে পারি না।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপলিমেন্টারী স্যার, বছরের মাঝামাঝি সময়ে ৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে প্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে বিদায় নিতে হলো, তাদেরকে বিকল্প কোন শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হবে কি,এই সম্পর্কে সরকার কিছু ভাবছেন কি ?

শ্রীদশরথ দেববর্মা :—সরকার ইতিমধ্যেই যে ব্যবস্থা নিয়েছে সেটা হলো প্রাক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সব ছাত্র-ছাত্রীরা ভর্তি হয়েছে তারা যাতে ইলিভেন ক্লাশ থেকে নুতন করে পড়াশুনা করতে পারে তার সুযোগ আমরা দিয়েছি এবং কলেজে ভর্তি হতে যে ফি দিতে হবে তা তাদের দিতে হবে না এটা আমরা এডজাষ্ট করে নেব এবং এই সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট কলেজগুলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫।

শ্রীদশরথ দেববর্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৪৫।

প্রশ্ন

১) রাজ্যের কোন মহকুমায় কতজন জুমিয়াকে ৫০০ টাকা স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল এবং

২) এই সকল জুমিয়ার মধ্যে কত পরিবারকে পাঁচ ষ্ট্যাণ্ডার্ড কানি জমি এবং জমির সত্বলিপি দেওয়া হয়েছিল ?

উত্তর

১) সারা ত্রিপুরায় সর্বমোট ২১,৭৪৭টি জুমিয়া পরিবারকে ৫শত টাকা প্রকল্পে পুনর্বাসন দেওয়া হয় মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হলো—ধর্মনগর ৩,৪১০টি পরিবার কৈলাশহর ৩,৪৩৬টি পরিবার কমলপুর ১,৭২৬টি পরিবার খোয়াই ১,৭২৬টি পরিবার সদর ২,২৩৬টি পরিবার সোনামুড়া ৭০৩টি পরিবার উদয়পুর ১,৩৭৪টি পরিবার অমরপুর ২,৬২৭টি পরিবার, বিলোনীয়া ৩,৪৯০টি পরিবার সাবরুম ১,৫৯৯টি পরিবার সর্বমোট ২১,৭৪৭টী পরিবারকে দেওয়া হয়েছে।

২নং (ক) প্রশ্নের ৫শত জুমিয়াকে পুনর্ব্বাসন প্রকল্পের অনুদান দেওয়া হবে—৫শত একর খাস জমি বন্টন করে এবং ৫শত টাকার উপর আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তথ্য অনুযায়ী প্রত্যেক পরিবারকে ঐ পরিবার পর্য্যন্ত জমি এবং আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল।

২নং (খ) পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত পরিবারগুলিকে জমির সর্ত্তলিপি দেওয়ার বিবরণ সম্পর্কে নিম্নে দেওয়া হলো—ধর্ম্মনগর মহকুমা ২৫১৮, কৈলাশহর ১,৯°৪, অমরপুর ২৫৩৭, সোনামুড়া ৫৪১, সদর ১৫১, উদয়পুর ৪৩৮, খোয়াই ১৬১৩, সাবরুম ১৫৮। বাকী ২টি মহকুমা ভিত্তিক হিসাব আমরা এখনো পাই নাই তথ্য সংগ্রহ হচ্ছে তথ্য পেলে আমরা উপস্থিত করবো।

শ্রীসমর চৌধুরী :— এই যে ৫শত টাকা করে পুনর্ব্বাসনের সাহায্য এবং জমি দেওয়া হয়েছে এতে দীর্ঘদিনে তাদের সত্বলিপি দেওয়ার ফলে তারা এই জমি থেকে সম্পর্ণ উচ্ছেদ হয়েছে এবং তাদের পুনর্ব্বাসনের কোন অস্তিত্বই নাই। এই সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেববর্ম্মা :— এই সম্পর্কে সরকারের কাছে রিপোর্ট আছে। এবং আমরা এই সরকারে আসার পরে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এই ধরনের প্রত্যেকটি বিভাগে কতগুলি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং যাদের মোটেই পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয় নাই তাদেরে নুতন ভাবে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা আমাদের আছে। আগে যখন কলোনী স্কীম হতো ৫০ পরিবার বা ১শত পরিবার না হলে তারা কোন গর্ভনমেন্টের অনুদান পেতেন না। কিন্তু আমাদের সরকার ঠিক করেছেন ৯।২।৫।১০ পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেবার মত ভাল জমি যদি পাওয়া যায় তাহলে আমরা সেই ৫০ শত বা ১ শত পরিবার না হলেও কয়েকজন হলেও আমরা দেব। কলোনী স্কীমের মধ্যে না থাকলেও তাদের কি ভাবে দেওয়া যায় সেই দিক থেকে সরকার বিবেচনা করবে এবং তথ্য এলেই আমরা কাজ শুরু করে দেব।

শ্রীসমর চৌধুরী :— এই পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত জুমিয়াদের ভিতর অধিক সংখ্যক জুমিয়া তাদের ফরেষ্ট রিজার্ভের ভিতর জায়গা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারা জায়গার কোন সত্বলিপি এখনো পায় নি। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী অবগত আছেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :— এই সব ঘটনা কিছু কিছু আমরা জানি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কোথায় কত ঘটনা আছে সেই তথ্য আপাতত সরকারে হাতে নাই। তবে আমরা ঠিক করেছি যে সব জায়গায় জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দিয়েছে এবং তাদের পুনর্ব্বাসন এলাকার বন্ধ কর আমরা ছেড়ে দেব সেখানে তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হবে। কোথায় কোথায় জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়ার মত জায়গা পাওয়া যায় এবং সেখানে পুনর্ব্বাসন পেতে পারে এই রকম জায়গা ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট ও রেভিনিউ দপ্তর মিলে দেখা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরে যদি দেখা যায় সেইগুলি আনফিট তাহলে আমরা চেষ্টা করব আর না হলে জুমিয়া পুর্ণবাসনের একটি স্কীম আমরা সেখানে নিচ্ছি।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা :—কোন ট্রাইবেলদের জমি পুনর্ব্বাসনের আওতা ভুক্ত করা হবে ?

শ্রীদশরথ দেব :—গরীব কৃষক বলতে আমাদের আইনে আছে যে ১ কাণি ২ কাণি জমি পুনর্ববাসনের অন্তরভূক্ত হবে। ৫ কানির উপর যাদের জমি তারা জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের স্কীমের আওতায় পরবে না। আর কম হলে জুমিয়া পুনর্বাসনের স্কীমের আওতায় পরবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— যে সমস্ত জায়গায় তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে এই জায়গায় গুলি প্লেইন না টিলা ?

শ্রীদশরথ দেব :— কিছু প্লেইন আছে বেশীর ভাগই টিলা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এই সমস্ত জায়গাগুলি অনেক ক্ষেত্রে আবার ট্রেন্সফার হয়ে গেছে এই রকম কোন খবর আছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :— এই রকম খবর আমাদের আছে। তবে এই সম্পর্কে এখনো আমরা কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারি নি, তবে আমরা ভাবছি। সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ১০ বছর পর্য্যন্ত ট্রাইবেলের লেণ্ড ট্রাইবেলের কাছে ট্রেন্সফার হবে না। নুতন ভাবে যাঁরা জমি নেবে, সেখানে আমাদের ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করবার প্রয়োজন আছে এবং সরকার সেটা ভাবছে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা :— ৫ শত টাকা স্কীমে জমি যাদের দেওয়া হয়েছে, তাদের জন্য কি নুতন স্কীম নেওয়া হবে ? তারা কি শুধু ৫ শত টাকা পাবে না আর কিছু পাবে ?

শ্রীদশরথ দেব :— যাতে পুনর্ব্বাসন বলতে সুষ্ঠু শুধু পূর্ণবাসন হয়· এইগুলি দেখে থেকে আমরা রিভাইজ স্কীমে নিশ্চয়ই নুতন ভাবে তাদের পুনর্ব্বাসনের কথা চিন্তা করবো।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, খবর পাওয়া গেছে কিছু জমি ক্রয় করে উপজাতি জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হচ্ছে। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ— এই তথ্য আমার জানা নাই। মাননীয় সদস্য যদি স্পেসিফিক কিছু এই রকম তথ্য দিতে পারেন, তাহলে সেইদিক থেকে নিশ্চয় আমরা খোঁজ নেব।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ— এই সমস্ত উপজাতি জুমিয়া তাদের পুনর্বাসন করতে গিয়ে কোথাও কোথাও দেখছি এলটেড জমিতে তাদের গাছ কাটা চলবে না। গাছ তারা নিজেরা পায় না। এটা সরকার থেকে কাটতে হয়। এই সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেববর্মন :— এখন পর্য্যন্ত ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের যে সিদ্ধান্ত আছে, তাতে গাছ গুলি নিজেরা যদি ব্যবহার করে তাহলে কাটতে পারবে। কিন্তু বিক্রীর জন্য গাছ কাটতে পারবেনা।

মি: স্পীকার ঃ— শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস :— কোয়েশ্চান নং ৫৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— কোয়েশ্চান নং ৫৭ স্যার।

প্রশ্ন

১) গৌহাটির জহরনগরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে ত্রিপুরা থেকে কংগ্রেস প্রতি-নিধিদের জন্য ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি কয়টা টি. আর. টি· সি, গাড়ী ভাড়া নিয়েছিল ?

২) ইহা কি সত্য যে, যে গাড়ীগুলি ভাড়া দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে ৬ (ছয়) খানা গাড়ী ত্রিপুরায় ফিরে আসেনি ? এবং

৩) যদি ইহা সত্য হয় তবে ঐ গাড়ীগুলি কোথায় গেল ?

৪) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিকট টি, আর, টি, সি,র ভাড়া বাবদ কোন টাকা পাওনা আছে কি ? এবং

৫) যদি থাকে, তবে কোন দলের নিকট কত পাওনা আছে?

উত্তর

১) গোহাটির জহরনগরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে ত্রিপুরা থেকে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের জন্য ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি টি, আর, টি, সি,র কোন গাড়ী ভাড়া নেয় নি।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিকট টি, আর, টি, সি,র ভাড়া বাবদ প্রাপ্য টাকার বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল ঃ—

৫) (ক) ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি :— টাঃ ৪৬,৫১'৫০ পঃ

(খ) ত্রিপুরা প্রদেশ যুব জনতা :— টা: ৪,৭৪০·০০ পঃ

শ্রীতপন কুমার চক্রবর্তী ঃ— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটীর এই বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য বিভিন্ন তারিখে যে চিঠি দেওয়া হযেছে তা আমি হাউসকে জানাচ্ছি ২২.৪ ৭২ইং, ১৪.৬.৭২ইং, ৮.৮.৭২ইং, ১৬.১১.৭২ইং, ১৫.৩.৭৩ইং, ৬ ৯.৭৩ং, ২৩ ১১.৭৩ইং, ২২.৪.৭৪ইং, ৯/১০.৭.৭৪ ইং, ২৩.৮,৭৪ইং, ১.১০.৭৪ইং, ১১.১১ ৭৪ইং, ২৬.৫.৭৬ইং, ১৮.১০.৭৬ইং, ৩.৮.৭৭ইং।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ১৫টা চিঠি দেওয়া পড়েও দেখা যাচ্ছে যে উক্ত রাজনৈতিক দলের টনক নড়ে নি। কাজেই এই টাকা আদায়ের জন্য এখন সরকার পক্ষ থেকে কোন আইনগত ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার ঃ— বকেয়া পাওনা টাকা আদায়ের জন্য টী, আর, টী, সি,র নিজস্ব আইনজ্ঞের মতামত গ্রহণ করা হয়। উনার মতে উক্ত বকেয়া টাকা আদায়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার দেওয়ানী মামলা রুজু করা যুক্তিযুক্ত হবে না। অতএব উক্ত বিষয়টী পুনর্বিবেচিত হইতেছে। এবং কোন অফিসারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য টাকা আদায় করার মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেল কিনা, তা আমরা তদন্ত করছি এবং তদন্ত করে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— যুব জনতার মেয়াদতো উত্তীর্ণ হয়ে যায় নি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যুব জনতাকেও নোটীশ দিয়েছি উনারা যদি টাকা দিতে সমর্থ না হন, তাহলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করব।

শ্রীবাদল চৌধুরী : — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গোহাটী জহরনগরে যে সময়ে কংগ্রেস অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তখন কোন টী, আর, টী, সির গাড়ী গৌহাটী গিয়েছিল কিনা? যদি গিয়ে থাকে তাহলে সেই গাড়ীগুলি কখন ফিরে এসেছিল?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রায় সমসাময়িক সময়ে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার গৌহাটীর কামরূপ কনট্রাকশান লিমিটেডকে কনট্রাক্ট অনুযায়ী ১৭.৭.৭৬ইং তারিখে ১০টা টি,আর.টি,সি গাড়ী পাঠিয়েছিল। তার মধ্যে ৪টী গাড়ী ৩০.১১,৭৬ইং তারিখে ফিরে এসেছে। আর একটী গাড়ী বডি বিল্ডিং কমপ্লিট হয়ে ফিরে এসেছে ৭.১২ ৭৬ইং তারিখে। আর একটী গাড়ী এসেছে ২২.১২.৭৬ইং তারিখে। তারপর আরও ৪টিগাড়ী ফিরে এসেছে ১৮.১.৭৭ইং তারিখে। মাননীয় সদস্যগণ স্বভাবতই যুক্তিসংগত কারণ হিসাবে এটা ধরে নিতে পারেন যে গাড়ীগুলি ঐখানে ব্যবহৃত হয়ে থাকতেও পারে।

শ্রীঅখিল দেবনাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, টী, আর, টি, সির গাড়ী, ভাড়া দেওয়ার কোন প্রভিশান আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গাড়ী ভাড়া, দেওয়া প্রভিশান আছে।

শ্রীঅখিল দেবনাথ :— যদি থাকে তাহলে জনসাধারণ কি এইভাবে বাকীতে গাড়ী, ভাড়া নিতে পার ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— বরাবরই নিয়ে থাকেন তারা।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— তাহলে এটা পরিস্কার যে সোজাসোজিভাবে গাড়ীগুলি এখান থেকে যায় নি। একটা কৌশল করে গাড়ীগুলিকে এখান থেকে নেওয়া হয়েছে। গৌহাটিতে যখন কনফারেন্স হচ্ছিল সেই সময় এতগুলি গাড়ীকে এখান থেকে পাঠানো হলো এবং এর সংগে একটা বিরাট চেইনযুক্ত আছে।

কাজেই এই ব্যাপারে তদন্ত করে অফিসার যিনি এর সংগে যুক্ত ছিলেন তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে কোম্পানী গাড়ীগুলি ডেলিভারী দিতে বিলম্ব করেছিল। প্রথমে ১ থেকে ৪ নম্বর গাড়ী, আমাদের যে সময় নির্দিষ্ট ছিল, তার থেকে ডেলিভারী দিতে প্রায় ৭৯ দিন দেরী করে। ৫ নম্বর গাড়ী ডেলিভারী দিতে বিলম্ব করে ৮৬ দিন। ৬ নম্বর গাড়ী ডেলিভারী দিতে বিলম্ব করে ১০১ দিন। আর ৭ থেকে ১০ নম্বর গাড়ী ডেলিভারী দিতে বিলম্ব করে ১১৮ দিন। আমাদের টি. আর. টি. সি অফিস থেকে ঐ সময়ে প্রতিবাদ জানানো হয়েছিল এবং কেন দেরী হল তার কারণ জানাতে উক্ত কোম্পানীকে বলা হয়। তখন উক্ত কোম্পানী ২০-১-৭৭ ইং তারিখে এক পত্রে আমাদেরকে জানান যে গৌহাটিতে কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে কারখানায় অনিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ হত এবং এই অধিবেশনের ফেব্রিকেশনের কাজ তাদের উপর ন্যাস্ত ছিল। কাজেই গাড়ীগুলি ডেলিভারী দিতে বিলম্ব ঘটে। টি. আর টি সি বোর্ডের ৮৪তম সভায় উক্ত বিলম্বের বিষয়টি বিবেচিত হয় এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে কোম্পানীর উপর শতকরা ১ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হয় এবং জরিমানা বাবদ ৩৭০০ টাকা তাদের পাওনা টাকা থেকে কেটে নেওয়া হয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আমার বক্তব্য হচ্ছে, এই ব্যাপারে তদন্ত করা হবে কিনা ? ডিপার্ট-মেন্টালীই হোক আর তদন্ত কমিশনের মাধ্যমেই হোক তদন্ত হবে কিনা ? কারণ আমাদের লোক যারা গৌহাটিতে গিয়েছিলেন তাঁরা দেখেছেন সেখানে গাড়ী গিয়েছিল, এ ব্যাপারে তদন্ত হবে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এই সম্পর্কে আমরা অনুসন্ধান করছি, ফাইল পত্র দেখছি, তদন্ত হবে।

শ্রীসুমন্ত কুমার দাসঃ— এই যে প্রদেশ কংগ্রেসের কাছে সরকার এত টাকা পাওনা আছে, এখন প্রদেশ কংগ্রেসতো ইন্দিরা কংগ্রেস এবং রেড্ডী কংগ্রেসে বিভক্ত, কোন্ কংগ্রেসের নামে নোটিশ দেওয়া হবে সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—তখনকার যে এ্যাড হক কমিটি ছিল কংগ্রেসের, তার নামে নোটিশ হয়েছিল।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ— একজনের নামে তো গাড়ীগুলো দেওয়া হয়েছিল তাঁর নাম কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— নাম আমার কাছে নেই। রিকুইজিশান যখন দেওয়া হয় তখন তার নীচে নিশ্চয়ই স্বাক্ষর থাকবে, মাননীয় সদস্য নোটীশ দিলে পরবর্ত্তী সময়ে সেটা আমি সংগ্রহ করে দেব।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ব্যপারটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কাজেই আপনার অনুমতি নিয়ে আমি তার উত্তর দিচ্ছি। কংগ্রেস সংগঠন হিসেবে, ব্যক্তি হিসেবে, অনেকের কাছেই সরকার টাকা পাওনা আছে, অন্যান্য অনেকের কাছেই টাকা পাওনা আছে। অতীতে এ টাকা পাওয়ার জন্য কোন চেষ্টা হয়নি এবং এখানে যে প্রশ্ন উঠেছে তাতে গৌহাটীতে যে টি. আর. টি. সি'র গাড়ী গিয়েছিল,, সেগুলি যে কংগ্রেস অধিবেশনে ব্যবহৃত হয়নি সেটা মনে করার কোন কারণ নেই। সমস্ত বিষয়টা সরকার নিজে তদন্ত করবেন এবং তদন্ত কমিশনের কাছে রাখবেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅখিল চন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীঅখিল চন্দ্র দেবনাথ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১।

শ্রীদশরথ দেব :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৬১ স্যার।

প্রশ্ন

১) লস্কর সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিকে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইত তা বর্তমানে চালু আছে কি? উক্ত সুযোগ সুবিধাগুলি কি?

২) লস্কর সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও অনেকে উক্ত সুযোগ সুবিধা পান না এইরূপ কোন তথ্য সরকারের আছে কি?

৩) তাহাদের সম্পর্কে ঐ সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন?

উত্তর

১) লস্কর সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিকে কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইত তাহা সরকারের জানা নাই। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত যে সমস্ত ব্যক্তি বিধিবদ্ধভাবে প্রদত্ত তপশিলী উপজাতি সার্টিফিকেট উপস্থিত করিতে পারেন তাহারা উপজাতি হিসাবে নিম্নলিখিত সুযোগ সুবিধাগুলি পাইতে পারেন—

ক) রাজ্য সরকারের চাকুরীর ক্ষেত্রে শতকরা ২৯টি সংরক্ষিত পদ।

খ) শিক্ষা ক্ষেত্রে আবাসিক এবং দৈনন্দিন পাঠরত ছাত্রদের বৃত্তিদান। বিনা-বেতনে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা/পরীক্ষার ফি মকুব/বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং আবাসিক হোষ্টেলে শতকরা ২৯টি স্থান সংরক্ষিত।

গ) বিভিন্ন প্রকার কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারী প্রকল্পে বিভিন্ন প্রকার সংরক্ষিত ব্যবস্থা।

২ ও ৩) প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

উঠে না।

শ্রীঅখিল চন্দ্র দেবনাথ :—অনেক লস্কর সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি আছে যারা ডি, এম, এর কাছে সিডুল ট্রাইব সার্টিফিকেটের জন্য দরখাস্ত করেছেন কিন্তু তাদের সার্টিফিকেট দেওয়া হয় নি, এটা কি সত্য ?

শ্রীদশরথ দেব :—লস্কর সম্প্রদায়কে সিডুল ট্রাইব সার্টিফিকেট দেওয়ার কোন প্রকার বিধি কেন্দ্রীয় সরকারের নেই। কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরায় কাদের সিডুল ট্রাইব, সিডুল কাষ্ট বলে গণ্য করা হবে, সে সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট এর আদেশ আছে সেখানে লস্কর বলে কিছু নেই। সেখানে ত্রিপুরী, টিপরা বা টিপেরা ইত্যাদি আছে, যারা সিডুল ট্রাইব সার্টিফিকেট পাওয়ার যোগ্য। প্রেসিডেন্টের আদেশে যে সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখিত নেই, তারাই সিডুল ট্রাইব সার্টিফিকেট পেতে পারে না।

শ্রীঅখিল দেবনাথ :—লস্কর সম্প্রদায় দেশী ত্রিপুরী বলে অভিহিত এবং সিডুল ট্রাইব সম্প্রদায়ভুক্ত, এটা ঠিক কি না?

শ্রীদশরথ দেব :—এটা ঠিক নয়। প্রেসিডেন্টের অর্ডার আছে ত্রিপুরার কারা কারা সিডুল ট্রাইব হিসাবে গণ্য, সেখানে দেশী ত্রিপুরী বলে কোন উল্লেখ নেই।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—এই লস্কর নাম নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক অ-উপজাতি সিডুল ট্রাইবের সার্টিফিকেট নিয়ে সিডুল ট্রাইবের সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন সরকার এ ব্যাপারে অবহিত আছেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেবঃ—এ ব্যাপারে আমাদের কাছে সঠিক তথ্য নেই। আগের সরকারের আমলে সেটা হত, লস্কর সম্প্রদায় নিজেরা 'আমি সিডুল ট্রাইব' এ হিসাবে এফিডেভিট নিয়ে সার্টিফিকেট নিয়েছে, এরপর লস্কর সম্প্রদায়কে সিডুল ট্রাইব হিসেবে কাহাকেও সার্টিফিকেট দেওয়া হয়নি। তবে দ্বিতীয় কোয়ালিশনের আমলে রাধিকা গুপ্ত যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি এ ধরণের একটি আদেশ দিয়েছিলেন তাদের সিডুল ট্রাইব হিসেবে গণ্য করা হোক, কিন্তু সিডুল ট্রাইব গণ্য করার এক্তিয়ার মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্য সরকারের নেই। রাষ্ট্রপতি যাদের সিডুল কাষ্ট বা সিডুল ট্রাইব হিসেবে গণ্য করে আদেশ দিয়েছেন, তার বাইরে কাউকে গণ্য করা যেতে পারেনা। সরকার যদি এ্যামেণ্ডমেন্ট করতে চান, তাহলে সুপারিশ করতে পারেন। সিডুল কাষ্ট, সিডুল ট্রাইব হিসেবে অন্তর্ভুক্তির এক্তিয়ার কেন্দ্রী সরকারের।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—এমন কোন ব্যক্তি কর্ম্মচারী হিসেবে, ছাত্র হিসেবে বা অন্য কোন ভাবে লস্কর সম্প্রদায়ভুক্ত অথচ সিডুল ট্রাইবের সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন, এটা যদি সরকারের গোচরে আনা যায় তাহলে কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তাদের বিরুদ্ধে ?

শ্রীদশরথ দেব :—সরকারের গোচরে এমন কেস আসে নাই। এলে অতীতের সব ঘটনাগুলি সংশোধন করা এটা একটা বিতর্কমূলক ব্যবস্থা হবে। নূতনভাবে কেউ নিতে পারে না। পূরাণো সম্পর্কে এই সরকার এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নোত্তরের সময় শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি সেগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়দের অনুরোধ করছি।

শ্রী খগেন দাস :—স্যার, আমার ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৮, ১৬৯ এবং ১৬১ ডিসএলাউড হয়েছে।

মি: স্পীকার :—এটা আপনি আমার চেম্বারে গিয়ে দেখা করবেন। এসম্পর্কে আপনাকে আমি বলব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, দেব টাইটেলটা সিডিউলড ট্রাইবে পড়ে কিনা ?

মি: স্পীকার :—প্রশ্নের সময় শেষ হয়ে গেছে।

দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগৌতম দত্ত কর্ত্তৃক আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটি উত্থাপনের সম্মতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য এর নোটিশের বিষয় বস্তু হল—'বিশালগড় থানা এলাকায় সেকেরকোট নয়াগ্রাম পাড়ায় গত ১০ | ৩ | ৭৮ ইং একই রাত্রে দুটি সশস্ত্র ডাকাতি সম্পর্কে'। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আমি এটা কালকে জবাব দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— আর একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ এসেছে মাননীয় সদস্য শ্রীনকুল দাসের কাছ থেকে। বিষয়টি হল—'সম্প্রতি বিলোনীয়ার পুরাতন রাজবাড়ী থানার বড়াইয়া গ্রামে এস, বি, স্কুল থেকে সীমান্তের অপর পাড় থেকে দুর্বৃত্তদের দ্বারা আসবাব পত্র লুণ্ঠন করে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, এটা আমি ১৬ তারিখ জবাব দিতে পারব।

মি: স্পীকার :—আমি নিম্নলিখিত সদস্যগণের নিকট থেকে দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি—

শ্রীসুবল রুদ্র —নোটিশের বিষয় বস্তু হল—'ধর্মনগর কাঞ্চনপুর থানায় ভাংরাই রিয়াং পাড়ার চরণ দাস রিয়াং এর বাড়ীতে সম্প্রতি মিজো ডাকাত দলের হানা সম্পর্কে'।

মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—এটাও আমি ১৬ তারিখ উত্তর দেব।

মি: স্পীকার :—জনস্বার্থে জরুরী বিষয়ের উপর স্বল্পকালীন আলোচনার জন্য আমি তিনটি নোটিশ পেয়েছি। একটি দিয়েছেন শ্রীসমর চৌধুরী—'সিমেন্টের দুষ্প্রাপ্যতার ফলে পরিকল্পনার সমস্ত কাজ অচল হয়ে যাওয়া সম্পর্কে।

দ্বিতীয় নোটিশটি দিয়েছেন শ্রী তপন কুমার চক্রবর্তী—'বিদ্যালয় সমূহে বুক ব্যাংকের মাধ্যমে পুস্তক না দেয়ার ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার অচলাবস্থা সম্পর্কে'।

তৃতীয় নোটিশটি দিয়েছেন শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা—তার নোটিশের বিষয়বস্তু হল—'গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের তীব্র সঙ্কট সম্পর্কে'। এই নোটিশগুলি সভার কার্য্যসূচীতে স্থান পাবে ৩০শে মার্চ্চ, ১৯৭৮ ইং।

মি: স্পীকার—সভার পরবর্তী বিষয় হল অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উত্তর গত কালকের অসমাপ্ত আলোচনা আজ আবার সুরু হবে। মাননীয় সমর চৌধুরীকে আমি আলোচনা আরম্ভ করবার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। মাননীয় সদস্য আপনি কতটুকু সময় নেবেন?

শ্রীসমর চৌধুরী—আমি ১০ মিনিটের মধ্যে আমার আলোচনা শেষ করব। মাননীয় স্পীকার, স্যার, গতকালকে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বিরোধী দলের পক্ষ থেকে শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া এক কথায় পরিষ্কার এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের বিরোধীতা করে না সূচক কথাবার্তা বলেছেন। আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না, তার কি দেখলেন এর মধ্যে। তাঁরা কি চান না পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্টে যে সমস্ত বরাদ্দ করা হয়েছে—আরবন ডেভেলাপমেন্ট, অ্যাসিস্টেন্ট টু মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং মিউনিসিপ্যালিটির ভিতর আরবান ওয়ার্কস করা হোক এবং এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, পাবলিক হেল্‌থ সেনিটেশান ওয়াটার সাপ্লাই এর জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে, চাওয়া হয়েছে রোডস্ ইন ভিলেজেসের জন্য, চাওয়া হয়েছে ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল্ড কাষ্ট অ্যাণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবের জন্য এবং আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসের জন্য। এইরকম ভাবে জলসেচের জন্য, পানীয় জলের ব্যবস্থা করার জন্য বাড়তি টাকা চাওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় খাল তৈরীর জন্য, বাঁধ তৈরীর জন্য বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। ওরা কি এইগুলি চান না? ওরা বলছেন যে না, এই দাবী সমর্থন করি না। ওরা কি চান না উপজাতি উন্নয়ন ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করা হোক এবং অতীতে যেভাবে গভর্ণমেন্ট টাকা নষ্ট করেছেন, এই তো টি, আর, টি, সি, এর কথা শুনলাম, ঠিক এই রকমভাবে তাঁরা কি চান যে কংগ্রেসী আমলে যেরকম ছিল ঠিক সেইরকমই থাকুক? স্যার, আমরা একটা সরকার গঠন করেছি অল্পদিন হল—বামফ্রন্ট সরকার। তাঁরা অল্পদিনের ভিতর সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন এবং এই আর্থিক বৎসরের শেষাশেষি তাঁদের দায়িত্ব নিতে হয়েছে। ওদের বোধ হয় অতীতের দিকে নজর নেই। মন্ত্রীসভা কি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এইসব দিকে তাঁরা নজর দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা মনে করেন না। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে জমি থেকে কোন কৃষক উচ্ছেদ হবে না। রিভিশন অব ল্যাণ্ড রেকর্ডস করা হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসনের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কত সংখ্যক উপজাতি ভূমিহীন জুমিয়া আছে, তারা কোথায় কোথায় আছে তার সার্ভে চলছে। সমস্ত বাজেটে কত টাকা উদ্বৃত্ত আছে, কত টাকা ঘাটতি হয়েছে, সমস্ত দেখে আমরা জনসাধারণের জন্য ব্যবস্থা করতে চাই।

সেজন্যই এই বাজেট এসেছে। এই বাজেটকে আমরা জনসাধারণের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাই এবং সেই হিসাবে এই অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দটা এসেছে। ওরা কিন্তু এটার প্রতিবাদ করছেন। আর তা শুনে অবাক হতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্দেহ জাগে,—সন্দেহ জাগে এই দিক থেকে যে আমরা জানি, কেন্দ্রীয় সরকার তার হাতের মুঠোয় সমস্ত ক্ষমতা আটকে রেখেছেন। ত্রিপুরার উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য এখানকার মন্ত্রীসভা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিকল্পনা তৈরী করেছেন এবং সেটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পনা যার মধ্যে, সেচ, কৃষি এবং শিল্পের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের পানীয় জলের ব্যবস্থার উপর, গ্রামের স্বাস্থ্যের উপর সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তার জন্য কেন্দ্রের কাছে হাত পাতা হল এবং তারা বলে দিল যে এত টাকা দেওয়া হবেনা। কিন্তু কেন দেওয়া হবেনা, তার কোন যুক্তি তারা দিতে পারল না। তারপর নানা রকমভাবে আমাদের কিছু টাকা বাড়িয়ে দিলেন বটে, কিন্তু তাতেও আমরা খুসী হই নি। অর্থাৎ আমাদের চাহিদা মত, কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের টাকা দিলেন না। তা সত্বেও আমাদের হাতে যে টাকা আছে, সেগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পারি, তার জন্য যে ধরণের প্রশাসনিক ব্যবস্থার দরকার, সেই প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাহায্য তো আমরা পাচ্ছি না। ইতিমধ্যে বিভিন্ন খবর পাওয়া যাচ্ছে যে ফটিকছড়া চা বাগানের কাছে সেটেলমেন্ট এবং রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের যে সমস্ত কাগজপত্র, যেগুলি বিভিন্ন মহকুমা অফিসে বা তহশীল অফিসে যাওয়ার কথা যেগুলিতে পোষ্টেল ষ্টাম্পও রয়েছে, সেগুলি সেখানে পড়ে আছে. কি সাংঘাতিক ব্যাপার, একবার ভেবে দেখুন। এই সব কিসের লক্ষণ? লক্ষণ হচ্ছে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার যাতে কোন রকম কাজ না করতে পারে. বর্তমান সরকার কি সেটেলমেন্টের ব্যাপারে, কি জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের ব্যাপারে, কোন কাজ না করতে পারে, তার জন্য চার দিক থেকে একটা ষড়যন্ত্রের জাল ফেলা হয়েছে। এই বিধান সভায় মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া প্রশ্ন উত্তরের সময় হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন কর্মচারীদের ছাঁটাই করার ব্যাপার নিয়ে, এই যেন একটা হৈ চৈ ব্যাপার। সেখানে সরকার পরিষ্কার ভাবে তার বক্তব্য রেখেছে, সেখানে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য একটা অনশনের প্রহসন করে, সেখানে একটা মানুষ তো জোগার করতে পারে নি, একটা মিছিল করার তো সাহস হয় নি। কিন্তু ঐ দেখুন সেই দিন যে কো-অর্ডিনেশন থেকে মিছিল করল, সেটা কত বড় মিছিল, তারাও বামফ্রন্ট সরকারের আন্দোলনকে সমর্থন করছে, এবং ত্রিপুরাকে নূতন করে গড়ে তুলতে চাইছে (জৈনক সদস্য—ফাইভ রুল দেওয়া আর চলবে না) আমি বলতে চাই গুণ্ডা বদ্‌মায়েসদের উপর ফাইভ রুল জারী করা হবে। কিন্তু ফাইভ রুল তাদের উপর পড়বে না, যারা নাকি গণতান্ত্রিক আন্দোলন করেন, ত্রিপুরাকে নূতন করে গড়ে তুলতে চান। অন্য দিকে গুণ্ডা বদ্‌মায়েসদের শায়েস্তা করার জন্য ফাইভ রুল তৈরী করা উচিত। কাজেই এভাবে বর্তমান সরকারকে তারা নানাভাবে নাজেহাল করতে চাইছেন। আমরা আরও লক্ষ্য করছি যেটা একনায়কতন্ত্রের শাসন ছিল, সেটাকে সারা ভারতের কোটি কোটি মানুষ গত নির্ব্বাচনে ভোট দিয়ে পরাজিত করে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিয়েছে, কিন্তু আজও সেই স্বৈরাচারী শাসনতন্ত্র মাথা ছাড়া দিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। এই তো দক্ষিণ ভারতে কেন্দ্রের জনতা সরকারের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে সেদিকও তারা মাথা ছাড়া দিয়ে উঠতে চেষ্টা করছে। তার সঙ্গে সঙ্গে এই ত্রিপুরা রাজ্যেও

দেখছি যে লোক, যারা এতদিন সমাজ বিরোধী কাজে লিপ্ত ছিল, তারা আজকে জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নানাভাবে তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে। তাই তো এই এই বিধান সভাতেও কয়েকজন মাননীয় সদস্যকে তারা তাদের নিজেদের ক্রিড়নক হিসাবে ব্যবহার করতে চাইছেন। কিন্তু মাননীয় সদস্যদের সেই সব কথা চিন্তা করা উচিত যে তারাও জনগণের প্রতিনিধি হয়ে এখানে এসেছেন। এবং আমরাও তাদের কাছে আবেদন রাখব, যে আপনারা নিজেরা চিন্তা করুন ও ভেবে দেখুন।

(ইন্টারাপশান)

স্যার, আমি এই সঙ্গে বলতে চাই যে ছুটো পত্রিকা, দৈনিক সংবাদ আর জনপদ। আজকের জনপদ পত্রিকার এডিটরিয়েলে নির্দিষ্টভাবে লেখা হয়েছে যে—ভারতের প্রধান মন্ত্রী, এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবার জন্য ত্রিপুরা মুখ্য সচিবের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন যে আন্দোলনকারীদের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোথায় ঐ চিঠি? আমরা তো ত্রিপুরা সরকারে প্রেস ষ্টেটমেন্ট দেখেছি কাজেই এটা কত মিথ্যা এই পত্রিকাতে ছাপানো হয়েছে— উদ্দেশ্যমূলক ভাবে যাতে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা যায়। এমন কি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বর্তমান সরকারের যে একটা পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, তার মধ্যে একটা জটিলতার সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই সমস্ত লোকগুলি কাজ করতে চাইছে। স্যার, শুধু কি এই? দৈনিক সংবাদ পত্রিকা, সব চাইতে পপুলার পত্রিকা বলে তারা দাবী করে, সেই পত্রিকাতে পর্যন্ত উঠে গেল যে প্রধান মন্ত্রী নাকি আমাদের বর্তমান চীপ সেক্রেটারীকে এই ব্যাপারে চিঠি দিয়েছেন। স্যার এই যে পরিস্থিতি, তার মধ্যেও যে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ এর দাবী এসেছে, তাকে আমরা সমর্থন করি এই জন্য যে এর বিরুদ্ধে যতই শয়তানি আর চক্রান্ত হউক না কেন, ত্রিপুরা রাজ্যের সংগ্রামী মানুষ সেগুলি সময় মতো নস্যাৎ করে দেবে, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। কাজেই ত্রিপুরার যে সমস্যা, আমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে ত্রিপুরা আপামর জনসাধারণের সঙ্গে থেকে, তার সমাধান করার চেষ্টা করব এবং সেগুলিকে রূপ দেবই দেব। এই কথাটুকু বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে ১৯৭৭-৭৮ সালের সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রেন্টস যেটা উপস্থিত করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা এখানে রাখতে চাই। এই গত এক বছরে ত্রিপুরাতে একটা অস্বাভাবিক অবস্থা ছিল, ৪টি সরকার ঐ বছরের মধ্যে আমরা দেখেছি এই এক বছর তিন তিনটি সরকারকে বাতিল করার পর ১৭ লক্ষ মানুষ, তারা তাদের বিপুল সমর্থন দিয়ে একটা স্থায়ী সরকার, বামফ্রন্ট সরকার এখানে গঠন করেছেন। এই সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে যে চেহারা বিভিন্ন জনজীবনে আপনারা লক্ষ্য করেছেন সেটাই এই গত দুই দিনের আলোচনার মধ্য দিয়ে মাননীয় সদস্যদের বক্তৃতায় ফুটে উঠেছে। যেদিকে তাকান যায়, সেখানেই সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের থেকে শুরু করে অন্যান্য জায়গাতেও দুর্নীতি, অব্যবস্থা এবং দুর্ভোগ ব্যাপক আকারে দেখা দিয়েছে। এই অবস্থার মধ্যেও অল্প সময় এই সরকার পাচ্ছেন—যে অর্থ বরাদ্দ ছিল সেই অর্থ ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয় করার। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমরা জানি ৭৭-৭৮ সালে

ভারত সরকার-এর কাছ থেকে আমরা খুব কম অর্থ পরিকল্পনা খাতে পেয়েছিলাম। কিন্তু সেই অর্থ-এর খুব কম গত ৯ মাসে ব্যয়িত হয়েছে এবং যে বাজেট ৭৭-৭৮ সালে করা হয়েছিল সেই বাজেটও এই সরকারের বাজেট নয়। কাজেই সেই বাজেটের মধ্যেই যে সমস্ত ত্রুটি ছিল এই সরকার মেনে নিয়ে আমাদের সাপলিমেন্টারী বাজেট উপস্থিত করতে হয়েছে। এই বাজেট লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কতগুলি খরচ যা অনেকটা গতভুগতিক—নির্ব্বাচনের জন্য ৭৭-৭৮ সালের বাজেটে আমাদের টাকা ছিল না বা অল্প টাকা ছিল—আমাদের টাকা বরাদ্দ করতে হয়েছে। গত ১ বছরে সরকারী কর্ম্মচারীদের জন্য ডি. এ., বা বকেয়া বেতন, বা পে রিভিশান-এর জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ব্যয় বরাদ্দ বা ফেষ্টিভেল এডভান্স, হাউস বিলডিং লোন, এই ধরনের কিছু কিছু খরচা যা আগে থেকে জানা ছিল না এটা এসে পরল। সেই খরচাগুলির জন্য বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ করতে হয়েছে। অবশ্য সরকারী কর্ম্মচারীদের আরও অনেক পাওনা আছে যা আগামী বাজেটে আমরা রাখবার চেষ্টা করব। তেমনি রাস্তা ঘাটের উন্নতির জন্য কিছু অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ আমাদের এখানে রাখতে হয়েছে। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির বিভিন্ন কাজের জন্য কিছু ব্যয় বরাদ্দ রাখতে হয়েছে। যদিও আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির প্রয়োজনের তুলনায় তা কিছুই নয়—আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির অবস্থা খুবই খারাপ। তার ড্রেনেজ, তার জলের ব্যবস্থা, বাসস্থানের অবস্থা, রাস্তা ঘাটের অবস্থা, বিপুল অর্থের প্রয়োজন। ম্যালেরিয়া সমস্ত সহর ছেয়ে গিয়েছে। কারণ ডোবা, গর্ত্ত আছে। সেই ডোবাগুলি ভর্ত্তি করার সমস্যা। এই সব সমস্যার জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন হবে। অথচ সমস্ত কিছু সাপলিমেন্টারী বাজেট রাখা যায় না। যা একান্ত প্রয়োজন এই ধরণের কিছু কিছু কাজের জন্য কিছু টাকা রাখা হয়েছে। স্কুলের ঘর মেরামত করা, তার জন্যও বিপুল টাকার দরকার আছে সেই টাকাগুলি আমরা রাখতে পারি নাই। সামান্য কিছু টাকা আমরা রেখেছি যেমন ১৫০টি স্কুল আছে যার কোন ঘর নাই মাত্র নামে আছে বা একটা ডেরা আছে। এই রকম জায়গাতে যাতে অবিলম্বে স্কুল ঘর নির্ম্মান করা যায়—এই ধরণের কিছু কাজের জন্য আমরা কিছু টাকা বরাদ্দ রেখেছি। সমস্ত স্কুল ঘর আমরা মেরামত করতে পারব—প্রাথমিক স্কুল, সিনিয়ার বেসিক স্কুল, হাই স্কুল বা কলেজের বিভিন্ন হোস্টেল, বিল্ডিং, সেই বরাদ্দ এখানে নেই। লেপ্রসি ইউনিট আমাদের একটা হয়েছে তার জন্যও কিছু ব্যয় বরাদ্দ রাখতে হয়েছে। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার—বিশেষ করে প্রিমেটিভ ট্রাইবস যারা আছেন তাদের জন্য যে টাকা বরাদ্দ সেখানেও আমাদের কিছু নূতন করে ব্যয় বরাদ্দ রাখতে হয়েছে। আমতলী পি. এল. ক্যাম্পের জন্য কিছু ব্যয় বরাদ্দ রাখতে হয়েছে। আমরা ৬ষ্ঠ ফিনান্স কমিশন তার কাছে বা প্ল্যানিং কমিশনের কাছে টি. আর. বা জি. আর. যা রিলিফের জন্য খরচা করা হয় খুব কমই পেয়েছিলাম। অথচ আমাদের ত্রিপুরায় এমন কতগুলি এলাকা আছে যেগুলিকে বলা যায় ডিষ্ট্রেসড পকেট বা দুর্গতদের এলাকা। যেখানে স্থায়ী দুর্ভোগ-এর অবস্থা—সেই সমস্ত এলাকাগুলিতে প্রতি বছরই দু'টো সময়েতে যখন ফসল ঘরে থাকে না সেই সমস্ত সময়েতে তাদের টেষ্ট রিলিফের কাজ বা খয়রাতি সাহায্য দিতে হয়। সেজন্য কিছু ব্যয় বরাদ্দ রাখতে হয়েছে। তাছাড়া, কৃষি ক্ষেত্রেতে আমাদের কতগুলি সংকট রয়েছে। তারমধ্যে ডাল উৎপাদন আমাদের কম। তেল আমরা বিদেশ থেকে আমদানী করতে পারি। কিন্তু ডাল ভারতবর্ষের বাইরে হয় না। কাজেই ডাল

যাতে আমাদের ত্রিপুরাতে বেশী উৎপাদন করতে পারি সেজন্য আমাদের সরকার দৃষ্টি দেবেন কাজেই ভাল উৎপাদনের জন্য কিছু টাকা রাখা হয়েছে। চট কল আমাদের তৈরী হচ্ছে যদিও আমরা টাকাটা পরে পাব কিন্তু তার জন্যও কিছু টাকা বরাদ্দ রাখতে হয়েছে। তাঁত শিল্পের উপর নির্ভরশীল প্রায় ৫ লক্ষ লোক আছে এবং এক লক্ষের উপর তাঁত আছে। সেই তাঁতগুলি এতদিন বন্ধ ছিল। আমাদের সরকার সেই তাঁতগুলিকে চালু করার ব্যবস্থা করছেন সেজন্য তাদের কিছু সাবসিডি দেওয়ার জন্য টাকা রাখা হয়েছে। গ্রামের জলের ব্যবস্থার কথা এখানে আপনারা শুনেছেন—টিউবওয়েলের প্রায় শতকরা ৭৫টি আমার আনুমানিক ধারণা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এর পার্টসও সংগ্রহ করা হয় নাই। কাজেই এর পার্টস সংগ্রহ করা এবং কিছু পার্টস ইতিমধ্যে এসে গিয়েছে এবং সেগুলি দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যত বেশী সংখ্যক টিউবওয়েল মেরামত করা যায় এবং সেগুলি করার জন্য কিছু টাকা রাখা হয়েছে। রিংওয়েল মেরামত করার জন্য আমাদের প্রচুর সিমেন্টের দরকার। সেই প্রয়োজনায় সিমেন্ট এখন পর্যান্ত নাই যদিও কিছু কিছু সিমেন্ট আসতে আরম্ভ করেছে। আমরা বন দপ্তর রাবার প্ল্যান্টেশানের জন্য কিছু টাকা বরাদ্দ রাখতে হয়েছে। আপনারা জানেন রাবার প্ল্যান্টেশানের উপর আমাদের সরকারের খুব বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। সমবায় আন্দোলনটা অত্যন্ত খারাপ অবস্থার মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে হোলসেল কনজিউমার্স কোপারেটিভ, এপেক্স মার্কেটিং সোসাইটি—সেগুলিকে পুনরোজ্জীবিত করার জন্য আমরা কিছু টাকা রেখেছি। গ্রামাঞ্চলে কিছু শিল্পের জন্য, সীড মানি খাতে সরকার কিছু টাকা দেবেন, ব্যাংক থেকে কিছু টাকা দেওয়া হবে। এইরকম কিছু ছোট শিল্প করবার জন্য ৫ লক্ষ টাকা আমরা আমাদের সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে রেখেছি। এবং আমরা বাহিরে চালান করতে পারি এই রকম কিছু কাপড়, যাতে তৈরী করতে পারি সে জন্য টাকা পয়সা রেখেছি। এই বরাদ্দকৃত অর্থ আমরা আশা করছি অল্প সময়ের মধ্যে কাজে লাগাতে পারবো। তার জন্য প্রয়োজনীয় সংগঠন তৈরী করা হচ্ছে। গ্রামভিত্তিক সহায়তা নেওয়ার জন্য যে সংগঠন, সেটা তৈরী করা হয়েছে। প্রশাসনকে গণমুখী করার জন্য, উপর তলা থেকে আরম্ভ করে নীচের তলা পর্য্যন্ত প্রসাশনকে স্বক্রিয় করা হয়েছে যাতে যথা সময়ে বিভিন্ন কাজে আমরা আরও বেশী জন সহযোগীতা পাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এই কথা বলছি না, এখানে মাননীয় সদস্যদের মধ্যে অনেকে হয় তো মনে করেছেন এর ফলে আমাদের স্কুল, ডাক্তারখানা বা রাস্তাঘাট ইত্যাদির খুব বড় রকমের একটা পরিবর্তন হয়ে যাবে। তা হবে না। আমরা জানি যে আমাদের পরবর্তী বাজেট, আমরা যখন ত্রিপুরার বিভিন্ন দপ্তরের কোন কাজটা আমরা অগ্রাধিকার দিতে চাই সেটা ঠিক করে, কি টাকা আমরা কেন্দ্রের কাছ থেকে পাব সেটা বিবেচনা করে নুতন বাজেট তৈরী করবো। তখন আমরা বলতে পারবো কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য দিতে পারব এবং এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে এইরকম কোন স্থির লক্ষ্য করা সম্ভব নয় এবং সেটা মাননীয় সদস্যরা যদি আশা করে থাকেন তাহলে সেটা ঠিক নয়। আমরা জানি যে এরপর নির্বাচিত মিউনিসিপ্যালিটি আসবে, শহরের এবং গ্রামে আমরা গাঁও-সভাগুলি ভেংগে দিয়ে পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে, তারপর আমাদের যে বাজেটের টাকা তার একটা অংশ আমরা এই সমস্ত আঞ্চলিক যে সমস্ত নির্ব্বাচন প্রতিষ্ঠানগুলি, সেগুলির হাতে দেওয়া হবে। আমরা শাসন ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রী করণ করতে করতে চাই যাতে জনসাধারণ নিজেরা

অংশ গ্রহণ করতে পারে। আলোচনার মধ্যে যে সব তথ্য মাননীয় সদস্যরা উপস্থিত করেছেন, সেগুলি মনে করি আমাদের সরকারের পক্ষে মূল্যবান। কারণ তারা জনসাধারণের কাছ থেকে নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছেন, তাদের দায়িত্ব এলাকার মধ্যে যা দেখেছেন, সেটা এই বিধান সভার সামনে উপস্থিত করবেন। যেমন টি, আর, টি, সি সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতার কথা ব্যাক্ত করেছেন। আমি নিজে পরশুদিন একটা হাসপাতালে গিয়েছিলাম প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে। গিয়ে সেখানে দেখলাম ডাক্তার নেই, ডাক্তার নাকি ১৫ দিনও থাকেন না। একজন নার্স রাত্রি সাতটার সময় একা আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। রোগী ভর্ত্তি করার খাতা দেখলাম সেদিন একটা রোগীও ভর্তি হয় নি এবং সমস্ত মাসে এই মার্চ মাসে ৪/৫ টা রোগী ভর্ত্তি হয়েছে তার মধ্যে একটি রোগী মারা গেছে জলের টেংক আছে কিন্তু জল নেই। জিজ্ঞাসা করে জানা গেল পি, ডব্লিউ দপ্তর আর মেডিকেল দপ্তরের মধ্যে কে টাকা দেবে তাই নিয়ে মীমাংসা হচ্ছে না। তাই এই অবস্থা। সেই হাসপাতালের চেহারা বলুন, আর না স্কুলের চেহারাই বলুন, ঐ একই অবস্থা। স্কুলে সেখানে একটা ব্ল্যাক বোর্ড নেই, একটা টেবিল চেয়ার নেই, একটা দরজা জানালা বা স্কুল ঘর নেই স্বভাবতই যে ঘরের মধ্যে দরজা জানালা থাকে না সেখানে টেবিল চেয়ার দেওয়া না অথচ সেখানে ছাত্রদের পড়াশুনা করতে হয় এবং মাষ্টার মহাশয়দের পড়াতে হয়। আমরা বলেছিলাম যে আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে এসে বসেছি মাননীয় সদস্যদের এবং বিশেষ ভাবে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা উপলব্ধি করতে পারছেন যে একটা পব্বত-প্রমাণ সমস্যা সামনে। এটা কোন দলকে পেটাবার জন্য লাঠি হিসাবে ব্যবহার না করে, তাদের প্রয়োজন ছিল কি করে তাড়াতাড়ি কাজগুলি করা যায় এবং তার জন্য গঠনমুলক প্রস্তাব উপস্থিত করা এবং তারা যদি দেখতেন যে না তাদের প্রস্তাব সরকার পক্ষ গ্রহণ করছেন না, তারা যদি একটা দৃষ্টান্ত রাখতেন, তাহলেও বুঝতাম যে এই সরকার সত্যি সত্যিই জনসাধারণের সমস্ত অংশের মানুষের সহযোগীতা চায়। এখানে যে সমস্ত দল রয়েছে এবং বর্ত্তমান সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে, যেখানে ধনতন্ত্র রয়েছে সেখানে বহু পার্টির স্থান রয়েছে। এবং সেটা থাকবে। যতক্ষন ধনতন্ত্র এ দেশে আছে। কাজেই আমরা যখন দেখি যে সমালোচনার মধ্যে আমাদের বিরোধী দলের বন্ধুরা আমাদের সমস্যাগুলিকে বোঝাবার চেষ্টা না করে সমস্যাগুলিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন (ভয়েস—বুঝি, বুঝি) তাদের নিজেদের স্বার্থে, তখন সে প্রচেষ্টার মধ্যে আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। তাঁদের মনে রাখা দরকার যে গত ৩০ বছর এই যে শাসন চলে আসছে, তার মধ্যে একটা ছোট অংশের মধ্যে এই পার্টি গড়ে তুলেছেন। কিন্তু তাঁরা কি এইসব কথা তখন বলেছেন? একবারও বলেন নি। তাঁরা কংগ্রেসী শাসক গোষ্ঠীর সমালোচনা, এমন কি জরুরী অবস্থার মধ্যেও মুখ খুলেন নি। এ কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে গণতন্ত্র ফিরে আসার পর, এখানে শতকরা ৮০ জন লোক কংগ্রেস সরকারকে পরাজিত করার জন্য সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করলেও, তাঁরা যে বক্তব্য রাখছেন সেই বক্তব্য শুধু প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য করবে। তাঁদের মনে রাখা দরকার কংগ্রেস আর ফিরে আসবে না। বহু ইলেকশান হয়েছে লোকসভার ইলেকশানের পর। উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের অনেকগুলি রাজ্যে ইলেকশান হয়েছে। এমন রাজ্যে ইলেকসান হয়েছে যেখানে শতকরা ৯০ জন ট্রাইবেল। এই কথাটা উপজাতি বন্ধুদের মনে রাখার দরকার যে যেখানে শতকরা ৯০জন

লোক ট্রাইবেল, সেই মেঘালয়, সেখানেও কংগ্রেস ফিরে আসতে পারে নি। সেই নাগাল্যাণ্ড সেখানেও ফিরে আসতে পারে নি, ফিরে আসতে পারে নি অরুণাচল প্রদেশে। এই কথা তাঁদের বুঝা দরকার তাঁরা যাদের জন্য অভার টাইম খাটছেন, সেই অভার টাইমের দ্বারা তাঁরা তাঁরা ইন্দিরা গান্ধীকে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। (ভয়েসেস—আমরা সে চেষ্টা করছিওনা) আমরা শুধু আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই রুল ফাইভের কথা)। ইন্দিরা গান্ধী চেষ্টা করছেন প্রতি দরজায় গিয়ে কংগ্রেসী এম. পি. কে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু আর ফিরিয়ে আনতে পারবেন না। আসাম, মেঘালয়, অরুনাচল, নাগাল্যাণ্ড, এবং আজকে যদি মিজোরামেও ইলেকশান হয়, তাহলে সেখানেও আর কংগ্রেস ফিরে আসতে পারবে না। আজকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে, ত্রিপুরায় শুরু করে আর কোথাও ইন্দিরা গান্ধীকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। আমার এ কথা বুঝবার জন্য আবেদন করছি যে একটা ন্যাশন্যাল ষ্ট্রিম আছে, সমগ্র দেশের মধ্যে একটা জোয়ার আছে সেই জোয়ার থেকে যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে সেটাতে আজ হোক, কাল হোক শুটকি মাছের মত শুকিয়ে যাবেন। একটা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যে নিয়ে যাচ্ছে পঁচা জলের মধ্যে, সেটা থেকে তাঁরা ভবিষ্যতে আর মুক্তি পাবেন না। আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে দেখেছি কংগ্রেসী রাজত্ব শেষ হয়ে গেছে। এই কথা আজকে বিরোধী দলের বুঝা দরকার যে, আমরা কোন দলের মধ্যে থাকবো। একটা ১৭ লক্ষ মানুষের ত্রিপুরায় ৫ লক্ষ কে ৬ লক্ষ ট্রাইবেল নিয়ে একটা দল গঠন করে আপনি যদি বিচ্ছিন্নতার দিকে জনসাধারণকে নিয়ে যান, তাতে আপনার নিজেরও কোন ভবিষ্যৎ নেই, এবং যাদের নিয়ে যাবেন তাদেরও কোন ভবিষ্যৎ নেই। এ কথা আজকে তাঁদের বুঝতে হবে। ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য আছে, সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষকে তা থেকে আজকে শিক্ষা নিতে হবে। গত নির্বাচনে এই রাজ্যে মানুষ যা প্রমান করেছে ভারতবর্ষের কোন দিন কোন রাজ্য তা প্রমাণ করতে পারে নি। ধর্মের ডাক দিয়ে, পাহাড়া—বাঙ্গালীর ডাক দিয়ে, তপশীল আর বর্ণ হিন্দুদের ডাক দিয়ে নানা রকমের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এখানকার ভোটারদের বিভ্রান্ত করা যায় নি। এরকম নজির ভারতবর্ষের ইতিহাসে নেই। আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের এ কথা বুঝাবার জন্য চেষ্টা করতে বলব। এইজন্য তাঁদের গব কথার দরকার আছে, আমরা ইতিহাস সৃষ্টি করেছি। ইতিহাস সৃষ্টী সি পি, এম, করে নি। ইতিহাস সৃষ্টি করেছে ত্রিপুরার মানুষ। ত্রিপুরার মানুষ মুসলমান প্রার্থীকে হিন্দুরা ভোট দিয়েছে, হিন্দু প্রার্থীকে মুসলমান ভোট দিয়েছে। বর্ণ হিন্দুরা ভোট দিয়েছে তপশীলি প্রার্থীকে, ঐ শচীন্দ্র লাল সিংয়ের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে তপশীলি যুব নেতার কাছে। তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, ত্রিপুরার মানুষ যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছে সেটা নষ্ট করবেন না। এই ঐক্যের জোয়ার লক্ষ্য করুন। এই ঐক্যের জোয়ার বলতে এ কথা নয় যে, ৫ | ১০ টাকা দিয়ে স্কুল তৈরী করানো কিংবা রাস্তা তৈরী করানো। আমরা এতদিন যে লড়াই বাইরে করেছিলাম আজ সে লড়াই মন্ত্রীসভার ভেতরেও করছি। অত্যাচার যাতে আর না করতে পারে তার জন্য চেষ্টা করছি। আমরা যে নতুন পরীক্ষা শুরু করেছি তাতে আজ হোক, কাল হোক সেইটাতে আপনাদের ঢোকাতে পারব। এই বিশ্বের দিকে তাকাতে চেষ্টা করুন। শুধু মাত্র একটা ক্ষুদ্র

অংশের দিকে তাকাবেন না। আজকে লক্ষ্য করুন বিশ্বের মানুষ কোন দিকে যাচ্ছে। আজকে ভারতের দিকে তাকান, বাংলাদেশের দিকে তাকান, পাকিস্তানের দিকে তাকান, সিংহলের দিকে তাকান, দেখুন আজকে সেখানে কি অবস্থা। পাকিস্তানে আজকে মিলিটারী শাসন চলছে। শুধুমাত্র ট্রাইবেলজিম করবো, আর কিছুই করবো না, অন্য কোন মানুষের উপকার করবো না, অন্য কোন দিকে তাকাবো না, এটা হতে পারে না। তাই আমি অনুরোধ করবো যে সেই জিনিস বুঝতে চেষ্টা করুন। (ভয়েসেস :— উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ কি করছে ?) উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ বিশ্বের শান্তির জন্য আন্দোলন করছে। এটা আজকের থেকেই নয়। ১৯৫০ সালে, ৫০ হাজার ট্রাইবেল ঐ শান্তি সংগ্রামে স্বাক্ষর করেছিল। এ ইতিহাস আর কেহ সৃষ্টি করতে পারে নি। আজকে এখানে যদি গণতন্ত্র স্থাপিত হয়ে থাকে, ওখানে যদি লাল ঝাণ্ডা কেউ তুলে থাকে, ওখানে যদি কেউ গণতন্ত্র কায়েম করে থাকে, তার প্রধান শক্তি হচ্ছে এই গণমুক্তি পরিষদ এবং ট্রাইবেল, যারা নাকি জুমিয়া সেই জুমিয়া যেহেতু সবচেয়ে বেশী গরীব, যেহেতু সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত সেই জন্য তার হাতে প্রথম লাল ঝাণ্ডা উঠেছে। একথা কমরেডর মনে রাখা দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বক্তব্য শেষ করার আগে আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে আমরা সরকারে বসবার পর থেকে নর্থ ইষ্টার্ণ কাউন্সিলের মিটিং-এ আমরা গিয়েছি, আমরা মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে গিয়েছি, আমরা প্ল্যানিং কমিশনের মিটি-এ গিয়েছি, আমরা সেখানে কি বক্তব্য রেখেছি ? আমরা সেখানে শুধু ত্রিপুরার কথা বলিনি, আমরা বলেছি সমগ্র পূর্বাঞ্চলকে অন্ধকারে রাখা হয়েছিল, পূর্বাঞ্চলের রেলের দরকার, পূর্বাঞ্চলে বিদ্যুৎ নেই, পূর্বাঞ্চলের শতকরা ৮০ জন লোক শহরের শিল্প থেকে অনুপস্থিতি, এই পূর্বাঞ্চলের লক্ষ লক্ষ মানুষকে জুমের উপর নির্ভর করে থাকতে হয়, এবং ৩০ বছর পরও মানুষের ঠিকানা পাওয়া যায় না, এই অবস্থায় তোমরা মানুষকে রেখেছ তোমরা বুঝবার চেষ্টা করনি, বিগত সরকার বুঝবার চেষ্টা করে নি, সমগ্র পূর্বাঞ্চল কেন আজ এত অবহেলিত। ৭টি রাজ্যের পক্ষ থেকে আমরা সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলাম। আমাদের দায়িত্ব দিয়েছে ১৭ লক্ষ মানুষ শুধু আমাদের জন্য লড়বার জন্য নয়, সমগ্র পূর্বাঞ্চলের জন্য লড়বার জন্য এবং এই হাউসের সামনে আমরা বলতে পারি রেলের জন্য, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য, সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য, কৃষকরা যাতে আরো বেশী মূলধন পায় সেই ক্রেডিট ফেসিলিটি বা যে মূলধন আমরা বাইরে থেকে পেতে পারি তার ব্যবস্থা করার জন্য এবং উপজাতি জনগণের যে জীবনযাত্রা তাদের উন্নতি যাতে আমরা করতে পারি তার জন্য, তাদের যে সমস্ত অধিকার যেমন স্বয়ং শাসিত অঞ্চল গঠন করার অধিকার সমেত সমস্ত অধিকার যাতে তাঁরা আদায় করতে পারেন তার জন্য আমরা আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যাব। আমাদের যে প্রয়োজন সেই প্রয়োজন ভিত্তিক প্ল্যান আমরা করবার চেষ্টা করবো। প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আপনারা কি কিছু টাকা তুলবেন না, ট্যাক্স বসাবেন না ? আমি বলেছি হ্যাঁ, আপনি আসুন কোন লোকটার উপর ট্যাক্স বসাতে হবে আপনি দেখিয়ে দিয়ে যান, আমি বলেছি আপনাকে দেখাতে হবে কোন লোকটা কি ট্যাক্স দিবে, আপনি ঠিক করে দিন আমি বসাবো। সে লোক নেই যেখানে শতকরা ৮০ জন দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে, সেখানে ট্যাক্স বসানো সম্ভব নয়। সপ্তম ফিনান্স কমিশান আমাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন তাদেরও এই কথা বলবো।

ঋণ এর বোঝা থেকে আমরা কি করে মুক্তি পেতে পারি, আমাদের প্রয়োজন ভিত্তিক বাজেট আমরা কি করে তৈরী করতে পারি, আমাদের এই ভাঙ্গা-চোরা সমস্ত দেশটাকে অন্তত একটু মেরামতের জন্য তাড়াতাড়ি কি করতে পারি সেই সমস্ত কথা ১৭ লক্ষ মানুষ আমাদের বলবার জন্য আমাদের পাঠিয়েছে, তাই আমরা সেই কথাই বলছি সমস্ত জায়গাতে। আপনাদের পক্ষ থেকে আমি আশা করি যে এই হাউসে আমাদের শক্তি দেবেন যাতে ঐ সমস্ত কথা আরো শক্ত করে আমরা বলতে পারি, ১৭ লক্ষ মানুষ যাতে অন্তত বাঁচার অধিকার নিয়ে অগ্রসর হতে পারে সেই জন্য আমি এই হাউসের সামনে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট রেখে আমি আশা করবো রাজ্যগুলির ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আমরা যে সংগ্রাম শুরু করেছি এবং সারা ভারতবর্ষের মানুষ আজকে সেই সংগ্রামের অকুণ্ঠ সমর্থন জানাচ্ছে, সেই সমর্থনকে সামনে রেখে, সামগ্রিক অগ্রগতিকে সামনে রেখে, আমাদের ত্রিপুরার প্রয়োজন ভিত্তিক বাজেটের জন্য যে সংগ্রাম আমরা শুরু করেছি তার পেছনে এই হাউসের সমগ্র অংশের সমর্থন আছে এবং বাইরের ১৭ লক্ষ মানুষের সমর্থন আছে এই বিশ্বাস নিয়ে এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটটি হাউসের সামনে রাখছি।

কন্সিডারেশান এ্যাণ্ড পাশিং অব দি ত্রিপুরা
এ্যাপ্রোপ্রিয়শান (ভোট অন একাউণ্ট) বিল
১৯৭৮-৭৯ ইং

অধ্যক্ষ মহাশয়—সভার পরবর্ত্তী বিষয় হলো :—

'দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপিয়েশান (ভোট অন এ্যাকাউণ্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (বিল নং ১ অব ১৯৭৮ ইং) এর বিবেচনা।

আমি মুখ্যমন্ত্রীকে " দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (ভোট অন এ্যাকাউণ্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (বিল নং ১ অব ১৯৭৮ ইং) টিকে হাউসের সামনে বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমি 'দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রোপ্রিয়েশান (ভোট অন এ্যাকাউণ্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (বিল নং ১ অব ১৯৭৮)' টিকে হাউসের সামনে বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করিতেছি।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এটাকে উত্থাপনের অনুমতি দিয়েছেন তাই আমি সেটাকে ভোটে দিচ্ছি প্রস্তাবটি হলো—

কনসিডারেশান অব দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (ভোট অন একাউণ্ট) বিল ১৯৭৮ ইং বিল নং ১ অব ৭৮ ইং। যারা প্রস্তাবটির পক্ষে আছেন তাঁরা "হ্যাঁ" বলবেন, আর যারা বিপক্ষে আছেন তারা "না" বলবেন।

(প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে গৃহীত হয়ে গেল)

সরকারী বিলের উত্থাপন

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—হাউসের পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হইল ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (ভোট অন একাউন্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং। উত্থাপিত বিলটি হাউসে উত্থাপন (ইনট্রোডিউস) করার জন্য অনুমতিসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি।

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (ভোট অন একাউন্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (বিল নং ১ অব ১৯৭৮ ইং (বিল নং ১ অব ১৯৭৮ ইং) টিকে উত্থাপনের জন্য হাউসের অনুমতির জন্য প্রস্তাব করিতেছি।

অধ্যক্ষ মহোদয়—হাউসের সামনে প্রশ্ন হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত মোশানটি আমি ভোটে দিচ্ছি :—

মোশানটি হলো—দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (ভোট অন একাউন্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (বিল নংঅব ১৯৭৮ ইং) উত্থাপনের জন্য হাউসের অনুমতি।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—সদস্যদের মধ্যে যারা পক্ষে আছেন তারা "হ্যাঁ" বলবেন, আর যারা বিপক্ষে আছেন তারা "না" বলবেন।

(প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে গৃহীত হয়ে গেল)

এতএব, বিলটি উত্থাপন (ইনট্রোডিউস) করার জন্য সভা অনুমতি প্রদান করিয়াছে।

(এখানে বিধান সভার সচিব মহাশয় বিলটির শিরোনামা পাট করবেন)

সচিব মহাশয় :—The Tripura Appropriation (Vote on Account) Bill, 1978 is a bill to provide for the withdrawal of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Tripura for the services of a part of the financial year, 1978—79.

অধ্যক্ষ মহাশয় :—আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি—

বিলের অন্তর্গত ১, ২, এবং ৩ নং ধারাগুলি এই বিলের অংশ।

যারা পক্ষে আছেন তাহা "হ্যাঁ" বলবেন, আর যারা বিপক্ষে আছেন তারা "না" বলবেন।

(প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে গৃহীত হয়ে গেল)

অধ্যক্ষ মহাশয় :—বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি বিলের অংশ।

যারা পক্ষে আছেন তারা "হ্যাঁ" বলবেন, আর যারা বিপক্ষে আছেন তারা "না" বলবেন।

(প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে গৃহীত হয়ে গেল)

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ—বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশ।

যারা প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা "হ্যাঁ" বলবেন, আর যারা বিপক্ষে আছেন তারা "না" বলবেন।

(প্রস্তাবটি ধনী ভোটে গৃহীত হয়ে গেল)

অধ্যক্ষ মহাশয় :— সভার পরবর্তী বিষয় হলো—দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (ভোট অন একাউন্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং (বিল নং ১ অব ১৯৭৮ইং) টি হাউসে পাশ করার জন্য প্রস্তাব। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (ভোট অন একাউন্ট) বিল, ১৯৭৮ইং (বিল নং ১ অব ১৯৭৮ ইং) টি হাউসে পাশ করার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (ভোট অন একাউন্ট) বিল, ১৯৭৮ইং (বিল নং ১ অব ১৯৭৮ইং) টিকে হাউসে পাশ করার জন্য প্রস্তাব করিতেছি।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত উত্থাপিত প্রস্তাবটি। ইহা আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটী হলো—

দি ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (ভোট অন একাউন্ট) বিল, ১৯৭৮ইং (বিল নং ১ অব ১৯৭৮ইং)। যারা প্রস্তাবটী পক্ষে আছেন তারা "হ্যাঁ" বলবেন, আর যারা বিপক্ষে আছেন তারা "না" বলবেন।

(প্রস্তাবটী ধনী ভোটে গৃহীত হয়ে গেল)

অতঃপর সভাপতি মহাশয় বেলা ২ ঘটীকা পর্য্যন্ত সভার কার্য্যে মুলতবী ঘোষণা করলেন।

Introduction of the Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) record Amendment Bill, 1978.

স্পীকার :— পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো শিক্ষা প্রশিক্ষন সমুহের পরিসংক্রান্ত ভার গ্রহন তৃতীয় সংশোধনী বিল ১৯৭৮ইং উত্থাপনের জন্য অনুমতি সূচক প্রস্তাব আমি এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা সংক্রান্ত ভার অধিগ্রহন তৃতীয় সংশোধনী বিলটী ১৯৭৮ উত্থাপনের জন্য অনুমতিসূচক প্রস্তাব আনার জন্য অনুরোধ করছি

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, I beg to move (Introduction of the Tripura Education Institutions (Taking over of Management) Second Amendment) Bill, 1978.

স্পীকার :— আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী আনিত প্রস্তাব ভোটে রাখছি। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তারা হ্যাঁ বলবেন আর যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে তারা "না" বলবেন। (ধনী ভোটে বিলটী পাশ হলো)। সর্ব্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবটী গৃহীত হলো।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই বিষয়ে। একটা প্রসিডিউর হচ্ছে এই বিলটী সম্পর্কে যদি কারও আপত্তি থাকে এটা উত্থাপন করার সেখানে এই সুযোগ তাদের দেওয়া হয়, কি কারণে এটা উত্থাপন করা হবে না। আর যদি কোন বিরোধ না থাকে, বিলটা ইনট্রোডিউসড হচ্ছে ইনট্রোডিউসড হলে পর বিলের বিভিন্ন বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ সময় ঠিক করা হয়।

মিঃ স্পীকার :— পরবর্তী কার্যসূচী হলো—১৯৭৮ সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীর উপর আলোচনা ও ভোট গ্রহণ। কার্যসূচীতে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী সমূহ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়দের নাম দেওয়া আছে। ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরী প্রস্তাবসমূহ সভার কার্যসূচীর সঙ্গে সদস্যদের কাছে দেওয়া হয়েছে। ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবসমূহ একসঙ্গে হাউসে উপস্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো।

প্রথমে ডিমাণ্ডগুলোর উপর আলোচনা হবে এবং আলোচনার শেষে ব্যয় বরাদ্দের দাবী গুলো একটি একটি করে ভোটে দেওয়া হবে। আমি প্রথমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ওনার সংশ্লিষ্ট বিভাগের ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলোর উপর আলোচনা আরম্ভ করতে অনুরোধ করছি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী এই ভার শিক্ষা মন্ত্রীর উপর দিয়ে গেছেন কাজেই উনি বলতে পারেন।

শ্রীদশরথ দেব :— স্পীকার স্যার, এটা অলরেডী মুভ হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— এখানে যারা আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে চান ত দেব আমি আহ্বান করছি। আপনারা আলোচনা করতে পারেন তারপর ডিমাণ্ডগুলিকে ভোটে নেব।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি গতকাল একটা কাটমোশান এনেছিলাম সেটা আজকেও দেখতে পাচ্ছি না।

মিঃ স্পীকার :— আপনার কাটমোশান রিজেক্ট হয়ে গেছে। আপনি সেখানে টাকার কোন অংশ দেননি তার ফলে এই কাটমোশান গৃহীত হওয়ার পক্ষে অসুবিধা, সেই জন্যই এটা রিজেক্ট হয়।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীগৌতম দত্ত।

শ্রীগৌতম দত্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহন করতে গিয়ে আজকে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডের উপর যে সমস্ত গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে, সেগুলিকে আমি সমর্থন করি এবং সমর্থন করতে গিয়ে এই কথাটা বলতে চাই যে ডিমাণ্ডের মধ্যে যে সমস্ত জিনিষ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, সেইগুলি সম্পর্কে আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা সেটা হচ্ছে গত ৩০ বছরে কংগ্রেসী অপশাসনে প্রশাসনিক স্তরে যে সমস্ত দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, সেগুলি দূরীকরণে বর্ত্তমান সরকার প্রয়াসী হয়েছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা লক্ষ্য করেছি বিগত বছরগুলিতে কংগ্রেসী আমলে যে ভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচন হত—হাত তুলে ভোট গ্রহন করা হত—তাতে অনেক দুর্নীতি হত, ভোট গণনায় কারচুপি হত। কাজেই সেই দুর্নীতি নিরসনে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গোপন ব্যালটের মাধ্যমে পঞ্চায়েত নির্বাচন করবার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত প্রকার প্রস্তুতি পর্ব প্রায় সমাপ্ত করে এনেছেন এবং তার জন্য আমি বর্ত্তমান সরকারকে অভিনন্দন জানাই।

পুলিশ প্রশাসন বা অন্যান্য সিভিল ডিফেন্স সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে বিগত তিন দশক ধরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুলিশকে যে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছিল সাধারণ মানুষের উপর, তাদের উপর অন্যায়, অত্যাচার করে তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান সরকার পুলিশ যাতে পূর্বেকার মত সাধারণ মানুষের কাছে ভীতিজনক না হয়, বন্ধুত্বজনক হয়, মানুষের কল্যাণের কাজে নিয়োজিত হয়, তজ্জন্য আমাদের বর্ত্তমান সরকার পুলিশকে নূতন ধাচে গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব বিগত তিন দশক ধরে কংগ্রেসী শিক্ষানীতির সংকার্ণনল বেয়ে যে শিক্ষা স্রোত প্রবাহিত হয়েছে, তার ধাক্কায় শতকরা প্রায় ৮০ জন লোক অশিক্ষার তিমিরেই থেকে গেছে। এই তিন দশক ধরে শিক্ষা সমস্যার এক দরুহ জটিলতা উনারা সৃষ্টি করে গেছেন। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ঘর ভাংগা, সেখানে পর্যাপ্ত পরিমানে শিক্ষক নেই, চেয়ার নেই, টেবিল নেই। শিক্ষাক্ষেত্রে বিগত সরকার যে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে গেছেন বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জে এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। সারা ভারতবর্ষে যেখানে শিক্ষিতের হার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে, সেখানে ত্রিপুরাতে শতকরা ৮০ জন লোক নিরক্ষর। এটা অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। সাধারণের সেই সুপ্তি অবসানের জন্য শিক্ষাকে ব্যাপক করতে হবে। বিগত কংগ্রেস সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে যে বৈরাগ্য নীতি গ্রহন করেছেন, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে নূতন ধাচে গড়ে তোলার জন্য, বিশেষ করে গ্রামে গঞ্জে শিক্ষার প্রসারকে বারাবার জন্য প্রয়াসী হয়েছেন। বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে গ্রামে গঞ্জে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র এবং বারোয়ারী শিক্ষাকেন্দ্র খোলার জন্য বর্তমান সরকার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং এই জন্য সাপলিমেন্টারী বাজেটের মধ্যে বর্তমান সরকার শিক্ষা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাপলিমেন্টারী বাজেটের ২০ নং ডিমাণ্ডের ট্রাইবেল এবং আদার বেকওয়ার্ড কমিউনিটির উন্নতির জন্য আমাদের সরকার ব্যয় বরাদ্দ ধরেছেন। বিগত কংগ্রেস সরকার এর আমলে এই ট্রাইবেলদের সংস্কৃতি, শিক্ষা ইত্যাদি উন্নয়নের নামে করে তিন দশক ধরে টাকা লুট করা হয়েছে। তাদের উন্নতি বিন্দুমাত্রও হয়নি। প্রকৃতপক্ষে ট্রাইবেল রিসার্চের ক্ষেত্রে গত ৩০ বৎসরে এই ত্রিপুরা রাজ্যে অনগ্রসর উপজাতিদের উপেক্ষা করা হয়েছে। আজকে ত্রিপুরার এই ৫ লক্ষ উপজাতির স্বার্থে ট্রাইবেল রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট উপজাতিদের শিক্ষা, সংস্কৃতিকে যাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তার জন্য সাপলিমেন্টারী বাজেটে ট্রাইবেল রিসার্চের ব্যাপারে একটি সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ল্যাণ্ড রিফর্মের ক্ষেত্রে বিগত ৩০ বছর ধরে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ল্যাণ্ড রিফর্মের নামে ভূমিহীনদের ভূমি থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বিশেষ করে জরুরী অবস্থার সময়েতে আমরা লক্ষ্য করে করেছি কংগ্রেসী মাতব্বররা। তাদের নিজেদের লোকদের ভূমি দিয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে যারা ভূমিহীন তারা তা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। এই ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে ভূমিহীনদের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামের যারা ছোট কৃষক আছেন তারা জমি হারিয়ে সর্বশান্ত হয়েছে। এই অবস্থা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য, ভূমি আইনকে আমাদের সরকার, নির্বাচনে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে—প্রকৃত পক্ষে যারা ভূমিহীন তারা যাতে ভূমি পেতে পারে, তজ্জন্য সংস্কার করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। বর্ত্তমান সরকার ভূমিহীনদের একটি তালিকা প্রস্তুতও করছেন এবং আড়াই কানি পর্য্যন্ত জমির খাজনা মুকুবও করেছেন।

স্বাস্থ্যের দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে আমরা দেখব যে গত তিন দশক ধরে গ্রামাঞ্চলের মানুষ সুচিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামের হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ডাক্তার, নার্স নেই, ঔষধ পাওয়া যায় না। গ্রামের অধিকাংশ হাসপাতাল গুলিতে এম্বুলেন্স নেই। যেগুলিতে আছে সেগুলি সাধারণ লোকদেরকে গত ৩০ বছর ধরে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় নি। বর্তমান সরকার এই সমস্ত ত্রুটিগুলি দূরী করণে গুরুত্ব আরোপ করে সাপলিমেন্টারী বাজেটে সংযোজিত করছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রামাঞ্চলে জল সরবরাহ এবং বৈদ্যুতিকরণে ইত্যাদির ব্যাপারে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষাকল্পে সচেষ্ট হয়েছেন এবং সাপলিমেন্টারী ডিমাণ্ডেও আমরা তা দেখতে পাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কুটির শিল্প দিকে যদি আমরা তাকাই, তাহলে দেখব যে কংগ্রেস সরকার বিগত তিন দশক ধরে কুটির শিল্প কে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছেন এবং অপরদিকে বেকারত্বের সৃষ্টি করেছেন। ত্রিপুরার নিজস্ব শিল্প সম্পদকে ত্রিপুরাবাসীর কল্যান নিয়োজিত করা হয় নাই। ত্রিপুরার যে ঐতিহ্য—বাঁশ, বেতের শিল্প, যা বাইরের জগতেও সমাদৃত, সেই ঐতিহ্যকেও কংগ্রেস সরকার ধ্বংস করে দিয়েছেন। গ্রামে গঞ্জের সাধারণ মানুষ তার যাতে ঐ সমস্ত কুটির শিল্পের মাধ্যমে নিজেদের জীবিকার সংস্থান করে নিতে পারেন এবং ঐ সমস্ত কুটির শিল্প যাতে আরও সম্প্রসারিত হয়, তার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যথেপোযুক্ত উদ্যোগ নিয়েছেন। এই সমস্ত কারণে আমি এই সাপলিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করছি। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে আমি সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে দুই একটি কথা বলছি। প্রথমত: আমি বলব বিগত ৩০ বছরে যেভাবে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হোত, সেই ব্যয় বরাদ্দটা সাধারণতঃ শাসক শ্রেণীর সার্থে ব্যয় করা হত। আজকে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে এটার মধ্যে কিছু বাস্তব দৃষ্টিভংগী দেখা যাচ্ছে। ত্রিপুরা রাজ্যের যে চাহিদা, সেই সমস্ত চাহিদাকে একযোগে দূর করা যাবেনা, এটা ঠিক কিন্তু এই চাহিদা পুরণ করার জন্য যেভাবে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে হয়, সে পদক্ষেপ' এর চিহ্ন এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের মধ্যে রাখা হয়েছে।

শিক্ষার কথা বলতে গিয়ে আমি প্রথমে গ্রামাঞ্চলের কথা দিয়ে সুরু করব। বিগত ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখেছি যে গ্রামে যে স্কুলগুলি করা হয়েছে, সেগুলি ঠিক বাচ্চা কাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা হয়নি, উপযুক্ত স্থান নির্বাচন না করে বিভিন্ন জায়গায় খেয়াল খুশি মত স্কুল গঠন করা হয়েছে এবং সেই স্কুল'এ শিক্ষক যায় না, এমন কি লেখাপড়ার যে পরিবেশ, সে পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি ঐ দীর্ঘ ৩০ বছরে। আমরা এখানে দেখি এমন কতকগুলি এলাকা আছে যেমন কাকতলি বগচেতল ২০ বর্গ মাইল, এলাকা, সেখানে প্রায় ৬০০/৭০০ লোকের বাস, আজও সেখানে সরকারী প্রতিষ্ঠান বলে কিছু গড়ে উঠেনি। স্কুল বলুন, রাস্তা বলুন, টিউবওয়েল বলুন কিছুই করা হয়নি। সরকারী কোন কিছু যদি দেখতে হয়, তাহলে পাহাড় এবং বন জংগল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাবেনা বিগত ৩০ বছরে। শিক্ষার যে চিন্তাধারা, তার জন্য বাস্তব দৃষ্টি ভংগী নেওয়ার জন্য আজকে সেখানে যদি নূতন স্কুল হয়, সেখানকার ছেলে মেয়েরা লেখাপড়া করতে পারবে। কাজেই এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে এটাকে আমি বাস্তব দৃষ্টিভংগী বলে মনে করি এবং সমর্থন করি।

২নং কথা হচ্ছে গ্রামের মানুষকে জল খাওয়াবার জন্য অতীতে অনেক রিংওয়েল, টিউব-ওয়েল দিয়েছে বলে কংগ্রেস সরকার বলেন কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখি, ঐ রিং ওয়েল এবং টিউবওয়েল তৈরী হয়েছিল কংগ্রেসের কিছু পেটোয়া লোককে খুশি করবার জন্য এবং সেইসব এলাকায় কংগ্রেস কর্মী ছিল তাদের পকেট ভারী করার জন্য ঠীকা দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন জায়গায় আমরা দেখি টিউবওয়েল, রিং ওয়েলের নাম করে কিছু কিছু রিং ফিট করা হয়েছে যার মধ্যে সাফিশিয়েন্ট মেটেরিয়াল নেই এবং গর্ত করা হয়েছে এবং যেখানে রিং ওয়েল দেওয়া হয়েছে সেখানে টিউবওয়েলে জল উঠেনা, এক গ্লাশ জলও কেউ খেতে পারেনা এই হচ্ছে গ্রামের বাস্তব চেহারা। আর টিউব ওয়েল যেখানে সেখানে দেওয়া হয়েছে সেই টিউব ওয়েলের নাম করে কিছু পাইপ মাটিতে গড়ানো হয়েছে, বাস্তবে কোনদিন জল এর ভেতর দিয়ে বের হয়নি, (ভয়েস-বাতাস বের হয়)। বাতাস বা ধোঁয়া বের হতে পারে, এছাড়া কিছু বের হয় না। কাজেই এই যে অবস্থা, এই অবস্থাকে পরিবর্তন করতে হলে টাকা দরকার, টাকা ছাড়া হবেনা, কাজেই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ যেটা রাখা হয়েছে, সেটা একটা সম্পূর্ণ নুতন দৃষ্টি-ভংগী নিয়ে, গ্রামের চাহিদাকে মেটানোর জন্য এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ, কাজেই সেটাকে আমি সমর্থন করি।

তারপর গ্রামের মানুষের চলাচলের জন্য রাস্তাঘাট দরকার। অতীতে গ্রামের মানুষ ল্যাণ্ড রেভিনিউর সংগে পথ কর দিয়েছে, এটা দেয়নি ঠীক নয়, কিন্তু গ্রামের মানুষের জন্য একটা রাস্তাও হয়নি। কাজেই এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে বাস্তবকে উপলব্ধি করে বিভিন্ন জায়গায় রাস্তা গড়ে তুলতে হবে যার দ্বারা গ্রামের মানুষকে হাঁটে, গঞ্জে, বাজারে শহরের সংগে যোগাযোগ করা যায়, কাজেই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, এটাকে আমি সমর্থন করি এবং অভিনন্দন জানাই।

তারপর আছে গ্রামের মানুষের খাদ্য চাই; কাজেই খাদ্য চাইতে গেলে প্রথমতঃ উৎপাদনের ব্যবস্থা করতে হবে, তাদের জমি দিতে হবে। জমি দেওয়ার জন্য এখানে ত্রিপুরা রাজ্যে নুতন করে ভূমিহীন যারা তাদের তহশীলে তহশীলে নাম রেজিষ্ট্রীভূক্ত করা হচ্ছে এবং জমি দিতে গেলে নিশ্চয়ই সেটাকে সার্ভে করতে হবে, বিভিন্ন জায়গায় তথ্য অনুসন্ধান করতে হবে, তার জন্য টাকা চাই, তাই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, বাস্তব উপলব্ধি থেকেই করা হয়েছে, এটা একটা সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ।

এরপর আসে জমি থাকলেই হবে না, অনেক কৃষকের জমি আছে, কিন্তু সেইসব জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা থাকা দরকার, সেই জলসেচের ব্যবস্থার জন্য যে টাকাটা রাখা হয়েছে সেটা বাস্তব দৃষ্টী সম্মত, জল ছাড়া ফসল হতে পারেনা। কাজেই এখানে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটা ও যৌক্তিকতা আছে।

এরপর আরেকটা কথা হচ্ছে অতিরিক্ত জল থাকতে পারে কোন কোন জমিতে, সে জলগুলি নিষ্কাশন করার জন্য ড্রেনের প্রয়োজন, তার জন্য টাকা দরকার এবং তারই জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, কাজেই আমি তাকে সমর্থন করি। জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকলে ফসল হতে পারেনা। জল ছাড়া যেমন ফসল উৎপাদন করা যায়না, তেমনি অতিরিক্ত জল থাকলেও জমিতে ফসল হতে পারেনা। কাজেই জল নিষ্কাশনের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, তাকে আমি অভিনন্দন জানাই।

(রেড লাইট)

শ্রীসুনীল চৌধুরী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি একটু সময় চাই। আমি আমার বক্তব্য আর বেশী দীর্ঘ করবনা। ত্রিপুরার সমস্যাপীড়িত মানুষকে নুতন চিন্তা ধারায় উদ্বুদ্ধ করে, তাদের নুতনভাবে আশা আকাংখার রূপদানের জন্য এই যে বাজেট অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, তাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ :— মাননীয় সদস্য পূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

কক-বরক

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি অ হাউস-অ আলোচনা খাইনা হিনুই যে বাচামানি, অব অওখা যে খরচ-ব অও থাওকা, তাবুক খরচ অওনানি হিনুই যে তুবুমানি; কাজেই, অমন পুইলা আলোচনা খাইনা থাওতিনি মুকথা—সাবা ত্রিপুরা রাজ্যানি গরীব অংশনি বরক, অ বরক-ন বাচিবিনানি বাগয় যে Supplementary-ম যে নুকমানি ব ঠিক, বন তুই সমর্থন খাইনানি যোগ্য। কারণ, তিনি যে অর তওগ, যারা যে বিরোধী গ্রুপনি সদস্যরগ, আও দীর্ঘ দুইদিননি আলোচনা-অ নুক-খা যে একটার পর একটা, একটার পর একটা বরগ বিরোধীতা খাইকা। কিন্তু বন বিরোধীতা খাইকা, তাবুক হয়তো খাইনানি কারণ তওগ, বরগনি ছানানি কারণ তওগ তামানি হিনবা, বরক যে তকলগ যে কংগ্রেস-ন দীর্ঘদিন সমর্থন খাইমানি, তাবুক-বকংগ্রেস-ন সমর্থন খাইঅয় ই হাউস-অ কক ছাঅ। কারণ বরগনি দুঃখ যে যারা বরগ-ন সমর্থন খাইনাই সেও কংগ্রেস তিনি কুরুইথা। তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর ত্রিপুরা-অ কংগ্রেস রাজত্ব খাইকা, যে অ রাজত্বন মধ্যে চিনি উপজাতিরগনি বাগয় কোন কিছু বরগ খায়া। কিন্তু ই যে উপজাতি হিনুই, উপজাতি দরদী হিনুই জাতীয়তা-বাদী হিনুই ভোট মানই ফিতি ফাইঅই—তিনি বরগ উপজাতিনি বাগয় কক ছামা কুরুই। ই যে উপজাতি যুব সমিতি-নি যারা চিনি অর সদস্য তওনাইরগ উপজাতিনি বাগয় কোন কক ছায়া। তিনি ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্ব খাইকা ই ত্রিপুরা রাজ্য-অ বরগ ই রাজত্ব খাইফুরু পাহাড়ী এলাকা-অ থাওগয় কক কাহাম কাহাম ছাকা। কাজেই, বরগ দায়িত্ব মানই বিধান সভা-অ ফাইকা, তিনি উপজাতিনি, অবহেলিত উপজাতি সম্পর্কে বরগনি বক্তব্য কুরুই। দীর্ঘ ৩০ বছর উপজাতি অবহেলিত, অ উপজাতি বরকরগনি বাগয় স্বয়ংশাসিত জেলানি প্রস্তাব-ন তিনি বিরোধী সদস্যরগ বিরোধীতা খাইঅ। কাজেই, আও খুবই দুঃখিও। কারণ ই ৩০ বছর কংগ্রেস যে ভাবে শাসন শোষণ খাই ফাইমানি চুও তিনি ই জিনিষ-ন ছিনানি দরকার। কিন্তু বরগ আচুক ছিয়া। তিনি উপজাতি যুব সমিতি-নি, বিরোধী গ্রুপনি সদস্যরগ যে নির্বাচিত অও ফাইকা, কিন্তু বরগ ঠিক ঠিক উপজাতি দরদী তওখাই বরগ বরগনি দায়িত্ব-ন পালন খায়া। কাজেই, দীর্ঘ বছরনি ইতিহাস, ৩০ বছরনি ইতিহাস-ন যদি চিন্তা-অ তুবুয়া হিনকাই গ্রামনি বরক কোনদিন বেহাই জিগালাক। কারণ, ই জিনিষ-ন আপনিছও চিন্তা খাইনা দরকার। যে ই জিনিষ-ন চুও যদি চিন্তা হিনকাই, উপজাতি এবং গরীব অংশ বরকরগনি মুক্তিনি লামা কুরুই। চুও এতদিন যে রাজনীতি খাই ফাইমানি, ই জিনিষ-ন চুও চিন্তা খাইনানি দরকার। কাজেই, আপনিছও আগামীদিন গ্রহণ খাইনানি দর ...

বামফ্রন্ট সরকার, ই বামফ্রন্ট সরকার-ন আপনিছও সমর্থন খারাকাই, বরকনি কক ছায়াখাই, আগামীদিন আপনিছওনি কোন ভবিষ্যৎ কুরুই। কাজেই, চুঙ যদিন অ জিনিস-ন চিন্তা খায়া হিনকাই, ত্রিপুরা রাজ্যনি উপজাতি বরকবগ-নি উন্নতিনি সম্ভাবনা কুরুই। কারণ, চুঙ নুকথা—ত্রিপুরা রাজ্য-অ উপজাতি এলাকা-অ অম কুরুই, আহাই কুরুই, এই যে রাস্তা কুরুই, অমুক কুরুই,—বামফ্রন্ট সরকার সমস্ত রাস্তা-ন বলও খায়া—ই জিনিস-ন চিনা মাওগানু চুঙ। বামফ্রন্ট সরকার ফাইঅই তাবুক রাস্তাঘাট, নিনি পানীয় জল যে ব্যবস্থা খাইমানি, কিন্তু বরগ আকুরু গত ৩০ বছর তাম খাই মায়া? তিনি দুই মামনি বিছিওগ কোন রাস্তা অও-ইয়া, অমুক জাগা অমুক অও-ইয়া,—কিন্তু চিন্তা খাইনা দরকার দুই মাসনি বিছিওগ কোন বরক-ব মন খাই মানগালাক। কাজেই, আপনিছও ছুদ্‌ বিরোধীতা খাইনা বাগয় তিনি কক ছাঅ, জিনিষ-ন বিচার খাইনা নায়া। কাজেই, আও বিছি ছানা নায়া, আছুক-ন ছাঅই Supplementary বাজেত-ন সমর্থন খাইঅই আনি বক্তব্য শেষ খাইকা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :— মাননীয় স্পীকার স্যার আজকে এই হাউসে যেটার সম্পর্কে আলোচনা করতে যাচ্ছি, সেটা হলো যে টাকাটা খরচ হয়ে গেছে, এবং যে টাকাটা খরচ করার জন্য আনা হয়েছে। কাজেই, এটাকে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই লক্ষ্য করেছি—সারা ত্রিপুরা রাজ্যের যারা গরীব অংশের মানুষ, সেই গরীব মানুষদের বাঁচাবার জন্য এই যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট আনা হয়েছে, এটা যথার্থই হয়েছে এবং সমর্থনযোগ্যই হয়েছে। অথচ, আমি দুইদিনের আলোচনায় লক্ষ্য করেছি যে এখানে বিরোধী গ্রুপের যারা সদস্য আছেন তারা একটার পর একটা শুধু বিরোধীতাই করে চলেছেন। কিন্তু তারা বিরোধীতা করছেন, হয়তো বিরোধীতা করার কারণ আছে, কারণটা হলো যে কংগ্রেসকে অতীতে দীর্ঘদিন যাবত সমর্থন করে এসেছে, এখনো তারা সেই কংগ্রেসকে সমর্থন করেই হাউসে বক্তব্য রাখছেন। তাদের দুঃখ হলো, যে কংগ্রেস তাদেরকে সমর্থন করতো, সেই কংগ্রেস এখন আর নেই। আজকে দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত কংগ্রেস ত্রিপুরার রাজত্ব করেছেন, কিন্তু এই দীর্ঘ রাজত্বের মধ্যে তারা উপজাতিদের জন্য কোন কিছু করেনি। কিন্তু এই যে উপজাতিদের নাম করে, উপজাতি মানুষদের দরদী সেজে, জাতীয়তাবাদীর নাম করে ভোট পেয়ে জিতে এসেছেন, অথচ আজকে তারা উপজাতীদের জন্য কিছুই বলছেন না। এই যে উপজাতি যুব সমিতির যারা আমাদের এখানে সদস্য আছেন, তারা উপজাতিদের জন্য কোন বক্তব্য রাখছেন না। আজকে কংগ্রেস ৩০ বছর ত্রিপুরা রাজ্যের শাসন ক্ষমতায় ছিল, তাদের সেই শাসনের আমলে তারা পাহাড়ী এলাকায় গিয়ে ভাল ভাল কথা বলেছেন। কিন্তু আজকে দায়িত্ব পেয়ে বিধান সভায় এসে তারা অবহেলিত উপজাতিদের সম্পর্কে কোন বক্তব্য রাখছেন না। দীর্ঘ ৩০ বছর যাবত উপজাতিরা অবহেলিত হয়েছে; অথচ এই উপজাতি মানুষদের জন্য স্বয়ংশাসিত জেলার প্রস্তাবকে আজকে তারা বিরোধীতা করছেন। কাজেই, আমি খুবই দুঃখিত। কারণ, বিগত ৩০ বছর যাবত কংগ্রেস যে ভাবে শাসন শোষণ চালিয়ে এসেছে, আজকে আমাদের সেগুলি বুঝতে হবে। কিন্তু

তারা বুঝতে চেষ্টা করছেন না আজকে উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা, বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, কিন্তু যদি তারা সত্যি সত্যি উপজাতি দরদী হয়ে থাকেন. তাহলে তারা তাদের দায়িত্ব পালন করছেন না। কাজেই, দীর্ঘ বছরের ইতিহাসকে যদি চিন্তার মধ্যে এনে বুঝতে না চান, তাহলে গ্রামের মানুষ কোনদিন রেহাই দেবে না। কারণ এই জিনিষটাকে আপনাদের চিন্তা করা দরকার। এই জিনিষটাকে যদি আমরা চিন্তা না করি তাহলে উপজাতি এবং গরীব অংশের মানুষদের মুক্তির পথ নেই। আমরা কেন এতদিন রাজ নীতি করলাম, এই জিনিষটা চিন্তা করা দরকার। কাজেই, আগামী দিনে আপনাদের সমর্থন করা উচিত। বর্তমানের যে বামফ্রন্ট সরকার, এই বামফ্রন্ট সরকারকে যদি আপনারা সমর্থন না করেন, মানুষের জন্য কথা যদি না বলেন, তাহলে আপনাদের কোন ভবিষ্যৎ নেই। কাজেই, আমরা যদি এই জিনিষটা চিন্তা না করি, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি মানুষদের উন্নতি সম্ভব হবে না। কারণ, আমরা দেখেছি—ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি এলাকায়—এই নাই, সেই নাই, এই যে রাস্তাঘাট নেই ইত্যাদি—কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এসে এই সমস্ত রাস্তাঘাট জঙ্গল করে দেয়নি, এটা বুঝতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার এসে এখন রাস্তাঘাট তৈরীর এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা করছেন, কিন্তু তারা বিগত ৩০ বছরে কেন এতসব করতে পারেনি আজকে দুই মাসের মধ্যে কোন রাস্তাঘাট হচ্ছে না, অমুক জায়গায় অমুক হচ্ছে না ইত্যাদি বলা হচ্ছে, কিন্তু চিন্তা করা দরকার যে দুই মাসের মধ্যে কারোর পক্ষে এতসব করা সম্ভব নয়। কাজেই আপনারা শুধু বিরোধীতা করার জন্যই বক্তব্য রাখছেন, জিনিষকে বিচার বিবেচনা করার চেষ্টা করছেন না। আমি আর বেশী বলতে চাই না, এতটুকু বলেই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীজিতেন্দ্র সরকার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই যে ডিমাণ্ড ফর সাপ্লিমেন্টারী গ্রান্ট তাকে সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে আমার কিছু বক্তব্য আমি রাখতে চাই। যেখানে বাজেট বা ডিমাণ্ড সেটাকে যদি বাস্তব দৃষ্টি ভংগী নিয়ে না গ্রহণ করা হয়, তাহলে পরে কোন অবস্থাতেই এটা মানুষের কাজে লাগতে পারে না। অতীতে অনেক এই রকমের ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে। কিন্তু তাতে আমরা দেখতে পাই যে সেইগুলি কতিপয় স্বার্থান্বেষী লোকদেরকে কংগ্রেসী আমলে তাদের দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য সমস্ত টাকা পয়সা ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। কাজেই সেখানে প্রকৃত জনগনের যেটা হওয়া উচিত সেটা সম্ভব হয় নাই। আমরা দেখেছি যে এই ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের মত কৃষি প্রধান এলাকা। এখানে শতকরা ৮০ জন কৃষক। কিন্তু সেখানে কৃষির উন্নতির জন্য তেমন কিছু করা হয়নি যেটা তারা দাবী করতে পারেন যে তাদের জন্য তাঁরা কিছু করেছেন। অফুরন্ত জল আছে। সেখানে সেচের ব্যবস্থা করা যায় না, সেখানে অগভীর নলকূপের মাধ্যমে বা বাঁধ দিয়ে ইরিগেশন করে তাদের উন্নতি করা যেত। যদি কিছু হয়েও থাকে তবুও আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে সেটা নজরে আসে না। অতীতে আমরা দেখেছি যে কিছু পাম্পিং সেট ক্রয় করা হয়েছিল। আমরা দেখেছি যে এই পাম্পিং সেটগুলি জলের ব্যবহার জন্য যেখানে নেওয়া হয়েছিল সেখানেই পড়ে রইল এবং কোন দিন চালু হয় নি। সেগুলি শুধু ক্রয় করা হয়েছিল সামান্য কয়েকজন কন্ট্রাক্টারকে টাকা

পাইয়ে দেবার জন্য। কৃষকের কোন কাজে সেগুলি ব্যবহৃত হয় নি। এইভাবে কৃষকের ন্যায্য পাওনা থেকে তাদের বঞ্চিত করা হয়েছে। অথচ তাদের খাজনা, ঋণ ইত্যাদি থেকে রেহাই দেওয়া হয় নি। বরঞ্চ তাদের উপর বিভিন্নভাবে অত্যাচার চালানো হয়েছে। তাদের বাড়ী ক্রোক করতে গিয়েছে। নানারকম অত্যাচার তাঁদের উপর হয়েছে। কাজেই আজকের যে বাজেট, সেটা একটা বাস্তব দৃষ্টিভংগী নিয়ে করা হয়েছে। সেজন্য আমি এটাকে সমর্থন করছি।

আমরা দেখেছি অতীতে উন্নয়নের নাম করে হাজার হাজার টাকা ব্যয় করা হয়েছে। যেমন প্রতিটি ব্লক এরিয়াতে রাস্তার নাম করে, নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু টাকা খরচ হলেও সেই রাস্তা কিন্তু হয় নাই। টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে টাকা খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু সেই রাস্তার অ্যালাইনমেণ্ট নাই। জঙ্গলে ভরে গেছে। সেই রাস্তা খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোন দিন রাস্তা হয়েছিল কি না কেউ বলতে পারবে না। অ্যাপ্লাইড নিউট্রিশান স্কীমে আমরা জানি সরকার লোকদের মাছ খাওয়ার জন্য কিছু টাকা (সেই টাকার পরিমাণ সতর/আঠার শত হতে পারে) দিয়ে পুকুর খনন করে দেন। কিন্তু তেলিয়ামুড়া ব্লকের এগ্রি ইন্সপেকটার শ্রীঅক্ষয় সরকার মহাশয়ের স্ত্রীর নামে এই স্কীমে টাকা নিয়ে পুকুর খনন করেছেন এটা কি করে সম্ভব হল আমরা জানি না) তেমনি রিং ওয়েলের নাম করে অনন্ত বাবুরা তৎকালীন এম, এল, এ ছিলেন, ৬টা রিং ওয়েল সেখানে গেল। অথচ সেই ব্লকের মধ্যে আরও যে গাঁও সভা আছে, সেখানে একটা রিং ওয়েলও যায় নি। কাজেই এইরকম ভাবে যেখানে টিউবওয়েল হয়েছে সেখানে দেখা যায় ৩০ ফুটের জায়গায় ৩০০ ফুটের বিল করে নেওয়া হয়েছে, অথচ সেগুলি উঠালে দেখা যাবে ৩০ ফুটের বেশী পাইপ নাই। এভাবেই তারা মানুষের টাকা লোপাট করেছে এবং তৎকালীন সরকারের এজেন্টদের দ্বারা তারা এই সমস্ত টাকাগুলি ব্যয় করেছেন। কিন্তু আজকে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, সেই টাকাটা যে সত্যি খরচ করা হবে, তার একটা বাস্তব দৃষ্টিভংগী এই অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দের মধ্যে রয়েছে। যদিও আমরা দেখছি যে অফিসারদের দিয়ে অথবা অফিসারদের মাধ্যমে সেই টাকাগুলি আগে ব্যয় করা হয়েছে, আজকেও তাদের মধ্যে কিছু কিছু চেহারা থাকবে না, তা নয়, কিন্তু তাদের মধ্যে যারা সাধু ব্যক্তি এবং যারা সরকারকে সাহায্য করতে চান, তারা অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং তাদের মাধ্যমে বাস্তব যাতে মানুষের কাজে টাকাগুলি লাগে তারই একটা দৃষ্টিভংগী এই বাজেট বরাদ্দের মধ্যে আছে। ঠিক এইরকম অবস্থায় আমরা যদি স্বার্থের ব্যাপারটা দেখি, তাহলে দেখব যে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকগুলি হাসপাতাল এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে এবং এই সব জন স্বাস্থ্য রক্ষা করার জন্য।চিকিৎসার নাম করে, ঔষধপত্রের বিনিময়ে অনেক টাকা খরচ করা হচ্ছে, অথচ একটা লোক যদি সেখানে যায়, তাহলে তার জন্য ঔষধ মিলে না, তার জন্য সীটের ব্যবস্থা নাই। কাজেই হসপিটালগুলির অবস্থাও একটা কংকালের অবস্থা। কাজেই এই চিকিৎসা ব্যবস্থার মাধ্যমে যাতে মানুষের কিছুটা কল্যাণ হয়, তার দৃষ্টিভঙ্গী বর্তমান সরকারের বাজেট বরাদ্দের মধ্যে আছে। অপর দিকে মানুষের জন্য যে কর্ম সংস্থান, তার মধ্যে আমরা দেখলাম যে তপশিলী সমাজ অথবা ট্রাইবেলদের জন্য সংবিধানের মধ্যে যে রক্ষা কবচ আছে, অর্থাৎ কোটা আছে, সেগুলি এতদিন পূরণ হয় নি। অথচ আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের মাধ্যমে যে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, তাতে তাদের কোটা পূরণ করার সম্ভাবনা আছে। কাজেই এই পদক্ষেপ অত্যন্ত বাস্তব বলে আমি মনে করি। এবং আমাদের বামফ্রন্ট সরকার মানুষের জন্য

যে বাস্তব চিন্তাধারা নিয়েছেন এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়ণের চেষ্টা করছেন, তার জন্যই আমি এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাবকে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের জন্য এই বিলটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে পেশ করেছেন, সে বিলটা আমি সমর্থন করতে পারছি না। কারণ এখানে রুলিং পার্টির সদস্যরাই স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরাতে অনেক রাস্তাঘাট হয় নি, জলের কলগুলি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে, অথচ এগুলির জন্য টাকা খরচ করা হয়েছে। ত্রিপুরার অনেক প্রান্তে রাস্তা ঘাট নাই অথচ রাস্তার নাম করে অনেক টাকা খরচ করা হয়েছে। হস্‌পিটাল বা স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে বিভিন্ন জায়গায় এবং সেগুলির জন্যও টাকা খরচ করা হয়েছে তা সত্বেও এখানে অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হয়েছে। কাজেই যেখানে রুলিং পার্টির সদস্যরা বলেছেন যে টাকা খরচ করা হয়েছে অন্যায় ভাবে, তার জন্য প্রথমে আমরা তদন্ত চাই এবং তদন্ত চাই এবং তদন্ত করে তারপর আবার বিলটাকে এখানে আনা হউক। আমি এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩ সম্পর্কে বিশেষভাবে বলতে চাই যে যেখানে ১৯৭৭-৭৮ সনের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ২ লক্ষ ১৪ হাজার ১২ শত টাকা অথচ সেখানে আরও অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হচ্ছে ১০ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা। এই ডিমাণ্ডের সাবজেক্ট হল—সোস্যাল এ্যাণ্ড কমিউনিটি সার্ভিসেস এর মধ্যে ট্রাইবেল রিসার্চ বলে একটা আইটেম আছে এবং এই ট্রাইবেল রিসার্চের উপরও অর্ধেক টাকা ধরা হয়েছে—আরও ১ হাজার টাকা। আমরা আরও দেখছি যে কিছুক্ষণ আগে মাননীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী একটা তথ্য এখানে দিয়েছেন যে ১৯৭৭-৭৮ সনে উপজাতি গভেষণাগারের জন্য ১৫ লাখ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল, অথচ সেখানে মাত্র ৮ হাজার ৪ শত টাকা খরচ হয়েছে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রীর তথ্য অনুযায়ী আরে ৬ হাজার ৪ শত টাকা রয়ে গেছে এবং তা থাকা সত্বেও তারা আরও এক হাজার টাকার অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী করেছেন। তাই আমি মনে করি এই যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড পেশ করা হয়েছে, সেটা ঠিক হয় নি আর তার জন্য আমরা এটাকে সমর্থন করতে পারছি না। তারপর আর একটা বিষয়ে আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করছি, সেটা হল গত ১৪ তারিখে জনপদ পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উপর ; তার হেডিং আছে বিশালগড় ব্লকে ১৩৫টি কাঁচা বাঁধ নির্মাণের জন্য বরাদ্দকৃত টাকার একটা বিরাট অংশ ফেরত যাওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে। বিশালগড় ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় জলসেচের জন্য ১৩৪টি বাঁধের বাবতে এস, এস, ডি থেকে ৬৪ হাজার টাকা পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু প্রশাসনিক গ্যারাকলে পড়ে সেই বরাদ্দকৃত টাকার একটা বিরাট অংশ সম্ভবত: ফেরত যাচ্ছে। এই পর্য্যন্ত কর্তৃপক্ষ ঠিকাদার গ্রামীন মোড়লদের না মে. ৬৫টি বাঁধের জন্য ওয়ার্ক অর্ডার সই করিয়েছেন, আরও অনেকগুলি ব্লক অফিসে রয়ে গেছে। তাছাড়া বাকী কাজগুলির জন্য ওয়ার্ক অর্ডার হবে কিনা, তা বলা মুস্কিল। সম্ভবতঃ মার্চ মাসের মধ্যে সব টাকা খরচ করা হবে না। কাজেই বাকী টাকাটা এস, এস, ডিতে ফেরত যাচ্ছে। কাজেই এই সমস্ত ঘটনা থেকে আমরা বলতে পারি যে অনেক টাকা থাকা সত্বেও আরও অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, সেজন্য আমরা এই বিলটাকে সমর্থন করতে পারছি না। আমি মাননীয় রুলিং পার্টির সদস্যদের অনুরোধ করব যে আপনারা এই সম্পর্কে আরও বিচার বিবেচনা করবেন। কারণ আপনারাই গতকাল

আমাদের যে মুরারী-আনার মতো উপদেশ দিয়েছিলেন, এই ধরণের বিলগুলিকে সমর্থন জানাবার জন্য, কিন্তু আমরা আজ আবার আপনাদের উপদেশ দিচ্ছি যে আপনারা এই বিলটা সম্পর্কে আরও বিবেচনা করে দেখুন, তারপর বিলটাকে এখানে উত্থাপন করুন। শুধু তাই নয়, ত্রিপুরাতে সৈনিক বোর্ড নামে একটা বোর্ড আছে ডিমাণ্ড নাম্বার ২২তে সেখানে অনেক টাকা খরচা করা হচ্ছে। এই সৈনিক বোর্ড ত্রিপুরাতে কি অবস্থায় আছে? তাদের একটিভিটিজ কি আছে? যে সমস্ত প্রাক্তন সৈনিক, যারা আগে ছিল সমস্ত দেশ সং[illegible] ১১১৮ স[illegible] জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের জন্য যে পরিমাণ টাকা চাওয়া হচ্ছে তাতে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে যে ভালভাবে তথ্য না জেনেই এই সৈনিক বোর্ডের জন্য আরও অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হচ্ছে। তারপর ডিমাণ্ড নম্বার ২৬—রিলিফ অন একাউন্ট অব ন্যাচারেল ক্যালামিটিজের প্রায় প্রতি বছরই জনসাধারণ দুর্ভোগে ভোগছে, কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে! এই সমস্ত কৃষকদের কোন সাহায্য দেওয়া হয় না, অথচ ন্যাচারেল ক্যালামিটিজের জন্য অনর্থক কতগুলি টাকা চাওয়া হচ্ছে। আমার [illegible] এবং বিশালগড় এলাকায় এই বছরই ন্যাচারেল ক্যালামিটিজের জন্য অনেক ফসল নষ্ট হয়েছে, অথচ তাদের কোন সাহায্য দেওয়া হয় নি, সেজন্য আমি মনে করি এই ন্যাচারেল ক্যালমিটিজের জন্য এই যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে এটা অন্যায়, সেটাকে আমরা সমর্থন করতে পারব না এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার :— শ্রীশ্যামল সাহা।

শ্রীশ্যামল সাহা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের বামফ্রণ্ট সরকার এর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন তাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য, কারণ আমি বিশ্বাস করি এই ব্যয় বরাদ্দ ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ শোষিত, বঞ্চিত মানুষের কথা চিন্তা করেই এই ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। এবং এই শোষিত এবং বঞ্চিত মানুষের জন্যই এই টাকা খরচা হবে এবং তাদের উপকারে লাগবে এটা আমরা বিশ্বাস করি। এবং এই মানুষের আশা আকাঙ্খাকে বাস্তবায়িত করতে গেলে এই ব্যয় বরাদ্দ অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। বিগত কংগ্রেসী শাসনে আমরা দেখেছি এই ব্যয় বরাদ্দ নেওয়া হত এবং সেই টাকা তাদের নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থে এবং দলীয় স্বার্থে খরচা করা হত এবং গ্রামের মানুষের জন্য সামান্য অংশই ব্যয়িত হত। আমরা স্বাধীনতার ৩০ বছরের মাথায় দাঁড়িয়ে আজকে ত্রিপুরার প্রতিটি গ্রামে দেখতে পাচ্ছি সেখানে পানীয় জলের অত্যন্ত অভাব। যদি ঠিক-ঠিক ভাবে বাজেটের টাকা ৩০ বছরের কংগ্রেসী সরকার মানুষের উন্নতির জন্য খরচা করতেন তাহলে এই ৩০ বছরের মাথায় দাঁড়িয়ে আজকে ত্রিপুরার গ্রামগুলির চেহারা এই রকম থাকত না। তাই আমি মনে করি এই বামফ্রণ্ট সরকার এই কাজগুলি করার জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন তা বাস্তব দিক থেকে অত্যন্ত প্রয়োজন। তাই আমি এই ব্যয় বরাদ্দ সমর্থন করছি। জলসেচের কথা যদি আমরা বলি তাহলে আমি আমার অমরপুরের কথা বলব। সেখানে গত ৩০ বছরে বিগত কংগ্রেসী সরকার কিছুই করেন নি। যদি কিছু প্রাকৃতিক ছড়ার উপর বাঁধের ব্যবস্থা করতেন, তাহলে অমরপুরের প্রতিটি মাঠে আজকে জলের কোন অভাব থাকত না এবং সেখানকার কৃষকদের এই দুরবস্থার কিছু লাঘব

হত। জল সেচের জন্য অমরপুরে মাইনর ইরিগেশানের ৪টা পাম্প সেট আছে সেটা আমরা জানি। এবং সেগুলি আজকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি হয়ে গিয়েছে। স্কুলের কথা আমরা জানি, অমরপুরের আশে পাশের গ্রামগুলিতে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখা যাবে যে কোন জায়গায় স্কুল ঘর আছে. কিন্তু মাষ্টার নেই। আবার কোথাও মাষ্টার আছে স্কুল ঘর নেই। করবুকের পাঞ্জিহাম চৌধুরী পাড়ায় যে স্কুল আছে, আজকে প্রায়ই দুই বছর হল ঝড়ে সেই স্কুল ঘর ভেংগে গিয়েছে, কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিগত সরকার সেটাকে নুতন করে তোলার কোন ব্যবস্থা করেন নাই হাসপাতাল বা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারগুলির অবস্থা আরও কাহিল। কারণ আমরা জানি যে আমরা যদি নুতন বাজার হাসপাতালের কথা বলতে চাই তাহলে দেখব যে সেই ঘর উঠার পর আজ পর্য্যন্ত সেখানে আর হাত দেওয়া হয় নাই। যদি প্লাষ্টারে হাত লাগান যায় তাহলে সেই প্লাষ্টার এমনিতেই পড়ে যায়। তাছাড়া ওয়াটার সাপ্লাইয়ের যে ফেসিলিটিজ যা ছিল সেটাও অকেজো হয়ে পড়েছে। আজকে হাসপাতালের রোগীদের আজকে এক গ্লাস জলের জন্য প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে হেঁটে গিয়ে দূরের রাস্তা থেকে জল আনতে হয়। আমি মনে করি বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার এই অবস্থা উপলব্ধি করেই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন এবং একটা বাস্তব দৃষ্টিভংগী নিয়েই এই বরাদ্দকৃত টাকা ঠিক ঠিক ভাবে মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য ব্যয়িত হবে। এবং ত্রিপুরার আগামী দিনের চেহারা যেন আমরা নুতন ভাবে দেখতে পারি, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— শ্রীহরিচরণ সরকার

শ্রীহরিচরণ সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন আমি সেটাকে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য যে এই যে ব্যয় বরাদ্দ, একটা বাস্তব দৃষ্টিভংগীর উপর ভিত্তি করে এই ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। গত ৩০ বছর যাবত কংগ্রেসী সরকার যে ব্যয় বরাদ্দ করেছেন, আমরা গ্রামাঞ্চলে বাস্তবে তা উপলব্ধি করতে পারি নাই। তারা বলেছেন কৃষকদের স্বার্থে খরচা করবেন। কিন্তু তারা কৃষকদের স্বার্থে টাকা ব্যয় করবেন কৃষকদের উন্নতি করবেন, তাদের জন্য জলসেচের ব্যবস্থা করবেন, তাদের সময় মত বীজ সাপ্লাই দেবেন, কিন্তু কৃষকদের উন্নতিকল্পে তারা কি তা করেছেন? তারা শুধু কৃষকদের উপর নানা ভাবে অত্যাচার চালিয়েছেন। কিন্তু বর্তমান সরকার এই যে বামফ্রন্ট সরকার যে ব্যয় বরাদ্দ ঘোষণা করেছেন এটা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই করা হয়েছে। এই জন্য এই সাপ্লিমেণ্টারী ডিমাণ্ডকে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে আমি সমর্থন করি। এছাড়া গ্রামে বিশেষ করে মণিপুরী সম্প্রদায়, নাথ সম্প্রদায় তাদের মধ্যে বেশীর ভাগ মেয়েছেলে যারা সুতার কাজ করে, কাপড়ের কাজ করে এবং এই কাজের মাধ্যমে তারা প্রচুর পয়সা রোজগার করে, কিন্তু বিগত ৩০ বৎসরে কংগ্রেস সরকার এই গ্রামীণ শিল্পের প্রতি দৃষ্টি দেন নি! স্মল ইণ্ডাষ্ট্রী, যেমন তাঁত শিল্প তাতে অনেক গ্রামের লোক কাজ করে এবং প্রচুর পয়সা রোজগার করে, কিন্তু গত ৩০ বৎসরে কংগ্রেসী সরকার সে দিকে দৃষ্টি দেন নি। এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়ে বর্তমান সরকার যে সে দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, সেই জন্য আমি সেটাকে সমর্থন করি। স্বাস্থ্যের ব্যাপারে গ্রামে যে সমস্ত ডিসপেনসারী আছে, বিশেষ করে আমাদের এলাকাতে সেটাতে ডাক্তার থাকে তো নার্স থাকে না, নার্স থাকে তো ঔষধ থাকে

না। সে দিকে যে বামফ্রন্ট সরকার দৃষ্টী দিয়েছেন বিশেষ করে পাবলিক হেলথের উপর সেইজন্য এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে আমি সমর্থন করি। এডুকেশন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলতে গেলে আমরা দেখি বহু ভূতুবে স্কুল রয়েছে, সেখানে মাষ্টার নাই অথচ স্কুল আছে, ঘর নেই, ছাত্র নেই অথচ স্কুল চলছে। বিশেষ করে পাহাড়ী অঞ্চলে আমি নিজে জানি এই সব স্কুলে মাষ্টার আছে কি না সন্দেহ আছে এবং বামফ্রন্ট সরকার সেই সমস্ত স্কুলঘর মেরামতের জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ করেছেন সে জন্য এটাকে সমর্থন করছি। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে এটাকে সমর্থন করেন না তার কারণ হল তাদের বাস্তব দৃষ্টী ভঙ্গীর অভাব। গত ৩০ বৎসর ধরে কংগ্রেস সরকার গ্রামের রাস্তাঘাট এবং পানীয় জলের উন্নতির জন্য কিছুই করে নি। কিন্তু এই বামফ্রন্ট সরকার সেদিকে যথেষ্ট দৃষ্টী দিয়েছেন। সোসিয়েল এডুকেশনের ব্যাপারে কংগ্রেসী সরকার গত ৩০ বৎসরেও গ্রামের ছেলেমেয়েদের জন্য বই কিনে দিতে পারেন নি, কাপড় চোপর দিতে পারেন নি। কাজেই যাতে গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্কুলে পড়াশুনা করতে পারে, যাতে উৎসাহ পায় সেই দিকে এই বামফ্রন্ট সরকার নজর দিয়েছেন সেই জন্য এটাকে আমি সমর্থন করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীবিমল সিংহ।

শ্রীবিমল সিংহা :—অনারেবল স্পীকার, স্যার, এই যে সাপ্লিমেন্টারী গ্রাণ্ট যেটা এখানে চাওয়া হয়েছে, সেটাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে গত ত্রিশ বছর যারা দেশকে শাসন করেছিলেন তারা শুধু একচেটিয়া পুঁজিপতি, জোতদার, জমিদারদের স্বার্থে ত্রিপুরা তথা গোটা ভারতবর্ষকে শাসন করার ফলে পাঁচ পাঁচটা পরিকল্পনার নাম করে সমস্ত বরাদ্দকৃত টাকা এই পুঁজিবাদী সমর্থক কংগ্রেস সরকার এবং তার তাবেদার গোষ্ঠির জন্য ব্যয় করেছেন, সত্যিকারের যে ডেভেলাপমেণ্ট ওয়ার্ক সেটা কিছুই করেন নি। এখানে ডিমাণ্ড নং ৩, এতে লেখা আছে অ্যাডমিনিষ্ট্রেশন অব জাষ্টিস, তার জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। ৬৪,২৫,০০০ টাকা আগে ছিল, এখন নতুনভাবে চাওয়া হয়েছে ৫,৩৫,৫০০ টাকা। এটা বিশেষ করে জুডিশিয়েল অফিসারদের কোয়ার্টারের জন্য। একজিকিউটিভ এবং জুডিশিয়েল এ দুটো আলাদা হওয়া সত্বেও আজকে জুডিশিয়েল অফিসারদের কর্ম্মচারীদেরকে একজিকিউটিভ অফিসারদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়। একজিকিউটিভ অফিসারদের স্বার্থে জুডিশিয়েল কর্ম্মচারীরা প্রমোশন পাচ্ছেন এবং তার ফলে নিরপেক্ষ বিচার পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই এই দিকে যেহেতু সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন সেইজন্য এটাকে সমর্থন না করে পারছি না। এবং বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্যরা যে কেন এটাকে সমর্থন করছেন না আমি বুঝতে পারছি না। তৃতীয়ত: ডিমাণ্ড নং ৪৮, এখানে আগে বরাদ্দ ছিল ৮ কোটি পঁচাত্তর লক্ষ দশ হাজার টাকা এবং সেখানে নূতনভাবে চাওয়া হয়েছে ৩১,৫১,০০০ টাকা হাউস বিল্ডিং লোন, ফেষ্টিভেল অ্যাডভান্সের জন্য। বিগত ত্রিশ বছরের কংগ্রেসী আমলে কর্ম্মচারীদের সমস্ত ক্ষমতা যে বিকলাংগ করে দিয়েছিল—তারা লোন পাবে না, তাঁদের স্বাধীনতা থাকবে না, এটা হতে পারে না। তারা যাতে সে অধিকার পায় সেইজন্য সরকার সচেষ্ট হয়েছেন সেইজন্য এটাকে সমর্থন করছি। কিন্তু বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা কেন এটাকে সমর্থন করছেন না আমি বুঝতে পারি না।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তারপরে আছে এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের মধ্যে—সোসিয়েল সিকিউরিটি এ্যাণ্ড ওয়েল ফেয়ার এবং অ্যাডুকেশান, আর্ট অ্যাণ্ড কালচারাল সিক্সটিন অ্যাণ্ড সেভেনটিন ডিমাণ্ডের মধ্যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। ১৬ নাম্বার ডিমাণ্ডে আগে ছিল ৯ লক্ষ, ৫০ হাজার, ৪ শত টাকা, আর বর্তমানে গ্রান্ট চাওয়া হয়েছে ৬৬ লক্ষ, ১০ হাজার টাকা; কেন এই গ্রান্ট চাওয়া হয়েছে? এখানে প্রাইমারী স্কুলের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে ত সত্যি ভাল কাজ হয়েছে। বিগত কংগ্রেস সরকার স্কুল খুলেছেন ঠিকই, কিন্তু এমন ইন্টিরিয়ার এরিয়া আছে যেখানে কোন স্কুল নেই, সরকার শিক্ষা প্রসারের নাম করে শিক্ষা সংকোচনের ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রামের যে সমস্ত স্কুল আছে সেখানে ছাত্রদের বসবার জায়গা নেই, মাষ্টার মহাশয়রা ব্ল্যাক বোর্ড পান নি, এই অবস্থার মধ্যে তাদের শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা চলছিল। বিগত কংগ্রেস সরকার চেষ্টা করছিলেন যাতে জনসাধারণকে নিরক্ষর করে রাখতে পারা যায়, যাতে জনগণ কোন দিন চেতনা লাভ করতে না পারে, তারা যাতে কোন দিন সজাগ না হতে পারে, তার জন্যই ইচ্ছা করে এইভাবে সমস্ত কিছুকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার যেহেতু ত্রিপুরার মানুষ বিপুল পরিমাণ ভোট দিয়ে তাদের পাঠিয়েছেন তাদের আশা আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপায়ণ করার জন্য, বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন তাদের মধ্যে যাতে সচেতনতা জাগ্রত করতে পারেন, আর সেজন্যই প্রাইমারী স্কুলের মাধ্যমে টাকা বরাদ্দ চেয়েছেন। কিন্তু আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা, যাদের ভোটে নির্বাচিত হয়ে এখানে এসেছেন, তাদের সুখ দুঃখের কথা এখানে না বলাতে তাঁরা বিশ্বাসঘাতকতা করছেন বলে আমি মনে করি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই বিশ্বাসঘাতক কথাটা আন-পার্লিয়ামেন্টারী, এই কথাটা উইথড্র করতে বলা হোক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আপনি বলুন।

শ্রীবিমল সিনহা :—ডিমাণ্ড নাম্বার ১৭ এর মধ্যে আছে—

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—কথাটা বাদ দেওয়া হলো কি না কি করে বুঝবো।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আপনি আপনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রীবিমল সিনহা :—ডিমাণ্ড নাম্বার ১৭ এর মধ্যে বিগত অরিজিন্যাল গ্রান্ট ছিল ১১ লক্ষ, ৩৫ হাজার টাকা। নূতন গ্রান্টে চাওয়া হয়েছে ৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। এই টাকাটা বোধ হয় কম হবে। এইটা সোসিয়েল সিকিউরিটি অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ারের জন্য চাওয়া হয়েছে। অভয়নগরে ডীফ অ্যাণ্ড ডাম স্কুল আছে। তাদের জন্য কোন মানবতাবোধ বিগত সরকারের ছিল কিনা বুঝতে পারছি না। কেন না সেখানে ৪০টা সীট আছে। আর এই ৪০টা সীটই হচ্ছে কিশোর কিশোরীর। ৩০ বছর কংগ্রেসী গভর্ণমেন্ট তাদের জন্য কিছু করতে পারেন নাই। এই যে ডীফ অ্যাণ্ড ডাম স্কুল আছে, তারা এমনিতেই অভিশপ্ত। কিন্তু বিগত কংগ্রেস সরকার তাদের আরো অভিশপ্তের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। তার জন্য তাঁদের কোন মানবতারোধের দরকার হয় নি। আমি বলব আজকে তাদের জন্য যে ৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে সেটা খুব বেশী নয়। আরো টাকা বরাদ্দ করার প্রয়োজন ছিল। এছাড়া ঐ অভয়নগরে ব্লাইণ্ড স্কুল আছে। সেই অন্ধকারী মানুষগুলিকে অন্ধকার

থেকে আলোর স্পর্শে নিয়ে আসে নি কংগ্রেস সরকার। আজকে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই এই দিকে নজর দিয়েছেন। তার জন্য যে বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেইটাকে আমি অভিনন্দন জানাই। তারপরে আছে ডেষ্টিটিউট—অনাথ এবং পঙ্গুদের জন্য স্কুল করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বিগত সরকারের আমলে আমরা কি দেখেছি? সেখানে সত্যিকারের অনাথ এবং পঙ্গুরা ভর্তি হতে পারছে না। সেই সব স্কুলের মধ্যে ৩০ বছর ধরে আমরা দেখেছি ত্রিপুরার অনাথ লোকের সেখানে স্থান হয়নি। কিন্তু যারা সেই সংকারের পদলেহন করতে পেরেছে, তারাই কেবল ঐ সব অনাথ স্কুলে ভর্ত্তি হতে পেরেছে। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এ ব্যাপারে যে মনোভাব নিয়েছেন, এবং এর উন্নতির জন্য যে বরাদ্দ করেছেন তাতে আশার সঞ্চার হয়েছে ত্রিপুরার জনগণের মধ্যে। এই প্রস্তাবকে তাই আমি দুই হাত তুলে অভিনন্দন জানাচ্ছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এরপরে আমি আসছি ডিমাণ্ড নাম্বার ১১তে। সেখানে পুলিশ সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সেইখানে আগে অরিজিন্যাল গ্র্যান্ট ছিল ৪ কোটি, ৫০ লক্ষ, ৪ হাজার টাকা, আর বর্তমানে গ্র্যান্টে চাওয়া হয়েছে ১ লক্ষ, ৬৯ হাজার টাকা। এই টাকা চাওয়া হয়েছে বিশেষ করে রাজস্থানী পুলিশদের বেতন দেবার জন্য। আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি ৩০ বছর পুলিশ বাহিনীকে দিয়ে শ্রমজীবি মানুষের, শ্রমিক-কৃষকদের দমন করার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি এই পুলিশ বাহিনী দিয়ে আন্দোলন দমন করা হলেও তাদের জন্য কোন কোয়ার্টারের ব্যবস্থা নাই, আরো আমরা জানি কোথাও পুলিশের ছেলে চাকুরী পায়নি, টেষ্ট রিলিফের কোন কাজ পায় নি। তারা অভাবের তাড়নায় মদ বিক্রি করছে। মদের বোতল কাঁধের মধ্যে নিয়ে চালাচালি, কমলপুর, অমরপুরের বাজারে বিক্রি করছে। পুলিশরাও মানুষ। এতদিন শ্রেণীস্বার্থে তাদের ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেই তাদের দিকে নজর দিয়েছে। পুলিশ ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে। এই ত্রিপুরায়ই প্রথম পুলিশ ইউনিয়ন করার স্বীকৃতি দিয়েছে। শুধু ত্রিপুরায় নয়, গোটা ভারতবর্ষের ইতিহাসেই এই প্রথম পুলিশ ইউনিয়ন করার স্বীকৃতি দেওয়া। আমরা দেখেছি তারা ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স পাবে না। কিন্তু তার বিনিময়ে তাদের ঘুষ নেবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছিল।

(এট দিস টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে, এদিকে যথাযথ নজর দেওয়া হবে এই বিশ্বাস সবার আছে। কেননা, বামফ্রন্ট সরকার সাধারণ মানুষের সরকার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার টাইম শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীবিমল সিনহা :—আমাকে আর দুই মিনিট সময় দিন স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—ঠিক আছে বলুন।

শ্রীবিমল সিনহা :—তারা যাতে ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স পেতে পারে তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার টাকা ডিমাণ্ড করেছে। এই যে ডিমাণ্ড সেটা ন্যায়সঙ্গত ডিমাণ্ড। এছাড়া আছে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, রাজস্থানী যে পুলিশ বাহিনী আমাদের এখানে আছে তাদের

বেতন দেবার জন্য ডিমাণ্ডে টাকা চাওয়া হয়েছে। রাজস্থান থেকে অনারেবল ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমরা পুলিশ আনি নি। রাজস্থান থেকে পুলিশ বাহিনী কংগ্রেস সরকার এনেছিল। কিন্তু তাদের বেতন না দিয়েই সংগ্রেস চলে গেছে। আজকে আমাদের সে বেতন দিতে হবে। কারণ বামফ্রন্ট সরকার বেতন না দিয়ে থাকতে পারেনা। রাজস্থানী পুলিশ বাহিনীকে বামফ্রন্ট সরকার টাকা দেবে, বেতন দেবে। বেতন না দেওয়াটা যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব নয়, এবং বামফ্রন্ট সরকার তা করবেও না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তারপর আমি বলছি ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩ সম্পর্কে।

ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩ সম্পর্কে উপজাতি যুব সমিতির সদস্যদের আপত্তি রয়েছে। কেন আপত্তি রয়েছে আমরা জানি না কারণ ডিমাণ্ড নাম্বার ২৩-এ পূর্ব্বে অরিজিন্যাল গ্র্যান্ট ছিল ২ কোটি ১৪ হাজার ১২ শত টাকা বর্ত্তমানে চাওয়া হয়েছে। ১০ লক্ষ ১৬ হাজার ধাকা কি বাবদ চাওয়া হয়েছে সেটা হলো।

(a) Due to purchase of frictures Cyclostying monographs for Tribal Research Wing as a Certrally Sponsored Plan Scheme. This amount is re-imbursable from the Govt. of India.

এ কথাগুলি লেখা আছে। উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা তারা তো দায়িত্বশীল তাদের তো এই কথাটা জানা উচিত ছিল। এই পরিকল্পনার জন্য প্রথম যে গ্রীন সিগন্যাল পাওয়া গেছে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে, বিগত দিনে যারা গভর্ণমেন্টে ছিলেন তাদেরই সমর্থন ছিলেন আপনরা (উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা) আজকে এই ট্রাইবেল রিসার্চ করার অর্থটা হচ্ছে— ট্রাইবেলদের কোথায় দুঃখ দুর্দ্দশা আছে, কেন তাদের কালচার বিকশিত হচ্ছে না, কেন তারা পিছিয়ে পরে আছে, কেন তারা জমির অধিকার হারাচ্ছে, কৃষক থেকে আরম্ভ করে একটা মানব গোষ্ঠি হাজার বছর পাথরের স্তূপের মধ্যে তারা বন্দী হয়ে আছে, তাদের বিকশিত করার জন্য, নূতন করে বাঁচবার জন্য, উপজাতি যুব সমিতির লোকরা তারা তো ভোট দিয়েছে, উপজাতি যুব সমিতির নামে, সত্যিই উপজাতিদের কল্যাণের জন্য আপনারা এসেছেন, কিন্তু এখানে এসে গোপনে গোপনে যারা তাদের ধ্বংস করেছে তাদের পতাকা গোপনে গোপনে বহন করে যাচ্ছেন। উপজাতিদের কল্যাণের বদলে তাঁরা তাদের ধ্বংস করতেই চাচ্ছেন। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, যে উপজাতির যুব সমিতির সদস্যরা যতই বিরোধীতা করুন, না কেন, ত্রিপুরার জনগণ ট্রাইবেল সমাজ তাদের চিহ্নিত করেছে। এখানে মার্কিনের মত একটা জাল তারা বিস্তার করতে চাইছেন। বামফ্রন্ট গভর্ণমেন্ট যদি ট্রাইবেলদের উন্নতি করে তাহলে ট্রাইবেলরা সচেতন হবে। ট্রাইবেলদের ভাওতা দিয়ে এবং নানা কথা বলে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে কিন্তু মানুষ তাদের চিহ্নিত করছে তোমরা তো বিধান সভায় এলে যে বিরোধী সদস্যরা উলটো-পাল্টা কথা বলছে তা থেকেই প্রামাণ হয় যে বিরোধী দলের সদস্যরা চান মানুষ পিছিয়ে থাক, ট্রাইবেলরা পিছিয়ে থাক। তাঁরা উপরে একটা সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে বলেন যে আমরা ট্রাইবেলদের অগ্রগতি চাই কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদের যা করণীয় তা তারা কিছুই করেন না। এই কথা বলে নুতন মে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট ফর দি ইয়ার ১৯৭৮-৭৯ তাকে অভিনন্দন জানিয়ে এবং সমর্থন করে আমরা বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীবিধুভূষণ মালাকার।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রথমেই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টকে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের মধ্যে যতগুলি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে, সবগুলিই নির্য্যাতীত নিপীড়িত এবং পিছিয়ে পড়া মানুষের কাজে সরাসরি লাগবে এবং সঠিকভাবে দেওয়া হবে বলে এটাকে আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি। আমি এটাকে আরো সমর্থন করি এই কারণে যে বিগত দিনের যে কুৎসিত কাহিনী শ্রমজীবি মানুষের উপার্জিত টাকাগুলি গোপনে ইনডাইরেক্‌ট ট্যাকসের মাধ্যমে সারা ভারতবর্ষের মানুষকে জর্জ্জরিত করে সরকার নিয়ে নিতেন এখন এই বামফ্রন্ট সরকার সেই কুৎসিত কাহিনীকে মুছে ফেলে এই গ্র্যান্টের টাকাগুলি যাতে সঠিক ভাবে ব্যয়িত হয় তার চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। স্বাধীনতা লাভের ৩০ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও এখনও গ্রামে-গঞ্জে দুর্গত এলাকার মধ্যে রাস্তাঘাট হয়নি। দুর্গত এলাকার রাস্তাঘাটের জন্যও এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টে টাকা ধরা হয়েছে। দুর্গত গ্রামবাসী এবং ত্রিপুরার উপজাতির উন্নতি কল্পে সেগুলি ব্যয়িত হবে এবং গ্রামের সঙ্গে শহরে যাতে যোগাযোগ রাখা যায়, তারও পরিকল্পনা এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের মধ্যে আছে কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যেরা বলছেন যে টাকা তো, কেন আছে আরো টাকা ধরা হচ্ছে, কি প্রয়োজন? অনগ্রসর ত্রিপুরা এবং উপজাতিদের কল্যাণ তাঁরা চাইছেন না। আজকে দুঃখে কষ্টে জর্জ্জরিত ত্রিপুরার মানুষ এবং উপজাতিরা ধুঁকছে।, এই দুরবস্থার মধ্যেও আজকে উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টকে সমর্থন করছেন না। আমি জানি, যদি প্রমাণ চান তাহলে বলতে পারি কুমারঘাটের পাবিয়া ছড়ার অন্তর্গত একটা চাকমা বস্তি আছে, সেই চাকমা বস্তির লোকগুলির যে কি দুরবস্থা, তার কাহিনী তো আপনারা (বিরোধী দলের সদস্যরা) একদিনও বলেন নি, একদিনও তাদের কল্যাণের কথা তোলেন নি, কিন্তু তাঁরাই (উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা) তাদেরকে বলেছেন লোভ দেখাচ্ছেন যে তোমরা আমাদের সঙ্গে আস আমরা বাঙ্গালী দিগকে তাড়িয়ে দেব। তারা কি চাইছেন? তারা চাইছেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা, সন্ত্রাস সৃষ্টি করা, কোথাও কোথাও তাঁরা আবার বাঙ্গালীদের বেআইনী দখলদার বলে নোটিশ দিয়েছেন, সেই নোটিশগুলি কৈলাশহরের আদালতের মধ্যে দেখা যায়। এই ধরণের উস্কানিমূলক সাম্প্রদায়িক বা সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী নোটিশ দিয়ে কোন দিন অগ্রগতি করা যায় না। তাঁরা সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়ান। ত্রিপুরার মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য গত শেশানে মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক আনীত রেল সম্প্রসারণের জন্য যে রিজলিউশান, এনেছিলেন তাকে প্রথমে তাঁরা সমর্থন করেছেন, তারপর আবার বললেন সমর্থন করি না, তার দ্বারাই প্রমাণ হয় যে তারা ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতি চান না। আজকের এই যে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট, তার মধ্যে সমস্ত কিছু পরিষ্কার করে লেখা আছে, কিন্তু সেটা তারা কেন সমর্থন করছেন না? কি আশ্চর্য্যের ব্যাপার তাঁরা বলেছেন বেশী টাকার কি দরকার? সেটা কি ধরণের উক্তি হতে পারে তা আমরা অনুভব করতে পারছি না। বিগত দিনে অনগ্রসর মানুষের উন্নতির জন্য সরকার এডুকেশানের মাধ্যমে প্রচুর টাকা খরচ করেছেন কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যা করণীয় ছিল সেই করণীয় কাজ তারা সম্পূর্ণ করতে পারেন নি। তার একটি প্রমাণ কৈলাশহরে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় নামে একটি কলেজ আছে, সে বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য দীর্ঘদিন

ধরে সেখানে আন্দোলন হয়েছে কিন্তু পূর্ব্বতন কংগ্রেস আমলে স্পীকার মহাশয় সেই বিশ্ববিদ্যালয়কে নিয়ে রাজনীতি করছেন, এবং সেটাকে অধিগ্রহণ করেন নাই। কিন্তু বর্ত্তমান সরকার সেটাকে অধিগ্রহণ করার জন্য ডিমাণ্ড এনেছেন তার জন্য আজকে আমরা আনন্দিত এবং সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যান্টকে সর্ব্বান্ত করণে সমর্থন করছি। প্রতি বছরই দেখা যায় দেশের উন্নতির জন্য গ্র্যান্টে টাকা ধরা হয়েছে কিন্তু সে টাকা ঠিক ভাবে ব্যয়িত হয়নি। ত্রিপুরা রাজ্যের সব কয়টি মহকুমাকে উন্নত করার জন্য এই গ্র্যান্টের মধ্য দিয়ে যে টাকা এখানে ধার্য্য করা হয়েছে, তার জন্য এই সাপ্লিমেণ্টারীকে আমরা সমর্থন করি। সমর্থন করি। সমর্থন না করার কোন যুক্তি নেই। আমি মনে করি পিছিয়ে পরা মানুষগুলিকে শিক্ষায় সাংস্কৃতিতে তার খেয়ে পড়ে বাচার ব্যবস্থা যাতে করতে পারে, তার জন্য যতটুকু করতে পারা যায়, পারে সেই দিক বিবেচনা করে, সমস্ত কিছু এই সাপ্লিমেণ্টারী গ্র্যান্টের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। আজকের দিনে গ্রামের মানুষের কল্যাণের জন্য কি ভাবে অংশ গ্রহণ করা যায়, সেই দিকে তাদের কোন চিন্তা নাই। সেই সব চিন্তা না করে তারা বলেন আমরা এই প্রস্তাব সমর্থন করি না টাকা পয়সা ছাড়া কোন কাজ করা যায় না, টাকার দরকার হয় যে কোন কাজ করতে গেলে। কয়েক দিন আগে তাঁরা বলেছিলেন কেন্দ্র ত্রিপুরার হাতে টাকা দেবে না। কিন্তু কেন্দ্র যে টাকা দিয়েছে সেগুলি যাতে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয়িত হয়, তার জন্য এখানে সাপ্লিমেন্টারী গ্রেণ্ট চাওয়া হয়েছে. অথচ সেই গ্রেন্টকে তারা সমর্থন না করে, আজকে তাঁরা উল্টা দিকে চিন্তা করছেন। ট্রাইবেলদের উন্নতির নামে কদমতলায় যে সাব প্লান করা করা হয়েছিল, সেখানে দেখা যায় কয়েকটা ইট পরে আছে আর কিছু নাই, মানুষের ঘর বাড়ী নাই। আগামী দিনে মানুষের জীবন যাতে সুন্দর হয়ে গড়ে উঠে এবং যাতে পিছিয়ে পরা মানুষের কল্যাণ হয়, সেই দিকে বামফ্রন্ট সরকার আশা করি নজর দিবেন, এই বলে আমি আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

ডেপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

"কক-বরক"

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাগানাও তিনি বুবাগ্রা. তিনি ১৯৭৭-৭৮ বিছি-নি যে Supplementary বাজেট অর তুবুজাকমানি ব-ন আও মানি না-ই মায়া অরনি-অ জুইলা-অন সুকথা ইলেকশাননি ইলেকশান চিনি বরক রগ থাওকা হিনকাই বুচিয়া তাম পাগাইকে মা খাইনাই। অথচ তিনি কক বরক বাই বুজক ছানাই খাবতুই কেবন নারুকহুয়া। অথচ আনি বাগা-ছে বুছুক বাও কুবাওগা— । ই Election-নি সময় যে সমস্ত কক-বরআই ভোট নামানি অর কাইছাফান তাচুক নারুক-লাইয়া। তাম খাইকা ? Autonomous District Council নাইঅ, আর হিনুই হিন মাছে তাবুকলে অওতাওখা, না, Autonomous Tribal District আর-য়া, তাবুক-খে State level-নি autonomous আবছে ছাকাও অওছঅ, ওলাছে Tribal District Autonomous, আহাইখে চিনি বাই কেরাসিন মিলিরিখা-তা। বরগ ছঅ দিল্লী-নি যে জনতা সরকার তওমানি, বরগ ই কেরাসিন মুও-ইয়া, আর সেই কেরাসিন বাই-ন দালাই রিগা Autonomous চিনি-ন কাজেই, আও ছিয়া অরনি-অ তওনাই মাননীয় বুবাগ্রা বকজাকনাই, সমর চৌধুরী-ব কেরাসিন মুওগয়-দা মান ছিয়াদ। তে বকজাক-নাই অজয় বিশ্বাস-ন-ব

সুদা সুও মান, আঙ ছিয়া, এবং অরনি-অ বকজাকনাইজুক গোরা ভট্টাচার্য্য, ব-ব হাই-ন কেরাসিন বাই চিনি-ন সুউদা মান আব অ ঙা ছিয়া। কিন্তু তাবুক বরগ কেরাসিন বাই চিনি মিলঅই দিল্লী অ-ছে রেন্না-ফন। কাজেই, আবতুই-হাই Policy বাই-ছে election-অ জাতি-অ বক কত্তর ছালাই তঙগ। তাবুক নরগ-ন কেব হামজাক-লিয়া। আব চুও নুক-খা। পুলিশ বিভাগ-- ছাঙখা পুলিশনি বাগয় রাঙ দরকার ফন। তাম অঙথা? সেকেরকোট-অ ডাকাতি অঙওথা ফন। ছাকাঙগ-ন এবং হোষ্টেলনি চাগ্রাই-রগ রিয়াঙ রিয়াঙ ফাইঅই বুথা তবথা—পুলিশ কুরুং আগাই অবস্থা। আরঅ অনশন খালাই-ওথা-রসই-ছে তালাঙ থাঙকা এরেষ্ট খাঁইঅহ [illegible] আইচ-ন, তাবুক [illegible], হসপিটাল-অ। তাম বনি দোষ? যে আঙ চাকরা মান্নথা, আব [illegible] ফাইঙ-অ, কাজেই অঙ ব-ন মানি মায়া, গছি না-ই মায়া। আবনি বাগ [illegible]-ওথা। আর, অ পুলিশনি বাগয়-ছে রাঙ তেব নাঙফন। আর, গণ কমিটি-ন রাঙ [illegible] নাঙওথা-তা। ছুরুঙথাই, অ ছুরুঙথাই-অ-ব রাঙ নাঙলাই ওথা—[illegible] চুউ নুগ [illegible] কাম কামি স্কুল গণি থাঙকা হিনকাই নথা নুকছাঅ, ও নথা যখন [illegible], আক্কুরুথে ওয়াতুই-ব ফাই-অ, অ ওয়াতুই বেবাক-ন অর। আব-ছে তুই [illegible]। আর, আবনি বাগয়ছে রাঙ। অমতুইথে রাইমা-শর্ম্মা দিকে যে ছুরুঙথাই [illegible]—আর কোন জাগা-ছে মাষ্টার থা থাঙ-ইয়া। আর যে সমস্ত চার [illegible] বুমুঙ, ছুরুঙনাইরগ-ন বুমুঙ [illegible]-ছে স্কুল চলি তঙমানি, আ ছুরুঙনাইরগ কু-ছে কুরুংথা, বেব ফাইচাব থাঙকা, কেব থুং থাঙকা, আব বাই-ছে স্কুল চলি তঙ-ফন। [illegible]-অ থাঙগয় নাই দ, আর ছুরুঙথাই কাইছা তঙগ, আ ছুরুঙ-থাই ব-র অঙথা গাস্থি [illegible]-ছে। [illegible] চাথা [illegible]-ছে আরনি স্কুল-ফন। অর আলমারি কাইছা বেরাজাক। অ মাষ্টার-ব আগাই-ন, অরনি-অ আঙুল-অ তঙগ, বিহিক হাম-থা কালাই তঙমানি তাবুক পর্য্যন্ত-ছে হাম-ইয়া-থ-ফন। চিকিৎসা তাবুক পর্য্যন্ত অঙ-ইয়া-থ। আবনি বাগয়-ছে তাবুক রাঙ নাঙওথা—আগাই ছাচাই তঙলাই-ওথা। অর আঙ ছামান, অর অভিরাম দেববর্ম্মা— বিনি বক গানাঅ মাথাম কামি-অ, আর তুইকার তুই কালাই তঙগ। আচুক জাকনাই-ব কুরুই, টেবিল-ব কুরুই, আলমারি-ব কুরুই, বই-ব কুরুই। আর তুইদ্-অ সিনিয়র বেসিক স্কুল কাইছা তঙগ—অথচ আর কোন মুঙছা কুরুই, আর টেবিল-ব' কুরুই, কোন কুরুই। কাজেই, আমতুইরগ-ন এ্যানিছগয় হিন—অর শুধু শুধু রাঙ নাই তাম অঙনাই-বা? রাঙ ছিমি বর্কাছিন, রাঙ-ত ছামুঙ-ইয়া-বিলে, ছামুচ-ছে চুও নাই-অ। রাঙ নাই-য়া, রাঙ যতথান নাই-মানি, আব তঙগ, কিন্তু তাবুক চুও নুক তঙক, ওই যে বামফ্রন্ট সরকার ছুদ্ রাঙ নাই-অ। গণ কমিটি-ন রাঙ ছলা-অ খাতিমানি তা। যণ কমিটি-ফন, গণমুখী সরকার-ফন। কমিউনিষ্ট রগ-ন বমই গণ কমিটি খাইকা—কমিউনিষ্ট মুখী, কামউনিষ্ট দিকে নাহার-অর বরগ ছামুঙ তাঙগ-আবতুই-ন অঙথা-তা। আর অরনি-অ বকজাকনাই সমর চৌধুরী আমতুইরগনি বাগয় কক ছাঅ। আমতুই-রগ-ন তুই তাম অঙনাই-বা? আবতুই-নি বাগয় তাম আচুক রাঙ রাঙ অঙনাই-বা? তাবুক ই বিথি-ওয়াথি আবনি বাগয় রাঙ আলাইদা না-ই তঙওথা—কিন্তু কামি কামি আর চুও তাম নুক? কাঞ্চনপুর বিথি কুরুই, অম্পি-অ বিথি কুরুই। অর বাগমা-অ-ব বিথি কুরুই—থাঙকা হিনকেন কুহা কাথাঙনি বিথি পর্য্যন্ত মান-ইয়া।

আবতুই-নি বাগয়-ছে রাঙ। কাজেই, আবনি ডাক্তার ঠিক খালাই-গালাদি, আরনি বিথি-ওয়াথি ঠিক খালাই-গালাদি। এই যে মহারাণী-অ একটা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার খুলকমানি—আর ডাক্তার-ছে ১৫ দিন ওয়াইছা থাঙ-ইয়া —অনি বাগয়ছে রাঙ। চিফ মিনিষ্টার ছাক-ব আহাই-ন গছি নাত্মা—ইমপিটাল-অ কোন ডাক্তার-ছে থাঙ-ইয়া-ফন, কোন বিথ ওয়াথি-ছে কুরুন। অর বতুন বাই বকজাকনাই সমর চৌধুরী-হুঙ বতুইয়গ অঙলাইছাই তঙলাইতির। Tribal Research হিনমানি আর তাবুক পর্যান্ত তাম Research খালাইজাক-খা-বা? কোন Research অঙ-ইয়া। ছহ্ মাসুই, মেসিন পাইজাক-নাং-ফন। গিষ্টি চানা হিনুই-ছে। অরনি কাহাম কাহাম দোকান, ব্রাহ্মনবাড়িয়া মিষ্টি দোকাননি মিষ্টি নাহার-অই চালাইতা অ Research খালাইতিনি। ইক তাবুক পর্য্যন্ত কোন অঙ-ইয়া। অ ব্রজমোহন জমাতিয়া, বকজাকনাই ব্রজমোহন জমাতিয়া— অবতুই-রগ-ন বিছি থকজাকনাই-রগ। ব-ন আরনি কক-ছাই ফাইমা মুগ। বকজাকনাই পূর্ণমোহন ত্রিপুরা-ন-ব আরনিমাঙ কক-ছাই খাইমা মুগ—তাম খালাইবা? আর থাঙগয় কুতুই চালাই-অ। অ ব্রাহ্মণবাড়িয়া দোকাননি কুতুই নাহারই চালাই-অ। আবনি বাগয়ছে তেব রাঙ দরকার অঙলাই-খা। গণ কমিটিনি বরক-রগ খাইপেব চালাই-তা। লামাছে নাথারদি, তাই ছালাইনা হামলিয়া, আ লামারগ তাননানি কিছু কুরুই, আবন তুই-ছে রাঙ তাবুক, কাজেই আঙ হিননা নাইঅ—লামা যদি—

শ্রীদশরথ দেব :— Point of order Sir, Point of order Sir, Point of order, Please set down, you are to sit down, This is the rule.

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আপনার কথায় আমি বসব না।

Mr. Dy. Speaker ;— আপনি চুপ করুন।

শ্রীদশরথ দেব :— Point of order. You are to listen, Point of order Sir, This is the rule.

Mr. Dy. Speaker :— আপনি চুপ করুন।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ, স্যার, Hon'ble Member Parliamentary জীবনে নতুন, কাজেই আমি দোষ দেই না। Point of order যখন একজন সদস্য উত্থাপন করেন, তখন প্রত্যেকেই এই point of order শুনতে হয়, তারপরে Speaker সেটার ruling দেন। প্রশ্ন হলো—He is the Dy. Speaker, He is the Dy. Speaker প্রশ্ন হলো—আপনি ত্রিপুরী ভাষা বুঝেন না, আপনার দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করতে চাই যে, মাননীয় সদস্য বক্তৃতায় বলেছেন—গন কমিটির লোকেরা সরকারী টাকা নিয়ে মিষ্টি খাচ্ছে। যদি খায় অপরাধজনক। তাইলে সদস্য যিনি বক্তৃতা করবেন তাকে এই দায়িত্বও গ্রহণ করতে হবে সদস্যদের সামনে, কোন লোকটা মিষ্টি খেয়েছে এবং তার সাক্ষী প্রমাণ উপস্থিত করতে হবে, আর তা না হলে তাকে এই শব্দটা withdraw করতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আঙ আব খায়া। আঙ ছামানি-থে, এই যে Research আবনি কোন ।।।মুঙ নাঙ-ইয়া।

শ্রীদশরথ দেব :— গন কমিটির লোকেরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া দোকানে মিষ্টি খায় সরকারী টাকায়, কাজেই এটা হয় তাকে substantiate করতে হবে, না হয় withdraw করতে হবে। যদি সত্য হয় serious matter, এটার entere দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে, তদন্ত করতে হবে—very serious allegation.

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— অ Tribal Research নি ব্যাপারে যে রাঙ খরচ অঙম্যানি, আব চুঙ মুগ কোন ছামুঙ নাঙ-ইয়া।

শ্রীদশরথ দেব ঃ— আঙ নাই-না মুচুঙগ।

Mr. Dy. Speaker :— মাননীয় সদস্য, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি যদি এ কথা বলে থাকেন, আপনি এটাকে withdraw করুন—

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় সদস্য, আপনাকে প্রমাণ করতে হবে। না হয় আপনাকে এই কথাটা withdraw করতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া : — আঙ যেটা ছ'মানি আব অঙথা—Tribal Research অ যে খরচ অঙমানি, অ ছামুঙ নাঙ-ইয়া, কাজেই আব তাম অঙথা-বা—(গণ্ডগোল)—আঙ আব গছিয়া আঙ আবতুই কক ছায়া—

(গণ্ডগোল)

Mr. Dy. Speaker :— আপনি withdraw করুন—

(গণ্ডগোল)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— Tribal Research নি যে রাঙ খরচ অঙমানি—আব ছামুঙ নাঙ-ইয়া—আব মিষ্টী চামচুক, এবং লামাব আহাই-ন কামি কামি থাঙ নাইদি লামন কুরুই, আরনি-অ অম্পি-অ তাবুক পর্য্যন্ত-ছে কোন একটা—কোন-ছে অঙ-ইয়া-খ, অম কাঠনি দা থাইনাই, নাকি পাক্য থাইনাই। আবতুই কত বিছিরুই বিছিবা লাই থাঙলাহা—অর বুফাঙ-নি যে পুল তঙমানি বিয়াঙ উরি থাঙকা—তাবুক পর্য্যন্ত-ছে কোন অঙ-ইয়া-খ—(গণ্ডগোল)—

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— স্যার, আপনি রুলিং দেওয়ার পরে মাননীয় সদস্য withdraw করেন নি। উনাকে কথাটা প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

Mr. Dy. Speaker :— মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার সেই বক্তব্য withdraw করুন। আমি সেটা withdraw করার জন্য অনুরোধ করছি—না হয় সেটা প্রমাণ করতে হবে। কারণ সেটা কোন সদস্যের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। হাউসের সামনে এ ধরণের বক্তব্য রাখা যায় না। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে এ অভিযোগ, না হয় আপনাকে এই অভিযোগ withdraw করতে হবে, যে কোন একটা আপনাকে করতে হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় ডেপুটী স্পীকার, স্যার, উনি ভাল বাংলা জানেন, ভাল বক্তৃতা করেছেন বাংলায়—

শ্রীদশরথ দেব :— এখন কথাটাকে ঘুরাইতে চাইছেন—Tribal Research এর ব্যাপারে যে টাকা খরচ হয় সেটা কোন কাজে লাগে না। প্রশ্ন তা না। আগের

বক্তৃতায় বলেছিলেন—গণ কমিটী গঠন করা হয়েছে, এই গণকমিটীর টাকায় তারা দলবাজী করছে. তাদের মেম্বার-রা টাকা খাচ্ছে এবং কোথায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া মিষ্টীর দোকানে গিয়ে মিষ্টী খায়, এই কথাটা যদি সত্য হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তদন্ত করবো—Hon'ble Member সাক্ষী দেবেন, আর যদি বলেন, না আমি এটা মিন করি না, এ কথাটা আমি উঠিয়ে নিচ্ছি—এটা হচ্ছে Parliamentary Procedure.

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— অ'ও যেটা হিনমানি, যে রাও ছামুও নাও-ইয়া-তাম অওনাইবা ? আব গণকমিটীনি বরকরগ-ন—রাও থরচ অওমানি আব ছামুও নাও-ইয়া—

Mr. Dy. Speaker :— মাননীয় সদস্য, আপনি chair এর দিকে লক্ষ্য করে বলুন। আপনি বাংলা জানেন, আপনি যদি সে অভিযোগ করে থাকেন আপনি সেটা withdraw করুন, নাহলে প্রমাণ করতে হবে। দুটোর একটা আপনাকে করতে হবে। কারণ এটা আইন সভা, এটা মাঠের বক্তৃতা নয়। কাজেই, মাননীয় সদস্য, আপনি মাঠে সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখলে সেখানে আপনি অনেক কিছু বলতে পারেন। এটা একটা আইন সভা, তার পবিত্রতা রয়েছে, কাজেই আপনি এখানে আপনার খেয়ালখুশী মত যোটা বক্তৃতা করতে পারবেন না। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে সেই অভিযোগ। কারণ কোন একটা কমিটী সম্পর্কে যে অভিযোগ সেটা গুরুতর অভিযোগ, সেটা হয় আপনাকে প্রমাণ করতে হবে, না হলে আপনার বক্তব্য আপনাকে withdraw করতে হবে, দুটোর একটা করুন, আপনি সময় নষ্ট করবেন না। আমি অনুরোধ করছি, অনেক কাজ বাকী রয়েছে. আপনি দুটোর একটা করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— অ Tribal Research কমিটী যে রাও হুবাইমানি, আ রাও.........

শ্রীসমর চৌধুরী :— গণকমিটীর কোন সদস্যরা সরকারী টাকায় মিষ্টি খায়। আপনি নাম বলুন। আর নাহয় প্রত্যাহার করুন।

Mr. Dy. Speaker — মাননীয় সদস্য, আপনি গণ কমিটী (গণ্ডগোল) মাননীয় সদস্য, আমি গণকমিটীর নামটা শুনেছি এবং গণকমিটী উল্লেখ করে আপনি যে অভিযোগ করেছেন সেই অভিযোগ, হয় আপনি withdraw করবেন, না হলে আপনি প্রমাণ করুন—

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া — আনি অভিযোগ আব-ইয়া। আও যেটা গণ কমিটী হিনমানি, আব অওখা তাবুক যে Supplementary রাও আব ছামুওগ-ছে নাও-ইয়া।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস — কথাটা হচ্ছে স্পেসিফিক। হয় আপনি প্রমাণ করুন, আর না হয় withdraw করুন।

Mr. Dy. Speaker :— আপনি গণ কমিটীর বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তুলেছেন. আপনি সেটা বলুন, বাংলাতে বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া .— কারণ, এই সমস্ত রাও বেবাক-ন অ গণ কমিটী-নি মাধ্যমে ছামুও অও তওগ—আবতুই প্রমাণ কুরুইছে ? চম্পকনগর থেকে ভৃগুদাস পর্যান্ত যে লামা থাওমানি আব গণ কমিটী ছামুও তাও তওগ—(গণ্ডগোল)—চম্পকনগর থেকে ভৃগুদাস থাওমানি যে লামা আরনি আ গণ কমিটী ছামুও তাওগয় তওগ......

Mr. Dy. Speaker :— মাননীয় সদস্য, আপনি বেশী সময় নষ্ট করবেন না, আমি আপনাকে এক মিনিট সময় দিচ্ছি, আপনি না হয় আপনার বক্তব্য withdraw করুন;—আপনি আপনার বক্তব্য withdraw করবেন কি না গণ কমিটীর বিরুদ্ধে আপনার এই অভিযোগ আপনি withdraw করবেন কি না—

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া — আচ্ছা, আঙ তিছাখা। কিন্তু এই যে লামা, লামা যেটা তাবুক পর্য্যন্ত অম্পি-অ খালাইজাক-ইয়া। আবতুইবগ-ন তাম খালাই-নাই-বা? তাবুক পর্য্যন্ত যে বুফাওনি কোন পুল খালাইজাক-ইয়া। কাজেই, আব বাই তাম অঙনাই বা? কাজেই, আবতুই বাই—আবতুইনি বাগয়দা বাঙ বাজেত? লাচিমা ছুঙচা অঙখা অঙখা জাহন—আব বুই খানাগা চিনকাই খতন। কাজেই, আঁঙখে হিননা নাই-অ—অমতুই কোন রকম বাঙ অঙগয় মায়া। এই যে তাবুক বামফ্রন্ট সরকার খাল ইমা'ন, আব বাই চিনি কোন ছামুঙ অঙগলাক। তাবুক পর্য্যন্ত যা চুঙ চুম তঙমানি এই যে Tribal Autonomous হিনমানি আব-ন চিনি খাই কেমানন মিলি-অই রহকা —আবন আঙমানি মায়া। আছুক ছাঅই-ন আঙ পাইরিখা।

:: বঙ্গানুবাদ ::

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে ১৯৭৭-৭৮ সালের যে Supplementary বাজেট এখানে আনা হয়েছে, এটাকে আমি সমর্থন করতে পারছি না। এখানে প্রথমেই আমার নজরে পড়ছে ইলেকসান সম্পর্কে, ভোট দিতে গেলে আমাদের লোকেরা বুঝতে পারেন যে কি করতে হবে। অথচ, ত্রিপুরী কথা দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য কোন লোক রাখা হয় না। অথচ এই বাবতে প্রচুর টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। আর এই Election-এর সময়ে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট চেয়েছিলেন, এখন সগুলি একটাও পালন করা হচ্ছে না। কি করা হচ্ছে? বলা হয়েছিল Autonomous District Council চাই, কিন্তু এখন বলা হচ্ছে, না Autonomous Trible District নয়, এর আগে চাই State Level-এ Autonomous. এর পরে হবে Tribal District Autonomous. এইভাবে চিনির সাথে কেরোসিন মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে—এই আর কি? তারা জানেন যে দিল্লীর যে জনতা সরকার, সেই সরকার এই কেরোসিন খাবে না, অথচ সেই কেরোসিনকে 'Autonomous' চিনির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই, আমি জানি না, এখানের মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী, তিনি কেরোসিন পান করতে পারেন কিনা। আর একজন মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস, তিনিও পান করতে পারেন কিনা, আমি জানি না, এবং এখানের আর একজন মাননীয়া সদস্যা গৌরী ভট্টাচার্য্য, তিনিও কেরোসিনের সাথে চিনি মিশিয়ে খেতে পারেন কিনা, সেটা আমি জানি না। কিন্তু তারা নাকি কেরোসিনের সাথে চিনি মিশিয়ে দিল্লীতে পাঠাবেন। কাজেই, এহেন যাদের Policy, তারাই কিনা election-এ জয়ী হয়েছি বলে বড় বড় কথা বলছেন। এখন আর আপনাদের কেউ পছন্দ করছে না। পুলিশ বিভাগ—বলা হচ্ছে পুলিশ বিভাগের জন্য টাকা দরকার। কি হয়েছে? সেকেরকোটে নাকি ডাকাতি হয়ে গেছে। কয়েকদিন আগেও ২নং হোস্টেলের ছাত্র কোত্থেকে কোথায় এসে মারামারি করেছে, পুলিশ নেই, এই অবস্থা। ওখানে

অনশনে বসেছে, সেখানে মি: আইচকে এরেষ্ট করে ধরে নিয়ে গেছে—বর্ত্তমানে জি, বি, হসপিট্যালে আছেন। তার কি দোষ? যে আমি চাকুরী পেয়েছিলাম, সেটা রোল ফাইভে বাতিল করা হয়েছে, কাজেই আমি সেটা মেনে নিতে পারছি না। এর ফলে ওনাদের গোঁসা হয়েছে। আর, এই পুলিশ বিভাগের জন্য নাকি আরো টাকার প্রয়োজন। আর গণ কমিটির টাকা—সেটার সম্পর্কেও কিছু বলতে হবে। স্কুলের কথা। এই স্কুলের জন্যও নাকি আরো ২ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা প্রয়োজন। আমরা দেখতে পাই যে গ্রামে গ্রামে স্কুলগুলির অবস্থা এমন যে ছাদ দিয়ে আকাশ দেখা যায়, বৃষ্টি যখন হয়, তখন সেই বৃষ্টি জলে সমস্ত ঘর ভিজে যায়। অথচ, তার জন্য টাকা চাওয়া হচ্ছে। এইভাবে রাইমা শর্মার দিকে যে সমস্ত স্কুল আছে, সে-গুলিতে কোন শিক্ষক যায় না। সেই সমস্ত স্কুলগুলি যে সব ছাত্রদের নামে চলছে, সেই সব নামের ছাত্র বাস্তবে নেই-ই, কেউ বিয়ে-থা করে চলে গেছে, কেউ-বা মারা গেছে, আর সেই সমস্ত নামে স্কুল চলছে। খামচি-তে গিয়ে দেখুন, সেখানে একটা স্কুল আছে। সেই স্কুলটি কোথায়? রান্না ঘরে। যেখানে রান্না-বান্নার কাজ হয়, সেখানে নাকি স্কুল। সেখানে আবার একটা আলমারী দাঁড় করানো আছে। সেখানকার শিক্ষকও তাই। এই আগরতলায় থাকেন, তার স্ত্রীর অসুখ নাকি এখন পর্য্যন্ত ভাল হচ্ছে না। এখনো নাকি চিকিৎসা শেষ হয়নি। এর জন্য নাকি আরো টাকার প্রয়োজন। এখানে আমি যে কথা বললাম, তার আর একটা উদাহরণ মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা—তার গ্রামের পাশেই মাথাম পাড়ার একটা স্কুলের ছাদ বেয়ে জল পড়ে। সেখানে বসার জায়গা নেই, টেবিল নেই, আলমারি নেই, বই পত্রও নেই আর, তুইদু-তে একটা সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে, অথচ সেখানে কোন কিছু নেই, টেবিল নেই, কিছুই নেই। কাজে, এই সমস্ত দেখে শুনেই বলছি—এখানে শুধু টাকা চেয়ে কি হবে। শুধু টাকা বরাদ্দ হচ্ছে, কিন্তু টাকা হলেই তো কাজ হয় না; আমরা কাজ চাই। শুধু টাকা চাই না, টাকা তো আছেই; কিন্তু এখন আমরা লক্ষ্য করছি—যে বামফ্রন্ট সরকার শুধু টাকা চাইছে। অর্থাৎ কিনা, গণ কমিটির পকেটে টাকা জমানোর উদ্দেশ্য। গণ কমিটি বলা হচ্ছে, গণমুখী সরকার বলা হচ্ছে। কমিউনিষ্টদের নিয়ে নিয়ে গণ কমিটি করা হয়েছে, অর্থাৎ কমিউনিষ্ট মুখী, কমিউনিষ্টদের দিকে চেয়ে তারা কাজ করছেন—এই হচ্ছে অবস্থা। আর এখানে মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী এই সমস্ত কাজের সমর্থনে বক্তব্য রাখছেন। এই সমস্ত নিয়ে কিই বা হবে? এই সমস্তর জন্য কেন এত টাকা টাকা বলা হচ্ছে? এখানে ঔষধ-পত্র বাবতেও অতিরিক্ত টাকা চাওয়া হচ্ছে—কিন্তু গ্রামে গ্রামে গেলে আমরা কি দেখতে পাই? কাঞ্চনপুরে ঔষধ নেই, অম্পিতে ঔষধ নেই। এখানে বাগমাতেও ঔষধ নেই, যদি যাই সাধারণ কাঁটা-ছেড়ার ঔষধ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। আর তার জন্যই টাকা! কাজেই, সেগুলিতে আগে ডাক্তার দিন, আগে ঔষধ-পত্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ব্যবস্থা করুন। এই যে মহারাণীতে একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলা হয়েছে—সেখানে ১৫ দিনে একবারও ডাক্তার যান না। অথচ, তার জন্য টাকা চাওয়া হচ্ছে। চিফ মিনিষ্টার নিজেও স্বীকার করেছেন—হসপিট্যালে কোন ডাক্তার যান না, কোন ঔষধ-পত্র নাকি নেই। আর এখানে এতসবের জন্য মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী এবং অন্যান্য সদস্যরা বক্তব্য রাখছেন। Tribal Research বলা হচ্ছে—সেখানে আজ পর্য্যন্ত কি research হয়েছে? কোন research হয়নি। শুধু জিনিষ-পত্র, মেসিন

ইত্যাদি কেনা হয়। মিষ্টী খাওয়ার জন্য আর কি। এখানকার ভাল ভাল দোকান, ব্রাহ্মন বাড়িয়া মিষ্টী দোকান থেকে মিষ্টী এনে খাওয়া হয় এই Research করার সময়। আর কিইবা হয়? এখন পর্যান্ত কিছুই হয়নি। এই যে, মাননীয় ব্রজমোহন জমাতিয়া—তারাইতো বেশী মিষ্টি পছন্দ করেন। তাকে ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। মাননীয় সদস্য পূর্ণমোহন ত্রিপুরাকেও ওখান থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায় প্রায়ই; তারা ওখানে কি করেন? ঐ ব্রাহ্মণ বাড়িয়া দোকান থেকে—মিষ্টী আনা হয় এবং তারা সেই মিষ্টি খান তার জন্যই আরো বেশী টাকার প্রয়োজন পড়েছে। গণ কমিটির লোকেরা এলেও এই ভাবেই খাওয়া হয়। রাস্তাঘাটের দিকে চেয়ে দেখুন, অবর্ণনীয় অবস্থা, এই রাস্তাগুলি মেরামত করার কিছু নেই চ এটার বাবতে এখন টাকা চাওয়া হচ্ছে, কাজেই আমি বলতে চাই, রাস্তা যদি......

শ্রীদশরথ দেব :— Point of order Sir, point of order Sir, point of order, please sit down, you are to sit down. This is the rule.

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— আপনার কথায় আমি বসব না।

Mr Dy. Speaker :— আপনি চুপ করুন।

শ্রীদশরথ দেব :— Point of order. You are to listen, point of order Sir, This is the rule.

Mr. Dy. Speaker :— আপনি চুপ করুন।

শ্রীদশরথ দেব ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ স্যার, Hon'ble Member Parliamentary জীবনে নুতন, কাজেই আমি দোষ দেই না। Point of order যখন একজন সদস্য উত্থাপন করেন, তখন প্রত্যেকেই এই point of order শুনতে হয়, তারপরে Speaker সেটা ruling দেন। প্রশ্ন হলো—He is the Dy. Speaker, He is the Dy. Speaker. প্রশ্ন হলো, আপনি ত্রিপুরী ভাষা বুঝেন না, আপনার দৃষ্টি আমি আকর্ষন করতে চাই যে, মাননীয় সদস্য বক্তৃতায় বলেছেন—গণ কমিটির লোকেরা সরকারী টাকা নিয়ে মিষ্টি খাচ্ছে। যদি খায় অপরাধ-জনক। তাহলে সদস্য যিনি বক্তৃতা করবেন তাকে এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে সদস্যদের সামনে, কোন্ লোকরা মিষ্টি খেয়েছে এবং তার সাক্ষী প্রমা উপস্থিত করতে হবে, আর তা না হলে তাকে এই শব্দটি withdraw করতে হবে

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমি সেটা করব না আমি যেটা বলছিলাম, এই যে research এর কোন মূল্য নেই।

শ্রীদশরথ দেব :— গণ কমিটির লোকেরা ব্রাহ্মণ বাড়িয়া দোকানে মিষ্টি খায় সরকারী টাকায়, কাজেই এটা হয় তাকে substantiate করতে হবে, না হয় withdraw করতে হবে। যদি সত্য হয়, serious matter, এটার entier দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে, তদন্ত করতে হবে, very serious allegation.

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এই Tribal Research-এর ব্যাপারে যে টাকা খরচ হচ্ছে, আমরা দেখতে পাই, সেটা কোন কাজে লাগছে না।

শ্রীদশরথ দেব :— আমি দেখতে চাই।

Mr. Dy. Speaker :— মাননীয় সদস্য, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি যদি একথা বলে থাকেন, আপনি এটাকে withdraw করুন.........

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় সদস্য, আপনাকে প্রমাণ করতে হবে, না হয় আপনাকে এই কথাটা withdraw করতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমি যেটা বলছিলাম, সেটা হলো— Tribal Reasearch-এর ব্যাপারে যে অর্থ খরচ হচ্ছে, সেটা কোন কাজে লাগছে না, কাজেই সেটা কি হয়েছে......... (গণ্ডগোল)......আমি সেটা মানি না, আমি এমন কথা বলিনি ... ..

(গণ্ডগোল)

Mr. Dy. Speaker :— আপনি withdraw করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— Tribal Research-এর ব্যাপারে যে টাকা খরচ হয়েছে, সেটা কাজে লাগেনি—সেটা মিষ্টি খাওয়ার মতই, এবং রাস্তাঘাটের ব্যাপারেও তাই, গ্রামে গ্রামে গিয়ে দেখুন—রাস্তা নেই, যেখানে অম্পিং এখন পর্যাস্ত কোন কিছুই হচ্ছে না—যে সেটা কাঠের হবে, না পাকা হবে। এইভাবেই চার পাঁচ বছর কেটে গেল, সেখানে কাঠের যে পুল ছিল সেটা কোথায় উড়ে গেছে—এখন পর্যাস্ত কোন হচ্ছে না .....(গণ্ডগোল)...

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— স্যার, আপনি রুলিং দেওয়ার পরে মাননীয় সদস্য withdraw করেন নি। উনাকে কথাটা প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

Mr. Dy. Speaker :— মাননীয় সদস্য, আপনি আপনার সেই বক্তব্য withdraw করুন। আমি সেটা withdraw করার জন্য অনুরোধ করছি—না হয় সেটা প্রমাণ করতে হবে। কারণ, সেটা কোন সদস্যের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। হাউসের সামনে এ ধরণের বক্তব্য রাখা যায় না। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে এ অভিযোগ না হয় আপনাকে এই অভিযোগ withdraw করতে হবে, যে কোন একটা আপনাকে করতে হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমি বলতে চাই—Tribal Research-এর জন্য যে সমস্ত টাকা খরচ করা হয়েছে—

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, উনি ভাল বাংলা জানেন, ভাল বক্তৃতা করেছেন বাংলায়—

শ্রীদশরথ দেব :— এখন কথাটাকে ঘোরাতে চাইছেন—Tribal Researcn-এর ব্যাপারে যে টাকা খরচ হয় সেটা কাজে লাগে না। প্রশ্ন তা না। আগের বক্তৃতায় বলেছিলেন—গণ কমিটি গঠন করা হয়েছে, এই গণ কমিটির টাকায় তারা দলবাজী করছে, তাদের মেম্বাররা টাকা খাচ্ছে এবং কোথায় ব্রাহ্মণ বাড়িয়া মিষ্টির দোকানে গিয়ে মিষ্টি খায়, এই কথাটা যদি সত্য হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমরা তদন্ত করবো—Hon'ble Member সাক্ষী দেবেন, আর যদি বলেন না আমি এটা মিন করিনি, একথাটা আমি উঠিয়ে নিচ্ছি—এটা হচ্ছে Parliamentary Procedure.

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমি যেটা বলতে চাইছিলাম, যে টাকা কাজে লাগে, সেটা দিয়ে কি হবে ? সেটা গণ কমিটির লোকেরাই—যে টাকা খরচ হয়েছে, সেটা কাজে লাগে না—

Mr. Dy. Speaker :— মাননীয় সদস্য, আপনি Chair-এর দিকে লক্ষ্য করে বলুন। আপনি বাংলা জানেন, আপনি যদি সে অভিযোগ করে থাকেন আপনি সেটা withdraw করুন, না হলে প্রমাণ করতে হবে। দু'টোর একটা আপনাকে করতে হবে। কারণ, এটা আইন সভা, এটা মাঠের বক্তৃতা নয়। কাজেই, মাননীয় সদস্য আপনি মাঠে সাধারণ জনসভায় বক্তব্য রাখলে সেখানে আপনি অনেক কিছু বলতে পারেন। এটা একটা আইন সভা, তার পবিত্রতা রয়েছে, কাজেই আপনি এখানে আপনার খেয়ালখুশীমত মেঠো বক্তৃতা করতে পারবেন না। আপনাকে প্রমান করতে হবে সেই অভিযোগ। কারন কোন একটা কমিটি সম্পর্কে যে অভিযোগ, সেটা গুরুতর অভিযোগ, সেটা হয় আপনাকে প্রমাণ করতে হবে, না হলে আপনার বক্তব্য আপনাকে withdraw করতে হবে, দু'টের একটা করুন, আপনি সময় নষ্ট করবেন না। আমি অনুরোধ করছি, অনেক কাজ বাকী রয়েছে, আপনি দু'টোর একটা করুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— এই Tribal Research কমিটি যে টাকা খরচ করেছে, সেই টাকা .. ..

শ্রীসমর চৌধুরী : - গণ কমিটির কোন সদস্যরা সরকারী টাকা লুট পায়। আপনি নাম বলুন। আর না হয় প্রত্যাহার করুন।

Mr. Dy. Speaker :—মাননীয় সদস্য, আপনি গণ কমিটি —(গণ্ডগোল)—মাননীয় সদস্য, আমি গণ কমিটির নামটা শুনেছি এবং গণ কমিটি উল্লেখ করে আপনি যে অভিযোগ করেছেন সেই অভিযোগ, হয় আপনি withdrow করবেন, না হলে আপনি প্রমাণ করুন.........

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— আমার অভিযোগ সেটা নয়। আমি যেটা গণ কমিটি বলছিলাম, সেটা হচ্ছে এখন যে Supplementary বাজেটের টাকা, সেটা কোন কাজেই লাগে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— কথাটা হচ্ছে স্পেসিফিক, হয় আপনাকে প্রমান করুন, আর না হয় withdraw করুন।

Mr. Speaker :— আপনি গণ কমিটির বিরুদ্ধে কি অভিযোগ তুলেছেন, আপনি সেটা বলুন, বাংলাতে বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— কারণ, এই সমস্ত টাকাই এই গণ কমিটির মাধ্যমে খরচ করা হয়েছে এই রকম প্রমান কি নেই ? চম্পকনগর থেকে ভৃগুদাস পর্যন্ত যে রাস্তা চলে গেছে—সেখানে গণ কমিটি কাজ করছে—(গণ্ডগোল)—চম্পকনগর থেকে ভৃগুদাস পর্যন্ত যাওয়ার যে রাস্তা সেখানে গণ কমিটি কাজ করছে.........

Mr. Dy. Speaker :— মাননীয় সদস্য, আপনি বেশী সময় নষ্ট করবেন না, আমি আপনাকে এক মিনিট সময় দিচ্ছি, আপনি না হয় আপনার বক্তব্য withdraw করুন, —আপনি আপনার বক্তব্য withdraw করবেন কিনা, গণ কমিটির বিরুদ্ধে আপনার এই অভিযোগ আপনি

withdraw করবেন কিনা—

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আচ্ছা, আমি ভুলে নিলাম, কিন্তু এই যে রাস্তা, অম্পিতে এখন পর্যান্ত রাস্তার কাজ আরম্ভ করা হয়নি। সেখানে কি হবে? এখন পর্যান্ত কাঠেরও কোন পুল করা হয়নি। কাজেই, সেটাতে কি হবে? এত সবের জন্যই কি এত টাকার বাজেত? লোকে জানতে পারলে এটা লজ্জার কথা! কাজেই, আমি বলতে চাই, এটার জন্য কান টাকা দেওয়া যায় না। এই যে এখন বামফ্রন্ট সরকার গঠন করা হয়েছে, এরদ্বারা আমাদের কোন কাজ হবে না। এখন পর্যান্ত যেটুকু দেখলাম, এই যে Trible Autonomous বলা হয়, এটাতে চিনির সাথে কেরোসিন মিশিয়ে পাঠানো হয়েছে- সেটাকে আমি সমর্থন করতে পারি না। এইটুকু বলেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য কথাটা উইথড্র করে নিয়েছেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅক্ষয় বিশ্বাসকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীঅক্ষয় বিশ্বাস : — মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট সরকার আজকে হাউসের সামনে যে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট উপস্থাপন করেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। এবং এর বিরুদ্ধে বিরোধী দলের সদস্যগণ সারবত্তাহীন যে সমস্ত যুক্তি এখানে রেখেছেন, আমি বিরোধীতা করছি। উনারা বিরোধী মনোভাব নিয়ে এখানে এসেছেন, কাজেই বিরোধীতা করে যাচ্ছেন। একটা জিনিষ হচ্ছে যে বিগত ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস রাজত্ব করেছে এবং সেই ৩০ বছর রাজত্বকালীন সময়ে বাজেট তো বারবার এসেছে কোটি কোটি টাকাও খরচ হয়েছে। উনারাও বাজেট এনেছিলেন এবং আমরাও বাজেট এনেছি। কিন্তু দুটোর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আমি একটা বাজেটকে সমর্থন করব তখনই, যখন দেখব বাজেটটা গণমুখী কিনা? কংগ্রেস আমলে যখন বাজেট উপস্থিত করা হত, বাজেটে আসার নামে ঐ কন্‌ট্রাক্টার, আমলা, যাঁরা মন্ত্রী যাঁরা কালা মজুমদারের মত লোক আছে, তারা উৎসাহিত হয়ে উঠতেন কারণ ঐ যে শত শত কোটি টাকা আসছে তার একটা বিরাট অংশ আমাদের পকেটে আসবে। আর আমরা যখন বাজেট এনেছি তখন ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ উৎসাহিত হচ্ছে কারণ তারা মনে করেছে যে গত ৩০ বছরে যে কোটি কোটি টাকা উপর তলায় শেষ হয়ে যেত, গরীব মানুষের কাছে পৌঁছাত না, আমরা যে বাজেটে টাকা ধরেছি সেটা আমরা নীচের তলায় মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই সেটা তারা বুঝতে পেরেছে। এটাই হচ্ছে এই দুইটির মধ্যে মূল পার্থক্য, সেই জন্যই আমরা এই বাজেটকে সমর্থন করছি। আপনারা জানেন, মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয় জানেন এই সরকার আসার সঙ্গে সঙ্গে তার যে গণমুখী দৃষ্টিভঙ্গী, এই গণমুখী বাজেটের মাধ্যমে মানুষের কাছে তা দেখাতে পারবেন। উনারা পুলিশ বাজেট সম্পর্কে অনেক সমালোচনা করেছেন। হ্যাঁ পুলিশ বাজেট এখানে এসেছে। আগে আমরা দেখেছি পুলিশ বাজেট বিরোধীদের দমন করার জন্য, তাদের পর্যুদস্ত করার জন্য পুলিশ বাজেট ব্যবহার করা হত, দুর্নীতিপরায়ণ একটা পচা গলা প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্য পুলিশ বাজেটকে ব্যবহার করা হত। উনারা গণ কমিটির কথা বলেছেন, হ্যা, গণকমিটি করা হয়েছে। আমরা দেখছি যে পশ্চিম বঙ্গে ১৯৭২

সালে যে সরকার এসেছিল, যাঁরা সেখানে একটা সন্ত্রাসএর রাজত্ব কায়েম করেছিল, হাজার হাজার মানুষকে জমি থেকে উৎখাত করা হল। আর ১৯৭৭ সালে যে সরকার এসেছে, সেখানে তাঁরা পুলিশ বাজেটের মাধ্যমে যে ব্যবস্থা চালু করেছে, সেখানে সন্ত্রাসের একটা ঘটনাও কি ঘটেছে? একটা ঘটনাও সেখানে আজ পর্যান্ত ঘটেনি। বিরোধী দল আজকে বলুক যে বামফ্রন্ট তথা সি.পি এম. সরকারে আসার পর সেখানে একটাও ঐরকম ঘটনা ঘটেছে কিনা? আর আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের কথা বল'ছি যেখানে বামফ্রন্ট সরকার জিতেছে। যদি বামফ্রন্ট সরকার না জিতত? নির্ব্বচনের আগে আমরা দেখেছি পুলিশ ব্যবহার করা হয়েছে কিভাবে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে গুণ্ডাদের হাতে রাজ্যকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। দুইটি কোয়ালিশান সরকারকেই আমরা দেখেছি। শচীন বাবু, সুখময় বাবু ক্ষমতায় যাওয়ার অর্থই হল লুটের রাজত্ব কায়েম করা এবং গুণ্ডাদের রাজত্ব কায়েম করা। আমরা ক্ষমতায় এসেছি মাত্র দুই মাস। নির্ব্বাচনের আগে ১৯৭৭ সালে আমাদের হয়ে শতকরা ৮০ ভাগ ছেলে আমাদের সমর্থন করেছে, কিন্তু আজকে কারা গণঅবস্থান করছেন? কাল হাতে কাল রক্ত যাদের লেগে রয়েছে ঐ সি.এফ ডি., জনতা, কংগ্রেস, ফেডারেশান যারা সেই কাল দিন, কাল রাত্রি ১৭ লক্ষ মানুষের জীবনে এনেছিলেন, তারা গণ অবস্থান করছেন, আর তার সঙ্গে আমরা দেখছি উপজাতি যুব সমিতি মিলে সুর চড়িয়েছেন। চাকুরীর নীতি একটা হয়েছে। উনারা কি বলতে চান যে চাকুরীর কোন নীতির দরকার নেই? কাল নীতিতে যে চাকুরী দেওয়া হয়েছিল রাতারাতি, সে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে গণ অবস্থান, এটা লজ্জার ব্যাপার। আপনারা যদি উপজাতির স্বার্থ দেখেন তাহলে উপজাতির জন্য যে রিজার্ভ কোটা ছিল, সেখানে কোন উপজাতি রিজার্ভ রাখা হয়নি, সেখানে চারটী পদ উপজাতিদের জন্য রিজার্ভ ছিল, অথচ সেটা রাখা হয় নি। আমরা বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর আমরা তাদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেছি, আর উনারা বলছেন এটা চলবে না, এটা অন্যায় হয়েছে, অ-উপজাতিদেরই দিতে হবে একথা অস্বীকার করতে পারবেন? এই ছাঁটাইকে সমর্থন না করা এবং গণ অবস্থানকে সমর্থন করার মানে হচ্ছে উপজাতিদের স্বার্থকে রক্ষা না করে ধ্বংস করা, অপূর্ব্ব ওদের ব্যবস্থা। আগরতলা শহরে এসে অ-উপজাতির পক্ষে শ্লোগান দেওয়া আর অন্য জায়গায় উপজাতিদের পক্ষে শ্লোগান দেওয়া অপূর্ব তাঁদের ব্যবস্থা। আজকে তাঁদের দুটো জিনিষ বুঝতে হবে। একটা ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ যে বিগত ৩০ বছর কংগ্রেসের অপশাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এসেছে এবং প্রচুর রক্ত দিয়ে আজকে বামফ্রন্ট সরকারের পাশে এসে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে, তাদের সমস্যা সমাধানের জন্য এই যে বাজেট, তার মাধ্যমে সমস্ত টাকা গ্রামের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে, তাকে তাঁরা সমর্থন করবেন, না তাঁরা চাইবেন যে টাকা দিয়ে যে চাকুরী পাওয়া যায় ঐ ৩০ বছরের অপশাসন আবার ফিরে আসুক, কিছু সংখ্যক দুর্নীতিপরায়ণ মানুষ যে চেষ্টা করছে, সেটা সমর্থন করবেন। বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে বক্তব্য বলেছেন যে এই বাজেটে অন্ধদের আরও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ এটা ঠিকই উনারা বলেছেন, আমি এর সংগে আরও একটু এ্যাড করছি সেটা হল, আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে অনুরোধ রাখব এখানে যেন আরও একটা অন্ধের স্কুল খোলা হয়, যে স্কুলে কংগ্রেস অন্ধ, জনতা অন্ধ, সি. এফ. ডি. অন্ধ এবং উপজাতি সমিতি অন্ধ যেসব লোক এই বাজেটকে ১৭ লক্ষ লোকের চোখ দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন না, তাদের জন্য খোলা হোক, তাঁরা

১৭ লক্ষ লোকের আলোতে দেখতে পাচ্ছেন না, তাঁরা সব অন্ধকার দেখছেন। তাঁদের জন্য একটা ব্যবস্থা করা হোক। আরেকটা কথা আমি এখানে বলছি যে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের জন্য যে নূতন পরিকল্পনা নিয়ে যে টাকা এই বাজেটে এসেছে, সে টাকায় ত্রিপুরার স্কুল করা, যে সমস্ত স্কুল ধ্বংশ করা হয়েছে, সেই সমস্ত স্কুল মেরামত ইত্যাদি করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এটা ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের কথা, ত্রিপুরার সমস্যা সমাধানে আরও বেশী টাকা দরকার এবং সে টাকা কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে হবে—আমি বিরোধী দলের সদস্যদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, তাঁরা এই শ্লোগানকে বিশ্বাস করেন কিনা ?

এই শ্লোগানকে যদি বিশ্বাস করেন আপনাদের কর্তব্য হচ্ছে যে ৩০ বৎসর যে পথ ধরেছিলেন—এট্টা কংগ্রেসের পথ নয়, এটা জনতার পথ নয়, এটা সেই পথ যে ১৭ লক্ষ মানুষের পাশে তাঁরা থাকবেন কিনা। ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ যে লড়াই করেছেন, সেই লড়াইতে তাঁরা সামিল হবেন কিনা, নাকি জোর জবরদস্তির পথ, যা এমারজেন্সীর সময়ে হয়েছিল সেই ইমারজেন্সীর পাশেই তাঁরা থাকবেন কিনা সেটা বিচার করতে হবে বিরোধী দলকে এই বলেই আমি সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্যগণ, আমাদের হাতে সময় কম। সুতরাং আমি অনুরোধ করব আপনারা ৫ মিনিটের মধ্যে আপনাদের বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীবাদল চৌধুরী —মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ এখানে চেয়েছেন, আমি তাকে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছি এবং এই বাজেটে যে বিভিন্ন দিক রয়েছে এটা অত্যন্ত আশা ব্যঞ্জক হয়েছে। আমার নিজের মহকুমার কথা বলতে গিয়ে বলতে হয় গত ৩০ বৎসরে কংগ্রেসী যে রাজত্ব ছিল তাতে এই মহকুমা অত্যন্ত পিছিয়ে রয়েছে। এই মহকুমা অন্য মহকুমার সংগে ব্যবসা, বাণিজ্য, কৃষি, কোন কিছুর সংগে পাল্লা দিয়ে পারছে না। আজকে পশ্চিম পাহাড় একটা অনুন্নত এলাকা বলে চিহ্নিত। রাস্তা নেই ঘাট নেই। গাড়ী ভাড়া দিতে হয় সেখানে যেতে হলে ৫ থেকে ৭ টাকা। শুধু এই কথাটাই বলতে চাই যে আমার বিলোনীয়ায় যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা রয়েছে, যে পরিমাণ জল আছে, জায়গা আছে, জমি আছে সেটাকে যদি কাজে লাগানো যায়, তাহলে ১৭ লক্ষ মানুষের অর্দ্ধেকের খাওয়ার ব্যবস্থা সেখানে করা যায়। গত ৩০ বৎসরে কংগ্রেস সরকার সেটা করেন নি। আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে টাকার ব্যবস্থা করেছেন এই বাজেটে সেটা আমি দেখছি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট এর মত এর আগে এই ত্রিপুরা রাজ্যে কেউ রাখতে পারে নাই। আজকে বিরোধী দলের সদস্যরা দেখলাম আতঙ্কিত। তাঁরা আজকে দেখছেন সব কিছু কিছুতেই টাকা বেশী। তাঁরা দেখছেন যে আজকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল ইত্যাদির ব্যাপারে টাকা বেশী ধরা হয়েছে। এখানকার মানুষ যারা শতকরা ৮০ ভাগ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে, তাদের জন্য এই টাকা খরচ হবে। তারা আতঙ্কিত হচ্ছেন, কারণ তারা যাদের দালালী করেন, এই টাকা খরচ হলে তাদের দালালী করার সুযোগ থাকবে না। এটা স্বাভাবিক। আজকে এখানে কেন্দ্রের হাতে অধিক ক্ষমতা না রেখে যেখানে রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দেওয়ার দাবী জানানো হয়েছে আমরা সেখানে বলছি যে আমরা অধিক ক্ষমতা চাই, তারা বলছেন যে অধিক ক্ষমতা চাই না। আজকে অতিরিক্ত খরচের জন্য সে টাকা এসেছে তারা সেটার বিরোধীতা

করছেন। কাজেই বিরোধী সদস্যদের আমি অনুরোধ করব এই পথ ছাড়ুন। আজকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখুন এত সম্পদশালী হয়েও নিগ্রোরা সেখানে নিগৃহীত হচ্ছে। আপনারা সেই পথ ছাড়ুন। আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে পথ নিয়েছেন তার সংগে সহযোগিতা করুন। আজকে যে আমলা চক্র রয়েছে, আসুন আমরা সেই চক্রকে ভেঙ্গে দিই। কাজেই এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীমোহনলাল চাকমা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে মুখ্যমন্ত্রী যে বাজেট ব্যয় বরাদ্দ এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই জন্য যে বিভিন্ন দিকে দৃষ্টি রেখেই এই বাজেট আনা হয়েছে। এই বাজেটে বিভিন্ন দিক রয়েছে। সেই দিকে যদি আমরা নুতনভাবে ব্যয় বরাদ্দ না করি, তাহলে ত্রিপুরার গঠনমূলক কাজ করার জন্য যে দায় দায়িত্ব সেগুলি আমাদের রক্ষিত হবে না। আমরা জানি যে ৩০ বৎসর কংগ্রেস শাসনে ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্নদিকে যে একটা অব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তার আমি একটা দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে চাই। ধর্মনগর মহকুমার দামছড়া থেকে খেদাছড়া হয়ে সিংধমু যাওয়ার এখন পর্যন্ত পায়ে হাঁটার রাস্তাও হয়নি। আমরা বার বার দাবী করেছি নাগিছড়া পর্যন্ত একটা রাস্তা হোক। কিন্তু গত ৩০ বৎসরে এই রাস্তার জন্য কোন গঠনমুলক দৃষ্টিভংগী স্থাপন করতে পারি নি। দামছড়া থেকে সিংধুম পর্যন্ত ৪০ মাইল রাস্তা। এটা কি প্রকৃত পক্ষে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের একটা অংশ? এটা যে একটা অবহেলিত জায়গা হিসাবে পড়ে রয়েছে, সেখানে একটা রাস্তা, গাড়ী চলার উপযোগী একটা রাস্তা যাতে রূপ নেয়। তার কোন চেষ্টা গত ৩০ বছরে হয়নি।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের এখানকার বিরোধী গোষ্টির মাননীয় সদস্যরা আমাদের এই ব্যয় বরাদ্দকে একদম অবহেলার বস্তু হিসাবে গণ্য করেছেন। তাই আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, তারা কি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অগ্রগতি চান, না ধ্বংস চান, ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি চান, না অবনতি চান, সুসংবদ্ধ সংস্কার চান, না কুসংস্কার চান, সংস্কৃত চান, না অপসংস্কৃতি চান? আপনারা এগুলির মধ্যে কোনটি বেছে নেবেন? আপনারা তো বলে বেড়ান যে আপনারা ১৭ লক্ষ লোকের উপকার চান কিন্তু আপনারা তো গ্রামাঞ্চলে গিয়ে ঐ মুষ্টিমেয় উপজাতিদের কথাই বলেন। আপনাদের এই দুই মুখো নীতির কথা তো ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ লোক বুঝতে পারছেন। আমি আর একটা দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরতে চাই, সেটা হচ্ছে যে কিছু দিন আগে বিরোধী দলের নেতা দ্রাও কুমার রিয়াং মাছমারাতে একটি মিটিং করতে গিয়েছিলেন এবং সেই মিটিং এ তিনি আমার বিরুদ্ধে একটা ভাওতাবাজী দিয়ে এসেছেন। যে আমি নাকি এই বিধান সভায় কোন এক দিন স্বশাসিত ব্যাপার নিয়ে উত্থাপন করেছিলাম এবং সেটা উত্থাপনের ফলে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী কমরেড দশরথ দেব আমাকে চোখ রাঙ্গিয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেছেন কিন্তু আমি বলতে চাই, উনি একটা দিয়েছেন, এটা একটা ষড়যন্ত্র মূলক ডাহা মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই আমি তাদের কাছে অনুরোধ রাখি যে আপনারা এই সব ভাওতাবাজী ছেড়ে দিন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—স্যার, ভাওতাবাজী কথাটাতো আনপার্লামেন্টারী, আপনি উনাকে এটা উইথ-ড্র করতে বলুন?

অধ্যক্ষ — মাননীয় সদস্য, আপনি যে শব্দগুলি ব্যবহার করলেন, তা আন পার্লামেন্টারী। কাজেই সেগুলি এ্যাসপাঞ্জড হয়ে যাবে।

শ্রীমোহন লাল চাকমা ঃ—স্যার, আমি সেগুলিকে অসত্য বলে বলছি। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

(মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের আদেশ অনুসারে বাদ দেওয়া গেল।)

শ্রীমাখন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত অতিরিক্ত বাজেট ব্যয় বরাদ্দকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। বিগত ৩০ বছরে কংগ্রেসী সরকারের বাজেটগুলি যদি আমরা দেখি, তাহলে সেগুলিতে আমরা দেখতে পাব যে ভূমিহীনদের জন্য এত টাকা, পানীয় জলের জন্য এত টাকা, অর্থাৎ টাকা বরাদ্দই ছিল এবং বিগত ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে এই টাকা ওরা একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বরাদ্দ করতেন অবশ্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সুফল তারা পেয়েছেন। কারন ওদের বরাদ্দকৃত টাকা পয়সা গরীব মানুষকে ফাঁকি দিয়ে, কনট্রাক্টর, জোতদার, মন্ত্রী এবং বড় বড় কোটিপতিদের পকেটে গিয়েছে, কাজেই ওদের দৃষ্টি-ভঙ্গিতে ওদের যেটা করা উচিত ছিল, সেটা ঠিকই তারা করেছেন। এটা শুধু ত্রিপুরা রাজ্যেই নয়, সারা ভারতেরই ঐ একই চিত্র, যে সমস্ত বাজেট, পরিকল্পনার টাকা যেভাবে ব্যয়িত হয়েছে, তাতে গরীব আরও গরীব হয়েছে, আর ধনী আরও ধনী হয়েছে। কাজেই এই যে একটা অবস্থা চলছে, যে কোটি কোটি টাকার বাজেট এনে গরীব মানুষকে ফাঁকি দিয়ে, ভূমিহীন, গরীব কৃষক, দিন মজুরদের, ক্ষেত মজুরদের জন্য আইন পাশ করে ধনীদের পকেটে টাকা নিয়ে যাওয়ার জন্য যে পরিকল্পনা তারা করেছিল, তার বিরুদ্ধে আমরা দীর্ঘকাল সংগ্রাম করেছি। আমাদের এখানকার মূল বাজেটের মধ্যে যে সব পয়েন্ট আছে, সেগুলি সম্পর্কে বহু মাননীয় বিধায়ক তাদের বক্তব্য রখেছেন, এমন কি এই বাজেট বরাদ্দ রাখতে গিয়ে আমাদের মুখ্য মন্ত্রীও বলেছেন যে চেহারাটা কি? ডাক্তার আছে, রোগী নেই, আবার ডাক্তার নেই, রোগী মারা যাচ্ছে. ইত্যাদি বিরাট চেহারার কথা উনি বলে গিয়েছেন। যা হউক আমার সময় খুব কম। তবু আমরা এর মধ্যে পরিবর্তন দেখছি। কারণ আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছি, অর্থাৎ আমাদের বামফ্রন্ট সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে, প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপায়ণে আমরা এই বাজেটকে কাজে লাগাব। আমরা এই বাজেটের বরাদ্দকৃত টাকা ব্যয় করে নীচের তলার মানুষদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। এবং তার জন্য আমরা যে গণমুখী প্রশাসনের সংকল্প করেছি, সেই সংকল্প নিয়ে আমরা এই বাজেটকে কার্য্যকরী করতে যাচ্ছি। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কর্তৃক আনীত যে বাজেট, সেই বাজেটকে গণমুখী প্রশাসনের মাধ্যমে বাস্তবে রূপদান করব, এটাই হচ্ছে আমাদের গ্যারান্টি। এই বাজেটে গরীব মানুষের কল্যাণের জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তাতে আমরা নিশ্চয় বিশ্বাস রাখতে পারি যে আমরা গরীবের উপকার করতে পারব। তার জন্য আমরা এই বাজেটকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। উপজাতি যুব সমিতির সদস্যরা, এই বাজেট সম্পর্কে এখানে বিতর্ক এনেছেন, কিন্তু আমি বলি যে উনারা এখনও শিশু, কাজেই তারা শুধু দেখবেন আমরা কি কাজ করে যাচ্ছি এবং আমাদের কাজের মাধ্যমেই তাদের সংগে আমাদের আলাপ পরিচয়

হবে। কারণ আমরা সবে মাত্র কাজ করতে শুরু করেছি, আগামী ৫ বছর ধরে কাজ করে যাব, তখন আমাদের বাজেট যদি সত্যি সত্যি বাস্তবায়িত হয়, তাহলে তারাও তাদের ভুল বুঝতে পারবেন এবং আমাদের সমর্থন করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরসিরাম দেববর্ম্মা— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মুখ্য মন্ত্রী কর্তৃক আনীত এই অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই জন্য যে আমরা যদি অতীতের দিকে তাকাই, তাহলে আমাদের গ্রামের চিত্র কি দেখি? বিশেষ করে শিক্ষার যে অব্যবস্থা, প্রাইমারী শিক্ষার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব, যে সেটা অন্তুতত করুন। তাছাড়া আমার এলাকাতে দুইটি হাই স্কুল আছে, সেগুলি নামে মাত্র হাই স্কুল, আসলে সেগুলির অবস্থা গোয়াল ঘরের সমান, সেগুলিকে কোন মতেই হাই স্কুল বলা সমীচীন হবে না। এই রকম অবস্থায় আজকে শিক্ষার খাতে যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন, তা অত্যন্ত বাস্তব মুখী। কাজেই এই বাজেটকে আমরা যদি বাস্তবায়িত করতে পারি, আমরা যদি সেটাকে সঠিক ভাবে জনসাধারণের কাছে নিয়ে যেতে পারি, অতীতে কংগ্রেসের মতো টাকা নিয়ে ছিনিমিনি না খেলি, তাহলে অতিরিক্ত বাজেট সম্পর্কে জনসাধারণের সমর্থনও আমরা পাব। কাজেই আমি আশা রাখব যে এই বাজেটের টাকা দিয়ে আগামী দিনে আমরা দ্রুত ত্রিপুরাকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে পারব।

মিঃ স্পীকার— শ্রীরাধামরন দেবনাথ।

শ্রীরাধারমণ দেবনাথ— মাননীয় স্পীকার স্যার, অমোদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এনেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য, গত ৩০ বছর আমরা দেখেছি যে স্কুল ঘরগুলির জন্য ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি যে বিভিন্ন এলাকায় স্কুল ঘর নাই। আমি জানি যে আমাদের গামছাকবড়া পাড়াতে স্কুলের যিনি শিক্ষক আছেন তিনি মাসে এক দিনও সেখানে যান না, এই রকম বহু স্কুল আছে যেখানে শিক্ষক মশাইরা মাসে এক দিনও যান না। এই ভাবে দিনের পর দিন যদি স্কুলে শিক্ষক উপস্থিত না থাকেন তাহলে কি ভাবে ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশুনা চলে? কিন্তু আজকে আমাদের এই সাপ্লিমেন্টারী ব্যয় বরাদ্দের সেই শিক্ষাকে অগ্রসর করার জন্য, তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার চেষ্টা করছেন। কৃষির ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে গত ৩০ বছর যাবত কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের ব্যবস্থা ছিল না, টিউব ওয়েলের ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের মোহনপুর হাসপাতালে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করা হয় নাই। অথচ যেখানে জলের ব্যবস্থা আছে, সেখানে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। হাসপাতালে আমরা বার বার অনুরোধ করা সত্বেও সেখানে সেই ব্যবস্থা করা হয় নাই। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন গ্রামে যেখানে জলের ব্যবস্থা আছে, সেখানে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর যেখানে জলের ব্যবস্থা নাই, সেখানে জলের ব্যবস্থা করা হয় নাই। কাজেই আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, সেজন্য সেটাকে আমি সমর্থন করি। আর রাস্তা ঘাট সম্পর্কে আমি বলতে চাই, আগে কাগজে পত্রে বহু রাস্তা ঘাটের কথা আছে, কিন্তু বাস্তবে

সেইসব রাস্তার কোন চিহ্ন নাই, ঐ কংগ্রেসী সরকার সেই সব রাস্তা চুরি করেছেন। ঠিক এই ভাবে আমরা জানি আমাদের মোহনপুর ব্লকের অফিসে কাগজে পত্রে অনেক পুকুরের কথা আছে, কিন্তু বাস্তবে সেই সব পুকুরের কোন চিহ্নও নাই। তারা সেইসব পুকুর চুরি করে নিয়েছেন বিগত ৩০ বছর যাবৎ। আমাদের মোহনপুর ব্লক অফিসকে একটা দুর্নীতির আড্ডাখানায় পরিণত করেছিল। আর উপজাতি যুব সমিতির সম্পর্কে বলছি যে গত ২৪শে ডিসেম্বর যখন আমরা মিটিং করছিলাম, আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপজাতি যুব সমিতির নেতারা আমাদের আক্রমণ করলেন এবং আমাদের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী, শ্রীদশরথ দেব এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, শ্রীনৃপেন চক্রবর্তীকে নানাভাবে গালাগালি করেন। কাজেই তারা আজকে ভয় পাচ্ছেন এই পুলিশের বাজেট দেখে। তারা ভয় পাচ্ছেন যে তাদের সেইসব গুণ্ডামী বন্ধ করা হবে এবং এইসব গুণ্ডামীর হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করার জন্য এই টাকা খরচা করা হবে। আমরা জানি গত ৩০ বছর যাবৎ এই উপজাতি যুব সমিতির নেতারা কংগ্রেসীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছেন এবং শ্রীমতি গান্ধীর সঙ্গে দিল্লীতে দেখা করেছিলেন। তারা আজকে বাঙ্গালীদের এলাকায় গিয়ে ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে বলছেন, আর ট্রাইবেলদের এলাকায় গিয়ে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে কথা বলছেন। এই হল তাদের পরিচয়। কাজেই উপজাতি যুব সমিতির নেতারা ট্রাইবেলদের স্বার্থ আজকে আর দেখছেন না। এই বলে সাপলিমেণ্টারী বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী আপনি আপনার বক্তব্য রাখুন।

শ্রীদশরথ দেব :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি প্রথমে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরী উপলক্ষ্যে যা উপস্থিত করা হয়েছে এবং এই সম্পর্কে যে সব মাননীয় সদস্যরা আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন, আমি তাদের ধন্যবাদ জানাই। সেই আলাপ আলোচনা থেকে সরকার পক্ষ উপকৃত, কারণ তারা অনেকগুলি জিনিষ তুলে ধরেছেন। এই বাজেটের প্রতিটি ডিমাণ্ডের উপর কি কারণে কত টাকা চাওয়া হয়েছে এটা বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে। কাজেই সেই দিকে আমি যাব না, সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা নিজেরা দেখে নিয়েছে। শুধু আমি এখানে একটি কথা উল্লেখ করব যেগুলি আলোচনায় প্রশ্ন উঠেছে। বিরোধী দলের সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন কেন তিনি এই অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ সমর্থন করতে পারেন নি। কারণ হিসেবে তিনি দেখালেন রাস্তাঘাট নেই, হাসপাতালে ডাক্তার নেই, ঔষধ নেই। কাজেই এই অবস্থায় আমরা এই টাকা দিতে পারি না। আমার মনে হয় এটা স্ববিরোধী কথা। হাসপাতালে ঔষধ নেই, কাজেই ঔষধের জনই তো টাকা দেওয়া দরকার। কোথাও রাস্তা নেই রাস্তার কিছু মেরামতের জন্য, এই অল্প সময়ের জন্য কিছু টাকার দরকার। আমাদের বাজেট হচ্ছে ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত আগামী পুরো বাজেট উপস্থিত না করা পর্য্যন্ত বামফ্রণ্ট সরকারের যে কর্মসূচী তাকে রূপায়িত প্রতিফলিত করতে হবে। কিন্তু এখানে তো বামফ্রণ্ট সরকার পুরো কর্মসূচী প্রতিফলিত হওয়ার কথা নয়। এখানে এই অতিরিক্ত বাজেটের অর্থ হল এই, গত বছরের যে বাজেট উপস্থিত করা হয়েছিল, তা থেকে একটা অনুমান করা হল কিছু কিছু কাজ করতে গেলে আমাদের কিছু অতিরিক্ত টাকা খরচা করতে হবে এবং তারপরেও কাজ করতে গেলে কিছু কিছু খরচার প্রয়োজন—ইংরাজীতে যাকে বলে আনফর্সিন একসপেনডিচার—অর্থাৎ

খরচটা কি হবে তা আগে থেকে দেখা যায় না হঠাৎ এসে পড়ে। এই অতিরিক্ত বাজেট হল সেই খরচগুলি মেটান এবং যে কাজ সুরু হয়েছে বা হবে, সেই কাজগুলি সেই পূর্বের বরাদ্দকৃত টাকায় সম্পূর্ণ করা যাবে না। কাজেই আরও কিছু টাকা ধরার জন্য এই অতিরিক্ত বরাদ্দ। এই সময়ের মধ্যে কিছু রাস্তা মেরামতের সুযোগ থাকে, তার জন্যই টাকার প্রয়োজন আছে। মাননীয় সদস্য এটা চান কি না জানি না যে ভাঙ্গা স্কুলগুলি পড়ে থাকুক, রাস্তাগুলি পরে থাকুক —এটা মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য চাইতে পারেন, কিন্তু আমরা সরকার পক্ষ নিশ্চয়ই চেষ্টা করব যে এই অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু কাজ করা যায় এবং সেইজন্য টাকার প্রয়োজন আছে এবং এই সভা নিশ্চয়ই সরকারকে সেই টাকা মঞ্জুর করবেন। দ্বিতীয়ত: এখানে আপত্তি উঠেছে ডিমাণ্ড নম্বর ২৩—সেখানে আমরা কি চেয়েছি ? যেখানে বলা হয়েছে—"Due to purchase of frictures, Cyclostyling monographs for Tribal Research Wing as a Centrally Sponsored Plan Scheme. This amount is reimburseable from the Government of India." ট্রাইবেলদের জন্য কিছু করা হয়নি এই অভিযোগ বিরোধী সদস্যরা দিলেন এবং তাদের সংগে আমি একমত যে এই ব্যাপারে ত্রিপুরার রাজ্যের ট্রাইবেলদের জন্য যতটুকু করা প্রয়োজন ছিল, অতীতের সরকার সেটা কিছুই করেন নাই। এই ট্রাইবেলদের সমস্যাগুলি সম্পর্কে অবহেলা করা হয়েছিল। কিন্তু আমরা সেই অবস্থায় রাখব না, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার আমাদের সীমিত বাজেটের মধ্য দিয়ে যাতে ট্রাইবেলদের ফুলেস্ট সেটিসফেকশান দিতে পারি তার জন্য আমরা নিশ্চয় চেষ্টা করব। এবং তা করতে গেলে ট্রাইবেলদের কালচার, ট্রাইবেলদের অবস্থা সবগুলি বিচার বিশ্লেশন করে একটা কর্মসূচীর ভিত্তিতে করতে হবে। উপজাতীদের পুনর্বাসনের একটা প্রশ্ন আছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অর্থনীতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে এটা যদি করতে হয় তাহলে পরে ট্রাইবেল রিসার্স সেন্টার খুব উঁচু ধরণের নাহলেও, মোটামুটি কাজ চালানো যায় সেটা করা দরকার এবং তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে টাকা চাইতে হবে। কারণ এটা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থে চলে, এটাকে বলা হয় জাতীয় সেণ্ট্রাল স্কীম তার মধ্যে কতকগুলি মেশিনের দরকার আছে, যেগুলি ছাড়া রিসার্স ওয়ার্কস চলতে পারে না। সেই মিনিমাম কতকগুলি মেশিন কেনার জন্য এখানে মনজুরী চাওয়া হয়েছে এবং সেই টাকাও ত্রিপুরা সরকারের তহবিল থেকে যাবে না। আমরা টাকা খরচ করলে সেই টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে আমরা পাব। মাননীয় সদস্যরা কেন যে আপত্তি করেন আমি বুঝতে পারছি না। এটা কি ট্রাইবেল দরদের লক্ষণ না ট্রাইবেলদের দরদী হয়ে ট্রাইবেলদের জন্য যা কিছু কাজ করতে গেলে থাকে বাঁধা দিয়ে সেই কাজটাকে প্রতিহত করার ইচ্ছাই কি না আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু কথাবার্তার মনে হয়, মুখে ট্রাইবেল দরদী, কিন্তু কাজে বাধা দেওয়ার একটা মানসিক ইংগীত এখানে দেখা যাচ্ছে। কাজেই আমি অনুরোধ করবো তারা সহযোগিতা করুন আমরা যাতে ট্রাইবেলদের জন্য সত্যি সত্যিই কাজ করতে পারি। আরেক জায়গায় বলা হয়েছিল, ইলেকশনের একসপেনস্ সম্পর্কে যে আপত্তি তোলা হয়েছিল, এটা ঠিক নয়। ইলেকশন হয়ে গেছে, ইলেকশন বাবদ খরচ হয়েছে এবং গত বাজেটে টাকা ছিল এবং এখন তো বেশী টাকা বরাদ্দ করা যায় না, ইলেকশন হয়ে গেছে। সেই ইলেকশন বাবদ আমাদের কিছু টাকার প্রয়োজন আছে এবং আরেকটা

ইলেকশন হবে পঞ্চায়েত, তার জন্যও টাকার প্রয়োজন আছে। কাজেই ইলেকশন হচ্ছে গণ-তন্ত্রের একটা অংগ, একটা পদ্ধতি, তার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ হয় এবং এটা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার একটা সুযোগ তার জন্য আমাদের সরকারের নিশ্চয়ই কিছু খরচ করতে হবে। কাজেই আমি মনে করি এই হাউস সরকারকে মনজুরি দেবেন। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ত্রিপুরী ভাষায় বলেছেন যে এটা বুঝতে পারলাম না আমরা ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিল চাই আর এই বামফ্রন্ট সরকার অটোনমি ডিষ্ট্রিক্ট কাউনসিলের জন্য দাবী করে। তারা এখন দাবী করছে ট্রাইবেল অটনমি আমি চাই এই দুটোর মধ্যে স্ববিরোধ নাই। ট্রাইবেল অটনমি মানেটা

উপজাতীদের অধ্যুষিত এলাকাটাকে একটা ট্রাইবেল এলাকা ঘোষণা করে সেই এলাকাতে ট্রাইবেলরা যাতে স্বশাসিত একটা ব্যবস্থা পায় তার ব্যবস্থার জন্য কেন্দ্রের কাছে আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছি। কারণ এই সভা তো সেই আইন করতে পারে না। কারণ সংবিধান সংশোধন করবার অধিকার হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং সেই সংবিধান সংশোধন না হওয়া পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় অটনোমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল দেওয়া যাব না। এটাতো আমরা দিতে পারি না, এর জন্য আমরা কেন্দ্রের কাছে দাবী করছি। কাজেই ট্রাইবেল অটনমি মানে কি? ট্রাইবেলদের নির্ব্বাচিত মানুষের দ্বারা গঠিত কমিটি থাকবে থাকবে তাদের উপরে পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে সেই এলাকাটাকে চালাবার জন্য যত রকমের ডেভেলাপমেন্ট কাজ করা এবং ষষ্ট তপশীল এ অটনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল উপরে যে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে. তার চেয়ে বেশী ক্ষমতা আমরা নিতে পারি যদি ট্রাইবেল অটনমি হিসাবে এটাকে করি এবং তার বেশী ক্ষমতা যদি আমরা দাবী করি, সরকার দিতে দিতে যদি কমিয়েও অটনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল দেয় তাতে ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের ক্ষতি হচ্ছে না। কাজেই ট্রাইবেল অটনমি কোন অবস্থাতেই ট্রাইবেল ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের চেয়ে কম ক্ষমতা হবে না। এটা বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য আছে এবং তাতে ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে বলে মনে হয়। নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে সরকার পক্ষের রেশনরা কি চিনি আর কেরোসিন মিলিয়ে খেতে চান? এটা ঠিক প্যারাফ্রেডট্রো ঠিক জায়গায় প্রয়োগ হল না। তারপর অনশন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে যে যারা অনশন রত তাদেরকে পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করে নিল। তাহলে কি বলতে চান যে বামফ্রন্ট সরকার পুলিশের মাধ্যমে মানুষকে টেংগাতে চায়? কথাটা ঠিক নয়। কারণ এ সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য আগেই বলা হয়েছে। এখানে আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলছি যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে যে ২৪ জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করা হয়েছিল সেটার কারণ হল তাতে আমরা যাতে একটা সুষ্ঠু নিয়োগ নীতি চালু করতে পারি। সংবিধানে স্বীকৃত উপজাতী এবং তপশিলী উপজাতীদের জন্য যে রক্ষা কবচ আছে, আমরা সরকারে আসার পর থেকে অন্ততঃ সেই রক্ষা কবচের উপরে গেরেন্টি রাখতে পারি, সেটাই আমাদের লক্ষ্য ছিল। আর নিয়োগ হয়েছিল কখন? ডিসেম্বর মাসের ৩১শে তারিখ, ভোট ছিল এবং ভোটের পর যে কোন একটা দল সরকারে যাবে কিন্তু ২৮শে ডিসেম্বর, ভোটের তিনদিন আগে এই ৩০ জন লোককে নিয়োগ করা হয়েছিল। নিয়োগ নীতির সঙ্গে কোন বালাই ছিল না। তখন কি নিয়োগ নীতি ছিল না? তা নয়। দ্বিতীয় কোয়ালিশন সরকারের আমলে একটা নিয়োগ নীতি হয়েছিল এবং সেই নিয়োগ নীতি

কোয়ালিশন সরকার ভেঙ্গে যাওয়া আগের দিনও বাতিল করে যান নি। তারপর রাষ্ট্রপতির শাসন কালে রাজ্যপালও সেই নিয়োগনীতি বাতি করে যান নি। তাহলে কয়েকজন চেয়ারে বসে সরকারের যে সিদ্ধান্ত, যে নিয়োগনীতি, সেই নীতিকে অমান্য করে, ভোটের তিনদিন আগে কতকগুলি লোককে কি করে নিয়োগ করল? তবুও হাত দিতাম না, যদি সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবদের সংরক্ষিত হত। কিন্তু কতকগুলি কাগজ পত্রে দেখলাম কমপ্লুরে দেখলাম কাগজে লেখা হয়েছে ৪টা রিজার্ভ সীট্ আছে ছয়টা নয়। সেখানে পোষ্ট ছিল ২০টা সুপারভাইজারের, ১৯টা ফিল আপ হয়েছে, তার মধ্যে ১৭টা জেনারেল, দুইজন হচ্ছে সিডিউল কাষ্ট।

তারপরে ১০টা হচ্ছে ইনভেষ্টিগেটরের পদ। এর মধ্যে যে রিজার্ভ পোষ্ট রয়েছে সেটাও ফিল আপ হয়েছে। সিড্যুলড ট্রাইবস তিন জন, আর সিডিউলড কাষ্ট একজন যেখানে নেওয়ার কথা সেখানে একটিমাত্র সিডিউল ট্রাইব অ্যাপয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। তিনি এখনও জয়েন করেন নি। অন্যখানে চাকুরী করছেন। হয়তো চিন্তা করছেন কোনটি বেটার হবে। ২৪ জন জয়েন করেছে। বাকী ৬ জন এখনও করেনি। হয়তো সময় মতো কাগজ পায়নি। আমরা যখন আসলাম তখন ঐ ২৪ জনকে ছাঁটাই করেছি, আর বাকী ৬ জনের অফার উইথড্র করে নিয়েছি। অলরেডি জয়েন করেছিল ২৪ জন, কিন্তু অ্যাপয়েন্ট দেওয়া হয়েছে ৩০ জনকে। এই হলো ঘটনা। সেই জন্য আমরা বলছি—

(ভয়েসেস ফ্রম বিরোধী বেঞ্চ :—ট্রাইবেলদের ছাঁটাই করা হবে)

না, আমি বলছি একজনও ট্রাইবেল নেই। সেখানে নেই। কাজেই এখন আমরা কি বলছি? আমরা এখন বলছি যে সুপারভাইজারের যে তিনজন এখনও জয়েন করেন নি তাদের ডাকা হবে না। এই পোষ্টগুলি আমরা ট্রাইবেলদের জন্য রিজার্ভ রাখলাম। ঐ পদের জন্য নন-ট্রাইবেলদের আর জয়েন করার জন্য বলা হবে না। আর যে তিনটি ইনভেষ্টিগেটরের পদ তাও আমরা ট্রাইবেলদের জন্য রিজার্ভ রাখলাম। যারা জয়েন করেনি তাদের আর যোগদান করতে দেওয়া হবে না। এর বাইরে যাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল, তাদের আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে দিয়েছি। আর একটা সিডিউল ট্রাইবেলের পোষ্ট সেটা ফিল আপ হয় নি। ২০টার মধ্যে একটা ঐ সিডিউল ট্রাইবের জন্য রিজার্ভ আমরা রাখলাম। তাহলে ১৭ জনের জায়গায় ১১ জন আমরা রাখতে পারি। বাকী দুইজন জেনারেল যাদের সুপারভাইজারের পদে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এখনও সুপারভাইজারের পদ আরো দুইটা ভেকেন্ট আছে। অর্থাৎ জয়েন করার আগে রি-অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিলাম। যেহেতু ঐ পদটা জেনারেল। কাজেই ১৭ জনের মধ্যে ১৩ জনকে আমরা অ্যাবজর্ব করতে পারলাম। ১১ জন সুপারভাইজারের আর বাকী দুইজন বেটার পোষ্টে আমরা নিলাম। আর বাকী ৪টা রিজার্ভ—অ্যাক্সক্লুসিভলি ফর ট্রাইবেলস্ সেজন্য আমরা নিতে পারি না। আমাদের গভর্ণমেন্ট তাদের বলেছে পরবর্তী সময়ে নিয়োগ যখন করা হবে, তখন তাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বিবেচনা করা হবে। যাতে অতি সত্বর তাদের আমরা কাজ দিতে পারি সে চেষ্টা করা হবে। কিন্তু আপনাদের আপত্তি কি? আপনাদের আপত্তি, কেন ছাঁটাই করা হলো? আপনারা বলবেন ট্রাইবেলদের সীট পূরণ করা হয়নি, ট্রাইবেলদের কোটা ঠিকমত পূরণ

করা হয় না। কিন্তু এখন আবার আপনারা বিরোধীতা করছেন। তাহলে প্রকৃতপক্ষে সত্যি সত্যি ট্রাইবেলদের অধিকার সংরক্ষণ আপনারা চান কিনা? না, ট্রাইবেলদের অধিকার সংরক্ষণের নামে, রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যখন যেভাবে প্রয়োজন, সেই-ভাবে আপনারা কথা বলবেন, সেটা আপনারা ঠিক করুন। আপনারা যা খুশী বলতে পারেন। আপনাদের স্বাধীনতা আছে। এখানে শুধু ৩০টা পদের ব্যাপার। অনেক ইন-জাষ্টিস হয়েছে। সেই ইনজাষ্টিস পরবর্তী সময়ে দেখা যাবে এবং এই কথা আমি বলতে পারি, বামফ্রন্ট সরকার যতদিন গদীতে থাকবে, ততদিন সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবদের জন্য যে রিজার্ভ আছে, একটি ক্ষেত্রেও তা লঙ্ঘন করা হবে না, পুরো মাত্রায় মাত্রায় সেটা চালু করা হবে। জেনারেল যারা আছে, তাদেরও সুষ্ঠু নিয়োগ নীতির মাধ্যমে আমরা কাজে বহাল করবো। আগের মতো মুখ চিনে, বাছাই করবো না। সিনিয়রিটি কাম পোডারটি প্রথারটি যে নীতি আমরা নিয়েছি, সেই নীতির ভিত্তিতে আমরা নিয়োগ নীতি চালু করেছি। যাতে এই সরকারের কাছে ব্যক্তিগত ভাবে কারো কারো ধর্ণা দিতে না হয়। তারা যদি সিনিয়র হন, তাহলে বাড়ীতে বসেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবেন। এই গ্যারান্টি বামফ্রন্ট সরকার দিচ্ছে।

(ভয়েস—গ্রেপ্তার কেন করা হলো?)

গ্রেপ্তার কেন করা হলো? গ্রেপ্তার করা হলো, আমরা বলেছি যে এটা আইন শৃঙ্খলার ব্যপার। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, আমরা যতটুকু পারি নিয়েছি। আর বাকী ৪জনকে বলেছি ওরা কোন

কুলেন্দ্র—২৪

দিন কাজ পাবে না তাও নয়, তারপরেও যদি কেও অনশন করে তাহলে বামফ্রট সরকার নরহত্যা করতে পারে না। কাজেই পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করে হস্‌পিট্যালে চিকিৎসার জন্য নেওয়া হয়েছে, তাকে বাঁচানোর জন্য, তাকে মারবার জন্য নয়। বামফ্রন্ট সরকার লোককে মরতে দিতে পারে না।

মিঃ স্পীকার ঃ—অনারেবল মিনিষ্টার, আপনার সময় শেষ।

শ্রীদশরথ দেব ঃ—আর অল্প বলব আমি। এই হচ্ছে আমাদের নীতি।

(ভয়েস এখন তাহলে মানলেন কেন)

এখনও মানিনি। আমার সঙ্গে ওদের প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ হয় নি। মুখ্যমন্ত্রী দেখা করেছেন। আমরা বরাবরই বলেছি আমরা তোমাদের রিট্রেন্স করতে চাইনি, এটা আমরা রিভিউ করছি। তোমরা অপেক্ষা করো, এবং রিভিউ করা হয়েছে আমরা তখন দিল্লীতে ছিলাম। দিল্লী থেকে এসে ওদের অনশনে বসার আগেই আমি প্রেস ষ্টেটমেন্ট দিয়েছি। বলেছি ওদের অনশনে বসার কোন দরকার নেই। এদের ঐ ভিত্তিতে নেওয়া হবে। যারা নির্ব্বাচনে পরাজিত হয়ে-ছিল, জনগণ থেকে যারা বিচ্ছিন্ন সেই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি এই সব সুযোগ নিয়ে, তাদের নূতন করে রাজনীতি করে প্ল্যাট ফর্মে ফিরে আসতে চাই, এবং তারই জন্য এইসব ঘটনাগুলি ঘটেছে। কাজেই আমি মনে করি এর মধ্যে দিয়ে এরা কিছু মওকা তুলতে পারবে না। কারণ এই বামফ্রন্ট সরকার বেকারদের সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। আমরা তাদের ড্রিল করবো। কাজেই এইটা দিয়ে জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি কোন মওকা তুলতে পারবে

না। আর এ হলো মোটামুটি আমার বক্তব্য। (ভয়েসেস ঃ—পুলিশ দিয়ে রুল ফাইভ চালু করা যায় না)। পুলিশ দিয়ে রাজত্ব করতে চাই না এবং কোন দিনও করবো না। কেননা ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্ব ফিরে আসবে না। মাননীয় সদস্যরা মন্তব্য করেছেন যে আপনারা কি ইন্দিরাকে ভয় পান? আমরা ইন্দিরাকে ভয় করি না। গণতন্ত্রে যারা বিশ্বাসী, স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করেছে, সংগ্রাম করেছে, তারা কোন দিন স্বৈরতন্ত্রকে স্বাগত জানাতে পারে না। যারা স্বৈরতন্ত্রে বিশ্বাসী তারাই ইন্দিরার এই পরাজয়ের পরে নিরাশ হয়ে, হতাশাগ্রস্ত হয়ে নানা ভাবে তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ, সারা ভারতের মানুষ, ইন্দিরার শাসন ব্যবস্থা যাতে ফিরে না আসতে পারে তার জন্য ঐক্যবদ্ধ ভাবে সংগ্রাম চালাবেনই। এই বক্তব্য বলেই আমি অনুরোধ করবো ব্যয় সংকুলানের যে প্রস্তাব হাউসের সামনে আনা হয়েছে তা মঞ্জুর করে দিন।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, হাউসের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করতে যতটুকু বাড়তি সময়ের দরকার তা আপনি করে নিন।

মিঃ স্পীকার হাউস কি এ ব্যাপারে একমত ?

(ভয়েসস :—হাউস একমত)

মিঃ—স্পীকার :—এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী, ডিমাণ্ড নং ৩ (মেজর হেড—২১৪—অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান অব জাষ্টিস এবং মেজর হেড—২১৫ ইলেকশান) এই খাতে অতিরিক্ত অনুর্দ্ধ ৫,৩৫,৫০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইল)

মিঃ স্পীকার :— এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী, ডিমাণ্ড নং ৯ (মেজর হেড—২৬—আদার অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসেস (ভিজিলেন্স) এই খাতে অতিরিক্ত অনুর্দ্ধ ১০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইল)

মিঃ স্পীকার :— এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য ব্যয় বরাদ্দ দাবী ডিমাণ্ড নং ১১ (মেজর হেড—২৫৫—পুলিশ, ২৬৫—আদার অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ সার্ভিসেস—সিভিল ডিফেন্স, ৩৪৪—আদার ট্রান্সপোর্ট অ্যাণ্ড কমিউনিকেসান সার্ভিসেস—উইনালেস প্ল্যানিং অ্যাণ্ড কোন-অর্ডিনেশান) এই খাতে অতিরিক্ত অনুর্দ্ধ ১৭,৬৯,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইল)

মিঃ স্পীকার :— এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী ডিমাণ্ড নং—১৩—(মেজর হেড—২৪৭—আদার ফিসক্যাল সার্ভিসেস, ২৬৬—পেনসন অ্যাণ্ড আদার রিটায়রমেন্ট বেনিফিটস) এইখাতে অতিরিক্ত অনুর্দ্ধ ১,০৪,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইল)

মিঃ স্পীকার :— এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বছরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী ডিমাণ্ড নং ২২ (মেজর হেড ২৮৮—সোশাল সিকিউরিটি এ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার)—এইখাতে অতিরিক্ত অনুর্দ্ধ ৫৮,০০০, টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে গৃহীত হইল)

মি: স্পীকার :— এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী ডিমাণ্ড নং ৪৮ (মেজর হেড—৬৮৮—লোনস ফর সোসিয়েল সিকিউরিটি এণ্ড ওয়েলফেয়ার রিহেবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট, ৭৬৬—লোনস টু গভর্ণমেন্ট সারভেন্ট)—

এইখানে অতিরিক্ত অনুর্দ্ধ ৩১,৫১,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইল)

মিঃ স্পীকার :— এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবি ডিমাণ্ড নং—১৬ (মেজর হেড—২৭৭ এডুকেশান)—

এইখাতে অতিরিক্ত অনুর্দ্ধ ৬৬,১০,১০০০ টাকার মঞ্জুরী হইল)

(প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে গৃহীত হইল)

মি: স্পীকার :— এখন হাউসেয় সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী ডিমাণ্ড নং—১৭ (মেজর হেড—২৭৭ এডুকেশান, ২৭৮ আর্ট এণ্ড কালচার, ২৮৮ সোসাল সিকিউরিটি এণ্ড ওয়েলফেয়ার—

এইখাতে অতিরিক্ত অনুর্দ্ধ ৮,১০,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে গৃহীত হইল)

মিঃ স্পীকার :— এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য ব্যয় বরাদ্দ দাবী ডিমাণ্ড নং—২৩ (মেজর হেড—২৭৬ সেক্রেটারীয়েট—সোসাল সিকিউরিটি এ্যাণ্ড কমিউনিটি সার্ভিসেস—ট্রাইবেল রিসার্চ, ২৮৮ সোসাল সিকিউরিটী ওয়েলফেয়ার—ওয়েলফেয়ার অব সিডিউলড কাষ্ট। ট্রাইবস এণ্ড আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশেস।

এইখাতে অতিরিক্ত অনুর্দ্ধ ১০,১৬০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে গৃহীত হইল)

মিঃ স্পীকার :— এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী ডিমাণ্ড নং—৪ (মেজর হেড—২২৯ ল্যাণ্ড রেভিনিউ। এইখাতে অতিরিক্ত অনুর্ধ ১৬৯,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে গৃহীত হইল)

মি: স্পীকার :— এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলন করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী ডিমাণ্ড নং—৫ (মেজর হেড—২৩৯—ষ্টেট একসাইসাইস। এইখাতে অনূর্দ্ধ ৬,০০০, টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে গৃহীত হইল)

মি: স্পীকার :— এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী ডিমাণ্ড নং—১০ (মেজর হেড—২৫৩। ডিসষ্ট্রীক এডমিনিষ্ট্রেশান। এইখানে অতিরিক্ত অনূর্দ্ধ ৩,৭৪,০০০, টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে গৃহীত হইল)

মি: স্পীকার :— এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী ডিমাণ্ড নং—২৬ (মেজর হেড—২৮৯—রিলিফ অন একাউন্ট অব নেচার্যাল ক্যালামিটিজ, ৩০৪—আদার জেনারেল ইকনমিক সারভিসেস ল্যাণ্ড সিলিং—এইখানে অতিরিক্ত অনুর্ধ ৯,৫৪,০০০, টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে গৃহীত হইল)

মি: স্পীকার :— এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী ডিমাণ্ড নং—৪৬ (মেজর হেড—৭০৪—লোন্‌স ফর আদার জেনারেল ইকনমিক সারভিসেস—লেণ্ড রিফমর্স—

এইখাতে অতিরিক্ত অনূদ্ধ ৪,০০০, টাকার মঞ্জুরী প্রদান—

(প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে গৃহীত হইল)

মি: স্পীকার : – এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী ডিমাণ্ড নং—২৭—(মেজর হেড—৩১৪—কমিউনিটি ডেভলাপমেন্ট (পঞ্চায়েৎ)—এইখাতে অতিরিক্ত অনূর্দ্ধ ১১,৪০,০০০, টাকার মঞ্জুরী প্রদান—

(প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে গৃহীত হইল)

মি: স্পীকার :— এখন হাউসের সামনের প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী ডিমাণ্ড নং—৭২—(মেজর হেড—৩১৪—কমিউনিটী ডেভলাপমেন্ট) এইখাতে অতিরিক্ত অনূর্দ্ধ ২১,৮৯.০০০, টাকার মঞ্জুরী প্রদান—

(প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইল)

মিঃ স্পীকার :— এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইলে যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী ডিমাণ্ড নং—২৫—(মেজর হেড—২৮৮—সোসাল ওয়েলফেয়ার রিলিফ এণ্ড রিহেবিটেশান—

এইখানে অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব ১,৭৫,০০০, টাকার মঞ্জুরী প্রদান—

(প্রস্তাবটি ধ্বনী ভোটে গৃহীত হইল)

১৫ই মার্চ ১৯৭৮ইং সকাল ১১টা পর্য্যন্ত হাউস মুলতবী থাকবে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE "A'

STARRED QUESTION NO. 3

By Shri Drao Kumar Riang

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে বর্ত্তমানে মোট কয়টি রেশন দোকান আছে, এবং

২। ঐসব রেশন দোকানে কিভাবে ডিলার নিযুক্ত করা হয় ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে সারা রাজ্যে মোট ৬১৪টি ন্যায্য মূল্যের দোকান চালু আছে।

২। সাধারণতঃ এতদিন পর্য্যন্ত উপযুক্ত এবং ইচ্ছুক পঞ্চায়েত এলাকায় কো-অপারেটিভ সোসাইটিকে ন্যায্য মূল্যের দোকানের ডিলার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। যদি উক্ত সোসাইটিকে না পাওয়া যায়, গাঁওসভার সহিত আলোচনাক্রমে উপযুক্ত ব্যক্তিকে ন্যায্য মূল্যের দোকানের ডিলার হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

ANNEXURE "A"

STARRED QUESTION NO. 13

By Shri Nagendra Jamatia

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কোন্ কোন্ শহরে মোট কয়টি উপজাতি বিশ্রামাগার রয়েছে ? এবং

২। ঐ সমস্ত বিশ্রামাগারে উপজাতিদের থাকার ব্যবস্থা হয় না কেন ?

৩। ঐ সব বিশ্রামাগার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বর্ত্তমান সরকার কিরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

১। ত্রিপুরায় ১২টি উপজাতি বিশ্রামাগার আছে। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

"সদর মহকুমা"

১) বড়দোয়ালী
২) পুরাণো আগরতলা

"ধর্ম্মনগর"

১) ধর্ম্মনগর শহর
২) কাঞ্চনপুর।

"কৈলাশহর মহকুমা"

১) কুমারঘাট
২) ছামনু

"উদয়পুর মহকুমা"

১) মাতার বাড়ী সমষ্টি উন্নয়ন অফিস সংলগ্ন
২) মাতার বাড়ী

"বিলোনীয়া মহকুমা"

১) বিলোনীয়া শহর

"অমরপুর মহকুমা"

১) অমরপুর

"সাবরুম মহকুমা"

১) শিলাছড়ি
২) সাতচাঁন্দ

২। ঐ সমস্ত বিশ্রামাগারে উপজাতিদের থাকার জন্য ব্যবস্থা আছে।

৩। ঐ বিশ্রামাগারগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিশ্রামাগারগুলির রক্ষনাবেক্ষণ, চৌকিদার নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন।

ANNEXURE "A"

Starred Question No. 27 By— Shri Drao Kumar Riang

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিলনীয়ায় তপশীলভুক্ত জাতি ও উপজাতি ছাত্রীদের জন্য ছাত্রাবাস তৈয়ারীর জন্য ২ (দুই) লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে ;

২। যদি তাহাই হয় কখন ইহা তৈয়ার করা হইবে ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্নই উঠে না।

Starred Question No. 49 By—Shri Tapan Kumar Chakrabarty

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ১৯৭৭ইং এর নভেম্বর, ডিসেম্বর এবং ১৯৭৮ইং এর জানুয়ারী এই তিন মাসে ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশানের মাসিক আয় (ইনকাম) যথাক্রমে কত ?

২। টি, আর, টী, সি'র বোর্ড গঠন করা হয়েছে কি ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :— পরিবহন মন্ত্রী।

১। নভেম্বর, ১৯৭৭	টা: ৬,৮৮,৪১১ ৭৫ প:
ডিসেম্বর, ১৯৭৭	টা: ৬,০৭,৩২৩·৫৯ পঃ
জানুয়ারী, ১৯৭৮	টা: ৬,৯১,৯১০·৬৩ প:

২। হ্যাঁ।

ANNUXERE "A"

STARRED QUESTION NO. 10

By Shri Nabendea Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। উপজাতি ও তপ: জাতির ছাত্রছাত্রীদের জন্য আগরতলাস্থিত উমাকান্ত একাডেমী বোধজং হাইস্কুল ও তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয় রিজার্ভ আসন আছে কি ?

২) উক্ত বিদ্যালয়গুলোতে শ্রেণী ভিত্তিক উপজাতি ও তপ: জাতি ছাত্র-ছাত্রীদের শতকরা হিসাব কত ? এবং

৩) উক্ত বিদ্যালয়গুলোতে যে সব ছাত্রাবাস রয়েছে সেগুলোতে কতজন উপজাতি ও তপ: জাতির ছাত্র-ছাত্রী আছে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) তথ্য সঙ্গীয় বিবরণীতে দেওয়া হইল।

৩)

	শ্রেণী	মোট ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার অনুপাতে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংরক্ষিত আসনের শতকরা হার নিকটতম পুর্ণ সংখ্যা হিসাবে)	মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যার অনুপাতে তপঃ জাতির ছাত্র-ছাত্রীদের সংরক্ষিত আসনের শতকরা (নিকটতম পুর্ণ সংখ্যা হিসাবে)	স্কুল ছাত্রাবাসে বর্ত্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	
				উপজাতি	তপঃ জাতি
১	২	৩	৪	৫	৬
বোধজং হায়ার	১১শ	৭	৭	৯	
সেকেণ্ডারী স্কুল	১২শ	১০	৯		
মহারাণী তুলসীবতী	৬ষ্ঠ	১২%	৫%		
উঃ মাঃ বালিকা	৭ম	১০%	৩%		
বিদ্যালয়	৮ম	৬%	৫%		
	৯ম	৮%	৭%	৪৪	[illegible]
	১০ম	৯%	৩%		
	১১শ	৭%	৭%		
	১২শ	৪%	৩%		

Annexure "A"

বিধান সভার ১০ নং প্রশ্নের ২য় ও ৩য় অংশের উত্তরে উল্লিখিত বিবরণী

স্কুল	শ্রেণী	মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যার অনুপাতে উপজাতি ছাত্র/ছাত্রীদের সংরক্ষিত আসনের শতকরা হার (নিকটতম পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে)	মোট ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যার অনুপাতে তপঃ জাতির ছাত্র/ছাত্রীদের সংরক্ষিত আসনের শতকরা (নিকটতম পূর্ণ সংখ্যা হিসাবে)	স্কুল ছাত্রাবাসে বর্তমান ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা — উপজাতি	স্কুল ছাত্রাবাসে বর্তমান ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা — তপঃ জাতি
উমাকান্ত একাডেমী	৬ষ্ঠ	৫%	৪%	৪৯	
	৭ম	১০%	৪%		
	৮ম	১২%	৯%		
	৯ম	১২%	৫%		
	১০ম	২%	৫%		
	১১শ	২৫%	৯%		
	১২শ	৩%	৫%		
বোধজং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল	৬ষ্ঠ	৭%	৫%	৩২	১৭
	৭ম	৭%	৫%		
	৮ম	৭%	৪%		
	৯ম	১৮%	৫%		
	১০ম	৫%	৬%		

Annxure "A"

STARRED QUESTION NO. 44

By Shri Tapan Kr. Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় ও রামঠাকুর কলেজকে অধিগ্রহণের কোন পরিকল্পনা আছে কি ? এবং

২) যদি থাকে তবে তাহা কবে কার্য্যকরী করা হবে ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION No. 55

By Shri Khagan Das, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Food & Civil Supplies Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, মাথাপিছু প্রতিমাসে ৫০০ গ্রাম করে রেশনে যে চিনি দেওয়া হতো তার পরিমাণ কমিয়ে ১৫ই জানুয়ারী ১৯৭৮ইং তারিখ থেকে ৪২৫ গ্রাম করা হয়েছে, এবং

২) সত্য হইলে তার কারণ ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী সহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে বণ্টনের হারে সমতা আনার জন্য।

STARRED QUESTION No. 62

By Shri Akhil Debnath

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরাতে কোন কোন সম্প্রদায়কে ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি হিসাবে ধরা হইয়াছে এবং কি ভিত্তিতে ?

২) ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটির জন্য যেসব সুবিধা ছিল তা বর্ত্তমানে চালু আছে কি ?

৩) না থাকিলে কি কারণে উক্ত সুবিধা প্রদান করা বন্ধ করা হইয়াছিল ?

৪) বর্ত্তমান সরকারের ঐ সমস্ত সুবিধাগুলি চালু করবার কোন প্রস্তাব আছে কি ?

উত্তর

১) ত্রিপুরাতে বাংথল, মনিপুরি, নাগারচি কিংবা শব্দকর, তাঁতি, যোগী বা নাথ সম্প্রদায় এবং কাপালি সম্প্রদায়কে শিক্ষা দপ্তর শিক্ষাগত সুবিধা দিবার জন্য অনুন্নত সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। ভারত সরকারের গৃহ মন্ত্রণালয়ের 15/5/61-SCT IV dt. 14 8.61 চিঠির বক্তব্য অনুসারে উক্ত আদেশ জারী করা হয়েছে।

২) ১ম প্রশ্নের উত্তরে প্রদত্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা এমনও চালু আছে।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

৪) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION No. 81

By Shri Akhil Debnath.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরাতে আইন কলেজ স্থাপনের কোন পরিকল্পনা আগামী আর্থিক বৎসরে আছে কি ?

উত্তর

১) না।

Annexur ' 'A"

STARRD QUESTION No. 54.

By Shri Khagen Das.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Education Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় জুনিয়র বেসিক ও সিনিয়র বেসিক স্কুলের মোট সংখ্যা কত ;

২। মোট কতগুলো জুনিয়র বেসিক ও সিনিয়র বেসিক স্কুলের ঘর ভগ্নাবস্থায় আছে;

৩। ঐ স্কুলগুলির প্রয়োজনীয় মেরামতের ব্যবস্থা কি গ্রহণ করা হয়েছে ;

৪। ঐ সকল স্কুলে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র আছে কি ; এবং

৫। যদি না থাকে তাহলে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহের কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

১। ৩০-১-৭৭ ইং তারিখ পর্য্যন্ত জুনিয়র বেসিক স্কুলের সংখ্যা—১৩৭৭ এবং সিনিয়র বেসিক স্কুলের সংখ্যা—২৭২।

PROCEEDING OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Wednesday, March, 15th, 1978.

The House met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace), Agartala at 11 A.M. on Tuesday, the 16th March, 1978.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, Minister, Deputy Speaker and Members.

প্রশ্ন ও উত্তর

মিঃ স্পীকার ঃ— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্য দিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্য গণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করিবেন শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—কোশ্চান নাম্বার ১১।

শ্রী বীরেন দত্ত ঃ—কোশ্চান নাম্বার ১১।

প্রশ্ন ঃ

(১) ১৯৭৭ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৯৬০ ধারা লঙ্ঘন করে কতজন উপজাতির ভূমি অ-উপজাতির হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে ?

(২) ঐ সব ভূমির মোট পরিমাণ কত?

(৩) বে-আইনী ভাবে হস্তান্তরিত ভূমি প্রত্যার্পনের ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন?

উত্তর ঃ

(১) ১৩।১২।৭৭ইং পর্য্যন্ত ১৪,৬১৭টি দরখাস্ত উপজাতীয়দের হস্তান্তরিত ভূমি ফেরত পাওয়ার জন্য পাওয়া গিয়াছে।

(২) নথীগুলির কার্য্যাদি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তির পর ভূমির সঠিক পরিমাণ জানা যাইবে।

(৩) ১৯৬০ইং সনের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের (সংশোধিত) ১৮৭(৩) ধারা অনুসারে ১।১।৬৯তাং এর এবং তৎপরবর্তীকালে উপজাতীয়দের হস্তান্তরিত ভূমি প্রত্যার্পন ব্যাপরে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এবং হইতেছে।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—সাপলিমেন্টারী স্যার, যে সমস্ত জমি উপজাতির কাছ থেকে হস্তান্তরিত হয়ে গেছে সেইগুলি সব কি ফেরত দেওয়া হবে?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—বে-আইনী ভাবে হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেওয়া হবে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ— যে উপজাতির জমি ফেরত দেওয়া হয়েছে অথচ পরে আবার ইনজাংশান জারি করে কোর্টে ফেলে রাখা হয়েছে, এই রকমের সংখ্যা কত ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—কোর্টে কতগুলো দরখাস্ত আছে এবং ইনজাংশান জারি করা হয়েছে সেই রকম কোনো প্রশ্ন করা হয় নাই। কাজেই আপনারা প্রশ্ন করলে আমরা কোর্ট থেকে নিয়ে আসতে পারি।

শ্রীবিমল কুমার সিংহ ঃ---সাপলিমেন্টারী স্যার, বে-আইনী ভাবে হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেবার ব্যাপারে বা তাদের কোনো ক্ষতিপূরণ দেবার সিদ্ধান্ত আছে কিনা।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---যে সব জমি হস্তান্তরের পরে অ-উপজাতিরা ভূমিহীন হয়েছে সরকার তাদের পূর্নবাসনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এই পরিকল্পনা সর্ম্পকে জানতে চাই?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---পরিকল্পনা এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হয় নাই। তবে যে পরিমাণ জমি হস্তান্তরিত হবে তার ফলে যে সমস্ত অ-উপজাতি সম্পূর্ণ ভূমিহীন হবে, বাজার দর অনুসারে ক্ষতি পূরণ দেওয়া হবে। পূর্নবাসন পরিকল্পনা অনুসারে ৩ বছর বা তদ্দূর্দ্ধে জমি দখল করে আছে, তাদের সম্পর্কে একটা আলোচনা হয়েছে, এখন বিষয়টি বিবেচনাধীন আছে। ১২ হাজার টাকা পর্য্যন্ত খরচ করে তাদের পূর্নবাসনের ব্যবস্থা করার কথা সরকার চিন্তা করছেন।

শ্রীবিমল কুমার সিংহ ঃ---সাপলিমেন্টারী স্যার, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল রিজার্ভ করা সম্পর্কে কোন তথ্য নেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---আমরা উপজাতি অঞ্চলগুলির কাজ শুরু করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---যে সমস্ত অ-উপজাতি ভূমি জোর করে সরকার নিয়েছে এটা কি লিগেলী বলা যায়?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---সরকার ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কোন জায়গা নেয়নি।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---স্যার যে সমস্ত জমি এখন পতিত আছে এইগুলির একটা সুরাহা করার দরকার।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ--- মাননীয় সদস্য এই রকম যদি কোন কেইস সরকারের কাছে জানান, তবে সঙ্গে সঙ্গে সরকার সেই জমি মুক্ত করার ব্যবস্থা নেবেন।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---আমার জানা মতে ধর্মনগরে পাঁচ কানি জায়গা পতিত অবস্থায় পরে আছে।

শ্রীবীরেনদত্ত ঃ---কোর্টের একতিয়ারের মধ্যে যদি থাকে সেটা হস্তক্ষেপ করতে পারেন।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---আমরা জানি ১৭৭ ধারা ভূমিহীন আইননুযায়ী যে কমিটি করা হয়েছিল, সেই কমিটি বলেছেন যে বে-আইনী জমি হস্তান্তরে ব্যারে কোর্টে কেইস দাখিল করে, নোটিশ জারি করে, জমিগুলি অব্যবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছে, এটা সত্যি কিনা?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পিকার মহাশয় অনুমতি দিলে আমি রেভিনিউ মিনিস্টারের পক্ষে আইন সম্বন্ধে কিছু বলতে পারি।

স্পীকার ঃ---আপনি বলুন।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---ভূমি আইনের ১৮৭ ধারা বলে সরকারের অনুমতি ছাড়া কোন ট্রাই-বেলের জমি নন-ট্রাইবেলের হাতে হস্তান্তরিত করতে পারে না। ১৭৭ ধারা অনুযায়ী আইনে হস্তান্তরিত নিষিদ্ধ থাকলে কোর্টে যেতে পারবে না এই ধরণের কোন আইন এখনো হয় নি। তবে উপজাতিদের জমি অ-উপজাতিদের কাছে আইন বহির্ভুত ভাবে যদি হস্তান্তরিত করা হয় তাহলে আক্রান্ত ব্যক্তি যদি কোর্টে না যায় মেজিস্ট্রেট সেই সম্পর্কে কেইস নিতে পারেন এবং ত্যারফয়সলা করতে পারেন। কোর্টের এক্তিয়ারের বাইরে কোন আইন এখনো হয় নাই।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---সাপ্লিম্যান্টারী স্যার, অনার্ডিন্স অনুসারে ডি,এম, যেগুলি ফেরত দিয়েছেন, সেগুলি আবার কি করে কোর্টে নালিশ করা হয়?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, কোর্ট অনেকগুলি মামলাই এক্সেপ্ট করে নিয়েছে। এই গুলির ব্যাপারে সরকার হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার আইন যাতে কোর্টে না যেতে পারে তার জন্য হালে একটি সংশোধনী এনেছেন। আমরা সেই সংশোধনীটা দেখেছি এবং সেই অনুসারে একটা এমেণ্ডমেন্ট করা যায় কিনা আমরা ভাবছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ১৪।৬১৭টি এপ্লিকেশন পাওয়া গেছে। আগামী আর্থিক বছরের মধ্যে কতটা কেইস হস্তান্তরের ব্যাপারে সরকার ব্যবস্থা নেবেন, আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তথ্যটি এখন আমার কাছে নেই, পরে সংগ্রহ করে মাননীয় সদস্যকে দিতে পারব ।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বে-আইনী হস্তান্তরীত জমি ফেরত দেওয়ার জন্য সরকার এখন কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---দরখাস্ত পাওয়ার সংঙ্গে সংঙ্গে সরকার সেই দরখাস্তকারীদের আবেদন পত্রগুলি নিয়ে অনুসন্ধান করেন এবং অনুসন্ধানের পর যদি প্রমাণিত হয় বে-আইনী ভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে, তৎক্ষনাৎ দখলকারীদের উপর জমি ছেড়ে দেবার জন্য নোটিশ দেওয়া হয়। যদি উঁনারা ছেড়ে না দেন তাহলে সরকার সেই জমি গ্রহণ করে, যার প্রাপ্য তাকে ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার অনুমতি নিয়ে একটি কথা বলছি-- এই সমস্ত কেইসগুলি সেটেল্ড করার জন্য একটি রেভিনিউ কোর্ট করা হয়েছে। কেইসগুলি সরকারের হাতে আসার পর রেভিনিউ কোর্টে প্রেরন করা হয়। রেভিনিউ কোর্ট যে সিদ্ধান্ত নেন সেই অনুসারেই সরকার কাজ করেন। সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্বটা হচ্ছে রেভিনিউ কোর্টের, সরকারের হাতে সরাসরি নয়।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা জানি উপজাতিরা পাবে এমন অনেকগুলি কেইস ডি,এম, রায় দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলি এখনও ডি, এম এর অফিসেই পড়ে আছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলছি, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের পক্ষ থেকে যা বলা হয়েছে, তা সত্য। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে জোতদাররা আদালতের আশ্রয় নিয়ে হস্তান্তরের কাজ বিলম্ব করছেন এবং নিজেদের দখলে জমিটা রাখবার জন্য চেষ্টা করছেন। কাজেই যেখানে কোর্টে যাচ্ছে সেখানে নিশ্চিতভাবে সরকারের যে অসুবিধাগুলি রয়েছে সেটা মাননীয় সদস্যরা বুঝবেন। কিন্তু যেখানে কোর্টে যাচ্ছে না, সেখানে সরকার থেকে সেই জমি যাতে দ্রুত হস্তান্তরিত হয়, তার জন্য সমস্ত রকম ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কোর্টের সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই কার্য্যকরী হয়নি অতীতে। আমাদের সরকার কোর্টের সিদ্ধান্তগুলি কার্য্যকরী করার জন্য ব্যবস্থা করছেন। যদি কোন মাননীয় সদস্য এই রকম নির্দ্দিষ্ট কেইস দেন, যা কোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যকরী হয়নি, তাহলে পরে সেই সম্পর্কে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে, যাতে আগামী ফসলের আগেই সেই জমি বন্দোবস্ত পান।

মাননীয় অধ্যক্ষম হোদয়, আমি আর একটা বিষয় সংশোধন করতে চাই, জমি হস্তান্তর হওয়ার ফলে যারা ভূমিহীন হবেন, তাদের পুর্নবাসন সম্পর্কে এখনও কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নেন নি। তবে প্ল্যানিং কমিশন এই সর্ম্পকে আমাদের টাকা দিয়েছে এবং আমরা একটা পরিকল্পনা করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, হস্তান্তরিত জমি ফেরতের ব্যাপারে অ-উপজাতিরা উপজাতিদের নামে জমি দখল করেছে এবং আমরা দেখছি সেগুলি আইনতঃ ব্যবস্থা নেওয়ার একটা অসুবিধা আছে। কাজেই এই সম্পর্কে কোন বে-সরকারী কমিটি গঠন করা হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---আইন সংশোধন করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিমধ্যেই প্রত্যেক ডি,এম,কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে-সব ক্ষেত্রে কোর্টের রায় হয়ে গেছে, যে জমিগুলি হস্তান্তর যোগ্য বলে ঘোষিত হয়েছে সেগুলি যেন অতি সত্বর হস্তান্তরের ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ--সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি জানি যে সুখময় সরকার ১৯৬৯ সাল থেকে জমি ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন বর্ত্তমান সরকার ১৯৬০ সাল থেকে জমি ফেরতএর ব্যবস্থা করবেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমাদের সরকার এখনও কোন সিদ্ধান্ত নেন নি।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং

শ্রী দ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---কোয়েশ্চান নং ১২।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ-- কোয়েশ্চান নং ১২।

প্রশ্ন

১। উত্তর ত্রিপুরা জেলার সদর দপ্তর কুমারঘাট থেকে কৈলাশহর নিয়ে যাওয়া হলো কেন ?

উত্তর

১। তদানিন্তন রাজ্য সরকারের ২৭,৮,৭০ইং তারিখের আদেশ বলে কুমারঘাট উত্তর ত্রিপুরা জেলার হেড্কোয়ার্টার হিসাবে ঘোষণা করা হইয়াছিল। উক্ত ঘোষণায় আরও বলা হইয়াছিল যে কুমারঘাটে কোন স্থানে জেলা সদর কার্য্যালয় স্থাপিত হইবে তা পরবর্তী সময় ঘোষিত হইবে। পরবর্তী সময়ে আর একটি আদেশ বলে কৈলাশহরকে উত্তর ত্রিপুরার অস্থায়ী জেলা সদর হিসাবে ঘোষণা করা হয়। বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৈলাশহরকে উত্তর ত্রিপুরা জেলার সদর দপ্তর স্থায়ী ভা.বে স্থির করা হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত জনগণের স্বার্থেই গৃহিত হইয়াছে।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সীমান্তবর্তী এলাকায় সদর দপ্তর স্থাপনের যৌক্তিকতা কি ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগরতলাও একটি সীমান্তবর্তী এলাকা। ত্রিপুরার প্রত্যেকটি শহরই সীমান্তবর্তী এলাকা। একটা শহর গড়ে উঠে পারিপার্শ্বিক নানান কারণ থেকে। যে কারণে ভারতবর্ষে অন্যান্য শহরগুলি গড়ে উঠেছে, ঠিক সেই ভাবেই ত্রিপুরার অন্যান্য শহরগুলিও গড়ে উঠেছে। কাজেই বর্ত্তমান সরকার কৈলাশহরেই স্থায়ী ভাবে সদরদপ্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কুমারঘাট হলো আসাম আগরতলা রোডের মধ্যে এবং তিনটি ডিভিশানের মাঝখানে। সেই দিক থেকে জনস্বার্থের পক্ষে সহায়ক, এ সর্ম্পকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কুমারঘাট একটা বিরাট শিল্প নগরী হিসাবে গড়ে উঠুক, সেটা আমাদের সরকার কামনা করে এবং সেই দিকথেকে আমাদের পরিকল্পনাও আছে। কিন্তু সদর দপ্তর আর শিল্প নগরী এক বিষয় নয়। সদর দপ্তর স্বাভাবিক ভাবে যা আছে, সেই ভাবেই থাকবে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং ঃ---তাহলে শিল্প নগর স্থাপনের জন্যই কি সদর দপ্তর কুমারঘাট থেকে স্থানান্তর করা হয়েছে ?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---স্থানান্তরের প্রশ্নটা উঠেনা। কাজেই এটা বাতিল করা হবে। যুক্তি সঙ্গত ভাবেই সদর দপ্তর কৈলাশহরে থাকা উচিৎ এবং সেখানে থাকবেও।

মাননীয় অধ্যক্ষ ঃ---মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রী তপন চক্রবর্তী ঃ---কোয়াশ্চান নাম্বার ৪১।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪১ স্যার ।

প্রশ্ন ঃ

১। ১৯৫৬ইং সনে ত্রিপুরায় চা বাগান প্রতি কত লেবার ছিল?

২। ১৯৭৬ইং সনে ত্রিপুরায় চা বাগান প্রতি কত লেবার ছিল?

উত্তর ঃ

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি এক এবং দুই প্রশ্নের উত্তর একসংগেই দিচ্ছি। চা বাগানের সংখ্যা এবং চা বাগানের নাম এই দুইটি মিলিয়ে একটা বিরাট লিস্ট কাজেই সবগুলি পড়তে হলে অনেক সময় লাগবে—

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী, আপনি এই প্রশ্নের উত্তর টেবিলে লে করুন, আপনাকে পড়তে হবে না।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---আমি টেবিলে লে করছি। তবে আমি মোট সংখ্যা কত ছিল সেটা বলে দিচ্ছি। ১৯৫৬ সালে শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল ৮৪৪৪ এবং বর্তমানে আছে ৭২৯৮।

১৯৫৬ইং ও ১৯৭৬ইং সনে ত্রিপুরায় চা-বাগান প্রতি শ্রমিক সংখ্যা।

জিলার নাম	মহকুমার নাম	ক্রমিক সংখ্যা	চা-বাগানের নাম		১৯৫৬ইং সনে ত্রিপুরায় চা-বাগান প্রতি শ্রমিক সংখ্যা	১৯৭৬ইং সনে ত্রিপুরায় চা বাগান প্রতি শ্রমিক সংখ্যা
১	২	৩	৪		৫	৬
ত্রিপুরা পশ্চিম জিলা	সদর মহকুমা	১।	হরিশনগর চা-বাগান		১০৮	৪৪
,,	,,	২।	আদরিণী	,,	৮৯	৬৩
,,	,,	৩।	মোহনপুর	,,	৯৮	৬৮
,,	,,	৪।	প্রতাপগড়	,,	৫৩	১৯৬৬ইং এ বন্ধ হইয়াছে।
,,	,,	৫।	দুর্গাবাড়ী	,,	৫৯	১৯৭৩ইং এ বন্ধ হইয়াছে।
,,	,,	৬।	মেকলী পাড়া	,,	২৬৫	২৬৯
,,	,,	৭।	কলকলিয়া (উত্তর)	,,	২৪	৯
,,	,,	৮।	মেঘলী বন্ধ	,,	১৮৩	২৪২
,,	,,	৯।	কৃষ্ণপুর	,,	১৪০	৬৭
,,	,,	১০।	সিমনাছড়া	,,	৫৭	১৯৭২ইং এ বন্ধ হইয়াছে।
,,	,,	১১।	ব্রহ্মকুণ্ড	,,	৩৬	১৯৭২ইং এ বন্ধ হইয়াছে।
,,	,,	১২।	ঈশানপুর	,,	১০৬	১৯৬১ইং এ বন্ধ হইয়াছে।
,,	,,	১৩।	লক্ষীলুঙ্গা	,,	২১৩	১০৭
,,	,,	১৪।	তুফাণীয়ালুঙ্গা	,,	১৩৬	৬২
,,	,,	১৫।	মণতলা	,,	৫২৪	৪১৫
,,	,,	১৬।	বিনোদিনী	,,	১৮৩	৬৮
,,	,,	১৭।	হরিদাশপুর	,,	৪৬	২৯

,,	,,	১৮। ফটীকছড়া	,,	১৬০	১৬৮
,,	,,	১৯। কালাছড়া	,,	১৩৮	৯৬
,,	,,	২০। গোপালনগর	,,	৬০	৮৬
,,	,,	২১। মালাবতী	,,	২৬	৬
,,	,,	২২। রাজলক্ষ্মী	।,	২১	বন্ধ
,,	,,	২৩। নৃপেন্দ্রনগর	,,	১৯	১৯৭৩ইং এ বন্ধ হইয়াছে।
,,	,,	২৪। হরেন্দ্রনগর	,,	১৮০	২৪০
,,	,,	২৫। যাদবনগর	,,	১০	বন্ধ
,,	খোয়াই মহকুমা	২৬। খোয়াই চা-বাগান		৩৩৪	১৬৯
,,	,,	২৭। কল্যাণপুর	,,	১৫০	১৫৩
ত্রিপুরা দক্ষিণ জিলা	সাব্রুম মহকুমা	২৮। লীলানগর	,,	৬৮	১৯৭৩ইং এ বন্ধ হইয়াছে।
,,	,,	২৯। লুধুয়া	,,	৬৮	,,
ত্রিপুরা উত্তর জিলা	কৈলাশহর মহকুমা	৩০। অনিলা	,,	২৯	মনুভ্যালী চা-বাগানের সহিত যুক্ত হইয়াছে।
,,	,,	৩১। হালাইছড়া	,,	২১৭	২০১
,,	,,	৩২। সোনামুখী	,,	৯২	১৩৬
,,	,,	৩৩। গোলকপুর	,,	৩২৬	৩৫৪
,,	,,	৩৪। মূর্তীছড়া	,,	৪৬৫	৩৫৪
,,	,,	৩৫। দেবস্থল	,,	৪৯	৫২
,,	,,	৩৬। নটীংছড়া	,,	৭০	৫৫
,,	,,	৩৭। মনোভেলী	,,	৬০৭	৪৯৬
,,	,,	৩৮। সরোজিনী	,,	৫৯	৮০
,,	,,	৩৯। মীরছড়া	,,	২৩৩	১৯৭৪ইং এ বন্ধ হইয়াছে।
,,	,,	৪০। রাংরুং	,,	১৮৯	১৪৮
,,	,,	৪১। জগন্নাথপুর	,,	৩৩	১৯৭২ইং এ বন্ধ হইয়াছে।
,,	,,	৪২। সোতা	,,		১০৩
,,	,,	৪৩। কালীশাসন	,,	৯৫	৮৩
,,	ধর্মনগর মহকুমা	৪৪। ধর্মনগর	,,	২৪২	১৮১
,,	,,	৪৫। মধুসূধন	,,	১৬১	১৩৩
,,	,,	৪৬। রাণীবাড়ী	,,	২০০	২৪৯
,,	,,	৪৭। মহেশপুর	,,	৩৩৮	৪৪৭
,,	,,	৪৮। হাফলংছড়া	,,	২৯২	৩৫৮
,,	,,	৪৯। সরলা	,,	১১০	১০৯
,,	,,	৫০। পিয়ারাছড়া	,,	৩৫৯	২১৮

,,	কমলপুর মহকুমা	৫১।	রামদুর্লভপুর	,,	৩৩৭	৫৩৩
,,	,,	৫২।	জামযুং	,,	৩৫	বন্ধ (১৯৫৯ আনুমানিক)
,,	,,	৫৩।	গান্নাদটালা	,,	১২০	১৯৭৩ইং এ বন্ধ হইয়াছে।
,,	,,	৫৪।	দারুটালা	,,	২৪	৪৬
,,	,,	৫৫।	মহাবীর	,,	২০৮	৬০১
			মোট যোগফল ঃ—		৮,৪৪৪	৭,২৯৮

শ্রী তপন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১৯৫৬ সালে ছিল ৮৪৪৪ এবং ১৯৭৬ সালে হয়েছে ৭২৯৮ জন, এই যে ২০ বছরের মধ্যে আমরা দেখছি শ্রমিকের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে—যদি মন্ত্রী মহোদয় পরিষ্কার করে বলেন ১৯৫৬ সালে স্থায়ী লেবার কত ছিল এবং অস্থায়ী লেবার কত ছিল এবং ১৯৭৬ সালে স্থায়ী লেবার কত এবং অস্থায়ী লেবার কত, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—১৯৫৬ইং সনে মোট ৫৪টি চা বাগানে কাজ হত, এইগুলির মধ্যে মোট ৮৪৪৪জন লেবার কাজ করত। তন্মধ্যে স্থায়ী এবং অস্থায়ী লেবার'এর সংখ্যা যথাক্রমে ৬৯২৩ এবং ১৫২১ জন ছিল, কালক্রমে ১৬ টি চা বাগান বন্ধ হয়ে যায় এবং একটি চা বাগান অন্য একটির সংঙ্গে যুক্ত হওয়ার মোট চা বাগানের সংখ্যা ৩৯'এ দাঁড়ায়। ঐ'৩৯টি চাবাগানের মোট ৭২৯৮ জন লেবার ছিল, তন্মধ্যে স্থায়ী এবং অস্থায়ীর সংখ্যা যথাক্রমে ৫০৯০ ও ২৮৪০ জন। দারংটীলা বাগান ১৯৭৬ই সনে পুনরায় খোলা হয়েছে।

শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য্য ঃ--মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই মহিলা শ্রমিক কতজন ঐ'সব চা বাগানে?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—এটা স্বতন্ত্র ভাবে সংগ্রহ করা হয়নি, নোটিশ পেলে পরে দেব।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ--- মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ৭২৯৮ জন লেবার ১৯৭৬ সালে আছে, তার মধ্যে বিগত ৩০ বছরে, ৬ মাস চাকুরী করার পর যে তাদের পার্মানেন্ট করার বিধান আছে, ৬ মাস কাজ করার পর তাদের নাম পালটে পালটে, জীবনেও কাউকে পার্মানেন্ট করা হয়নি, এর মধ্যে তার সংখ্যা লিপিবদ্ধ আছে কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---এই নিয়ে একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে আলোচনা হয়, এই ঘটনা আছে এবং শেষে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে প্রতি বৎসর শতকরা ২৫ জনকে পার্মানেন্ট করতে হবে।

শ্রী তপন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের তথ্য থেকে বুঝা যাচ্ছে ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৭৬ সাল এই ২০ বছরে মোট শ্রমিকের সংখ্যা কমে গেছে এবং আরও দেখা যায় যে অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ১৯৫৬ সালে ছিল ১৫২১ এবং ১৯৭৬ সালে ২৮০৮ জন। দেখা যাচ্ছে ক্রমশঃ অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে তাদেরকে পার্মানেন্ট শ্রমিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

শ্রী বীরেন দত্ত ঃ—চা বাগান শ্রমিকদের আইন সংগত যেসব অধিকার এতদিন লংঘিত হয়েছে সেগুলি ভালভাবে বিচার করে দেখা হয়েছে এবং এটা যে ঘটেছে এটা সত্য। তবে আইনগত পদ্ধতি প্রবর্তিত করে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার জন্য বর্তমান সরকার সচেষ্ট।

শ্রী তপন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অস্থায়ী শ্রমিকদের প্রতি মেনেজমেন্টের কি দায়িত্ব নেন সেটা আমরা জানতে চাই।

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—অস্থায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বোনাস দেওয়ার দায়িত্ব এবং রেশান দেওয়ার দায়িত্ব আছে।

শ্রী তপন চক্রবর্তী ঃ---কতটা বাগান বা মেনেজমেন্ট এই বোনাস বা রেশান দিচ্ছেন?

শ্রী বীরেন দত্ত ঃ---অনেক বাগানই অস্থায়ী শ্রমিকদের ক্ষেত্রে বোনাস বা অন্যান্য সুযোগ দিচ্ছেন না।

শ্রী অজয় বিশ্বাস ঃ---এই যে অস্থায়ী শ্রমিকদের বোনাস, রেশান দেওয়ার আইন থাকা সত্বেও দিচ্ছেন না, এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নেবেন।

শ্রী বীরেন দত্ত ঃ---সরকার আইনত ঃ শ্রমিকদের প্রাপ্য সবকিছু যা আলোচনার সময় আইনে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, সেসবগুলি অগৌণে চালু করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের কাছে এটা বলা দরকার যে শ্রমিক কমলেও চা উৎপাদন কমেনি, চা উৎপাদন বেড়েছে, মালিকের মুনাফাও বেড়েছে, কিন্তু বেকারের সংখ্যা বেড়েছে অনেক বেশি, অস্থায়ী শ্রমিকরা অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত আমাদের সরকার এ ব্যাপারে তদন্ত করে যাতে শ্রমিকরা তাদের ন্যায্য দাবী পেতে পারে তার ব্যবস্থা করবে।

শ্রী বিমল সিনহা ঃ--অস্থায়ী শ্রমিকেরা যাতে স্থায়ী কাজ পেতে পারে তার জন্য বাগান এক্সটেনশান করা প্রয়োজন। সেই এক্সটেনশানের ব্যাপোরে সরকারের কোন সিদ্ধান্ত আছে কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ-সরকার এক্সটেনশানের সঙ্গে জড়িত নয়। সরকারের কাছে বাগান মালিক পক্ষ থেকে এবং বাগান মালিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কতগুলি জায়গার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে এরং বন্ধ বাগানগুলি যাতে খোলা হয় তার জন্য আমরা চেস্টা করছি। প্রথমতঃ যে সমস্ত বাগান, বাগান আইন অনুযায়ী চলে না তার সমস্ত তথ্য সংগ্রহ হচ্ছে। যেমন--দুর্গাবাড়ী, সেটা চলতে পারে না। তাকে আমরা সরকারে ভেস্ট করে নিয়েছি এবং আইন দপ্তর থেকেও এ সম্পর্কে ক্লীয়া রেন্স পেয়েছি। যাতে এই বাগানগুলি আইন মত চলতে পারে সেজন্য তাদের মধ্যে আমরা বিলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ইতিমধ্যে আমাদের আরও যে বন্ধ বাগানগুলি আছে, আমাদের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে সবগুলি বাগান তদন্ত করা হচ্ছে। বিশেষভাবে যে সমস্ত বাগান তার শ্রমিকদের দায়-দায়িত্ব প্রতিপালন করছে না বা রেভিনিউ দিচ্ছেনা সেগুলি যাতে সরকারে ভেস্টে জড হয় এবং উপযুক্তভাবে পরিচালনায় সক্ষম হয় এমনভা ব পরিচালনা করার ব্যবস্থা করা যায় তার জন্য লীজ দেওয়া এবং প্রয়োজনবোধে সরকার ইন্ডাস্ট্রি ডিপার্টমেন্টর সংগ আলোচনা করে নিজেরাই একটা বাগান করা যায় কিনা, সেই সম্পর্কে আলোচনা চলছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---যারা নাকি আগে রেগুলার লেবার এবং ক্যাজুয়াল লেবার ছিল তাদের মধ্যে ছাঁটাই হয়ে বসে আছে, ছাঁটাই করে দিয়েছে এই রকম সংখ্যা কত?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---ছাঁটাই হওয়ার সম্পূর্ণ তথ্য আমরা পাইনি। যদি মাননীয় সদস্য নোটিশ দেন তাহলে সংগ্রহ করা হবে। তবে বলা যায় যে ছাঁটাই হয়েছে প্রতি বাগানেই এই রকম সংখ্যা অনেক আছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---দেখা যাচ্ছে যে পারমানেন্ট লেবার কমে যাচ্ছে। ছাঁটাই করে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আকার দেখা যায় রেগুলার লেবার ছাঁটাই করে আবার ক্যাজুয়েল লেবার হিসাবে ঢুকানো হচ্ছে। এইরকম আছে কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---এইরকম আছে যে একই শ্রমিককে নাম পাল্টিয়ে দুই নামে রাখা হয় যাতে তারা পার্মানেন্ট হতে না পারে। তার জন্য নির্দিস্ট দিনের আগের দিন। অর্থাৎ পার্মানেন্ট হবার আগের দিন তাকে ছাঁটাই করে দেওয়া হয় এবং পরদিনই তাকে ভর্তি কার হয়। এই সমস্ত কেস আমরা তদন্ত করব। পার্মানেন্ট লেবারকেও ছাঁটাই করা হয়, আবার যারা ক্যাজুয়েল লেবার তাদের রেগুলার হওয়ার দিন যখন আসে তখন তাদের আবার ছাঁটাই করা হয়। এমন বহু অভিযোগ আমরা পাচ্ছি। আমরা সেসমস্ত অব্যবস্থা দূর করার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করছি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে অনেক বাগান রুগ্ন এবং অনেক বাগান বন্ধ হয়ে গেছে। এর সংখ্যা কত এবং রুগ্ন এবং বন্ধ বাগানগুলিকে অধিগ্রহণ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---১৪টা বাগান বন্ধ হয়ে গেছে। এর মধ্যে একটা খুলেছে। বাকী ১৩টা বন্ধ আছে এখনও। আমাদের এখনও অধিগ্রহণ করার কোন পরিকল্পনা নেই।

শ্রীউমেশ নাথ ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই যে এ ব্যাপারে ধর্মনগর গঙ্গানগর বাগানের শ্রমিকেরা ৩·১৫ পয়সা করে হাজিরা পায়। যদি সরকার নির্ধারিত মজুরী থেকে কম দেওয়া হয় তাহলে যাতে অতি সত্বর তদন্ত হয় সে ব্যবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---এই তথ্য আমাদের জানা নেই। বর্তমানে ন্যূনতম যে মজুরী ধার্য আছে সব বাগানেই সেই মজুরী দেওয়া হচ্ছে। আমরা দেখব যদি তারা কম দেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য চেষ্টা করব।

শ্রী সরাইজাম কামিণী ঠাকুর সিং ঃ---এ পর্যন্ত কয়টি ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছে?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---সম্পূর্ণ তথ্যআমার জানা নেই। নোটিশ দিলে জানাতে পারব।

শ্রী অজয় বিশ্বাস ঃ---যে সমস্ত মালিকদের আমরা লোন দিই, নানারকম সাহায্য তাদের দেওয়া হচ্ছে--প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের যে টাকা, যেটা মালিকদের জমা দেওয়ার কথা শ্রমিকদের টাকা---

শ্রীবীরেন দত্ত---এটা এর সংগে জড়িত নয়। এটা আর একটা ডিপার্টমেন্ট।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে রুগ্ন এবং বন্ধ বাগানগুলি সরকারের অধিগ্রহণের কোন পরিকল্পনা নেই। তাহলে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য, তাদের পুর্বনিয়োগের জন্য?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---প্রথমতঃ সরকারই এই বাগানগুলি ভেষ্টড করতে হবে। তারপর যারা সক্ষম এবং আমাদের চুক্তি অনুযায়ী বাগান আইন মেনে যারা বাগান করতে চান তাদের কাছে লিজ দেওয়া হবে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় সদস্যদের হয়ত' 'ভেষ্টেড' ইত্যাদি সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। জমিটা বাগানের জন্য দেওয়া হয়েছে। কাজেই যারা বাগান করছেন না, অনেকদিন ধরে ফেলে রেখেছেন তাদের কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে সরকার আবার লীজ দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রী মতিলাল সরকার।

শ্রী মতিলাল সরকার ঃ---কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৫।

প্রশ্ন ঃ

১) হরিশনগর চা বাগানসহ বিভিন্ন চা বাগান শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের টাকা জমা না দেওয়ার এবং শ্রমিকদের রেশন যথারীতি বিলি না করার কারণ কি?

উত্তর

২) প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের কোন তথ্য শ্রম দপ্তরে রক্ষিত হয় না। কারণ এই আইন প্রয়োগের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। রেশন কার্ডের পরিবর্তে খোয়াই হরিশনগর চা বাগানে নগদ ভর্তুকী দেওয়া হয়। ইহা যথা সময়ে না হওয়ায় রেশন দেওয়ার জন্য মালিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীমতিলাল সরকার ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যারা অস্থায়ী শ্রমিক তারা তো পান না, এমন কি যারা স্থায়ী শ্রমিক তারাও পান না, এ সম্পর্কে সরকারের কি সিদ্ধান্ত আছে?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---হরিশ নগর চা বাগানে রেশনের পরিবর্তে আংশিক সাবসিডি দেওয় হয় ইহার পরিবর্তে শ্রমিকগণ রেশন দেওয়ার জন্য দাবী করলে যথাক্রমে গত ১৩।২।৭৮ এবং

২৮৷১১৷৭৭ইং তারিখে লেবার অফিসার রেশন দেওয়ার জন, নির্দেশ দেন। মালিক পক্ষ নির্দেশ পাওয়া সত্বেও শ্রমিকগণকে রেশন না দেওয়ার তদন্তের পর ন্যূনতম মজুরী আইনে ২০ ধারা মতে রেশন আদায়ের জন্য যথারীতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। খোয়াই বাগানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের ব্যাপারে লেবার দপ্তর কিছু করে না। কিন্তু আমরা দেখেছি যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল সরকার, সেখানে যে সমস্ত বে-সরকারী কারখানা আছে যে সমস্ত মালিকেরা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড জমা দেয় না, অ্যাসেম্বলীতে তার লিষ্ট উপস্থাপিত করে সরকার। সুতরাং এঠা বললে তো মনে নিতে পারি না যে ওখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে এটা রাজ্য সরকারের কাজ নয় এবং আমাদের জানা আছে যে লক্ষ লক্ষ টাকা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে জমা পড়ছে না। এই ব্যাপারে লেবার দপ্তরের দায়িত্ব আছে বলে আমরা মনে করি এবং লেবার দপ্তর খবর নিয়ে কত টাকা জমা পড়ে নি এবং কত টাকা শ্রমিকদের মেরে দেওয়া হয়েছে এই ব্যাপারে সরকার কোন সিদ্ধান্ত নেবে কিনা?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---আমরা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রীর কাছে রেফার করেছিলাম এবং শিলংএও প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড কমিশনারের কাছে চিঠি দিয়েছিলাম। তার উত্তরে তারা জানিয়েছেন যে এখানে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের যে সংখ্যা, সে সংখ্যানুপাতে এখানে একটা পূর্ণ রিজিওন্যাল অফিস করার সম্ভাবনা নাই। আমরা তাদের জানাই যে আমাদের বাগানগুলিতে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের রসিদ যথারিতী যায় না, এবং মালিকেরা যে টাকা দেয়, তার তথ্যও আমরা জানি না। তারা ইতিমধ্যে এক পত্রে আমাদের জানিয়েছেন যে এখানে সাময়িকভাবে শিলং থেকে লোক পাঠিয়ে সেই সমস্ত বিষয় অনুসন্ধান করবেন এবং একটা বাগানের ক্ষেত্রে শ্রমিকেরা ধর্মঘট করায় এক বছরের প্রভিডেণ্ডফাণ্ডের হিসাব তারা মিটিয়ে দিয়েছে, কিন্তু পুরোনো হিসাব মিটিয়ে দেয় নি। আমরা এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বার বার লিখছি এবং আমরা এই প্রচেষ্টাও চালিয়ে যাব যে যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে একটা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড কমিশনারের অফিস স্থাপিত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত হিসাব নিকাশ আদায় করবার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব। মূলতঃ এই হিসাব নিকাশ রাখবার জন্য লেবার অফিসে কোন রকম রেকর্ড থাকে না, এটা সরাসরি প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড অফিস যেটা আছে, তারাই এই টাকাটা জমা দেন এবং ওরা রসিদ দেন। লেবার কমিশনের কাছে যদি কোন নালিশ আসে, আমরা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড কমিশনারের কাছে সেটা রেফার করি। আমাদের কাছে এমনও লেখা হয়েছিল যে তারা জায়গা পেলে এখানে এখটা অফিস করতে পারে, এবং আমরা সরকার থেকে বলেছি যে দরকার হলে আমরা তাদেরকে লেবার অফিসে জায়গা করে দিতে পারি যাতে তারা লোক পাঠিয়ে এই প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের ঝামেলা মীমাংশা করতে পারেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ--সরকার পক্ষ থেকে করা হয়েছে, এটা আমরা বুঝতে পারছি, অবশ্য আগে এটা কোন দিনই করা হয়নি। কিন্তু এই রকম কোন ব্যাবস্থা আছে কিনা যাতে প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের কত টাকা জমা পড়ছে, তা জানার মতো রাজ্য সরকারের কোন ব্যবস্থা আছে কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—আমরা তো আর প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড কমিশনারকে বাধ্য করতে পারি না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---তা আমরা বাধ্য করতে পারি না। কিন্তু প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড যে জমা পড়ছে না তার জন্য একটা ডিস্পুট হয়েছে এবং সেই ডিস্পুট রাজ্য সরকারের কাঁধে চলে এসেছে। তবে এখানে ডিস্পুটের কথা নয়, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডে যে টাকা জমা পড়ছে তারই ইনফরমেশন রাজ্য সরকারকে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি এবং রাজ্য সরকারও সেটা চাইতে পারে?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ—এই সম্পর্কে আমরা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড কমিশনারের অফিস থেকে কিছুটা তথ্য চেয়েছি এবং তার ভিত্তিতে যারা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড জমা দেন নি, তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তাছাড়া প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডটা যাতে রাজস্বের মতো আদায় করা হয়, এবং এই সম্পর্কে কাজটা যাতে ত্বরান্বিত করা যায়, তার জন্যও আমরা তাদেরকে লিখেছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮।

শ্রীআরবের রহমান ঃ—স্পীকার স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৮।

প্রশ্ন ঃ—

১) ইহা কি সত্য যে পুর্নবাসন প্রাপ্ত জমিতে ভূমিহীনরা মাশুলের জন্য গাছ কাটিতে পারিতেছে না।?

২। যদি সত্য হইয়া থাকে, তাহলে তাহাদের বিনা মাশুলের গাছ কাটার অধিকার দিয়া জমি আবাদ করার কাজে সাহায্য করা হইবে কি?

উত্তর ঃ

১) ১৯৬২ইং সনের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার (ভূমি বন্টন) বিধানবলীর ১৫নং বিধির ৬নং ধারা অনুসারে বনটনীকৃত ভূমিতে অবস্থিত গাছের বাজার মূল্য প্রদান বাধ্যতা-মূলক।

২) সরকার সময় মতো এই আইনটি সংশোধন করতে পারেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ—যে সমস্ত জমিতে গাছ রয়েছে, সেখানে চাষ করা সম্ভব নয়। কাজেই এগুলি যদি ফরেষ্টারেরা কেটে না নেন, তাহলে কি ভাবে তারা সেই জমিতে চাষ করবে, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী কিছু জানাবেন কি?

শ্রীআরবের রহমাণ ঃ—জমি নাল হলে কেটে নিতে পারে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই যে সংশোধন করার যে আশ্বাস দিয়েছেন, তা কি করে সংশোধন করা হবে জানাবেন কি?

শ্রীআরবের রহমান ঃ—স্যার, আমি বলেছি যে আইনটা সংশোধনের জন্য বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে সমস্ত জমি খাস, সেগুলির উপর ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কি অধিকার থাকতে পারে, আমি বুঝতে পারছি না, বুঝিয়ে বলবেন কি?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এটা তো একটা আইন, এই সম্পর্কে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের কিছু করার নেই।

শ্রীনকুল দাস ঃ—১৯৬৫ সালে যাদেরকে জায়গা দেওয়া হয়েছিল, ১৯৭৫ সালে ১০ বছর পর্য্যন্ত হস্তান্তর নিষেধ ছিল। এরপর নিশ্চয় সেই জায়গার উপর তাদের ভূমি সর্ত আসবে কাজেই তারা কেন সেই সব জায়গার উপর গাছ এখন কাটতে পারবে না, এই সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য আমরা জানতে চাই?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—এলটিদের ১০ বছর পর্য্যন্ত হস্তান্তর এর অযোগ্য ছিল। কিন্তু তাদের রায়ত হিসাবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বীকৃতি না দেওয়া যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই আইনটাই বলবৎ থাকবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি যে সমস্ত জমিতে পুর্নবাসন দেওয়া হয়েছে এবং যারা পরছা পেয়েছ. তাদেরকে বিনা মাশুলে গাছ কাটার অধিকার দেওয়া দেওয়া হবে কিনা?

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬

প্রশ্ন ঃ

১) গ্রামাঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি?

২) যে সব দুর্গম এলাকায় পাণীয় জলের কোন উৎস নেই সেখানে কি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে?

উত্তর ঃ

১) হ্যাঁ।

২) যেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই সেখানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পানীয় জলের নূন্যতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীগোপাল দাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই সরকার থেকে কি ধরণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের যে গ্রামগুলি আছে তার প্রায় ২।৩ অংশের মত গ্রামগুলিতে পানীয় জলের সরবরাহের জন্য রিং ওয়েল বা টিউব ওয়েল--এই ধরণের ব্যবস্থা করেছিলাম। যদিও আগে এই হাউসের সামনে এই তথ্য পরিবেশন করা উচিত-তার অধিকাংশই অকেজো কাজেই পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকলেও সেগুলি যে সচল আছে তা নয়। এইগুলি সচল করার জন্য সরকার সচেষ্ট আছেন । এবং তারজন্য যেসমস্ত পার্টস কেনার দরকার সরকার সেগুলির কেনার ব্যবস্থা করেছেন। সেগুলি আসলে আরও টিউবওয়েল মেরামত করা যাবে এবং সিমেন্ট আসলে রিংওয়েলও মেরামত করার ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীগোপাল দাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই আমরা জানতে পেরেছি এখন পর্য্যন্ত ফিল্টার এসে পৌছায় নাই এ সম্পর্কে মন্ত্রী মশাই বিবৃতি দেবেন কি কেন এই যন্ত্রাংশগুলি এসে পৌছায় নাই ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---স্যার আমি এই হাউসে বলেছি যে এই যন্ত্রাংশগুলি ঠিক কি না এটা পরীক্ষা করা হচ্ছে--এইগুলি এসে গিয়েছে কিন্তু এইগুলি ভাল কিনা এটা পরীক্ষা করার পর সেগুলি বন্টন করা হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি, এই পার্টস্ যা কেনা হচ্ছে, এইগুলি কন্ট্রাকটার মারফত কেনা হয়, না সরকার সরাসরি বাজার থেকে কেনেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে সরকার যে ব্যবস্থা আছে সেই ভাবেই কেনা হচ্ছে। এই ব্যাপারে একটা সরকারী সংস্থা আছে সারা ভারতে সরবরাহ করার জন্য, আমাদেরও সেই সংস্থার মাধ্যমেই কেনা হচ্ছে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ত্রিপুরার ক'টি গ্রামে জল সরবরাহের ব্যবস্থা নেই ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এক-তৃতীয়াংশ গ্রামে কোন ব্যবস্থা নেই। তাছাড়া মাননীয় সদস্যদের জানাচ্ছি যে ফিল্টারগুলি এসেছে, আলিপুর টেষ্ট হাউসে যাতে সেগুলি পরীক্ষা হয় সেজন্য ডি,জি,এস,ডি ব্যবস্থা করছেন।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি বড় বড় বাজারগুলির পাশে যে গ্রামগুলি আছে সেই সব গ্রামগুলিতে ডিপ টিউবওয়েলের সাহায্যে জল সরবরাহহের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই এটা কি সত্যি যে পার্টস্এর অভাবে অনেক টিউবওয়েল রিপেয়ার করা যাচ্ছে না, সেই অবস্থায় ফিল্টারগুলি কিনতে এত দেরী হচ্ছে কেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, এর মধ্যে একটিও দায়িত্বশীল সরকার ছিল না নইলে আরও আগে এই সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হত । কাজেই এই সব যন্ত্রাংশ কিনতে যত দ্রুত সম্ভব আমাদের সরকার সচেষ্ট ।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ মাননীয় মন্ত্রী মশাই এই সব জিনিষ কি টেণ্ডার দিয়ে কেনা হয় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগেই দিয়েছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই বছরে ৭৭-৭৮ সালে আমরা ৪০০ টিউবওয়েল মেরামত করতে পারব আশা করছি। এবং এই যে দেরী হচ্ছে তার কারণ এর আগে যে সরকার ছিল তারা টেণ্ডার কল করতে দেরী করেছিলেন।

মিঃ স্পীকার ঃ---শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---প্রশ্ন নং ৮

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---প্রশ্ন নং ৮

প্রশ্ন ঃ

১) বর্তমানে ত্রিপুরায় মোট রেজিষ্ট্রিভুক্ত বেকারের সংখ্যা কত (উপজাতি, তপঃ জাতি ও অন্যান্যদের আলাদা ভাবে হিসাব)

২) ঐসব বেকারদের চাকুরী অথবা বেকার ভাতা দেওয়ার ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছন?

উত্তর ঃ---

১) '৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মোট রেজিষ্ট্রিভুক্ত বেকারের সংখ্যা ৫৯,২১৪ জন। তার মধ্যে উপজাতি ৪,৯৭৬-তপঃ জাতি ৩,১৯৬-অন্যান্য ৫১,০৪২--মোট ৫৯,২১৪ জন।

২) আথিক অসচ্ছলতা এবং সিনিয়রিটি বেসিসে চাকুরীতে নিয়োগের নীতি নির্ধারিত হয়েছে এবং বেকার ভাতা প্রদানের ব্যাপারে সরকার-এর নীতিগত ভাবে সমর্থন আছে।

শ্রীসুবল রুদ্র ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই আপনার প্রদত্ত সংখ্যার মধ্যে গ্র্যাজুয়েট কতজন, হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ কতজন?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমাকে আলাদা ভাবে সংগ্রহ করতে হবে সেজন্য আলাদা নোটিশ দিলে আমি এই তথ্য পরিবেশন করতে পারব।

শ্রীখগেন দাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই "৭৭সালে এই সংখ্যা কত ছিল?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি--মেট্রিক পাশ বেকারের সংখ্যা ২৮ হাজারের উপর।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মশাই বলেছেন যে নীতিগত ভাবে সমর্থন করেন, এই অবস্থায় এটা কখন চালু করা হবে জানতে পারি কি?

শ্রীবীরেন দত্ত ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, বর্তমান সরকার থেকে রেজিষ্ট্রিভুক্ত বেকারদের চাকুরীর ক্ষেত্রে, কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন বিভিন্ন দপ্তরের শূন্য পদগুলির জন্য সিনিয়রিটি বেসিসে নাম পাঠানোর জন্য জোর দেওয়া হচ্ছে। আর বেকার ভাতা সম্পর্কে জানাচ্ছি এই ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্যে গৃহীত পদ্ধতি এবং কেন্দ্রে থেকে অর্থ প্রদানের উপর এই বিষয়টি বিচার বিবেচনা করতে আমাদের সরকার সচেষ্ট হবেন। (ইন্টারাপশান) মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি--স্কুল ফাইন্যাল। মেট্রিক এবং সমতুল ২৮,৪১২, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ৩,৬৯৭, পলিট্যাকণিক বেকার ১৫০ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী প্রাপ্ত ২২জন বেকার আছে (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার ঃ---যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি সেগুলোর উত্তরপত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ---দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় খাদ্যমন্ত্রী একটা বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। আমি এখানে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কতৃক আনীত আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটি হল--আমি পড়ে দিচ্ছি--"নিউট্রেশন সেন্টারগুলিতে শিশু খাদ্যের জন্য এবং রেশন দোকনগুলিতে খাদ্য দপ্তরের পচা চাউল সরবরাহ সম্পর্কে ঃ---

শ্রীদশরথ দেব ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, বিবৃতিটা একটু দীর্ঘ হবে। আমি পড়ে দিচ্ছি খাদ্য দপ্তর কর্তৃক নিউট্রিশন সেন্টারগুলিতে শিশুখাদ্যের জন্য এবং রেশন দোকানগুলিতে শিশুখাদ্যের জন্য এবং রেশন দেকানগুলিতে পচা চাউল সরবরাহ করা হয় না। পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ কেন্দ্রগুলিতে শিশুখাদ্যের জন্য এবং ভোক্তাগণের মধ্যে রেশন দোকানের মারফত কেবলমাত্র বন্টন যোগ্যমানের চাউলই সরবরাহ করা হয়।

পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণের বিশেষ প্রকল্প ত্রিপুরায় ভারত সরকারের পরামর্শে ১৯৭০ইং সনের ১৫ই আগষ্ট হইতে প্রচলিত হইয়াছে। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হইল দরিদ্র শিশু, বিশেষ করিয়া উপজাতি এলাকায় ৬ বৎসর যে সকল দরিদ্র শিশু গর্ভবতী মা ও প্রসূতি অপুষ্টিতে ভুগিতেছেন তাহাদের মধ্যে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা। এই কার্য্যসূচীতে প্রতিদিন প্রতি উপকৃতের জন্য সাড়ে ত্রিশ পয়সা ধার্য আছে। তন্মধ্যে ২৫ পয়সা খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বাবত ও সাড়ে পাঁচ পয়সা খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে খাদ্যদ্রব্য পরিবহণ ও প্রশাসনিক ব্যয় সংকুলানের জন্য। প্রতিদিন প্রতি উপকৃত শিশুদিগকে ৬০ গ্রাম চাউল এবং ৩০গ্রাম মুসুরী ডালের সম্ভবস্থলে তরকারীসহ খিচুরী রান্না করিয়া বিতরণ করা হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে এপর্যন্ত ৬২৪টি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং ৪৯৫৯৭ জনের মধ্যে খাদ্য বিতরণ করা হইতেছে। এই কার্য্যসূচী উপজাতি কল্যাণ বিভাগের সম্প্রসারণ আধিকারিকের সাহায্যে জিলা উপজাতি কল্যাণ প্রকল্প আধিকারিক, উপজাতি কল্যাণ প্রকল্প আধিকারিক ও সমষ্টি উন্নয়ণ আধিকারিকগণের মারফত রূপায়ণ করা হইতেছে। উক্ত অফিসারগণ নিউট্রিশন সেন্টারগুলির জন্য চাউল খাদ্য দপ্তরের সরকারী খাদ্য গোদাম হইতে গ্রহণ করেন, রেশনের দোকান হইতে গ্রহণ করেন না। ভারতীয় খাদ্য নিগম হইতে চাউল গ্রহণ করার পূর্বেই খাদ্য দপ্তরের প্রয়োগিক শাখার কর্মীগণ যত্নের সহিত এ' চাউল পরীক্ষা করিয়া নেন। ত্রিপুরার ভারতীয় খাদ্য নিগমের গোদামের প্রায় ১২০০০ মেট্রিক টন চাউল আছে। উক্ত চাউলের বেশীর ভাগ পরিমাণই যথা নিদিষ্ট মান হইতে নিম্নস্তরের বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় এ' চাউলের প্রায় ৩৭টি নমুনা সংগ্রহ করিয়া কলিকাতার কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণাগারে গুণগত মান পরীক্ষা করার জন্য পাঠানো হইয়াছিল। ভারত সরকারের অধীনস্থকেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য আধিকারিকের পূর্ব সম্মতি ভিন্ন উক্ত গবেষণাগারে চাউলের মান পরীক্ষা করা সম্ভব নয় বলিয়া এ' নমুনা মোড়কগুলি তাহারা ফেরত পাঠাইয়া দেন এবং এই রাজ্যেই উক্ত নমুনাগুলি বিশ্লেষণ করার জন্য পরামর্শ দেন। সেই জন্য উক্ত চাউলের নমুনা ত্রিপুরার সরকারী বিশ্লেষকের কাছে পরীক্ষার জন্য প্রেরিত হয়। বিশ্লেষকের প্রতিবেদনা অনুযায়ী ৩৭টি নমুনার মধ্যে ৩৩টিই নিদিষ্ট মান হইতে ও নিম্ন মানের এবং ৪টি নমুন কেবলমাত্র ঝাড়াই বাছাই এবং অন্যান্য প্রায়োগিক ব্যবহারের পর গ্রহণযোগ্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। অনুমান হয় যে ত্রিপুরায় ভারতীয় খাদ্য নিগমের বিভিন্ন ভাণ্ডার হইতে প্রায় ২০০ টন অনুরূপ মানের চাউল পাওয়া যাইতে পারে। মূল্য পরিপোষক ব্যবস্থা ব্যতিরেকে রাজ্য সরকার ১৯৭৭-৭৮ সনে ধান ও চাউল সংগ্রহ করেন নাই। ১৯৭৭-৭৮ সালে কেবল মাত্র ১১৩ মেট্রিক টন ধান এইভাবে সংগৃহীত হইয়াছে যেখানে ১৯৭৬-৭৭ সনে ১৪,৬৫৬ মে. টন ধান এবং ১৯৭৫-৭৬ সনে ১৪,১০০ টন ধান সংগৃহীত হইয়াছিল। ১৩মার্চ ১৯৭৮ইং তারিখে রাজ্য সরকারের চাউলের মজুতের পরিমাণ ২৪৯৭ মে টন। চলতি মার্চ মাসের সরবরাহের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়া ২০০০ টন হইবে বলিয়া অনুমাণ করা যাইতেছে। এই সরবরাহের পরিমাণ এপ্রিল হইতে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত আরও বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ও অনুমাণ করা সম্ভব। উপরিবর্ণিত কারণে সারা বৎসরের চাহিদা পূরণের জন্য ভারতীয় খাদ্য নিগম হইতে আমাদের চাউল সংগ্রহ করিতে হইবে। আমরা ১৯৭৮ইং সনের জন্য ভারত সরকারের নিকট ২৪০০০ মে. টন চাউল বরাদ্দ করার জন্য দাবী জানাইয়াছি। ১৯৭৮ইং সনের জানুয়ারী এবং ফেব্রুয়ারী মাসে চাউলের বরাদ্দ এবং সরবরাহের পরিমাণ নীচে দেওয়া হইল।

মাস	বরাদ্দ	ভারতীয় খাদ্য নিগম কর্তৃক সরবরাহের পরিমাণ
জানুয়ারী'৭৮	১৫০০মে. টন	০ ৬২৫ মে. টন
ফেব্রুয়ারী'৭৮	১৫০০ মে. টন	০ ৩২২'৮ মে. টন

গত দুইমাসে ভারতীয় খাদ্য নিগম কর্তৃক সরবরাহের পরিমাণ অত্যন্ত অপ্রতুল। এই প্রসঙ্গে বিগত ২৮।২।৭৮ইং তারিখে খাদ্য ও জন সংভরণ দপ্তরের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রীর অফিস ঘরে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে জোনাল ম্যানাজার এফ,সি,আই কলিকাতা এবং এফ,সি,আই'র অন্যান্য অফিসারগণ উপস্থাপিত ছিলেন। ভারতীয় খাদ্য নিগমের ত্রিপুরার বাহিরে অবস্থিত ভাণ্ডার হইতে প্রায় ৮০০০ হইতে ১০,০০০ মে. টন উপযুক্তমানের গ্রহণযোগ্য চাউল দ্রুত পাঠাইবার ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আসন্ন খরা ও বর্ষা-

কালীন মাসগুলিতে অধিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে চাউলের মজুদ ভাণ্ডার গড়িয়া তোলার জন্য ভারত সরকারের নিকট মার্চ মাসের শেষ নাগাদ ১০,০০০ মে, টন চাউল বরাদ্দের জন্য লেখা হইয়াছে। তদনুসারে ভারত সরকার ১০,০০০ মে. টন চাউলের আগাম বরাদ্দ ও করিয়াছেন। সরবরাহের অবস্থা ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিতেছে। প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায় যে প্রায় ২০০০ মে, টন চাউল উত্তর প্রদেশ এবং আসামের খাদ্য নিগমের ভাণ্ডার হইতে মার্চ মাসের প্রথমেই প্রেরিত হইয়াছে। আরও ৪০০০ মে, টন চাউল মার্চ মাসের তৃতীয়/চতুর্থ সপ্তাহে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাজ্য সরকার ভারতীয় খাদ্য নিগম হইতে প্রচুর পরিমাণে গ্রহণযোগ্য উপযুক্ত মানের চাউল পাইবার জন্য সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইতেছেন যাহাতে ভোক্তাগণের মধ্যে রেশনিং ব্যবস্থারমাধ্যমে চাউল যথাযথভাবে সরবরাহ করা হয়। পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহ কেন্দ্রগুলিতে এবং রেশন দোকানের মারফত ভোক্তাগণের মধ্যে গ্রহণযোগ্য ভাল চাউল বন্টন করার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশ্যান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি যে পূর্বতন সরকার এই নিউট্রেশন সেন্টারগুলি অপেন করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই সব সেনটারে তাদের লোকগুলিকে বসিয়ে ছিলেন, ফলে সেন্টারগুলিতে যে বরাদ্দ হয়, যে পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়ার কথা, সেগুলি ঠিক ঠিকভাবে দেওয়া হচ্ছে না। এমন কি চাউল রেশন দোকান থেকে কিনে সেখানে সরবরাহ করা হয় নিকৃষ্টমানের চাউল, ডাল সরবরাহ করা হয়। এমন কি কোথাও কোথাও চাউল নেই, এই সমস্ত তথ্য মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে সংগৃহীত আছে কিনা?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---চাউল, এই সম্পর্কে আমার দপ্তরের কোন তথ্য নেই। তবে সাধারণ ভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে খারাপ চাউল যাতে না দেওয়া হয় এবং সরাসরি আমাদের সরকারের গুদাম থেকে নেওয়া হয় সেই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে এবং কোনে কোন জায়গায় দিচ্ছেও। এই আমরা মোটামুটি স্টেপ নিতে পারছি। এই সঙ্গে আমি আরো বলছি যে সেন্ট্রাল গুদাম থেকে চাল নেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে ইতি মধ্যেই।

শ্রীখগেন দাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ৩৬টা সেম্পলের মধ্যে ৩২টা সেম্পলই নিকৃষ্ট ধরণের চাল। আমি জানতে চাই ঐ চাল গুলি কবে কিনা হয়েছিল। এটা আমার এক নাম্বার প্রশ্ন, নাম্বার টু হচ্ছে-ফুড ডাইরেক্টরিয়েট অফিসাররা এফ,সি,আই,এর সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছিলেন তারা টেকনিক্যাল অ্যাক্সপার্ট কিনা, কিংবা টেক্নিক্যাল অ্যাক্সপার্ট সম্বন্ধে তাদের কোন অভিজ্ঞতা আছে কিনা, নাম্বার থ্রি হচ্ছে, যদি তারা টেক্নিক্যাল অ্যাস্পার্ট না হন তাহলে এই সব অফিসাররা এফ, সি, আই, অফিসারদের কাছ থেকে কোন ঘুষ নিয়েছেন কিনা এই নিকৃষ্ট চাল কেনার জন্য।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---প্রথমত এটা এফ,সি,আই এর চাল। এটা তাদের গুদামেই থাকে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকার লিফট্ না করছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই দায়িত্ব তাদেরই, আমাদের না। এর আগের বক্তব্যে আমি বলেছিলাম ১২ হাজার মেট্রিক টনের মত খারাপ চাল পাওয়া গেছে। এই চাল আমরা নেব না। এফ,সি,আই সেটা ফেলে দিক, কিংবা সরিয়ে ফেলুক। সেটার দায়িত্ব আমরা নেবনা। আমি ব্যাক্তিগত ভাবে কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীকে বলে দিয়েছি। তখন তাঁরা একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন যে, আপনাদের এইখানে ২৮ হাজার মেট্রিক টন চাল যাচ্ছে। আমাদের কোন গুদাম আপনাদের ওখানে নেই। আমরা সে চাল কোথায় রাখব। আমরা বলেছি সে ত্রিপুরা সরকারের হাতে যে গুদাম আছে তা আপনারা ভাড়া নিতে পারেন যদি আপনারা টাকা দেন। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের বাজে চাল রিপ্লেস করার ব্যবস্থা করছেন এই সর্ম্পর্কে আপনাদের আমি আশ্বাস দিতে পারি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন ঃ মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন ৩৩টা নমুনা হচ্ছে নিকৃষ্ট। আমরা দেখেছি কিছু দিন আগেও এই খারাপ চাল গুলি রেশন সপে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই এই ৩৩টা খারাপ চালের মধ্যে কতটা লিফট্ করা হয়েছিল?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---লিফট্ করা হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই। তবে এই খারাপ চাল একটাও নেব না এটা আমি বলতে পারি। তবে মাননীয় সদস্যদের যদি তথ্য জানা থাকে তাহলে সে তথ্য যদি তিনি আমাদের দেন তাহলে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, আর এর আগে টেকনিক্যাল অ্যাক্সপার্ট সম্বন্ধে যা জানতে চাওয়া হয়েছে তার উত্তরে আমি বলতে পারি যে আমাদের ডিপার্টমেন্ট টেকনিক্যাল অ্যাক্সপার্ট আছেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেশন, আমি জানতে চাই আপনার নির্দেশের পর আর কোন চাল লিফর্ট করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---এ তথ্য আমাদের জানা নেই।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ---পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন, এই সমস্ত বাজে চাল বিভিন্ন রেশনের দোকানে এবং সাব ডিভিশন্যাল রেশন সপে আছে। এবং রেশন সপগুলি এই পচা চাল বিক্রি করছে। সেই সমস্ত চাল ফেরত নেওয়া হয়েছে কিনা রেশন সপ থেকে এটা আমি জানতে চাই।

শ্রীদশরথ দেব ঃ---কোন জায়গায় হয়েছে তা বললে আমরা পরীক্ষা করবো এবং খাবারের অযোগ্য হলে নিশ্চই সেটা ফিরিয়ে আনব।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ---সোনামুড়া সাবডিভিসানের যে সমস্ত রেশনের দোকান আছে, যেমন, ধনপুর, কাঠালিয়া, সোনামুড়া শহর, মেলাঘর বাজারে সেগুলি বিক্রি হয়েছে কি না ?

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ---গ্রাম ত্রিপুরায় দেখা যাচ্ছে ২ টাকা ২·৫০ টাকার নীচে চাল পাওয়া যায় না। ২ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। সেখানে সরকার রেশন সপ খোলার কথা চিন্তা করছেন কিনা এবং ঐ যে চাল আসার কথা বললেন সেটা দিয়ে প্রয়োজন মেটানো যাবে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ---সরকারের পক্ষ থেকে ২৮ হাজার মেট্রিক টন চাল চাওয়া হয়েছে। কেন্দ্র তা বরাদ্দ করেছেন। ইতিমধ্যে কিছু এসেও গিয়েছে। চাহিদা মত সব চাল যদি আসে তবে আর অভাব হবেনা। চাল যদি আমরা পাই এবং যেখানে যেখানে রেশন সপ নাই, প্রয়োজন হলে সেখানে রেশন সপ খোলা হবে। সরকার এ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন আছেন। আর কিছু নিউট্রেশান সেন্টার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, তা ইতিমধ্যে খোলার নির্দেশও দিয়েছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ---মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যাহা বলেছেন, তাতে সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। বিগত সরকারের আমলেই কিছু কিছু খারাপ চাল লিফট করা হয়েছে। এটা তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই। আমাদের যতটুকু ধারণা তাতে আমরা মনে করি ঐ চাল ১৯৭৪ সালে সংগৃহীত চাল বলে সন্দেহ করি। এবং সে চাল আসামের গুদামে ছিল। কিভাবে এখানে এই খারাপ চাল এসেছে এই বিষয়টি আমরা দেখব। দ্বিতীয়তঃ যে চাল সংকটের কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে চাল সংকট নেই। তবে জোর জুলুম করে কারো কাছ থেকে চাল আদায় করি নি। আমরা কৃষকদের ঘরে ধান

রেখে দিয়েছি, এবং তারই জন্য প্রায় একই ধরণের দাম সমস্ত এলাকায় দেখতে পাচ্ছি। যা হেরফের তা খুবই সামান্য। কোথাও হয়তো ৫/১০ পয়সার তফাৎ। ২'৫০ টাকা চালের দাম কোথাও হয় নাই। কাজেই এই ধরণের আতঙ্কজনক তথ্য যদি দেওয়া হয় তাতে যারা হোল্ডার তাদের সাহায্য করা হবে। এটা যেন তাঁরা না করেন। হোল্ডার যারা তারা নিশ্চই আছেন। আমরা চাল চলাচলের উপর কোন বাঁধার সৃষ্টি করি নি। আমরা সমস্ত বাঁধা তুলে দিয়েছি। সেটা দুর্নীতির কারণ হতো বলেই এটা আমরা করেছি। কাজেই আমরা বিশ্বাস করি সমস্ত মানুষ গ্রামাঞ্চলে তাদের দায়িত্ব নিয়ে দেখবেন যাতে কোন জায়গায় খাদ্য মজুত না হয়। তাহলে চাল সংকট হওয়ার কোন কারণ নেই। এই আশ্বাস আমি দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার ঃ---আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখম মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীহরিনাথ দেববর্মা কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন ঃ---

"গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ ইং রাত্রে বিশালগড় থানার অন্তর্গত রাঙ্গাপানীয়া গ্রামের শ্রীকানা মিঞার এবং জয়মঙ্গল পাড়ার শ্রীতাপস দেববর্মার বাড়ীতে ডাকাতি সম্পর্কে এবং তজ্জনিত কারণে এলাকার জনগণের মনে ত্রাসের সঞ্চার সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---স্যার, এটার জবাব আমি বিকেলে দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ---মাননীয় হোম মিনিষ্টার এটার উত্তর বিকেলে দেবেন। আজ আরো একটি দৃষ্টি আকষণী নোটিশের উপর মাননীয় মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় হোমমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীগৌতম দত্ত কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির বিষয় বস্তু হলো ঃ---

"বিশালগড় থানা এলাকায় সেকেরকোট নয়াগ্রাম সভায় গত ১৯-৩-৭৮ ইং একই রাত্রে দুটি সশস্ত্র ডাকাতি।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী ঃ---মাননীয় স্পীকার স্যার, ঠিক একই ধরণের আরো একটি কলিং এটেনশন নোটিশ শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া দিয়েছেন। এই ডাকাতির ব্যাপারে। কাজে কাজেই এর উত্তর আমি একসঙ্গে উপস্থিত করতে চাই।

গত ১১ই মার্চ ১৯৭৮ ইং তারিখ বিশালগড় থানায় ডাকাতি সম্পর্কে দুইটি অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়। একটি ডাকাতি সংগঠিত হয় সেকের কোটের শ্রীহরেন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে গত ১০ | ১১ই মার্চ রাত প্রায় ১টায় এবং অপরটি সংগঠিত হয় নয়া গ্রামের শ্রীঅহিন্দ্র কুমার রায়ের বাড়ীতে ঐ একই তারিখে রাত প্রায় ২টা ৩০ মিঃ এর সময়।

অভিযোগমূলে এবং তদন্তে দুইটি ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ--

(১) গত ১১ই মার্চ সকাল প্রায় ৭টা ২৫ মিঃ এর সময় সেকেরকোট গ্রামের শ্রীসুকুমার চক্রবর্তী পিতা মৃত সুরেন্দ্র চক্রবর্তী বিশালগড় থানায় উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করেন যে, পূর্ব রাত্রে অর্থাৎ ১০ | ১১ রাত্র আনুমানিক ১টার সময় অপরিচিত ২০ | ২৫

জনের এক ডাকাত দল লাঠি, দাও, ডেগার নিয়ে তাহার গ্রামের শ্রীহরেন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে হানা দেয়। ডাকাতদল ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করে এবং বাড়ীর লোকজনদের লাঠি দিয়া আঘাত করে, ডাকাতেরা প্রায় নগদ দুই হাজার টাকা এবং সোনার অলংকার, কাপড়-চোপড় এবং বাসনপত্র নিয়ে চলে যায়। এই দুর্বৃত্তদের মুখে রঙ মাখানো ছিল। তাদের মধ্যে কেহ কেহ মাথায় গামছা এবং কেহ কেহ রুমাল বাঁধিয়াছিল। শ্রীহরেন্দ্র ঘোষের বাড়ী সেকেরকোট বাজার হইতে অনুমান ১৫০ গজ পশ্চিমে অবস্থিত। শ্রীসুকুমার চক্রবর্তীর অভিযোগমূলে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫ | ৩৯৭ ধারায় বিশালগড় থানায় ৫(৩)৭৮ নং মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়।

(২) দ্বিতীয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নয়াগ্রামের শ্রীঅহিন্দ্র কুমার রায় পিতা মৃত জনবন্ধু রায় গত ১১ই মার্চ বেলা প্রায় ১২টা ৩৫ মিঃ এর সময় বিশালগড় থানায় উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করেন যে, পূর্ব রাত্রে অর্থাৎ ১০ | ১১ মধ্য রাত্র প্রায় ২টা ৩০ মিঃ এর সময় এক অপরিচিত ডাকাতদল লাঠি, ডেগার দাও নিয়ে তাহার এবং তাহার ভাই শ্রীতেজেন্দ্র রায়ের বাড়ীতে হানা দেয়। দুর্বৃত্তদের মুখে রঙ মাখানো ছিল এবং তাদের কাহারো মাথায় রুমাল এবং কাহারো মাথায় গামছা দিয়ে ঢাকা ছিল। এই ঘটনায় নগদ ১২৫ টাকা কিছু সোনার অলংকার, গৃহস্থালির কিছু বাসনপত্র এবং কতক কাপড়-চোপড় বাড়ী হইতে চুরি যায়! বাড়ীর বাসিন্দাদের কেহই ডাকাতদের দ্বারা আহত হয় নাই। বিশালগড় থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা এবং ঐ অঞ্চলের সার্কেল ইন্সপেক্টার খবর পাওয়ার সাথে সাথেই ঘটনাস্থলে পরিদর্শনে যান। নয়াগ্রাম এবং সেকেরকোট প্রায় পাশাপাশি এবং উভয় ঘটনাস্থানের দূরত্ব আনুমানিক আধ মাইল। পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার গত ১০ | ১১ই মার্চ ঘটনাটির তদন্তের তত্বাবধানে যান। তদন্তের সুবিধার্থে পুলিশ কুকুরের সাহায্য নেওয়া হইয়াছে। শ্রীহরেন্দ্র ঘোষের বাড়ীর উঠানে একটি ৯মিঃ মিটার তাজা কার্তুজ পাওয়া যায়। উহা দুর্বৃত্তরা ফেলে যায়। একটি ছোট ডেগারও ঐ ঘটনাস্থল হইতে উদ্ধার করা হয়। কুঠারের মত একটি অস্ত্র দিয়ে দুবৃত্তরা উভয় গৃহের দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করে। ঘটনাস্থল হইতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে আন্তর্জাতিক সীমানার কাছাকাছি যাওয়ার পর মতিনগর পর্য্যন্ত পুলিশ কুকুর দুবৃত্তদের খোজে অনুগমন করে। দুবৃত্তরা পশ্চাৎ অপসারণের সময় পথে পাণ্ডবপুর গ্রামে একটি তিন ব্যাটারীর টর্চ লাইট ফেলে যায়। এই টর্চ লাইটটি বাংলাদেশের নির্মিত। পুলিশ কুকুরের অনুসরণক্রমে ৩ জনকে সন্দেহ করা হয়। তাহারা হইল (১) পাণ্ডবপুরের শ্রীনিকুঞ্জ অধিকারী (২) বাংলাদেশের নাগরিক আবদুল আহিদ ওরফে আহিদ মিঞা এবং (৩) পাণ্ডবপুরের দেবেন্দ্র সূত্রধর। তাহাদের সবাইকে গত ১১ই মার্চ, ১৯৭৮ ইং তারিখে পাণ্ডবপুর গ্রামে গ্রেপ্তার করা হয়। সন্দেহ করা হইতেছে বাংলাদেশ এবং ভারতের মিলিত একটি দুবৃত্তদল এই উভয় ঘটনা সংগঠিত করিয়াছে। উভয় ঘটনাস্থলের দূরত্ব বায়েরমুড়া বি, এস, এফ বি ও পি হইতে ২ থেকে ২½ কিঃ মিটার এবং ঘোরা পথে বিশালগড় হইতে ১০ কিঃ মিটার এবং বাংলাদেশ বর্ডার হইতে ৩½ কিঃ মিঃ মত হইবে।

শ্রীমতিলাল সরকার—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই যে ডাকাতির ঘটনা ঘটছে তাতে মনে হয় যে সীমান্তের উভয় প্রান্তের মানুষের যোগসাজসে এটা হচ্ছে,

তার ফলে ঐখানকার জনসাধারণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে তাই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে চাই সেখানে সরকার কোন ব্যবস্থা নিয়েছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে, বাংলাদেশ এবং ভারতের মিলিত একটি দুর্বৃত্ত দল এই উভয় ঘটনা সংঘটিত করেছে। সেখানে একটি অস্থায়ী ক্যাম্প বসানো হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যকে বলবো, যাতে ঐ অঞ্চলে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা হয় তার জন্য পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে। সেখানকার জনসাধারণকে বলুন। যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন হবে তা পুলিশের কাছে আছে তাদের প্রয়োজন হলে তারা যেন পুলিশের সাহায্য নেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, ঐ ডাকাতির ঘটনায় আহত প্রধান শিক্ষক শ্রীমানব বেতাবি সম্পর্কে কোন তথ্য আছে কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---না এই রকম তথ্য আমার কাছে নেই। উনি কি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---আমি পত্রিকায় পড়েছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী---ঐখানে যে কার্তুজ পাওয়া গেছে তার মধ্যে কি কোন ছাপ ছিল, বাংলাদেশ বা ইণ্ডিয়ার।.

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---এটা খোঁজ নিয়ে দেখবো।

শ্রীবাদল চৌধুরী---কোন সময় পুলিশকে খবর দিয়েছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---এই ঘটনার সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া---১০ তারিখ রাত্রি ১টায় ঘটনা ঘটেছে কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন ১১ তারিখ পাঠানো হয়েছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে কি করে হয় ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী---আমি আগেই বলেছি সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তার মানে ১১ তারিখ আমি সংবাদ পেয়েছি।

মিঃ স্পীকার ঃ--- অপর একটা দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিস। বিধায়ক শ্রীসুনীল চৌধুরী। নোটিশের সারমর্ম গত ১১ই মার্চ আমলীঘাট সাব্রুম বি, এস, এফ, ক্যাম্পের নিকটবর্তী স্থানে কেশব দাসের বাড়ীতে ডাকাতি সম্পর্কে। আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। আজকে যদি সম্ভব না হয় তবে আপনি তারিখ দিবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- আমি ১৭ তারিখ এই সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় মন্ত্রী ১৭ তারিখ বিবৃতি দেবেন। Presentation of the Report of the Public Accounts Committee এ্যাকাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীখগেন দাস মহাশয়কে পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির ২৬ তম রিপোর্ট হাউসে পেশ করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীখগেন দাস ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পাবলিক এ্যাকাউন্টস কমিটির ২৬ তম রিপোর্ট হাউসে পেশ করছি।

Voting on supplementary Demands for Grants for 1977-78

মিঃ স্পীকার ঃ--- পরবর্তী কার্য্যসূচী হচ্ছে ১৯৭৭-৭৮ইং সনের অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরীর দাবীগুলির উপর আলোচনা ও ভোট। ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব সমূহ একসঙ্গে হাউসে উপস্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। এখানে একটা ছাঁটাই প্রস্তাব আছে ছাঁটাই প্রস্তাবটি উত্থাপিত হয়েছে বলে গণ্য করা হলো। প্রথমে ব্যয় বরাদ্দ এবং ছাঁটাই প্রস্তাবের উপর আলোচনা হবে এবং আলোচনা শেষ হলে পর আমি প্রথম ছাঁটাই প্রস্তাবটি ভোটে দেব এবং পরে ব্যয় বরাদ্দের মঞ্জুরীর দাবীগুলি এক এক করে ভোটে দিচ্ছি। আমি এখন ছাঁটাই প্রস্তাবের উপর আলোচনা আরম্ভ করার জন্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়াকে অনুরোধ করছি। প্রস্তাবটি হলো---

"That the amount of the demand be reduced by Rs. 100/- to ventilate the following grievance.

উদয়পুর মহকুমার গর্জনমূড়া, কিল্লা বাজার তুইনানি বাজারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। আমি আলোচনা আরম্ভ করবার জন্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়াকে অনুরোধ করছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ--- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উদয়পুর কিল্লা বাজার তুইনানি বাজারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমি বলছি। সেখানে হাজার হাজার মানুষ চিকিৎসার অভাবে মরছে। সেখানে সুষ্ঠু চিকিৎসার জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র খোলার জন্য আমি প্রস্তাব এনেছি। উদয়পুর থেকে দক্ষিণ মহারাণী, উত্তর মহারাণী ১০ মাইল দূরে অবস্থিত। উত্তর মহারাণীতে যে প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে সেখানে আসা গরীব মানুষের পক্ষে সম্ভব না। গর্জনমূড়াতে আমরা দেখি হাজার হাজার মানুষ পরে আছে চিকিৎসার অভাবে তাদের কোন চিকিৎসা হচ্ছে না। আঠার মূড়াতে ডিসপেনসারি আছে কিন্তু সেই ডিসপেনসারিতে ঔষধ থাকে না। আমরা দেখছি আমরা রিপোর্ট পেয়েছি সেখানে ডাক্তার বাবুরা নাকি গ্রামের লোকদের বলে দেয় তোমরা ঔষধ বাজার থেকে কিনে নিও। এবং যে ঔষধ আছে সেই ঔষধ দাম দিয়ে তাদের ক্রয় করতে হয়। এলাকায় গেলে ডাক্তার বাবুরা নাকি টাকা গ্রহণ করে। এই বামফ্রন্ট সরকার গঠন করার পরে এই সব রিপোর্ট আমরা পেয়েছি। কাজেই এইসব ব্যাপারে একটা সুষ্ঠ চিকিৎসা করার জন্য সরকার থেকে যেন নজর দেওয়া হয়। ব্যয় বরাদ্দের জন্য ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা চাওয়া হয়েছে, স্যাপলিমেণ্টারী ডিম্যাণ্ড চাওয়া হয়েছিল সেটা সমর্থন করতে পারি না। ঔষধপত্রের ব্যাপারেও সরকার থেকে কোন সুষ্ঠ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি।

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটকে আমরা গ্রহণ করতে পারিনা। কিছুদিন আগে কোয়েশ্চান আওয়ারে উত্তর ত্রিপুরার সদর দপ্তর কুমারঘাট থেকে কেন কৈলাশহরে স্থানান্তর করা হলো, যেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কংগ্রেস আমলে বিল্ডিং করা হয়েছে, সেই লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি করে হঠাৎ করে কৈলাশহরে সদর দপ্তর স্থানান্তর করার কারণ সম্পর্কে প্রশ্নবানের ঝড় উঠেছে। আমরা দেখেছি ১৯৭৩ ইং সনে এই বামফ্রন্ট সরকার কুমারঘাটে সদর দপ্তর স্থাপন করার জন্য শ্লোগান দিয়েছিলেন এবং হাজার হাজার মানুষকে ঐ শ্লোগানের সামিল হয়ে কুমারঘাটে

সমবেত হবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আজকে দেখছি উনারা সদর দপ্তর কৈলাশহরে স্থানান্তর করার জন্য কোমর বেধে লেগেছেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বামফ্রন্ট শরীকদের মধ্যে কোন ঐক্য নাই। কিছুদিন আগে দৈনিক সংবাদে আমরা দেখেছি উদয়পুরের অন্তর্গত গকুলপুরে একটি কুয়া খননের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে সি-পি-এম এর বিশিষ্ট নেতা শ্রীনরেশ বাবু এবং শ্রীগোপাল দাসের মধ্যে প্রচণ্ড বাক বিতণ্ডা হয়ে গেছে। কাজেই এই সরকারের শরীকদের মধ্যে যে ফাটল ধরছে, এটা তারাই পূর্বাভাষ।

চিকিৎসা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমি বলব যে, উনারা এক অসহনীয় পরিবেশের সৃষ্টি করে রেখেছেন। আমরা দেখেছি কৈলাশহরের অন্তর্গত মানিকপুর, ছামনুতে ঔষধপত্র রীতিমতন পাওয়া যায়না। হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার আছে নার্স নেই, নার্স আছে ডাক্তার নেই। বামফ্রন্ট সরকার আদি থেকেই যে ভাওতাবাজী শুরু করেছেন সেটা কখনও গ্রহণযোগ্য নয়। কুমারঘাট থেকে সদর দপ্তর সরানোর ব্যাপারে আমরা উনাদেরকে ইতিহাসের মহাম্মদ বিনতুঘলকের সংগে তুলনা করতে পারি। মহাম্মদ বিন-তুঘলক যেমন নিজের খেয়ালখুশিমতই রাজধানী স্থানান্তর করেছেন, অনুরূপভাবে উনারাও সদর দপ্তর নিজেদের খেয়াল খুশিমতন কুমারঘাট থেকে কৈলাশহরে এনেছেন। কাজেই উনাদেরকে মহাম্মদ বিন-তুঘলকের সংগে তুলনা করলে অতুক্তি হবেনা বলে আমি মনে করি। আমি মাননীয় বিধায়কগণ এবং মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের নিকট আবেদন রাখছি যে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের সার্বিক কল্যাণের দিকে নজর রেখে উনারা যাতে নিজে-দেরকে জনসেবায় নিয়োজিত করেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীখগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হাউসে যে সাপ্লি-মেন্টারী গ্রান্টস পেশ করেছেন তাকে আমি সমর্থন করি, এবং বিরোধী পক্ষ থেকে সারবত্তাহীন যে যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে তার আমি বিরোধীতা করি। উনারা হয়তো জানেন না যে এইটাই বামফ্রন্ট সরকারের বাজেট নয়। আগামী দিনে এই বিধান সভায় বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার শতকরা ৯০ জন দ্ররিদ্র জনসাধারণের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে বাজেট পেশ করবেন। সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ড ফর গ্রান্টস যেটা অল্প সময়ে এবং সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে ত্রিপুরার প্রতিটি গরীব মানুষের দিকে লক্ষ রেখে প্লেস করা হয়েছে, সেই টা কাটা যাতে ব্যয় করা যায় তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার সচেষ্ট থাকবেন এবং যেহেতু গরীব মানুষের স্বার্থের দিকে নজর রেখেই এই বাজেটটি উপস্থাপন করা হয়েছে, সেই হেতু সেটাকে আমি সমর্থন করি। বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যারা সব-সময়েই কনট্রাডিকটরি স্টেটমেন্ট দিচ্ছেন। উনারা বলেছেন যে গ্রামাঞ্চলে স্কুল নেই যেগুলি আছে সেগুলি ভগ্নাবস্থায় আছে, মেরামতও করা হচ্ছেনা। গতকাল আমি বিধান সভায় একটা প্রশ্ন করেছিলাম মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীকে এবং তাতে আমি জানতে পারলাম যে ৩০-৯-৭৭ সন পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে জুনিয়র বেসিক স্কুলের সংখ্যা হল ১৩৭৭টি। আর সিনিয়র বেসিক স্কুলের সংখ্যা হল ২৭২টি। তার মধ্যে ২৮২টি জুনিয়ার বেসিক স্কুল এবং ১২১টি সিনিয়ার বেসিক স্কুল ভগ্নাবস্থায় আছে। তারপর উনারা বলেছেন যে গ্রামাঞ্চলে টিউবওয়েল নেই, রিংওয়েল নেই। এবং যে কয়েকটা আছে সেগুলিও অকেজো

অবস্থায় আছে। কিন্তু সেটাতো একদিনে হয়নি। দীর্ঘ ৩০ বছরে কংগ্রেসী অপশাসনের ফলেই হয়েছে। বিগত তিন দশক ধরে যে ২৮২টি জুনিয়র বেসিক স্কুল এবং ১২১টি সিনিয়র বেসিক স্কুল ভগ্নাবস্থায় পড়ে আছে, কেন এই তিন দশক ধরে স্কুলগুলিকে ভগ্নাবস্থায় রাখা হয়েছে, কারণ কংগ্রেস চেয়েছিল যে গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ যাতে সুস্থ অবস্থা থেকে আর জাগ্রত হতে না পারে, তারা যাতে নিজেদের শোষণ বজায় রাখতে পারেন। বিরোধী গ্রুপের সদস্যগণকে, যারা এতদিন কংগ্রেসের লেজুর ধরেছিলেন, তাদেরকে এজন্য ধীক্কার জানাই

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি গত বছর ১৬ কোটি টাকা বাজেটের মধ্যে ধরা হয়েছিল। এই ১৬ কোটি টাকার মধ্যে ৪ কোটি টাকা খরচ হয়েছে, আর ১২ কোটি টাকা এক মাসে খরচ করা হবে। সেই টাকা থেকে গ্রামাঞ্চলে রাস্তা করার জন্য ১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় এবং আরও সাড়ে সাত লক্ষ টাকা যখন চাওয়া হয় ভিলেজ রোডগুলির উন্নতিকল্পে, তখন তারা তার বিরোধীতা করেছে। কিন্তু এই সমস্ত গ্রামাঞ্চলে যখন বর্ষা আসে, তখন সেই রাস্তাগুলি দিয়ে মানুষ চলাচল করতে পারেনা। আমরা দেখেছি ফেব্রুয়ারী মাসের ১৬ তারিখে এই ভিলেজ রোডগুলির উন্নয়ন করার জন্য যখন মন্ত্রী সভার সিদ্ধান্ত হলো, তখন কিছু আমলা উক্ত কাজগুলি যাতে ৩১শে মার্চের মধ্যে সম্পন্ন না হয় তার জন্য চক্রান্ত করেছিলেন। এই সমস্ত আমলাদের মধ্যে কিছু কিছু ভাল আমলা আছেন যারা নাকি এই কাজগুলি তাড়াতাড়ি শেষ করা যায় তারজন্য চেষ্টা করছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, উনারা বলেছেন যে গ্রামাঞ্চলে টিউবওয়েল নেই রিংওয়েল নেই, অনেক টিউবওয়েলের ম্যাটেরিয়েলস নেই। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ১০ লক্ষ টাকার ম্যাটেরিয়েলস এর অর্ডার দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলি এসেও গেছে। এই গুলিতো এক দিনে ঘটেনি। দীর্ঘ ৩০ বছরের কংগ্রেসী শাসনে এই সমস্ত টিউবওয়েলগুলি অকেজো অবস্থা পড়ে ছিল। তারপর আমরা দেখেছি রিংওয়েল এবং টিউবওয়েলের ম্যাটেরিয়েলস যেগুলি ত্রিপুরা রাজ্যে ছিল, সেগুলি করার জন্য যে অল্প পরিমাণ সিমেন্ট ছিল, সেই সমস্ত কাজগুলি যাতে তরান্বিত না হয় তার জন্য কিছু কিছু আমলা বাধার সৃষ্টি করছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই রিংওয়েল, টিউবওয়েল, সিমেন্ট আনার জন্য গ্র্যান্টে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হাজার হাজার বেকারের প্রশ্নটাও এই বিধান সভায় উঠেছে। দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে উনারা কিছু বলেননি। ১৯৫৭ সালে যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে বেকারের সংখ্যা ছিল ১৬২০ জন, ৩১শে ডিসেম্বর, ১৯৭৭ইং এর হিসাবে দেখা যায় ত্রিপুরাতে বেকার সংখ্যা বেড়েছে ৫৯ হাজার। বিগত কংগ্রেসী অপশাসনই এই বেকার বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। কংগ্রেসী সরকার ঘুষ নিয়ে নিজেদের আত্মীয় স্বজনকে চাকরি দিয়েছেন।

শ্রীখগেন দাস :---এই বেকারদের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি যে গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র এবং কুটিরশিল্প এবং হস্তশিল্প স্থাপনের জন্য কোটি কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে অতীতে ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছে এবং সেগুলি সুখময় বাবু, শচীনবাবুর আমলে নিজেদের পেটোয়া লোকেদের পকেটে গিয়েছে। হিসেব করে দেখা গেছে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে অথচ হ্যাণ্ডলুম, এবং ছোট ছোট প্রকল্প, মাঝারী প্রকল্প সবগুলি বন্ধ হয়ে আছে, সেগুলির অস্তিত্ব নেই

নিজেদের পেটোয়া লোকেদের মধ্যে টাকা খেয়ে, ঘুষ নিয়ে এ'গুলির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি সব বন্ধ হয়ে গেছে। এইগুলিকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়ন করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান সরকার বামফ্রন্ট সরকার সাপলিমেন্টারী গ্রানট চেয়েছেন, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যে হস্তশিল্প, কুটিরশিল্প স্থাপন করা এবং এর জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করি।

এখানে আরেকটা আছে ইনফার্মারীর জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। নরসিংগড়ের অবস্থা দেখে আমাদের অবাক হয়ে যেতে হয়, কচি পাতা, কলাপাতা সেখানকার গরীব মানুষদের খাওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে গত ৩০ বছর ধরে কংগ্রেসী আমলে, আজকে সেই ইনফার্মারীকে উন্নয়ন করার জন্য এই যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সাপলি-মেন্টারী বাজেটে আমি সেটাকে সমর্থন করি।

বাজার উন্নয়নের জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যের বাজারগুলির অবস্থা বর্ষাকালে কি হয়, মানুষ বাজারে যেতে পারেনা, একটু বৃষ্টি হলেই জল জমে যায়, ছোট ছোট দোকানদারদের ঘর নেই, সেখানে তাদের মাল বিক্রী করার জায়গা থাকা দরকার, এইসব প্রকল্প অতীতে ছিল, কিন্তু সেগুলি করা হয় নাই। বর্তমান সরকার যে বাজার উন্নয়নের জন্য প্রকল্প নিয়েছেন এবং তার জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন সেটা আমি সমর্থন করি।

বড় বড় রাস্তা তৈরী করার জন্য পি, ডবল্যু, ডি খাতে যে টাকা চাওয়া হয়েছে আমি সেটাকে সমর্থন করি। গতকাল বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা অমুক জায়গায় রাস্তা হয়নি, অমুক জায়গায় রাস্তা দরকার ইত্যাদি বলে প্রশ্ন তুলেছিলেন, কিন্তু গত ৩০ বছরে এ' রাস্তা-গুলি কেন হল না টাকা থাকা সত্বেও তাঁরা একবারও বলেননি। গত বাজেট দেখলে দেখা যাবে ত্রিপুরা রাজ্যে রাস্তা এবং পুল তৈরী করার জন্য পি. ডবল্যু, ডি খাতে প্রচুর টাকা ধরা হয়েছিল, একথাটাতো তাঁরা একবারও বলেননি যে এ'রাস্তাটা কেন হলনা, কেন সুখময় বাবুর আমলে সেটা হলনা, এটাতো স্ট্রেটিজিক রোড ? এখনও চার পাঁচ কোটি টাকার মত হাতে রয়ে গেছে এবং আরও কিছু টাকা দরকার যেটা এই অল্প সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে স্ট্রেটিজিক রোড এবং পুলগুলি না করলে নয়, যেগুলি করলে পরে জনসাধারণ চলাফেরা করতে পারবেন, সেগুলি যদি তৈরী করা হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে বন্যা হলে পরেও জনসাধারাণের চলাফেলা করা সম্ভব হবে, সুতরাং পি, ডবল্যু, ডিপার্ট-মেন্ট এ'সমস্ত রাস্তা এবং পুলের জন্য যে টাকা চেয়েছে সেটা আমি সমর্থন করছি। আমার জানা আছে জিরানীয়া বাজারের কাছে কয়েকটি হানা না দিলে বর্ষাকালে কয়েকটি বাড়ী ধ্বসে যাবে, ৫।৬ বছর আগেও আমরা দেখেছি সেখানে বর্ষার সময় সে বাড়ীগুলি ধ্বসে যায় এবং সে বাড়ীর লোকজনকে অন্য জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় আমি জানি হানা দেওয়া দরকার, তা না হলে বর্ষা এলে সেসব বাড়ী ধ্বসে যাবে, তাই হানা তৈরী করার জন্য পি, ডবল্যু, ডি থেকে যে টাকা চাওয়া হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করছি। সর্বশেষ আমি বলতে চাই এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতা এবং অল্প সময়ের মধ্যে যে টাকা খরচ করার জন্য চাওয়া হয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের রাস্তা-ঘাট, স্কুল ইত্যাদি মেরামতের জন্য, স্কুলের আসবাবপত্র কেনার জন্য, গরীব

মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য এই সাপলিমেন্টারী গ্র্যান্ট চাওয়া হয়েছে, সেইজন্য আমি এই সাপলিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার--মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র।

শ্রীসুবল রুদ্র :---মিঃ স্পীকার, স্যার, সাপলিমেন্টারী বাজেট যেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উত্থাপন করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি। সমর্থন করি এই কারণে যে আমরা দেখেছি বিগত ৩০ বছর কংগ্রেস শাসনে একথাটা বারবার উঠেছে যে বাজেট কংগ্রেস আমলে তৈরী করা হত সে বাজেট'এ এটা পরিষ্কার সাধারণ মানুষের সামনে ফুটে উঠেছে যে এ' বাজেট অবাস্তব বাজেট ছিল। ১৯৭৭-৭৮ সালে যে বাজেট এসেছিল সে বাজেটও কংগ্রেস করে গিয়েছিল এবং যে টাকাটা---১৬ কোটি টাকা কেন্দ্র থেকে এসেছিল সেটা তাঁরা খরচ করতে পারেনি। তার থেকেই এই নূতন সাপলিমেন্টারী বাজেট তৈরী করা হয়েছে এবং এটা অল্প সময়ের জন্য করা হয়েছে. সেটাকে আমি সমর্থন করি। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যে আশা উদ্দীপনা নিয়ে নূতন সরকার গঠন করেছেন, বামফ্রন্ট সরকারের উপর যে দায়িত্ব দিয়েছেন, নূতন সরকার কাজ কর্মের মাধ্যমে, নূতন পদ্ধতিতে এই বাজেটের মাধ্যমে তাদের সেই আকাংখা পূরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং সেখানে উন্নয়নমূলক কাজে বেশী বেশী টাকা খরচ করতে পারবে এই উদ্দেশ্যেই এই সাপলিমেন্টারী বাজেট পেশ করা হয়েছে। এই বাজেটে আমরা লক্ষ্য করছি যে প্রত্যেক ডিমাণ্ডে কেন বেশী টাকা চাওয়া হয়েছে সেটা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেটা গভীরভাবে চিন্তা করা দরকার। যেমন ডিমাণ্ড নাম্বার ২১---মেজর হেড ২৮৫---ইনফরমেশান এণ্ড পাবলিসিটি। আমরা দেখেছি এই পাবলিসিটির ক্ষেত্রে বিগত দিনে কংগ্রেসের কি ভূমিকা ছিল। পাবলিসিটির মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার মানুষের সামনে যে প্রচারকে নিয়ে যাওয়া, সরকারের কাজকর্ম সাধারণের মধ্য নিয়ে যাওয়ার দৃষ্টিভঙ্গী --কংগ্রেস মন্ত্রী যাঁরা ছিলেন কিংবা তাঁদের তল্পীবাহক যাঁরা ছিলেন, তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। আজকে এই যে বেশী টাকা এই খাতে চাওয়া হয়েছে তার কারণ পাবলিসিটির মাধ্যমে সরকারের যে কাজকর্ম সেটা গ্রানের মধ্যে বেশী বেশী করে নিয়ে যাওয়া। পাবলিসিটির কাজকে উন্নত করা, এবং তিনটি ডিষ্ট্রিক্টের জন্য তিনটি গাড়ী কিনতে হবে, এবং তার জন্য বেশী টাকা খরচ করতে হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই এই ২১নং ডিমাণ্ডে বেশী টাকা চাওয়া হয়েছে। আমরা গতকাল দেখেছি যে এই অতিরিক্ত বাজেটের উপর আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে লক্ষ্য করেছি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য যারা আছেন তারা এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করতে পারেননি। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার যে তারা এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করতে পারছেন না; অথচ সাধারণ মানুষের দুর্দশার কথা তারা মুখে বলবেন, গ্রামের মানুষেরা যাতে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে, সরকারের যে কর্ম পদ্ধতি সেই পাবলিসিটির মাধ্যমে গ্রামে পৌঁছে দিতে চান, তার জন্য যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে সেটাকে তারা সমর্থন করতে পারছেন না। তাহলে কি তারা পাবলিসিটির এবং ইনফরমেশানের মাধ্যমে এটা হোক উনারা চাননা যার জন্য এটার বিরোধিতা করছেন?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ---মাননীয় সদস্য আপনি পরে বলবেন। আজ দুইটা পর্যন্ত সভার কাজ মুলতুবী রাখছি।

(বিরতির পর)

(ডেপুটি স্পীকার চেয়ারে)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র তাঁর অসমাপ্ত বক্তব্য সুরু করুন।

শ্রীসুবল রুদ্র—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, আমি যেটা আগে বলেছিলাম যে এই সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটকে সমর্থন করি এবং এই সমর্থন করার প্রশ্নে সাপ্লিমেণ্টারী বাজেটে যে যে জিনিষগুলি এসেছে যেমন ডিমাণ্ড নাম্বার সিক্সহেড ২৪১—এডুকেশান, মেডিকেল অ্যাণ্ড পাবলিক হেল্থ স্যানিটেশান, ওয়াটার সাপ্লাই। এই যে হেডগুলির উপর অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেটা বলতে গেলে যেটা মাননীয় বিরোধী সদস্যারা বলেছেন যে নতুন রাস্তাঘাট করা দরকার এবং বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্য দিয়ে আমরা দেখেছি যে বিরোধী সদস্যারা বক্তব্য রেখেছেন যে রাস্তাঘাট করা দরকার, অথচ অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব যেটা রাখা হয়েছে একদিকে রাস্তাঘাট সংস্কারের কথা তাঁরা বলছেন আর এক দিক দিয়ে তারা সেটার বিরোধিতা করছেন। এটা কেমনতর ব্যাপার এটা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করার প্রশ্ন আছে। অর্থাৎ যখন যেখানে যেভাবে বলা দরকার মাননীয় সদস্যরা সেটাকে ঠিক সেইভাবেই বলেন। যেটা রামায়ণের গল্পের মত 'সত্যাতে শ্রীহরি এবং ত্রেতাতে রামের মত।

ডিমাণ্ড নাম্বার ২০—হেড ২৮৩, ২৮৪, ৩৩৭ এইগুলির মধ্যে যে সমস্ত জিনিষ আছে—টাউন অ্যাণ্ড রিজন্যাল প্ল্যানিং, রোডস্ অ্যাণ্ড ব্রিজেস্ এই সমস্ত প্রশ্নে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের প্রশ্ন এসেছে। কারণ আমরা দেখেছি বিগত দিনে যে রাস্তাঘাট সীমিত টাকার মধ্যে ওরা করতে পারত তা তারা করে নি। আমরা দেখেছি যেভাবে রাস্তাঘাট করে রাখা হয়েছে, যেগুলি গ্রামোন্নয়নের জন্য করা দরকার ছিল সেটা তারা আদৌ করে নি এবং করার চেষ্টাও করে নি। নূতন সরকার যে দায়িত্ব নিয়ে এসেছে সেই ক্ষমতার মধেই যাতে সেটা করতে পারে সেজন্য এই ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী সদস্যারা কংগ্রেস দীর্ঘদিন যেরকম বক্তব্য রেখেছে ঠিক সেই রকম সুরে সুরে মিলিয়ে বলছেন যে এটা করা যাবে না, ওটা করা যাবে না, ঠিক সেই বক্তব্য—হিজ মাস্টার ভয়েস এর মত করে যাচ্ছেন। বিরোধিতা করতে হবে সেজন্য বিরোধিতা করা। কিন্তু এটাকে কিভাবে ডেভেলাপমেণ্ট করবে, কিভাবে নূতনভাবে এগিয়ে নিয়ে যাবে সেই সম্পর্কে কোন কিছু নাই। শুধু বলছেন এটা ঠিক নয়। ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৬ যেটা হেড নাম্বার ৪৮২—কেপিটেল আউট লে অন পাবলিক হেল্থ অ্যাণ্ড স্যানিটেশান অ্যাণ্ড ওয়াটার সাপ্লাই—এটার প্রশ্নে দেখা গেছে যে গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রশ্নে কংগ্রেসের যেটা করতে পারে নি, এটা যে কংগ্রেসের ৩০ বছরের অপশাসনের ফল, জল সরবরাহ যে তারা করতে পারে নি, এটা যে সুখময় সেনগুপ্ত মন্ত্রীসভার এই যে অপশাসনের কথা, জনতার যে অপদার্থতার কথা, সি, এফ, ডি, এর যে অপদার্থতার কথা সেটা তাঁরা বলছেন না। শুধু বলছেন এটা করা হচ্ছে না। (এ ভয়েস—প্রফুল্ল দাসের সময়েও আপনারা ছিলেন) আমরা প্রফুল্ল দাসের সময়েই বলেছি আমরা কাজ করতে পারি নি। সেই মন্ত্রীসভা থেকে বেরিয়ে এসেছি। দুই দুইবার আমরা কোয়ালিশন ভেঙে দিয়েছি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলছি যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা

হয়েছে সেটা সঠিক। কাটমোশন তারা এনেছে। কারো কারো চোখ খারাপ হয়েছে, তারা দেখতে পায় না। তাদের জন্য বেশী করে চিকিৎসার দরকার। সেজন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দরকার তারা বলেছে। কিন্তু আমরা এক দিক দিয়ে যখন দেখলাম যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের ব্যয় বরাদ্দ যখন এল তখন দেখলাম সেই ক্ষেত্রেও মাননীয় সদস্যারা সেখানে তীব্র বিরোধিতা করেছেন এবং বলেছেন যে উপজাতি উন্নয়নে এত টাকা খরচের দররকার নেই, শুধু মেডিকেলের জন্য খরচ কর। তাতে বুঝা গেল গ্রামে গিয়ে তাঁরা উপজাতিদের এক কথা বলছেন কিন্তু বিধানসভায় তাঁরা এর বিরোধিতা করছেন। এটা অত্যন্ত লজ্জাজনক ব্যাপার। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই যে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ এবং সেই ব্যয় বরাদ্দ সমর্থন করছি এবং মাননীয় সদস্যরা যে কাটমোশন এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

আমরা দেখছি যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল, সেই টাকা ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের কাজে লাগেনি, সেই টাকা অশিক্ষিত ত্রিপুরার মানুষের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়নি, যে টাকা রুগ্ন শিশু বা রুগ্ন অসুস্থ মানুষের সেবায় বা তাদের চিকিৎসায় কোন কাজে লাগল না। যে টাকা ৯০ শতাংশ কৃষকের জল সেচের জন্য বা তাদের বীজ ধান সরবরাহের ক্ষেত্রে লাগল না, সেই সব কথা এই শাসকগোষ্ঠীর কেউ বলেন নি। অথচ এই অবস্থায় তারাও বলছেন যে টাকা বরাদ্দ করা চাই, কিন্তু শুধু মাত্র টাকা বরাদ্দ করে কোন সমস্যার সমাধান করা তো সম্ভব নয়। যদি সেটার অপচয় রোধ না করা যায়, যদি সাধারণ মানুষের চাহিদা, তাদের আশা আকাঙ্খা পূরণে ব্যয়িত না হয়। শুধু একটা স্বাভাবিক পরিকল্পনা নিয়ে কৃষকদের এবং অশিক্ষিত মানুষদের, দরিদ্রদের, বেকারদের, শ্রমিকদের, এবং কর্মচারীদের আশা আকাঙ্খা পূরণের জন্য যদি একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা না করা যায়, তাহলে শুধু মাত্র অর্থ বরাদ্দ করে কিছু হবে না। আমরা দেখছি যে আগরতলা থেকে চম্পকনগর পর্যন্ত যে রাস্তা তার উভয় পাশে যে জমি রয়েছে, সেগুলি এখন খালি পড়ে আছে, সেখানে যে সমস্ত কৃষক রয়েছে, তারা আজকে বেকার, তাদের জমিতে জলসেচের কোন ব্যবস্থা নাই তারা আজকে সেই জমিতে চাষবাস করতে পারছে না। অমরপুরের অম্পি, তদুই ঐ সমস্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এখন কোন চাষবাস হচ্ছে না, কারণ তাদের জমিতে জল সেচ করার মতো কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই সেই সব জমিতেও চাষ করা সম্ভব হচ্ছে না। আজকে কৃষকেরা দিকে দিকে বেকার হয়ে পড়েছে। আমরা আরও দেখছি যে কৈলাসহরের ছামনু এরিয়াতে, সেখানে জল সেচের ব্যবস্থা হচ্ছে না। অথচ মনু নদীতে বাঁধ দিয়ে, সেখানে জল সেচের ব্যবস্থা করা যেত। কিনতু এই সরকার তাও করেন নি। কাজেই শুধু টাকা বরাদ্দ করে এই সব সমস্যার সমাধান করা যাবে না, কংগ্রেসী বাজেটকে আরও বাড়িয়ে দিয়েও এই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। রাস্তার জন্য, ব্রীজের জন্য, টাকা ধরা হয়েছে কিনতু আমরা দেখতে পারছি যে জিরাণিয়া থেকে জম্পুই, চম্পকনগর থেকে জম্পুই, জম্পুই থেকে কৃষ্ণনগর, কৃষ্ণনগর থেকে মহারাণী, মহারাণী থেকে তিলানি, তিলানি থেকে গর্জি, কোথায়, এখন তো এইসব রাস্তাগুলি হল না। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে রাস্তা দিয়ে এখনও গাড়ী চলতে পারে না। কারণ সেখানে কোন নদীতে বা ছরাতে ব্রীজ দেওয়া হয় না, অথচ রাস্তার জন্য ব্রীজের জন্য টাকা বরাদ্দ

দেওয়া হয়। কাজেই শুধু মাত্র অর্থ বরাদ্দ করে ঐ গণকমিটির মাধ্যমে কিছু কিছু কাজ করে কোন সমস্যার সমাধান হবে না! কারণ আসলে এটা কোন উন্নতির লক্ষণ নয়, এবং এই পথে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের কোন উন্নতি হতে পারে না। তাই আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি যে লাখ লাখ টাকা দিল্লীতে ফিরে যাচ্ছে, তখন শাসক গোষ্ঠীর সদস্যরা আজকে এই বিধান সভায় ২৫ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী পেশ করেছেন আর তারা এটাকে সমর্থন করছেন। এই অর্থ দিয়ে মানুষের কিছু উপকার হয়, তার মধ্যে তারা কিনতু নেই। আমরা চিকিৎসার ব্যাপারে কাট মোশান এনেছি, কারণ হাজার হাজার লোক আজকে রোগ যন্ত্রণায় মারা যাচ্ছে, সেখানে তাদের রোগ চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই, ছৈলেংটাতে সেই ব্যবস্থা নেই, পিত্রাতেও সেই ব্যবস্থা নেই। ত্রিপুরার প্রায় অঞ্চলটাই দুর্গম অঞ্চল, সেই সব এলাকাতে ঔষধ পত্রের কোন ব্যবস্থা নেই, যদি বা কোথাও ঔষধ আছে আবার ডাক্তার নেই। অথচ এই সবের জন্য লাখ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, এবং সেই অন্য ভাবে পাচার হয়ে গিয়েছে। এই সমস্ত কথা আমরা যখন এখানে বলি তখন শাসক গোষ্ঠীর মাননীয় সদস্যরা চেচিয়ে উঠেন এবং বলেন যে এটাও নাকি সমর্থন যোগ্য। কারণ তারা জনগণের সমর্থন চাই, লাল ঝাণ্ডাই তাদের সব কিছু। তাই তো আজ পঞ্চায়েত বাতিল করেছে, এখন আসছে গণ কমিটি। আর এই গণ কমিটি না হলে যে সব লোক কংগ্রেসী হয়ে যাচ্ছে, তাদেরকে লাল বানাতে হবে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা এই বাজেটের উপর যে কাট মোশান এনেছি সেটাকে আমি সমর্থন করি, কারণ আমরা চাই যে টাকা বরাদ্দ হয়, সেটা যেন মানুষের কাজে লাগে—

শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা---স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার। স্যার, আমরা এখনও গণ কমিটি করিনি, অথচ উনি গণ কমিটির কথা বলছেন!

মাননীয় অধ্যক্ষ---এটা পয়েন্ট অব অর্ডার হয় না।

কাজেই আপনারা এখানে এই পার্লামেন্টারী সুযোগ নিয়ে চেচামেচি করার জন্য এসেছেন (ইন্টারপাশান) আমরা চাই এই অপচয় রোধ করা হউক! আমরা চাই ত্রিপুরার সেই ১৭ লক্ষ মানুষের জন্য এই টাকা ব্যয় করা হউক আমরা চাই গ্রামাঞ্চলের সেই অশিক্ষিত মানুষের জন্য নুতন দৃষ্টিভংগী নিয়ে এই টাকাগুলির অপচয় বন্ধ করে সঠিক ভাবে ব্যয় করা হউক। সে জন্য আমি প্রতিটি মাননীয় সদস্যদের নিকট অনুরোধ রাখছি আপনাদের মানসিকতা পরিবর্তন করুন। আমরা দেখছি যে আমাদের ত্রিপুরার উপজাতি বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলের গ্রামাঞ্চলের যেখানে অভাব আরও ভয়ংকর আকার ধারণ করে সেখানে জলের অভাবে সরকারী হাসপাতাল থেকে ঔষধ পর্যন্ত দেওয়া হয় না! সেখানে তাদের বলা হয় তোমরা জল নিয়ে আস তারপর ঔষধ দেওয়া হবে। এই অবস্থায় সেই সব অঞ্চলে জলের জন্য কোন কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। কাজেই যে টাকা ব্যয় করে টিউবওয়েল দেওয়া হয় না সেখানে বছরের পর বছর (ইন্টারাপশান) ৫ বছরে কিছুই হয় না (ইন্টারাপশান) এই জন্য টাকা বরাদ্দ দেওয়া হতে পারে না। কাজেই যাতে এই সমস্ত টাকা মানুষের সেবায় লাগে তার

জন্য আমাদের এই কাটমোশান। সে জন্য মাননীয় সদস্যগণের নিকট, ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের স্বার্থে অনুরোধ রাখতে চাই আপনারা নূতন দৃষ্টি ভংগী নিয়ে (ইন্টারাপশান) ত্রিপুরার মানুষ যাতে নূতন ভাবে চলতে পারে তার জন্য আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—শ্রী অভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্যদের পক্ষ থেকে এখানে একটা কাটমোশান এসেছে আমি সেই কাটমোশানের বিরোধীতা করছি। বিরোধীতা করছি এই জন্য—কাটমোশানের বিরোধীতা করার অর্থ হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট। এই বাজেটের মধ্য দিয়ে এখানে উদয়পুরের গর্জনমূড়া, কিল্লা বাজার, তুইনানি বাজারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র করার কথা এই বাজেটের মধ্যে নাই। আমার বিরোধীতার অর্থ এই নয় এই সব এলাকায় হাসপাতালের প্রয়োজনীয়তা নেই—প্রয়োজন আছে। কিন্তু এখানে এই কাটমোশান আসতে পারে না। কারণ এটা হচ্ছে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্যেরা বলেছেন যে, গ্রামাঞ্চলে কোন চিকিৎসালয় নেই, কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই কোন রাস্তাঘাট নেই কাজেই এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ আমরা মঞ্জুর করতে পারি না। মাননীয় সদস্যের সংগে আমিও স্বীকার করি যে গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই—কিন্তু কেন হয় নাই কারা সেজন্য দায়ী তিনি তো সেইসব কথা বলেন নাই। কারণ আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছেন, ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ এদের ক্ষমতায় বসিয়েছেন, ত্রিপুরার এই ১৭ লক্ষ মানুষের এই অব্যবস্থাগুলি দূর করার জন্য। এবং আমাদের বামফ্রন্ট ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের নিকট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাদের সেইসব অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য। কাজেই আমরা সেই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য চেষ্টা করবই। মাননীয় সদস্য আরও বলেছেন রাস্তাঘাট নেই জম্পুই যাওয়ার জন্য চম্পকনগর থেকে জিরানিয়া থেকে যাওয়ার জন্য কোন রাস্তাঘাট নেই। শুধু এই এলাকার কথাই নয়, এটা সমগ্র ত্রিপুরা রাজ্যেই দেখা যাচ্ছে যে ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে কোথাও গত ৩০ বছরে রাস্তাঘাট গড়ে উঠে নাই। আর যেগুলি হয়েছে, সেগুলি মানুষের চলাচলের উপযুক্ত নয়। রাস্তা তৈরী হয় নাই এই বক্তব্যের বিরোধীতা করি না, এটা বাস্তব সত্য। এই ঘটনা গত ৩০ বছর যাবত ঘটেছে। এর আগের সরকারগুলি এইসব এলাকায় রাস্তাঘাট তৈরী করার জন্য কোন মনোযোগ দেন নাই। এই জন্যই গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট হয় নাই, এই জন্যই হাসপাতাল হয় নাই, এই জন্যই গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সুব্যবস্থা হয় নাই। ত্রিপুরা রাজ্যে এই বিষয়গুলির উপর গত ৩০ বছর যাবত কংগ্রেসী সরকার কিছুই করতে চান নি। যা করেছেন সেগুলি তাদের দলীয় স্বার্থের দিকে নজর রেখে, তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের উপকারের জন্য তারা চান নাই। কাজেই মাননীয় সদস্যের সমালোচনা যদি গঠনমূলক সমালোচনা হয়, বামফ্রন্ট সরকার কি করে আগামী দিনে গ্রামাঞ্চলের মানুষের উপকার করতে পারবেন, সে সম্পর্কে যদি সাজেশান রাখেন, তাহলে নিশ্চয় বামফ্রন্ট সরকার সেটা চিন্তা করবেন। তিনি আরও বলেছেন আগরতলা থেকে চম্পকনগরের রাস্তার দুই ধারে মাঠ আছে, সেই

মাঠে কোন ফসল হয় না সেই মাঠে সোনালী ফসল করার দরকার এবং তার জন্য জলসেচের প্রয়োজন আছে সেটা আমরা অস্বীকার করি না। সেটা আমরা এই বিধান সভায় এবং বাইরে কৃষকদের অধিক ফসল ফলানোর জন্য সরকারকে আরও সহযোগিতা করার জন্য বার বার দাবী জানিয়েছি আন্দোলন করেছি কি করে কৃষকদের আরও বেশী সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায় সরকার যাতে তা দিতে বাধ্য হয় সেজন্য আন্দোলন করেছি। মাননীয় সদস্যতো সেই সব আন্দোলনের কথা এক বারও বলেননি। সেইসব জায়গায় জলসেচের ব্যবস্থা করা হয় নাই কিন্তু কেন হয় নাই? কংগ্রেসী সরকার করে যাননি। আপনারা হিসাব দেখেছেন মাত্র ১০ ভাগ জমিতে গত ৩০ বছরে কংগ্রেসী সরকার জলসেচের ব্যবস্থা করেছেন। কাজেই এই মাঠগুলি কি খালি পরে থাকবে না জলে থৈ থৈ করবে? এটা আমরা আশা করতে পারি না। মাননীয় সদস্য, এরা আরও বলেছেন বামফ্রন্ট সরকার টাকা চাইছেন রাজনীতি করার জন্য এবং সেজন্য তাঁরা আমাদের সমালোচনা করতে চাইছেন। মাননীয় সদস্যদের যদি তাদের এই সংকীর্ণ দৃষ্টিভংগী না হত তাহলে নিশ্চয় এই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে এই কথা বলতেন না। কারণ তাদের মুখেই আমরা শুনেছি যে এই বিধানসভা বয়কট করতে হবে। সেখানে উপজাতির সমস্যার কোন সমাধান হবে না, সেখানে উপজাতি সমস্যা নিয়ে কোন আইন প্রনয়ন হবে না কাজেই সেই বিধানসভায় আমরা যাব না। তারা সেই স্লোগান তুলেছিলেন। শুধু তাই নয় যারা নির্বাচিত হয়েছিল তাদেরও বলা হয়েছিল আপনারা বয়কট করুন। আজকে তাদেরও দেখছি সেই স্লোগানের সমালোচনা করছেন---আপনারা চিন্তা করে দেখুন আপনাদের দৃষ্টিভংগী কোথায় ছিল। (ইন্টারাপশান) আন্দোলনগুলি আমরা দেখেছি। অন্ধ কমিউনিস্ট বিরোধী আপনারা। আপনারা জানেন না--- আপনারা মনে করেন যে জগতে আপনারাই আছেন—আপনারা পৃথিবীর দিকে তাকান, ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের দিকে তাকান তারা আজকে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। জরুরী অবস্থার সময় ২০ দফাকে আপনারা আশীর্ব্বাদ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আর যখন লোকসভার নির্বাচনে রেডিওতে শ্রীমতী গান্ধীর নির্বাচনের রেজাল্ট শুনলেন তখন আপনারা মাতৃহারা সন্তানের মত হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন। যে সরকার রাস্তার ব্যবস্থা করে যায়নি, যে সরকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে যায়নি, যে সরকার উপজাতির জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করে যায়নি, সেই সরকারের জন্য আপনারা মাতৃহারা সন্তানের মত হাউ হাউ করে কেঁদেছিলেন। (সভায় হাততালি, টেবিল চাপড়ানি) যে সরকারকে মানুষ ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছে সেই সরকারের জন্য আপনারা অসহায় সন্তানের মত কেঁদেছেন।

এই কি উপজাতি দরদের মনোভাব; এই যে ১৭ লক্ষ মানুষ তাদের জন্য এই যে কান্না এই কান্নারতো কোন অর্থ হয় না। এতে তো ত্রিপুরার উন্নতির কথা চিন্তা করতে পারেন না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলবো ত্রিপুরাকে গড়ে তুলতে আপনারাও এগিয়ে আসুন। শুধু শাসকগোষ্ঠী থাকবে তা হয় না। আমরা চাই ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের সহযোগিতার এই ত্রিপুরা রাজ্যের রাস্তাঘাট, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, উপজাতিদের কক্‌বরক ভাষা, উপজাতিদের জমি ফেরত ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতির কথা চিন্তা করতে। আমরা যদি সকলে এক হয়ে এগিয়ে না আসি তাহলে ত্রিপুরাকে গড়ে তুলতে পারবো

না। পদে পদে বাঁধা সৃষ্টি করলে কাজ হবে না। আমরা জানি বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে কিছু কিছু আমলা সরকারের কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করতে চাননা। তারা চায় পদে পদে বাধা সৃষ্টি করতে, বামফ্রন্ট সরকারের সমস্ত কর্মসূচীকে কি করে বাতিল করা যায়, কিভাবে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলা যায় এবং এটা হচ্ছে আপনাদের সহযোগিতায়ই। তাই বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা এগিয়ে আসুন ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতি সাধনের কাজে সহায়তা করুন। যদি কেন্দ্রীয় সরকার টাকা না দেয় আমরা একযোগে আরও বেশী ক্ষমতার জন্য দাবী করব আরও বেশী টাকার জন্য দাবী করব। আগে টাকা ফেরত যেত, কে টাকা ফেরত দিয়েছে ঐ কংগ্রেসী সরকার টাকা ফেরত পাঠিয়েছে। আজকে টাকা আর ফেরত যাবে না। যাদের জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তাদের জন্য টাকা খরচ করা হবে আপনারা সহযোগিতা করুন। গণকমিটি নিয়ে আপনারা চীৎকার দিয়েছেন। এই গণকমিটির মাধ্যমে গ্রামের রাস্তাঘাট তৈরী করা হবে, গ্রামের সমস্ত উন্নতিমূলক কাজ করা হবে। আপনারা যদি সহযোগিতা না করেন তাহলে এটা সি, পি, এমের একার দায়িত্ব নয় গ্রাম গঞ্জের উন্নতি করা। এই উন্নতির কাজে দল উপদল বলে কোন কথা নেই এটা সকলের সহযোগিতায়ই হবে। কাজেই এই যে অতিরিক্ত—বরাদ্দ এখানে চাওয়া হয়েছে সেটাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার ঃ—শ্রীঅখিল চন্দ্র দেবনাথ।

শ্রীঅখিল চন্দ্র দেবনাথ ঃ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট পেশ করেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করি এবং সেই সঙ্গে যে কাটমোশান আনা হয়েছে বিরোধী পক্ষ থেকে তার আমি তীব্র বিরোধীতা করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উঁনারা কাটমোশানে বলেছেন যে গ্রামাঞ্চলে ডিস্পেনসারীগুলিতে ঔষধ পত্র নেই। উনারা এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট যেটা এখানে পেশ করা হয়েছে সেটাকে সমর্থন করে যদি বলতেন যে আমরা এই কাট মোশান উত্থাপন করলাম তাহলে ঠিক হত। কাজেই জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা এই কাট মোশন এনেছেন এবং হীন মন্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য যে হীন কথাটা এখানে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন সেই অর্থে এটা আনপার্লিয়ামেন্টারী।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— হীন কথাটা আনপার্লিয়ামেন্টারী না।

শ্রী অখিল চন্দ্র দেবনাথ— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট যে প্রভিশনগুলি আছে সেগুলি দেখলে মনে হবে বিগত ত্রিশ বছরে শিল্পের দিকে কংগ্রেস সরকার দৃষ্টি দেয়নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে ডিমাণ্ডগুলি চেয়েছেন এবং যে কাজের জন্য চেয়েছেন তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাষ্ট্রি যার মধ্যে ২৬ হাজার লোক প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে। তার মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার অধিবাসী। তাদের প্রত্যেকের ঘরে ঘরে তাঁত শিল্প আছে। কাজেই মাননীয় সদস্যরা কেন যে উপজাতীদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করছেন আমি জানি না। বিরোধী পক্ষ থেকে কনস্ট্রাকটিভ সাজেশন দেওয়

উচিত ছিল। কিন্তু তারা বিরোধীতার অর্থে বিরোধিতা করে তারা বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় করতে চান। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, লেবার অ্যাণ্ড এমপ্লয়মেন্ট এর জন্য টাকা চাওয়া হয়েছে। ত্রিপুরাবাসী জানে যে বাঁশ ও বেত হচ্ছে ত্রিপুরার একটা বৃহৎ শিল্প। এতে বহুলোক কাজ করে জীবন জীবিকা নির্বাহ করছেন। কাজেই এই সমস্ত শুধু বিরোধিতা করার জন্যই তারা বিরোধিতা করছেন এবং বিরোধীতা করে যারা উপজাতী এই বাঁশ ও বেতের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন তাদের স্বার্থকেই উপেক্ষা করছেন। তাছাড়া এখানে বাঁশ ও বেতের এবং হ্যাণ্ডলুম ইণ্ডাস্ট্রিতে কাজ করে অনেক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। ত্রিপুরায় ৬০ হাজার বেকার আছে। সকলকেই তো আর চাকুরী দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই আরও বেশী লোক এই শিল্পের উপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

সুতরাং সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের মাধ্যমে জোর দেয়া হয়েছে। তাকে আমি সমর্থন জানাই। আমরা মনে করি সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের মাধ্যমে জীবন যাত্রা এবং সমস্যা অনেকটা দূর করা যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরায় যে শিল্পের সম্ভাবনা অনেকটা বেশী তারা যেটা বলেছেন যে পাহাড়ী এলাকায় তার ব্যাপক প্রসার ঘটতে পারে, তাতে ত্রিপুরায় উপজাতিরা উপকৃত হবেন না। যদিও উনারা এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট সমর্থন করছেন না, এবং শুধুমাত্র বিরোধীতা করার জন্যই বিরোধীতা করছেন। আমি বলব বিরোধী দলের ভুমিকা হিসাবে বিরোধীতা করাই যথেষ্ট নয়। আমরা অন্যান্য বিধানসভায় দেখেছি এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টকে বিরোধী দল সমর্থন করেন। (ভয়েস ঃ-আসামে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটই আনা হয় না)। এখানে ত্রিপুরার কথা বলা হচ্ছে। (ভয়েস ঃ-তাহলে আপনারা অন্যান্য বিধানসভার কথার উল্লেখ করেন কেন)। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত কংগ্রেস সরকারের আমলে আমরা দেখেছি, জলের সরবরাহ নেই, রাস্তাঘাট নেই, গ্রামে জল রাস্তা, এবং চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না, ছিল না কোন শিক্ষার প্রসার (ভয়েস ঃ-আপনার এরীয়ার স্কুলের কথা বলুন)। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এগুলি করার জন্যই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে গ্র্যান্ট চাওয়া হয়েছে। এই যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে বিরোধী দল সমর্থন করছেন না, তাতে কি আমরা বলতে পারি না, বিরোধী দল এগুলি করা হউক তা তাঁরা চান না। নাকি শুধু মাত্র বিরোধীতা করার জন্য তা করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা আজ পর্য্যন্তও আমরা যা দেখলাম তাতে বিগত কংগ্রেস সরকারের যে সমস্ত কার্য্যকলাপ ছিল তার সমালোচনা করেন নি। সেটা খুবই দুঃখের কথা। বিগত কংগ্রেস সরকার যে ভাবে সমগ্র উন্নতিকে উপেক্ষা করছেন এবং নিজেদের স্বার্থে রাস্তা-ঘাট, স্কুল ইত্যাদি করেছিলেন তার কোন সমালোচনা তারা করেন নি। আমরা দেখেছি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কিভাবে অল্প সময়ের মধ্যে বামফ্রন্ট সরকার প্রয়োজনের জন্য এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এখানে পেশ করেছেন। এই জন্যই আমি সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে আমি সমর্থন করছি। মাননীয় উপাধাক্ষ মহোদয়, বিরোধী দল থেকে এখানে যে কাট মোশান আনা হয়েছে তাতে আমি বলব যে উনারা এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টটা পড়ে দেখেননি। কারণ সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টে টাকাটা যখন আসে তখন তার খরচের প্রশ্ন আসছে। সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট যখন করা হয় তখন টাকা আসেনি গ্র্যান্ট হিসাবে আমরা তখন এটাকে

বিধানসভায় উত্থাপন করি। এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্ট ১৯৭৭-৭৮ সালের। এই সাপ্লিমেন্টারী গ্র্যান্টের ডিমাণ্ড নাম্বার ১৮ এর ৪৩ পাতায় দেওয়া আছে। কখন কখন ত্রিপুরা সরকার সে সমস্তস্যাংকসাম পেয়েছেন। অরিজিন্যাল বাজেট পেশ হওয়ার পরে পাওয়া গেছে তখন বাজেটভুক্ত করার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং এই জিনিষটা উনারা লক্ষ্য করেন নি। আমরা যেগুলি পেয়েছি তাতে স্যাংকসান আছে ২৮।৯।৭৭, ২০।৫।৭৭, এবং ১০।৮।৭৮, এগুলি অরিজিন্যাল বাজেটে স্থান পাওয়ার কথা নয়। যদিও পাওয়া যায় তাহতে টোটেল পাওয়া গিয়েছে। তাঁরা কি এর উত্তর দিতে পারেন? আমি বিশ্বাস করি বিরোধী পক্ষ শুধু মাত্র বিরোধীতা করার জন্যই আসছে। এই বলে আমি সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :-- মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, রতিমোহন জমাতিয়া কর্তৃক আনীত কাট মোশম আমি সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। রতিমোহন জমাতিয়া শুধু উদয়পুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কথা বলেছেন, গর্জনমুড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কথা বলেছেন, কিল্লা বাজারের, তুইতানি বাজারের স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কথা বলেছেন। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। আমাদের সরকার পক্ষের কোন কোন সদস্য বলেছেন যে ঐ সব স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ঔষধ আছে, ঔষধ দেওয়া হয় না, ডাক্তার আছে, কিন্তু চিকিৎসা হয় না। তাঁদের এ সমস্ত বক্তব্য থেকেই আমি মনে করি ঔষধের ভাণ্ডার মজুদ আছে। কিন্তু সেই ঔষধের জন্য আরো টাকা বরাদ্দ করা বা চাওয়াকে আমরা সমর্থন করতে পারি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, শুধু মাত্র একটা ঘটনা থেকে প্রমান করবো যে কিভাবে অর্থের অপচয় ঘটছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি গতকালকের মাননীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী এখানে যে সব কথা বলেছিলেন তার একটু রেফারেন্স টেনে বলতে চাই যে উনি উপজাতি গবেষণাগার সম্বন্ধে কিছু তথ্য পরিবেশন করেছিলেন। উনি বলেছিলেন যে, ১৯৭৫-৭৬ সনে ৫০ হাজার টাকা উপজাতি গবেষণাগারের জন্য রাখা ছিল। কিন্তু খরচ হয়েছে মাত্র ৯ হাজার ৯২ টাকা। সেখানে আরো ৪৯ হাজার টাকা ব্যালেন্স রয়ে গেছে ১৯৬৫-৬৬ সনের। ১৯৭৬-৭৭ সনে উপজাতি গবেষণাগারের জন্য ৫০ হাজার টাকা বরাদ্দ ছিল, তার মধ্যে ১৩ হাজার ৫০০ শত টাকা খরচ হয়েছে। তাহলে সেখানেও আরো ৩০ হাজার ৫০০ শত টাকা। উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর মহোদয়ের বক্তব্য থেকেই আমি রেফারেন্স টেনে বলছি। উনি আরো বলেছেন ১৯৭৭-৭৮ সনের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৫ হাজার টাকা। কিন্তু সেখানেও খরচ হয়েছে, ৮,৪০০ শত টাকা। তাহলে সেখানেও ব্যালান্স আছে আরো ৬,৬০০ শত টাকা। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই গবেষণাগারের জন্য আরো ১,০০০ টাকা চাওয়া হয়েছে। তাকে কি আমরা অপচয় বলব না? কেন্দ্রীয় সরকার কার জন্য। কেন্দ্রীয় সরকার সবার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :- উনি যে বিষয়টা উল্লেখ করছেন তা ডিমাণ্ডের মধ্যে নেই। উনাকে ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করতে বলুন।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা :— স্যার, আমি একটু রেফারেন্স টানছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে বলুন।

শ্রী সমর চৌধুরী ঃ--- আপনি আজকের ডিমাণ্ডগুলির উপর আলোচনা করুন।

শ্রী হরিনাথ দেববর্মা ঃ--- আমার সময় নষ্ট হচ্ছে স্যার। এই আলোচনা ডিমাণ্ডের বাইরে নয়। আর তাছাড়া ডিমাণ্ডের বাইরে উনারাও আলাপ করেন। আমি সম্পূর্ণ সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের উপর আমার আলোচনা রাখছি। এতে ভয় পাবার কিছু নেই। ভয় পাবেন না। যা কিছু করছেন তা বুঝে শুনে করুন। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, কাজেই আমি বলতে চাই বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকারের যে সমস্ত কার্য কলাপ বুঝা যায়, তারা সমস্ত ব্যাপারকে তদন্ত (বিলটাকে সংশোধন) না করেই এখানে বরাদ্দ করেছে। বরাদ্দ করতে হবে সে জন্যই বরাদ্দ করেছেন। টাকা চাইতে হবে সে জন্যই টাকা চেয়েছেন। শুধু মাত্র বিরোধীতা করার জন্যই আমরা বিরোধীতা করছি তা নয়। আমরা বিরোধীতা করছি এই জন্য যে, আমরা অন্ধ ভাবে কোন কিছু সমর্থন করবোনা। সেটাকে ভাল ভাবে বুঝেই, সমর্থন করার প্রয়োজন থাকলেই আমরা সমর্থন করবো এ ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। তবে অন্যায়ভাবে আমরা কোন কিছু সমর্থন করবো না। আমরা ন্যায় এবং যুক্তি সঙ্গত ভাবেই সমর্থন করবো। আপনারা অন্ধ ভাবে একটি বিল আনতে পারেন। আমরা সেটা অন্ধভাবে সমর্থন করতে পারি না। কাজেই আমি বলতে চাই যে উনারা বলেছেন ১৯৭৭-৭৮ সনের জন্য যে বরাদ্দ আছে, মূল বরাদ্দ, তদানীন্তন গভর্ণমেন্ট সারা বৎসরের জন্য দেখেশুনে মূল বরাদ্দ করেছিলেন ১৯৭৭-৭৮ সনের জন্য। এবং বলা হয়েছিল যে ৩১শে মার্চের মধ্যে সেই সমস্ত টাকা খরচ করা হবে। কিন্তু ৩১শে মার্চের মধ্যে এই সমস্ত টাকা খরচ হওয়ার কথা, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করেছিলাম সেই টাকাগুলি বিভিন্ন আইটেমের মধ্যে নজর রেখে সেখানে খরচ হবে কিন্তু আমরা বলতে চাই সেই টাকা অপচয় হয়েছে। সেই জন্য আজ টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন হয়ে পরেছে। কিন্তু মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বলব অন্যায় কাজের জন্য সেই বরাদ্দের টাকা আমরা সমর্থন করবো না।

আমরা বলবো অন্য কাজের জন্য যে টাকা দেওয়া হবে বা যে টাকা চাওয়া হবে সেটা আমরা কোনক্রমেই সমর্থন করবো না। বর্ত্তমান সরকার তারাও সেই অপচয়ের অংশভাগের অংশীদার। বর্ত্তমান সরকার বলছেন কংগ্রেস সরকার। আমি তা বলবো না, কারন বিগত এপ্রিল মাসে উনারা প্রথমে কোয়ালিশান মন্ত্রীসভায় গিয়েছিলেন প্রফুল্ল দাসের সাথে এবং দ্বিতীয়বার গিয়েছিলেন রাধিকা রঞ্জন গুপ্তের সাথে কিন্তু এই দুটি কোয়ালিশান তাদের ভেঙ্গে যায়। তাহ আমরা প্রমাণ করে দেব আপনারা ৮এর সাথে, ২ যোগ করুন কারণ আট মাস আপনারা কোয়ালিশান সরকারে ছিলেন, এখন দুহ মাস হয়েছে, মোট ১০ মাস, ১২ মাসের মধ্যে শুধু দুই মাস কংগ্রেস সরকার ছিলেন প্রথম দিকে কিন্তু ১০ মাস তো আপনাদের হাতেই। আপনারা আরো বলেছেন আমরা কংগ্রেসের লেজুর, না আমরা কংগ্রেসের লেজুর নই। আপনারাই কংগ্রেসের লেজুর কারণ কংগ্রেসের দল ত্যাগ করে আপনারা জনতা হয়েছেন। আপনারা কাপড় বদলায়ে, জামা বদলায়ে আপনারা জনতার কাপড় পড়েছেন এবং জনতা হয়েছেন কিন্তু আমরা তখন ছিলাম না। আমরা জানি আগামী ৫ বছর বামফ্রন্ট সরকার কি করবে বা করবে না তাই এই ঘটনা থেকে প্রমানিত হয়ে গেল, কারন ইতিমধ্যেই তারা বলছেন অকম্যুনিষ্ট এলাকায় রাস্তা দেবে না, অকম্যুনিষ্ট এলাকায় হাসপাতাল দেবে না, অকম্যুনিষ্ট এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা হবে না, অকম্যুনিষ্ট এলাকায় শিক্ষার ব্যবস্থা হবে না, এ থেকেই

প্রমাণিত হবে যে বামফ্রন্ট সরকার আগামী ৫ বছর কেবল নিজেদের দলের কাজ করবে, তারা জনসাধারণের জন্য প্রকৃত কোন কাজই করবেন না। আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা আরো বলেছেন অচাই সম্মেলনের কথা—

(গণ্ডগোল)

এ থেকে বোঝা যায় যে তাদের মানসিকতা নেই, তারা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করে না। আমরা জানি মার্কসীয় দর্শনে কি আছে? মার্কসীয় দর্শনে আছে যে ধর্মের কোন স্থান নেই, সমাজ ব্যবস্থার কোন স্থান নেই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :— আমি আমাদের বিরোধী সদস্যদের বলবো যে, তারা এই ধরণের কাজকর্ম থেকে যেন বিরত থাকেন। আমি রতিমোহন জমাতিয়া কর্তৃক আনীত কাটমোশানকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ দেবনাথ।

শ্রীউমেশ দেবনাথ—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে বাজেট বিতর্ক নিয়ে বিভিন্ন সদস্যরা যেখানে অংশ গ্রহণ করেছেন, তার সমর্থনে আমিও অংশ গ্রহণ করে এই সাপ্লিমেন্টারি বাজেটকে সমর্থন জানাচ্ছি। প্রথমে আমি বলতে চাই, এবার যে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট তৈরী হয়েছে, এই বাজেটে ত্রিপুরার শিক্ষা খাতে, কৃষকদের সমস্যার সমাধানের জন্য, কলকারখানায়, বাগানে শ্রমিকদের সমস্যার সমাধানের জন্য এবং নানা রকম কাজের জন্য যেভাবে বাজেট তৈরী হয়েছে, সেই বাজেট প্রয়োজনের চেয়ে কোন অংশে কম নয় মনে করি বলেই এই বাজেটকে সমর্থন করছি। আগে আমরা দেখেছি প্রায় বছরই কংগ্রেস সরকার, সুখময় সরকার, শচীন সিংহের সরকার ত্রিপুরার বাজেট থেকে প্রতি বছরই কিছু কিছু টাকা, শুধু কিছু কিছু নয় কোটি কোটি টাকা দিল্লীতে ফেরৎ দিয়েছে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে, জাতীয় কংগ্রেসের কাছে নাম কিনবার জন্য। এবার আমরা লক্ষ্য করছি যে বার কোটি টাকা ফেরৎ যাচ্ছে, এই ১২ কোটি টাকা এই অল্প সময়ের মধ্যে খরচ করা বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। ১৬ কোটি টাকা যেটা ছিল সে টাকা সুখময় সেনের সরকার, প্রফুল্ল দাসের সরকার, রাধিকা রঞ্জনের সরকার তাঁরা সেই টাকা সম্পূর্ণভাবে ত্রিপুরার জন্য বিভিন্ন খাতে খরচ করতে সক্ষম হননি। এবারের বাজেট সামগ্রিকভাবে ত্রিপুরার উন্নতির চিন্তাধারার দিকে লক্ষ্য রেখে বামফ্রন্ট সরকার তাদের কাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন কাজেই সেই দিক থেকে বাজেটকে সমর্থন না করে আমি পারছি না। তার সাথে বলতে চাই কংগ্রেসীয়দের অপকীর্ত্তির কথা, আজ থেকে প্রায় ২০।২২ বছর আগে ধর্ষনগরের চোরাইবাড়ী এলাকায় ৭ দ্রোণ জমি মালিকদের ক্ষতিপূরণ না দিয়ে ত্রিপুরা সরকার, সেদিনের শচীন লাল সিংহের সরকার বিনা ক্ষতিপূরণেই অধিগ্রহণ করেছেন ২২টি পরিবারের কাছ থেকে। ২২টি পরিবারের মধ্যে একটি পরিবারও ক্ষতিপূরণ পায়নি।

এই ২২টি পরিবার দীর্ঘদিন আবেদন করেছেন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের জন্য, ক্ষতিপূরণ পাওয়া তো দূরের কথা শেষ পর্যন্ত অরা সেই কংগ্রেস সরকারের হাতে শচীন সিং সরকারের হাতে ৫০ টাকা করে জরিমানা দিয়েছে। তার সমস্ত উপযুক্ত প্রমাণপত্র

আমাদের কাছে আছে। আমি ঘটনা প্রসঙ্গে বলতে চাই নূতন বামফ্রন্ট সরকারের কাছে সেই জমির মালিকদের গত ৯ তারিখ তদন্ত হওয়ার কথা ছিল, আমি আগরতলা আসার সময় শুনে এসেছি, এখন সম্ভবতঃ তদন্ত চলছে। আজকে সেই পুরাণো দিনের তথ্য এখানে তুলে ধরলাম কারণ সেদিন আমরা দেখেছিলাম কোটি কোটি টাকা দিল্লীতে ফেরৎ গিয়েছে কিন্তু সাধারণ কৃষকের জন্য কংগ্রেস সরকার টাকা খরচ করেন নি! তাদের জমির বিনিময়ে সেই পাওনা টাকা দিতেও তারা নারাজ ছিলেন।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে আমি আরো বলতে চাই কালাছড়া হাই স্কুল, যে স্কুল কংগ্রেস সরকার তৈরী করেছিল এবং যে স্কুল সুখময় সরকার তৈরী করে গেছেন সেই স্কুল ঘরে বেড়া নাই, বসবার কোন আসবাবপত্র নাই, কিছুই নাই। অনেক ছাত্রছাত্রী বসার অসুবিধার জন্য স্কুল থেকে চলে গেছে। সেই স্কুলের ছাত্ররা আজকে ধর্মনগরে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই স্কুল সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা জানেন এবং আমরাও জানি যে ঘরে ছন নাই বেড়া নাই এবং এইগুলি কংগ্রেসী রাজত্বের সময় থেকে চলে আসছে। আমাদের সরকার এখন এসেছে এবং আমরা ৫ বছর কাজ করব কিন্তু তুলনামূলকভাবে দেখা যাবে যে আমরা কংগ্রেসী রাজত্বের তুলনায় দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে গেছি। এই চিন্তাধারা নিয়েই আজকে এই বাজেটকে সমর্থন করছি। এই বাজেটে অন্ততঃ পক্ষে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের মঙ্গল হবে এবং এই আশা ভরসা নিয়েই বাজেট তৈরী করা হয়েছে। এই বাজেটকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

স্পীকার ঃ— শ্রীতরণী মোহন সিংহ।

শ্রীতরণী মোহন সিংহ ঃ —মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন করি। এটা অল্প সময়ের মধ্যে তৈরী করা হয়েছে, এই বাজেটের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৮০ জন গরীব কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষ তারা ৩০ বছর কংগ্রেসী রাজত্বে অবহেলিত হয়েছিল। কিন্তু এখন তারা কিছু কিছু সাহায্য পাবে, তবে এমন কিছু উন্নতি হয়ে যাবে তা নয় তবে কিছুটা উন্নতি হবে। আমরা দেখি কংগ্রেসী রাজত্বে সমাজ গঠনের নামে একটা সাইন বোর্ড ঝুলান ছিল। সেখানে পানীয় জল আছে, শিক্ষা আছে, হাসপাতাল আছে, সমস্ত কিছু আছে। কিন্তু আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সেই সাইন বোর্ড তুলে নিয়ে নতুন করে বামফ্রন্ট সরকারকে গঠন করেছে। কংগ্রেসী সাইনবোর্ড আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে নেই। বামফ্রন্ট সরকারে সাপ্লিমেন্টারী বাজেট জনকল্যাণমূলক বাজেট তাই এটাকে আমি সমর্থন করি। কংগ্রেসী রাজত্বের একটা ঘটনার কথা বলছি, কাঞ্চনবাড়ীতে পাম্প সেট বসানো হয়েছে, সেখানে যে খালকাটা হয়েছে, তাতে প্রচুর টাকা খরচ করা হয়েছে মাঠে ফসল নাই আমি তাদেরে বলেছিলাম কেন খাল কেটে টাকা খরচ কর হচ্ছে? সেই খাল কাটার স্বার্থের মধ্যে কন্ট্রাক্টার বাবু জড়িত, আছে এবং মন্ত্রী মহাশয়রা সেইটার মধ্যে জড়িত, টাকা তারা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে প্রচেষ্টা নিয়েছে তা প্রশংসনীয়। কাঞ্চনপুরে ইলেকট্রিসিটি নেওয়ার জন্য সব ঠিক হয়ে গেছে ও কারেন্ট যাবে। বামফ্রন্ট সরকারের সাপ্লিমেন্টারী বাজেট এখানে যারা মেনে নিচ্ছেন না, তাদের আমি বলি তারা যেন এই বাজেটকে সমর্থন করেন। তারা বিরোধিতা করতে আসেন তাই তারা না ছাড়া হ্যাঁ বলতে পারেন না। আজকে জনগণের কল্যাণের জন্য যে বাজেট

এই বাজেটকে সমর্থন করার জন্য আমি তাদেরে অনুরোধ করছি। ছোট ছোট রাস্তা যেগুলি হবে, সেখানে তো বামফ্রন্ট সরকার থাকবে না সেটা ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের কল্যাণের জন্যই করা হবে। সেই রাস্তার কাজে টাকা ব্যয় হবে তার জন্যই সাপ্লিমেন্টারী বাজেট তৈরী করা হয়েছে।

ত্রিপুরায় এমন একদিন ছিল যেখানে মানুষ বাঘের ভয়ে চলাফেরা করতে পারত না। কারণ তখন কোন রাস্তাঘাট ছিল না। আজকে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা ত্রিপুরাকে আবার সেই পেছন দিকে টেনে নিয়ে যেতে চান। এখানে কোন কোন বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা মার্কসবাদ সম্পর্কে উপদেশ দিতে চেয়েছেন। আমি উনাদেরকে বলছি যে উনারা আগে ভাল করে মার্কসবাদ সম্পর্কে পড়াশুনা করে তারপর মার্কসবাদ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করবেন! বিরোধীতা করার জন্য এই বিধানসভায় আসা নয়। বিধানসভায় আসা মানে জনগণের সেবা করা। ত্রিপুয়াবাসী যে বিপুল ভোটাধিক্যে বামফ্রন্টকে ক্ষমতাসীন করেছেন, জনগণকে সেবা করবার জন্যই। কাজেই আমরা ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থ দেখবই। সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে জনস্বার্থের জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রভৃতি খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তাকে আমি স্বাগত জানাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডকে সমর্থন জানিয়ে এবং বিরোধী পক্ষ সারবত্তাহীন যে যুক্তি এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ- শ্রীসুবোধ দাস।

শ্রীসুবোধ দাস ঃ- মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডকে আমি সমর্থন করছি। বামফ্রন্ট সরকার যে ধরনের অর্থনীতি গড়ে তুলতে চায়, গোটা ভারতবর্ষে আগামী দিনে যে ধরনের অর্থনীতি দিতে চায় এই বাজেট নিশ্চয় তা নয়। ভারতবর্ষের বর্ত্তমানের আইনের খাটালের মধ্যে থেকে বামফ্রন্ট সরকার যে বাজেট তৈরী করেছেন, তা থেকেই ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ আগামী দিনের আশার আলো দেখতে পাবে। এই বাজেটে কুটির শিল্প, জলসেচ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ও উপজাতি কল্যাণের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে এগুলির মধ্য থেকে জনগণের একটা আশার আলো দেখার কারণ আছে। বিগত বছরগুলিতে কংগ্রেসী শাসনে যে বাজেট বরাদ্দ হয়েছিল, সেই বাজেট বরাদ্দ থেকে এই বাজেট সাময়িককালের হলেও এই বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ যেমন বেশী, তেমনি বাজেটে বরাদ্দের পরিমাণ থেকে সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব যে বামফ্রন্ট সরকার, বিগত বছরগুলিতে যে সরকার ছিল, তার থেকে অন্য ধাঁচে ত্রিপুরাকে গড়তে চায়। গোটা ত্রিপুরা রাজ্যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা রয়েছে---রাস্তাঘাটের সমস্যা রয়েছে, শিক্ষার সমস্যা রয়েছে, তেমনি আরও অনেক সমস্যা রয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখব অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ভগ্নাবস্থায় আছে। কাজেই এইগুলিকে নূতন করে গড়ে তোলা খুবই কঠিন কাজ, তথাপি বামফ্রন্ট সরকার, এই অল্প সময়ের মধ্যে যাতে গ্রামাঞ্চলের এই জুনিয়ার বেসিক স্কুল, সিনিয়ার বেসিক স্কুলগুলি মেরামত হয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার উপযোগী হয়ে উঠতে পারে, সেইদিকে বিশেষ নজর রাখবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, কুটির শিল্প সম্পর্কে বলতে গেলে, এই কুটির শিল্প উপজাতি এবং মণীপুরীদের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। আমাদের এই ত্রিপুরাতে ১ লক্ষ ২৬ হাজার উপজাতি এবং মণিপুরী তাঁতশিল্পী রয়েছে। ওদের অধিকাংশেরই এখন তাঁত বন্ধ হয়ে আছে। তাদের আর্থিক দুরাবস্থা দুরীকরণের জন্য এই তাঁতগুলির আবার চালু করা দরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার, সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যের কোথায় কোথায় এই তাঁতশিল্প কেন্দ্র গড়ে তোলা দরকার, সেটা হয়তো আমার পক্ষে বলা সম্ভব হবে না, তবে ধর্মনগর বিভাগ সম্পর্কে যেহেতু আমার কিছুটা ধারণা আছে, সেইহেতু সেই বিভাগ সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। ধর্মনগরের উপজাতি অধ্যুষিত দশদা, কাঞ্চনপুর, দামছড়া প্রভৃতি অঞ্চলে অতিসত্বর তাঁতশিল্প গড়ে তোলা দরকার এবং মণিপুরী অধ্যুষিত রামনগর, গোবিন্দবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁতশিল্প কেন্দ্র খোলার প্রয়োজন রয়েছে। স্কুলগুলির মধ্যে দশদা, মাছমারা, পেচারথল, কালাছড়া প্রভৃতি হাই-স্কুল এবং পদ্মবিল সিনিয়ার বেসিক স্কুলটি একেবারে ভগ্নাবস্থায় আছে! কাজেই উক্ত স্কুলটি যদি অবিলম্বে সংস্কার করা না হয় তাহলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবে। আমি আশা করব বর্তমান সরকার এই বিষয়গুলির দিকে অতিসত্বর নজর দেবেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, ধর্মনগরের একটি বিরাট অংশের ফসল প্রতি বৎসরই বন্যার জলে নষ্ট হয়ে যায়। মাইনর ইরিগেশন বিভাগ থেকে বন্যা প্রতিরোধের জন্য কয়েক বার সমীক্ষা হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত তা কার্য্যকরী করা হয়নি। ব্রজেন্দ্রনগর, কুর্ত্তী, রাজবাড়ী, দামছড়া, নরেন্দ্রনগর প্রভৃতি জায়গায় হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল প্রতি বৎসরই বন্যার জলে বিনষ্ট হয়। শুধু তাই নয়, লংঘাই, কুর্ত্তী, জুড়ী নদীর এবং ছোট ছোট ছড়ার ভাংগনের ফলে শত শত বিঘা জমি প্রতি বৎসর নদীতে এবং নালায় বিলীন হচ্ছে। আমি আশা করব বামফ্রন্ট সরকার অবিলম্বে এগুলির দিকে নজর দেবেন। বন্যার জল যদি রোধ করা যায় তাহলে এই হাজার হাজার বিঘার জমির ফসল যেমন রক্ষা পাবে তেমনি অপরদিকে খাদ্য সমস্যারও কিছুটা লাঘব।

মাননীয় স্পীকার স্যার, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে গ্রামাঞ্চলে যে কাজ চলছে এই আর্থিক বৎসরে সেইগুলির খুব বেশী উন্নতি বিধান করা হয়তো সম্ভব হবে না, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের জন্য যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রেখেছেন তাতে আমার ধারণা আগামী বছর বাজেটে আরও বেশী টাকা বরাদ্দ করবেন। গ্রামাঞ্চলের মানুষ বিগত তিন দশক ধরে যে যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধা ভোগ করছেন, বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হবার ফলে তা থেকে রেহাই পাবেন।

মাননীয় স্পীকার স্যার, চিকিৎসা সম্পর্কে দু-একটি কথা বলছি। ধর্মনগর বিভাগীয় যে হাসপাতালগুলি আছে সেই হাসপাতালগুলির অবস্থা দেখলে অতি সহজেই বোঝা যায় যে বিগত কংগ্রেস আমলে এইগুলির দিকে কোন নজরই দেননি। একটি হাসপাতালে আসন সংখ্যা ৩০ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়। কিন্তু সেই বর্দ্ধিত বেড-গুলির জন্য বিছানা এবং অন্যান্য জিনিষপত্র আজ পর্য্যন্তও সংগ্রহ করা হয়নি। সেই হাসপাতালগুলিতে এতই দুর্গন্ধ যে একটা সুস্থ্য লোক কিছুক্ষণ অবস্থান করলে, সে অসুস্থ্য হয়ে পড়বে। কদমতলা, পানিসাগর, কাঞ্চনবাড়ী, আনন্দবাড়ী, দশদা পেচারথল, প্রভৃতি

হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় ঔষধ নেই, ডাক্তার নেই, নার্স নেই। জনসাধারণের সুচিকিৎসার কোন বন্দোবস্ত নেই। হাসপাতালগুলিতে একটা অসহনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। অতি পুরানো বিছানা, সেখানে শীতের দিনে ছাড়পোকার উপদ্রবে রোগীরা ঘুমাতে পারে না। অনেক রোগী বিছানা থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হন। বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে নজর দিচ্ছেন চিকিৎসা ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য, আশা করি কিছুটা অন্ততঃ এই অল্পদিনের মধ্যে সুরাহা করা সম্ভবপর হবে। খেদাছড়া একটা উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল, ২৬ মাইলের মধ্যে কোন এম.বি.বি.এস চিকিৎসক নেই, সেখানে একটা অবিলম্বে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা সাপেক্ষ অন্ততঃ একজন চিকিৎসক দিয়ে এবং প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র দিয়ে তাদের অসুবিধাগুলি দূর করা হবে বলে আমি আশা করি। পদ্মবিল উত্তর ত্রিপুরার একটা অঞ্চল সেখানে কোন রাস্তাঘাট নেই, কোন রোগীকে হাসপাতালে নেওয়া সম্ভব নয়, সেখানে একটা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা প্রয়োজন। এই সাপ্লিমেন্টারী বাজেটের সমর্থনে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি এবং মাননীয় বিরোধী গ্রুপের সদস্যরা যে বাজেটের বিরোধীতা করেছেন আমি তাঁদেরকে অনুরোধ করছি, এই বাজেট ভাষণকে ভালভাবে দেখে অন্ততঃ বিচার করা উচিত এই জন্যে যে এই বাজেটে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের আশা আকাংখা প্রতিফলিত হয়েছে এবং সমস্ত হাউস এই বাজেটে যে দাবীগুলি রাখা হয়েছে, এইগুলি কার্যকরী করার জন্য যদি ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসেন তাহলে ১৭ লক্ষ মানুষের দুঃখ কষ্টের একটা সুরাহা হবে এবং আগামী দিনে সুন্দর ত্রিপুরা রাজ্য গড়ে তোলার দিকে এটা একটা প্রথম পদক্ষেপ। এই বলেই আমি আমার সাপ্লিমেন্টারী বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী (সি. এম.) ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি খুব খুশি হয়েছি যে বিরোধী দলের সদস্যরা এর উপর বেশী কাটমোশান আনেননি, কারণ তাঁরা বুঝতে পেরেছেন যে এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ আমাদের এই রাজ্যের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা একথাও বলেছেন যে এ'সব টাকা যাতে ঠিকমত খরচ হয়, অপব্যয় যাতে না হয়। এই বিষয়ে আমরাও একমত। বিরোধীদলের সদস্যদের থেকে আমি আরও একটু অগ্রসর বলতে চাই যে অপব্যয় শুধুমাত্র সরকার বন্ধ করতে পারেন না, যদি জনসাধারণ এ ব্যাপারে সাহায্য না করেন এবং জনসাধারণের একটা অংশ হিসেবে আমি বলব বিরোধি দলের সদস্যরা এব্যাপারে যদি সহযোগিতা করেন, তাহলে নিশ্চয়ই গত ৩০ বছরের অপব্যয়ের ইতিহাস আমরা শেষ করতে পারব, টাকা জনসাধারণের স্বার্থে খরচ করতে পারব। মাননীয় বিরোধি দলের সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া যে কাটমোশান এনেছেন যে, উদয়পুর মহকুমার গর্জনমুড়া, কিল্লাবাজার, তুইনানি বাজারে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই, এটা ঠিক নয়, ঐ এলাকায় ডাক্তারখানা আছে, মাননীয় সদস্য বলেছেন কিছুই নেই কিন্তু সেখানে ডাক্তারখানা আছে, কাছাকাছি প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারও আছে, নেই এটা বলা ঠিক নয়, তবে আরও থাকা উচিত. বিশেষ করে ইন-একসেস্যাবল এরীয়া যেগুলো আছে সেখানে এইগুলি থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি। কারণ শহরের কাছে যেখানে প্রাইভেট ডাক্তার পাওয়া যায় সেখানে এখন না খুললেও চলে কিন্তু যেখানে রাস্তা হয়নি, দুর্গম এলাকা সেখানে হাসপাতাল হওয়া বেশী প্রয়োজন আছে, ছোট হলেও সেখানে যাতে খোলা যায় আমাদের সরকার চেষ্টা করবেন।

একেবারে দুর্গম এলাকায়, যে সমস্ত এলাকায় রোগীকে কাঁধে করে আনতে হয় ৮/১০ মাইল দূরে, সেইসব জায়গায় আমরা হাসপাতাল খুলতে চেষ্টা করব। আমরা দেখব কোথায় কোথায় ঐ রকম দুর্গম এলাকা আছে, মাটির ঘর করে হলেও সেখানে চার, পাঁচ, ছয় বেড এইরকম হাসপাতাল করে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে, এইসব কাজ আমাদের সরকার আগামীদিনে করবে।

অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ যে এখানে দাবী করা হয়েছে, তারমধ্যে আমি আগেই বলেছি যে একটা বড় অংশ কর্মচারীদের সম্পকে। আমি বলতে চাই চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীরা সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত, তাদের একটা হাউসিং লোন আমরা দেওয়ার কথা ভাবছি সেটা ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার পর্যন্ত হতে পারে। আমরা এটা ফাইনালাইজ করছি, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হলে আমরা তাদের এটা জানিয়ে দেব। কারণ আগরতলা শহরে এবং শহরাঞ্চলে তাদেরকে আমরা ফ্রী কোয়ার্টার্স দিতে পারছিনা কারণ ঘর কম। বাড়ী ভাড়া করে থাকা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় যে ভাড়া সরকার থেকে দেওয়া হয় সে ভাড়ায়। তাছাড়া সমস্ত জিনিষপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে, তাতে সমস্ত কর্মচারীদেরই একটা ডি. এ. শীঘ্রই পাওনা হয়ে যাবে, কাজেই আমরা মনে করছি যে তাদের ডি. এ. পাওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা দিতে পারব এবং তার জন্য আগামী বাজেটে টাকা বরাদ্দ রাখা হবে। এই বাজেটে সামগ্রিক কোন চিত্র নেই, সামগ্রিক চিত্র আগামী বাজেটের মধ্যে আমরা দিতে পারব। আমি আশা করব এই অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ হাউস গ্রহণ করবেন এবং কাট মোশানটি বাতিল করবেন।

মিঃ স্পীকার ঃ—এখানে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবীগুলি যে রাখা হয়েছে, আমি একে একে সেগুলি ভোটে দিচ্ছি।

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হল যে ১৯৭৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দেয় দাবী (ডিমাণ্ড) নং ১. মেজর হেড ২৮৮-সোস্যাল সিকিউরিটি অ্যাণ্ড ওয়েলফেয়ার---পেনসন টু এম. এল. এজ---এই খাতে অতিরিক্ত অনুর্ধ ১,০০,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান--

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী (ডিমাণ্ড) নং ২১—মেজর হেড—২৮৫—ইনফরমেশান অ্যাণ্ড পাবলিসিটি—এই খাতে অতিরিক্ত অনুর্ধ ৩,৮২,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান—

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী (ডিমাণ্ড) নং ২৮—মেজর হেড—২৮৭—লেবার অ্যাণ্ড এম্‌প্লয়মেন্ট, ৩০৪—আদার জেনারেল ইকনমিক সার্ভিস, রেগুলেশানস্ অব ওয়েট্‌স অ্যাণ্ড মেজারস্—এই খাতে অতিরিক্ত অনুর্ধ ৯১,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান—

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী (ডিমাণ্ড) নং ৩৪—মেজর হেড ২৯৯—স্পেশাল অ্যাণ্ড ব্যাকওয়ার্ড এরিয়াজ—এন. ই. সি. স্কীমস্ ফর ভিলেজ অ্যাণ্ড স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ—এই খাতে অনূর্ধ ২৫,৫২,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান—

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী (ডিমাণ্ড) নাম্বার ৪৭---মেজর হেড ৭২১---লোন্স ফর ভিলেজ অ্যাণ্ড স্মল ইণ্ডাষ্টিজ এই খাতে অতিরিক্ত অনূর্ধ ৮,২৫,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান---

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী (ডিমাণ্ড) নং ৬---মেজর হেড ২৪১---ট্যাক্সেস অন ভেহিক্যাল্স---এই খানে অতিরিক্ত অনূর্ধ ১৫,০০০ টাকা মঞ্জুরী প্রদান---

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী (ডিমাণ্ড) নং ১৪---মেজর হেড---২৫৯---পাবলিক ওয়ার্কস, ২৭৭---এডুকেশান, ২৮০---মেডিকেল, ২৮২---পাবলিক হেলথ, ৩১০---এনিমেল হাজবেন্ড্রী---এই খাতে অতিরিক্ত অনূর্ধ ২,০৯,৫৪,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান---

. (প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী (ডিমাণ্ড) নং ২০---মেজর হেড ২৮০---হাউসিং, গভর্ণমেন্ট রেসিডেনসিয়াল বিল্ডিংস, ২৮৪---আরবান ডেভেলাভমেন্ট (টাউন অ্যাণ্ড রিজন্যাল প্লানিং) ৩৩৭---রোড অ্যাণ্ড ব্রিজেস্---এই খাতে অতিরিক্ত অনূর্ধ ১২,৫৫,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান---

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের দাবী (ডিমাণ্ড) নং ৩৫---মেজর হেড ৩৩১ ওয়াটার অ্যাণ্ড পওয়ার ডেভেলাপমেন্ট, ৩৩৩---ইরিগেশান, নেভিগেশান ইত্যাদি, ৩৩৪---পাওয়ার প্রজেক্টস্ এই খাতে অনূর্ধ ৩,৩৩,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান---

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইলে যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দের

দাবী (ডিমাণ্ড) নং ৩৬—মেজর হেড—৪৭৭-কেপিট্যাল আউটলে অন এডুকেশান ইত্যাদি, ৪৮২—কেপিট্যাল আউটলে অন পাবলিক হেল্থ ইত্যাদি এই খাতে অতিরিক্ত অনুর্ধ ৭৭,০০,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান—

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত কত ব্যয় বরাদ্দের দাবী (ডিমাণ্ড) নং ৩৯—মেজর হেড—৪৮৩—কেপিট্যাল আউট লে অন হাউসিং—এই খাতে অতিরিক্ত অনুর্ধ ৬,৪১,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রধান---

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী (ডমাণ্ড) নং ২৯---মেজর হেড ৩০৫---এগ্রিকালচার--এই খাতে অতিরিক্ত অনুর্ধ ১,৪৫,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান---

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১১৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী (ডিমাণ্ড) নং ৩০ মেজর হেড—২৯৯--স্পেশাল অ্যাণ্ড ব্যাকওয়ার্ড এরিয়াজ— এন, ই, সি, স্কীম ফর এনিমেল হাজবেণ্ড্রী অ্যাণ্ড ডেয়ারী ডেভেলাপমেন্ট, ৩১০— এনিমেল হাজবেণ্ড্রী---এই খাতে অতিরিক্ত অনুর্ধ ৪,৬১,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান—

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী (ডিমাণ্ড) নাম্বার—৪১ মেজর হেড ৭০৫--লোন্স ফর এগ্রিকালচার--এই খাতে অতিরিক্ত অনুর্ধ ৪০,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান---

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হয়)

মিঃ স্পীকার—আমি এখন ছাঁটাই প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। ছাঁটাই প্রস্তাবটি হয় (ডিমাণ্ড) নং ১৮---মেজর হেড ২৮০---মেডিকেল এর উপর মাননীয় মদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া কর্তৃক আনীত। প্রস্তাবটি হইতেছে---

That the demand be educed by Rs. 100/- to ventilate the following grievance :

উদয়পুর মহকুমার গর্জনমুড়া, কিল্লা বাজার, তুইনানি বাজারে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে বাতিল হয়ে যায়)

মাননীয় অধ্যক্ষ—এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত

ব্যয় বরাদ্দ দাবী Demand No. 18, Major heads-280—Medical, 282 Public Health Sanitation & Water Supply এই খাতে অতিরিক্ত অনূর্ধ ৪,৫৮,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইল)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল ১৯৭৮ সনের ৩১ মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী Demand No. 37 Major head-482-Capital Outlay on Public Health Sanitation & Water Supply, এই খাতে অতিরিক্ত অনূর্ধ ১০,৩৮,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইল)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী Major head-500-Investment in General Financial and Trading Institutions, এই খাতে অতিরিক্ত অনূর্ধ ৫,০০,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইল)

মাননীয় অধ্যক্ষ—এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী Demand No. 15 Major heads-259-Public Works, 284 Urban Development, 287-Labour and Employment এই খাতে অতিরিক্ত অনূর্ধ ৫,৩৮,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইল)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী Demand No. 15 Major head-338-Road and Water Transport Scheme, এই খাতে অতিরিক্ত অনূর্ধ ১,০০,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইল)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী Demand No. 12 Major head 256-Jails, এই খাতে অতিরিক্ত অনূর্ধ ১,৪৭,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইল)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী Demand No. 12 Major heads 296-Secretariat Economic services, 304 other General Economic Services, এই খাতে অতিরিক্ত অনূর্ধ ৮১,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ধ্বনি ভোটে গৃহীত হইল)

মাননীয় অধ্যক্ষ—এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী Demand No. 40 Major head 677-Loans for Education, Art & Culture, এই খাতে অতিরিক্ত অনূর্ধ ৬,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্টের ধবনি ভোটে গৃহীত হইল)

এখন হাউসের সামনে প্রশ্ন হইল যে ১৯৭৭ সনের ১লা এপ্রিল হইতে ১৯৭৮ সনের ৩১শে মার্চ আর্থিক বৎসরের ব্যয় সংকুলান করার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ দাবী Demand No. 40 Major heads 498 Capital Outlay on Co-operation, 968-Loans to Cooperative Societies, এই খাতে অতিরিক্ত অনূর্ধ ১৭,০০,০০০ টাকার মঞ্জুরী প্রদান।

(প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্টের ধবনি ভোটে গৃহীত হইল)

সরকারী বিল

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্তী বিষয় হল 'ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৭৮ ইং)' এই বিলটি হাউসে উত্থাপন করার জন্য অনুমতিসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করতে অনুমোদনের জন্য আমি প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

সভায় প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তারপর সভার সচিব বিলটির দীর্ঘ শিরোনামা পাঠ করেন।

মিঃ স্পীকার—আমি এখন মুখ্যমন্ত্রীকে 'ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৭৮ ইং) উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি 'ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৭৮ ইং) উত্থাপন করছি।

মিঃ স্পীকার—আমি এখন মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক আনীত ত্রিপুরা এপ্রোপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৭৮ ইং এই প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি সভায় ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে কোন আলোচনা হবে না?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য এই ষ্টেজে নয়—পরের ষ্টেজে আলোচনা করার সুযোগ দেওয়া হবে।

মাননীয় সদস্যগণ আপনারা দয়া করে এই বিলের কপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবেন।

মাননীয় সদস্যদের আরও অনুরোধ করা যাইতেছে পি, এ, সি'র রিপোর্ট'ও আপনারা দয়া করে নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবেন।

সভার পরবর্তী বিষয় হল—ত্রিপুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালন সংক্রান্ত ভার অধিগ্রহণ (২য় সংশোধন) বিল, ১৯৭৮ ইং বিবেচনা করা।

—আমি শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে ত্রিপুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালন সংক্রান্ত ভার অধিগ্রহণ (২য় সংশোধন) বিল, ১৯৭৮ ইংটিকে হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ত্রিপুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালনা সংক্রান্ত ভার অধিগ্রহণ (২য় সংশোধন) বিল ১৯৭৮ ইংটিকে হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করিতেছি।

মিঃ স্পীকার স্যার, এই বিলটি খুব সরল। কারণ ষ্টেটমেন্ট অব অবজেক্টের মধ্যে তার কারণ বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে প্রথমে আগরতলা রামঠাকুর কলেজ এবং কৈলাসহরে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ত্রিপুরা সরকার গত ১০-২-৭৩ তারিখে ৫ বছরের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এবং এটা তখনকার ত্রিপুরার চলিত এড়ুকেশান এমেণ্ডমেন্ট বিলের ৩নং ধারার ১ উপধারা অনুযায়ী অধিগ্রহণ করা হয়। এবং সেই আইনের ধারা অনুযায়ী এই দু'টি বেসরকারী কলেজের কাজকর্মের সুষ্ঠুভাবে পরিচালনের জন্য মেনেজিং কমিটি গঠিত হলে, স্ব স্ব মেনেজিং কমিটির হাতে তুলে দেওয়ার কথা আছে। কিন্তু দেখা গেল যে এই ৫ বছরের মধ্যেও দু'টি কলেজের মেনেজিং কমিটি ঠিক মত গঠিত হয় নাই। এর ফলে সরকার, এই দু'টি কলেজের কাজকর্ম যাতে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত না হয়, তাহলে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মানের অবনতি হতে পারে, ফলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে এবং সেটা দেশেরও ক্ষতির কারণ হতে পারে, সেই দিক থেকে এই বিলে এই কথা সাজেস্ট করা হয়েছে যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালন করা হয় এবং মেনেজিং কমিটি গঠন করা সাপক্ষে সরকার যাতে এই ৫ বছর মেয়াদের পরেও এক কালীন ২ বছর করে মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে, সেই সুযোগ নেওয়া হয়েছে। এই অজুহাতে যখন অর্ডিনান্স করা হয় তখন বিধানসভার অধিবেশন ছিল না। কাজেই জরুরী ভাবে এটা গ্রহণ করতে হয়েছিল। সরকারের কাছে তখন অন্য কোন উপায় ছিল না। এবং সেই অর্ডিন্যান্স সভার সামনে একটা সংশোধনী আইন করে উপস্থিত করা হয়েছে।

আর সরকার এটাও লক্ষ্য রাখছে, এই ভাবে যে মেনেজিং কমিটির ক্ষমতা টেক ওভার করবে, সেটা কোন অবস্থাতেই ১০ বছরের বেশী যাতে হতে না পারে তার জন্য সিলিং লিমিটি এই বিলে সাজেস্ট করা হয়েছে। এই বিলটি অত্যন্ত সরল। ত্রিপুরা রাজ্যের এই দু'টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-এর খাতিরে এবং জনসাধারণের খাতিরে আমি হাউসের কাছে সুপারিশ করছি যে এই সংশোধনী আইনটা আপনারা অনুমোদন করবেন।

মিঃ স্পীকার—যারা এই বিলের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চান তাদের নাম দিতে পারেন। (কোন সদস্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন নাই) তারপর সভায় বিলটি ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

(উক্ত বিলের ১, ২ ও ৩ নং ধারাগুলো সভায় ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

(তারপর বিলের শিরোনামাটি ধ্বনি ভোটে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।)

মিঃ স্পীকার—আমি এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে দি ত্রিপুরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিচালন সংক্রান্ত ভার অধিগ্রহণ (২য় সংশোধন) বিল, ১৯৭৮ ইংটি হাউসে পাশ করার প্রস্তাব উত্থাপন করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব—Mr. Speaker Sir, I beg to move that "The Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) (Second Amendment) Bill, 1978 be passed.

Mr. Speaker—আমি এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক আনীত "The Tripura Educational Institutions (Taking over of Management) Second Amendment) Bill, 1978 হাউসে পাশ করার জন্য প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি

(প্রস্তাবটি সভায় ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

সভার পরবর্তি আলোচনার বিষয়বস্তু হল ঃ—

দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা এমেন্‌ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৭ ইং বিলটি হাউসে উত্থাপন করার জন্য অনুমতিসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করতে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী সভায় অনুপস্থিত, সেজন্য প্রস্তাবটি আমি উত্থাপন করার জন্য আপনার সম্মতি চাইছি।

মিঃ স্পীকার—হ্যাঁ, চিঠি আমি পেয়েছি—আমি অনুমতি দিচ্ছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি ইউনাইটেড প্রভিনসেস 'পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সংশোধন) বিল, ১৯৭৮ ইং—ত্রিপুরা বিল নং ৫, ১৯৭৮ ইং বিলটি এই হাউসের সামনে উত্থাপনের অনুমতি চাইছি।

অধ্যক্ষ মহাশয় ঃ-- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবটি আমি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল ইউনাইটেড প্রভিন্স পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সংশোধন) বিল, ১৯৭৮ইং হাউসে উপস্থাপনের জন্য অনুমতি প্রধান। (প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং গৃহীত হয়)

সচিব মহাশয় ঃ-- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইউনাইটেড প্রভিন্স পঞ্চায়েত রাজ ত্রিপুরা সংশোধন বিল ১৯৭৮ইং।

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ-- আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ইউনাইটেড প্রভিন্স পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সংশোধন) বিল, ১৯৭৮ ইং হাউসে উপস্থাপন করার জন্য অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সংশোধন) বিল, ১৯৭৮ইং হাউসে উপস্থাপন করিতেছি।

অধ্যক্ষ মহোদয় ঃ— আমি এখন মাননীয় পঞ্চায়েতমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক আনীত ইউনাইটেড প্রভিন্স পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা সংশোধন) বিল, ১৯৭৮ইং হাউসে উপস্থাপনের প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

(বিলটি ধ্বনি ভোটে দেওয়া হয় এবং বিলটি হাউসে উপস্থাপিত হয়)

দৃষ্টি আকর্ষণ৷ প্রস্তাব

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ--- মাননীয় স্পীকরে স্যার, কলিং অ্যাটেনশন নোটিশ আছে।

মিঃ স্পীকার ঃ--- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখন কলিং অ্যাটেনশনের উত্তর দিচ্ছেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ-- গত ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ইং রাতে বিশালগড় থানার অন্তর্গত রাংগাশলি গ্রামের শ্রীতোপ৷ মিঞার এবং জয়মঙ্গল পাড়ার শ্রীতপন দেববর্মার বাড়ীতে ডাকাতি সম্পর্কে এবং তজ্জনিত কারণে এলাকার জনগণের মনে ত্রাশের সঞ্চার সম্পর্কে ঃ-- গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ ১৬/১৭ ফেব্রুয়ারী রাত ১টায় ১০/১২ জন দুষ্কৃতকারীর একটি দল বর্শা, দা, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে বিশালগড় থানার অধীন জয়মঙ্গল চৌধুরী পাড়া গ্রামে মৃত মানী চন্দ্র দেববর্মার পুত্র শ্রীতপন দেববর্মার বাড়ীতে হানা দেয়, দুষ্কৃতকারীরা ঘরের দরজা ভাংগিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া বাড়ীর মালিক তপন দেববর্মা, তার স্ত্রী এবং কন্যাকে মরেধোর করে। তারপর এক খণ্ড রজ্জু দ্বারা তাহাদিগকে বাঁধিয়া নগদ ৫৫ টাকা এবং ৬৯১'৮০ পয়সার মূল্যের কিছু জিনিস নিয়ে চলিয়া যায়। দুষ্কৃতকারীরা সার্ট এবং লুঙ্গি পরিহিত ছিল। ঘটনার স্থল বিশালগড় থানা হইতে ১৬ কিঃ মিঃ দক্ষিণ পশ্চিমদিকে এবং গগনসর্দার পাড়া পুলিশ ফাঁড়ি হইতে দেড় কিমিঃ দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। খবর পেয়ে গগন সর্দার পাড়া পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ দল ঘটনার ২০ মিনিটের মধ্যে অকুস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীতপন দেববর্মার ভাইপো শ্রীধরেন্দ্র দেববর্মা পিতা মৃত রাজকুমার দেববর্মা গত ১৭/২/৭৮ইং বিশালগড় থানায় এজাহার প্রদান করেন। ঐ এজাহার সূত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৭ ধারায় বিশালগড় থানায় ১৩(২)৭৮নং কেইস ঐ দিনই অর্থাৎ ১৭-২-৭৮ইং তারিখ নথিভুক্ত করা হয়। মহকুমা পুলিশ অফিসার কেইসটি তত্বাবধান করিতেছেন। তদন্তকালে নিম্নলিখিত ৩ জন ভারতীয় নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়। (১) মোহন মিঞা পিতা গফুর মিঞা, গ্রাম গতিঘর, (২) মমিন মিঞা পিতা মৃত খান্দন মিঞা, গ্রাম মারকুণ্ড, (৩) ফজল মিঞা পিতা মৃত বসমত আলী, গ্রাম বড়মুড়া আসামীদের গ্রামগুলি কলমডোরা থানাধীন। রাংগাপানিয়া গ্রামের শ্রীকালা মিঞার বাড়ীতে ডাকাতি সম্পর্কিত ঘটনার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ—

গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী অর্থাৎ ১৬/১৭ ফেব্রুয়ারী রাত প্রায় ১২-৩০ মিঃ এ প্রায় ১০ জনের অপরিচিত এক ডাকাত দল ছেনী, দাও, বর্শা এবং টর্স নিয়ে বিশালগড় থানার অধীন রাংগাপানিয়া গ্রামের শ্রীকালামিঞার বাড়ীতে হানা দেয়। ডাকাত দল শ্রীকালামিঞা, তাহার শ্বশুর এবং ছোট ভাইদের ঘরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত পুরুষ লোকদের দড়ি দিয়ে বাঁধিয়া ফেলে। ডাকাত দল মহঃ আবদুল রহিম, তাহার ভাই এবং তাহার মাকে লাঠি দিয়া আঘাত করে। তারপর নগদ মং ২০০ টাকা এবং ২৪৫

টাকা মূল্যের কিছু কাপড় নিয়ে চলে যায়। রাংগাপানিয়া গ্রাম বিশালগড় থানা হইতে প্রায় ১৫ কিমি, দক্ষিণে পশ্চিমদিকে অবস্থিত। উক্ত গ্রামের নিকটে ২টি পুলিশ ফাড়ি আছে। একটি ২ কিমি দক্ষিণ গগন সর্দার পাড়া এবং অপরটি ১ কিমিঃ পশ্চিমে বংশী বাড়ী পুলিশ ফাঁড়ি। লোকজনের চীৎকারে বংশী বাড়ী পুলিশ ফাঁড়ির দৃষ্টি আকর্ষণ হয়। উক্ত ফাঁড়ির পুলিশ দল ৩০ মিনিটের মধ্যেই অকুস্থলে আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীকালামিঞার পুত্র মহঃ আবদুল রহিম গত ১৭-২-৭৮ইং তারিখ এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশালগড় থানায় এজাহার প্রদান করেন। এই এজাহার সূত্রে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৫/২৯৭ ধারা অনুসারে বিশালগড় থানায় ১৪(২)৭৮ নং মামলা নথিভুক্ত করা হয়। মহকুমার পুলিশ প্রধান এই ঘটনার তত্বাবধান করিতেছেন। আহত ব্যক্তিগণকে বিশালগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যথোপযুক্ত চিকিৎসা করা হয়। তদন্তকালে পুলিশ কুকুরের সাহায্য নেওয়া হইয়াছিল কিন্তু কাহাকেও গ্রেপ্তার করা যায় নাই। পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার উভয় ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়াছেন। সশস্ত্র পুলিশ টহলদারীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে যাহাতে দুষ্কৃতকারীদিগের সম্ভাব্য যাতায়াত পথগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা যায়। ঐ এলাকার গ্রাম্যরক্ষী বাহিনীকেও জোরদার করা হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, বিশালগড় থানায় বিভিন্ন সময়ে বহুবার ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে, যার ফলে আশেপাশের গ্রামে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়েছে, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিশালগড় থানা এমন একটা জায়গায় রয়েছে সেখানে অনেকগুলি রাস্তা এই সীমান্ত এলাকার সংগে রয়েছে এবং নানা রকম চোরাকারবারীর অনেক রিপোর্ট আমাদের সামনে আছে। এটা উদ্বেগের বিষয় যে এই ভাবে বার বার ডাকাতি হচ্ছে। পুলিশ ফাঁড়ি খুব বেশী দূরে নয়। সরকার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিচ্ছেন এবং এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেটা তারা ভেবে দেখছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী ঃ--পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেসান ; এই যে ডকাতিগুলি ঘটেছে তা বাংলাদেশের সীমান্ত থেকে খুব বেশী দূরে নয়, এবং যেসব অঞ্চলে ডাকাতি হয়েছে এসব ডাকাতিগুলি করতে যে সব দুস্কৃতকারীরা আসছে, তাদের সঙ্গে এখানেরও দুষ্কৃতকারীর যোগসাজস আছে, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর সংগ্রহাধীন আছে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীর স্পীকার স্যার, যে টুকু মনে হচ্ছে তাতে ওপারের দুস্কৃতকারীর সঙ্গে এপারের দুষ্কৃতকারীর যোগসাজসে এটা ঘটছে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—পয়েন্ট অব ক্লিয়ারিফিকেসান, আমি জানতে চাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, তপন দেববর্মার বাড়ী থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত, এবং সেখানে দুইটি পুলিশ ফাঁড়ি আছে। এ দ্বারা কি প্রমাণিত হয় না সেখানে পুলিশী ব্যবস্থা জোরদার নয়। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই সেখানে জোরদার পুলিশের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। পুলিশ ফাঁড়ী থাকা সত্বেও এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। তবে এর আগে উল্লেখ করেছি যে, জনগণ যদি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা না করে তাহলে পুলিশকে সক্রিয় করতে পারে না। পুলিশ এবং জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এটার মোকাবিলা করবে এই আশা করছি।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী এটা জানেন কি, শুধু মাত্র কালামিঞার বাড়ীতে ঐ দিন (১৬ই তারিখে) দুবার ডাকাত ঢুকবার চেষ্টা করে। প্রথমে রাত্রি ১২৷৷ টার সময় ঢুকবার চেষ্টা করে, কিন্তু না পেরে সেখান থেকে তাপস দেববর্মার বাড়ীতে যায়। তাপস দেববর্মার বাড়ীতে ডাকাতি করে আবার কালামিঞার বাড়ীতে যায়। কিন্তু পরের সময়ে ৭ জন লোক ভেতরে ছিল বলে তারা ভেতরে না ঢুকে ফিরে যায়। এবং ফিরে যাবার সময়ে ঐ বাড়ীতে অক্ষয়মূড়া জঙ্গলের ভেতরে যে জুমিয়া পরিবার ছিল. সেখানে ১৮টি জুমিয়া পরিবার বাস করতো, সেই ১৮টি পরিবারের মধ্যে ৬টি পরিবারের উপর জুলুম করে---তাদের যা কিছু ছিল সব নিয়ে যায়। এই ৬টি পরিবারের আমি নাম বলছি ঃ---

১। শ্রীখগেন্দ্র দেববর্মা।
২। শ্রীশুক্রমনি দেববর্মা।
৩। শ্রীপূর্ণিরাম দেববর্মা।
৪। শ্রীযামিনী দেববর্মা।
৫। শ্রীরবি দেববর্ম।
৬। শ্রীরবীন্দ্র দেববর্মা।

সেই সমস্ত পরিবার যারা জুম চাষ করে জীবন ধারণ করতো, তাদের বাড়ী নেই, তাদের উপর মার ধোর করে, তাদের যা ছিল সব নিয়ে যায়, তাদের জুমের চাষ পুরে ছাই করে দিয়ে গেছে। তারা আজকে রাঙ্গাপানীয়া ইত্যাদি অঞ্চলে পালিয়ে বেরাচ্ছে। সরকার কি তাদের তাদের যথাস্থানে ফেরৎ পাঠাবার কোন ব্যবস্থা করবেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---মাননীয় সদস্য, ঘটনাটা দৃষ্টি আকর্ষনীতে দেওয়া হতো তাহলে আমার পক্ষে ডিটেলস উত্তর দেওয়া সম্ভব হতো। আমি খুবই দুঃখিত যে এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারছি না বলে তবে মাননীয় সদস্য যদি তাদের সরকারের কাছে পাঠান তবে নিশ্চয় সরকার তাদের সাহায্য করবে, তারা যাতে জুম চাষ করতে পারে সেটা দেখবে।

শ্রীহরিনাথ দেবর্মা ঃ--আমি এলাকার প্রতিনিধি হিসাবে সরকারকে সাহায্য করবো। তবে আমি ১৬ তারিখের সমস্ত ঘটনা লিপিবদ্ধ করে মাননীয় মন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি দিয়েছি। অবশ্য চিঠিটা পেয়েছেন কি না আমি জানি না।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—স্যার, এটা আমার হাতে এখনও আসে নি। আমি নিশ্চয়ই খবর নেব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :---পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেসান, বিশালগড় এলাকা জুড়ে ডাকাতি এবং সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়েছে. এতে পুলিশের কোন যোগসাজস আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল আছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---এটা খোঁজ করে দেখব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---এই ডাকাতি এবং সন্ত্রাসের রাজত্বে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের সরকার থেকে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে কিনা তা আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ---ক্ষতিপূরণ নয়। তবে সাহায্য চাইলে সাহায্য পাবে এ আশ্বাস আমি দিতে পারি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া ঃ---আমরা জানি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে সীমান্তবর্তী লোক-দের, এটা বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তাহারের মধ্যে ছিল। এবং এ সম্বন্ধে জনগণকে বামফ্রন্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :---বামফ্রন্টের যে নির্বাচনী ইস্তাহার, তা মাননীয় সদস্যের কাছে যেমন আছে, তেমনি আমার কাছেও আছে। তাতে পরিষ্কার বলা হয়েছিল যে সীমান্তবর্তী এলাকায় যারা বাস করে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হলে তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য কেন্দ্রের কাছে বলা হবে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার--আমি এই হাউসে বলেছি যে, কেন্দ্রের কাছে আমরা এ ব্যাপারে দাবী করে এসছি। আমি কেন্দ্রকে বলে এসছি যদি এই ধরণের ঘটনা ঘটতে থাকে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারকে এর জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ---অক্ষয়মুড়া এবং চণ্ডীমুড়ায় যে সমস্ত জুমিয়া পরিবার আছে সেখানে এই ঘটনার পর একটি অস্থায়ী বি. এস. এফ, ক্যাম্প বসানো হয়েছে। এবং সেই ঘটনার পর দিন একটি পুলিশ ক্যাম্পও করা হয়েছে। ঐ পুলিশ ক্যাম্পের জনৈক পুলিশ অফিসার আমাকে বলেছেন যে এটা অস্থায়ী, এবং আমরা কিছু দিন পর এখান থেকে চলে যাব। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই এই সীমান্তবর্তী এলাকার জন্য একটি স্থায়ী বি, এস, এফ, ক্যাম্প কিংবা স্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প করা যায় কিনা এ ব্যাপারে কোন চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :---এটা নিশ্চয়ই পরীক্ষা করে দেখা হবে। তবে এ কথা আমি বলতে পারি যে একটা বি, এস, এফ, ক্যাম্প রাখার মত ক্ষমতা এ রাজ্যের মানুষের নেই। তবে পুলিশ ক্যাম্প কিংবা আর্মড পুলিশ ক্যাম্প যাতে রাখতে পারি সেটা দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার ঃ--আগামী ১৬ই মার্চ, ১৯৭৮ ইং, বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত মুলতুবী থাকবে।

Annexure—"B"

Starred Question No. 28 by Shri Drao Kumar Riang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কৈলাশহর অন্তর্গত কাঁঠালছড়া মৌজা, দামছড়া মৌজা, উত্তর দামছড়া মৌজা, লংতরাই মৌজা উপজাতিরা বহুদিন পুর্বে জমি বন্দোবস্ত পাইবার জন্য দরখাস্ত করেছে, কিন্তু এখনও তাহাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই ?

২। যদি সত্য হয়ে থাকে কি কারণে বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নাই ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Assembly Started Question No, 46
Admitted Staried Question No. 38 by Shri Drao Kumar Riang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the L. S. G. Department be pleased to state –

প্রশ্ন

১। আগরতলা শহরে মশার উপদ্রব নিবারণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন জানাবেন কি ?

উত্তর

১। আগরতলা শহরে মশার উপদ্রব নিবারণের জন্য আগরতলা পৌর সংস্থা শহরের সমস্ত নালা ইত্যাদি পরিষ্কার করার কাজ আরম্ভ করিয়াছে। অপরদিকে জনস্বাস্থ্য অধিকার মশকের প্রজনন বন্ধ করার জন্য শহরের নালা, ডোবা ইত্যাদিতে সপ্তাহে একবার মশক প্রজনন নিবারক তৈল (Pyrosine Oil) প্রয়োগ করিতেছে।

Starred Question No. 87 by Shri Bidya Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য পূর্ব করঙ্গীছড়া মৌজায় (বিদ্যাবিল) রাস কুমার তালুকদারের জমি অতিরিক্ত আছে, তাহাতে ভূমিহীনদের দেওয়া হইবে ?

২। যদি পুনর্বাসন দেওয়া হয় তাহা হইলে শুধু কি উপজাতি ভূমিহীনদের দেওয়া হইবে, না অ-উপজাতিদেরও পুনর্বাসন দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ, উপযুক্ত ত্রিপুরী উপজাতি অ-ত্রিপুরী উপজাতি এবং অ-উপজাতি ভূমিহীন কৃষকদিগকে এলটমেণ্ট দেওয়া হইবে।

Admitted Starred Question No. 107 by Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Forest Department be pleased to state—

১। অম্পিনগরের বৈশ্যমুনি ও বংচের গ্রামের সংলগ্ন এলাকায় বন রিজার্ভ সম্প্রসারণ করা হচ্ছে কি ?

২। উক্ত এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোন আবেদনপত্র সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছে কি ?

৩। দেওয়া হলে, সরকার এ ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

১। না।

২। না।

৩। ২নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই আসেনা।

UNSTARRED QUESTION NO. 4

Shri Drao Kumar Riang.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department be pleased to State—

১! আগরতলা শহরে কোন কোন ব্যক্তি সরকারী খাসভূমি বে-আইনী ভাবে দখল করে আছেন এবং

২! এই খাস ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

১! সঙ্গীয় তালিকায় দ্রষ্টব্য।

২! হ্যাঁ, এই ভূমি পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে এলটমেন্ট দেওয়া হয়।

ANNEXURE 'C'

LIST OF UNAUTHORISED OCCUPANTS

1. Shri Gopal Mojumder S/o. Rajani Majumder.
2. ,, Satish Sen, S/o Ramaswar sen.
3. ,, Sudhangshu Kumar Roy, S/o. Suresh Roy.
4. ,, Sadhan Sutradhar & Harimohan Sutradhar, S/o Sashi mohan Sutradhar.
5. ,, Harendra Podder, S/o. Matilal Poddar.
6. Smti Ranu Bala Deb Barma, W/o. Amulya Deb Barma.
7. Shri Amar Ch. Paul, S/o. Aswini Paul.
8. ,, Aswini Kr. Sutradhar, S/o. Nandar Kr. Sutradhar.
9. Smti. Nirmala Dey, S/o. Lal Mohan Dey.
10. Shri Rabindra Saha, S/o. Bama Charan Saha.
11. ,, Bhaba Ranjan Nath, S/o. Pulin Bihari Nath.
12. ,, Monoranjan Roy, S/o. Banka Ch. Roy.
13. Smti. Laxmi Rani Dey, W/o. Haripada Dey.
14. Shri Bali Chandra Dey, S/o. Tarini Dey.
15. ,, Haridas Paul, S/o. Purna Ch. Paul.
16. ,, Phani Bhushan Deb Choudhury, S/o. Bisewar Deb Choudhury.
17. ,, Raimohan Saha, S/o. Ram Kumar Saha.
18. Smti. Purna Bashi Saha, W/o. Surendra Saha.
19. ,, Kamala Bala Roy, W/o. Jitendra Roy.
20. ,, Arun Dela Saha, W/o. Monmohan Saha.

21. Shri Nirmal Ganguli, S/o. Nibaran Ganguli.
22. ,, Harimohan Sarker, S/o. Kunja Mohan Sarker.
Smti Sarajini Sarker, W/o. Chandra Mohan Sarker·
23. ,, Saila Bala Das, W/o. Manu Ch. Das.
24. Shri Ramesh Das, S/o. Rajani Das.
25. ,, Bidhu Bhusan Saha, S/o. Harimohan Saha.
26. ,, Suresh Ch. Paul, S/o. Nishi Kanta Paul.
27. ,, Krishna Pada Debnath, S/o. Biswambar Debnath.
28. ,, Jogesh Ch. Saha, S/o. Iswar Saha.
29. ,, Akhil Ch. Saha, S/o. Kailash Chandra Saha.
30. ,, Manindra Saha, S/o. Sukumar Saha.
31. Smti. Giribala Podder, W/o. Ananda Podder.
32. Shri Haripad Debnath, S/o. Bishambar Debnath.
33. Smti. Amiya Prava Devi, W/o. Nanda Gopal Chakraborty.
34. Smti. Kamal Ganguli, W/o. Amal Gopal Ganguli.
35. ,, Saila Bala Paul, W/o. Ramesh Paul.
36. ,, Charu Bala Sur, W/o. Kumud Bandhu Sur.
37. Shri Prafulla Deb, S/o. Nabin Deb.
38. ,, Anil Saha, S/o. Abinash Saha.
39. ,, Anil Saha, S/o. Raimohan Saha
40. Smti. Milan Bala Paul, W/o. Jagdish Paul.
41. Shri Sukumar Paul, S/o. Krishana Paul.
42. Shri Smti. Sucharu Bala Deb, W/o. Mahendra Deb.
43. ,, Dhirendra Roy, S/o. Gagan Roy.
44. ,, Dhirendra Debnath, S/o. Ram Ch. Debnath.
45. ,, Haripada Das, S/o. Mahendra Das.
46. ,, Krishna Mohan Paul, S/o. Sadya Paul.
47. ,, Harendra Saha, S/o. Nogendra Saha.
48. Smti. Haridash Roy, W/o, Nani Roy.
49. ,, Khirode Mohan Saha, S/o. Harimohan Saha.
50. Shri. Mrinal Kanti Deb, S/o. Manmohan Deb.
51. Smti. Suniti Das Gupta, W/o. Suresh Das Gupta.
52. ,, Kumudini Saha, W/o' Aswini Saha, W/o. Aswini Saha.
53. ,, Prativa Roy, W/o. Annada Charan Roy.
54. Shri Brajendra Das, S/o. Upendra Das.
55. ,, Himangshu Das, S/o. Bhudeb Das.
56. Smti. Ranga Bashi Debnath, W/o. Chandra Mohan Debnath.
57. ,, Giribala Saha, W/o. Kshetramohan Saha.
58. Shri Gopal Ch. Acharjee S/o. Gobinda Ch. Acharjee.
59. ,, Ramakanta Saha, S/o. Gopinath Saha.
60. Smti. Santa Bala Nandi, W/o. Bipin Ch. Nandi
61. Shri Jatindra Paul, Urmila Sundari Paul, S/o. Haricharan Paul, W/o Sukamoy Paul.

62. Shri Nepal Chandra Sarker, S/o. Murari Ch. Sarker,
63. ,, Haradhan Das, S/oRajani Das.
,, Ramesh D..s, S/o.Ramcharan Das.
64. ,, Madhusudhan Modak, Narayan Modak, S/o. Chandra Modak.
65. ,, Chittaranjan Kar, S/o. Sital Ch. Kar.
66, ,, Jaladhar Debnath, S/o. Madhav Ch. Debnath.
67. Shri Akhil Ch. Ghosh, S/o. Aswini Ghosh.
68. Shri Sashi mohan Saha, S/o. Krishna Mohan Saha.
69. ,, Harendra Saha, S/o. Debendra Saha.
70. ,, Mon Mohan Ghosh, S/o. Kali Kumar Ghosh.
71. ,, Radha Raman Saha, S/o. Oyrba Ch. Saha.
,, Narayn Saha, S/o. Girish Ch. Saha.
72. Smti. Sandya Rani Kundu, W/o. Ujjal Kundu.
73. Shri Kulendra Chakraborty, S/o. Kamini Chakraborty.
74. ,, Rukmini Mohan Ghosh Roy, S/o. Rajani Mohan Gosh Roy.
75. ,, Anil Ch. Paul, Sunil Ch. Paul, S/o. Nityananda Panl.
76. ,, Sankar Shaha, S/o. Haridas Saha.
77. Smti. Hashi Rani Kar, W/o. Satish Ch. Kar.
78. Shri Mati Lal Purkaystha, S/o. Kamakya Purkayastha.
79. ,, Ramendra Ghosh, Rathindra Ghosh, S/o. Raj Behari Ghosh.
80. Smti. Mukul Rani Bhowmik, W/o. Sudhangshu Kr. Bhowmik.
81. ,, Paritosh Paul, S/o. Pramode Ranjan Paul.
82. Smti. Sumitra Saha, W/o. Kartick Ch. Saha.
83. Shri Nitai Ch. Lodh, S/o. Rajani Lodh.
84. Smti. Taru Bala Paul, W/o. Surendra Ch. Paul.
85. Shri Sukumar Chakraborty, S/o. Monmohan Chakraborty.
86. ,, Surendra Debnath, S/o. Raj Kumar Debnath.
87. ,, Braja Gopal Banik, Pran Gopal Banik, S/o. Pravat Ch, Banik.
,, Ramini Mohan Banik, Lalit Mohan Banik, S/o. Jagat Banik.
88. ,, Giridhari Kunda, S/o. Bala Ram Kunda.
89. ,, Rash Bihari Das, S/o. Iswar Ch. Das.
90. ,, Shri Prafulla Sutradhar, So. Ananga Mohan Sutradhar.
91. ,, Rakhal Ch. Dey, S/o. Shib Kr. Dey.
92. ,, Sadananda Saha, S/o Banamali Saha.
92. Umesh Ch. Saha, S/O. Banka Bihari Saha,
93. Mangal Paul/Narayan Paul, Nitaya Nanda Paul.
93. Smti. Suniti Bala Das, W/O, Pran Ballab Das.
95. Smti. Kalpana Paul, W/O. Amulay Paul
Gita Choudhury, W/O. Sakti Bikash Choudhury.
96. Dinesh Sutradhar, S/O. Nibaran Sutradhar.
97. Monmohan Acharjee, Abani mohan Acharje, Kumode Bandu Acharjee, S/O. Hara Kr. Acharjee.

98. Sashi Bhusan Das, S/O. Sinanath Das.
99. Padma Mohan Basu, S/O. Rajkumar Basu.
100. Dhirendra Dey, S/O. Upendra Dey.
101. Smti. Nirmala Saha, W/O. Haridash Saha.
102. Shayamtanu Choudhury, S/O. Nityananda Choudhury.
103. Nilmohan Sutradhar, S/O. Kailash Sutradhar.
104. Smti. Rani Bhattacharjec, W/O. Pranay Bhattacharjee.
105. Sneha Lata Paul, W/O. Rabati Mohan Paul.
106. Smti. Haridashi Saha, W/O. Radha Raman Saha.
107. Sudhangshu Kr. Bhowmik, S/O. Kamini Kr. Bhowmik.
108. Staya Kanjan Paul, S/O. Nabadwip Ch. Paul.
109. Balai Ch. Saha, S/O. Lal Mohan Saha.
110. Bipad Bhanjan Dey, S/O. Nabadwip Dey.
111. Sashi Kr. Ghosh, S/O. Akhay Kr. Ghosh.
112. Braja Gopal Debnath, S/O. Naba Ch. Debnath.
113. Bhagaban Ch. Debnath, S/O. Ramkrishna Debnath.
114. Smti Santa bala Sarkar, W/O. Hari Mohan Sarkar.
115. Smti. Namita Saha, W/O. Keshab Ch. Saha.
116. Smti. Surabala Paul, W/O. Upendra Paul.
117. Nibaran Ch. Sutradhar, S/O Mahendra Ch. Sutradhar.
118. Atul Ch. Das, S/O. Ratan Ch. Das.
119. Santi Bhusan Dhar, S/O. Aswini Kr. Dhar.
120. Amjad Kaji, S/O. Mohan Mia Kaji, Idris Mia Kaji, S/O. Abdul Ghani Kaji, Kswav Mia Kaji, S/O Abu Mia Kaji.
121. Sachindra Majumdar, S/O. Hridaya Krishna Majumdar.
122. Pramode Sukladas, S/O Kailash Sukladas.
123. Haridas Karmakar, S/O Madhab Karmakar.
124. Smti. Niropama Datta, S/O: Srish Ch. Dutta.
125. Satya Bhusan Paul, S/O. Adhar Ch. Paul.
126. Sukhamoy Deb, S/O. Nibaran Deb.
127. Pijush Kanti Roy, S/O Prasanna Kr. Roy.
128. Tapati Deb Barma. C/O Amarendra Deb Barma.
129. Surabala Dey, W/O. Gopal Ch. Dey.
130. Ranu Datta, Samir Datta, Tusar Datta, Sudhir Datta, S/O. Dhirendra Dattu.
131. Pravanjan Deb Barma, S/O. Bikramendra Kishore Deb Barma.
132. Nistarini Debi, W/O. Tarani Mohan Deb Roy.
133. Smti. Sabitri Sundari Acharjee, W/O. Br jabavasi Acharjee.
134. Alok Lodh, S/O. Apangshu Mohan Lodh.
135. Gouranga Ballab Dalal, S/O. Shib Ch. Dalal.
136. Smti. Rajjyeswari Ghosh, W/O. Durgapada Ghosh.
137. Nepal Ch. Ghosh, S/O, Gagan Ghosh.

138. Jyatiswari Bala Ghosh, W/O. Ramani Mohan Ghosh, Gopal Ghosh, S/O. Aswini Kr. Ghosh.
139. Usharani Choudhury, W/O Shyantanu Choudhury.
140. Harendra Ghosh, Nibaran Ghosh, Sachindra Ghosh, S/O. Mahendra Ghosh.
141. Narayan Ch. Saha, S/O. Nakul Ch, Saha
142. Jamini Sundari Debi, W/O. Rajendra Bhowmik.
143. Rama Rani Podder, W/O. Haripada Podder.
144. Dhirendra Banik, S/O. Umacharan Banik.
145 Saraswati Deb, W/O. Dinesh Deb.
146. Haran Bala Banik. W/O. Gouranga Ch. Banik.
147. Chinu Majumdar, W/O. Jatindra Mohan Majumdar.
148. Abul Fayal Majumdar, S/O. Firuj Md. Majumdar.
149. Raj Rani Saha, W/O. Suklal Saha
150. Makhan Ch. Ghosh, S/O Pradip Ch. Ghosh.
151. Smti. Induprava Majumdar, W/O Rebati Mohan Majumdar.
152. Hari Mohan Das, S/O. Annada Mohan Das.
153. Jogesh Ch. Dey, Kunja Dey, S/O Ruhini Dey.
154. Subodh Modak, S/O. Sashi Mohan Modak.
155. Subal Ch. Ghosh, S/O. Jagabandhu Ghosh.
156. Ramendra Nath Choudhu y, S/O. Radhanath Choudhury.
157. Narayan Saha, S/O Budhai Saha.
158. Sudhri Ghosh, S/O. Joykrishna Ghosh.
159. Pradip Kumar Deb, S/O. Aswini Deb.
160. Ranjan Bhattacharjee, S/O. Surendra Bhattacharjee.
161. Smti. Hena Rani Banik, W/O. Sachindra Banik, Dipak Banik, Keshab Banik, S/O. Dhirendra Banik.
162. Jagabandhu Ghosh, S/O. Sadhu Charan Ghosh.
163. Bijoy Krishna Dey, S/O. Madhan Mohan Dey.
164. Prallad Ch. Choudhury, S/O. Prabhat Choudhury.
165. Jatindra Mohan Roy. S/O. Mihir Ch. Roy.
166. Ashro Kr. Roy, S/O. Samarendra Nath Roy.
167. Sachinanda Majumdar, S/O. Kamini Kr. Majumdar.
168. Sunil Chandra Choudhury, S/O. Haridas Cho udhury.
169. Bir Badal Sengupta, S/O. Aswini Sengupta,
170. Hari Bhusan Deb Nath, S/O. Sreedam Deb Nath.
171. Smti. Surashi Bala Kar, W/O. Barada Kar.
172. Kajal Ranjan Bhattacharjee, Sankar Bhattacharjee, Chandan Bhattacharj, S/O. Monoranjan Bhattacharjee.
173. Amalesh Ch. Roy, S/O, Umacharan Roy.
173 Surabala Majumdar, W/O. Laxmikanta Majumdar.
175. Sudharani Bhattacharjee & othets W/O. Kali Prasanna Bhattacharjee
176. Himangshu Paul, S/O. Rebati Paul.

ANNEXURE—"E"

177. Akash Ch. Bhattacharjee, S/O. Nilkanta Bhattacharjee.
178. Krishna Chakraborty, S/O. Jnanendra Chakraborty.
179. Haridas Banik, S/O. Mahendra Banik.
180. Benimadhab Paul, S/O. Ruhini Paul.
181. Monoranjan Chakraborty, S/O. Benimadhab Chakraborty.
182. Dilip Kr Roy, S/O. Prafulla Kr. Roy.
183. Niranjan Deb Roy, S/O. Paresh Roy.
184 Bidhan Ch. Saha, S/O. Birendra Ch. Saha.
185. Hirendra Podder, S/O. Keswar Podder.
186. Benimadhab Paul, Kanai Paul, Tapan Paul, S/O. Ruhini Kr. Paul.
187. Nani Bandhupadhya, S/O. Abhoy Charan Bandhupadhya.
188. Saroj Ranjan Bhattacharjee, S/O. Nil Kanta Bhattacharjee.
189. Bibhuti Bhusan Roy, Sankar Bhusan Roy, Brajagopal Roy, Laxmi Bala Roy, W/O., S/O. Indu Bhusan Roy.
190. Dipti Kar, W/O. Bipendra Narayan Kar.
191. Satya Bhusan Das Gupta, S/O. Sashi Bhusan Das Gupta.
192. Jyotish Ch. Basu, S/O. Chandra Kanta Basu.
193. Makhan Lal Das, S/O. Harish Ch. Das.
194. Subodh Ch. Majumdar, S/O. Kula Ch. Majumdar.
195. Amulya Kr. Sen, Pulin Behari Sen, S/O. Nibaran Ch. Sen.
196. Citra Bardan, S/O. Phani Bhushan Bardan.
197. Kamal Kanti Das, Sankar Kanti Das, Baskar Das, S/O. Nabadwip Das.
198. Debendra Deb, S/O. Harakishore Deb.
199. Kamal Ranjan Deb, Manik Lal Deb, Ratan Ch. Deb, Suruchi Bala Deb, S/O. Rash Mohan Deb, W/O. Rash Mohan Deb.
200. Kalipada Das, S/O. Harish Ch. Das.
201. Sashi Mohan Ghosh, S/O. Gagan Ch. Ghosh.
202. Priya Bala Roy, W/O. Tara Bhusan Roy.
203. Biresh Chakraborty, S/O. Chandradaya Chakraborty.
204. Shashanka Kr. Debnath, S/O. Raj Kr. Debnath.
205. Chitta Ranjan Das Gupta, Chira Ranjan Das Gupta, Priya Ranjan Das Gupta, S/O. Binode Behari Das Gupta.
206. Anil Chakraborty, S/O. Raj Kr. Chakraborty.
207. Deba Prasad Ganguli, S/O. Jitendra Nath Ganguli.
208. Jogamaya Sinha, W/O. Subrata Sinha.
209. Ganga Prasad Sarma, S/O. Rebati Mohan Sarma.
210. Jadab Ch. Bhattacharjee, Sankar Prasad Bhattacharjee, Uma Prasad Bhattacherjee, Madhusudan Bhattacharjee, Subhashini Bhattacherjee, W/O. S/O. Madhusudhan Bhattacharjee.

UNSTARTED QUESTION NO. 8

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Revenue Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন মহকুমায় কত উপজাতি পরিবার উত্তরাধিকার বা ক্রয়সূত্রে ৫ স্ট্যাণ্ডার্ড কানি বা তার বেশী জমির মালিকানা স্বত্বে দখল করে ;

২। এদের মধ্যে কত পরিবার পুনর্বাসন এ্যালটমেন্টে জমি পেয়েছেন এবং কত পরিবার এ্যালটেড জমি ব্যবহার করেছেন ?

উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Un-starred Question No. 10

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Labour Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যের কোন মহকুমায় কোন কোন বিড়ি ফ্যাক্টরীতে কতজন শ্রমিক আছে ?

২। এই শ্রমিকদের কতজন নিয়মিত এবং কতজন ঠিকা ;

৩। ফ্যাক্টরী ভিত্তিতে ১২ বৎসর বয়সের নীচে কিশোর ও নাবালক শ্রমিকদের সংখ্যা কত ; এবং

৪। কোন কোন ফ্যাক্টরীকে ফ্যাক্টরী আইনের আওতায় আনা হইয়াছে ?

উত্তর

মহকুমা	বিড়ি ফ্যাক্টরীর নাম	শ্রমিক সংখ্যা	নিয়মিত	ঠিকা	১২ বছরের নীচে কিশোর ও নাবালক
১	২	৩	৪	৫	৬
কৈলাসহর	১। প্রদীপ বিড়ি ফ্যাক্টরী	২	—	২	—
ধর্মনগর	১। শ্যামলাল বিড়ি ফ্যাক্টরী	৬	১	৫	—
উদয়পুর	১। চিন্তা বিড়ি ফ্যাক্টরী	৬৪	৩৪	—	—
,,	২। মাতৃ ,, ,,	১৮	১৮	—	—
,,	৩। চন্দন ,, ,,	১	১	—	—
,,	৪। শঙ্করদেব ,, ,,	২০	২০	—	—
,,	৫। স্পেশাল প্রভাত বিড়ি ফ্যাক্টরী	১	১	১	—

১		২	৩	৪	৫	৬
,,	৬।	নিমাইচন্দ্র দে বিড়ি ফ্যাক্টরী	৫	৫	—	—
,,	৭।	শশীমোহন বিড়ি ফ্যাক্টরী	৩৬	৩৬	—	—
খোয়াই	১।	আরতি ,, ,,	১০	১০	—	—
,,	২।	রতন ,, ,,	১০	১০	—	—
সদর	১।	কালীঘাট ,, ,, (ধলেশ্বর বাজার)	২৬	৭	১৮	১
,,	২।	কালীঘাট ,, ,, (ধলেশ্বর)	২৯	৮	১৯	২
,,	৩।	শিখা ,, ,,	১২৫	৪৫	৩৫	৪৫
,,	৪।	পাহাড় ,, ,,	৯	৪	৫	—
,,	৫।	যতীন্দ্র দেবনাথ ,, ,,	২২	১৯	৩	—
,,	৬।	হীরণ ,, ,,	২৭	২২	—	৫
,,	৭।	হলধর দেবনাথ ,, ,,	৩	৩	—	—
,,	৮।	মন্টু মালাকার ,, ,,	৪	৪	—	—
,,	৯।	মিলন বণিক ,, ,,	১	১	—	—
,,	১০।	গীতাহরণ সাহা ,, ,,	৩	৩	—	—
,,	১১।	কাজল ,, ,,	৩	১	—	২
,,	১২।	স্বপন ,, ,,	৮	৮	—	—
,,	১৩।	ধরণীকান্ত সাহা ,, ,,	৬	৬	—	—
,,	১৪।	বিমান ,, ,,	৬	৬	—	—
,,	১৫।	জনতা ,, ,,	৬	৬	—	—
,,	১৬।	রাজমোহন বৈষ্ণব ,, ,,	১	১	—	—
,,	১৭।	মাখন দেবনাথ ,, ,,	১৬	১৬	—	—
সোনামুড়া	১।	স্পেশাল পদ্মা বিড়ি ফ্যাক্টরী	১২৬	৫৫	—	৭১
,,	২।	১নং কালীঘাট বিড়ি ফ্যাক্টরী	১১	৫	৩	৩
,,	৩।	গণেশ বিড়ি ফ্যাক্টরী	২৮	১৮	২	৮
,,	৪।	পাঁচা ,, ,,	২১	১৩	৫	৩

৪। কোন বিড়ি ফ্যাকটরীকেই ফ্যাকটরী আইনের আওতায় আনা হয় নাই।

Un-starred Question No. 14

By Shri Drao Kumar Riang, M.L.A.

Will the Minister-in-charge of the Manpower and Employment Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় রেজিষ্টার্ড বেকারের মধ্যে কতজন স্কুল ফাইন্যাল, উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতকোত্তর, পলিটেকনিক ও ইঞ্জিনিয়ারীং পাশ (পৃথক পৃথক হিসাব) ?

উত্তর

১। ১৯৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত রেজিষ্ট্রিকৃত বেকারদের মধ্যে—

স্কুল ফাইন্যাল, উচ্চ মাধ্যমিক ও সমতুল— ২৮৪১২ জন

স্নাতক, স্নাতকোত্তর— ৩৬৯৭ জন

পলিটেকনিক— ১৫০ জন

ও

ইঞ্জিনিয়ারীং ডিগ্রীপ্রাপ্ত বেকার আছেন— ২২ জন।

PROCEEDING OF THE TRIPURA ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

THURSDAY, 16TH MARCH, 1978

The House meet in the Assembly House (Ujjayanta Palace) Agartala, at 11-00 A. M. on Wednasday, the 16th March, 1978.

PRESENT

Shri Sudhanwa Dcb Barma, Speaker in the, chair-9 (nine) Minister, Deputy Speaker and 46 (Fourty six) Members.

Question

মিঃ স্পীকার— আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর মামের পার্শ্বে উল্লেখিত যেকোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণের প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন। শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬।

শ্রীব্রজগোপাল রায়— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চান নাম্বার ২৬।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা রাজ্যে অনুপ্রবেশকারী উদ্বাস্তর মোট সংখ্যা কত ?

২। ত্রিপুরার উদ্বাস্ত সমস্যার সুস্থ সমাধানের ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। বিগত জানুয়ারী ১৯৭৪ইং হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭৮ইং পর্য্যন্ত মোট ২০৫৩৯ জন বাংলাদেশ নাগরিক অত্র রাজ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে।

২। বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় আমতলীতে কেবলমাত্র একটি পি, এল, হোমে মোট ২২৭টি পরিবারের ৪৮৫ জন উদ্বাস্ত আছে। উক্ত পরিবারের মধ্যে ২৯টি পরিবারকে ৭,৬০০ টাকা হিসাবে ঋণ দিয়ে এবং ৫ পরিবারকে ৭,৯০০ টাকা হারে ঋণ দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। (অবশিষ্ট ১৯৩টি পরিবারসহ আমতলী পি, এল, হোমকে শিক্ষা বিভাগের অন্তর্গত সমাজ কল্যাণ দপ্তরে হস্তান্তরিত করার প্রস্তাব আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ১৯৭১ সালে যারা এসেছিলেন, এর মধ্যে আছেন কিনা, জানতে চাই ?

শ্রীব্রজগোপাল রায়... না।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, উদ্বাস্তদের যে সংখ্যা দেওয়া হলো তাদের বাংলাদেশে ফেরৎ দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায়— হ্যাঁ, সরকারের চিন্তা আছে। যারা নাকি বাংলাদেশ থেকে এসেছে তাদের ফেরৎ দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে এবং ব্যবস্থাও নেওয়া হবে।

শ্রীবাদল চৌধুরী— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় সরকার এ ব্যাপারে রাজ্য সরকারকে কি ভাবে সাহায্য করছেন ?

শ্রীব্রজগোপাল রায়— উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের গোটা ব্যাপারটাই কেন্দ্রীয় সরকার দেখেছেন সময় সময় এখান থেকেও তাদের সাহায্য করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হয়, সেই অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য করছেন এবং তাতেই উদ্বাস্তুদের সমস্যার সমাধান করা হচ্ছে।

শ্রীমতিলাল সরকার— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগত উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিমাণ সাহায্য দেওয়া হচ্ছে কাজেই সরকারের এই ধরনের সাহায্যের ক্ষেত্রে একই পর্য্যায়ে আনার কথা সরকার চিন্তা করছেন কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায়— অর্থ এখনও কাউকে দেওয়া হয় নি কাজেই সে প্রশ্ন এখন আসছে না।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা— যারা পি, এল, ক্যাম্পে আছে, এটা কি সত্য যে, তাদের মধ্যে অনেক ছেলেপুলে চাকুরী করে এবং অনেকের ঘরবাড়ী আছে, এটা জানাবেন কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায়— এটা প্রশ্নের মধ্যে নেই কাজেই তার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা— এটা প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত তার জন্যই আমি বলছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— এটা ১৯৭৪ সালের পর। যারা এসেছে তাদের সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

শ্রীবিধুভূষন মালাকার— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, সরকার বাহাদুর জানাবেন কি যে কুমারঘাটের উদ্বাস্তুদের বর্ত্তমানে যে অবস্থা চলছে সে ব্যাপারে মন্ত্রী মহাশয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায়— আমরা এই ব্যাপারে অবগত আছি এবং আমি নিজে সেখানে গিয়েছিলাম, তাদের অবস্থা দেখে এসেছি। তাদের জন্য পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে অন্যান্য নাগরিকদের যে ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, তাদের জন্য সেই ভাবে কিছু করা যায় কিনা তার জন্য আমরা বিবেচনা করে দেখছি।

শ্রীসমর চৌধুরী— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে দু হাজারের উপর উদ্বাস্তু এখানে এসেছে তাদের আবার বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠালে সেটা অবাস্তব হবে। চেষ্টা করলেও ফেরৎ যাবে না। এইসব উদ্বাস্তুদের বিরাট একটা অংশ এখনও এখানে রয়ে গেছে। এই সব উদ্বাস্তুদের সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করার জন্য রাজ্য সরকার অনুরোধ জানিয়েছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনারা অনুমতি নিয়ে এখানে যে কিছু ভুল-ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে সেটা আমি দূর করতে চাই। প্রশ্নটা হচ্ছে ১৯৭৪ এর পর থেকে যে সমস্ত উদ্বাস্তু এখানে এসেছে তাদের সম্পর্কে সরকারের নীতি হচ্ছে— ১৯৭১- এর পর যারা এসেছেন তারা পুনর্বাসন পাবে না, তাদের নামও রেজিষ্ট্রী করা হবে না, কাজেই তাদের পুনর্ব্বাসনের কোন প্রশ্ন আসে না, তাদের ফেরৎ পাঠানো হবে।

দ্বিতীয় হচ্ছে ৭১- এর পর যদি কেউ এসে থাকেন অথচ সরকারের নজরে নাই তাহলে তারা বাংলাদেশের অনুপ্রবেশকারী বলে গন্য হবেন। তাদের মধ্যে ২০০ জন এখনও পুলিশ হাজতে

আছেন। কাজেই এই সম্পর্কে ভারত সরকারকে আমি বলতে পারি না যে আপনারা তাদের পুনর্বাসন দিন। আমাদের এখানে নুতন লোক গ্রহণ করার মত জায়গা নেই, তাছাড়া এরজন্যে যে লোকসংখ্যা হওয়া উচিত তা অতিক্রম করে গেছে। যারা আছেন তাদের আমরা খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারছি না, থাকার ব্যবস্থা করতে পারছি না।

তৃতীয় হলো এই প্রশ্নটি আমরা ভারত সরকারের সামনে নিয়েছি। পুরানো উদ্বাস্তু যারা রয়েছে তাদের সবার এখনও পুনর্বাসন হয় নি। আমাদের পুনর্বাসন মন্ত্রী সেখানে যাবেন এবং সেখানে গিয়ে বলবেন সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসনের জন্য যাতে আমরা সেই সমস্ত পুরানো কলোনীতে কাজ সৃষ্টি করতে পারি এবং যেখানে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে আমরা যাতে কিছু সাহায্য করতে পারি। যাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল তাদের সমস্যা সম্পর্কে আমরা ওয়াকিবহাল এবং তাদের জন্য আমরা কিছু করতে চাই।

শ্রীসমর চৌধুরী— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এখন প্রতিদিন ২০।২৫টি করে পরিবার বিভিন্ন জায়গায় এসে আশ্রয় নিচ্ছে। এই সম্পর্কে সরকার কি অবহিত আছেন? দ্বিতীয় ১৯৭২ সালে অনেক উদ্বাস্তু এসে দরখাস্ত করে সার্টিফিকেট নিয়ে কেউ কেউ চাকুরী করছেন, এই সম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন?

শ্রীব্রজগোপাল রায়— এই ব্যাপারে সরকারের কিছু জানা নাই। এই ব্যাপারে কোন তথ্য জানালে আমরা চিন্তা করবো।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, ১৯৭১ সালের পর যারা এসেছিলেন তাদের সুযোগ দেওয়া হবে না, এই সম্পর্কে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আগরতলার দয়ানন্দ স্কুলের শ্রীকৃষ্ণ মোহন ভৌমিক নামে একজন শিক্ষক আছেন। তিনি ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে এসেছিলেন এবং জুলাই মাসেই তিনি চাকুরী পেয়েছেন। এই সম্পর্কে ডাইরেকটার এবং বিভিন্ন অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছিল কিন্তু কোন একশান নেওয়া হয় নি। এই সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টী আকর্ষন করতে চাই।

শ্রীব্রজগোপাল রায়:— এই সব প্রস্তাব যদি আমাদের কাছে আসে তাহলে নিশ্চয় আমরা অ্যাকশান নেব।

শ্রীবাদল চৌধুরী ঃ— যারা পূর্ব্ব বাংলা থেকে আসছে তাদের ক্ষেত্রে কি রকম নীতি] আর পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যারা আসছে তাদের ক্ষেত্রে কিরকম নীতি। এই নীতি সম্পর্কে রাজ্য সরকারের চিন্তা আছে কিনা?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসনের যে পরিকল্পনা তার মধ্যে এমন কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ট্রাইবেল কমপোষ্ট এরিয়ার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য।

শ্রীব্রজগোপাল রায় :— এই ধরনের কোন পরিকল্পনা সপ্রকারের নেই।

মিঃ স্পীকার— শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৩০।

প্রশ্ন

১। শান্তির বাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য কোন এম্বুলেন্স আছে কি? এবং

২। যদি না থাকে এম্বুলেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কোন এম্বুলেন্স থাকে না।

শ্রী তপন চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নাই। কিন্তু উনি জানাবেন কি কৈলাসহর হাসপাতালে কোন এম্বুলেন্স আছে কি না ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক :— এম্বুলেন্স আছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী — অনেক প্রাথমিক হাসপাতালে এম্বুলেন্স আছে। কিন্তু প্রত্যেকটি হাসপাতালে এম্বুলেন্স দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক :—মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন, অনেক প্রাথমিক হাসপাতালেই এম্বুলেন্স নাই। সেই গুলির ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রী তপন চক্রবর্তী :— মাননীয় মন্ত্রী বলছেন কৈলাসহর হাসপাতালে এম্বুলেন্স আছে কিন্তু আমি বলতে পারি গত ১ বছর ধরে সেখানে কোন এম্বুলেন্স নাই।

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক :— এই ব্যাপারে খোঁজ করে দেখা হবে।

শ্রী উমেশ দেবনাথ :— কদমতলা হাসপাতালে একটা এম্বুলেন্স ছিল। কিন্তু এম্বুলেন্স এখন ধর্মনগর হাসপাতালে দীর্ঘ দিন পর্য্যন্ত পরে আছে এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ? যে এটার তদন্ত করা হবে কি না।

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক :— নোটিশ পেলে তদন্ত করা হবে।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা :— শান্তির বাজার প্রাথমিক কেন্দ্রে যে হাসপাতাল আছে সেখানে গড়পরতা কতজন রোগীর চিকিৎসা হয়, এবং কয় মাইল এরিয়া এই প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র কভার করে এবং সেখানে এম্বুলেন্স থাকার প্রয়োজন আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী ঃ— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই। হাসপাতাল কম, সেই জন্যই আমাদের এম্বুলেন্সের প্রয়োজন আছে। এবং প্রত্যেক হাসপাতাল থেকে জেলা হাসপাতালে এবং সেখান থেকে জি, বিতে রোগীকে নেওয়া প্রয়োজনও আছে। প্রত্যেক কেন্দ্রে গাড়ী থাকার কথা, অধিকাংশ কেন্দ্রেই সেটা নেই। আমরা চেষ্টা করছি অন্তত: ২টা গাড়ী যাতে থাকে তার ব্যবস্থা করা যায় কি না ? মাত্র ১টি এম্বুলেন্সে আমরা কাজ করছি, আর সব অকেজো হয়ে আছে। সেইগুলি মেরামত করতে হবে এবং সেটা সরকার বিবেচনা করছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী :— এম্বুলেন্সের অভাবে মুমূর্ষ রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা যায় না এবং মারা গেছে, এই ধরনের কোন অভিযোগ রাজ্য সরকারের কাছে এসেছি কি না ?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক — এই ধরনের কোন অভিযোগ আমাদের কাছে আসে নি।

স্পীকার — পরবর্তী কোশ্চান শ্রী খগেন দাস।

শ্রীখগেন দাস — কোশ্চান নাম্বার ৫৩।

স্পীকার — কোশ্চান নাম্বার ৫৩।

প্রশ্ন

শ্রী অনিল সরকার — মাননীয় স্পীকার স্যার, ১। প্রকল্প আরম্ভের তারিখ হইতে ১৯৭৭ ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ষ্টেট এইড টু ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রকল্পে মোট কতজন শিল্প উদ্যোগীদের মোট কত টাকা সরকারী ঋণ দেওয়া হয়েছে, ২। উক্ত ঋণের টাকার মধ্যে ৩১-১২-৭৭ইং পর্য্যন্ত মোট কত টাকা আদায় হয়েছে এবং (৩) ঋণ গ্রহণকারী শিল্প সংস্থাগুলির বর্তমান অবস্থা কি ?

উত্তর

১। প্রকল্প আরম্ভ হওয়ার তারিখ থেকে ১৯৭৮ইং ৩১ ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ইণ্ডাষ্ট্রির আওতায় ৫টী শিল্প থেকে ৩,২৮৫৫০ টাকা সরকারী ঋণ দেওয়া হয়েছে। (২) নং প্রশ্নের উত্তর—উক্ত টাকার মধ্যে ১১,৪৭১৭৪ মূলধন বাবত ২,১৬৩ সুদ বাবদ আদায় করা হয়েছে। (৩) নং প্রশ্নের উত্তর—৫৮৬ শিল্প সংস্থার মধ্যে ৩৯২টি বর্তমানে কাজে আসবে।

মিঃ স্পীকার — শ্রী খগেন দাস।

শ্রী খগেন দাস — কোয়েশ্চান নং ৫৩।

শ্রী অনিল সরকার — কোশ্চেন নং ৫৩।

প্রশ্ন

১। প্রকল্প আরম্ভের তারিখ হইতে ১৯৭৭ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ষ্টেট এইড টু ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রকল্পে মোট কতজন শিল্প উদ্যোগীদের মোট কত টাকা সরকারী ঋণ দেওয়া হয়েছে।

২। উক্ত সনের টাকার মধ্যে ৩১.১২.৭৭ইং পর্য্যন্ত মোট কত টাকা আদায় হয়েছে,. এবং

৩। ঋণ গ্রহণকারী শিল্প সংস্থাগুলির বর্তমান অবস্থা কি ?

উত্তর

১। প্রকল্প আরম্ভ হওয়ার তারিখ হইতে ১৯৭৭ইং সনের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ষ্টেট এইড টু ইণ্ডাষ্ট্রিজ রুলস এর আওতায় মোট ৫৮৬ জন শিল্প উদ্যোগীদের ৩১,২৮,৫৫০ টাকা সরকারী ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

২।. উক্ত টাকার মধ্যে ১১,৪৭,১৭৪ টাকা মূলধন বাবদে এবং ২,০১,০৬৩ টাকা সুদ বাবদে আদায় হইয়াছে।

৩। ৫৮৬টি শিল্প সংস্থার মধ্যে ৩৯২টি বর্ত্তমানে চালু আছে।

শ্রী খগেন দাস — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি, কি পরিমান অনাদায়িকৃত টাকার সার্টিফিকেট কেস ঝুলছে ?

শ্রী অনিল সরকার — মাননীয় স্পীকার স্যার, টাকা অনাদায়ের জন্য ২৮৭ জন শিল্প উদ্যোগীর বিরুদ্ধে সার্টিফিকেট কেস দায়ের করা হয়েছে। তার মধ্যে ৯৩টি শিল্প সংস্থা বর্ত্তমানে চালু আছে।

শ্রী সমর চৌধুরী — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে শিল্প উদ্যোগীদের টাকা দেওয়া হয়েছিল, তারাই কি শিল্প উদ্যোগ নিয়েছেন, এমন কোন তদন্ত করে টাকা দেওয়া হয়েছিল কি না ? কারণ কংগ্রেস সরকার তো নিজের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবকে টাকা দিয়ে গিয়েছিলেন।

শ্রী অনিল সরকার — মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমরা নানা অভিযোগ পাচ্ছি। টাকা ঋণ দেওয়ার ব্যাপারে পূর্বেকার সরকার, তথা কংগ্রেস সরকার এর নানা দুর্নীতির ইতিহাস

আমরা কম বেশী সকলেই জানি। সুতরাং সেই সম্পর্কে তদন্ত করে যাতে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তজ্জন্য আমাদের সরকার নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখবেন।

শ্রী খগেন দাস—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, যে সমস্ত শিল্প সংস্থাগুলিকে টাকা দেওয়া হয়েছে বা হচ্ছে, সেই শিল্প সংস্থাগুলি, শিল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে টাকা ঠিক ঠিক ভাবে ব্যবহার করছেন কি না, সেটা তদন্ত করবার জন্য সরকারের ফলো আপ সিষ্টেম প্রসেস আছে কিনা? যদি না থাকে তাহলে সরকার ফলো আপ প্রসেসের কথা চিন্তা করছেন কি না?

শ্রী অনিল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকার এই সব চিন্তা করছেন এবং এই ব্যাপারে আমরা মাননীয় সদস্যদের সংযোগিতা কামনা করি।

মি: স্পীকার—বিধু ভূষণ মালাকার।

শ্রী বিধু ভূষণ মালাকার—কোশ্চেন নং ৬৪।

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক—কোয়েশ্চান নং ৬৪।

প্রশ্ন

১। সরকার অবগত আছেন কি পাবিয়াছড়া প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টারে ঠিকাদার ঠিকমত খাদ্য সরবরাহ করে না?

২। অবগত থাকলে সরকার এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন?

উত্তর

১। পাবিয়াছড়াতে কোন প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রী বিধু ভূষণ মালাকার—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, সেখানে ৪টা সীটের হাসপাতাল আছে এবং সেখানে রোগীদের খাবার দেবার কোন সুবন্দোবস্ত নাই?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক—পাবিয়াছড়ার কাছাকাছি কুমারঘাটের চিকিৎসা কেন্দ্র ছয়টি শয্যা সংযোজন করা হয়েছে।

শ্রী বাদল চৌধুরী—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টারে যে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়, তার নিয়োগ নীতিটা কি?

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক—এই ব্যাপারে টেণ্ডার কল করা হয় এবং যিনি টেণ্ডার পাবার যোগ্য বলে বিবেচিত হন, তাকেই দেওয়া হয়।

মি: স্পীকার—শ্রী কেশব মজুমদার। (উনি অনুপস্থিত)। শ্রী বিদ্যা দেববর্ম্মা।

শ্রী বিদ্যা দেববর্ম্মা—কোয়েশ্চান নং ৯০।

শ্রী বিবেকানন্দ ভৌমিক—কোয়েশ্চান নং ৯০।

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরে বেহালাবাড়ী, চাম্পাহাওর, রাজনগর ও আম্পুরাতে প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্র খোলা হইবে কি?

উত্তর

না।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী:—চলতি আর্থিক বছরে সারা ত্রিপুরায় কতটা প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হবে?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—সেপারেট নোটিশ পেলে উত্তর দেব।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি এটা ভেবে নিয়েছেন যে সেখানে কোন লোক নেই, কাজেই হাসপাতাল খোলার কোন প্রয়োজন নাই।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি মানুষকে আমরা চিকিৎসার সুযোগ দিতে চাই। সেই ক্ষেত্রে ১৯৭৭-৭৮ সনে বেহালাবাড়ী, চাম্পাহাওর, রাজনগর, ও আম্পুরাতে সাব-সেণ্টার খোলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে এবং স্থান নির্বাচনের জন্য মহকুমা শাসককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খোয়াই ব্যাতীত ত্রিপুরার সমস্ত ব্লকগুলিতে এক বা একাধিক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। খোয়াই ব্লকে বাইজল বাড়ীতে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের পরিকল্পনা কমিশন অনুমোদন করেছেন। এবং তদনুযায়ী প্রশাসনিক অনুমোদন ৫.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যায় মঞ্জুর করা হয়েছে।

মাননীয় সদস্যদের অনুমতি পেলে আমি আর একটি বক্তব্য রাখতে চাই যে, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং ডিসপেন্সারীর মধ্যে পার্থক্য আছে। কাজেই প্রশ্নটি যদি সঠিক করা হয় তাহলে উত্তর দিতে আমাদের সুবিধা হয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, কিসের উপর ভিত্তি করে প্রাথমিক হেলথ সেন্টার গুলি খোলা হয়?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক :—সেপারেট নোটিশ পেলে উত্তর জানাব।

মি: স্পীকার :—শ্রী অজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—কোয়েশ্চান নং ১২৭।

শ্রীব্রজগোপাল রায় :—কোয়েশ্চান নং ১২৭।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার শতকরা কতজন মানুষ দারিদ্র সীমারেখার নীচে বাস করছে?

উত্তর

১। জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় (Nss) সংগৃহীত তথ্যানুসারে ত্রিপুরার আনুমানিক শতকরা ৬৮.০ জন দরিদ্র সীমারেখার নীচে বাস করেন। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৭৮-৭৯) খসড়া প্রস্তাবে এই হিসাবকেই ভিত্তি করা হয়েছে। পরবর্তী কালের তথ্য এখনো সংকলন করা হয়নি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে দারিদ্র সীমারেখার নীচে যারা বাস করছে সেটা ঠিক করতে গেলে তার একটা নীতি আছে। এখন কত টাকা আয়ের নীচে হলে পরে দারিদ্র সীমারেখা ধার্য করা হবে এবং তার ভিত্তি কত সালের, সেটা জানাবেন কি?

শ্রীব্রজগোপাল রায় :—(মিনিষ্টার, স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট) আমি আমার উত্তরে বলেছি যে এখানে এটা ঠিক করার জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কোন আর্থিক বছরের দ্রব্যমূল্য সূচককে ভিত্তি করে এই নির্দিষ্ট দারিদ্র সীমা রেখার মান ঠিক করা হয়েছে?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মিনিষ্টার) :—যাদের মাথাপিছু খরচ ১৯৬০-৬১ সনের হিসাবে ২০ টাকার নীচে তাদের দারিদ্র সীমার নীচে ধরা হয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ৬৮ পারসেন্ট যে বলেছেন এটা কম হয়েছে। কারন ১৯৬০ সালে ২০ টাকা ধরা হয়েছে, সেখানে ১৯৭৭ সালে সূচক সংখ্যা বেড়েছে তিন শ' গুণ। ৬০ টাকা যদি মিনিমাম আয় ধরা হয়, তাহলে শতকরা ৯০ ভাগ লোক দারিদ্রসীমা রেখার নীচে বাস করছে সেটা তিনি মনে করেন কি না এবং ১৯৬০ সালে যেটা ২০ টাকা ছিল সেটা ১৯৭৭ সালে ৬০/৬৫ টাকা হওয়া উচিত বলে মনে করেন কি না ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় :—ঐ হিসেব ভিত্তিক যদি ধরা হত তাহলে নিশ্চয়ই ঠিক ঐ সংখ্যা বলা না গেলেও, ব্যাপক সংখ্যক লোক দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে এই বিষয়ে কোন সংশয় নেই। তবে এর পুরোপুরি হিসেব দেওয়ার সুযোগ এখানে নেই যেহেতু আমাদের এই ধরণের গণনা হয়নি।

শ্রী অজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট আছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ১৯৬০ সালে ২০ টাকার নীচে ধরলে কত পারসেন্ট ছিল এবং তিন শ' টাকার নীচে ধরলে কত বাড়বে, এই ধরণের একটা সমীক্ষা ত্রিপুরার ক্ষেত্রে করা যাবে কি না বা করবেন কি না ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় :—এ ধরণের সাজেশান আমরা নিশ্চয়ই বিবেচনা করব এবং এটার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করছি কাজেই ভবিষ্যতে এ ধরণের পরিকল্পনা যাতে নিতে পারি মাননীয় সদস্যদের কাছে সাজেশান চাইব।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে দারিদ্র সীমার নীচে বাস করেন তাদের মধ্যে গ্রামীন সংখ্যা কত এবং শহরের সংখ্যা কত ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় :—এই তথ্য আমাদের হাতে এখন নেই।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে দারিদ্র সীমার নীচে যারা আছেন, তাদের দৈনিক মাথাপিছু আয় কত ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় :—মাসিক আয় ২০ টাকা বা তার কম (মাথাপিছু)।

শ্রীমতিলাল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সংখ্যাটি যে দেওয়া হয়েছে এতে পুরোপুরি ভিক্ষাবৃত্তির উপর বেঁচে আছে, এইরকম লোকের হার কত ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় :—ঐ সংখ্যা এর মধ্যে নেই।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে এখানে যে সংখ্যা দেওয়া হল, এর মধ্যে কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে বা অন্য কোন দিনমজুরের কাজে নিয়োজিত আছে, তাদের সংখ্যাটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় :—মূল প্রশ্নের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—এই যে ২০ টাকার নীচে কংগ্রেস আমলে পোভারটি লাইন বলা হত, বর্তমান সরকার এটাকে ষ্টারভেশান লাইন বলবেন কি না ?

শ্রীব্রজগোপাল রায় :—এটাকে পুরো উপোস না বললেও উপোসের কাছাকাছি আছে।

মি: স্পীকার :—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫।

শ্রীঅনিল সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৫ স্যার।

প্রশ্ন

১) বর্তমানে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে ত্রিপুরী ভাষা প্রচারের সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারের অভিমত কি ?

২) সকালে ও বিকালে এবং রাত্রির অনুরূপ কর্মসূচী চালানোর ব্যাপারে সরকারের অভিমত কি ?

উত্তর

১) আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে ত্রিপুরী ভাষা প্রচার করা হয়, এমন সংবাদ রাজ্য সরকারের জানা নাই। রাজ্য সরকার অবশ্য অবগত আছেন যে আকাশবাণী আগরতলা ত্রিপুরী ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করেন।

২) ১ নং প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী এই প্রশ্ন উঠে না। তবে ত্রিপুরী ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষার অনুষ্ঠান-সূচীর সময় বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্য সরকার অনুরোধ জানাবেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রশ্নটি এইভাবে হবে—

১) বর্তমানে আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্র থেকে ত্রিপুরী ভাষা প্রচারের সময় বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সরকারের কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি থাকে তবে সকালে এবং বিকালে, রাত্রির অনুরূপ কর্মসূচী চালানোর ব্যবস্থা সরকার করবেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে যে আগরতলা কেন্দ্রটি আছে তার একটা বাড়ী তৈরী হচ্ছে এবং এর কাজকর্ম সম্প্রসারিত করা সম্পর্কে রাজ্য সরকার'এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের আলাপ আলোচনা হয়েছে, তারা বলেছেন যে এখানে তাদের অফিস খোলার পর ত্রিপুরী ভাষায় যে প্রোগ্রাম তাকে শক্তিশালী করবেন, কালচারেল প্রোগ্রামকেও শক্তিশালী করবেন। দ্বিতীয়ত: এখানে মনিপুরি দুইটি ভাষা আছে—মাইতি এবং বিষ্ণুপ্রিয়া, এই ভাষা যাতে এখান থেকে প্রচার হয় সে সম্পর্কেও রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকে লিখেছেন কোয়ালিশানে থাকতে তখনকার তথ্য মন্ত্রী লিখেছিলেন কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এখনও এই সম্পর্কে কোন নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়নি।

শ্রীবিমল সিন্‌হা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেনসাসে মনিপুরীদের সংখ্যা কম দেখিয়ে এবং ত্রিপুরী জনসংখ্যা কম, এই বলে ঐ কেন্দ্রে দুইটি ভাষার প্রচার করা অসম্ভব বলে কেন্দ্র বলেছে, সেটা সরকারের জানা আছে কি না ?

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় সদস্যের এই প্রশ্ন আমার এই প্রশ্নের সংগে প্রাসঙ্গিকতা নেই।

শ্রীবাদল চৌধুরী—আকাশ বাণীর প্রোগ্রামটা যে প্রচার করা হয় তাতে রাজ্য সরকারের কোন মতামত নেওয়া হয় কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার—এটা তো এই প্রশ্নে আসেনা। তবুও এটা সম্পূর্ণ কেন্দ্রের ব্যাপার।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—এই আকাশবাণী কেন্দ্র থেকে মিজো ভাষায় কোন প্রচারের পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার—এখন পর্যন্ত নেই। আমরা পরবর্তী সময়ে চিন্তা ভাবনা করব।

শ্রীবিমল সিন্‌হা—চাকমা ভাষায় প্রোগ্রাম করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীঅনিল সরকার—এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যাপার। তবুও আমরা রাজ্য সরকার মতামত দিতে পারি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—এই যে ত্রিপুরী ভাষায় খবর এবং প্রোগ্রাম প্রচার করা হয় সেটা শুদ্ধ কক্‌বরক্ বলতে পারি না। এই সম্পর্কে সরকারের মন্তব্য কি ?

মিঃ স্পীকার—এটা আপনার মন্তব্য শুধু। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের এটার উত্তর দেওয়ার প্রযোজন মনে করি না। শ্রীদ্রাউ রিয়াং। অনুপস্থিত।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—কোয়েশ্চান নামবার ৯৬।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৯৬।

প্রশ্ন	উত্তর
১। অম্পিনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বর্তমানে কয়টি শয্যা আছে ?	১। বর্তমানে ৬টি শয্যা আছে।
২। ঐ কেন্দ্র থেকে মুমূর্ষু রোগীদের বড় হাসপাতালে পাঠাবার কি ব্যবস্থা চালু রয়েছে ?	২। ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের রিকুইজিশান অনুযায়ী অ্যাম্বুলেন্স পাঠাবার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এখন পর্যন্ত ঐ হস্‌পিট্যাল থেকে মুমূর্ষু রোগীকে পাঠানোর মত কোন ব্যবস্থা নেই ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—এমন কোন তথ্য সরকারের জানা নাই।

শ্রীবিমল সিন্‌হা—ত্রিপুরায় কতটা জায়গায় এইরকম মুমূর্ষু রোগীকে বড় হাসপাতালে পাঠানোর বন্দোবস্ত আছে আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভোমিক—প্রত্যেক হাসপাতালের নিয়ম হচ্ছে কাছাকাছি বড় হাসপাতালে রিকুইজিশান পাঠালে সেখান থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হয়।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার—এই যে অ্যাম্বুলেন্সের দুরবস্থা সেটা সরকারের জানা আছে কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—জানা আছে এবং কি করা হয় তাও বলেছি।

শ্রীবিমল সিন্‌হা—ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে বছর দেড়েক ধরে অ্যাম্বুলেন্সগুলো অচল অবস্থায় রয়েছে সেগুলি চালু করার এবং মুমূর্ষু রোগীদের বড় হাসপাতালে পাঠানোর কোন ব্যবস্থা হয়েছে কিনা ?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, প্রশ্নটা অম্পিনগর সম্পর্কে। আপনি সমস্ত হাসপাতাল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—অম্পিনগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে মুমূর্ষ রোগী আসে এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় স্বীকার করেছেন যে মুমূর্ষ রোগীকে অন্যত্র পাঠানোর কোন ব্যবস্থা নেই। তাহলে এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইমিডিয়েট কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—প্রশ্নটা মুমূর্ষ রোগীর নয়। যখন ডাক্তার প্রয়োজন মনে করেন তখনি কাছাকাছি বড় হাসপাতালে রিকুইজিশান দেবেন। সেই হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হয়।

শ্রীশ্যামল সাহা—স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২ সম্পর্কে আমি ইন্টারেস্টেড।

মি: স্পীকার—ঠিক আছে জিজ্ঞাসা করুন।

শ্রীশ্যামল সাহা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৮২।

প্রশ্ন	উত্তর
১। শান্তির বাজারে (বিলোনীয়া) ইনস্পেক্টর অব ওয়েটস্ অ্যাণ্ড মেজার্স এর কোন অফিস করা হয়েছিল কিনা ;	১। হ্যাঁ।
২। যদি হয়ে থাকে তবে কোন্ সালে এই অফিস গৃহ তৈরী করা হয় ?	২। ১৯৭২
৩। এই অফিস গৃহ তৈরী করতে কত খরচ হয়েছে	৩। ২৬,৯৬৮ টাকা।
৪। ঐ অফিসে বর্তমানে কোন ষ্টাফ আছে কিনা	৪। না।
৫। যদি না থাকে তবে গৃহটি কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ?	৫। অফিস গৃহটি সাময়িকভাবে চিনিকল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—এত টাকা খরচ করে অফিসটা তৈরী করা হল সেটার অব্যবস্থা সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নেবেন ?

শ্রীঅনিল সরকার—শান্তির বাজার ওয়েটস্ অ্যাণ্ড মেজার্স অফিস গৃহ তৈরী হয়েছিল। কিছুদিন পরেই সেখানে চিনির কল স্থাপন করা হয়। চিনির কলে স্থানাভাবের দরুণ ওয়েটস্ অ্যাণ্ড মেঝারস্ অফিসের অধিকাংশ জায়গা এবং ঘর চিনির কলের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। ফলে সেখানে ওয়েটস্ অ্যাণ্ড মেজার্সের অফিস এখনও স্থাপন করা হয় নাই।

শ্রী সমর চৌধুরী—শান্তির বাজার এলাকা বড় বাজার এবং সেখানে অনেক কৃষক বাজার করতে আসেন। সেখানে ওয়েটস্ অ্যাণ্ড মেঝার্সের অফিস ঠিকমত না থাকায় ব্যবসায়ী এবং মহাজনদের কাছ থেকে কৃষকেরা মারাত্মকভাবে ঠকছে। এই সম্পর্কে জানেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার—এটা হতে পারে। ওয়েটস্ অ্যাণ্ড মেঝার্সের কাজকর্ম আরও সম্প্রসারিত করা হয় সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা—চিনিকল কর্তৃপক্ষ যে এটা ব্যবহার করছেন, তাতে তাঁরা কি কি করেন ?

শ্রীঅনিল সরকার—ঘরে কি করে তারা এই সম্পর্কে ডিটেলস্ আমাদের কাছে নেই। সেটা তারা ব্যবহার করছে।

মি: স্পীকার—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৩।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা রাজ্যে হস্তচালিত তাঁত শিল্প সমবায় সমিতির সংখ্যা কত?	১। হস্তচালিত তাঁতশিল্প সমবায় সমিতির সংখ্যা ৮৫।
২। তন্মধ্যে সমিতিভুক্ত এবং সমিতি বহির্ভূত তাঁত শিল্পীর সংখ্যা কত?	২। সমিতিভুক্ত তাঁত শিল্পীর সংখ্যা ৫ হাজার এবং সমিতি বহির্ভূত তাঁত শিল্পীর সংখ্যা ১,১৮,০০০।
৩। মোট কত কেজি সূতা এ পর্যন্ত তাঁত শিল্পীগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে?	৩। ৯১,২০২ কে,জি,।

শ্রীনকুল দাস—তাঁত শিল্প সমবায় সমিতিগুলিকে বিভিন্ন সময়ে সরকার থেকে লোন দেওয়া হয়েছে। এইগুলি তদন্ত করে দেখা হয়েছিল কি যে সত্যিকারের সেখানে কোন তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি আছে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার—প্রাক্তন সরকার কি করেছেন না করেছেন সেটা আমাদের কাছে পরিষ্কার নয় এখন পর্যন্ত। তবে এইগুলি হয় নি বলেই তো সমবায় সমিতিগুলি ধ্বংসের পথে গেছে।

শ্রীঅখিল দেবনাথ—বর্তমানে কয়টা সমিতি জীবিত অবস্থায় আছে জানতে পারি কি?

শ্রীঅনিল সরকার—৮৫টি তাঁত শিল্পের মধ্যে ৪৮টি মৃতবত্‌ ছিল। মৃতবত্‌ সমিতিগুলির মধ্যে গত বৎসর পাঁচটি সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে এবং এই বৎসরে আরও ৮টা সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

শ্রীনকুল দাস—এই বৎসর যে ৮টা সমিতিকে পুনরুজ্জীবিত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে এর মধ্যে কো-অপারেটিভ মিনিষ্টার এমনও সমিতির নাম করেছেন যা আমরা জানি যে লিকুইডিশনের না গেলেও প্রায় লিকুইডিশনে যাওয়ার পথে। এই সম্পর্কে সরকার ওয়াকিবহাল কিনা।

শ্রীঅনিল সরকার—প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুবিধা থাকতে পারে। সেটাকে চেক করার জন্য আমরা হ্যাণ্ডলুম কর্পোরেশন গঠন করেছি। তারা তাদের মতামত দিতে পারেন এবং তাদের মতামত অনুযায়ী সরকার কাজ করবেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কোন্‌ সাবডিভিশনে কতটা তাঁত শিল্প সমবায় সমিতি এখন জীবিত অবস্থায় আছে? বিভাগ ভিত্তিক হিসাব?

শ্রীঅনিল সরকার—দুঃখের সংগে জানাচ্ছি এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীবাদল চৌধুরী—সুতাগুলি কি কোন কো-অপারেটিভের মাধ্যমে বিলি করা হয়েছিল, না কোন ব্যক্তি বিশেষের মাধ্যমে বিলি করা হয়েছিল!

শ্রীঅনিল সরকার—কিভাবে, কার মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে এই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীগোপাল দাস—মন্ত্রী মহোদয়, এই যে সমিতিগুলির অপমৃত্যু ঘটল, তার কারণ হল কংগ্রেসী আমলে এই সব তাঁতীদের উৎপন্ন দ্রব্যগুলির বাজার সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নাই। কাজেই এই সব তাঁত শিল্পীদের উৎপন্ন দ্রব্যের যাতে বাজার সৃষ্টি হতে পারে, তার জন্য এই সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন কি এবং নিলে সেটা কি ধরনের জানতে পারি কি?

শ্রীঅনিল সরকার—সরকার এই সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন আছেন। সরকার তো এরজন্য কোন বাজার সৃষ্টি করতে পারে না, বরং আমরা যদি আমাদের মুড পরিবর্ত্তন করি, তাহলেই তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার সহজে সৃষ্টি হতে পারে।

শ্রীখগেন দাস—মন্ত্রী মহোদয়, এই রকম অনেক খবর আছে যে সীমান্ত পাচারকালে বহু টাকার সূতা ধরা পড়েছে। কাজেই কত টাকার সূতা পাচার কালে ধরা পড়েছে, এই রকম কোন তথ্য আমাদের দিতে পারেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার—উপস্থিত আমার কাছে এই ধরনের কোন তথ্য নাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মন্ত্রী বলেছেন যে বাজার সৃষ্টি নির্ভর করছে মুডের উপর, কিন্তু আমি বলতে চাই মানুষের ক্রয় ক্ষমতার উপর। কাজেই উনি মুড বলতে কি বলতে চাইছেন আমাদের বুঝিয়ে বলবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—মুড বলতে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে আমরা যত বেশী স্থানীয় তাঁতীদের তৈরী কাপড় চোপর কিনব, ততই তার বাজার সৃষ্টির সম্ভাবনা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় আমরা স্থানীয় তাঁতীদের তৈরী কাপড় না কিনে বাইরের তৈরী কাপড় বেশী কিনে থাকি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ৯৭, ০০০ কে, জি সূতা দেওয়া হয়েছে, সেগুলি কি সমবায় সমিতির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে না আমাদের তাঁত শিল্পী যারা আছে, তাদের ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া হয়েছে, জানতে পারি কি ?

শ্রীঅনিল সরকার :—এখানে প্রশ্নটা ছিল মোট কত কে, জি সূতা এই পর্য্যন্ত তাঁত শিল্পী-গণের কাছে পৌছে দেওয়া হয়েছে—এর অর্থ হল সমস্ত তাঁতীদের কাছেই পৌছে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—স্যার, আপনি যদি অনুমতি দেন, আমি বিষয়টা পরিস্কার করে দিতে পারি। যেমন আমাদের তাঁত শিল্পীদের সূতা সরবরাহ করার জন্য এখানে নর্থ ইষ্টার্ণ কাউন্সিলের দুইটি করপোরেশন গঠিত হয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় যে গত এক বছরে এখানকার যে করপোরেশন, তারা কোন সূতাই আমাদের সরবরাহ করতে পারেনি এবং নর্থ ইয়েস্টার্ণ কাউন্সিল থেকে যদিও আমাদের বলেছেন যে তারা সূতা সরবরাহ করবেন, কিন্তু দেখা গেল যে তাদের সূতার দাম অনেক বেশী। কাজেই সেই সূতা আনা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সূতা পাওয়ার জন্য তাঁতীদের দুইটি দিক আছে, একটা হচ্ছে, যারা মহাজন তাদের থেকে তার সুতা নেয় এবং সেই সুতা বাজার দর থেকে মুঠা প্রতি ১০ টাকা বেশী নেয়। আর অন্যটা হচ্ছে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে সূতা কিনা, তাতেও ব্যাংক থেকে বলে দেয় যে তোমরা অমুক মহাজনের কাছ থেকে সুতা কিনবে। কাজেই এই অবস্থায় তারা ব্যাংক থেকে যে ঋণ নেয়, সেই টাকাও তারা পরিশোধ করতে পারে না। অথচ আমাদের এখানকার তৈরী কাপড়ের বাইরে যথেষ্ট চাহিদা আছে, কিন্তু আমাদের তাঁতীরা সূতার অভাবে সেই কাপড় তৈরী করতে পারে না। আমাদের এখানকার বাজার খুবই সীমাবদ্ধ, আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন যে আমাদের তাঁতীরা গামছা তৈরী করে এনে ফোর করে বিক্রি করে, তাদের সব গামছা বিক্রি হয় না, বাড়ীতে ফেরত নিয়ে যেতে হয়। কাজেই আমরা সরকারে বসে

এই বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছি এবং আমরা প্লেন থেকে টাকাও পেয়েছি বাজার সম্প্রসারণ করবার জন্য এবং তাঁতীদের ব্যাপক ভাবে সূতা সরবরাহ করবার জন্য যাতে আমাদের তাঁতীরা আগের তুলনায় অনেক বেশী পরিমাণে সুযোগ সুবিধা পেতে পারে। আমরা আশা করছি তাদের সূতা সরবরাহ করে, তাদের উৎপাদিত মাল যাতে ভারতের অন্যান্য জায়গায় বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে পারি।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১।

শ্রীঅনিল সরকার :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩১, স্যার।

প্রশ্ন

১) উদয়পুর ও ধর্মনগর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেট বর্তমানে চালু আছে কি?

২) যদি চালু থাকে, তবে ঐ শিল্প নগরীতে কি কি শিল্প চালু আছে এবং কতজন শ্রমিক কাজ করছেন?

উত্তর

১) উদয়পুর ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এষ্টেট বর্তমানে চালু আছে। ধর্মনগর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেট এখনও চালু হয় নাই।

২) উদয়পুর শিল্প নগরীতে দারু শিল্প (কারপেন্টি) ও কামার শিল্প (ব্লেকস্মিতি) চালু আছে এবং ৪৪ জন শ্রমিক কাজ করিতেছেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—ধর্মনগরে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেট চালু করার জন্য যে বিল্ডিং ইত্যাদি তৈরী করা হয়েছে, সেগুলি এখন কি অবস্থায় আছে, মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :—সেগুলি এখনও পি, ডব্লিউ, ডি থেকে আমাদের কাছে হ্যাণ্ডওভার করে নাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মন্ত্রী মহোদয়, আমরা জানি যে উদয়পুর শিল্প নগরীতে অনেকগুলি মেসিন অচল অবস্থায় পড়ে আছে। কাজেই এখানে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা ঠিক নয়, আমি মনে করি কি কি মেসিন অচল হয়ে আছে, তার একটা বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া উচিত?

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, প্রশ্নটা ছিল ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেট চালু আছে কিনা? আমার উত্তর হল চালু আছে এবং মধ্যে কিছু কিছু যন্ত্রও অচল আছে, যা আমাদের সবারই জানা আছে। অর্থাৎ যে পরিকল্পনা নিয়ে চালু হয়েছিল, সেগুলি এখন বন্ধ হয়ে আছে। আর যেগুলি চালু আছে, সেগুলি হচ্ছে কারপেন্টি এ্যাণ্ড ব্লেক স্মিতি।

শ্রীগোপাল দাস :—মন্ত্রী মহোদয়, সেখানে যে সব শ্রমিক কাজ করছেন, তাদের মধ্যে কিছু মাষ্টার রোলের কর্মি ছাটাই হয়েছে, এই সম্পর্কে আপনি অবগত আছেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :—ওদের সম্পর্কে ইউনিয়ন থেকে বিভিন্ন সময়ে আমাদের কাছে দরবার করেছে এবং আমরা সেই সব বিচার বিবেচনা করছি।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—মন্ত্রী মহোদয়, এই উদয়পুর ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এষ্টেট চালু হওয়ার সময় মোট কতজন শ্রমিক ছিল এবং কতটা মেসিন চালু ছিল জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার :—বিস্তৃত তথ্য এখন আমার কাছে নাই। তবে বলতে পারি যে প্রায় অর্ধেক মেসিন এখন অচল হয়ে আছে।

মিঃ স্পীকার :—যে সমস্ত তারকা চিহ্ন এবং তারকা চিহ্নিত বিহীন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় নি, সেগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জিরো আওয়ারে একটা জরুরী অবস্থার বিষয়ে (ইন্টারাপশান)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—একটা সিরিয়াস পাবলিক ইম্পর্টেনস ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই। এখানে এই বিধান সভায় মাননী মুখ্যমন্ত্রীর বলেছেন যে ত্রিপুরার ছাঁটাই কর্মীদের অনশনের ব্যাপারে প্রধান মন্ত্রী ত্রিপুরার মুখ্য সচিবের কাছে কোন চিঠি আসে নাই—আমি সেই অসত্য ভাষণের প্রতিবাদ করছি। এই ব্যাপারে আজকের দৈনিক সংবাদে খবর উঠেছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় সদস্য নোটিশ দিলে আমি জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার :—দিলে আমি রুলিং দিতে পারব। (ইন্টারাপশান)

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—পরিস্কার করে বলতে অসুবিধা আছে কি না— (ইন্টারাপশান)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আইনে আছে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় সদস্য যদি কাগজ দেখাতে পারেন তাহলে আমি জবাব দেব—মাননীয় সদস্যের কাছে কাগজ আছে? (ভয়েস—নেই নেই)

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—কপি আছে, এখানে নেই—

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—কাগজ নাই আমি কি করে জবাব দেব আমি কাগজ দেখতে চাই—

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :—আমি জানতে চাই এর খবর সত্যি কি না?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :—আমি বলছি সত্য নয়—আমি কাগজ দেখতে চাই। আমি এক'শ বার বলছি সত্য নয়। জিরো আওয়ার ডিসকাশান।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আমি এই হাউসের সামনে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাইছি। আমরা জানি ত্রিপুরাতে ও. এন. জি. সি. থেকে ড্রিলিং করছে—দীর্ঘকাল যাবত। সেখানে গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এই কথা ও, এন, জি, সি, হেড কোয়ার্টার থেকে বলেছেন। এবং এই জন্য আমরা প্রায় ৬০ লাখ টাকা দিয়ে একটা টারবাইন কিনেছি ষ্টেট গভর্ণমেন্ট এবং ৭ লক্ষ টাকা দিয়ে জমি একোয়ার করা হয়েছে, আমাদের ষ্টেট গভর্ণমেন্টের টাকায়। কাজেই আমাদের স্টেট গভর্ণমেণ্ট ইনভলভড, এটা ষ্টেটের ব্যাপার। আমরা ৬০ লক্ষ টাকা দিয়ে টারবাইন কিনেছি জমি একোয়ার করেছি একটা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট বসাব এই উদ্দেশ্যে। গ্যাস আমরা পাব। সেখানে আমরা টাকা ইনভেষ্ট করেছি—এই অবস্থায় সেখানে যতগুলি ড্রিলিং সেন্টার ছিল সেগুলি বন্ধ হয়ে আছে। টার্গেট ছিল

দু'টা। ৪,৫০০ মিটার ড্রিলিং করা হবে সেখানে সাড়ে তিন হাজার মিটার করে সেটাকে বন্ধ করে ফাইন্যাল কেশিং করে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম বঙ্গে আমরা দেখছি একটা হাতুড়ী পরে গিয়েছিল বলে সেখানে আজকে ৮ বছর যাবত ড্রিলিং এর কাজ বন্ধ। আর একটাতে ৩ হাজার মিটার করার কথা ছিল, সেখানে ২,৮০০ মিটার এর পর সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যেখানে এই অবস্থা, তার মানে হচ্ছে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের আশা আকাঙ্খা যেখানে ছিল যে এর দ্বারা ত্রিপুরার উন্নতি হবে, সেখানে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র আছে এর পিছনে, যার জন্য এটা কাশিং করে দেওয়া হয়েছে। এই সম্পর্কে আমরা টাকাও খরচ করেছি, জমিও একোয়ার করেছি। কাজেই আমি মনে করি এই ব্যাপারে এই হাউস ত্রিপুরার মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করার জন্য ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাবেন।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খুব খুশী হয়েছি ত্রিপুরার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ জিনিষের প্রতি বা সমস্যার প্রতি মাননীয় সদস্য দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়েছেন। আমি হাউসকে জানাতে চাই যে আমাদের সরকার এই সম্পর্কে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যাতে তাড়াতাড়ি এখানে যে মাটির নিচেকার সম্পদ বের করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, সেটা কার্যকরী হয়। এই ব্যাপারে আমি আমাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীবহুগুণার সংগে দেখা করেছিলাম তাঁর রিপোর্ট হচ্ছে যে এখানে গ্যাস আছে এটা প্রায় নিশ্চিত, জিওলজিক্যাল সার্ভে থেকে দেখা গেছে যে এখানে গ্যাস আছে। তিনি তখন বলেছিলেন যে তিনি এখানে আসবেন, এসে নিজে দেখবেন কাজ কতটুকু অগ্রসর হয়েছে। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে কাজ যত দ্রুত অগ্রসর হওয়া উচিত, আমার মনে হচ্ছে সেই ভাবে হচ্ছে না। দুঃখের বিষয় তিনি আসতে পারেননি। সম্ভবত: আমার যতটুকু মনে পড়ে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তাঁর আসার কথা ছিল। এর পর রাশিয়ান একটা টিম ডেপুটি মিনিষ্টার ফর মাইনস, তার নেতৃত্বে আগরতলায় আসেন। তাদের সংগে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। সেই আলোচনায় সেই টিমের নেতা, তিনি বলেছেন যে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী। তার নিজের ভাষায় বলতে গেলে—তিনি বলেছেন we will change the face of Tripura. ত্রিপুরার চেহারা আমরা পাল্টে দেব। আমি রেল লাইনের কথা বললে, তিনি বলেছেন আপনি রেলের কথা কি বলছেন? এখানে তেল পাওয়া গেলে পেট্রো ক্যামিকেল কমপ্লেস হবে, পেট্রো ক্যামিকেল কম্পলেক্স হলে এখানে সব কিছু চলে আসবে। আশাবাদী বলেই মাননীয় সদস্যরা লক্ষ্য করেছেন যে সোভিয়েট ইউনিয়নের সংগে সাম্প্রতিক যে চুক্তি হয়েছে, তাতে ত্রিপুরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে সারা ভারতের মধ্যে যে ক'টা জায়গা চিহ্নিত হয়েছে এক্সপ্লোরেশানের জন্য, তার মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। রাশিয়ান টিমের নেতা তিনি আমাদের বলেছেন আমেরিকান রিগ গুজালিয়াতে যাচ্ছে। সেখানে শীঘ্র কাজ সুরু করবেন কাজটা দেখবেন রাশিয়ান টিম। স্থায়ী ভাবে তারা সেখানে থাকছেন। আর একটা এক্সপ্লোরেশান হচ্ছে বিশালগড়ের কাছাকাছি—রুথিয়াতে এটা রাশিয়ানরা নিজেরা এক্সপ্লোরেশান করবেন এবং তাঁর বক্তব্য হচ্ছে গ্যাস আগে বের করে তারপর তেল বের করতে হয়। তিনি বলেছেন তেলও এখানে আছে। কিন্তু ৫,০০০ ফিট নামতে হবে।

আরও বেশী, আরও কতকগুলি জায়গায় তারা তাদের টীম নিয়ে কাজ করবেন। এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ও. এন. জি. সিতে যারা এখানে কাজ করছেন তারা খুব চেষ্টা করছেন এবং আমাদের সরকারও তাদেরকে সমস্ত রকমের সুযোগ সুবিধা দেবেন। কিন্তু অতীতে তাদের বড় বড় যন্ত্রপাতি আনতে অনেক অসুবিধা হয়েছে। একটা সামান্য রাস্তা করতে তাদের দীর্ঘ সময় লেগেছে। আগে যে কংগ্রেস সরকার ছিল তারা একটা রাস্তা করে দিতে পারেনি ও. এন. জি. সিকে। একটা ব্রীজ, একটা রাস্তা না করলে বড় বড় যন্ত্রপাতি আনা যায় না। এই সামান্য সুযোগ সুবিধা পর্য্যন্ত ও. এন. জি. সিকে কংগ্রেস সরকার করে দেননি। এখানে ও. এন. জি সিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আগেকার সরকার যারা এই কাজে গুরুত্ব দেননি, এখন আমাদের সরকার সেই কাজে অনেক গুরুত্ব দিচ্ছেন। আগের সরকার যখন নাকি থার্মাপ্ল্যানট বসাবার নাম করে অনেক টাকা অপচয় করেছেন। একটা টারবাইন রাজস্থান না কোথা থেকে কেনা হয়েছে, কিভাবে কেনা হয়েছে, তার মধ্যে কতখানি দুর্নীতি হয়েছে, সেগুলির তদন্ত হবে। কাজেই আমাদের আরও কিছু সময় লাগতে পারে। কারণ কয়লা নেই, এবং গ্যাস পেতেও কমপক্ষে আরও দুই বৎসর লাগতে পারে।

দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব।

মিঃ স্পীকার :—একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটা বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছেন। কাজেই আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য নকুল দাস কর্তৃক আনীত নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশের বিষয়বস্তু হল বিলোনীয়ার পুরাতন রাজবাড়ী থানার বড়াইয়া গ্রামে এস. বি স্কুল থেকে সীমান্তের অপর পার থেকে দুবৃত্তদের দ্বারা আসবাব পত্র লুণ্ঠন করে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিলোনীয়ার পুরাতন রাজবাড়া থানার বড়াইয়া গ্রামে এস. বি. স্কুল থেকে সীমান্তের অপর পার থেকে দুবৃত্তদের দ্বারা আসবাব পত্র লুণ্ঠন করে নিয়ে যাওয়া সম্পর্কে ঃ—

পুরাতন রাজবাড়ীর উচ্চ বুনিয়াদি স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের অভিযোগ ক্রমে পুরাতন রাজবাড়ী থানার মোকদ্দমা নং ১(২)৭৮ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৫৭/৩৮০ ধারা মতে এই মর্মে নথিভুক্ত করা হয় যে গত ১লা ফেব্রুয়ারী রাত্রে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারী স্কুল ঘরের জানালা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া স্কুলের সম্পত্তি যার মধ্যে কিছু শ্লেট, কেরামবোর্ড ও বালতিসহ আনুমানিক প্রায় ৪০০ টাকার জিনিষ চুরি করিয়া লইয়া যায়। একটি টহলদার বাহিনী সেই রাত্রে ৩ জন বাংলাদেশ নাগরিককে টহলদারীর সময় আটক করে। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় আমান উল্লা পিতা জুলফিকার ইসলাম, সাং সুলতানপুর, থানা ফেনী, জেলা নোয়াখালী নামে একজন তাহার দোষ স্বীকার করে। তাহার স্বীকার উক্তি মূলে ৩টি ফটোর ফ্রেম ছাড়া সকল চুরি যাওয়া জিনিষই নিকটবর্ত্তী জঙ্গল হইতে উদ্ধার করা হয়। অভিযুক্ত বাংলাদেশী নাগরিক শ্রীআমান উল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ আদালতে দায়ের করা হইয়াছে এবং মোকদ্দমা বিচারাধীন আছে।

শ্রীনকুল দাস :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই এলাকা সীমান্ত দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং এই সম্পর্কে আগে আমরা এলাকাবাসীরা সরকারকে অনুরোধ করেছিলাম এবং আমি যতটুকু জানি কেন্দ্রীয় সরকারকে বি. এস, এফ ক্যাম্প দেওয়ার জন্য কয়েকবার লেখা হয়েছে, কিন্তু অদ্যাবধি সেই ব্যবস্থা হয়নি। তাছাড়া সেখানে বিস্তৃত অঞ্চলের ধান দুর্বৃত্তরা যে কোন সময় কেটে নিয়ে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে সরকার কি কি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা ভাবছেন?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই এলাকায় পুলিশ আউট পোস্ট বসানো জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং শীঘ্রই সেখানে সে আউট পোস্ট বসানো হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, দীর্ঘদিন ধরে সীমান্তবর্তী এলাকাতে নানা রকম উপদ্রব হচ্ছে। কাজেই এই সম্পর্কে একটা ফলপ্রসূ ব্যবস্থা নেওয়া যায় কিনা এবং সেই সম্পর্কে ভাবা হচ্ছে কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ভাবা হচ্ছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—এলাকাটা মানুষের বসবাসের অযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই এই বিষয়ে সরকার কি ভাবছেন ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, যথেষ্ট লোক ওখানে আছেন অযোগ্য নয়।

শ্রীনকুল দাস :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে এখানে একটা ক্যাম্প করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এটা আর. এস. পি. দিয়ে কোন অবস্থাতেই সিকিউরিটি দেওয়া হবেনা এবং এই সম্পর্কে কখন বি. এস. এফ ক্যাম্প হবে, এই সম্পর্কে আমরা জানতে পারি কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বি. এস. এফ হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারে অধীন, আমরা অনুরোধ করতে পারি এবং আমরা অনুরোধ করব।

শ্রীসমর চৌধুরী :—পয়েনট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই অঞ্চলের যে সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছে, মাননীয় সদস্যের কাছ থেকে জানা গেল ধানও কেটে নিচ্ছে, এই পরিস্থিতিতে শুধু একটা পুলিশ আউট পোস্ট দিয়ে হবেনা। কারণ বাংলাদেশের দুর্বৃত্তদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র ইত্যাদি থাকে সেখানে পুলিশ আউট পোস্ট দিয়ে বর্ডার সিকিউরিটি রাখা খুব কষ্টকর। কাজেই এই পরিস্থিতিতে এখানে অনতিবিলম্বে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আরও বেশী চাপ সৃষ্টি করা যায় কিনা এবং এই বর্ডার সিকিউরিটির দায়িত্বটা আর্মস ফোর্সকে দেওয়া যায় কিনা ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মিলিটারী বর্ডারে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের আছে কিনা রাজ্য সরকারের জানা নেই, তবে রাজ্য সরকার এ সম্পর্কে কোন অনুরোধ করেন নি। বি. এস. এফ যাতে আরও শক্তিশালী করা হয়, আমি এই হাউসে আগেও আলোচনা করেছি, আজকে বি. এস. এফের প্রতিনিধি আসবেন তাদের সঙ্গে কিছু আলোচনা হবে, তারা ঘুরবেন, তারা দেখবেন। আমি বলছি যে বি. এস. এফ, আর এস. পি. বা সি. আর. পি কোনটাই যথেষ্ট হবেনা কারণ এই সমস্ত এলাকা চারদিক থেকে বাঙলাদেশ দ্বারা পরিবেষ্টিত। কাজেই আমাদের জনসাধারণের মধ্যে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে হবে। মাননীয় সদস্যরা যদি বসেন একসঙ্গে, বিরোধী পক্ষের সদস্যরাও একসঙ্গে বসতে পারেন, আপনারা পরমর্শ দেন, সেই পরামর্শ সরকার কার্যকরি করার চেষ্টা করবেন।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেসান স্যার, সমগ্র ভারতের মধ্যে ত্রিপুরাই এমন একটি রাজ্য যার তিন দিকে বাংলাদেশের সীমান্ত দ্বারা বেষ্টিত এবং মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে, এখানে চুরি, ডাকাতির সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এই অবস্থায় রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এটাকে একটি উপদ্রুত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা যায় কিনা, এবং ভারত সরকারের সমস্ত শক্তি এখানে নিয়োগ করার জন্য ভারত সরকারকে এ ব্যাপারে অনুরোধ করা যায় কিনা সে বিষয়ে কিছু চিন্তা করছেন কি ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসকে অত্যন্ত বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, আমি দুঃখিত। এই বর্ডার রক্ষা করার দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং এই সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যে কিভাবে এই বর্ডারকে শক্তিশালী করা যায়। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আমি জানাতে পারি যে তাঁরা যে রকম ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন তা ঠিক নয়। আমরা উদ্বিগ্ন এই জন্য যে সীমান্তবর্তী চুরি রাহাজানির খবর পূর্বে আসতো ৫০০ এর মত, সেখানে ১৯৭৭-৭৮ সালের মধ্যে ক্রমশঃ বাড়ছে এটার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন। তবে এটা বন্ধ করা দরকার। মাননীয় সদস্যরা এটা ভুলে যাচ্ছেন যে, ঐ পারের গরুর দামের সঙ্গে এপারের গরুর দামের মধ্যে প্রায় ১০০ ভাগ তফাৎ। কাজেই এই সমস্ত ক্ষেত্রে যদি জনসাধারণ সহযোগিতা না করে তাহলে এইগুলি বন্ধ করা কঠিন। কাজেই আমাদের সরকার জনসাধারণের সহযোগিতার জন্য আর কি কি ব্যবস্থা নিতে পারেন, এবং জনসাধারণের হাতে আরো ক্ষমতা দিতে পারেন কিনা বর্ডার এলাকায় যাদের সম্পত্তি আছে তা রক্ষা করার জন্য এই সম্পর্কে চিন্তা করে দেখছেন।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—সরকার বলছেন খুবই উদ্বিগ্ন, মাননীয় সদস্যরাও বলছেন উদ্বিগ্ন। দেখা যাচ্ছে পুলিশ মোকাবিলা করতে পারছে না। তাহলে সমগ্র পুলিশ তুলে দিয়ে জনসাধারণের হাতেই অস্ত্র তুলে দেওয়া হউক।

মিঃ স্পীকার :—আমি এখানে আর একটি কলিং এটেনসান পেয়েছি এবং সেটার উপর আজ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবৃতি দেবেন বলেছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—

"ধর্মনগর কাঞ্চনপুর থানার ডঙ্গরাই রিয়াং পাড়ায় চরন দাস রিয়াংয়ের বাড়ীতে সম্প্রতি মিজো ডাকাত দলের হানা এবং লুণ্ঠন সম্পর্কে।"

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ঘটনাটি হল কাঞ্চনপুর থানার ডোরাং পাড়ার নিবাসী শ্রীচন্দ্র রিয়াং এর অভিযোগ মূলে গত ৩-৩-৭৮ ইং তারিখে ১-৩৫ মিনিটে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৫/৩৯৭ ধারায় কাঞ্চনপুর থানায় ২ (৩) ৭৮ নং মামলার নথিভুক্ত করা হয়। এইরূপ অভিযোগ করা হয় যে গত ২/৩/৭৮ ইং তারিখে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতকারী রাত্রি ১২-৩০ মিনিটে ডোংরাই চৌধুরী পাড়ার শ্রীশুক্রমনির ঘরের ঝাপি খুলিয়া ভেতরে প্রবেশ করে। তাহারা শ্রীশুক্রমনি রিয়াংকে, তাহার স্ত্রী শ্রীমতি মতিলা, শ্যালক শ্রীমঙ্গলময় রিয়াংকে এবং শাশুড়ী শ্রীমতি সুভদ্রা রিয়াংকে বাধিয়া ফেলে এবং মঙ্গলময় রিয়াংকে লাঠি দ্বারা আঘাত করে, এবং তাহাতে তাহার সামান্য রক্তপাত ঘটে। দুষ্কৃতিকারীরা নগদ ৩, ২২০ টাকা, রূপার অলঙ্কার, কাপড় চোপর এবং কিছু খাদ্য বস্তু লুট করে নেয়। আনুমানিক মোট ৩, ১০৫ টাকা মূল্যের সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। দুষ্কৃতকারীরা কালো পায়জামা এবং পাহাড়ী কোট পরিহিত ছিল। যদিও তাহাদের মধ্যে কাহাকেও সনাক্ত করা যায় নাই তবুও সন্দেহ করা যায় যে তাহারা মিজো সম্প্রদায় ভুক্ত নহে। গত ৬/৩/৭৮ ইং তারিখে পুলিশ নিম্নলিখিত সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে। এখন পর্যন্ত লুণ্ঠিত সম্পত্তির কিছুই উদ্ধার করা যায় নাই।

১) কাঞ্চনপুর থানার চক্রমনী পাড়ার শ্রীলম্বাজয় রিয়াং, পিতা ধন রিয়াং।

২) কাঞ্চনপুর থানার চক্রমনী পাড়ার শ্রীসুবল সিং রিয়াং, পিতা চান্দাইয়া রিয়াং।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—এই যে সীমানাগুলিতে হামলা চলছে এরা কি মিজো না অন্য কেহ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—পুলিশ কিছু গ্রেপ্তার করেছে, এবং বুঝা যাচ্ছে না কারা করছে।

শ্রীদ্রাইকুমার রিয়াং :—এই এলাকায় আমি যখন গেছি তখন সীমানাপুর কুমারের অফিসারের সঙ্গে আমার কিছু আলাপ হয়েছিল। তিনি বলেছেন যে সীমানাপুরে এই রকম প্রায়ই ডাকাতি হচ্ছে, এবং তিনি বলেছেন যে, ঠিক মিজো নয়। তবে প্রান্থ বলে নাকি কি সম্প্রদায় আছে তারাই করছে বলে সন্দেহ করছেন। তিনি আরো বলেছেন সরকার যদি ব্যবস্থা না করেন তাহলে সেখানকার লোকেদের আরো অসুবিধায় পড়তে হবে। এ ব্যাপারে আমি জানতে চাই।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—আমরা কাঞ্চনপুর থানাকে আরো শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করছি। আগের যে সরকার ছিলেন, তাঁরা বর্ডার রক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুটা শৈথিল্য দেখিয়েছেন। সেখানে পুরো নজর দেননি। আমরা সরকারে আসার পরে আরো শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করছি।

শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া :—ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষের জীবন এবং সম্পত্তি নিরাপত্তার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন সেটা আমরা জানতে চাই। কেননা আমরা একটা বিরাট উদ্বিগ্নের মধ্যে রয়েছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় সদস্য কংগ্রেস সরকার ৩০ বছর ধরে গণ আন্দোলন দমন করার জন্য পুলিশকে ব্যবহার করেছেন। ঐ সীমান্ত রক্ষা করার জন্য পুলিশ ব্যবহার করা হয়নি। কাজেই তাঁরা আমাদের কাছে সে সমস্যা রেখে গিয়েছেন। তবে আমি আপনাদের এই আশ্বাস দিতে পারি যে আন্দোলন দমন করার জন্য পুলিশ ব্যবহার না করে, আমরা সীমান্ত রক্ষার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করব।

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় সদস্য শ্রীগোপাল দাসের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি হলো :—

"নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও চালের ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে।

আমি মাননীয় মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেববর্মা :—আমি আজকেই উত্তর দিতে পারবো। প্রস্তাবের বিষয়বস্তু হল—"নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও চালের ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে"।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রয়োজনীয় যাবতীয় নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ভারতের অন্যান্য রাজ্য হইতে আমদানী করিতে হয় সুতরাং এই রাজ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যমান বহুলাংশে উৎসস্থলের মূল্যমানের উপর নির্ভরশীল। অদ্যাবধি উৎসস্থলের মূল্যমান নির্ধারনের জন্য স্ব স্ব রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহন করেন নাই। যেহেতু উৎসস্থলে কোন প্রকার মূল্যমান স্থির করার ব্যবস্থা চালু নাই সেইহেতু

উৎসস্থলে পাইকারী মূল্যও বহুলাংশে উৎপাদন চাহিদা ও আমদানীর উপর নির্ভর করে। ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যবসায়ীগণ বিভিন্ন প্রকারের ডাল, ভোজ্য তৈল, লবন ইত্যাদি ভারতের রাজস্থান উত্তর প্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে চলিত পাইকারী বাজার দরে ক্রয় করত: রেল ও অন্যান্য যানবাহন যোগে অত্র রাজ্যে আমদানী করিয়া থাকেন। যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের উত্তরাঞ্চলের একটি মাত্র মহকুমায় (ধর্মনগরে) রেল ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হইয়াছে, সেইহেতু লরী যোগে রাজধানী ও অন্যান্য মহকুমা শহরগুলিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির পরিবহন খরচ ও অন্যান্য স্থানের সহিত তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। যাহাতে ব্যবসায়ীগণ দ্রব্যাদির অতিরিক্ত বর্ধিত মূল্য আদায় করিতে না পারেন তাহার জন্য সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

আগরতলা শহরের ১৯৭৬-৭৭-৭৮ ইং সনের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসের শেষ সপ্তাহের নিম্নলিখিত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির খুচরা বাজার দর নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৯৭৬

দ্রব্যের নাম	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ
চাউল	১·৭০-১·৮০	২·১০–২·২৫	২·০৫-২·৩০
অরহর ডাল	২·৭৫	২·৭৫	২·৬০
মুসুরী ডাল	২·৫৫	২·৬০	২·৫০
মুগ ডাল	২·৫৫	২·৪০	২·৩৫
সরিষার তৈল	৬·৪০	৬·১৫	৫·৭৫
লবন	০·৩৫	০·৩৫	০·৩৫

১৯৭৭

দ্রব্যের নাম	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ
চাউল	১·৫০-১·৬০	২·০০–২·১০	২·০০-২·১০
অরহর ডাল	২·৯০	২·৯০	৩·১০
মুসুরী ডাল	২·৭৫	২·৮০	২·৭৫
মুগ ডাল	২·৮০	২·৯৫	৩·৫০
সরিষার তৈল	৯·৫০	১০·২৫	১১·৩৫
লবন	০·৩৫	০·৩৫	০·৩৫

১৯৭৮

দ্রব্যের নাম	জানুয়ারী	ফেব্রুয়ারী	মার্চ্চ
চাউল	১·০০-২·২০	১·৯০-২·৯০	২·০০-২·২৫
অরহর ডাল	৪·৮০	৫·০০	৫·২০
মুসুরী ডাল	৪·২০	৪·৩০-৪·৪০	৪·৪০
মুগ ডাল	৩·৫০	৩·৮০	৪·২০
সরিষার তৈল	১১·৫০-১২·০০	১০·৮০-১১·০০	১১·০০
লবণ	০·৫৫	০·৪৫	০·৪০-০·৪৫

মূল্যবান স্থিতিশীল ও নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার জন্য ত্রিপুরা সরকার ইতি মধ্যেই ডাল, ভোজ্য তৈল, লবনের মজুত ভাণ্ডার গড়ার ব্যবস্থা গ্রহন করিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই উপরোক্ত দ্রব্যাদির সরকারী খাতে ক্রয় করিবার জন্য দরপত্র আহ্বান করা হইয়াছে। সরকার আশা পোষণ করেন যে, সরকারী মজুত ভাণ্ডার হইতে উপরোক্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রবাদির বিক্রয়ের ব্যবস্থা করলেই মূল্যমান স্থিতিশীল থাকবে। এবং খোলা বাজারে মূল্যমানের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

আশা করা যায় ডাল, ভোজ্য তৈলের মূল্য এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি নূতন শস্য উঠা সঙ্গে সঙ্গে পড়িতে আরম্ভ করিবে। খোলা বাজারে চাউলের খুচরা মূল্য অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যমানের উপর এবং উৎপাদনের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল।

খোলা বাজারে চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রনের রাখার উদ্দেশ্যে অত্রাজ্যে ৬৫৪টি ন্যায্যমূল্যের দোকান মারফত সারা রাজ্যে নির্ধারিত হারে সরকারী নিয়ন্ত্রন মূল্য বন্টন করা হইতেছে। চাউলের প্রতি কেজি মূল্য ১·৬৫ (আতপ), ১·৬৭ (সিদ্ধ), গম প্রতি কেজি ১·৪০ পয়সা। যেহেতু অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে সেইহেতু খোলা বাজারে চাউলের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি স্বাভাবিক নয়। এই সময়ে প্রতি বৎসরই চাউলের মূল্য বৃদ্ধি ঘটে। গত দুই বৎসরের তুলনায় এই বৎসরে চাউলের মূল্য অধিক বৃদ্ধি হয় নাই। এই বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইতেছে।

শ্রীগোপাল দাস—পয়ন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়ের বক্তব্যের মধ্যে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে যে নিত্য প্রয়োনীয় খাদ্যশস্য ও চালের ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধি সম্পর্কে বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখবেন তার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি খোলা বাজারে চাউল এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যামান বেধে দেওয়ার কোন চিন্তা সরকার করেছেন কি ?

শ্রীদশরথ দেববর্ম্মা—খোলা বাজারে চাউল এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বেধে দেওয়ার কোন নিয়ম নেই। কিন্তু আমরা চেষ্টা করছি যতদূর সম্ভব মানুষের কাছে পৌঁছানের জন্য। আমি কালকে আমার বক্তৃতায় বলেছি ২৮ হাজার মেট্রিক টন চাউল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চেয়েছি এবং আশা করছি ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে আমরা পেয়ে যাব। ১০ হাজার মেট্রিক টন চাউল আমরা বর্ষাকালের জন্য মজুত রাখবো সেই দিকে বিশেষ চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া গ্রামগুলিতেও আমরা রেশন সপের মাধ্যমে চাল এবং অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ দেওয়ার চেষ্টা করছি, তার ফলে বাজারে যখন চালের দাম বাড়বে, তখন জনসাধারন রেশনসপের মাধ্যমে চাল নিলে স্বাভাবিকভাবেই বাজারে চালের দর নেমে পড়বে। রেশন সপের মাধ্যমে গ্রামে চাল দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা ইতিমধ্যে করে ফেলেছি এবং সুদূর গ্রামাঞ্চলে আমরা মজুত ভাণ্ডার গড়ার চেষ্টা করছি, বর্ষাকালে যাতে গ্রামের মানুষ চালের জন্য দুর্ভোগ না ভোগ করেন। তার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিক্যাশান, ক্ষমতাসীন দলের একজন সদস্য ক্রমবর্ধমান মূল্য বৃদ্ধির জন্য দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ এনেছেন তার জন্য আমি আনন্দিত। খোলা বাজারে তার মূল্যমান কেন বাঁধা যাবে না ?

শ্রীদশরথ দেববর্ম্মা—এ প্রশ্ন তো এখানে উঠতে পারে না কারন আমি এইমাত্র তার উত্তর দিলাম। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমি দেব যে, সরকার পক্ষের সদস্যদের কর্ত্তব্য জনসাধারনের সমস্ত অভাব-অভিযোগ এবং তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা তুলে ধরা, এটা শুধু বিরোধী দলের মনোপলি নয়। তার জন্য সবার সমান অধিকার আছে।

শ্রীবাদল চৌধুরী :—যেখানে রেশন শপ নাই, ডিলার নাই, সেই সমস্ত জায়গায় রেশন শপ দেওয়ার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীদশরথ দেব :—যেখানে রেশন শপ নাই, ডিলার নাই, সেই এলাকার জনসাধারন যদি রেশন সপ চায়, ডিলার চায়, তবে আমরা সেখানে রেশন শপ খুলে দেব।

শ্রীগোপাল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন জিনিষ পত্রের দাম বেধে দেওয়ার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি এই ধরনের কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকারকে জানানো হবে কি না ?

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে চাই এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দর যেখানে ত্রিপুরা কেন্দ্রের উপর নির্ভর করে না সেখানে ত্রিপুরা সরকারের দর ঠিক ত্রিপুরা সরকারের আয়ত্বের মধ্যে সম্ভব নয়। একটা বড় কারন হচ্ছে ডেফিসিট ফিনানসী মূদ্রাস্ফীতি এবং ব্যাঙ্কের কার্য্যক্রম তার মধ্য দিয়ে মুদ্রাস্ফীতি সাহায্য করা হয়। তার উপর আমাদের সরকারের কোন কর্ত্তৃত নেই। আপনারা জানেন কেন্দ্রীয় সরকারের যে বাজেট পেশ করে তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মূদ্রাস্ফীতি আরো বেশী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এটার জন্য আমাদের সরকারও খুব উদ্বিগ্ন। দ্বীতিয় হলো এসেনসিয়েল কমডিটিস এ্যাক্ট-কেন্দ্রীয় সরকার একটা আইন পাশ করে দিয়ে, সেখানে নানাকার্য্যক্রমের ক্ষমতা আমাদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেখানে কি দেখা যাচ্ছে ?

সেখানে দেখছি চোরা কারবারীরা যা খুসী তারা করছে সেখানে রাজ্য সরকারের হাত নাই এর ফলে এসেনসিয়েল কমডিটিস-এর হোলডিং বন্ধ করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই আইন সংশোধন করার ক্ষমতা আমাদের রাজ্য সরকারের হাতে নেই। কিন্তু তার পরিনাম কি এই ? রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা করতে পারে না ? রাজ্য সরকার যদি পারতেন তাহলে কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ বাজারে তারা নিজেরাই সরবরাহ করতে পারতেন। চোরাকারবারীরা ইচ্ছা মত সমস্ত জিনিষ কন্ট্রোল করার যে ক্ষমতা সেই দিকে আমাদের সরকার চিন্তা করছে এবং কেন্দ্রীয় সরকারকেও বুঝাবার চেষ্টা করছে। সকাল থেকে রাত্র পর্য্যন্ত যে সব জিনিষ মানুষের প্রয়োজন সেই গুলি একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমানে প্রত্যেকের বাড়ীতে যাতে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় মিনিষ্টার তিনি একটা চিঠি আমার কাছে লিখেছেন তাতে তিনি জানিয়েছেন তারা এই সম্পর্কে ভাবছেন। আমি লিখেছি সমস্ত জিনিষই আমরা রেশন সোপের মাধ্যমে পেতে চাই আমাদের এখানে জিনিষ আনতে অনেক খরচ পড়ে আমি বলেছি ভারতের সমস্ত জায়গায় এক দরে জিনিষ দিতে হবে। চিনি ২.১৫ করে ভারতের সব জায়গায় দিতে হবে, যতই দুর্গম এলাকা হোক যত টাকা খরচ লাগুক না কেন ২,১৫ করে চিনি দিতে হবে। গুজরাটেতেল বিক্রী হয় ৫ টাকা করে আর আমরা এখানে ১৫ টাকা করে পাচ্ছি। গুজরাটে এক রকম দর হবে আর আমাদের এখানে আরেক রকম দর হবে, এই রকম চলতে পারে না। কাজেই আমি সরকারকে এই কথা বলবার চেষ্টা করব যে নিত্য প্রযোজনীয় জিনিষপত্র প্রত্যেকটি মানুষের ঘরে পৌছে দিতে হবে। আপনারা দেখেছেন শতকরা ৮০জনের মাথাপিছু ২০ টাকা ক্রয় ক্ষমতা। এই সব কথা আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছি আমি আশা করি এই হাউস সরকারকে সমর্থন করবে এবং এই হাউসের বাইরে ১৭ লক্ষ লোক এই সরকারকে সমর্থন করবে। আমি এই কথা বলবো চোরা কারকারীরা আমাদের মধ্যেই আছে কাজেই আমি এখান থেকে হুশিয়ার করে দিতে চাই তারা যদি মনে করেন যে ৩০

বছরের রাজত্ব এখনও আছে তাহলে তারা ভুল করবেন, এবং কঠোর ভাবে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। আমরা দেখছি চাউলের সঙ্কট তেলের সঙ্কট লবনের সঙ্কট বিভিন্ন জিনিষ আসতে দেরী হয় তার সুযোগ গ্রহন করে তারা ২ টাকা ৩ টাকা করে জিনিষের দাম বাড়িয়ে দিল, এটাকে আমি কোন মতে সমর্থন করতে পারি না। আমাদের এখানে চাউল অনেকটা এসে-গেছে, এফ, সি আই গো-ডাউনে চাউল ১০ হাজার এনটি এবং ত্রিপুরা সরকারের ষ্টকেও অনেক চাউল আছে। আমাদের যে দায়িত্ব চাউল সরবরাহ করা সেই দায়িত্ব আমরা পালন করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— নিত্যপ্রযোজনীয় দ্রব্যগুলি যাতে আমরা ত্রিপুরায় আরো বেশী করে উৎপন্ন করতে পারি তার জন্য সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে পারেন। গোমতী নদীর দুই ধারে অনেক জায়গা পরে আছে সেখানে ভাল এবং অন্যান নিত্যপ্রযোজনীয় জিনিষ ফলন করা যেতে পারে। শুধু উৎপাদন করলেই চলবেনা, কারখানা গুলিকে ডেভেলাপ করতে হবে এই সম্পর্কে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :— সরকারের পরিকল্পনা আছে কারখানা গুলি যাতে ডেভলাপ করা যায় এবং সরকার সেটা চেষ্টা করছে। এক দিনে সব করা যায় না, ত্রিপুরার মাটি পরিক্ষা করতে হবে, যে সব জিনিষ হবে তার ব্যবস্থা সরকার করবে। এবং কারখানার যাতে উন্নতি করা যায় সেই চেষ্টা ও সরকার করবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— কবে হবে ?

শ্রীদশরথ দেব :— আজকে যদি আপনি একটি লাউ গাছ রোপন করেন তবে কি আজকেই আপনি লাউ খেতে পারবেন ?

শ্রীরশিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে, আসাম এবং ত্রিপুরার মধ্যে চাউলের ব্যবসা চলতে পারে কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা ভারতবর্ষেই চলতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার যে আইন করেছেন, আমরা ইচ্ছা করলে কেরেলা থেকেও চাউল কিনে আনতে পারি।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, ত্রিপুরা থেকে চাউল বাংলাদেশে পাচার হয় কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যতটুকু খবর নিয়েছি, তাতে জানতে পারলাম যে বাংলা দেশে চাউল পাচার হয় না।

মিঃ স্পীকার :— আমি মাননীয় সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র লাল সরকারের কাছ থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি হলো- "আসাম আগরতলা রাস্তায় খোয়াই নদীর উপর তেলিয়ামুড়া সেতুর দুরবস্থা সম্পর্কে।" আমি এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। উনি যদি আজকে দিতে না পারেন, তাহলে বিবৃতি দেবার জন্য পরবর্ত্তী দিন ধার্য্য করতে পারেন।

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এখনিই বিবৃতি দিচ্ছি।

আসাম আগরতলা রাস্তাটি ১৯৭১ সালের আগষ্ট মাসে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ডার রোড আর্গানাইজেশনের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়। এই রাস্তাটি বর্তমানে নাশনেল হাইওয়ে নং ৪৪ এর অন্তর্গত ইহার রক্ষনাবেক্ষনের ভার এখন বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের হাতে আছে। এই রাস্তাটির এবং সেতুগুলির দুরবস্থা সম্পর্কে বর্ডার রোড আর্গানাইজেশনকে এবং কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রনালয়কে ইতি মধ্যেই অবহিত করা হয়েছে। সরকার বর্ডার রোড অর্গানাইজেশনের সহিত যোগাযোগ করিয়া তেলিয়ামুড়ায় খোয়াই নদীর উপর সেতুটির সংস্কারে কাজ তরান্বিত করার জন্য বিশেষ ভাবে অনুরোধ করিবে।

শ্রীজিতেন্দ্র সরকার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রাস্তাটিকে সংস্কার করার জন্য আমি ব্যাক্তিগত ভাবে এখানকার পি.ডাবলিউ.ডিকে অনুরোধ করেছিলাম। কেননা মানুষ চলাফেরা করতে পারে না, যেকোন মুহূর্ত্তেই একসিডেন্ট হতে পারে। আমাদের পঞ্চায়েত মিনিষ্টারের গাড়ীর চাকাও উক্ত নষ্ট ব্রীজের পিনে লেগে নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই এই ব্রীজটিকে সংস্কার করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কতটুকু করতে পারেন জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মুজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বলছি যে আসাম আগরতলা রোড এখন বর্ডার রোড আর্গনাইজেশনের হাতে আছে। কাজেই আমরা উক্ত আর্গনাইজেশনকে এবং কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রাকে উক্ত রাস্তাটি সংস্কার করার জন্য লিখেছি এবং আবার আমরা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব সেই সেতুটি সম্পর্কে এবং সমগ্র রাস্তাটি সম্পর্কে।

শ্রীবিমল সনহা :— বর্ডর রোড আর্গনাইজেশনকে ত্রিপুরা সরকার যে চিঠি দিয়েছেন, সেই চিঠির উত্তর উনারা পেয়েছেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননায় স্পাকার স্যার, এখনো পর্যান্ত চিঠির উত্তর আমরা পাইনি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, এই সেতুটি দিয়ে মানুষ চলাফেরা করতে পারছে না। কারন পিন গুলি উঠে গেছে এবং যে কোন মুহুর্ত্তে আহত হবার সম্ভাবনা আছে। অথচ উনারা এখনো দিল্লার সংগে যোগাযোগ রক্ষায়ব্যস্ত আছেন। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :— মাননীয় স্পাকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে বিষয়টি আমাদের এক্তিয়ার ভুক্ত নয়। আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বর্ডার রোড আর্গনাইজেশনের সংগে যোগাযোগ করছি এবং পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করব। যেহেতু বিষয়টি আমাদের হাতে নয়, সেইহেতু আমরা এক্ষুনি কিছু করতে পারছি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— মাননীয় স্পাকার স্যার, আসাম আগরতলা রোডটি হল ত্রিপুরার মেরুদণ্ড। এবং এই একটি মাত্র রাস্তা দিয়েই বহিত্রিপুরার সংগে আমাদের যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। অথচ কেন্দ্র এই রাস্তাটি সম্পর্কে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। কাজেই বিষয়টি তরান্বিত করার জন্য ত্রিপুরা সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার :— মাননীয় সদস্যরা নিশ্চয়ই জানেন যে যেহেতু রাস্তাটি আমাদের হাতে নয়, সেইহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের পি.ডাবলিউ.ডি. রাস্তাটি সংস্কারের ব্যাপারে কিছু করতে পারছে না। তবে আমরা রাস্তাটি যাতে দ্রুত সংস্কার করা যায় তার জন্য যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশন স্যার, প্রশ্ন সেটা নয়, প্রশ্ন হচ্ছে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছেন না, সেখানে ত্রিপুরা সরকার যদি বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, তাহলে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার :— মাননীয় সদস্যর প্রশ্নের জবাব প্রতিবারই দেওয়া, হয়েছে, উনি যদি বুঝতে না পারেন, তাহলে আমার কিছু করার নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব ক্লরিফিকেশান স্যার, ত্রিপুরার এই ডেভেলাপমেণ্ট ওয়ার্ক গুলির জন্য বামফ্রন্ট সরকার কি কেন্দ্রের উপরেই নির্ভর করে থাকতে চান, উনারা কি স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে চান না ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা তো পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান হয় না।

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার :— মাননীয় সদস্য সেপারেট নোটিশ দিলে উত্তর জানাব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, সভার কার্য্য অদ্য বেলা ২ টা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

(মধ্যাহ্ন বিরতির পর)

কনসিডারেশান এ্যাণ্ড পাসিং অব দি ত্রিপুরা

এ্যাপ্রপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯ (৭৮ ইং)

মাননীয় অধ্যক্ষ :— সভার পরবর্তী বিষয় হল :

দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৭৮) এর বিবেচনা। '

আমি মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী মহোদয়কে 'দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৭৮ (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৭৮) হাউসে বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।'

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৭৮ইং) হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্ত্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন তাকে ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল—কন্‌সিডারেশান অব দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৭৮) এর বিবেচনা।

(প্রস্তাবটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

মাননীয় অধ্যক্ষ :— আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি—

বিলের অন্তর্গত ১, ২, ৩ নং ধারাগুলো এই বিলের অংশ।

(বিলের অন্তর্গত ১, ২ এবং ৩ নং ধারাগুলো বিলের অংশ হিসেবে ধ্বনি ভোটে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

মাননীয় অধ্যক্ষ :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি বিলের অংশ।

(বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি বিলের অংশরূপে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীতহয়)

মাননীয় অধ্যক্ষ :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশ।

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলটির অংশরূপে ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :— সভার পরবর্তী বিষয় হলো দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৭৮) 'হাউসে পাশ করার জন্য প্রস্তাব। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে' দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৭৮ ইং) 'হাউসে পাশ করার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্তী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি, ত্রিপুরা এ্যাপ্রপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৭৮ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৭৮ইং) হাউসে পাশ করার জন্য প্রস্তাব করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উপস্থিত প্রস্তাবটি। আমি এখন এটা ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হলো 'দি ত্রিপুরা এ্যাপ্রপ্রিয়েশান (নং ২) বিল, ১৯৭৮ ইং (ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ১৯৭৮)' পাশ করা হোক।

(বিলটি ধ্বনি ভোটে সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়)

CONSIDERATION AND PASSING OF THE UNITED PROVINCES PANCHAYET RAJ (TRIPURA AMENDMENT) BILL, 1978.

অধ্যক্ষ মহোদয় :— সভার পরবর্তী বিষয় হলো 'দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়ে রাজ (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৮এর বিবেচনা আমি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে 'দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং হাউসের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্তী—মাননীয় স্পীকার, স্যার, দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (সি এম.) ত্রিপুরা সংশোধনী বিল ১৯৭৮, ত্রিপুরা বিল নং ৫,১৯৭৮ এই হাউসের সামনে বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করছি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই বিলটির দুইটি সংশোধনী রয়েছে একটি হচ্ছে আগেকার যে পঞ্চায়েত আইন, তাতে পঞ্চায়েতগুলি—আমাদের রেভিনিও যে গ্রাম বুঝতাম, সে রেভিনিউ ভিত্তিক পঞ্চায়েত করতে হত, একটা গ্রামকে ভাগ করা যেতনা পঞ্চায়েত গঠনের ক্ষেত্রে। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে প্রয়োজন মত রেভিনিউ ভিলেজ বা রেভিনিউ গ্রামকে ভাগ করা যায়। রেভিনিউর গ্রাম কথাটার অর্থ হবে যে একটা গ্রাম অথবা একটা গ্রামের অংশ।

'Village means any local area, recorded as a village in the revenue records of the district in which it is situated, and includes any area which the State Government may, by general or Special Order, declare to be a village for the purpose of this Act. তারপর বলা হয়েছে—In sub-section (1) of section 3 of the principal Act, after the words—" every village" the words " 'or a part of a village" shall be inserted. যাতে পঞ্চায়েতগুলি একটা গ্রামভুক্ত অথবা একটা গ্রামের অংশভুক্ত হতে পারে, সেভাবে গঠন করার জন্য এই সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়েছে। দ্বিতীয়

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল আমাদের সংবিধানে ১০ বছরের জন্য সিড্যুল কাষ্টদের তপশিলী করা হয়েছে, কিন্তু তারপর এই ১০ বছর বাড়িয়ে দেওয়া হল। কিন্তু এই আইন পাশ যখন করা হয়েছিল, তখন এই বাড়ানোটা এটা দৃষ্টির মধ্যে ছিল না। কাজেই এই বাড়ানোর সুযোগ সুবিধাটা যাতে তপশিলীভূক্ত ট্রাইবস তারা পেতে পারেন তার জন্য এখানে আমরা সংশোধন করেছি।

'provided that this sub-section shall have effect only upto the date upto which reservation for such castes existes under the Constitution of India.' যতদিন পর্য্যন্ত তারা তপশিলীভূক্ত থাকবেন, ততদিন পর্য্যন্ত যাতে তারা সুযোগ সুবিধা পান।

মাননীর স্পীকার, স্যার, পঞ্চায়েৎ নির্বাচন ত্রিপুরাতে দীর্ঘদিন যাবত হচ্ছিল না। কংগ্রেস রাজত্বে পঞ্চায়েতগুলো যেখানে নির্বাচিত ছিল সেখানেও সক্রিয় ছিল না এবং পাঁচ বছর পর পর পঞ্চায়েত নির্বাচন হওয়ার কথা। সেখানে অনেক ক্ষেত্রে ৮/১০ বছর পরেও পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন হচ্ছিল না। পঞ্চায়েতের আয়ু শেষ হওয়ার পর এক বছর বাড়ানো যায়, সেখানে ৬ বছর করা হল। তারপর পঞ্চায়েত প্রধানদের আয়ু বাড়িয়ে দেওয়া হল। পঞ্চায়েত প্রধানদের সরকার চেষ্টা করেছেন তাদের টুল হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। সরকারের যত অপকীর্তি, কুকর্ম্ম আছে তার মধ্যে পঞ্চায়েত প্রধানদের তারা অংশীদার করে নিতে চেষ্টা করতেন। ফলে গ্রামের পঞ্চায়েত প্রধানেরা আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল। আমলা, পুলিশের লোকেরা, মহাজন চোরাকায়বারীরা এদের সঙ্গে একত্রে থাকত এবং এদের সাহায্যে গ্রামের গরীব অংশের মানুষদের ধান লুঠ করে নিত লেভীর নামে এবং খাজনা আদায় করা, ক্রোক করা ইত্যাদি কাজে পঞ্চায়েত প্রধানদের ব্যবহার করেছে। অনেকে করে নি, প্রতিবাদ করেছে। ফলে সরকারের হাতে তাদের নিগৃহীত হতে হয়েছে। অনেক প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিলেন যে পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবে। কিন্তু কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। জরুরী অবস্থাতে ট্যাক্স বসানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল রেশন কার্ডের উপর। রেশন কার্ড পাবে না যদি ট্যাক্স না দাও। আমরা জেল থেকে বেড়িয়ে এসে দেখলাম এই আইন হয়েছে। আমরা প্রতিবাদ করেছি। এমনও দেখেছি জম্পুইজলা এলাকায় যে প্রফেশন্যাল ট্যাক্স পঞ্চায়েত বসিয়ে দিয়েছে ১৫ টাকা পর্য্যন্ত। একজন যদি সিটিজেনশিপ কার্ড করতে যায়, শুধু লিখে দেবে যে সে এই এলাকার বাসিন্দা, তার জন্য দুই টাকা করে নেয়। রাণীর বাজারে দেখলাম পঞ্চায়েতের সেক্রেটারী দুই টাকা করে নেন। শুধু তিনি লিখে দেবেন। কিভাবে টাকা পয়সা খরচ হচ্ছে, সরকারকে হিসাব পত্র দেওয়া, এইসমস্ত তারা প্রয়োজন মনে করেন না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা সরকারে এসে সিদ্ধান্ত নিই যে এই দুর্নীতির আড্ডাগুলো ভেঙ্গে দিতে হবে। কাজেই আগের পঞ্চায়েতগুলো বাতিল হয়ে গেল, প্রধানেরা বাতিল হয়ে গেল, এবং পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছি। সেই নির্ব্বাচনের প্রস্তুতি সুরু হয়েছে। প্রথম কাজ হচ্ছে পঞ্চায়েতগুলির ডিলিমিটেশান অব কনষ্টিটিউয়েন্সীস। কতটুকু এবং কোথায় সীমানা থাকবে সেটা ঠিক করতে হবে। আগে কোন সীমানার নীতি ঠিক করা ছিল না। মৌজা অনুযায়ী পঞ্চায়েতের এলাকা হত। মৌজা ছোট হলে এলাকা ছোট হবে, মৌজা বড় হলে এলাকা বড় হবে। আমরা ঠিক করে দিয়েছি যে না মৌজা ভাগ করতে হবে। হয়ত একটা ট্রাইবেল

কন্টিগুয়াস্ এলাকা—সেখানে একটা এলাকা তাদের দিতে পারলে সেখানে ট্রাইবেল পঞ্চায়েত এলাকা গঠন করতে হবে। কাজেই আমরা নির্দেশ দিলাম যে এমনভাবে ঠিক করতে হবে যাতে ট্রাইবেল এলাকাগুলো নষ্ট না হয়। সেইভাবে পঞ্চায়েতের সীমানা নির্ধারণ করতে গিয়ে এই অসুবিধাটুকু সৃষ্টি হয়েছে যে একটা রেভিনিউ মৌজাকে ভাগ করার সুবিধা আছে কিনা। সেই অসুবিধা দূর করার জন্য এই সংশোধনীটুকু আনা হয়েছে। আমরা ছোট পঞ্চায়েত চাইছি। কারণ আমরা এই পঞ্চায়েতগুলোর উপর দায়িত্ব দেব যাতে পঞ্চায়েতগুলো তাদের দায়িত্ব পালন করতে পারে। তাদের হাতে বাজেট দেওয়া হবে। ছোট খাট সরকার তারা পরিচালনা করবেন। স্কুল, জলের ব্যাবস্থা, রাস্তাঘাট, সেখানকার স্যানিটেশান, এইসব ব্যাপারে তারা কর্তৃত্ব করবেন। গ্রামে যদি ছোট একটা বাগান তারা করতে পারেন, গ্রামের লোকের জন্য গোচারণ ভূমি তৈরী করতে পারেন, এইসব সুযোগ সুবিধা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তারা যাতে কিছু উদ্যোগ নিতে পারেন। এক কথায় গ্রামের অর্থনৈতিক সংস্কার, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্পর্কে দায়িত্ব তাদের উপর দেওয়া হবে। সেই দিক থেকে আমরা সক্রিয় পঞ্চায়েত চাই, ঘুমন্ত পঞ্চায়েত নয়, যাতে প্রতিটি সদস্য দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে পারেন সেজন্য ছোট ছোট পঞ্চায়েত করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

আমরা ভোটারের যে লিষ্ট, সেগুলি সংশোধন করার কথা বলেছি। সেই সংশোধনীর কাজ শেষ হলে নির্বাচন কিভাবে হবে, গোপন ব্যালটে নির্বাচন হবে, এই প্রথম গোপন ভোটে নির্বাচন হচ্ছে। বলতে গেলে একটা সাধারণ নির্বাচনের মত বিরাট ব্যাপার এবং সেখানে প্রত্যেক দলকে প্রতীক ব্যবহার করতে দিতে পারব যদি তারা নির্বাচন কমিশনারের কাছ থেকে অনুমতি পান। তারা নির্বাচন কমিশনারের কাছে অনুমতি চাইতে পারেন। কিন্তু প্রত্যেক মেম্বারের জন্য এত অল্প সময়ের মধ্যে নিজ নিজ প্রতীক দেওয়া সম্ভব হবে না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, জনগণের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার অথবা ক্ষমতা বিকেন্দ্রিকরণের যে উদ্যোগ আমরা নিচ্ছি, তাতে কিছু কিছু প্রতিক্রিয়াশীল পত্র পত্রিকা নানা ধরনের আতঙ্ক সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে এবং নানা ধরণের অপপ্রচার সৃষ্টি করে দিয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে এই প্রথম ত্রিপুরার মানুষ নীচের তলায় ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ দেখতে পারছেন এবং সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে জনসাধারণের উদ্যোগ আমরা যাতে সৃষ্টি করতে পারি, তার জন্য তারা আমাদের সহযোগীতা করবেন এই আশা আমি পোষন করছি। তাই আমি এই সংশোধনি প্রস্তাবটি এই হাউসের সামনে বিবেচনার জন্য রাখছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— মাননীয় স্পীকার স্যার, যে ইউনাইটেড প্রভিন্সসেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ আজকে এই বিধান সভায় পেশ করা হয়েছে, এটার সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। এখানে সেকশন ২টি ভিলেজ এর বলে যে ডেফিনিশন দেওয়া হয়েছে এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন করি। তবে এই ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রেই নয়, ইভেন ইন দি পার্লামেন্টারী কনষ্টিটিউন্সীর ক্ষেত্রেও আমরা দেখছি উদ্দেশ্যমূলকভাবে ট্রাইবেল কন্টিগুয়াস এরিয়াতে যাতে রিজার্ভেশন না হয়, তার জন্য ঐ এরিয়াগুলিকে নানাভাবে ভাগ করে, মাইনর করে দেখানো হয়েছে। তাছাড়াও আমরা দেখছি যে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের নামে, ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের নামে উপজাতি কম্প্যাক্ট এরিয়াগুলিতে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে উপজাতিদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করার একটা

প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। এর ফলে উপজাতিরা আজকে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এবং সব ক্ষেত্রেই তারা আজকে বিশেষ কোন ভূমিকা গ্রহণ করবার সুযোগ পাচ্ছে না। এটা আমি মনে করি, যে কোন জনকল্যাণমুলক সরকারের পক্ষ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই বর্ত্তমান সরকার যে এ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন, সেটাকে আমরা সমর্থন করি এবং সমর্থন করেও আমি এটুকু বলতে চাই যে বর্ত্তমানে যে ট্রাইবেল কণ্টিণ্ডিয়াস এরিয়া রয়েছে. সেটা যাতে পুরাপুরি উপজাতিদের স্বার্থে. এই পঞ্চায়েত ইলেক্শানের জন্য উপজাতি সংরক্ষিত এরিয়া সৃষ্টি করার ব্যাপারে সুষ্ঠুও সুন্দর নীতি যাতে প্রচলন করা হয়, যাতে উপজাতিরা সুষ্ঠুভাবে তাদের অধিকার রক্ষা করতে পারে. তার জন্য সরকারকে দৃষ্টী রাখতে হবে। কারণ গত ৩০ বছর ধরে উপজাতিরা যেভাবে বঞ্চিত হয়ে আসছে, আজও যাতে তারা বঞ্চিত না হয় তার জন্য সরকারের সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। এই পঞ্চায়েত ইলেকশানে উপজাতিরা যাতে রিজার্ভ কোটার মাধ্যমে অংশ নিতে পারে এবং তাহলে পর তারা নিজেদের সমস্যার সম্পর্কে সচেতন হয়ে নিজেরাই সেই সব কাজের সুযোগ নিতে পারে। তারা নিজেদের সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সেই সমস্যার সমাধান করার জন্য একটা উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ তারা পাবে। এতকাল তাদের যেভাবে পরমুখাপেক্ষী করে রাখা হয়েছে, তার ফলে তাদের মধ্যে যে হতাসা এসেছে, সেটা চলে যাবে এবং যে অউপজাতি যারা শিক্ষায় দিক্ষায় উন্নত, তাদের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলার সুযোগ করে নেওয়ার উদ্যোগ তারা নিজেরাই নিতে পারবে। এই এ্যামেণ্ডমেণ্ট যদি সুষ্ঠভাবে কার্য্যকর হয়, তাহলে আমার মনে হয়, এর মধ্য দিয়ে উপজাতিরা যে দীর্ঘদিন বঞ্চিত ছিল, তা থেকে তাদের আজকে খানিকটা রেক্টিফিকেশান হতে পারে। আর উপজাতি রিজার্ভেশানের ব্যাপারে আর একটা এ্যামেণ্ডমেণ্ট সাব-সেক্শন সেভেন অব সেক্শন টুয়েল্ভ এটাকে আমি মোটামোটিভাবে সমর্থন করতে পারি, এই কারণে যে পার্লামেন্টারী কনষ্টিটিউন্সীর ব্যাপারে ভারতের সংবিধানে উপজাতিদের জন্য যতক্ষণ সংরক্ষণ ব্যবস্থার আইন থাকবে, ততক্ষণ এটা আইন সম্মত। তথাপি, আমি এই এ্যামেণ্ডমেণ্টকে অসম্পূর্ণ বলব কারণ মুখ্য মন্ত্রীও বলেছেন পঞ্চায়েত বা গাঁও প্রধানদের হাতে অতীতের সরকার কোন ক্ষমতা দেয় নাই। তাদের এলাকাভিত্তিক যে পরিকল্পনা, তার সম্পর্কে কোন রকম উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ তাদেরকে দেওয়া হয় নি। কাজেই আমি এই দীর্ঘদিনের অসম্পূর্ণটাকে পূরণ করার সাপেক্ষে যাতে করে পঞ্চায়েতকে আরও ক্ষমতা দেওয়া হয় আজকে এলাকাভিত্তিক সমস্যাগুলি যাতে প্রধানেরা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে সমাধান করতে পারেন, যাতে অতীতের মতো আমাদের উপর তাদের নির্ভর না, করতে হয়, তাদের নিজেদের এলাকার সমস্যার ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই যাতে স্বক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে -পারেন, তার জন্য একটা আইন প্রনয়ণ করা হউক, আমি প্রস্তাব এখানে রাখছি এবং পঞ্চায়েতের হাতে নূতন করে ক্ষমতা সংযোজনের মধ্য দিয়ে এই পঞ্চায়েত ইলেক্শনটা যাতে গুরুত্বপুর্ণ এবং অর্থ বহন করে তোলা হয়, এই আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে পঞ্চায়েত সংক্রান্ত যে বিল এখানে আনা হয়েছে, সেই বিলের সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলছি। এই বিলটা জনস্বার্থের পক্ষে খুবই উপযোগী হবে বলে আমার বিশ্বাস। তবে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা সমন্ধে এবং ভবিষ্যতে

পঞ্চায়েতের উপর দায়িত্ব দেওয়ার জন্য মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সে দিক দিয়ে বিচার করলেও তিনি গণতন্ত্রের নীতির উপর নির্ভর করে জনগণকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে অংশ গ্রহণের সুযোগ দিবেন, এই আশা আমি রাখি। তার আর একটা জিনিস সম্পর্কে আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটা হল এতটুকু উদারতা যেখানে বামফ্রন্ট সরকারের আছে, তার কাছে আমরা আর একটা জিনিস আশা করার ছিল, যেটা আমরা এখানে দেখতে পাই নি, সেটা হচ্ছে বিগত দিনে যে সব গাঁও সভা ছিল, সেগুলিকে তারা অগণতান্ত্রিক-ভাবে ভেঙ্গে দিয়েছেন, এবং তা করে তারা গণতন্ত্রের নীতির বিরোধীতা করেছেন। কারণ গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আকাশবানীর মাধ্যমে ঘোষণাকরা হয়েছে যে পঞ্চায়েত সভাগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হল, কিন্তু প্রধানরা, তারা জানেন না, তাদের কাছে কোন নোটিশ দেওয়া হয় নাই বা কোন সরকারী সার্কুলার দেওয়া হয় নাই। অথচ এই ভাবে দীর্ঘদিন তাদের অনিশ্চয়তার মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে। তাদের হাতে ক্ষমতা কতটুকু আছে কি নেই সেই সম্পর্কে কিছুই জানান হয় নাই। আমরা ব্লকে গিয়ে বি. ডি. ও. সাহেবের কাছে অনেক প্রশ্ন করেছিলাম—তার তথ্য এখানে দিচ্ছি। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী বিশালগড় ব্লক থেকে আমাকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল এবং আমাদের একজন বিধান সভার বিধায়ক, মতিলাল বাবু—১৩ তারিখ আমরা সেখানে গেলাম। পঞ্চায়েত নির্বাচন সম্পর্কে তখন আমাদের জানান হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘদিন পর আজকে এই সিটিংয়ের প্রথম দিন ১০ই মার্চ জানতে পারলাম যে বিশালগড় থেকে জানান হয়েছে ৩ তারিখ সরকার থেকে সেগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। সেই ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে ৩রা মার্চ পর্য্যন্ত এই যে অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল, জনগণের যে দুর্ভোগ এই গণতান্ত্রিক মনো-ভাবাপন্ন যে সরকার, সেই সরকারের যে সব কার্য্যকলাপ দেখছি, সেটা অত্যন্ত দু:খের। আমরা দেখছি যে একটা নির্বাচিত সভা, সেটাকে ভেঙ্গে দেওয়ার আগে তাকে কোন নির্দ্দেশ দেওয়া হয় না এবং কোন নির্দ্দেশ না দিয়ে তাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য ভেংগে দেওয়া হয়, এটা পঞ্চায়েত আইনের কোন ধারার মধ্যে পড়ে সেটা আমরা জানি না। অথচ সেটাকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। সেটাকে অগণতান্ত্রিক ভাবে ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল (ইন্টারাপশান) পত্রিকাতে নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে অস্থায়ী ভাবে ডেভেলাপমেন্ট কমিটি হবে, তারা ভাইস ডেভেলাপমেন্ট কমিটি হিসাবে কাজ করবে। কিন্তু আমি মনে করি প্রাক্তন কংগ্রেসী সরকার যেমন জন প্রতিনিধিদের হাতে কোন দেন নাই, ঠিক সেই ভাবে এই অস্থায়ী বেসরকারী কমিটি করে কতগুলি বাছাই করা প্রাইভেট লোকদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া সেটা অত্যন্ত অগণতান্ত্রিক। যাই হউক এই বিল সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ব্যাখ্যা দিলেন এবং আমরা যে এমেণ্ডমেন্ট দিয়েছিলাম, আমরা মনে করি তাতে ত্রিপুরার জনগণের ভাল হবে এবং ভবিষ্যতে সুষ্ঠু ভাবে আইন অনুসারে কাজ করা হবে, এই আশা রেখে আমি এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনকুল দাস।

শ্রীনকুল দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্যেরা যে একে সমর্থন জানিয়েছেন, সেজন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা জানি যে আমাদের পঞ্চায়েত সভার কাজগুলি নির্ধারণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার ছিল। এমন কতগুলি

রেভেনিউ মৌজায় ভাগ করা ছিল, যেমন একটা উদাহরণ দিচ্ছি—একটা পাহাড় আছে হয়ত সেই গোটা পাহাড়টাই ছিল একটা রেভেনিউ মৌজা। এর জন্য আমাদের অসুবিধা হত। কিন্তু আজকে আমাদের সুবিধা হবে। এই সঙ্গে সঙ্গে সিডিউল্ড রিজার্ভেশানের প্রশ্ন আসছে। এই জন্য আমরা অত্যন্ত খুশী। কারণ ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক নির্বাচন থাকবে, কিন্তু আগে কংগ্রেসী সরকারের সামনে সেটা ছিল না। আমাদের সংবিধানে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবের সম্পর্কে বিশেষ করে আমাদের রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে এর মাত্রা বেশী ছিল। কাজেই আজকে এই বিল যখন পাশ হবে তাতে ত্রিপুরার মানুষের ভাল হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানতাম যে কংগ্রেসী আমলে যে নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল, ব্যবস্থার মধ্যে আমরা দেখেছি যে হাত তুলে ভোট নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। অর্থাৎ যে লোক পাশ করেছেন তাকেও বাদ দিয়ে যে লোক কম ভোট পেয়েছে তাকেও পাশ করিয়ে নেওয়ার সুবিধা হত। আমরা মনে করি কংগ্রেসী সরকার তথা শ্রীমতি গান্ধী দেশের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য এই ভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্রামের মানুষের একটা কথা শুনে আমার হাসি পায় কথাটা হল—গ্রামের মানুষ বলেছেন যে আমাদের ত্রিপুরায় মাত্র দুই রকম সেক্রেটারী আছেন। একজন হচ্ছেন চীফ সেক্রেটারী আর অন্য জন আছেন পঞ্চায়েত সেক্রেটারী। এমন অবস্থা হয়েছিল যে তাদের কিছু বলা যেত না বিশেষ করে আমার মহকুমায় যে ১৪টি গাঁও সভা ছিল তার সবগুলিই আমরা পেয়েছিলাম। যে জন্য আমাদের বি. ডি. ও. সাহেব কোন ভি. ডি. সি. গঠন করেন নাই। যদি ভি. ডি. সি. গঠন করান তাহলে সেই সব এলাকার আর দুর্নীতির আখড়া গড়তে পারবেন না। তেমনি ভাবে সরকারও জনগনের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে কোন ক্ষমতা দেন নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করেছি যে গত ৩০ বছর স্বাধীনতার পরেও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের দেশের স্বাধীন নাগরিক এদের কোন মানুষ এর পরিচয় ছিল না। ইংরাজের আমলে অনেক ভাল ছিল। কাজেই আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসীদের সত্যিকারের মানুষ হিসাবে পরিচয় করাতে এই পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দিতে হবে। তারা যেন আজকে বুঝতে পারে যে আমরা এই দেশের মানুষ। কংগ্রেসী আমলের সেই দুর্নীতি আর ফিরে না আসে আমাদের শুধু সেই চেষ্টাই করতে হবে।

সুতরাং আজকে এই যে পঞ্চায়েত অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল এখানে হাউসের সামনে পেশ করা হয়েছে এই বিলকে সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে এই বিলকে সমর্থন করেছেন তাদের এই সুমতির জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—শ্রীজিতেন্দ্র সরকার।

শ্রীজিতেন্দ্র সরকার—অনারেব্যল স্পীকার স্যার, আজকে এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে পঞ্চায়েত রাজ অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল পেশ করেছেন, আমি তাকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করছি। সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এই পঞ্চায়েত রাজ গঠনের যে দৃষ্টিভংগী ছিল ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর গান্ধীজী একে নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন দেশকে গঠন করার জন্য

নীচ তলা থেকে সেটা ছিল পঞ্চায়েত। কিন্তু কংগ্রেস সরকার এই পঞ্চায়েতের মর্যাদা গত ত্রিশ বছর দেয়নি। তাদের তাবেদার, পেটুয়া লোকদের এবং নিজেদের দলীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য সেই পঞ্চায়েতকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনের দ্বারা সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে যে পঞ্চায়েত আইন আছে, তার যে অ্যাক্ট অ্যাণ্ড রুলস আছে এবং তার যে আয়ুষ্কাল সেটা ডি. এম ইচ্ছা করলে এক বৎসর বাড়িয়ে দিতে পারেন। যার ফলে দেখা যায় সেখানে ৬ বৎসর যাবত পুনঃ নির্বাচন হচ্ছে না। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে সেটাকে বাতিল করে এখানে একটা নির্বাচন পর্ব তৈরী করা হয়েছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছেন। কারণ তারা বলছেন যে এখানে এই যে বাতিল করে দেওয়া হল এটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঠিক হয়নি। যেটাকে কংগ্রেস সরকার তার দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছেন, আজকে বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা সেই জিনিসটারই মদত্ দিচ্ছেন। এখানে অত্যন্ত বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচক মণ্ডলী, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, এখানে যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী আছে তারা নাকি তাদের কাছ থেকে রেশন কার্ডের জন্য টেক্স আদায় করতেন। এমনও দেখা যায় একটা গরু বিক্রী করতে গেলেও পঞ্চায়েতকে টেক্স দিতে হত। এইভাবে যে পঞ্চায়েত দুর্নীতিগ্রস্থ তাকে রাখার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই। তবু মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যদের মধ্যে যে কিছুটা পরিবর্ত্তন এসেছে এটা একটা শুভলক্ষণ এবং তাদের যে এ কটু চেতনা হয়েছে তার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। ত্রিপুরায় যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে চলছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে লিমিটেশন অব দি পঞ্চায়েত এটা অত্যন্ত বাস্তব হয়েছে। আমরা দেখেছি অতীতে পঞ্চায়েতের যে নিয়ম ছিল তাতে অনেক সময় গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা, গ্রামের যে কার্য্যপদ্ধতি রূপায়ণে অনেক অসুবিধা থেকে যেত এবং সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবস্ এর বেলায় এই সংশোধনে যে সুযোগ এসেছে সেটা আগে ছিল না। বামফ্রন্ট সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবস্ এর যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, তার জন্য এই বিলকে সমর্থন না করে পারছি না। অতীতে কংগ্রেসী সরকার যেভাবে নির্বাচন করতেন হাত তুলে, সেখানে যারা জোতদার, লাঠিয়াল সর্দার তারাই সুযোগ পেত। গরীব মানুষ তারা হয়তো কারও বাড়ীতে কাজ করে খেতে হয় ও তারা নিজেদের লোককে বসাতে পারত না, তারা ঐ জোতদার, কংগ্রেস সরকারের তাবেদারদের কথা মত হাত তুলতো। আজকে যাতে তারা তাদের সঠিক লোককে নির্বাচিত করতে পারে, সেই জন্য হাত তোলার নীতিকে বাতিল করে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে নির্বাচন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য। কাজেই এই দিক দিয়ে বিবেচনা করে এই বিলকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে এটাতে সায় দিয়েছেন সেইজন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত পঞ্চায়েত রাজ অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল যেটা এখানে পেশ করা হয়েছে তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

আমরা বিগত দিনে দেখেছিলাম যে পঞ্চায়েতের যে সময় সীমা সে সময় সীমা পার হয়ে যাবার পরেও পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছিল না। কেন হচ্ছিল না। কারণ সারা ভারতবর্ষে রাজনীতিতে যে ভাঙ্গা গড়ার জোয়ার চলছিল, সেই জোয়ারের ঢেউ ত্রিপুরায়ও পড়ছিল। তাতে তখনকার শাসক গোষ্ঠী ভাবছিলেন যে, একটা সুসময়ের মধ্যে তাঁরা নির্বাচন করবেন এই করে করে তাঁরা এক একটি বৎসর কাটিয়ে দিলেন। এবং যে পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচন আগেই হওয়া উচিত ছিল সে না করে তা জিইয়ে রাখলেন। তারা ভেবেছিলেন হয়তো- ইমারজেন্সী বা ইমারজেন্সী পরে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হবে, তাঁরা সুবিধা করতে পারবেন। কিন্তু ত্রিপুরার জনসাধারণ ঐ কংগ্রেস বা জনতা সবার আশাকে ধুলিসাৎ করে দিয়ে এক নূতন জমানত সৃষ্টি করেছেন ত্রিপুরায় এবং তার ফলে দেখা যায় ঐ কংগ্রেসীদের নির্বাচনের আর সুখময় এলো না। যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, কায়েমী স্বার্থে পরিপোষণ করার জন্য এই পঞ্চায়েতগুলিকে এভাবে জিইয়ে রেখেছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, এবং আমরাও বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি যে কিভাবে পঞ্চায়েৎগুলি দুর্নীতির আড্ডা খানায় পরিণত হয়েছিল। সেখানে ঐ গর স্লিপ, সিটিজিনশিপ কার্ডের সার্টিফিকেট, কিংবা রেশন কার্ড নিতে ডান হাত, বাঁ হাতের লেন দেন হতো এবং এভাবে কায়েমী স্বার্থে কেন্দ্রীভূত করে দলের উদ্দেশ্যই ঐ পঞ্চায়েতগুলিকে ব্যবহার করা হতো। আমরা আজকে যদি আরো গভীর ভাবে সেগুলি পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখি ঐ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত তাঁদেরকে যতই আমরা গণতন্ত্রের হত্যার বাহক বলে চিহ্নিত করি না কেন, কিন্তু যখন আমরা পঞ্চায়েৎ প্রধানগুলিকে, যারা কংগ্রেসের পার্টির দ্বারা চিহ্নিত ছিলেন, তাদের কথা মনে হলে মনে হয় ঐ শ্রীমতী গান্ধী এবং শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত তাদের হাতের পুতুল ছিলেন। (ভয়েসেস্ ফর্ম অপজিসান বেঞ্চ—আপনারা কি বলছেন? পঞ্চায়েতে কি রুল ফাইভ করা হয়েছিল) আজকে যে পঞ্চায়েৎ গুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হলো যেগুলি ছিল দুর্নীতির আড্ডা খানা। এটা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যই প্রতি ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বলতে চাই পঞ্চায়েত আইনে জনগণের জন্য, জনগণের স্বার্থের পক্ষে উপযুক্ত পদক্ষেপ বলে আমরা মনে করি। বামফ্রন্ট সরকার চান গণমুখী প্রশাসন। বামফ্রন্ট সরকার চান প্রশাসন এবং জনগণের মধ্যে একটা সেতু বন্ধন স্থাপিত হউক। তারমধ্যে যদি কোন অসৎ উদ্দেশ্য থাকতো তাহলে সরকারের সমস্ত সুযোগ বানচাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সরকার চায় পঞ্চায়েতের মধ্যে একটা সুষ্ঠুপরিবেশ। তার জন্যই এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যদি রেভিনিউ মৌজার ব্যাপারে যাই, তাহলে দেখি সেখানে দৈর্ঘ্য কি প্রস্থ অথবা ঐ টিলা জমি কতটুকু আছে বা নাল জমি কতটুকু আছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা কোন পাড়া থেকে কোন পাড়া হবে, তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বিগত সরকার কি ভাবে শুধু মাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা যায় তার জন্যই এই রেভিনিউ গঠন করা হয়েছিল। বর্ত্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রেভেনিউ মৌজাগুলি উৎখাত করার জন্য জনগণ স্বতঃস্ফুর্ত ভাবে এগিয়ে আসছেন। জনগণের উপর এই পুরানো মৌজা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই। জনগণ স্বতঃস্ফুত ভাবে এগিয়ে আসছেনতা উৎখাত করার জন্য। তখন মানুষের বলার কোন সুযোগ ছিল না। আজ সুযোগ পেয়ে এগিয়ে আসছে

নীচ তলা থেকে সেটা ছিল পঞ্চায়েত। কিন্তু কংগ্রেস সরকার এই পঞ্চায়েতের মর্যাদা গত ত্রিশ বছর দেয়নি। তাদের তাবেদার, পেটুয়া লোকদের এবং নিজেদের দলীয় স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য সেই পঞ্চায়েতকে ব্যবহার করা হয়েছে। এই পঞ্চায়েত নির্বাচনের দ্বারা সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা রাজ্যে যে পঞ্চায়েত আইন আছে, তার যে অ্যাক্ট অ্যাণ্ড রুলস আছে এবং তার যে আয়ুষ্কাল সেটা ডি. এম ইচ্ছা করলে এক বৎসর বাড়িয়ে দিতে পারেন। যার ফলে দেখা যায় সেখানে ৬ বৎসর যাবত পুনঃ নির্বাচন হচ্ছে না। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে সেটাকে বাতিল করে এখানে একটা নির্বাচন পর্ব তৈরী করা হয়েছে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা কিছুটা বিভ্রান্ত হয়েছেন। কারণ তারা বলছেন যে এখানে এই যে বাতিল করে দেওয়া হল এটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঠিক হয়নি। যেটাকে কংগ্রেস সরকার তার দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করেছেন, আজকে বিরোধী পক্ষের বন্ধুরা সেই জিনিসটারই মদত দিচ্ছেন। এখানে অত্যন্ত বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত নির্বাচক মণ্ডলী, এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, এখানে যে পঞ্চায়েত সেক্রেটারী আছে তারা নাকি তাদের কাছ থেকে রেশন কার্ডের জন্য টেক্স আদায় করতেন। এমনও দেখা যায় একটা গরু বিক্রী করতে গেলেও পঞ্চায়েতকে টেক্স দিতে হত। এইভাবে যে পঞ্চায়েত দুর্নীতিগ্রস্থ তাকে রাখার কোন যুক্তিসংগত কারণ নাই। তবু মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যদের মধ্যে যে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে এটা একটা শুভলক্ষণ এবং তাদের যে একটু চেতনা হয়েছে তার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। ত্রিপুরায় যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে চলছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে লিমিটেশন অব দি পঞ্চায়েত এটা অত্যন্ত বাস্তব হয়েছে। আমরা দেখেছি অতীতে পঞ্চায়েতের যে নিয়ম ছিল তাতে অনেক সময় গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা, গ্রামের যে কার্য্যপদ্ধতি রূপায়ণে অনেক অসুবিধা থেকে যেত এবং সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবস্‌এর বেলায় এই সংশোধনে যে সুযোগ এসেছে সেটা আগে ছিল না। বামফ্রন্ট সরকার যে পদক্ষেপ নিয়েছেন, সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবস্‌এর যে অধিকার দেওয়া হয়েছে, তার জন্য এই বিলকে সমর্থন না করে পারছি না। অতীতে কংগ্রেসী সরকার যেভাবে নির্বাচন করতেন হাত তুলে, সেখানে যারা জোতদার, লাঠিয়াল সর্দার তারাই সুযোগ পেত। গরীব মানুষ তারা হয়তো কারও বাড়ীতে কাজ করে খেতে হয় ও তারা নিজেদের লোককে বসাতে পারত না, তারা ঐ জোতদার, কংগ্রেস সরকারের তাবেদারদের কথা মত হাত তুলতো। আজকে যাতে তারা তাদের সঠিক লোককে নির্বাচিত করতে পারে, সেই জন্য হাত তোলার নীতিকে বাতিল করে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে নির্বাচন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য। কাজেই এই দিক দিয়ে বিবেচনা করে এই বিলকে সম্পূর্ণ সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা যে এটাতে সায় দিয়েছেন সেইজন্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—শ্রীমতিলাল সরকার।

শ্রীমতিলাল সরকার—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত পঞ্চায়েত রাজ অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল যেটা এখানে পেশ করা হয়েছে তাকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি।

আমরা বিগত দিনে দেখেছিলাম যে পঞ্চায়েতের যে সময় সীমা সে সময় সীমা পার হয়ে যাবার পরেও পঞ্চায়েত নির্বাচন হচ্ছিল না। কেন হচ্ছিল না। কারণ সারা ভারতবর্ষে রাজনীতিতে যে ভাঙ্গা গড়ার জোয়ার চলছিল, সেই জোয়ারের ঢেউ ত্রিপুরারও পড়ছিল। তাতে তখনকার শাসক গোষ্ঠী ভাবছিলেন যে, একটা সুসময়ের মধ্যে তাঁরা নির্বাচন করবেন এই করে করে তাঁরা এক একটি বৎসর কাটিয়ে দিলেন। এবং যে পঞ্চায়েতগুলির নির্বাচন আগেই হওয়া উচিত ছিল সে না করে তা জিইয়ে রাখলেন। তারা ভেবেছিলেন হয়তো ইমারজেন্সী বা ইমারজেন্সী পরে রাজনৈতিক পরিবর্তন হবে, তাঁরা সুবিধা করতে পারবেন। কিন্তু ত্রিপুরার জনসাধারণ ঐ কংগ্রেস বা জনতা সবার আশাকে ধুলিসাৎ করে দিয়ে এক নূতন জমানত সৃষ্টি করেছেন ত্রিপুরায় এবং তার ফলে দেখা যায় ঐ কংগ্রেসীদের নির্বাচনের আর সুখময় এলো না। যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, কায়েমী স্বার্থে পরিপোষণ করার জন্য এই পঞ্চায়েতগুলিকে এভাবে জিইয়ে রেখেছিলেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, এবং আমরাও বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি যে কিভাবে পঞ্চায়েৎগুলি দুর্নীতির আড্ডা খানায় পরিণত হয়েছিল। সেখানে ঐ সব স্লিপ, সিটিজিনশিপ কার্ডের সার্টিফিকেট, কিংবা রেশন কার্ড নিতে ডান হাত, বাঁ হাতের লেন দেন হতো এবং এভাবে কায়েমী স্বার্থে কেন্দ্রীভূত করে দলের উদ্দেশ্যই ঐ পঞ্চায়েতগুলিকে ব্যবহার করা হতো। আমরা আজকে যদি আরো গভীর ভাবে সেগুলি পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখি ঐ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রী সুখময় সেনগুপ্ত তাঁদেরকে যতই আমরা গণতন্ত্রের হত্যার বাহক বলে চিহ্নিত করি না কেন, কিন্তু যখন আমরা পঞ্চায়েৎ প্রধানগুলিকে, যারা কংগ্রেসের পার্টির দ্বারা চিহ্নিত ছিলেন, তাদের কথা মনে হলে মনে হয় ঐ শ্রীমতী গান্ধী এবং শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত তাদের হাতের পুতুল ছিলেন। (ভয়েসেস ফর্ম অপজিসান বেঞ্চ—আপনারা কি বলছেন? পঞ্চায়েতে কি রুল ফাইভ করা হয়েছিল) আজকে যে পঞ্চায়েৎ গুলিকে ভেঙ্গে দেওয়া হলো যেগুলি ছিল দুর্নীতির আড্ডা খানা। এটা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যই প্রতি ক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বলতে চাই পঞ্চায়েত আইনে জনগণের জন্য, জনগণের স্বার্থের পক্ষে উপযুক্ত পদক্ষেপ বলে আমরা মনে করি। বামফ্রন্ট সরকার চান গণমুখী প্রশাসন। বামফ্রন্ট সরকার চান প্রশাসন একং জনগণের মধ্যে একটা সেতু বন্ধন স্থাপিত হউক। তারমধ্যে যদি কোন অসৎ উদ্দেশ্য থাকতো তাহলে সরকারের সমস্ত সুযোগ বানচাল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সরকার চায় পঞ্চায়েতের মধ্যে একটা সুষ্ঠুপরিবেশ। তার জন্যই এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যদি রেভিনিউ মৌজার ব্যাপারে যাই, তাহলে দেখি সেখানে দৈর্ঘ্য কি প্রস্থ অথবা ঐ টিলা জমি কতটুকু আছে বা নাল জমি কতটুকু আছে, যোগাযোগ ব্যবস্থা কোন পাড়া থেকে কোন পাড়া হবে, তার কোন ব্যবস্থা ছিল না। বিগত সরকার কি ভাবে শুধু মাত্র একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা করা যায় তার জন্যই এই রেভিনিউ গঠন করা হয়েছিল। বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি রেভেনিউ মৌজাগুলি উৎখাত করার জন্য জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে আসছেন। জনগণের উপর এই পুরানো মৌজা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাই। জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এগিয়ে আসছেন তা উৎখাত করার জন্য। তখন মানুষের বলার কোন সুযোগ ছিল না। আজ সুযোগ পেয়ে এগিয়ে আসছে

তাদের অভিমত জানাবার জন্য। আজকে সেখানে মানুষের স্বার্থের জন্য সীমা নির্ধারণ হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় এখানে আমি উত্থাপন করতে চাই। আমরা দেখেছি রেভিনিউ মৌজাসীমা নির্ধারণের একটি দুর্নীতির ঘাটি। সেখানে জনগণের কোন বক্তব্য না নিয়ে, ঐ ব্লক অফিস, কিংবা উচ্চ পদস্থ অফিসারদের নিয়ে তা করা হয়েছে। এবং আজকে তাঁরা চাইছে ঐ পুরানো রেভিনিউ মৌজা যেন থাকে। এ ধরণের ঘটনা কিছু কিছু ঘটছে। এখনও তারা চেষ্টা করছে। যদিও জনগণ যারা পরিত্যক্ত যদিও জানি জনগণ তাঁদের আর ফিরিয়ে আনতে চায় না, কিন্তু সেই সকল পরিত্যক্ত, দলগুলি চাইছে মাঝে মাঝে নুতনভাবে পাত্তা মেলবার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যদি ঐ পঞ্চায়েত অ্যামেণ্ডমেন্ট বিলটি পাশ হয়, তাহলে সেটা সম্পূর্ণভাবে ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে যাবে এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সর্ব্বশেষে বিরোধী পক্ষ থেকে যদিও উনারা ২ ১টি ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকভাবে একট বাঁধা দেবার চেষ্টা করছেন, তবে সামগ্রিকভাবে সমর্থন করছে না। আমি তাঁদেরকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করবো, যাতে ঐ স্বৈরাচারীর যে সব আগাছা গজিয়ে উঠছে, তা যেন জনগণের কোন কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে না পারে সেটা বন্ধ করার জন্য। পরিশেষে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই অ্যামেণ্ডমেন্টকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীমোহন লাল চাকমা।

শ্রীমোহন লাল চাকমা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এখানে যে পঞ্চায়েত রাজ ত্রিপুরা অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল নং —৫ উপস্থিত করেছেন, তাকে আমি সর্ব্বান্তকরণে করি। সমর্থন করি এই জন্য যে বর্ত্তমান বিলে রাখা হয়েছে যে, এবারে ভোট হবে ব্যালেটের মাধ্যমে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ করা হবে। অতীতে আমরা দেখেছি ভোট হতো হাত তুলে। তাতে অনেক কারচুপি থাকতো। আপনারা সবাই জানেন যে হাত তুলার মধ্যে দেখা গেছে নির্বাচনে অনেক কারচুপি হয়। এখানে হয়তো ৫০ জন আছেন। কিন্তু যারা গণনাকারী থাকে সেখানে তারা ১০ জন ধরে রাখেন। ঠিক এই রকম ভাবে দেখা গেছে এইখানে বহু সংখ্যক লোকের ভোটের ক্ষতি হয়েছে।

এই বিলে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম নিয়ে পঞ্চায়েত গঠনে কথা বলা হয়েছে সেই জন্য এই বিলকে আমি সমর্থন করছি। বিগত দিনে এক একটা রেভিনিউ মৌজা এমনভাবে রাখা হয়েছে যে গ্রামের মধ্যে জল-সেচের কোন ব্যবস্থা নেই, এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই। এই রকম একটা অভিযোগ আমার কাছে আছে সেটা হলো— ধর্মনগর মহকুমার কাঞ্চনপুর থানা এলাকার মাঝখানে একটা গাঁওসভা আছে তার নাম জমরাই পাড়া এবং তার দক্ষিণে জানিরাম আর নুতনবাড়ী, দুটি গ্রামের দুরত্ব হলো ৩ মাইল থেকে ৭ মাইলের মধ্যে কিন্তু এই দুটি গ্রাম গাঁওসভা থেকে ১৬ থেকে ২০ মাইল দূরে. ফলে যোগাযোগের অনেক অসুবিধা হয়। যোগাগের অসুবিধা হলে সাধারনতঃ সমস্ত কিছুরই সংকট সৃষ্টি হয়। তাই বর্ত্তমান দিনে এই অসুবিধাগুলি দুর করার জন্য যে এই সংশোধনী আকারে এসেছে, অবশ্য বর্ত্তমানে এই বিলের সমস্ত অসুবিধা দুর করা সম্ভব নয়, কারণ এই যে রেভিনিউ মৌজা, এটা নির্ভর করে সাধারণতঃ সেটেলমেন্টের-এর উপরে। যতদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরারাজ্যে নুতন করে সেটেলমেন্ট স্থাপিত না হচ্ছে, ততদিন পর্য্যন্ত এই অসুবিধাগুলি থাকবে। এই বলে এই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার— শ্রীযাদব মজুমদার। মাননীয় সদস্য শ্রীযাদব মজুমদার অনুপস্থিত থাকায় আমি শ্রীবিধুভূষন মালাকারকে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবিধুভূষন মালাকার— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই পঞ্চায়েত সংশোধনী বিলকে সর্বান্তকরনে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে এই বিলটি সংশোধনী আকারে আনা হয়েছে। এই বিলের জায়গাগুলি. স্থানগুলি এবং তার অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটিয়ে নুতন করে রেভিনিউ মৌজা গঠন করার জন্য আনা হয়েছে আগে এইগুলি এমন একটা অবৈতনিক অবস্থায় ঝুলছিল, মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা এমন ছিল যে এই গাঁওসভার গাঁও প্রধানদের সাথে বা গাঁও পঞ্চায়েতের সাথে যোগাযোগ করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ত। যেমন ফটিক ছড়া, গ্রামের ধাতু ছড়ার পারে ৫০।৬০টি পরিবার বাস করে সেখান থেকে প্রায় ১০।১২ মাইল দূরে একটা থানা হবে। এমন অবস্থায় যোগাযোগের মধ্যে যেখানে তাদের গাঁওসভা ছিল সেখানে তাদের যে দুর্ভোগ হত, যে অসুবিধা হতো সেটা বিগত দিনে দূর করার কোন চেষ্টাও হয় নি, ফলে গাঁওসভা গঠনের যে উদ্দেশ্য ছিল সে উদ্দেশ্য কোন অংশে ফলপ্রসূ হত না, তাদের মনের কথা বলতে পারত না কিন্তু বর্তমান বিলে সেটা সংশোধন আকারে এসেছে বলে এই বিলকে আমি সমর্থন করি। এই বিলকে সমর্থন করার প্রধান কারণ হচ্ছে যে, পূর্বে গাঁওসভার নির্বাচন হত হাত উঠিয়ে, ফলে কাউন্টিংয়ের সময় নানা রকম গোলযোগ হত। মানুষের এত কষ্টে অর্জিত সামান্য যে অধিকার, সে অধিকার তারা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারত না, কারণ ভয়-ভীতির মাধ্যমে অথবা চক্ষু লজ্জার মাধ্যমে, যে ভোটারকে ভোট দিতে তাদের ইচ্ছা হয় না, সে ভোটারকে তাদের ভোট দিতে হয়। আবার অনেকের প্রচেষ্টা ছিল একজনে দু বার, তিন বার বা চার বার পর্যন্ত হাত উঠাতেন ডান হাত, বাম হাত। কিন্তু আজকে সেই পঞ্চায়েৎ নির্বাচন ব্যালট পেপারের মাধ্যমে হওয়ায় অনেক সুবিধা হয়েছে। তাছাড়া বিগত দিনে আরো অসুবিধা ছিল যেমন ফরেষ্ট রিজার্ভ অঞ্চলে বা কাছাকাছি কোন ট্রাইবেল এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অর্থাৎ পুরুষ-পুরুষ ধরে যে সমস্ত বাসিন্দারা আছেন, তারা গাঁওসভাগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নি। তারা ফরেষ্ট কলোনী বা ফরেষ্ট ভিলেজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তাদের প্রয়োজনে যদি তারা যেত যেমন রেশন কার্ডের জন্য ফরেষ্টের কাছে গেলে, তাঁরা বলতেন এটা আমার আওতায় নেই অথবা যদি গাঁওসভায় যেত, তাহলে তাঁরা বলতেন এটা আমার হাতে নেই, ফলে দু:খ-কষ্ট জর্জড়িত ত্রিপুরার প্রায় দেড় হাজার অধিবাসী, দীর্ঘ দিন ধরে চেষ্টা করেও তাদের রেশন কার্ড পাওয়ার সামান্যতম যে অধিকার, সে অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। বর্তমান সংশোধনী বিলে এটা পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ আছে, কিন্তু পূর্বের গাঁওসভার মধ্যে এটা ছিল না। আগে আমাদের গাঁওসভার যে অবস্থা ছিল, সেটা হলো কোন আমলে মহারাষ্ট্র পঞ্চায়েত আইন হয়েছিল, সেই আইন অনুসারে ত্রিপুরারাজ্যেও হবে। এটা কি ধরনের ব্যবস্থা ছিল, সেটা বুঝা মুসকিল কারণ সে দেশের লোকের ব্যবহার কি হবে, সে দেশের লোকের সামনে কি ধরনের শাসন ব্যবস্থা রয়েছে, সে দেশের লোকেরা ভৌগোলিক অবস্থা কি ইত্যাদি অবস্থার সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যে মিল হবে, সেটা আশা করা যায় না কাজেই বর্তমান দিনে এই বিল যে সংশোধনী আকারে এসেছে তার জন্য আমরা আনন্দিত এবং গর্বিত। দীর্ঘ দিনের কংগ্রেস সরকার গ্রামের ধা া রণ মানুষকে শোষণ করার জন্য তাদের মনোণীত প্রতিনিধি সেখানে থাকতেন। গ্রামের

তাদের অভিমত জানাবার জন্য। আজকে সেখানে মানুষের স্বার্থের জন্য সীমা নির্ধারণ হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিষয় এখানে আমি উত্থাপন করতে চাই। আমরা দেখেছি রেভিনিউ মৌজাসীমা নির্ধারণের একটি দুর্নীতির ঘাটি। সেখানে জনগণের কোন বক্তব্য না নিয়ে, ঐ ব্লক অফিস, কিংবা উচ্চ পদস্থ অফিসারদের নিয়ে তা করা হয়েছে। এবং আজকে তাঁরা চাইছে ঐ পুরানো রেভিনিউ মৌজা যেন থাকে। এ ধরণের ঘটনা কিছু কিছু ঘটছে। এখনও তারা চেষ্টা করছে। যদিও জনগণ যারা পরিত্যক্ত যদিও জানি জনগণ তাদের আর ফিরিয়ে আনতে চায় না, কিন্তু সেই সকল পরিত্যক্ত, দলগুলি চাইছে মাঝে মাঝে নুতনভাবে পাত্তা মেলবার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যদি ঐ পঞ্চায়েত অ্যামেণ্ডমেন্ট বিলটি পাশ হয়, তাহলে সেটা সম্পূর্ণভাবে ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে যাবে এতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। সর্বশেষে বিরোধী পক্ষ থেকে যদিও উনারা ২ ১টি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণতিকভাবে একট বাঁধা দেবার চেষ্টা করছেন, তবে সামগ্রিকভাবে সমর্থন করছে না। আমি তাঁদেরকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করবো, যাতে ঐ স্বৈরাচারীর যে সব আগাছা গজিয়ে উঠছে, তা যেন জনগণের কোন কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে না পারে সেটা বন্ধ করার জন্য। পরিশেষে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই অ্যামেণ্ডমেন্টকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীমোহন লাল চাকমা।

শ্রীমোহন লাল চাকমা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার এখানে যে পঞ্চায়েত রাজ ত্রিপুরা অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল নং —৫ উপস্থিত করেছেন, তাকে আমি সর্বান্তকরণে করি। সমর্থন করি এই জন্য যে বর্তমান বিলে রাখা হয়েছে যে, এবারে ভোট হবে ব্যালেটের মাধ্যমে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ভোট গ্রহণ করা হবে। অতীতে আমরা দেখেছি ভোট হতো হাত তুলে। তাতে অনেক কারচুপি থাকতো। আপনারা সবাই জানেন যে হাত তুলার মধ্যে দেখা গেছে নির্বাচনে অনেক কারচুপি হয়। এখানে হয়তো ৫০ জন আছেন। কিন্তু যারা গণনাকারী থাকে সেখানে তারা ১০ জন ধরে রাখেন। ঠিক এই রকম ভাবে দেখা গেছে এইখানে বহু সংখ্যক লোকের ভোটের ক্ষতি হয়েছে।

এই বিলে পার্শ্ববর্তী গ্রাম নিয়ে পঞ্চায়েত গঠনে কথা বলা হয়েছে সেই জন্য এই বিলকে আমি সমর্থন করছি। বিগত দিনে এক একটা রেভিনিউ মৌজা এমনভাবে রাখা হয়েছে যে গ্রামের মধ্যে জল-সেচের কোন ব্যবস্থা নেই, এক গ্রামের সঙ্গে অন্য গ্রামের যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই। এই রকম একটা অভিযোগ আমার কাছে আছে সেটা হলো- ধর্মনগর মহকুমার কাঞ্চনপুর থানা এলাকায় মাঝখানে একটা গাঁওসভা আছে তার নাম জমরাই পাড়া এবং তার দক্ষিণে জানিরাম আর নুতনবাড়ী, দুটি গ্রামের দূরত্ব হলো ৩ মাইল থেকে ৭ মাইলের মধ্যে কিন্তু এই দুটি গ্রাম গাঁওসভা থেকে ১৬ থেকে ২০ মাইল দূরে. ফলে যোগাযোগের অনেক অসুবিধা হয়। যোগাযোগের অসুবিধা হলে সাধারনতঃ সমস্ত কিছুরই সংকট সৃষ্টি হয়। তাই বর্তমান দিনে এই অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য যে এই সংশোধনী আকারে এসেছে, অবশ্য বর্তমানে এই বিলের সমস্ত অসুবিধা দূর করা সম্ভব নয়, কারণ এই যে রেভিনিউ মৌজা, এটা নির্ভর করে সাধারণতঃ সেটেলমেন্টের-এর উপরে। যতদিন পর্য্যন্ত ত্রিপুরারাজ্যে নুতন করে সেটেলমেন্ট স্থাপিত না হচ্ছে, ততদিন পর্য্যন্ত এই অসুবিধাগুলি থাকবে। এই বলে এই বিলকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার— শ্রীযাদব মজুমদার। মাননীয় সদস্য শ্রীযাদব মজুমদার অনুপস্থিত থাকায় আমি শ্রীবিধুভূষন মালাকারকে বলার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবিধুভূষন মালাকার— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রথমেই পঞ্চায়েত সংশোধনী বিলকে সর্বান্তকরনে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে যে এই বিলটি সংশোধনী আকারে আনা হয়েছে। এই বিলের জায়গাগুলি. স্থানগুলি এবং তার অবস্থানগত পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে নুতন করে রেভিনিউ মৌজা গঠন করার জন্য আনা হয়েছে আগে এইগুলি এমন একটা অবৈতনিক অবস্থায় ঝুলছিল, মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা এমন ছিল যে এই গাঁওসভার গাঁও প্রধানদের সাথে বা গাঁও পঞ্চায়েতের সাথে যোগাযোগ করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ত। যেমন ফটিক ছড়া, গ্রামের ধাতু ছড়ার পারে ৫০।৬০টি পরিবার বাস করে সেখান থেকে প্রায় ১০।১২ মাইল দূরে একটা থানা হবে। এমন অবস্থায় যোগাযোগের মধ্যে যেখানে তাদের গাঁওসভা ছিল সেখানে তাদের যে দুর্ভোগ হত, যে অসুবিধা হতো সেটা বিগত দিনে দূর করার কোন চেষ্টাও হয় নি, ফলে গাঁওসভা গঠনের যে উদ্দেশ্য ছিল সে উদ্দেশ্য কোন অংশে ফলপ্রসূ হত না, তাদের মনের কথা বলতে পারত না কিন্তু বর্ত্তমান বিলে সেটা সংশোধন আকারে এসেছে বলে এই বিলকে আমি সমর্থন করি। এই বিলকে সমর্থন করার প্রধান কারণ হচ্ছে যে, পূর্বে গাঁওসভার নির্বাচন হত হাত উঠিয়ে, ফলে কাউন্টিংয়ের সময় নানা রকম গোলযোগ হত। মানুষের এত কষ্টে অর্জিত সামান্য যে অধিকার, সে অধিকার তারা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারত না, কারণ ভয়-ভীতির মাধ্যমে অথবা চক্ষু লজ্জার মাধ্যমে, যে ভোটারকে ভোট দিতে তাদের ইচ্ছা হয় না, সে ভোটারকে তাদের ভোট দিতে হয়। আবার অনেকের প্রচেষ্টা ছিল একজনে দু বার, তিন বার বা চার বার পর্য্যন্ত হাত উঠাতেন ডান হাত, বাম হাত। কিন্তু আজকে সেই পঞ্চায়েৎ নির্বাচন ব্যালট পেপারের মাধ্যমে হওয়ায় অনেক সুবিধা হয়েছে। তাছাড়া বিগত দিনে আরো অসুবিধা ছিল যেমন ফরেষ্ট রিজার্ভ অঞ্চলে বা কাছাকাছি কোন ট্রাইবেল এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে অর্থাৎ পুরুষ-পুরুষ ধরে যে সমস্ত বাসিন্দারা আছেন, তারা গাঁওসভাগুলিতে অন্তর্ভূক্ত হতে পারে নি। তারা ফরেষ্ট কলোনী বা ফরেষ্ট ভিলেজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু তাদের প্রয়োজনে যদি তারা যেত যেমন রেশন কার্ডের জন্য ফরেষ্টের কাছে গেলে, তাঁরা বলতেন এটা আমার আওতায় নেই অথবা যদি গাঁওসভায় যেত, তাহলে তাঁরা বলতেন এটা আমার হাতে নেই, ফলে দু:খ-কষ্ট জর্জড়িত ত্রিপুরার প্রায় দেড় হাজার অধিবাসী, দীর্ঘ দিন ধরে চেষ্টা করেও তাদের রেশন কার্ড পাওয়ার সামান্যতম যে অধিকার, সে অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছে। বর্ত্তমান সংশোধনী বিলে এটা পরিস্কার ভাবে উল্লেখ আছে, কিন্তু পূর্বের গাঁওসভার মধ্যে এটা ছিল না। আগে আমাদের গাঁওসভার যে অবস্থা ছিল, সেটা হলো কোন আমলে মহারাষ্ট্র পঞ্চায়েত আইন হয়েছিল, সেই আইন অনুসারে ত্রিপুরারাজ্যেও হবে। এটা কি ধরনের ব্যবস্থা ছিল, সেটা বুঝা মুসকিল কারণ সে দেশের লোকের ব্যবহার কি হবে, সে দেশের লোকের সামনে কি ধরনের শাসন ব্যবস্থা রয়েছে, সে দেশের লোকেরা ভৌগোলিক অবস্থা কি ইত্যাদি অবস্থার সঙ্গে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের যে মিল হবে সেটা আশা করা যায় না কাজেই বর্ত্তমান দিনে এই বিল যে সংশোধনী আকারে এসেছে তার জন্য আমরা আনন্দিত এবং গর্বিত। দীর্ঘ দিনের কংগ্রেস সরকার গ্রামের ধা রণ মানুষকে শোষণ করার জন্য তাদের মনোণীত প্রতিনিধি সেখানে থাকতেন। গ্রামের

মানুষ যদি কোন কারণে কোন দুর্নীতির অভিযোগ বা কোন চুরির অভিযোগ করতেন, তাহলে সেটা সুরাহার কোন ব্যবস্থা হত না। পূর্ব্বতন কংগ্রেস সরকার জরুরী অবস্থার সময় তাদের নিজেদের খেয়াল-খুশীমত যা ইচ্ছা তাই করেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ সে খবর জানে না। বিগত দিনের ঐ সমস্ত ঘটনা যাতে না ঘটতে পারে তার জন্য একটা নির্দিষ্ট চিন্তাধারা নিয়ে বর্ত্তমান সরকার এই পঞ্চায়েৎরাজ বিলকে সংশোধন করেছেন। গ্রামের সাধারণ লোক রেশন কার্ডের জন্য গাঁওসভার প্রধানদের কাছে বা পঞ্চায়েত রাজের কাছে গেলে তাঁরা সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে এক টাকা, ৫০ পয়সা, ২৫ পয়সা দিতে হবে বলতেন এবং রাতে পঞ্চায়েৎ প্রধানরা মিলিত হয়ে এই সমস্ত কার্য্য এর সমাধান করতেন। এই সমস্ত কাহিনী বিগত দিনে ছিল, তাই বর্ত্তমানে এটা সংশোধন আকারে এসেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য সুযোগ-সুবিধা এই বিলে রয়েছে। পূর্ব্বে যে সমস্ত ট্রাইবেল তাদের মনের কথা বলতে পারত না. তাদের সুযোগ-সুবিধা পেত না, তাদের রেশন কার্ড পেত না, তাদের জমির বন্দোবস্ত দেওয়া হত না সেই সমস্ত ট্রাইবেলদের জন্য এই সংশোধনী বিলে অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। এই অবস্থায় বিরোধী দলের সদস্যরা কেন যে এই বিলের বিরোধীতা করছেন, তা আমরা বুঝি না। বিগত দিনে তারা তো কংগ্রেসের পক্ষেই ছিলেন, সেদিন কেন তারা প্রতিবাদ করেন নি সেটা বুঝা অত্যন্ত মুসকিল। তাঁরা (বিরোধী দলের সদস্যরা) মুখে বলেন আমরা তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ট্রাইবেলদের উপকার হোক এটা না চেয়ে, পরোক্ষভাবে ট্রাইবেলদের অবনতি হোক, এটাই তারা চাইছেন কারণ তাদের কথা থেকে এ ধারনাই মনে হওয়া স্বাভাবিক কারণ তারা বামফ্রন্ট সরকারের বিরূপ সমালোচনা করছেন তারা বলছেন বামফ্রন্ট সরকার কোন কাজ করছে না। এই বিলকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: স্পীকার—শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রী দ্রাউ কুমার রিয়াং—স্পীকার স্যার, Consideration and Passing of the United Provinces Panchayat Raj (Tripura Amendment) Bill, 1978. এই বিল এনেছেন বামফ্রন্ট সরকার লাল সরকার তার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস যেটা পারে নি আজকে ২ মাসে তারা সেটা সম্ভব করেছেন। কি ভাবে করেছেন? জনগণের নির্বাচিত পঞ্চায়েতকে তারা বাতিল করতে চলেছেন তারা উঠে পড়ে লেগেছেন গ্রাম উন্নয়ন কমিটি করার জন্য এটা করেও তারা সন্তুষ্টের, আরো গণ কমিটি করতে হবে। এর ফলে তারা অগ্রসর হচ্ছেন যাতে পঞ্চায়েতকে সম্পূর্ণভাবে দখল করা যায়। মতিলাল বাবু বলেছেন যে পঞ্চায়েত যদি না ভাঙ্গা হতো তাহলে সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাচন হতো না। সেই জন্যই পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। এই লালের হাতে টাকা পয়সার ব্যবস্থা করা হয়েছে এইবার সুষ্ঠুভাবে নির্ব্বাচন সম্ভব হবে। আমি গত ফেব্রুয়ারী মাসে দশদা গিয়েছিলাম, আমাদের সমর্থিত একটি মেয়ে আমার কাছে গিয়ে নালিশ করলো যে, কলোনীতে গণ কমিটি সুতা দিয়েছে কিন্তু কিন্তু আমরা সুতা পাই নাই। সেখানে গণ কমিটি হয়েছে সেখানে লালের সমর্থকরা বলেছে যে তুমি উপজাতিকে সমর্থন কর, তোমাকে সুতা দেওয়া হবে না। শান্তির বাজার স্কুলের

সুবাস দেববর্মা ৯ মাস যাবত কন্টিজেন্ট হিসাবে কাজ করছে, সেখানে গণকমিটির মেম্বার সম্বনয় কমিটির মেম্বার, তারা বলছে যে না এখানে স্থানীয় রিয়াংদের চাকুরী দিতে হবে। এই পঞ্চায়েত নির্বাচন গণতান্ত্রিক নির্বাচন কিনা সেটা আমরা সন্দেহ করছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে রেভিনিউ মৌজাগুলিকে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করা হবে। এলাকাগুলি এমন ভাবে ভাগ করতে হবে, রিয়াং প্রধান এলাকা, জমাতিয়া প্রধান এলাকা, দাস প্রধান এলাকা, চক্রবর্তী প্রধান এলাকা, এইভাবে ভাগ করলে পরে ভবিৎতে মারামারি করতে সুবিধা হবে, এইটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। কাজেই পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী বলছেন এটা আমরা মনে করি প্রহশন মাত্র। এখানে যা আরম্ভ হচ্ছে তাতে মনে করিনা এই নির্বাচন সুষ্টুভাবে হবে কিন্তু তবুও আমরা এটাকে সমর্থন করি। কিন্তু যে ভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে, ভেঙ্গে দেওয়া হচ্ছে এটা মোটেই সমর্থন যোগ্য নয়। কারন লাল সরকার জানে তারা ৫০টি ভোট পেয়েছে, এখানে রাস্তা হবে গ্রামের উন্নতি হবে সংগঠনকে জোড়দার করা হবে, জনগণের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার মানে হচ্ছে লালের শাসন কায়েম করবে তারা জনগণকে ভুলে যাবে। গত ৩০ বছর কংগ্রেস যা করতে পারেনি ২ মাসে এই লাল সরকার দেখছি আমাদের একটা নূতন জিনিষ উপহার দিয়েছে সেইজন্য তাদেরে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য আমি এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীরষিরাম দেববর্মা।

শ্রীরষিরাম দেববর্মা :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন পঞ্চায়েত রাজ এ্যামেণ্ডমেন্ট বিল, আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে ২।১টা কথা বলতে চাই। বিগত কংগ্রেস সরকার পঞ্চায়েত প্রধানকে দিয়ে যে কাজগুলি করিয়েছিলেন তা যে কতটুক অগণতান্ত্রিক সেটা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি আজকে যে বিলটা এনেছেন, এটা যদি আমরা বিচার করি, তবে একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ত্রিপুরা রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হতে চলেছে এবং এই জন্যই আমি এই বিলটাকে সমর্থন করি।

মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা এখানে বলেছেন যে সি, পি, এম, দল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতগুলি পঞ্চায়েতকে বাতিল করে, পরিবর্তে ডেভলাপমেন্ট কমিটি গঠন করেছেন এবং আশংকা প্রকাশ করেছেন যে এই পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্টুভাবে হবে কিনা? এই কথা আমি বলতে পারি যে পঞ্চায়েত নির্বাচনগুলি যাতে সুষ্টুভাবে সম্পন্ন হয় সেই দিকে বামফ্রন্ট সরকার নজর রাখবেন। উনারা এখানে যে আশংকা প্রকাশ করেছেন সেটা নিতান্ত অমূলক। কেননা গত বিধানসভা নির্বাচনে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য উনারা চেষ্টা করেছিলেন এবং বিভিন্ন এলাকায় ভোটারদের উপর আক্রমনও চালিয়েছিলেন। কাজেই আমি মনে করি সুষ্ঠ নির্ব্বাচন হবার পরিপন্থী উনারাই। আগামী দিনে যে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন হবে, সেটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই হবে এবং মানুষ যাতে শান্তিতে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, তজ্জন্য আমাদের সকলকে লক্ষ্য রাখতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন সম্পর্কিত যে বিলটি আজকে হাউসে এসেছে তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া।

কক্-বরক

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্র যে গাঁও পঞ্চায়েত বিল তুবুমানি আবন আভ সমর্থন খালাই-অ, এবং অভিনন্দন জানক-খা। তবে যে কংগ্রেস ৩০ বছর গনতন্ত্রনি লামা হিমুই রময় থাইমানি, যে আইননি সংবিধান-ন ফাঁকি রিঅই বরগ যে কোন কোন গাঁও সভা মাধ্যমে সম্পূর্ণ ক্ষমতা রিঅই এবং তঙমানি আইন-ন আজ ৩০ বছর পর্য্যন্ত কোন ক্ষমতা রিয়া। তবে যে সংবিধাননি আইন অওথা—৫ বছর পরে পরে ভোট অওগ, যে ৫ বছর পরে ভোট অওমান বরগ থাকি রিঅই যে কোন কোন জাগা ৯ বছর, ৮ বছর, ৬ বছর, পর্যন্ত গাঁও সভানি ভোট অঙ-ইয়া। যে ১৯৬২ সন নি পরে-অ বরগ গাঁও সভানি প্রধান বা সেক্রেটারীরগ-ন, যন্ত্র হিসাবে কংগ্রেস বরগ-ন রমখা। বথমানি কারই তান খালাইকা? প্রত্যেকটি কংগ্রেসনি এম. এল. এ রগ আগরতলা থাইঅই থু-অই তওগ। গ্রাম প্রধান রগ-ন সার্টিফিকেট রিনানি আরম্ভ খালাইকা। গ্রাম প্রধাননি সার্টিফিকেট-অ তাম নুক? বাগছা বা চাকরী, বাগছা বা স্কুল ভর্ত্তি অঙনানি বাগয়, বাগছা বা Citizenship কার্ডানি বাগয়। সার্টিফিকেট রিনী আরম্ভ খালাইকা। তিন বরগ ট্রাইবেল রিজার্ভ-ব ছিয়া, জেনারেল- বছিয়া, যে কোন বরগ-ন সার্টিকিকেট রিঅ বনি রাঙ নি উপর—৫ টাকা, ১০ টাকা আহাইকে এলাকানি প্রধান-রগ না-অই সার্টিফিকেট রিঅই সমস্ত জাগা জাগা যে খুনা রিথা বরগ। নাম অওথা ছাব? কমিউনিষ্ট পার্টিরগ, বাম পন্থী-নি ব অওথা কমিউনি পার্টি জও। তবে প্রত্যেকটি ৩০ বছর বিছিওগ বরগ প্রধানরগ-ন সুযোগ রিঅই সমস্ত সার্টিফিকেট রিথা। সার্টিফিকেট রিঅই ট্রাইবেল রিজার্ভ-ব ছিয়া, জেনারেল-ব ছিয়া কোন কোন জাগা ছেরা-পিরা-খে রিখা। চুঙ-ন কমিউনিষ্ট বাই যোগ রিঅই তঙথা, আবনি-ন এলাকা-অ বরগ তওগ, কিন্তু জেভান অঙবুন, আপনিছও যারা বিরোধী পার্টি, থারা সদস্যরগ চিন্তা থাইদি। তবে তাবুক যে আপনিছঙ যে সমর্থন রিতানি-ন খুক অভিনন্দন থাইকা, জাবুক চিনি নূতন বামফ্রন্ট সরকার, নুতন ত্রিপুরা, লামা কাতাল খাননানি, যে ৩০ বছর চুঙন নানারকম-থৈ খালাই যাওকা, এই খালাইমানি ফলে-ন-ফাইদি তিনি একত্রথেন চুঙ থাতে যে টাউতবা মুরুব্বী, বরগনি ইয়াগ কালাইয়া তুই-থৈ যে গাঁও সভানি নির্বাচন-ন বাছাইথে খালাইঅই সুষ্ঠভাবে অওরিমানি, যে প্রত্যেকটি পার্টি-ন ফাইদি দেশ-ন ছানামনি কাহাম-থৈ। ম যতন দার আওথা। ই মায়-ন, আপনিছঙ বিরোধী পার্টিছওক দায়-ন। চুঙ বামফ্রন্ট সরকার-ব দায় ন। সমগ্র দায়। যে একটা কংগ্রেস-ন তিনি সারা ত্রিপুরা-অ বরগ-ন মখলকা। অবুক একমাত্র চুঙ বামফ্রন্ট সরকার খালাইসাই-গা। তবে বাহাই-খেব চুঙ ত্রিপুরা-ন ছানাম মান-নাই? এতদিন মা-চারা, মা নুও-ইয়া তওমান—প্রতোকটি গাঁও সভানি উপর ক্ষমতা রিঅই চিনি গ্রামনি যারা ব্যাকওয়ার্ড বরক-ন, দুঃখ দারিদ্র্য-নি বাগয়-ছে মা দায়-খাই। অর প্রত্যেক এলাকা-অ যার যার গাঁও সভা-অ দুঃখ-দারিদ্রা ছাব বিছি, বর-ব কুরুই, বর তুই কুরুই, সমস্ত জাগা-ন নাই-অই, প্রত্যেকটি পার্টি একএথে ই ছামুও-ন তাঙনানি মা খালাই-নাই। কিন্তু যতন ফাইদি, আপনিছঙ অঙগয় ফাইদি। ৩০ বছর কংগ্রেস চুঙ-ন তাম খালাইকা-ই কক-ন আপনিছঙ ছানা-বা অম বুখা-অ আঘাত কালাই, যে অ- চিন্তা-ন আপনিছও তুইদি, তবে তাবুক চুঙ বিধান সভা-অ আচুকলাই-খা, আপনিছঙ দুখু অঙথা কংগ্রেস কুরুইথা। তাবুক চিন্তা খায়া যে চিনি উপজাতি বিছি ভাগ অঙথা অঙব খা হাতঙব কুরুইথা-। এমন অবস্থা অও তঙমানি কোন-

দিন আবন পর্য্যন্ত আপনিছও সমর্থন খায়া—মনে দুখ্‌ অঙগ। কিন্তু বাও দরকার, বাও বাই-ছে যত কিছু সাহায্য রিঅই মাননাই, চারি-অই মাননাই, খারি-অই মাননাই। আপনিছও রাও ছাড়া-দে রাস্তা থাই মাননাই, বাও ছাড়াদে চারি-অই মান-নাই? তবে যতন-ন আপনিছও সমর্থন খাইদি এবং আপনিছও তিনি যে সদস্য বিরোধী পার্টি'নি তে ওয়াইছা চিন্তা খাইনা বাস্তা। চিন্তা খাইদি আপনিছও যে জাগা ভোট মান, যে আপনিছও যে শান্তিবাজার Constituency অ দ্রাউকুমার রিয়াং পাশ অওমানি, ১০/১৫ দিন যাবত বি, ডি, ও, ব-ন নাইতুক-খা উন্নয়ন কমিটি খাঁ-না বাগয়। তবে এই পরে-অ আ-ন ফাইতুই ব ছাকা—মান-ইয়া হিনুই-ছে আও খা-অই রিঅ। বি, ডি, ও, প্রথম আন ছাকা যে Local-নি MAL কুরুই খালাই আও খাঅই মায়া; অই বনি আর পিয়ন থাওকা, আরনি যে বি, ডি, ও-নি চার্জ না-নাই ব থাওকা দ্রাউকুমার রিয়াং নি বিছিকনি আচু-নাইতুক খা, নাইতুকমা ফলে-ব মানলিয়া। আও ছাঅই রিথা-বনি এলাকা খা-অই রিফান সুযোগনি বাগয় মা খাঅ। ব প্রধান-ইয়া, ব অওখা যে কংগ্রেসনি আমলনি প্রধান, ব-ন কোন পরিবর্ত্তন অও-ইয়া, ব পরিবর্ত্তন অওখা। কংগ্রেস আমলনি পঞ্চায়েৎ ছুবাই-অই আপাততঃ যতদিন পর্য্যন্ত ভোট অও-ইয়াছাক উন্নয়ন কমিটি খা-অই রিখা। যে গ্রাম সুযোগ সুবিধা রিনানি বাগয়ছে বন মা খা-অ। তে ওয়াইছা মা ছা-অ আপনিছও যতন তে ওয়াইছা ফাইবাইদি—চুও বাই, নরক বাই যত বাই-ন ফাইদি দেশ-ন ছুনামলাই-নাই, চুও কেবল খিবিলাইয়া। আপনিছও ছুর বিরোধীতা খালাই অওগালাক চুও যত বাই-ছে ছামুও আওলাই-নাই। তবে আও যে একমাত্র আপনিছও-ন খুক আনন্দ অওখা যে তাবুক-নি গাঁও সভা প্রধান ছুবাই-অই Tribal রিজার্ভ খাঅই রিমানি আবন আপনিছও সমর্থন খাইমান আও থুক থুশী অওখা। যে তাবুক গাঁও সভানি যে প্রস্তাব তুচুমানি ব-ন সমর্থন রি-অই আনি বক্তব্য শেষ খাইকা।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীব্রজমোহন জমাতিয়া :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে গাঁও পঞ্চায়েৎ বিল এনেছেন সেটাকে আমি সমর্থন করি এবং অভিনন্দন জানাই। তবে কংগ্রেস গত ৩০ বছর যাবত গণতন্ত্রের নামে যে পথ অনুসরণ করে এসেছে, সেটাতে আমরা দেখেছি যে সাংবিধানিক আইনকে ফাঁকি দিয়ে তারা কোন কোন গাঁও সভাকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং আইনে বিধিবদ্ধ ক্ষমতাকে গত ৩০ বছর যাবত দেওয়া হয়নি। সাংবিধানিক আইন হলো—৫ বছর পর পর ভোট হবে, কিন্তু এই ৫ বছর পর পর নির্ব্বাচন ব্যবস্থাকে ফাঁকি দিয়ে তারা কোন কোন স্থলে ৯ বছর, ৮ বছর, ৬ বছর পরও গাঁও সভা নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করেননি। ১৯৬২ সনের পর থেকে তারা গাঁও সভার প্রধান বা সেক্রেটারীদের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে। যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করার পরও আর কি করা হয়েছে? প্রত্যেকটি কংগ্রেসী এম, এল, এ, আগরতলায় এসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটান। ওদিকে গাঁও প্রধানরা সার্টিফিকেট দিতে থাকেন। গাঁও প্রধানদের সার্টিফিকেটে কি দেখা যায়? কারোর চাকরীর জন্য, কারোর বা স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার জন্য, কারোর বা Citizenship কার্ডের জন্য, এই সমস্ত সার্টিফিকেট দেওয়া শুরু হতে থাকে। আজকে তারা ট্রাইবেল রিজার্ভ মানেনি, জেনারেল মানেনি : ৫ টাকা ১০ টাকা নিয়ে টাকার উপর নির্ভর করে এই ভাবে সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়ে এলাকার প্রধানরা যা কিছু তাই-

করেছেন। দুর্নাম হয়েছে কার ? কমিউনিষ্ট পার্টির এবং বাম পন্থীদের এতে দায়ী করা হয়েছে। অথচ, বিগত ৩০ বছর যাবত প্রধানদের এই সমস্ত সার্টিফিকেট দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সার্টিফিকেট দেওয়ার সময় তারা ট্রাইবেল রিজার্ভ মানেনি, জেনারেল মানেনি; কোন কোন জায়গায় ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে কমিউনিষ্টদের সাথে জড়িত করা হয়েছে, এটা করার জন্যই এলাকায় তারা সচেষ্ট। কিন্তু, যাই হোক, আপনারা যারা বিরোধী পার্টির সদস্যরা আছেন, চিন্তা করে দেখুন। তবে আপনারা যে এটাকে সমর্থন করেছেন, তার জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার নূতন ত্রিপুরা গঠনে, নূতন পথে চলার জন্য সচেষ্ট। গত ৩০ বছরে কংগ্রেস আমাদের স্বার্থ বিরোধী নানারকম করে গেছেন, কাজেই, আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে যাতে গাঁও সভার নির্বাচন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করতে পারি এবং এটা যাতে টাউট বা মুরুব্বিদের হাতে না পড়ে সেই চেষ্টা করি। প্রত্যেকটি পার্টিই আসুন দেশকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলি। এই দায়িত্ব সবাই-র। এই দায়িত্ব আপনারা বিরোধী পার্টির ও সমানভাবে আছে। আমাদের বামফ্রন্ট সরকারেরও দায়িত্ব আছে। সামগ্রিকভাবে এটা সবারই দায়িত্ব। আজকে যারা ত্রিপুরার কংগ্রেস পরাজয় হয়েছে। এখন আমাদের বাম ফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে, তবে এখন প্রশ্ন, কিভাবে আমরা ত্রিপুরাকে গড়ে তুলতে পারি ? এতদিন মানুষ অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটিয়েছে ; এখন প্রত্যেক গাও সভার উপর ক্ষমতা দিয়ে আমাদের গ্রাম এলাকার যারা ব্যাকওয়ার্ড, যারা দুঃখ-দারিদ্রের মধ্যে আছে, তাদের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এখানে প্রত্যেকটি এলাকায়, যার যার গাঁও সভায় দুঃখ দারিদ্র কোথায় বেশী কোথায় কি নেই, কোথায় জলের ব্যবস্থা নেই, এই সমস্ত যাচাই করে প্রত্যেকটি পার্টিই ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। কাজেই, সবাই আসুন, আপনারা এগিয়ে আসুন। ৩০ বছর যাবত কংগ্রেস আমাদের কি করেছে, এই কথা খুলে বলতে আপনাদের মনে আঘাত পড়ে কেন ? আপনাদেরকে পরিস্থিতি চিন্তা করতে হবে। এখন আমরা বিধান সভায় এসে বসেছি, আপনাদের দুঃখ হলো-কংগ্রেস নেই। আপনারা চিন্তা করছেন না যে, বর্তমানে আমাদের বেশীর ভাগ উপজাতি মানুষদের জায়গা জমি থেকেও নেই। তাদের যে এই অবস্থা চলছে সেটা পর্য্যন্ত আমাদের স্বীকার করছেন না, এটা দুঃখের বিষয়। কিন্তু টাকার দরকার আছে, টাকা হলেই যত কিছু সাহায্য দেওয়া যাবে, খাওয়ানো যাবে, পরানো যাবে। টাকা ছাড়া আপনারা রাস্তাঘাট করতে পারবেন কি ? টাকা ছাড়া খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করতে পারবেন কি ? কাজেই, আপনাদের সব কিছু সমর্থন করা উচিত এবং আজকে আপনারা বিরোধী পার্টির সদস্যরা আর একবার চিন্তা করা উচিত। চিন্তা করে দেখুন—আপনারা যে জায়গা থেকে জিতে এসেছেন, শান্তিরবাজার Constitnoncy থেকে আপনাদের দ্রাউ কুমার রিয়াং যে জিতে এসেছেন সেখানে উন্নয়ন কমিটি গঠন করার জন্য ১০/১৫ দিন যাবত বি. ডি. ও তাঁকে খোঁজেছিলেন। তবে এর পরে বি. ডি. ও আমাকে বলেছিলেন Local এর M L A ছাড়া কমিটি গঠন করা যায় না, কিন্তু তাকে না পাওয়ায় তাকে বাদ দিয়েই কমিটি গঠন করতে হয়েছে। তাঁর বাড়ীতে পিয়ন পাঠানো হয়েছিল, পরে বি. ডি. ও, র চার্জে যিনি ছিলেন,

তিনিও দ্রাউ কুমার রিয়াং এর স্ত্রীর কাছে গিয়েছিলেন, কিন্তু তবু তাঁকে পাওয়া যায়নি। আমি বলেছিলাম তাঁর এলাকায় যে কমিটি গঠন করা হয়েছে। সেটা সুযোগ সুবিধার জনাই করা হয়েছে। আসলে, যে প্রধানকে সরানো হয়েছে, সে কংগ্রেসের আমলের এবং এতদিন যাবত তাকে পরিবর্ত্তন করা হয়নি। কংগ্রেসী আমলের পঞ্চায়েৎ ভেঙ্গে দিয়ে ভোট না হওয়া পর্য্যন্ত আপাততঃ উন্নয়ন কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। যে গ্রাম এলাকায় সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য এগুলি গঠন করা হয়েছে, আমি আর একবার আপনাদের অনুরোধ করছি যে আপনারা সবাই আসুন, আমরা আপনারা সবাই একসাথে আসুন দেশকে গড়ে তুলব, আমরা কেউ কাউকে বাদ দেব না। শুধু বিরোধীতা করলেই আপনাদের কর্ত্তব্য শেষ হবে না। আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করব। আমি খুব আনন্দিত হয়েছি যে বর্ত্তমান গাঁও সভাগুলি ভেঙ্গে দিয়ে Tribal রিজার্ভ করে যে আইন হচ্ছে, সেটাকে আপনারা সমর্থন করেছেন। এখন যে গাঁও সভার সম্পর্কে নূতন আইনের প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীতরণীমোহন সিন্‌হা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, পঞ্চায়েত রাজ সংশোধনী প্রস্তাব যে আনা হয়েছে আমি এটাকে সমর্থন করছি এবং তার সঙ্গে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি এই কারণে যে বিগত ৩০ বছরের মধ্যে কংগ্রেস এর যে পঞ্চায়েত নীতি ছিল, সেখানে তাঁদের পঞ্চায়েতের যে কার্যকলাপ চলছিল এবং যে পদ্ধতিতে পঞ্চায়েত নির্বাচন করা হচ্ছিল, সেটা জনস্বার্থে পঞ্চায়েতকে ব্যবহার করার পরিপন্থী ছিল। সেখানে জনগণ তার মনোনীত প্রার্থীকে নির্ব্বাচন করার পরিবর্ত-এ তার এলাকার যে মাহাজন, শোষণের হাতিয়ার তাকে ভোট দিতে বাধ্য হত যেহেতু সেখানে ভোট ছিল হাত তোলা ভোট, গ্রামের ভীষণ প্রতিক্রিয়াশীল অথবা গ্রামের শোষণকারীকে ভোট না দিলে গ্রামে সাধারণ মানুষ, কৃষক, মেহনতি মানুষ তারা গ্রামে থাকতে পারতনা। তাই সেদিনকার পঞ্চায়েত গোষ্ঠিগত, ধনিকগোষ্ঠি এবং শোষণকারীদের স্বার্থে ব্যবহৃত হত। আজকে এই যে নূতন পঞ্চায়েত সংশোধনী আইন, তার মধ্যে গোপন ব্যালটে ভোটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, গোপন ভোটে সিদ্ধান্ত হলে আগামী তারা তাদের মনোনীত প্রর্থীকে ভোট দিয়ে তাদের স্ব স্ব এলাকাকে সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করতে পারবে। এই নূতন নির্ব্বাচন পদ্ধতির মধ্যে আমি তার উজ্জল সম্ভাবনার অভাস পাচ্ছি। আমি দেখছি এই যে পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দেওয়া সেটা ন্যায়সঙ্গত হয়েছে। কারণ সংবিধানে আছে পাঁচ বছর সেখানে আমরা দেখি যে একটা নির্বাচন হওয়ার পর পৈতৃক সম্পত্তি—জমিদারী আঁকড়ে থাকার মত বছরের পর বছর সেখানে বসে থাকবে বিনা নির্ব্বাচনে, এটা ঠিক নয়, এটাকে আরও আগে ভেঙে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু অতীতে কংগ্রেস সরকার তাঁদের দলীয় স্বার্থে, মানুষকে শোষণের স্বার্থে এই পঞ্চায়েতকে ব্যবহার করত। কিন্তু আজকে বামফ্রন্ট সরকার হওয়ার পর সেই পঞ্চায়েতকে ভেঙ্গে দিয়ে নূতন পদ্ধতিতে পঞ্চায়েত গড়ার যে নীতি বের করেছেন, তার জন্য এখানে যে আনীত প্রস্তাব আমি এটা দেখে আনন্দিত এবং এই বিলকে আমি অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাচ্ছি এই কারণে যে, আমরা পূর্বে দেখেছি যে এই পঞ্চায়েত গাঁওপ্রধানরা জনগণের স্বার্থে কাজ করার পরিবর্তে, এমন কি তাদের যে রেশান কার্ড দেওয়া সেই ব্যাপারেও তাদের কাছ থেকে ৩ টাকা করে আদায় করা হত। কোন কোন সাধারণ মানুষ খেটে খাওয়া মানুষ, তাদের রোজী

রোজগার নেই, তারা তিন টাকা দিতে পারেনা কংগ্রেস আমলে তাদেরকে রেশান কার্ড দিলেন না, আর এই রেশন কার্ডের দাবীতে আমরা বহুলোক জেলে পঁচেছি। সাধারণ মানুষ, খেটে খাওয়া মানুষ তারা ৩ টাকা দিতে পারে নাই, তাদের অনেক রেশান কার্ড আজও গাঁওপ্রধানদের হাতে আছে আশ্চর্যের ব্যাপার। আমি বি, ডি, ও-কে জিজ্ঞাসা করেছি যে এই ৩ টাকা দেওয়া সংবিধানগত কিনা, তিনি বলেছেন যে এটা সংবিধানগত নয়, এটা গাঁওপ্রধানদের ইচ্ছার উপর করা হচ্ছে। এটা যদি সংবিধান হত, তাহলে পরে একজন গাঁওপ্রধান বিনা পয়সায় কার্ড দিচ্ছে, আরেকজন ৩ টাকা চার্জ করছেন, এটা হতে পারতনা। আপনারা তদন্ত করুন। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ যারা ৩ টাকা রোজী করা দূরের কথা, উপোস থাকছে, তারা রেশান কার্ডের জন্য ৩ টাকা পাবে কোথায়? তারা নিজের প্রয়োজনে চাউল, কেরোসিন তেল এবং অন্যান্য জিনিষপত্র এই কার্ডের অভাবে নিতে পারেনা। ঐসব গরীব মানুষকে সাহায্য করার পরিবর্তে, তাদের স্বার্থ রক্ষার পরিবর্তে, তাদের উপর জোর জুলুম করা হত বলে আমি অভিহিত করব। কারণ এই ৩ টাকা না দেওয়ায় তাদের রেশন কার্ড আটক রাখা হয়েছে, এটা আমি নিজের চোক্ষে দেখেছি। এই যে এখানে গোপন ব্যালটের প্রস্তাব রাখা হয়েছে, এটা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, তার মধ্যদিয়ে তারা আগামী দিনে তাদের মনোনীত প্রার্থীকে নির্ব্বাচন করতে পারবে, সে গরীবই হোক, মাঝারীই হোক, যারা জনগণের সঙ্গে মিশে থাকে ঠিক তাদের নির্ব্বাচন করার তারা সুযোগ পাবে। যারা ১০ টাকা দাদন দিয়ে ৩০ টাকা ঠকিয়ে নিত, তাদের নিশ্চয়ই তারা ভোট দেবেনা। তাই আজকে বিরোধী দলের আতঙ্ক হচ্ছে কারণ এই জাতীয় নীতি প্রণয়ন করলে পরে হয়তো তাদের দলের যে লোক তাদের ভোট পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। অপরদিকে রেভিনিউ সীমানা যেভাবে ঠিক করা হয়েছে সেটা আমার নিজ চোক্ষে দেখা, কাঞ্চনবাবী যশাটিলা গাঁওসভার মধ্যে ডামছড়া বলে একটা গ্রাম আছে, জায়গা, সেখানে ৬৬৬ জন ট্রাইবেল ভোটার আছে, সে গ্রামকে ১২ মাইল দূরের অঞ্চলের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানকার ট্রাইবেল ভাইদের ভোট দেওয়া থেকে বঞ্চিত করেছে এবং এইভাবে ট্রাইবেলদের সমস্ত কিছু সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে, আমি অভিহিত করব। এখানে যে পঞ্চায়েত নীতি করা হয়েছে ছোট ছোট সীমানায় ভাগ করে ট্রাইবেলদের জন্য রিজার্ভ এলাকা রাখা হবে এক একটা অঞ্চলে, এই যে ঘোষনাটা সেটাতে ট্রাইবেলরা তাদের নিজ নিজ এলাকায় তাদের মনোনীত প্রার্থীকে ভোটে নির্ব্বাচন করে এলাকার উন্নয়নের সুযোগ পাবে তার একটা আলোক আমি এই বিলে দেখতে পাচ্ছি এবং আমি মনে করি এই ঘোষণাটা খুবই সময়োপযোগী হয়েছে এবং এটা জনস্বার্থের সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি—তাই আমি এই পঞ্চায়েত বিলকে সমর্থন করছি। কিন্তু এত বিরোধী দল আজকে এই পঞ্চায়েত বিল দেখে আতঙ্ক-গ্রস্ত, তার কারন এতদিন আমরা দেখেছি যে ট্রাইবেলদের নিয়ে যারা পুঁজিপতি, মহাজন, ব্যবসায়ী তারা ব্যবসা করত ১২ বস্তা চিনির এ্যালটমেণ্ট এনে ২ বস্তা বিক্রী করে বাকী চিনি কালো বাজারে বিক্রী করে ট্রাইবেলদের বঞ্চিত করত। ব্ল্যাকমেল করত, ট্রাইবেলদের জমি জোর জুলুম করে ননট্রাইবেলদের কাছে বিক্রী করতেন, তাদের সঙ্গে এতদিন তাঁরা হাত মিলিয়ে উপজাতিদের ধ্বংস, এর পথে নিয়ে গিয়েছিলেন, আজকে তাঁদের আতঙ্ক হওয়া স্বাভাবিক কারণ এতদিন ফরেস্ট বাগানের মধ্যে যেসব ট্রাইবেল এলাকা

ছিল, তারা রেশান কার্ড পাওয়ার সুযোগ পেতনা এবং এস, ডি, ও কে বললে পরে বলা হত গাঁওপ্রধানকে বলুন, এভাবে তারা রেশান কার্ড পাওয়া থেকে বঞ্চিত হত, তাদের দিয়ে বেগার খাটানো হত। আমরা দেখেছি একদিন যে ত্রিপুরা রাজ্য ট্রাইবেলদের ছিল, আজকে সে ট্রাইবেল ভাইয়েরা উপোস থাকতে থাকতে ভিটে মাটি ছেড়ে তাদের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে, এর জন্য দায়ী একমাত্র কংগ্রেস সরকার। এই পঞ্চায়েত সংশোধনী বিলে তাদের উপকার হবে যদি তারা এই পঞ্চায়েতের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হতে পারে। ধুমাছেড়াতে আমরা দেখেছি ৩/৪ বৎসরের একটা শিশু তিন টাকায় বিক্রী করে ছিল যে সেখানে একটা বিশৃঙ্খলা চলছে। কলমছড়া একটা ১২ বছরের মেয়েকে ৩ টিন ধান ও একটি কাপড়ের বিনিময়ে বিক্রী করা হয়েছে। ট্রাইবেল সব সময়ে, সমস্ত ব্যাপারে অবহেলিত ছিল, সমাজের সবদিক থেকে বঞ্চিত ছিল কংগ্রেস আমলে, আজকে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে এই পঞ্চায়েত আইনকে সংশোধন করে তাদের বাঁচার একটা সুযোগ এনে দেবে, তার একটা পরিষ্কার ইংগীত এই প্রস্তাবের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি—তাই এই সংশোধনীকে আমি অভিনন্দন জানাই। বিরোধী দলের সদস্যরা আলোচনা সর্তে এই বিলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন, তাদের অভিনন্দনকে আমরা হাত তুলে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তবে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে কথায় বলে কিনা হাজার কোপের নৌকা এক কোপেই চেলী হয়ে গেল। তাঁদের সমস্ত বক্তব্য কেহ সমর্থন করতে পারতাম যদি না তাঁরা শেষ পর্যন্ত সেই পুরানো নিয়মের কায়দায় কথাগুলি না বলতেন। আমার বন্ধুদের কাছে অনুরোধ, আগামী দিনে যে উপজাতি ভাইদের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তার কন্টক হয়ে আপনারা দাঁড়াবেন না। উপজাতি ভাইদের রক্ষা কবচ হিসেবে যে পঞ্চায়েত আইন তৈরী হচ্ছে, আগামী দিনে উপজাতি ভাইদের সমাজের সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যেতে, তাদের সেই আলোর পথে না নিয়ে গিয়ে, অন্ধকারের পথে যদি নিয়ে যান তাহলে সেটা হবে অত্যন্ত মর্মান্তিক। তাই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব, হাউসের সামনে সমর্থন দিয়েছেন সেটাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু যেটুকু সমালোচনা এর করেছেন সেটা দুধের মধ্যে একটু চনা পড়লে যেমন দুধ নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি বিরক্রিয়ার সম্ভাবনা। তাই আমি বলব আপনারা বিরোধীতার মনোভাব ছেড়ে দিয়ে দেশ সেবার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসুন এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী মাখন চক্রবর্তী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক আনীত এই পঞ্চায়েত রাজ বিলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাতে গিয়ে আমি দুই একটি কথাও বলছি। কারণ অভিনন্দন জানাচ্ছি এই জন্য যে আজকে এটাই প্রমাণিত হল যে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের কাছে বামফ্রন্ট যে কথা দিয়ে আসছিলেন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য পঞ্চায়েত রাজ বিল পাশ হওয়ার পর এটাই প্রমাণিত হল যে আমরা সত্যিকারের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি। এই দিক দিয়ে এটা গুরুত্বপূর্ণ বিল এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গাতেও এটা ছড়িয়ে পড়বে যে ৩০ বৎসর পর ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার একটা পঞ্চায়েত রাজ বিল পাশ করেছে যেখানে গণতন্ত্র দেওয়া হয়েছে সব দিক দিয়ে। সেই দিক দিয়ে এটা গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘ দিনের কলঙ্কিত ইতিহাস ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের মর্মে মর্মে জানা আছে। বিধান সভায় আমরা দেখেছি, আমলাবর্গের চিত্র আমরা দেখেছি যে কংগ্রেস গরীব মানুষের

উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল। তার ইতিহাস আপনারা জানেন। ইতিহাস এই রকম ছিল যে গরীব মানুষ হলে সে খেতে পারত না। টেষ্ট রিলিফ কাজের জন্য যখন আমরা যেতাম তখন সরকার পঞ্চায়েত প্রধানদের মাধ্যমে সেটা দিতেন। সামান্য দুই টাকার কাজ—সেগুলি পর্য্যন্ত প্রধানরা কাজ না করিয়ে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত ড্র করতেন। গরীব মানুষের বীজ ধান না দিয়ে এই প্রধানেরা সেই টাকা নিজেরা খেয়ে ফেলতেন। খোয়াই সাব-ডিভিশনে আমরা এই রকম বহু অভিযোগ করেছি যার ফলে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে হেনস্তা করা হয়েছে। তেলিয়ামুড়ার জিতেন সরকারকে তারা প্রগতিশীল দাবীর অপরাধে প্রধানেরা তাকে জেলে পাঠিয়েছে। এই রকম স্বৈরতন্ত্রের মত কাজ তারা করেছে। যখন আমরা শুনলাম যে বামফ্রন্ট সরকার ১০ তারিখ পঞ্চায়েত ভেঙ্গে দিয়ে প্রধানদের কাছ থেকে ক্ষমতা নিয়ে নিয়েছেন তখন মানুষ দলে দলে ভীড় করতে লাগল এবং তারা বলতে লাগলো যে আমরা স্বস্তির নি:শ্বাস ফেলেছি। তারা বলতে লাগলো যে একটা স্বৈরতন্ত্রের পাথর আমাদের বুকের উপর থেকে সরে গেছে। আমরা এখন দেখেছি যে গ্রামের মানুষ যার যার পছন্দমত কাজ করে চলে যাচ্ছে। আমরা দেখেছি যে তেলিয়ামুড়া ব্লকের মাধ্যমে তারা বহু উন্নয়নমূলক কাজ করে চলেছে। গ্রামের মানুষ তার পছন্দমত কাজ করতে পারছে অথচ টাকার অপচয় হচ্ছে না। কাজেই আমরা যদি পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন সুষ্ঠুভাবে করতে পারি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে গণতান্ত্রিক অধিকার সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হচ্ছে। বিরোধী দলের সদস্যদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। বিরোধী দলের সদস্য শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে এই বিলে ট্রাইবেলদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার প্রচেষ্টাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু এরপর আর একজন বিরোধী দলের সদস্য বললেন যে এইভাবে এলাকা ভিত্তিক যদি করা হয়, যেমন জমাতিয়াদের জন্য ছেড়ে দিয়ে এবং রিয়াং এলাকাকে রিয়াংদের জন্য ছেড়ে দিয়ে একটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। তাহলে কি তাঁরা গণতন্ত্র চান না? আমরা দেখেছি যে কতগুলো মৌজা ছিল—৮/১০ মাইল এলাকা জুড়ে যাদের কোন ভৌগলিক সামঞ্জস্য ছিল না। আজ ভৌগলিক দিক বিবেচনা করেই এই সমস্ত করা হয়েছে। একটা এলাকায় প্রায় তিন হাজার ট্রাইবেল এবং আড়াই হাজার বাঙ্গালী ছিল। আমরা সমস্ত বাঙ্গালী তখন বললাম যে এখন কি করা যায়? বললাম যে ট্রাইবেলদের তাহলে আমরা আলাদা করে দিই। একটা সাধারণ সুতো দিতে গিয়ে রেভিনিউ মৌজাতে রিজার্ভেশন না থাকায় তারা তা পাচ্ছে না। কাজেই আমরা মিলে মিশে কাজগুলো করে নিচ্ছি। এতে গণতন্ত্র রক্ষা করা হচ্ছে।

আমাদের বাঙ্গালী বেশী রয়েছে বা ট্রাইবেল কম রয়েছে। এই দিক দিয়ে তারা যতই চেষ্টা করুন না কেন, তাতে কোন মতেই গণতন্ত্র প্রতিষ্টা করা যায় না। উনারা কি চান? উনাদের জমাতিয়া যেখানে আছে, সেখানে জমাতিয়া প্রধান হউক, উনারা কি তা চান না? উনারা কি চান ঐ শচীনবাবু আর সুখময় বাবুদের মতো আগরতলায় বসে কাজ করার ক্ষমতা? একটু আগে আমার একজন বিধায়ক বল্লেন, উনি তো শান্তির বাজার থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, কিন্তু উনি কি শান্তির বাজারে থাকেন? উনি তো শান্তির বাজারে থাকেন না, তাহলে উনারা কি চান। কাজেই তারা একদিকে বলবেন স্বার্থত্যাগের কথা, আবার অন্যদিকে বলবেন সবকিছুই ভণ্ডুল হবে। কাজেই তাদের সব কথাই বিভ্রান্তি মূলক, এগুলি দিয়ে

ত্রিপুরা রাজ্যে আমাদের বামফ্রন্ট যে লক্ষ্য বা ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের চোখে আর ধুলা দেওয়া যাবে না। বরং উনারা নিজেরাই এর জন্য জনতার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন। কিন্তু আমরা যে অধিকার পেয়েছি, সেই অধিকার আমরা প্র তষ্ঠা করবই করব। উনারা আরও বলেছেন যে পঞ্চায়েতের নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে হতে পারে না। তাহলে দেখছি যে উনাদের মনের মধ্যেও এখনও ভুল ধারনা রয়ে গেছে এবং বিধান সভার বিগত নির্ব্বাচনে তারা কি করেছিল। তারা যে একটা জোর জুলুম করে মানুষকে মানি দাঙ্গা হাঙ্গামা করে নির্ব্বাচনে এসেছিল। কিন্তু এতেও তাদের কাজ ফলপ্রসূ হয় নি। কারণ রাম চন্দ্র ঘাট বিধানসভা কেন্দ্রে তারা কি হৈ হট্টগোল করেছিল এবং অন্যান্য জায়গাও তারা কি করতে চেয়েছিল, সেটা আমাদের জানা আছে। কারণ বিগত পার্লামেন্টের নির্ব্বাচনেও আমরা দেখলাম তারা মোহনপুর এলাকায় কি সৃষ্টি করেছিল। তারাই আবার আজ আমার এলাকার মধ্যে গিয়ে জোর জুলুম করে পঞ্চায়েতগুলিতে নির্ব্বাচন করতে চান। তাই আমি বলি উনারা যখন সন্দেহ প্রকাশ করছেন, আমরা কিন্তু তাদের সেই সন্দেহের দিকে যেতে পারি না। কারণ আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সুষ্ঠু নির্বাচন করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে এবং সেই প্রতিশ্রুতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। তাই আমি তাদেরকে অনুরোধ করব সন্দেহ নয়, দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব নয়, আপনারা আপনাদের এলাকায় যান এবং সেখানে আপনারা আপনাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করুন এবং সেখানে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রক্ষা করুন। নতুবা আপনাদের এই সমস্ত দুষ্ট চক্রের দ্বারা আর ত্রিপুরার মানুষকে ফাঁকি দেওয়া যাবে না। ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষের দাবীতে এই যে পঞ্চায়েত নির্বাচন, যার প্রতিশ্রুতি আমাদের বামফ্রন্ট সরকার দিয়েছে, সেটাকে আমরা সুষ্ঠভাবে রক্ষা করব এবং মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশার লাঘব করার যে চেষ্টা, তা আমরা প্রতিপালন করবই করব। তাই এই বিলকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরামকুমার নাথ—মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী এই সভায় ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা এ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৭৮ যেটা এনেছেন, তাকে আমি স্বাগত জানাই। কারণ বিগত ৩১শে ডিসেম্বরে কংগ্রেসী শাসনের অবসানের পর ৫ই জানুয়ারী তারিখে যে মন্ত্রী সভা শপথ গ্রহণ করল, তারা মাত্র দুই মাসের মধ্যে এমন একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতি চালু করার জন্য যে বিলটা এখানে উপস্থিত করেছেন, আমি তাকে স্বাগত জানাই, অভিনন্দন জানাই। সুদীর্ঘ ৩০ বছরে দিল্লী কংগ্রেস, রাজ্য কংগ্রেস অথবা ত্রিপুরা কংগ্রেস ত্রিপুরা রাজ্যকে যে ভাবে শাসন করে গিয়েছে, এবং ত্রিপুরা রাজ্যের উপর যে অত্যাচার করে গিয়েছে, তার দুই একটি কথা আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। যেমন এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে হাত তুলে ভোট দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। এই নিয়ম থাকার জন্য গ্রামের সহজ সরল মানুষগুলি ঐ কংগ্রেসী টাউট এবং পাণ্ডাদের ভোট দিতে বাধ্য থাকত, আর তা না করলে, তাদের উপর অত্যাচার অবিচার অহরহই চলতে থাকতো। আমাদের গ্রামের শতকরা ৮০ জন লোক আজ দরিদ্র সীমার নীচে রয়েছে, এই অবস্থায় যদি হাত তুলে ভোট দেওয়ার নিয়ম থাকে, তাহলে ঐ দুষ্টলোকগুলিকে ভোট দেওয়া ছাড়া সহজ সরল গ্রামের মানুষদের অন্য কোন উপায় নাই। আর তারা যদি তাদেরকে ভোট না দেয়, তাহলে তাদের নিগৃহিত হতে হয়। আমরা

আরও লক্ষ্য করেছি যে ১৯৬৮ সালে এই হাত তুলে ভোট দেওয়ার জন্য গ্রামের মানুষদের যথেষ্ট অত্যাচার এবং অবিচার ভোগ করতে হয়েছিল। আইনে আছে পাঁচ বছর পর পর প্রধান নির্বাচিত করতে হবে। কিন্তু ১৯৬৮ সালের পর ৫ বছর গিয়ে ১০ বছর হয়ে গেল, তারপরও কোন প্রধান নির্বাচন করা হল না। এই অবস্থায় আজকে যে দুই মাসের মধ্যে বিল এসেছে. তাকে আমরা সমর্থন জানাই এবং সেই সঙ্গে ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ্য লোকও সমর্থ জানাবে, এই আশা আমরা করতে পারি। আমরা আরও লক্ষ করছি যে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা বিরোধীতার জন্যই এটাকে বিরোধীতা করছেন। কারণ, তারা একবার বলছেন আমরা সমর্থন করছি, আবার ঘুরিয়ে পেছিয়ে এটার বিরোধীতাও করছেন। তারা বলতে চাইছেন যে পঞ্চায়েতগুলিতে আগে কংগ্রেসীরা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেগুলিকে ভেঙ্গে দিয়ে কেন তাদেরকে ক্ষমতার থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। কাজেই এই কথাগুলি আমি মনে করি স্ববিরোধী। কারণ তারা একবার এটাকে সমর্থন করছেন, আবার এই সেই বলে তার বিরোধীতাও করছেন, অর্থাত তাদের কথা আর কাজের মধ্যে কোন মিল আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমার এলাকায় রাজনগরে যে একজন প্রধান ছিলেন, তিনি ধান সংগ্রহের ব্যাপারে কি ভূমিকা নিয়েছিলেন, সেই ভূমিকা সম্পর্কে আমি এখানে দুই একটি কথা বলতে চাই। আমরা দেখেছি ঐ গাঁও প্রধান ১৯৬৮ সাল থেকে এই পদে অধিষ্টিত আছেন, কারণ হাত তুলে ভোট দেওয়ার মাধ্যমেই তিনি এতদিন ধরে গাঁও প্রধানের পদে থাকতে পেরেছেন এবং কি করে তিনি তার নিজের স্বার্থে প্রধানের ক্ষমতা ব্যবহার করেছেন, তারই কয়েকটা নজীর আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। যেমন তখনকার কংগ্রেসী আমলে কৃষকদের জমিতে জল সেচ করার জন্য যে সমস্ত ইরিগেশানের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং তার জন্য গরীব জমির মালিকদের কাছ থেকে ইরিগেশান ট্যাক্স আদায় করবার ব্যবস্থা করেছিল। যার এককানি জমি আছে, তাকেও এই ট্যাক্স সেই রেহাই দেয় নি। অথচ জমিতে জল সেচের নামে কোন বাস্তব ব্যবস্থাই গ্রহণ করা হয় নি। তারপর রিং ওয়েল এবং টিউব-ওয়েলের নামেও সে অনেকগুলি কারচুপি করেছেন, যাতে হাজার হাজার টাকা তিনি কামিয়ে নিয়েছেন। যেখানে টিউব-ওয়েলের দরকার ছিল, সেখানে কোন টিউব-ওয়েলই করা হয়নি, যদিও দুই একটা এখানে সেখানে করা হয়েছে, তাতেও অনেক গলদ রয়েছে। যেমন ৩০টি পাইপ লাগিয়ে ৩০০ ফুটের বিল করে সে সমস্ত সরকারী টাকা আত্মসাৎ করে নিয়েছেন। তারপর ভূমিহীনদের নামে যে সমস্ত সাহায্য সরকার থেকে গিয়েছে, সেই সাহায্যও তিনি ঐ ভূমিহীনদের দেন নাই বরং নিজেই সমস্ত টাকা পয়সা আত্মসাৎ করে নিয়েছেন।

আমি ইলেকশানের সময় বলেছিলাম সেখানকার যিনি প্রধান তার বাড়ীর সামনে এ টা টিউবওয়েল বসিয়েছিলেন। আমি বলেছিলাম যে ৩০ বছর যাবত সেখানে কোন জলের ব্যবস্থা করা হয় নাই। সেখানকার গরীব মানুষের জন্য কোন পানীয় জলের ব্যবস্থ করা হয় নাই। সেদিন কৈলাসহরে ইলেকশানের সময় বলেছিলাম যে ত্রিপুরায় যদি বামফ্রন্ট সরকার হয় তাহলে আমি এখনে নিশ্চয় টিউব ওয়েল আগে দেব। আমি অবশ্য এই বিষয়ে ব্লকের বি. ডি. ও. কে বলেছিলাম এবং এই বিধান সভায়ও এই কথা বলেছিলাম। এবং সেই টিউব

ওয়েলটিকে তিনি তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে মনে করতো। তারপর তাদের দুর্দশা দেখে তার দয়া হয় এবং সেই গরীব মানুষদের বাড়ীর সামনে টিউব ওয়েল দেওয়া হয়। তাই আমি মনে করি এই যে এমেণ্ডমেন্ট —ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পন্চায়েৎরাজ, ত্রিপুরা এমেণ্ডমেন্ট বিল— এটাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মি: ডে: স্পীকার—শ্রীঅভিরাম দেববর্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মানীয় মুখ্যমন্ত্রী ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়ত রাজ, ত্রিপুরা এমেণ্ডমেন্ট বিল এই হাউসে উত্থাপন করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বামফ্রন্ট নির্বাচনের আগে ত্রিপুরার মানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ত্রিপুরার মানুষ যদি তাদের ক্ষমতায় বসায় তাহলে ত্রিপুরার মানুষ যাতে পূর্ণ গণতন্ত্রের সুযোগ পেতে পারে তার জন্য পঞ্চায়েত নির্বাচনের কথা তারা বলেছিলেন। আজকে এই এমেণ্ডমেন্ট বিল উপস্থিত করে সেই প্রতিশ্রুতিই রক্ষা করতে চলেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই এমেণ্ডমেন্টের গুরুত্ব সেই দিক থেকে অপরিসীম। কারন '৬০ সালে প্রথম তখনকার কংগ্রেস সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে এমেণ্ডমেন্ট করে নিয়েছিলেন এবং সেই ভাবে আমাদের ত্রিপুরাতে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছিল এবং সেই নির্বাচনের কায়দা হচ্ছে সামন্ততান্ত্রিক কায়দা অবলম্বন না করলে পঞ্চায়েতগুলি কংগ্রেসের হাত ছাড়া হয়ে যাবে।

এই কারণে তারা সেদিন এই হাত তুলে ভোট দানের ব্যবস্থা করেছিলেন। কারণ গ্রামের সাধারণ মানুষ কংগ্রেসী দালাল বা টাউটদের দ্বারা প্রভাবিত, কাজেই তাদের চোখের সামনে বিরোধীতা করার মত নৈতিক সাহস তাদের ছিল না তারই জন্য তারা এই আইনটাকে ত্রিপুরায় প্রবর্ত্তন করেছিলেন। কিন্তু বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসায় পর সেটাকে পরিবর্ত্তীত করে ত্রিপুরার মানুষের গণতন্ত্র অধিকার সঠিক ভাবে যাতে প্রয়োগ করতে পারে এবং তারা যাতে কারও দ্বারা প্রভাবিত না হয় সে জন্য এই গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করেছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে বিলের মধ্যেমে মাননায় মুখ্য মন্ত্রী তাঁর বক্তব্য এই কথা বলেছেন। শুধু এটাই নয় ত্রিপুরার মধ্যে বিরাট এলাকা নিয়ে এক একটা পঞ্চায়েত রয়েছে সেগুলি ভেংগে সেখানে যাতে একাধিক পঞ্চায়েত গঠন করা যায় এবং গ্রামের মানুষের যাতে সুবিধা হয়—আমরা দেখেছি এই পঞ্চায়েতগুলি বড় হওয়ার ফলে যোগাযোগের অসুবিধা হচ্ছে এই জন্য কোন কোন গ্রাম গত ৩০ বছর যাবত উপেক্ষিত অবস্থায় আছে। কাজেই কাছাকাছি গ্রামগুলি নিয়ে যাতে পঞ্চায়েতগুলি হয় সেই ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে। তার মধ্যে ট্রাইবেল কম্পেক্ট এরিয়াগুলি কি করে রক্ষা করা যায় এই এমেণ্ডমেন্টে সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও রাখা হয়েছে। এই বিল সমর্থন জানাতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী গ্রুপের কিছু সদস্য অবান্তর বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু তার মধ্যে ব্যাতীক্রম আমি দেখছি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া তিনি সরাসরি এটাকে সমর্থন করেছেন। কারণ তিনি অনুভব করেছেন এই এমেণ্ডমেন্টের মধ্যে ত্রিপুরার বর্ত্তমান অবস্থায় বাম ফ্রন্ট ত্রিপুরার সাধারণ মানুষকে কি দিতে চান সেটা তিনি উপলব্ধি করেছেন। সেজন্যই তিনি এটাকে সরাসরি সমর্থন করেছেন। কিন্তু বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্য হরিনাথ দেববর্মা এবং দলপতি মাননীয় দ্রাউ কুমার রিয়াং যে ভাবে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন সেটা বর্ত্তমান অবস্থায় এবং বামফ্রন্ট যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই

এমেণ্ডমেন্ট উপস্থিত করেছেন সেটা তারা বুঝতে পারেন নি। এই ধরণের কথা তার কাছ থেকে আশা করি নাই। কারণ এটাকে সমর্থন করেও তারা বক্তব্যে রেখেছেন গত ৩০ বছর কংগ্রেস যা দিতে পারে নাই এই দুই মাসে বামফ্রন্ট তা দিয়েছে এটা অতি সত্যি কথা তারপর পঞ্চায়েতগুলি ভেংগে দেওয়ার কথা বললেন যে এই ভাবে ভেঙ্গে দেওয়া অগনতান্ত্রিক কাজ হয়েছে। সেজন্য আমি বলতে চাই যে মাননীয় সদস্যের বোধ হয় কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটা পরলে যে ভাবে ছটফট করে সেই অবস্থায় আমরা দেখিছ। কারণ এই প্রধানদের মধ্যে মাননীয় সদস্য যে দলের মধ্যে আছেন—উপজাতী যুব সমিতি সেই দলের অনেক নেতা অনেক নেতা অনেক কর্মী তরাবা গাঁও প্রধান আছেন। তাদের কাহিনী অনেকেই জানেন। সদরের মান্দাই এলাকার গাঁও প্রধান রাধু দেববর্মা, তিনি যুব সমিতির একজন লিডার তিনি গত ১০ বছর এমন কোন রপকর্ম নাই যা তিনি করেন নাই। মাননীয় সদস্য বোধ হয় এই ধরনের নেতাদের এই ধরণের প্রধানদের—কংগ্রেসীরা যখন দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তাদের রেখেছিলেন—তখন আকাশবাণীর মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকারের ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নিয়ে যখন সেই সভাগুলিকে বাতিল বলে ঘোষণা করা হল তখন তিনি আর সহ্য করতে পারেননি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য নগেন বাবু নিশ্চয় পূর্ব করমছড়া গাঁও সভার প্রধান রমনী রিয়াং, তিনি ঐ এলাকার একজন যুব সমিতির নেতা। তিনি ঐ এলাকার উপজাতি জনসাধারণের কাছ থেকে তাদের অভাবের সময় কম টাকায় সমস্ত জমি বন্ধক রেখেছেন। আপনারা দয়া করে খোঁজ করে দেখবেন তিনি কত কানি জমি রিয়াংদের কাছ থেকে বন্ধক রেখেছেন। এইখানেই শেষ নয় শ্রী নরেন্দ্র রিয়াং, বেতছড়ার গাঁও প্রধান আপনারা খোঁজ করে দেখুন তিনি ঐ এলাকায় বাংগালীদের টাকায় উপজাতিদের জমি ঐ প্রধানের নামে বেআইনী ভাবে কত দ্রোন জমি রেখেছিলেন। মাননীয় সদস্যদের বলব আমরা কি দৃষ্টি ভংগী নিয়ে এই অগণতান্ত্রীক প্রথা বাতিল বলে ঘোষণা করছি। শুধু নরেন্দ্র রিয়াং নয় ত্রিপুরায় এই রকম বহু প্রধান আছে না যারা এর সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে এই ব্যবস্থা বহাল রেখেছিলেন এবং আজকে বাম ফ্রন্ট সরকার-এর ঘোষণার ফলে তাদের সেই সুযোগ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং তার জন্য মাননীয় সদস্যদের কোন কোন নেতা কোন কোন কর্মীরাও সেই সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এই জন্যই মাননীয় সদস্যেরা একটু চঞ্চল হয়ে পরেছেন। এটা স্বাভাবিক নিজেদের লোকেরা বঞ্চিত হলে নিজেরা একটু দুঃখ প্রকাশ করা এটা দলীয় স্বার্থেই একটু প্রয়োজন কর্মীদের স্বার্থেও প্রয়োজন। কাজেই এই বিধান সভায় দাঁড়িয়ে এই ধরণের দুঃখ প্রকাশ করছেন। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলটি আমরা মনে করি আগামী দিনের ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষ গ্রামের প্রশাসন তৈরী করে তাদের উন্নয়নমূলক কাজেই পূর্ণ সুযোগের যে প্রতিশ্রুতি বামফ্রন্ট দিয়েছিলেন সেটাকে বাস্তবায়নের দিকে আমরা অগ্রসর হচ্ছি। এবং তাতে গ্রামের সাধারণ মানুষ যারা বঞ্চিত এবং উপেক্ষিত তারা গ্রামের মধ্যে নিজেদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে উন্নয়নমূলক কাজে অগ্রসর হবেন সেজন্য বামফ্রন্ট সরকার সচেষ্টা কাজেই বিরোধী গ্রুপের মাননীয় সদস্যদের সেই দিক থেকে কোন সন্দেহ প্রকাশ করার কোন কারণ নেই। কারণ ত্রিপুরার সাধারণ গ্রামের মানুষের পূর্ণ গণতান্ত্রিক সুযোগ এনে দেওয়ার

যে প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছিলাম, আসুন আমরা সে লক্ষ্যে এগিয়ে যাই, অতীতে কংগ্রেস সরকার যে জঞ্জাল সৃষ্টি করেছিল, সেটা সাফ করি এবং সাধারণ মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে ত্রিপুরাকে গড়ে তুলি।

মি: ডিপুটি স্পীকার – মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি খুশী হয়েছি। এই সংশোধনী বিলটা হাউসে সকল অংশের দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। যে সব কথা উঠেছে, সে সম্পর্কে বলবার আগে আমি এইটুকু বলতে চাই যে এই বিলের নাম থেকে বুঝতে পেরেছেন ইউনাইটেড প্রভিনসেস পঞ্চায়েত রাজ বিল সেটাকে ত্রিপুরার উপর রাতারাতি চাপানো হয়েছে। ত্রিপুরা উত্তর প্রদেশ নয় এটা সম্ভবত আমরা সহজে বুঝতে পারি। এই উত্তর প্রদেশ আমরা ত্রিপুরায় চালু করতে চাই না। আমরা চেয়েছিলাম যে ত্রিপুরার প্রয়োজনে যে ধরনের পন্চায়েত হওয়া উচিত সেই ধরনের একটা পন্চায়েত যাতে গড়তে পারি তার জন্য আমরা আইন প্রণয়ন করি। এটা ভবিষ্যতের উদ্দেশ্য। আমরা যখন বিরোধী দলে ছিলাম তখন আমরা তুলে ধরে ছিলাম যে পন্চায়েত আইনে একজন প্রধানের চেয়ে একজন কর্মচারী পন্চায়েত সেক্রেটারীর ক্ষমতা বেশী। কংগ্রেসের গণতন্ত্রের চেহারা ছিল এইটা। যিনি নির্বাচিত প্রতিধি তার থেকে যিনি আমলাদের কাছ থেকে এসেছেন, সর্বনিম্ন আমলা, তাকে বেশী ক্ষমতাশালী করেছে। আমরা এইটা পাল্টাতে চাই। ভবিষ্যতে আমাদের নির্বাচিত হবে। তারজন্য ভাল আইন দরকার এবং আমাদের বামফ্রন্ট সরকার তা আনবে। এখানে মাননীয় সদস্য নগেন্দ্রবাবু যে কথা বলেছেন টাকা পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা, এখানেও আছে, এই বিলে এই অ্যাক্টে নেই তা নয়, কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রে হয় তো ভবিষ্যতে কিছু সংশোধন প্রয়োজন হবে। আমরা এইটাও জানি যে পন্চায়েত একতলাতে হতে পারে দুই তলা হতে পারে এবং তিন তলা হতে পারে। পশ্চিম বংগে তিন তলা পন্চায়েত হবে, তারা নির্বাচনের সম্মুখীন হয়েছেন। সেখানে একটা গণতান্ত্রিক বামফ্রন্ট সরকার রয়েছে, তার দীর্ঘকাল পর একটা নির্বাচন প্রস্তুতি নিচ্ছেন। সেই পন্চায়েত হচ্ছে তিন তলা পঞ্চায়েত। নীচের তলা জেলা ভিত্তিক এবং রাজ্যভিত্তিক। আমরা এই প্রশ্নটা এখনও পরীক্ষা করে দেখিনি। আমরা দুতলা করবো না তিন তলা করবো। আমরা দুতলা করতাম, তিনতলাও করতাম। আপনারা জানেন যে দুতলা করে রাখা হয়েছিল। কিভাবে করে রাখা হয়েছিল ? না বি, ডি, সি, করে পঞ্চায়েতের কিছু প্রতিনিধি নিয়ে বাছাই করে আর কিছু কংগ্রেসের দালাল নিয়ে একটা ব্লক কমিটি করা হয়েছিল। এটা অ্যাডভাইট করত এবং তাদের কোন ক্ষমতা ছিল না বি, ডি, ও সাহেবকে পরামর্শ দেওয়া ছাড়া। এই ধরণের দুতলা আমরা করতে চাই না। নির্বাচিত কমিটি ব্লক পর্য্যায়ে হতে পারে রাজ্য পর্য্যায়ে হতে পারে আমরা এই প্রশ্নটা পরীক্ষা করে দেখবো। আমরা দেখবো যে আমরা তিন তলা পঞ্চায়েত করবো না দুতলা পঞ্চায়েত করবো। আমরা পরবর্ত্তী সময়ে যখন আমরা বিল আনব তখন এই হাউসের সামনে আমরা উপস্থিত করবো। এখানে বলা হয়েছে যে পঞ্চায়েত ভেংগে দিয়ে গণতন্ত্রকে আঘাত করা হয়েছে। গণতন্ত্রের অর্থ এক এক জনের কাছে এক এক রকম, কংগ্রেসের কাছে এক রকম, আর আমাদের কাছে এক রকম। কাজেই

গনতন্ত্রকে কে কিভাবে ব্যবহার করছেন, তার উপর নির্ভর করছে যে গণতন্ত্রকে আঘাত করা হয়েছে, না গণতন্ত্রকে রক্ষা করা হয়েছে। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেস যখন স্বৈরাচারের দিকে যাচ্ছিল তখন বিধানসভা ভেংগে দেওয়ার জন্য সমগ্র গুজরাটের মানুষ ভিক্ষোপে ফেটে পরেছিল এটা নির্বাচিত বিধানসভা। কারণ অত্যাচারের জন্য এই রকম হয়। তখন অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ এই কথা মনে করে না যে ভোট দিয়েছিল কি না। তাকে সেখান থেকে সরাবার জন্য সমগ্র দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ। আমরা এই রকম দৃশ্য দেখেছি ভারতবর্ষের মধ্যে। কাজেই কি রক্ষা করেছিল এই প্রতিনিধিরা তার কিছু কিছু তথ্য এখানে পরিবেশিত হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যদেরকে জিজ্ঞাসা করছি যে কার জন্য চোখের জল ফেলছেন? পুলিশ দিয়ে যারা এক দুই কাণি জমির মালিক তাদের ধান নিয়ে গেছে তাদেরকে রক্ষা করবার জন্য এত দরদ কেন? গণতন্ত্রকে এত ভয় কেন? প্রতিক্রিয়া ফিরিয়ে আনবার জন্য। আপনাদেরকে বাহিরের মানুষ ধিক্কার দিবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা বলতে পারি যে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ এবং বৈধ হবার জন্য আমাদের সরকার সকলভাবে চেষ্টা করবে। শান্তিপূর্ণ হবে কিনা সেটা মাননীয় সদস্যদের উপর নির্ভর করে। উসকানী যদি কোন জায়গা থেকে না দেওয়া হয় মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবে। আমরা গত নির্বাচনের সময় দেখেছি বাই অ্যানড লার্জ নির্বাচন শান্তিপূর্ণ রয়েছে উস্কানী সত্বেও। মানুষ উস্কানীতে পা দেন নি। ত্রিপুরায় বিশেষ করে গ্রামের মানুষ সাধারণত শহরের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘাটিগুলি শক্তিশালী থাকে, গ্রামের মানুষের টাকা কম, গ্রামে গুণ্ডামীও কম। কাজেই গ্রামের মানুষ শান্তিপূর্ণ মানুষ তারা নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণ এবং বৈধ করার জন্য এই সরকারের সংগে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। এটা আমরা আশা করছি। আমরা খুব তাড়াতাড়ি নির্বাচন করছি। সেই জন্য আমাদের কর্মচারীদের অনেক খাটুনি দিতে হবে। আমি কর্মচারীদের কাছে অনুরোধ রাখছি নির্বাচন যাতে শান্তি-প্রিয় এবং অবাধে হতে পারে সে জন্য সরকারের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। আমি এই কথা বলে হাউসের সামনে এই সংশোধনী বিলটা রাখছি।

মি: স্পীকার :—আমি এখন বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি :

বিলের অন্তর্গত ১, ২, ৩, এবং ৪নং ধারাগুলো এই বিলের অংশ।

(উক্ত ধারাগুলো বিলের অংশরূপে সর্ব সম্মতি ক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হইল)

মিঃ স্পীকার—এখন সভার সমানে প্রশ্ন হইল—বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি বিলের অংশ।

(প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি ক্রমে বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি বিলের অংশ রূপে গৃহীত হইল)।

মিঃ স্পীকার—এখন সভার সামনে পরবর্তী প্রশ্ন হইল—
বিলের শিরোনামাটি বিলের একটি অংশ।

(বিলের শিরোনামাটি সর্ব সম্মতি ক্রমে বিলটির অংশরূপ গণ্য হইল)।

মি: স্পীকার—সভার পরবর্তী বিষয় হইল—"দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েৎ রাজ (ত্রিপুরা অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ইং" হাউসে পাশ করার জন্য প্রস্তাব। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে 'দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েত রাজ (ত্রিপুরা অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ইং' হাউসে পাশ করার জন্য প্রস্তাব করতে অনুরোধ করছি।

শ্রী নৃপেন চক্রবর্ত্তী—স্যার, আমি মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়ের পক্ষ থেকে এই বিলটি, যে বিলটির নাম হচ্ছে :— "দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েৎ রাজ (ত্রিপুরা অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং" এই হাউসে পাশ করার জন্য প্রস্তাব করছি।

মি: স্পীকার—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হইল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। ইহা আমি এখন ভোটে দিচ্ছি।

প্রস্তাবটি হইল—"দি ইউনাইটেড প্রভিন্সেস পঞ্চায়েৎ রাজ (ত্রিপুরা অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৭৮ ইং" পাশ করা হউক।

(প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল)

মি: স্পীকার—আগামী ১৭ই মার্চ্চ, ১৯৭৮ইং, বেলা ১১টা পর্যান্ত হাউস মুলতুবী থাকবে।

Admitted Unstarree Question No. 9

By :— Shri Samar Choudhury.

Will the Honrble Minister-sn-Charge of the Statistical Department be Pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় বর্তমানে খেতমজুরের সংখ্যা কত ?

উত্তর

১) ত্রিপুরায় বর্তমান খেত মজুরের সংখ্যার কোন সমীক্ষা করা হয় নাই। ১৯৭১ ইং আদম সুমারী অনুয়ায়ী খেতমজুরের সংখ্যা ৮৬,৭৪০ ইহা মোট লোক সংখ্যার ৫.৫৫ শতাংশ।

প্রশ্ন

২) ১৯৭২-৭৩ সালে জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ২৭ তম পর্য্যায়ের তথ্য থেকে তাহা কত বেশী বা কম ?

প্রশ্ন

২। ১৯৭২-৭৩ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষার হিসাব এখনো শেষ হয় নাই। এই নমুন সমীক্ষায় প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী খেতমজুরের অনুমানিক সংখ্যা মোট লোক সংখ্যার ৫-৪১ শতাংশ এবং ইহা ১৯৭১ ইং সালের আদম সুমারী হিসাব হইতে ০-১৪ শতাংশ কম।

প্রশ্ন

৩) এই খেতমজুরের সংখ্যার কত অংশ নারী ও পুরুষ ?

৩) ১৯৭২,৭৩ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষার প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী এই খেতমজুরের সংখ্যার ২৫.৭৮ শতাংশ নারী এবং ৭৪,২২ শতাংশ পুরুষ।

প্রশ্ন

৪) এই সংখ্যা কৃষিজমিও উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল জনসংখ্যার কত অংশ ?

উত্তর

১৯৭২-৭৩ সালের জাতীয় নমুনা সমীক্ষার প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী এই সংখ্যা কৃষি জমি ও উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত ও নির্ভরশীল জনসংখ্যার ২৫,৯৯ শতাংশ।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OE INDIA

Friday, 17th March, 1978

The House met in the Assembly House (Ujjayanta Palace) Agartala at 11 A. M on Thursday, the 17th March, 1978.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the chair,—9 (nine) Ministers, Deputy Speaker and 46 (Forty six) Members.

QUESTION

মি: স্পীকার—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলিবেন। সদস্যগণের প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী জবাব প্রদান করিবেন। শ্রীবিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা—শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নাম্বার ১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান নাম্বার ১।

প্রশ্ন

১) খোয়াই কমলপুর ভায়া বেহালাবাড়ী হইয়া যে রাস্তাটি গিয়াছে, উহা কি ন্যাশান্যাল হাইওয়ে স্কীমে ধরা হইয়াছে ?

২) যদি উক্ত রাস্তাটি ন্যাশন্যাল হাইওয়ে স্কীমে ধরা হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত রাস্তাটির কাজ কখন হইতে আরম্ভ হইবে এবং এই বৎসর উহা পাঁকা পাচের রাস্তা হইবে কি ?

উত্তর

ন্যাশন্যাল হাইওয়ে স্কীমে রাস্তার অন্তর্ভূক্তি সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর করে করে। সাধারণত: আন্ত রাজ্য যোগাযোগকারী রাস্তাগুলিই এই স্কীমের আওতায় আনার জন্য বিবেচ্য হয়। খোয়াই কমলপুর ভায়া বেহালাবাড়ী রাস্তাটি আন্ত: রাজ্য যোগাযোগকারী রাস্তা হিসাবে ধরা যাইতে পারে না। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই রাস্তাটি ন্যাশনাল হাই ওয়ে স্কীমে ধরার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করার পরিকল্পনা সরকার তরফ থেকে নেওয়া হয় নাই।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা—সাপ্লিমেন্টারী মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে, কি ভিত্তিতে ন্যাশন্যাল হাই ওয়ে রোড করা হবে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় সদস্য আমার জবাবে বলা হয়েছে আন্ত রাজ্য অর্থাৎ দুটো রাজ্যের মধ্যে যোগাযোগকারী যে রাস্তা হয় সাধারণত: সেটাকে ন্যাশনাল হাইওয়ে ধরা হয়।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা—সাপ্লিমন্টারী স্যার, এটা কি দূরত্ব হিসাবে না কম দূরত্ব হিসেবে নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীদশরথ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকারের অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই যে, ন্যাশন্যাল হাই ওয়ে স্বীকৃত হওয়ার অনেকগুলি সর্ত্ত আছে যেটা কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারাধীন থাকে, কিন্তু সেই রাস্তাটা আমরা ষ্টেট থেকে করছি, কাজেই এটা ন্যাশন্যাল হাইওয়ে স্কীমের কেন্দ্রীয়র মধ্যে পড়ে না।

মি: স্পীকার—শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৮। এটা অনেক আগেই আমার যতদূর মনে পড়ে গত সেসানে এই সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে তথাপি আমি এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি।

প্রশ্ন

১) গোমতী হাইডেল প্রজেক্ট পরিকল্পনার ফলে মোট কত পরিবার উচ্ছেদ হয়েছিল?

২) এর মধ্যে তপ: উপজাতি ও তপ: জাতি কত পরিবার ছিল?

৩) উচ্ছেদকৃত পরিবারের মোট কত পরিবারকে কি পরিমান ক্ষতিপূরণ দেওয় হয়েছিল?

৪) যারা ক্ষতিপূরণ পান নাই সেই সব পরিবারের বাচার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

উত্তর

১) মোট ২৮৪৫টি পরিবার উচ্ছেদ হয়েছিল।

২) এর মধ্যে তপ: উপজাতি ২১১৭ পরিবার।

তপ: জাতি ৩৫০ পরিবার

অন্যান্য ৩১৮ পরিবার (তপ: উপজাতি ও তপ: জাতি ভিন্ন)

৩) ৮৪,৫০,১৬৪ টাকা ৬৬ পয়সা (৮০৫ তপঃ উপজাতি পরিবার জোতদার) এবং অন্যান্য ৩১৮ পরিবারকে দেওয়া হয়েছে।

৪) ১৩১২ তপ: উপজাতি পরিবারকে প্রথম দফায় ৫১৮ পরিবারকে এবং ২য় দফায় ৭৯৪ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ১৩১২ পরিবারের মধ্যে ৫১৮ পরিবারকে ১৯৭৩ ৭৪ সালে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী ৭৯৪ পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য ১৯৭৫-৭৬ ইং পরিকল্পনা শুরু করা হইয়াছে ৭৯৪ পরিবারের মধ্যে, ৬৪০ পরিবারকে পুনর্বাসনে শিবিরে যোগদান করিয়াছেন, পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে এবং বাকী ১৫৪ পরিবার তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় উপস্থিত হন নাই। বিলোনীয়া মহকুমার 'উয়েষ্ট হিলস্' এ ৩৫০ তপ: জাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কোন ধরনের হিসাব দেওয়া হইয়াছে, এটা কি ভূমিপূরণ নাকি অন্যান্য সমস্ত জিনিষের ক্ষতিপূরণ এর সংগে জড়িত?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় সদস্য আমি সর্ব মোট ক্ষতিপূরণ হিসাবেই দিয়েছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমন্টারী স্যার, জমির ক্ষতি কত, জিনিষপত্রের ক্ষতি কত এবং গাছ গাছড়ার ক্ষতি কত ইত্যাদির হিসাব করে দেখা হয়েছে কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ—মাননীয় সদস্য, বিস্তারিত রির্পোটের যদি আপনার প্রয়োজন হয় তাহলে পর নোটিশ দেবেন, কারণ এখানে এই বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীদশরথ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকারের অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই, যখন কোন ক্ষতি পূরণ দেওয়া হয়, তখন সমস্ত জিনিসের ক্ষতিপূরণ ধরেই দেওয়া হয়। হিসাব না করেতো ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমি যত দূর জানি শুধু ভূমির ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে। বাকী অনান্য জিনিসের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি, তাই এই সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় সদস্য আপনি খোঁজ নিলে জানতে পারবেন যে সরকার যখন কোন জায়গা রিকুইজিশান করেন, তখন সেই জায়গাতে যে পরিমান ক্ষতি হবে সেই হিসাবেই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং প্রতি ক্ষেত্রেই তাই করা হয়েছে। কত পরিবারকে কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে সেটা এখানে নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি, যে সমস্ত জায়গায় তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল সেখানে তারা আছেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্য নাথ মজুমদার—মাননীয় সদস্য এখানে যে সব জায়গায় তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, সে তথ্য বর্ত্তমানে আমার হাতে নেই কাজেই আমি বলতে পারছি না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যাদের পুনবাসন দেওয়া হয়েছিল তাদের অনেকে আসামে চলে গেছেন এবং ধর্মনগর থেকেও বর্ত্তমানে কয়েকটি পরিবার তাদের মধ্য থেকে চলে গেছেন। এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—এই রকম ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেই জায়গায় যদি তারা থাকে রিহ্যাবিলিটেশান স্কীমে অন্যভাবে দেওয়া যায়। কিন্তু তারা সেখান থেকে চলে গেলে, তারা আসাম গেল না পশ্চিমবঙ্গ গেল এই সব খোজ রাখা তো সরকারের পক্ষে সম্ভব না। তবে মাননীয় সদস্য যদি খোজ নিয়ে জানান এবং তারা যদি সরকারের কাছে আবেদন করে তাহলে সেটা বিবেচনা করে দেখা যাবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—যারা চলে গেছে, তারা এলাকা ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নেবেন কিনা এটাই জানতে চাই ?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য এটার উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় সদস্যের জানা আছে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে যে এক-রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার অধিকার সবাইর আছে কাজেই কে কোথায় গেল, ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ মানুষ তাদের হিসাব রাখা সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—এটা মাননীয় মন্ত্রীরা জানেন তাদের প্রিয় বন্ধু কংগ্রেস সরকারের আমলেই তারা উচ্ছেদ হয়েছিল।

শ্রীদশরথ দেব—আমাদের সরকার নূতন রিহেবিলিটেশান স্কীম অনুযায়ী পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। যারা পরিত্যাগ করে চলে গেছে তারা সরকারের কাছে আবেদন করুন তাহলে সরকার তাদের ব্যবস্থা গ্রহন করতে সক্ষম হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—কোশ্চেন নাম্বার ২২।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—কোশ্চান নাম্বার ২২।

প্রশ্ন

১। সরকার থেকে হাউসিং বিল্ডিং লোন নিয়ে তৈরী বাড়ী খাঁটিয়ে সরকারী কোয়াটারে বসবাস করেছেন, এরূপ কর্মচারীর সংখ্যা কত এবং তাদের নাম, এবং

২। তাদের সরকারী কোয়াটার থেকে উচ্ছেদ করার ব্যবস্থা সরকার নেবেন কি ?

উত্তর

১। এখন পর্য্যন্ত আমাদের নিকট যে তথ্য তাহার ভিত্তিতে (পাঁচ) জনঃ- শ্রীঅমর সিন্‌হা, এডিশন্যাল চীফ্‌ সেক্রেটারী, ত্রিপুরা

২। শ্রী আর, ভট্টাচার্য্য, ডি, এস, পি. এনফোর্সমেণ্ট ও এণ্টিকরাপশন,

৩। বি, কে ভট্টাচার্য্য, একাউণ্টস অফিসর, এ. জি, অফিস, ত্রিপুরা।

৪। শ্রী সি, আর, দাস এ সিঃ ডাইরেক্টর শিল্প বিভাগ, ত্রিপুরা।

৫। শ্রীকৃষ্ণমোহন দেব, এল, ডি, সি, নির্ব্বাহি বাস্তুকারের অফিস ৩নং রাধাকিশোরপুর।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—ইহা সরকারের বিবেচনাধীন। যারা এখন ও সরকারের কোয়ার্টারে রয়েছে তাদের ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়ার কোন পরিকল্পনা আছে কি?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, এটা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—কোশ্চান নাম্বার ৮১।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—কোশ্চান নাম্বার ৮১।

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত কিল্লা হইতে অমরপুর মহকুমার অন্তর্গত অম্পিনগর পর্য্যন্ত সোজা রাস্তা করার সরকার এর পরিকল্পনা আছে কি?

২। যদি না থাকে তার কারণ কি?

উত্তর

১। এরূপ কোন পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন নাই। তবে উদয়পুর হইতে নগরাই পর্য্যন্ত একটি রাস্তার পরিকল্পনা আছে এবং তাহার কাজ শেষ হইলে ঐ রাস্তাটি ব্যবহার করিয়া কিল্লা হইতে অম্পিনগর যাওয়া যাইবে।

২। উদয়পুর নগরাই রাস্তা অম্পিনগর অমরপুর রাস্তা কিল্লা পর্যন্ত ৭ কিলোমিটার দক্ষিন দিয়ে দক্ষিন ব্রজেন্দ্রনগর হইয়া যাইবে। এখন কিল্লা রাস্তা যে দক্ষিণ ব্রজেন্দ্র নগর হইয়া গিয়াছে তার নূতন কাজের পরিকল্পনা নেওয়া হইয়াছে এবং তার কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হবে। আশা করা যায় ১৯৭৮-৮০ সালের মধ্যে রাস্তার কাজগুলি শেষ হবে। অম্পিনগর দক্ষীন ব্রজেন্দ্রনগর নাগরাই হইয়া কিল্লার সঙ্গে সংযুক্ত হবে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, চলতি আর্থিক বছরে কতগুলি মহকুমায় রাস্তাঘাট করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে?

শ্রীবৈদ্যনাথ—মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নের উত্তর এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—কোয়েশ্চান নং ৯৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—কোয়েশ্চান নং ৯৪।

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরে তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, আশারামবাড়ী রাস্তাটি সংস্কার করে পাকা পীচের রাস্তা করা হইবে কি?

২। যদি হ্যাঁ হয় তাহা হইলে কখন হতে পাকা পীচের রাস্তার কাজ শুরু হইবে?

উত্তর

১। হ্যাঁ। তেলিয়ামুড়া—খোয়াই রাস্তার সংস্কারের কাজ এই বৎসরই হাতে নেওয়া হইবে।

২। না, খোয়াই আশারাম বাড়ী রাস্তার সংস্কার করে পাকা করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ সরকারের হাতে নাই। বর্তমানে রাস্তাটি ইট সোলিং আছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অনেক দিন ধরে আশারামবাড়ী রাস্তাটি সংস্কার করা হয়নি। কিন্তু সেখান থেকে খোয়াই অনেকের। যার জন্য সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা গাড়ীর জন্য দাবী করছে। কাজেই এই রাস্তাটা এই বছর পাকা পীচ করা হবে কিনা, সরকারের এই রকম কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় সদস্যরা হয়তো নিশ্চয়ই জানেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার মাইল রাস্তার মধ্যে সব রাস্তার পীচ করা সম্ভব নয়। অনেক জায়গায় পীচ আছে, অনেক রাস্তা ইট সলিং আছে এবং অনেক রাস্তা কাঁচা আছে। বর্তমানে যে রাস্তাটির কথা চলছে সেই রাস্তাটি ইট বলিং করা আছে। উক্ত রাস্তাটি বর্তমান আর্থিক বৎসরে পীচ করার পরিকল্পনা সরকারের নেই।

শ্রীনকুল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানেন কি যে গত ১৯-৭-৭৫ ইং তারিখে খোয়াই—আশারামবাড়ী রাস্তাটি সংস্কার করার জন্য খোয়াইর সিভিল এস. ডি. ও থেকে আরম্ভ করে ল্যাণ্ড রিকুইজিশান অফিসারের নিকট একটা প্রস্তাব পাঠানো হয়েছিল ? সেই সম্পর্কে আমরা জানতে চাই ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার মাননীয় স্পীকার, মাননীয় সদস্যর প্রশ্নের উত্তর আমি পড়ে জানাব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—কোয়েশ্চান নং ১৩২।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—কোয়েশ্চান নং ১৩২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে বিগত কংগ্রেস মন্ত্রীসভার আমলে বিশালগড়ের জাঙ্গালিয়া হইতে সুতারমুড়া হাই স্কুল পর্যন্ত পাকা রাস্তা তৈয়ারীর জন্য ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এষ্টিমেট করা হয়েছিল ?

২। যদি সত্য হয় তাহলে অদ্যাবধি সেই কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ কী ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, নির্বাহী বাস্তুকার আগরতলা ৪ নং ভুক্তি অবিশদীকৃত প্রাথমিক এষ্টিমেট তৈয়ার করিয়াছিলেন।

২। ব্যায় বরাদ্দ না থাকায় এষ্টিমেটটি অনুমোদনের জন্য প্রসেস করা সম্ভব হয় নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আগামী আর্থিক বছরে এই রাস্তার কাজ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আগামী আর্থিক বছরে এই রাস্তা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হবে।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন, যে সমস্ত রাস্তার জন্য এষ্টিমেট করা হয়েছে সেগুলিকে আগামী আর্থিক বছরে অগ্রাধিকার দেবেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় সদস্য অনেক রাস্তারই এষ্টিমেট করা হয়েছে। কিন্তু সেই সব রাস্তার কাজ এখনও সব আরম্ভ করা যায় নি। তবে পাটিকুলারলী এই রাস্তা সম্পর্কে আগামী আর্থিক বছরে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই রাস্তাগুলির কাজ আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে হবে, নাকি পাঁচ বছর পরে হবে?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নটা পাঁচ বছর পরে করলে উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে সাড়ে সাত লক্ষ টাকার এষ্টিমেট বিগত কংগ্রেস সরকার করে গিয়েছিলেন ইলেকশানের আগে, এই রকম ইলেকশানের আগে আরও কতগুলি এষ্টিমেট করেছিলেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আমি বলছি যে কংগ্রেস আমলে এরকম অনেক কিছুই হয়েছে। ইলেকশানের আগে টিউব ওয়েল করার জন্য পাইপ নিয়ে রেখেছে, রিং ওয়েল করার জন্য ইট নিয়ে রেখেছে, এমন আরও অনেক কিছু করেছে এবং ইলেকশান শেষ হওয়ার পর সেগুলি আবার তুলে নিয়ে এসেছে। যাক সেই সমস্ত তথ্যের মধ্যে আমি যাচ্ছি না, তবে আমি এই আশ্বাস দিতে পারি যে আগামী আর্থিক বছরে এই রাস্তা সম্পর্কে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীগোপাল দাস।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—কোয়েশ্চান নং ১৪৩।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—কোয়েশ্চান নং ১৪৩।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে মৎস্য চাষের জন্য মোট কতটি জলাশয় আছে?

২। এতে মোট কতজন মৎস্য চাষী নিযুক্ত আছে?

৩. মৎস চাষ থেকে তাদের মোট বাৎসরিক গড়পড়তা আয় কত?

উত্তর

১। ১৯৭৩ ইং সনের প্রাথমিক প্রায়োগিক জরীপ অনুযায়ী ত্রিপুরায় মৎস্য চাষের উপযোগী মোট ২১৭৫০টি জলাশয় আছে।

২। ঐ জরীপ অনুযায়ী এতে মোট ১৭৯৩১ জন মৎস্য চাষী নিযুক্ত আছেন।

৩। বাৎসরিক গড়পড়তা আয় ৬৩০ টাকা।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে সকল মৎস্য চাষী চাষ করে, তারা কি ঐ সব জলাশয়ে সরকার থেকে লীজ নিয়ে নাকি ব্যক্তিগত মালিকানা নিয়েও মৎস্য চাষ করে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননী স্পীকার স্যার, কেহ কেহ সরকারী নিয়মানুসারে লীজ নিয়ে মৎস্য চাষ করেন, আবার কেহ কেহ ব্যাক্তিগত মালিকানা নিয়েও মৎস্য চাষ করেন।

শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, তার মধ্যে কতজন লীজ নিয়ে এবং কতজন ব্যক্তিগত জলাশয়ে মৎস্য চাষ করেন?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই, পরে দেব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই লীজ বাবত গত বছরে সরকারের কত টাকা আয় হয়েছিল ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং : — মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য আমি পরে মাননীয় সদস্যকে জানাব।

শ্রীরবাইজম কামিনী ঠাকুর সিং :— বাৎসরিক যারা মাছ ধরেন, তাদের বেতন কিভাবে দেওয়া হয় ?

শ্রীবাজুন রিয়াং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই জলাশয়গুলিতে মোট কত পরিমাণ মাছ উৎপাদন হলো এবং তা বিক্রি করে কত টাকা আয় হলো এবং কতজন সেখানে কাজে নিযুক্ত আছেন সেটা হিসাব করে দেওয়া হয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এখানে এই হিসেবটা দিতে পারবেন কত মাছ উৎপাদন হচ্ছে, কত টাকায় বিক্রী হচ্ছে ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— এই ব্রেক আপ এখন দিতে পারছি না।

(মি: কনসাও)

শ্রীসমর চৌধুরী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মতস্যচাষীর কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, এর মধ্যে প্রকৃত মতস্য চাষী অর্থাৎ যারা নিজেরা জাল ফেলেন মাছ ধরেণ তাদের সংখ্যা কত এবং যারা নিজেরা জাল ফেলেন না, লীজ নিয়ে অন্যকে দিয়ে ব্যবসা করেন তাদের সংখ্যা কত ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং— যাদের হিসাব এখানে রয়েছে, সেখানে দুইটি অংশের হিসাবই এতে আছে, এক অংশ লীজ নিয়ে অন্যকে দিয়ে করান, আরেকটি অংশ ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে নিজের মালিকানায় চাষ করেন।

শ্রীনকুল দাস— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়' এই যে ৬৩০ টাকা বার্ষিক উপার্জন করে বলে বলা হল, আমরা জানি কতকগুলি জলাশয় আছে কো-অপারেটিভ ভিত্তিতে দেওয়া হয়েছে, সেখানে ৬৩০ টাকা প্রত্যেকে পায় না, এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা থাকলে তাদের কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

শ্রী বাজুবন রিয়াং— আমি যে টাকার অংক এখানে বলেছি সেটা সবাই পায় এমন নয়, কেউ তার বেশী পায়, কেউ তার কম পায়, এই টোটাল হিসেব ধরে এখানে দেখিয়েছি।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার প্রশ্নটা ছিল যে প্রকৃত মৎস্যজীবী সম্প্রদায়-ভুক্ত কতজন, যারা মৎস্যচাষ করছে ?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ৬৩০ টাকা বলেছেন, তার কোন ডিটেল হিসেব আমরা পাচ্ছি না। যখন এই হিসেব ডিপার্টমেন্ট থেকে সাপ্লাই দেওয়া হয়, তখন তারা ডিটেলস তথ্য দেওয়া উচিত ছিল। আমরা সদস্য এসেছি এখানে জানার জন্য, এর সঙ্গে লিংকড কোয়েশ্চানের জবাব কেন ডিপার্টমেন্ট দিচ্ছেন না আমরা বুঝতে পারছিনা। আমাদের মনে হয় এই যে ৬৩০ টাকা করা হয়েছে এটা আন্দাজে করা হয়েছে। এভাবে তথ্য দেওয়া এখন আর চলবেনা। আমি রিকোয়েষ্ট করব মন্ত্রী মহোদয়কে হাতে এ হিসেব দেওয়া হয় যে রিয়েল চাষী যারা আছেন, সরকার থেকে তাদের কি কি সাহায্য দেওয়া হয় চাষ করার ব্যাপারে ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং— মাননীয় স্পীকার, স্যার আমার জলাশয়ের পরিমাণ কত, মোট উৎপাদন কত সেটার কথা আমি বলেছি। যদি না বলে থাকি, সেটা আবার বলছি। মোট আমার জলাশয় ছিল ১,১৪৭.৭৭/- হেক্টার পরিমাণ। আর মোট উৎপাদন হল ৫২০০ টন ১৯৭৭ সনের হিসেব।

শ্রীগোপাল দাস— মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরায় মৎস্য চাষের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে কোনরকম সাহায্য দেওয়া হয়েছিল কিনা এবং দিয়ে থাকলে তা থেকে কত টাকা খরচ হয়েছে এবং কত টাকা খরচ হয়েছে এবং তার হিসেব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেবেন কি?

শ্রীবাজুবন রিয়াং— মাননীয় স্পীকার, স্যার. আমরা নর্থ-ইষ্টার্ণ কাউন্সিলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমরা সাহায্য পাই, তবে সঠিক কত খরচ হয়েছিল তার হিসেব আমি এক্ষুনি দিতে পারছিনা. পরে দেব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস— এটা কি দপ্তরের হিসেব'এ আছে মোট কনজাম্পসনের জন্য বছরে ক মৎস্য লাগে ত্রিপুরাতে?

শ্রীমতহরি জমাতিয়া— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যাদেরকে জলাশয় লীজ দেওয়া হয়েছে তাদেরকে সরকার থেকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে কিনা বা তাদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কিনা সরকার থেকে?

শ্রীবাজুবন রিয়াং— আমি নোটিশ চাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়' সরকার থেকে এই পরিকল্পনা আছে কি, যে জলাশয়গুলি কিছু বিগ বিজনেসম্যান করছে. সে জলাশয়গুলি তাদের থেকে এনে সত্যিকর যে মৎস্যচাষী বা ঐখানে মৎস্যচাষের সঙ্গে যুক্ত তাদের লীজ দেওয়া হবে, তাদের রোজী রোজগারের ব্যবস্থা করার প্ল্যান আছে কিনা যাতে ঐ জলাশয়গুলি মৎস্যজীবীর হাতে যাতে যায়

শ্রীবাজুবন রিয়াং— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আগামী দিনের জন্য যে পরিকল্পনা নিয়েছি,তার জন্য রুল তৈরী করা হচ্ছে সরকার জলাশয়গুলিতে কি পদ্ধতিতে মাছ উৎপাদন করা হবে এবং কিভাবে প্রকৃত মৎস্যজীবীকে দেওয়া যাবে, সেই রুল এখনও ফ্যাইন্যাল হয়নি। ঐ রুল ফাইন্যাল হয়ে গেলে, প্রকৃত মৎস্যজীবীরাই মৎস্যচাষের সুযোগ পাবে, ভেসটেডও ইন্টারেষ্ট পার্সনরা যাতে না পায়, তার চেষ্টা করা হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে যে রুল করছেন, অনেক জলাশয় আছে পাঁচ বছরের জন্য লীজ নিয়েছেন. তাঁদের বছর পাঁচ শেষ হয়ে গেলে তাদের হাতে যাতে আবার না যায় এইরকম কোন প্রভিশান রুলে থাকবে কিনা?

শ্রীদশরথ দেব— রুলস তৈরী হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে রুলস্‌টা যতক্ষণ পর্যন্ত গৃহীত না হয় এটা সম্পর্কে কিছু বলা যায় না। কাজেই এটা মৎস্য চাষীদের স্বার্থ যাতে রক্ষিত হয়, গরীব মানুষেরা যাতে চাষ করতে পারে, রুলস্‌ করার সময় সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে।

শ্রীসুমন্ত দাস— যেহেতু মৎস্য চাষের জলাশয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার জন্য আমি মনে করি ত্রিপুরা রাজ্যে রুদ্রসাগর একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা এবং সেখানে মৎস্য চাষের ভাল জায়গা। কিন্তু সেখানে দেখা গেছে মৎস্যজীবি উদবাস্তু সমবায় সমিতি নামে সেখানে একটা সমিতি আছে। এই সমিতির মাধ্যমে সেখানে যে একটা আইন আছে যে প্রতি ৩ বৎসর পরে একটা নির্বাচন হয়, সমিতির প্রতিনিধি গঠিত হয় এবং এই প্রতিনিধিদের মাধ্যমে মৎস্য চাষের যে সমিতি সেটার কার্য নির্বাহ করা হয় এবং সেখানে দেখা গেছে ৮-১০ বৎসর যাবত কোন নির্বাচন হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার— আপনি কি জিজ্ঞাসা করতে চান সেটা বলুন

শ্রীসুমন্ত দাস— আমি জানতে চাই সেখানে যে দুর্নীতি হয়েছে তার তদন্ত করা হবে কিনা ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং— মাননীয় সদস্য যে জলাশয়ের কথা উল্লেখ করেছেন এই জলাশয়টা আমি যে সংখ্যা উল্লেখ করেছি তার মধ্যে একটা। প্রতিটি জলাশয়ের আলাদা তথ্য আমার কাছে নেই। মাননীয় সদস্যরা নোটিশ দিলে দুর্নীতির তদন্ত করা সম্পর্কে দেখব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস— সরকারের কতগুলি জলাশয় আছে, সেখান থেকে মৎস্য চাষ করা হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় কি জানাবেন যে সমস্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদন হয় সেই মাছ খেয়ে কংগ্রেসী মন্ত্রী, এম, এল, এ, এবং কংগ্রেসী পাণ্ডারা কতজন টাকা দিয়েছেন এবং কতজন টাকা দেন নি ?

শ্রীবাজুবন রিয়াং— এই তথ্য আমার কাছে নেই। আমি খোঁজ করে দেখব যদি বাকী থাকে আগামী এক মাসের মধ্যে এই টাকা আদায় করে হাউসে জানাব।

মিঃ স্পীকার— মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরী। অ্যাবসেন্ট। শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫।

প্রশ্ন

১) আগামী আর্থিক বছরে অমরপুর বিভাগের তৈদু, অম্পি বুরবুরিয়া তুলুকমা, শোনাছড়া, দেববাড়ী, কাচিকমা, রামপুর সরং গ্রামগুলোতে গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি থাকে কবে ইহার কাজ শুরু করা হবে ?

উত্তর

১) ১৯৭১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী তৈদু বলিয়া কোন উল্লেখ নাই। তবে বেঙ্গলী পাড়া (সুপ্ত রোয়াজা) নামে একটী এলাকা আছে যাহাতে বর্ত্তমান তৈদু অন্তর্ভুক্ত এবং উক্ত এলাকা ১৯৭৬-৭৭ সালে বৈদ্যুতিকরণ হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য এলাকাগুলি বৈদ্যুতিকরনের কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নাই। কারণ গ্রামগুলির লোকসংখ্যা অত্যন্ত কম।

২) প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—বৈদ্যুতিকরণের আওতায় আনতে গেলে গ্রামের লোকসংখ্যা কত হতে হবে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—বর্ত্তমানে যে নিয়ম আছে সেই নিয়ম মত যেসকল গ্রামের লোকসংখ্যা ৪০০ পরিবারের কম সেই গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ করা হয় না।

শ্রীবিমল সিন্‌হা—সেই নিয়ম অনুযায়ী কি বর্ডার অধ্যুষিত গ্রামগুলিতেও বিদ্যুত যাবে ?

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় সদস্যের জানা আছে যে ত্রিপুরাতে গ্রাম কেন অনেক শহরও আছে একদম বর্ডারে। সেখানেও বিদ্যুত আছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—৪০০ পরিবার আছে এমন কয়টা গ্রাম অমরপুরে আছে কিংবা আদৌ আছে কি না আমি জানতে চাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এই প্রশ্ন বৈদ্যুতিকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—যেহেতু ৪০০ পরিবার না থাকলে বৈদ্যুৎ দেওয়া সম্ভব নয় তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি জানা আছে যে কোন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে একটা গ্রামে ৪০০ পরিবার থাকেনা ?

মিঃ স্পীকার :—এই প্রশ্ন উঠেনা। শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৮।

প্রশ্ন

১। জলসেচ প্রকল্পে রাজ্য কৃষিদপ্তর ১৯৭২ সনের জানুয়ারী মাস থেকে এ বৎসরের ৩১শে জানুয়ারী পর্যন্ত মোট কত টাকা ব্যয় করেছে ?

২। ইহার মধ্যে বাঁধ নির্মাণ, পাম্পসেট ক্রয় এবং ওভারফ্লো, ডীপ টিউবওয়েল বাবত কত খরচ হয়েছে (পৃথক পৃথক হিসাব) ?

উত্তর

১। মোট ১,৩০,৪৫,৪০০ টাকা।

২। বাঁধ নির্ম্মাণ, পাম্পসেট ক্রয়, ওভারফ্লো, ডীপ টিউবওয়েল বাবত খরচ কৃষি বিভাগ সেচ খাতে কৃষি বিভাগের ব্লক অফিসার করে থাকেন। সেটা এখনও সংগৃহীত হয় নাই। বর্ত্তমানে তা সংগ্রহ করা হইতেছে।

আগে পৃথক পৃথক হিসাব সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিলনা। সেজন্য পৃথক পৃথক হিসাব দেওয়া যায় নাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—এই যে এত টাকা খরচ করা হল, কংগ্রেসী আমলে এতে কত একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হয়েছে ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—ত্রিপুরায় মোট চাষযোগ্য জমি ২,৫০,০০০ হেকটার। তার মধ্যে সেচের অন্তর্ভুক্ত জমি হল ৩৩,০০০ হেকটার।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—তাহলে এই এক কোটি টাকা খরচ করে টোটেল প্রডাকশান কত বাড়লো ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—কত উৎপাদন বাড়লো এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং :—রাজ্যে কয়টা ডীপ টিউবওয়েল আছে ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার; স্যার, এই সংখ্যা এখন আমার হাতে নেই।

শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮০।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮০, স্যার।

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমার হাইড্রোলিক প্রজেক্ট বা জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ? যদি থাকে তাহা কোথায় ?

উত্তর

১। উদয়পুর মহকুমায় মহারাণীর কাছে নাজিরা ছড়ার উপর ক্ষুদ্র জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাবনা আপাতভাবে দেখা যায় এবং এই ধরনের কেন্দ্র স্থাপন করা যাবে কিনা, তাহা এখনও পরীক্ষাধীন।

শ্রীগোপাল দাস :—মন্ত্রী মহোদয়, এই যে জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা করার সম্ভাবনা আছে বলে বল্লেন, তাতে কত একর জমি জল সেচের আওতায় আসবে বলতে পারেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—আমি বলেছি যে জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করার সম্ভাবনা আছে এবং সেটা পরীক্ষাধীন আছে। এখনও কোন কিছু ফাইন্যাল হয় নাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯, স্যার।

প্রশ্ন

১। খোয়াই হইতে বেহালা বাড়ী হইয়া যে রাস্তাটি আশারাম বাড়ী গিয়াছে এই বছরে উক্ত রাস্তাটি পাকা পীচের রাস্তা করা হইবে কি? এবং

২। যদি হ্যাঁ হয়, তারা হইলে কখন হইতে কাজ শুরু হইবে?

উত্তর

১। না, এরূপ কোন পরিকল্পনা নাই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—কেন এই পরিকল্পনা নাই, মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় সদস্য, খোয়াই হইতে বেহালা বাড়ী হইয়া যে রাস্তাটি আশারাম বাড়ী গিয়াছে, তাহা পীচ করার কোন পরিকল্পনা এই আর্থিক বছরে নাই। তবে খোয়াই হইতে বাছাইবাড়ী হয়ে যে রাস্তাটী সরাসরি আশারাম বাড়ী গিয়েছে, তাহাতে ইটের সলিং আছে।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মন্ত্রী মহোদয়, যে রাস্তাটীতে ইটের সলিং আছে বলে বললেন, সেই সলিং কবে হয়েছে জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এটা আমি পরে জানাব।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—এই রাস্তা দিয়ে যাতে মানুষ এবং গাড়ী চলাচল করতে পারে, তার জন্য রাস্তাটিকে পীচ করার প্রয়োজন আছে বলে মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—এটাও আমি পরে জানাব।

শ্রীহরিনাথ দেববর্ম্মা—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৩।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—স্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৩, স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে চড়িলাম হইতে ধারিয়াথাল স্কুল পর্য্যন্ত পাকা রাস্তা তৈরীর জন্য এষ্টিমেট করা হয়েছে?

২। যদি সত্য হয়, তাহলে অদ্যাবধি সেই কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। রাস্তাটি পূর্ত বিভাগের নথীভুক্ত না থাকায় এবং ব্যয় মঞ্জুরী না থাকায় কাজ আরম্ভ করা যায় নাই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই রাস্তাটি একান্ত দরকার। কাজেই এই রাস্তাটি যাতে খুব তাড়াতাড়ি তৈরী করা যায়, তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—আমরা এটা বিবেচনা করে দেখব।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা ঃ—আমি বিশ্রামগঞ্জ পি, ডবলিউ, ডি অফিস থেকে জেনেছি যে এই রাস্তাটির জন্য অনেক দিন আগেই এষ্টিমেট তৈরী হয়ে গিয়েছে, অথচ এই রাস্তাটি এখন পর্য্যন্ত তৈরী না হওয়ার কারণ বলতে পারেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—রাস্তাটি পূর্ত বিভাগের নথীভুক্ত নাই; যদিও এই রাস্তাটির জন্য ৩,৬০,৮০০ টাকার এষ্টিমেট তৈরী হয়েছিল। যেহেতু রাস্তাটি পি, ডবলিউ, ডির রাস্তা নয়, ব্লকের রাস্তা এবং ব্লক থেকে পি, ডবলিউ, ডিকে হ্যাণ্ড ওভার করা হয়নি, সেহেতু এই রাস্তাটি করা সম্ভব হয়নি।

শ্রীসময় চৌধুরী :—পি, ডবলিউ, ডির রাস্তা নয়, অথচ এষ্টিমেট করা হল কেমন করে, মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার মহোদয় যদি অনুমতি দেন, আমি বিষয়টা ক্লিয়ার করতে পারি। সেটা হচ্ছে, কতগুলি প্রয়োজনীয় রাস্তা করার জন্য পি, ডবলিউ, ডি এষ্টিমেট করতে পারে। কিন্তু কোন রাস্তা যদি ব্লকের আণ্ডারে থাকে, এবং ব্লক যদি পি, ডবলিউ, ডিকে হ্যাণ্ডওভার না করে, তাহলে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ব্লক থেকে কোন রাস্তা করলে পর ক্ষতিপূরণের তেমন কোন প্রশ্ন উঠেনা, কারণ ব্লক জনসাধারনের সহযোগিতায় সেই সব রাস্তা করে থাকে। এখন পি, ডবলিউ ডির হাতে যখন সেই রাস্তা নেই এবং পি, ডবলিউ, ডি যদি সেই রাস্তা করতে যায়, তাহলে জমির ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন উঠে এবং সেই ক্ষতিপূরণ দিতে গেলে রাস্তার এষ্টিমেট টাও বিরাট হবে। কাজেই ব্লকের জনসাধারণ যদি পি, ডবলিউ, ডির হাতে হ্যাণ্ডওভার করে, তাহলে পি, ডবলিউ, ডির সেই রাস্তা করতে কোন অসুবিধা নাই।

মিঃ স্পীকার :—যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত এবং তারকা চিহ্নবিহীন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি সেগুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

জিরো আওয়ার ডিসকাশান

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই জিরো আওয়ারে আমি একটা পাবলিক ইম্পর্টেন্স বিষয় নিয়ে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। বিষয়টি হল ত্রিপুরাতে যে সমস্ত সংবাদ পত্র রয়েছে তাদের সংবাদ ছাপানোর ব্যাপারে ক'টি বিধি নিষেধ জারি করে একটা প্রেস রিভিও কমিটি করার পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন। আমার মনে হয় এটা প্রেস সেনসারশিপের মতই একটা ব্যাপার। কাজেই আমি এই ব্যাপারে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই (ইন্টারাপশান) (ভয়েস—কোথায় করা হয়েছে—আপনি কি করে জানতে পারলেন)

মি: স্পীকার :—আপনি নোটিশ দিলে আমি বিবেচনা করে দেখব। (ইনটারাপশান)

শ্রীসমর চৌধুরী :—জিরো আওয়ারে আমি একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এই হাউসের সামনের উপস্থিত করছি। গতকাল রাত্রি প্রায় আড়াইটা তিনটার সময় আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে একজন ছাত্র কর্মী, ডুকলীতে তার বাড়ী, বড়দোয়ালী স্কুলে পড়ত ক্লাস নাইনে বা টেনে হানিফ মোহম্মদ তাকে খুন করা হয়েছে এই সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর চার্জে যিনি আছেন তাঁকে আমি অনুরোধ করছি সেই সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত করার ব্যবস্থা করা হউক।

শ্রীবীরেন দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত অপরাধীকে অবিলম্বে খোঁজ করা এবং তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি বিধানের জন্য সরকার ইতিমধ্যেই কাজ আরম্ভ করেছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী—আর একটা ব্যাপারে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই—হবিবুর রহমান, সোনামুড়া মহকুমার বড়পাথারী কৃষক সভার এবং সেখানকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী তাকে কিছু দিন যাবত পাওয়া যচ্ছে না। তার আত্মীয় স্বজন এবং গ্রামবাসী সকলে থানায় এজাহার দিয়েছেন। তারা সন্দেহ করছেন যেহেতু সে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী ছিলেন। গত ৩০ বছর যাবত কংগ্রেসী যে সমস্ত গুণ্ডা মস্তান তৈরী করেছিলেন তারা তাকে খুন করেছে। আমি তার বিস্তৃত তদন্তের জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব।

মি: স্পীকার—আমি মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরীর কাছ থেকে একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। উক্ত নোটিশটির বিষয়বস্তু হয় "সোনামুড়া মহকুমার কালীকৃষ্ণনগরের জুলুম মিঞা নামক এক ব্যাক্তি গত ১৪,৩,১৮ইং তারিখে সীমান্তের কাছে বাংলাদেশ দুর্বৃত্তগণ খুন হওয়া সম্পর্কে"।

আমি মাননীর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটা তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগামী ২০শে মার্চ এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটীশের জবাব দেব।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী আগামী ২০শে মার্চ্চ, ১৯১৮ইং তারিখে তাঁর জবাব দেবেন।

আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আমি পেয়েছি মাননীয় সদস্য বিমল সিংহের কাছ থেকে। নোটিশটীর বিষয় বস্তু হল "ধর্মনগর কালাছড়া হাই স্কুলে ছাত্র ও শিক্ষক অসন্তোষজনিত কারণে গত ২/৩ দিন যাবত অচলাবস্থা সম্পর্কে"।

আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটীশটীর উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটা তারিখ জানাবেন যে দিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব—মি: স্পীকার স্যার, এই নোটিশটি আমরা কাল বিকালে পেয়েছি এর জন্য বিস্তৃত তথ্য আমরা সংগ্রহ করতে পারি নাই। তবে আমি যতটুকু জানি এখানে ক'টি কথা বলব সেই কালাছড়া হাই স্কুলের ছাত্রেরা কিছুদিন আগেই ধর্মঘটের কথা বলেন—তাদের বিজ্ঞান শিক্ষক সহ ৫ জন শিক্ষক অবিলম্বে সেখানে নিয়োগ করা এটাই ছিল তাদের দাবী সেই স্কুলের শিক্ষকের অভাব আছে তার মধ্যে ২ জন শিক্ষক ছুটীতে যাওয়ার ফলে ছাত্রদের পড়াশুনায় অসুবিধা হচ্ছে—আর অন্যকোন দাবী আছে কি না আমি জানি না। তবে আমি এই কথা বলতে চাই যে স্কুলে শিক্ষকের অভাব আছে এবং অনেক স্কুলে সেই রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী নূতন শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থাও আমরা করছি। কাজেই আমরা আশা করছি আগামী ৩০শে মার্চের মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ হয়ে যাবে। তখন শিক্ষক নিযুক্ত হলে স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা পূরণ করা যাবে। কাজেই আমি বলব এক সপ্তাহ বা দেড় সপ্তাহ ছাত্রদের কিছু অসুবিধা হবে। সরকারের উপর চাপ দিলেই ইমিডিয়েটলী শিক্ষক দেওয়া যাবে না। সরকারের দিকটাও ছাত্রদের চিন্তা করা উচিত। আমি বলছি শিক্ষক তারা পাবে। কাজেই আমি বলব ছাত্ররা যদি ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত করে থাকে তাহলে তারা যেন সেটা না করেন।

শ্রীবিমল সিংহ—মাননীয় মন্ত্রী মশাই সেই স্কুলে যে ক'জন শিক্ষক ছাত্রদের ক্লাস এইট থেকে পড়িয়ে ক্লাস টেন পর্য্যন্ত ছাত্রদের উঠিয়েছে এবং তারাপর সরকার সেটাকে আণ্ডারটেক করেছে কিন্তু শিক্ষকদের এবজর্ভ করে নাই—সেই ব্যাপারে আমি পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান চাইছি।

শ্রীদশরথ দেব—মি: স্পীকার স্যার, শিক্ষক এবজর্ভ করার জন্য কতগুলি নিয়ম আছে। কেউ নিজেরা একটা স্কুলে ষ্টার্ট দিলেই সরকার থেকে তাদের শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করা হয় না। সরকার থেকে তাদের এবজর্ভ করার জন্য কতগুলি নিয়ম অনুসরণ করে তাদের এবজর্ভ করতে হয়। এবং এটা কোন আইসোলেটেড ঘটনা নয়। এই ব্যাপারে কতগুলি নিয়ম নীতি আছে সরকারকে সেই নিয়ম নীতি মেনেই যা করার তা করা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—কংগ্রেসী আমলে করা হয় নাই তখন কোন সুযোগ হয় নাই। কিন্তু এখন যে সমস্ত স্কুলের কথা বলা হয়েছে নূতন সরকার কি তাদের অবিলম্বে নেওয়ার ব্যাবস্থা করবেন কি না ? (কোন উত্তর নাই)

শ্রীসমর চৌধুরী—অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান—স্কুল স্থাপনের নীতি ছিল সেই নীতি-তেই তারা স্কুল করেছে। শিক্ষক পোষ্টিং করেন নাই বছরের পর বছর পার হয়ে গিয়েছে এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আছে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব—মি: স্পীকার স্যার, এই রকম তথ্য আছে এই জন্য পলিটিক্যাল চাপেই হউক আর অন্য কোন চাপেই হউক—প্ল্যানিং কমিশনের অনুমোদিত বছরে যে ক'টা স্কুল করার দরকার তারা সেই নিয়োগ নীতির বাইরে আগেকার কংগ্রেস সরকার অনেক বেশী স্কুল তারা করেছিলেন। অথচ তার জন্য বাজেটে টাকার দরকার স্কুলএর জন্য শিক্ষকের বেতনের প্রয়োজন আছে তার জন্য বাজেটে প্রভিশান নেই। একটা স্কুল খুলে ষ্টাফ নিয়োগ করলেই তাদের সরকার থেকে নিয়ে নেবেন এটা নীতির দিক থেকে হতে পারেনা। এই ধরনের নিয়োগগুলি যদি সরকারের নিয়োগ নীতির মধ্যে হয় তাহলে তাদের নেওয়া যাবে আর সরকারী নিয়োগ নীতির বাইরে হলে তাদের কাউকে নেওয়া যাবে না।

শ্রীরামকুমার নাথ—মাননীয় স্পীকার স্যার আমি ভ্রমণ তথ্য জেনেছি যে কোন কোন দিন সকুলে এমন মাষ্টার আছেন যারা দেড় ঘণ্টা ডিউটি করেন না এবং আমাদের গ্রামাঞ্চলে যেমন তিলতৈ এবং দেওগড়া স্কুলে—

মি: স্পীকার মাননীয় সদস্য আমি একটা কথা বলেছি যে এখানে যে স্কুলের নাম বলা হয়েছে সেই স্কুলের কোন তথ্য যদি আপনি জানেন তাহলে বলুন অন্য স্কুলের কথা নয়।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, কালাছড়া স্কুলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ বহু আগেই তারা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে জানানো হয়েছে এবং এর আগে তারা ধর্ম্মঘট করেছেনা সেখানে পানীয় জল নেই, স্কুলে ঘর নেই এবং যখন সিনিয়র বেসিক স্কুল ছিল তখন প্রাইভেট উদ্যোগে কয়েক জন মাষ্টার মশাই তারা স্কুল করেছিলেন। তারপর নাইন খোলা হল, গত বৎসর টেন খোলা হয়েছে কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষক দেওয়া হচ্ছে না। হেডমাষ্টারের চার্জে এক জন আছেন কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে শিক্ষক দেওয়া হচ্ছে না। এবং দিনের পর দিন এই অবস্থা চলছে। কাজেই এ অবস্থায় কি ব্যবস্থা নেওয়া যায়, নিয়োগ নীতিতে কি আছে না আছে বলা সম্ভব নয় কিন্তু এদের সম্পর্কে কিছু করা যায় কিনা, যে সমস্ত গ্রেজুয়েট ছেলেরা মাষ্টারী করছেন তাদের সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রীমশায় কিছু ভাবছেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, কালাছড়া স্কুলের বিস্তারিত তথ্য আনার জন্য অলরেডি ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই সব তথ্য জেনে পরে যেগুলি জেনুইন, যেটা করা দরকার, সেই দিক থেকে সরকারের তরফ থেকে কোন একটী করা হবে না।

মি: স্পীকার—একটা দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরীর কাছ থেকে পাওয়া গেল সেটার বিষয়বস্তু হল, গত ১০/৩/৭৮ ইং তারিখে শিলাছড়ি প্রাইমারী হেল্থ সেনটারে ব্রজ মোহন চাকমা নামক এক ব্যক্তির মৃত্যু সম্পর্কে। মাননীয় মন্ত্রী যদি উত্তর দিতে পারেন তাহলে দেন এবং যদি না পারেন তাহলে কবে দিবেন তারিখটা বলুন :

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই তথ্য প্রকাশ করছি। গত ১/৩/৭৮ইং তারিখে সকাল আটটার সময় ব্রজ মোহন চাকমা নামক ৩৮ বৎসর বয়স্ক এক ব্যক্তি শিলাছড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্ত্তি হয়। রোগীর তখন মুখ, নাক এবং মলদ্বার দিয়া রক্ত পড়িতেছিল। রোগী সম্পূর্ণ সজ্ঞান ছিলেন এবং কোন আঘাতের ইতিহাস দেন নাই। খবরে জানা যায় যে শিলাছড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক ৩/৩/৭৮ ইং তারিখ হইতে ১২/৩/৭৮ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিনা অনুমতিতে স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কম্পাউণ্ডার রোগীকে ভর্ত্তি করেন এবং তাহার নির্দেশ অনুযায়ী রোগীকে সংগে সংগে নিম্নে বর্ণিত চিকিৎসা দেওয়া হয়।

1) Cialachrome injection,

One Ample	—	সকাল ৮টা।
One Ample	—	বিকাল ৪টা।
One Ample	—	রাত ১০টা।

2) Clauden 1 tab দিনে তিন বার।

কম্পাউণ্ডারের রিক্যুইজিশন অনুযায়ী অমরপুর হাসপাতাল হইতে অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হয়। অ্যাম্বুলেন্স রাত ১০-৩৫ মিনিটে শিলাছড়িতে পৌঁছায়। রোগীকে সেই অ্যাম্বুলেন্স এ অমরপুর হাসপাতালে পাঠাইতে রোগীর বাবা শ্রীঅন্নুদাস চাকমা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজন তখন রাজী হয় নাই। রোগী নিজেও অমরপুর হাসপাতলে একা যাইতে অস্বীকার করেন। রোগীর বাবা শ্রীঅন্নুদাস চাকমার ষ্ট্যাটমেনট অনুসারে জানা যায় যে রোগীকে ভর্ত্তি করার পরই তিনি নিজেই জ্বরাক্রান্ত হইয়া পরায় রোগীর

সঙ্গে যাইতে সক্ষম ছিলেন না। রোগীর অবস্থা ক্রমশ: জটিল হইতে থাকে এবং রাত ২টা ৩০ মিনিটে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। কমপাউণ্ডারের ষ্ট্যাটমেণ্ট অনুযায়ী রোগীর মৃত্যুর কারন অস্বাভাবিক মনে না হওয়ায় ঘটনা পুলিশকে জানানো হয় নাই। ১০/৩/৭৮ ইং তারিখ সকাল ছয় ঘটিকায় তাহার মৃতদেহ তাহার ভাই শ্রীবিমল কুমার চাকমার হাতে প্রত্যর্পণ করা হয়। উপরোক্ত তথ্য, দক্ষিণ ত্রিপুরার চীফ মেডিকেল অফিসার ঘটনাটি ১৪/৩/৭৮ ইং তারিখ রাত্রি ৮-৩০ মিঃ সরেজমিনে তদন্ত করার পর লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং ১৬/৩/৭৮ ইং তারিখে ভার প্রাপ্ত চিকিৎসকের কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়াছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, রোগীটি যে মারা গেল, এই রোগী কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছিল।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্পীকার স্যার, ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার উপস্থিত না থাকায় এটা জানা যায় নাই।

শ্রীসমর চৌধুরী—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, এই যে ইনজেকশন বড়ি ইত্যাদি দিয়ে প্রেসক্রিপশন করা হলো এটা কে করেছেন ? কম্পাউণ্ডার ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—কম্পাউণ্ডার এই প্রেসক্রিপশন করেছিল।

শ্রীসমর চৌধুরী—ডাক্তারের চার্জে কম্পাউণ্ডার ছিলেন। ডাক্তার কি সরকারী অনুমতি নিয়ে ছুটিতে ছিলেন না ছুটি না নিয়েই ছুটিতে ছিলেন ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে ডাক্তার বিনা অনুমতিতে ছুটিতে ছিলেন।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রীমহাশয় জানাবেন কি যে এই ডাক্তার কি এই প্রথম ছুটিতে গেলেন না কি তিনি নিয়মিতভাবেই ছুটিতে থাকেন ? এই প্রাইমারী হেলথ্ সেণ্টারে স্যার, এর জন্য রোগীও সাহস করেন না ভর্ত্তি হতে। কোন রোগী ভর্ত্তি হয় না। এই একটা হাসপাতাল যেখানে কোন রোগী নাই। এখানে রোগী রাখার ব্যবস্থা নেই। সেই জন্য রোগী ভর্ত্তি হয় না।

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্পীকার স্যার, সেই ডাক্তার প্রায়ই থাকেন না, কিংবা রোগীরা ভয়ে সেখানে ভর্তি হয় না, এ তথ্য আমাদের কাছে নেই।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ডাক্তার প্রায়ই থাকেন না এর জন্য সরকারী ভাবে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—আইনসঙ্গত ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শ্রীসমর চৌধুরী—এই যে শিলাছড়ি প্রাইমারী হেলথ্ সেণ্টার আছে সেখানকার এক মাসের রোগী ভর্তির অ্যাটেনডেন্স রেজিষ্টার খাতাটা দেখলে দেখা যায় সেখানে কোন রোগী আজ পর্য্যন্ত ভর্তি হয় নাই। এই রকম সেখানে একটা ভয়ের অবস্থা চলছে। সেটার তথ্য মাননীয় মন্ত্রীর সংগ্রহাধীন আছে কি না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—আমরা তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রীর বিবৃতিতে দেখা গেল যে রোগীকে ঔষধ দেওয়া হয়েছে, ইনজেকশান দেওয়া হয়েছে। এই যে ঔষধ এবং ইনজেকসান কম্পাউণ্ডার দিলেন, এটা কি রোগ মনে করে কম্পাউণ্ডার প্রেসক্রিপসান করেছেন ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—ওরা রোগের যে বিবরণ জানিয়েছিল, তাতে মনে হয় প্রেসক্রিপসন ঠিকই ছিল।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা—যে প্রেসক্রিপসান দিয়েছে সে কি দারোগা না কম্পাউণ্ডার ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—সেটা ঐ বিবৃতিতেই বলা হয়েছে।

শ্রীসমর চৌধুরী—ঐ শিলাছড়িতে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তারজন্য অবিলম্বে সেখানে সুষ্ঠু চিকিৎসা প্রবর্ত্তন করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি কি ব্যবস্থা সরকার থেকে গ্রহণ করেছেন তা জানাবেন কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কিছু দিন আগে মাত্র বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এর আগে কংগ্রেস রাজত্ব করে গেছে। গত ৩০ বছরে এই কংগ্রেস সরকার যা করেছে তাতে আমরা দেখতে পেলাম হসপিটালে ডাক্তার নেই, হসপিটালে নার্স নেই, হসপিটালে কম্পাউণ্ডার নেই। আমরা দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যে যত ডাক্তারের প্রয়োজন তার এক তৃতীয়াংশ ডাক্তারও নেই। এই অবস্থায় আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে ১৭ লক্ষ মানুষের কল্যাণের এবং স্বার্থের ও উপকারের জন্য ব্যবস্থা করতে পারি। মাননীয় সদস্যরা সকলেই আমার সঙ্গে এক মত হবেন যে আমরা দুই মাসের মধ্যে কোন মিরাকল দেখাতে পারবো না। আমাদের সময়ের দরকার। আমরা যদি সময় পাই তবে, আমাদের গভর্ণমেন্ট সর্বত্র চেষ্টা করবে মানুষ যাতে সুষ্ঠু চিকিৎসা পেতে পারে সেই ব্যবস্থা করা। মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আমি আরো জানাচ্ছি যে, এরমধ্যে আমরা কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসা করার জন্য তিন ডাক্তারকে ট্রেনিংয়ে পাঠিয়েছি। ট্রেনিং থেকে আসলে পর আমরা এইখানে কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসার জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে পারব।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—আমি এখানে বলব, যে কম্পাউণ্ডার চিকিৎসা করে রোগীকে মেরে ফেলেছেন সে জন্য উচ্চ পদস্থ অফিসার দিয়ে সেটা তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার বিরোধী পক্ষ এমন একটি বিষয়ের সূত্রপাত করেছেন, তিনি কেন করেছেন এটা আমি জানি না। সেই কম্পাউণ্ডার আনাড়ী কিনা এটাও আমাদের জানা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত এই কম্পাউণ্ডার আনাড়ী এ সম্পর্কে তিনি সার্টিফিকেট দিতে পারছেন না ততক্ষণ আমরা কি করে বিশ্বাস করবো যে তিনি আনাড়ী। আর তিনি যে প্রেসক্রিপসান করেছেন তাতে দেখা যাচ্ছে যে, এই প্রেসক্রিপসান ঠিক হয়েছে।

শ্রীদাউ কুমার রিয়াং—মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতির মাধ্যমে দেখা যায় যে, কংগ্রেসী আমলে সেখানে ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে বামফ্রন্টের আমলে সেখানে ডাক্তার উপস্থিত থাকেন না সেটার কারণ কি ?

শ্রীবিবেকানন্দ ভৌমিক—মাননীয় স্যার, আসলে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা সমস্ত বিষয়টাকে সঠিক ভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন নি। আমি আগেই বলেছি যে ডাক্তারের ব্যাপারে আইন সঙ্গত ভাবে ব্যবস্থা নেব এর পরে আর প্রশ্ন থাকতে পারে না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—আমরা এই ব্যাপারে বিরাট একটা উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি। মাননীয় মন্ত্রী এখানে স্বীকার করছেন যে এই রকম কেস অনেক চলছে। কাজেই এই সমস্ত হসপিট্যাল গুলিতে যাতে আরো সুষ্ঠুভাবে চিকিৎসা করা হয় তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

মিঃ স্পীকার—এইজন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা তিনি আগেই বলেছেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—কিন্তু স্যার, বিষয়টা খুবই—

দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব

মিঃ স্পীকার—আপনি বসুন। এ ব্যাপারে আর সময় দেওয়া যাবে না। এখানে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণ বিষয় সম্পর্কে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আজকে বিবৃতি দেবেন বলেছিলেন কলিং এটেনসান ছিল মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল চৌধুরী মহাশয়ের। প্রস্তাবের বিষয়টি হলো —

"গত ১১ মার্চ্চ, আমলীঘাট (সাব্রুম) বি. এস. এফ. ক্যাম্পের নিকটবর্ত্তী স্থানে কেশব দাসের বাড়ীতে ডাকাতি সম্পর্কে।"

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্র বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর পক্ষ হইতে আমি বিবৃতি দিচ্ছি। শ্রীসুনীল চৌধুরী এম, এল, এ. মহোদয়ের বি, এস, এফ, ক্যাম্পের নিকটবর্ত্তী সাব্রুমের আমলীঘাট গ্রামের শ্রীকেশব দাসের বাড়ীতে গত ১১/৩/৭৮ইং তারিখে ডাকাতি সম্পর্কে আনীত দৃষ্টি আকর্ষণী প্রশ্নের ঘটনার বিশদ বিবরণ।

সাব্রুম থানার অধীন আমলীঘাট নিবাসী শ্রীকেশব দাস। পিতা—মৃত যোগেশ দাস। সাব্রুম থানায় আসিয়া অভিযোগ করেন যে, গত ১১ই মার্চ, রাত্রি প্রায় ১১-৩০ মি: এর সময় বাংলাদেশের ১৫।২০ জনের এক ডাকাত দল লাঠি, দা, ছেনী এবং টর্চ লাইট নিয়ে তাহার বাড়ীতে হানা দেয়। এই অভিযোগের মূলে ভারতীয় দণ্ড বিধির ৩৯৫ ধারায় সাব্রুম থানায় ৭(৩) ৭৮ নং মামলা নথিভুক্ত করা হয়। ডাকাত দল ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করে এবং নগদ ৩২ টাকা এবং অনুমান ১৪০০ (চোদ্দশত) টাকা মূল্যের কিছু সোনার গহনা, জামা কাপড় এবং টর্চ লাইট ডাকাতি করে নিয়ে যায়। দুর্বৃত্তরা লুঙ্গি, জামা এবং কোট পরিহিত ছিল। অভিযোগকারীর শ্যালক শ্রীহারান দে বাংলা দেশের ছাগলনাইয়া থানার অধীন চম্পক নগর গ্রামের আব্দুল হোসেন নামীয় এক ব্যক্তিকে ডাকাত দলের মধ্য হইতে চিনিতে পারিয়াছিল। দুস্কৃতকারীদের মধ্যে কয়েকজনকে বাংলাদেশের নাগরিক বিশেষত মুখ চেনা অনুসারে বাংলাদেশের চম্পকনগরের বাসিন্দা বলে কয়েকজন সাক্ষ্য পুলিশের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করেন। ঘটনাস্থল সাব্রুম থানা হইতে ৩২ কিঃমিঃ পশ্চিমে। আমলীঘাট বি. এস, এফ, চৌকি হইতে ১ কি: মিঃ উত্তর পূর্ব দিকে এবং দক্ষিণ দিকে বাংলাদেশ সীমানা হইতে প্রায় ½ কিঃমি: দূরে অবস্থিত। তদন্ত চলাকালীন বি, এস, এফ, এবং বাংলা দেশ রাইফেল বাহিনীর লোক জনের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু কোন ফল পাওয়া যায় নাই। বিলোনীয়া মহকুমার এস, ডি, পি, ও ঘটনাটির তদন্তের তত্বাবধান করিতেছেন। তদন্তকার্য্য চলিতেছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে গত কয়েক দিন ধরে দেখা যাচ্ছে যে ডাকাতির ঘটনার বিবরণ চলছে। এবং সবগুলি কেসেই দেখা যাচ্ছে বাংলা দেশের ডাকাত দল ঘটনার মূল অভিযুক্ত আসামী। এবং এও দেখা যাচ্ছে একই দিনে ২/৩টি ঘটনা এক সঙ্গে আসে। সারা ত্রিপুরায়ই এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এবং এও বুঝা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের ডাকাত দলের সঙ্গে এদেশের মানুষের একটা যোগাসাজস আছে। কাজেই এ ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী কি চিন্তা করছেন জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব :—ত্রিপুরারাজ্যে এ ধরনের ঘটনা খুব ঘটছে এ কথাটা ঠিক নয়। ত্রিপুরাতে যথেষ্ট নিরাপত্তা আছে, ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে বেশ শান্ত পরিবেশ। তবে যে ঘটনাগুলি ঘটছে তা যাতে হ্যাণ্ডেল করা যায় তার জন্য সরকার চেষ্টা নিচ্ছেন। কিছুদিন আগেও বি, এস, এফ, ইন্সপেক্টার জেনারেলের সঙ্গে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর আলাপ আলোচনা হয়েছে এবং কি করে সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা যায় সেই দিক দিয়ে মোটামুটি আলাপ আলোচনা হয়েছে। আমাদের তরফ থেকে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই মি: তলোয়ারকে বলেছেন যে বি, এস, এফ এর উপর বর্ডারের দায়িত্ব রয়েছে যাতে সীমান্তে পাচার ইত্যাতি ঘটনা না ঘটতে পারে। যদি সীমান্তে ঐ সব ঘটনা ঘটতে থাকে তাহলে আমরা তাদের দায়ী করবো এবং প্রয়োজন হলে তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ নেব। এদিকের ডাকাত দলের সঙ্গে যাতে ওদিকের ডাকাত দলের যোগাযোগ থাকতে না পারে তার জন্য সামগ্রিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে, যে ডাকাত দল সৃষ্টি হচ্ছে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা তো করা হবেই এবং জনসাধারণের মধ্য থেকেও একটা উদ্যোগ নেওয়ার দরকার। পাচার যাতে বন্ধ হয় এ কথা বর্ত্তমান সরকার ভাবছেন এবং তার নিরাপত্তর ব্যবস্থাও করেছেন। সীমান্তে বি, এস, এফ বাহিনী বাদেও আমাদের তরফ থেকে একটা রক্ষী বাহিনী সে এলাকায় করার একটা প্রস্তাব আছে তবে পঞ্চায়েৎ নির্বাচন হওয়ার পর সে ব্যবস্থা আমরা নেব, সীমান্ত এলাকার গরুগুলি চিহ্নিত করার ব্যবস্থা আমরা করবো যাতে এই রাজ্যের গরু সবটাই বাংলাদেশে যায় কিনা, নাকি বিশালগড়ের গরু মোহনপুর বাজারে এসে বিক্রী হয় সেটা আমরা জানতে পারবো যদি সেই এলাকায় মার্কিন সিষ্টেমটা থাকে,সেই ব্যবস্থা গ্রহন করার কথা সরকার ভাবছে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পয়েণ্ট অফ ক্লারিফিকেশান, এই সাব্রুম (আমলীরঘাট) মহকুমার কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

শ্রীদশরথ দেব :—আসামী তো কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। আমি পূর্বেই এ জিনিষটা বলেছি যে ওরা বাংলাদেশের সিটিজেন। সে রাজ্যের বি, এস, এর সঙ্গে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারি নি। ঘটনার এখন তদন্ত চলছে এবং তদন্তের সম্পূর্ণ রিপোর্ট না পাওয়া পর্য্যন্ত হাউসের সামন বিস্তারিত বলা যাবে না। যতটুকু তথ্য আমার কাছে আছে সে তথ্য থেকে বলছি সব আসামী খোঁজে পাওয়া যায় কিনা সে দিকে সরকারের পক্ষ থেকে কোন ক্রটি হবে না বরং আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করব।

শ্রীদাউকুমার রিয়াং—মাননীয় স্পীকার মহাশয় আমি একটি প্রস্তাব এনেছিলাম কিন্তু সেটি গ্রহন করলেন না কেন বুঝতে পারলাম না?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি যে সর্ট নোটিশ দিয়েছেন সেটা ঠিক সময় মত দিন নি তাই গ্রহন করা হয় নি। এছাড়া অন্য কোন কারণ নেই। পরে দেব।

প্রাইভেট মেম্বাসস্ মোশান

মাননীয় অধ্যক্ষ :—সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হইল প্রাইভেট মেম্বারস্ মোশান। উত্থাপন করিবেন মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং।

উক্ত মোশানটি আলোচনার জন্য আমি ২০ মিনিট সময় ধার্য্য করেছি। এখন আমি রুলিং পার্টি এবং বিরোধী দলের চীফ হুইপদের অনুরোধ করছি তারা যেন তাদের দলের সদস্য যারা এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চান তাদের নাম আমার কাছে দেন।

আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং মহোদয়কে অনুরোধ করছি মোশনটি মুভ করার জন্য।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—দি ত্রিপুরা হ্যাণ্ডলুম এণ্ড হ্যাণ্ডি ক্র্যাপ্টস ডেভলাপমেণ্ট করপোরেশান লিমিটেড. সম্পর্কে।

ত্রিপুরার হ্যাণ্ডলুম এবং হ্যাণ্ডি ক্রাপ্ট ডেভলাপমেণ্ট করপোরেশানের ১৯৭৪-৭৫ সালের যে এনুয়্যাল রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে যে এই করপোরেশানে এ যাবৎ ১৩ লক্ষ ১১ টাকা ৯৪ লাভ করেছে কিন্তু আসলে এ রাজ্যে সত্যই নিট প্রফিট আছে কিনা সেটা আমরা বুঝতে পারলাম না কারণ এই করপোরেশানের বর্তমানে দেনা রয়ে গেছে ১১ হাজার ৫ শত ২১ টাকা ৭০ পয়সা কাজেই সেখানে আমরা দেখতে পাই মাত্র ১৮৪ টাকা ২২ পয়সা লাভ হয়েছে। তাছাড়া করপোরেশানকে সরকারের তরফ থেকে ১ লক্ষ টাকার মত দেওয়া হয়েছে। এই ১ লক্ষ টাকা কাজে ব্যবহার না করে কি করা হয়েছে সে সম্পর্কে মন্ত্রী বাহাদুর পরিষ্কার করে কিছু বলেন নি। এই করপোরেশনে ভবিষ্যতে কি কি পরিকল্পনা দেওয়া হবে তার শিল্পের উন্নতির জন্য এ কথা যদি আমাদের জানান তাহলে আমরা আনন্দিত হবো। এ কথা বলে আমার বক্তব্য আমি এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার। এই আলোচনার উপর কেউ কি বক্তব্য রাখতে চান। মাননীয় সদস্যরা যখন আলোচনা করবেন না তার জন্য আমি পরবর্ত্তী কার্যসূচী আরম্ভ করছি

বেসরকারী প্রস্তাব

অধ্যক্ষ মহাশয় :—সভার পরবর্ত্তী আলোচ্য বিষয় হলো বেসরকারী প্রস্তাব। আজকের লিষ্ট অব বিজনেসে একটি মাত্র প্রস্তাব আছে।

প্রস্তাবটি হলো :—ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছে যে বাংলাদেশের দুবৃর্ত্তগণ কর্তৃক চুরি ডাকাতির ফলে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যে সকল কৃষক গরু বা হালের বলদ হারাচ্ছে এবং হারাবেন, কেন্দ্রীয় সরকার সেই ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দানের সমর্ট দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

প্রস্তাব হচ্ছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়। আমি এখন শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবটি উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই সভায় প্রস্তাব করছি :—

"ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারে কাছে অনুরোধ করছে যে—বাংলাদেশের দুবৃর্ত্তগণ চুরি বা ডাকাতির ফলে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যে সকল কৃষক গরু বা হালের বলদ হারাচ্ছেন এবং হারাবেন, কেন্দ্রীয় সরকার সেই ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দানের দায়িত্ব গ্রহণ করুন।"

এই হাউসে আমি প্রস্তাব রেখে সকলের সমর্থন চাইছি। গত দিন ধরে ত্রিপুরারাজ্যে যে প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল তাতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার একই পার্টি এবং একই রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ত্রিপুরার অভ্যন্তরে এবং ত্রিপুরার সীমান্তে সর্বত্র এক মস্তান বাহিনী এবং গুণ্ডা বাহিনী সৃষ্টি করেছিল। স্যার, কত দুঃখের কথা ত্রিপুরাতে একটা শিল্প গড়ে উঠে নি, কলকারখানা গড়ে উঠে নি। বেকারদের তারা চাকুরীর ব্যবস্থা করেছিলেন, ব্ল্যাক মার্কেটিং-এর ব্যবস্থা করেছিলেন। তারা বেকারদের জন্য একটা নূতন ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে ছিলেন সেটা হলো

গরু চুরি করা। ডাকাতি, খুন, ছিনতাই এইগুলি তখন ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। বর্ত্তমানে সরকারের পরিবর্ত্তন হয়েছে। সমগ্র ত্রিপুরার জনগণের মনে এক আশা এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। বর্ত্তমানে যে জনপ্রিয় সরকার এই সরকার ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার অভ্যান্তরে যে সমস্ত বিশৃঙ্খলা, গুণ্ডামি এবং শয়তানি প্রচলিত ছিল তার কিছু উন্নতি হয়েছে। ছোট খাটো ঘটনা দুই একটি হলেও ঐ মস্তান এবং গুণ্ডারা বিভিন্নভাবে চক্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে এ কথা সত্য। এ কথা সত্য যে আমরা বিশেষ করে রাজ্য সরকার বর্ত্তমানের যে বিপুল জন সমর্থন, জনসাধারণের যে বিপুল সাহার্য্য সেই সাহার্য্য সামনে নিয়ে বর্ত্তমান সরকার ভিতরে যে সমস্ত টুকটাক নানা ঘটনা ঘটছে তা রোধ করতে সক্ষম হচ্ছেন। এ কথা সত্য সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব ত্রিপুরা সরকারের হাতে নেই, সীমান্তের প্রহরী হিসাবে যারা কাজ করছে সীমান্তকে রক্ষা করবার পারপূর্ণ দায়িত্ব তাদের। আমি থানায় আলোচনা করছি এবং বুঝতে চেষ্টা করেছি সেখানে ক্রিমিন্যাল অফেন্স এবং নানা রকম অফেন্স থাকে ইন সাইড অব ত্রিপুরা। ত্রিপুরা ভারতবর্ষের সীমানার ভিতরে, ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে নানা রকম সমস্যা আছে কিন্তু এখান থেকে ভারতবর্ষের বাইরে জিনিষ চলে যাবে, ভারতবর্ষের বাইরে থেকে নানা রকম গুণ্ডা আমদানী হবে নানা ধরনের ডাকাত ত্রিপুরার ভিতর ঢুকবে এবং ঢুকে ছিনতাই, লুট-তরাজ ইত্যাদি করবে। যারা ঢুকছে তাদের বাধা দেবে কে ? যখনই আমরা কোন প্রশ্ন করি, গত কয়েকদিন ধরে বিধানসভা চলাকালীন সময়ে কয়েটি প্রশ্ন এসেছে আমরা প্রশ্ন করেছি এবং তার উত্তর পেয়েছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বাধ্য হয়ে সীমান্ত এলাকাতে উত্তর দিতে হয়েছে যে পুলিশ উশৃঙ্খল। এই যে আমার পুলিশ এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের যতটুকু ক্ষমতা সেই ক্ষমতা দিয়ে তাদের দমন করা সম্ভব নয় এবং এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব গ্রহন করা দরকার। কৃষক ও কৃষি নির্ভরশীল বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকার যে নুতন পরিকল্পনা গ্রহন করেছেন সেই পরিকল্পনা কৃষির অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করার প্রশ্ন। আমরা শুনতে পেয়েছি বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকারের ঘোষিত নীতি এবং তারা বলেছেন তারা পরিকল্পনা নিয়েছেন অধিকাংশ জমি যাতে কৃষকের হাতে তুলে দিতে পারেন। তার ফলে সেই জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হবে এবং তাতে নিজেদের পক্ষেও কিছু আয় বাড়বে এবং আয় বাড়বার সাথে সাথে বাজারের দোকান গুলিও সচ্ছল হয়ে উঠবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে শিল্প কারখানা গুলিও সচ্ছল হয়ে উঠবে তাতে বেকার সমস্যারও সমাধান হবে। রাত্রে বেলা কৃষকের হালের বলদ, গরু ঘর থেকে চলেগেছে বাংলাদেশে সেই কৃষক যদি আবার হালের বলদ কিনতে যায় তবে তার হাজার টাকার মত খরচ হচ্ছে, ভীষণ দাম বেড়ে গেছে গরু,ও হালের বলদের। কৃষক একবার যা হারায়তা আর যোগাতে পারে না। কোথায় ভূমিহীন কৃষকদের জমি দিয়ে শক্তিশালী করবো, না উলটা দেখা যায় এই সব ঘটনায় কৃষকরা সেই জমি বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে এই ভাবে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা শক্তিশালী হতে পারে না। যে ভাবে ডাকাতি হচ্ছে, চুরি হচ্ছে, এই গুলি যদি বন্ধ করা না যায় তবে একটা ভয়ানক অবস্থার সৃষ্টি হবে। এই কৃষকদের যাতে শক্ত করা যায় তার জন্যই একটা পরিকল্পনা নিয়ে আমি এই প্রস্তাব এখানে উপস্থিত করেছি। আজকে যে সমস্ত কৃষক বলদ এবং হালের গরু হারিয়েছে সেই ক্ষেত্রে তাদের ক্ষতিপুরন দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। এই ক্ষতিপুরনের দায়িত্ব কে নেবে ? তাদের সাহার্য্য দিতে হবে, আর যদি তাদেরে সাহার্য্য না দেওয়া হয় তবে গরুকে রক্ষা

করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে। সমস্ত সীমান্তকে রক্ষা করার জন্য প্রতি বছর আমাদের হাজার হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। কিন্তু সেই টাকা এমন ভাবে খরচ করা হোক যাতে বডার দিয়ে কোন গরু যাতে পাচার করে নিতে না পারে, তার জন্য কঠিন ব্যবস্থা গ্রহন করা হোক। আর যদি এই সব ব্যবস্থা গ্রহন না করা হয় তবে ত্রিপুরা থেকে যে সমস্ত জিনিষ পত্র বাইরে চলে যেতে আরম্ভ করেছে সেটা কেন্দ্রীয় সরকারকে দেখতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রত্যেকটি মানুষের দাবী করার অধিকার আছে এবং সেই অধিকার নিয়ে আমি এই প্রস্তাব এখানে এনেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা অনেক সময় অনেক হিসাব পেয়েছি, সেই হিসাবে আমরা দেখছি প্রতি বছর গরু চুরী ডাকাতির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। বাংলা দেশের লোক সীমান্ত বর্তী এলাকায় এসে গরু পাচার করে নিয়ে যায়, শুধু তাই নয় তাদের বাড়ীতে চুরি হয় ডাকতি হয় সেই সব কৃষকরা সবাই থানায় যায় না। ১৯৭২ সালে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে একটা নির্বাচন হয়েছিল, সুখময় সেন ছিলেন সেই সরকারের মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৭২ সালে এই বিধান সভায় যখন প্রথম আসি তখন এই বিধান সভায় আমি বারবার প্রশ্ন তুলেছি এবং দায়িত্বনিয়ে বলেছি থানায় গিয়ে কংগ্রেসীরা নামগুলি দিয়ে আসে, তাদের একটা লিষ্ট থাকে এবং তাদেরে বলে-দেয় যে এই সব নামে কোন রিপোর্ট আসলে তাদেরে ছেড়ে দিবে, তারাও লিষ্টের সঙ্গে মিলিয়ে ঐ সব লোকদের ছেড়ে দেয় এই চলছিল কংগ্রেসী রাজত্বে। বামফ্রন্ট সরকার ২ মাস হয়েছে সরকারে এসেছে, ত্রিপুরার মানুষ স্বাধীন, নিরপেক্ষ ভাবে ভোট দিয়ে বর্তমান সরকারকে গঠন করেছে। আমরা দেখতে পাই গ্রামের মানুষের আতঙ্ক এখনও যায় নাই, তারা পুলিশ দেখলে আৎকে উঠে এই সব কেইসে কেউ হাজির দিলে তার আর রক্ষা নাই। এই রকম বহু ঘটনা আমি দেখেছি আমি তাদেরে জিজ্ঞাসা করেছি কিন্তু তারা কেউ চোরের নাম বলে না, কিন্তু সবাই জানে যে এই গ্রামে চোর আছে। চোরের নাম বলছে না কেন? কারন সবাই আতংকিত। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের হোম ডিপার্টমেন্টের যে থানা গুলি আছে, সেই থানার কিছু কিছু তথ্য যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখব যে পুলিশ সীমান্ত সংলগ্ন যে সমস্ত বাড়ী গুলিতে চুরি ডাকাতি হয়েছে, সেখান থেকে ষ্টেনগানের গুলি, মেশিন গানের গুলি উদ্ধার করেছে। বাংলাদেশ থেকে সশস্ত্র দুবৃত্তেরা ত্রিপুরায় এসে দরিদ্র কৃষকদের গরু চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলগুলিতে অহরহ এই সমস্ত ব্যাপার হচ্ছে। আর আমাদের গরীব কৃষকেরা গরু হারিয়ে, সর্বশান্ত হয়ে তাদের যে সামান্য পরিমান জমি আছে, অভাবের তাড়নায় সেটাও তুলে দিচ্ছে মহাজনের হাতে। এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে ত্রিপুরার কৃষি অর্থ নীতিতো পংগু হয়ে যাবে, সমস্ত পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যাবে। এই অবস্থা তো চলতে দেওয়া যেতে পারে না। কাজেই এই সমস্ত চিন্তা করে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে নির্দিষ্ট ভাবে দায়িত্ব নেন, তজ্জন্য একটা প্রস্তাব আমি এই বিধান সভায় রাখছি।

" ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে- বাংলা দেশের দুবৃত্তগণ কতৃক চুরি বা ডাকাতির ফলে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যে সকল কৃষক গরু বা হালের বলদ হারাচ্ছেন এবং হারাবেন, কেন্দ্রীয় সরকার সেই ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পূর্ণ ক্ষতিপুরণ দানের সমগ্র দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

আমি আশা করি আমার এই প্রস্তাবটি মাননীয় সদস্তরা সমর্থন করবেন এবং ভোটে পাশ করিয়ে দেবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্তগণ, আপনারা যার এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা করতে চান, তারা আমার কাছে নাম দিতে পারেন।

শ্রী নকুল দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্ত শ্রী সমর চৌধুরী আজকে হাউসে যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। এটা আমদের অজানা নয় যে সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা গুলিতে গরু চুরির ফলে দরিদ্র কৃষকদের অবস্থা অত্যন্ত চরমে উঠেছে। এই সীমান্ত রক্ষা করার দায়িত্ব বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্য সরকারও সেব্যাপারে সহযোগিতা করছেন। মাননীয় সদস্ত শ্রীসমর চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে দুবৃত্তরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে, এই সমস্ত কথার অবতারনা করেছেন এবং সেই আগ্নেয়াস্ত্রর সঙ্গে লাঠি দিয়ে মোকাবিলা করা কতটুকু সম্ভব সেটা ভাববার বিষয়। সুতরাং সে সম্পর্কে, বিশেষ করে বর্ডার অঞ্চলগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকারের অনেক বেশী দায়িত্বশীল হওয়া প্রয়োজন। ত্রিপুরার প্রায় ত্রিদিকই পররাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই বিরাট অঞ্চলের মধ্যে বি, এস, এফ ক্যাম্প প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত পারিমিত। যার জন্য বিগত দিনের বিধানসভাগুলিতে, সে সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। অনেক সীমান্তবর্ত্তী এলাকায় স্কুলও আছে এবং সেই সমস্ত স্কুলের চেয়ার টেবিল বাংলাদেশে পাচার হয়ে গিয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা সরকার হয়তো বাংলাদেশের দুবৃত্ত দমনের ব্যাপারে মোকাবিলা করতে পারেন, তবে সেটা নিরাপত্তার দিক থেকে যথেষ্ট নয়। কাজেই সীমান্ত রক্ষা করার দায়িত্ব যেহেতু কেন্দ্রীয় সরকারের, সেইহেতু গরু যখন চুরি হবে, তখন ক্ষতি পুরনের ভারও কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৮০ জন মানুষের মাসিক আয় যেখানে মাত্র ২০ টাকা, সেখানে একবার গরু চুরি হয়ে গেলে, পুনরায় গরু কিনা তাদের পক্ষে দুঃসহ ব্যাপার, বিশেষ করে যাদেরকে কংগ্রেসীরা পুর্ণবাসনের নাম করে দুর্গম প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে নির্বাসন দিয়েছেন। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে এই সমস্ত অঞ্চলগুলিতে রাস্তা করে দিয়ে, বিভিন্ন কিছু করে দিয়ে, ওদেরকে মোটামোটি ভাবে বাঁচার মত একটা সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। বিগত দিনে কংগ্রেস সরকার যখন তাদেরকে পুর্ণবাসন দেন, তখন ঐ সমস্ত অঞ্চলগুলিতে পুর্ণবাসন না দেওয়ার জন্য আমরা বার বার আবেদন নিবেদন করেছি। বিশেষ করে শরুরা অবস্থার সময়ে তারা বিট্রেড হয়েছিল। ওদেরকে বলা হয়েছে যে তোমাদেরকে ৫।৬ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে, কিন্তু প্রকারান্তরে ৩ হাজার টাকার মতন দেওয়া হয়েছে। তাদেরকে যে সমস্ত ঘর করে দেওয়া হয়েছে, সেই সমস্ত ঘর করতে ৫০০ টাকা ও খরচ হয়নি। দুইশত, আড়াইশত টাকায় ঘর করে দিয়ে বাকী টাকা তদানীন্তন কংগ্রেসী দালালরা আত্মসাৎ করেছে। এমনি দুরব্যাবহারের মধ্যদিয়ে গরু কিনা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তথাপি আজকে সকালে যদি কিনে, হয়তোবা রাত্রে এসে তাদের গরু চুরি করে নিয়ে যাবে। সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের, সুতরাং সীমান্ত রক্ষা যতদিন না জোরদার করা হচ্ছে ততদিন পর্য্যন্ত আমাদের গরীব কৃষকদের গরু যদি চুরি হয়, তাহলে তাদের ক্ষতি পুরণ দিতে হবে, এবং সেই দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে সম্পূর্ণ ভাবে নিতে হবে এবং এটা অত্যন্ত যুক্তি সংগত প্রস্তাব।

মাননীয় স্পীকার স্যার, বিশেষ করে আমার এলাকা কমলপুর সম্পর্কে বলছি—সেখানে বিগত তিন দশক ধরে কংগ্রেস কি পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রেখেছিল? ঐ গ্রামের দরিদ্র কৃষকরা ধান বিক্রি করে গরু কিনে, কিন্তু কংগ্রেসী দুবৃত্তরা তাদের গরু চুরি করে নিয়ে যায়। তারা আবার গরু কিনে, আবার তাদের গরু চুরি করে বাংলাদেশে বিক্রি করে আসে। আজকে আমাদের সরকার, আমাদের জনগণ তাদের কাছ থেকে সেই গরু উদ্ধার করে এবং পুলিশের মাধ্যমে

নিলামের ব্যবস্থা করে। আজকে যখন আমি আমার এলাকায় যাই তখন ঐ দুবৃত্তরা আমাকে বলছে যে, না ঐ নিলাম আমাদেরকে ফেরত দিতে হবে। কেননা আমরা ঐ কাজ করতাম, কংগ্রেস আমাদের ঐ কাজ করার জন্য মদত জুগিয়েছে এবং পুলিশ আমাদের সহযোগিতা করত। আজকে আমরা বাঁচব কি করে? আমাদের বাঁচার পথ বন্ধ। এই ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস আমাদেরকে গরু চুরি করতে শিখিয়েছে। কাজেই আমাদেরকে গরু চুরি করার অধিকার দিতে হবে। এই কংগ্রেস যেহেতু ৩০ বছর ধরে গরু চুরি করতে শিখিয়েছে, কাজেই সহসা সেটা বন্ধ করা যাবে না, আরও কিছুদিন সময় নেবে। কাজেই যতদিন সীমান্ত এলাকায় গরু পাচার বন্ধ না হবে, ততদিন পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব নিতে হবে। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় সরকারের যে রিজার্ভ ব্যাংক আছে, আমাদের রাজনগরে যে গ্রামীন ব্যাংক আছে, তা থেকে দরিদ্র কৃষকদেরকে গরু কেনার জন্য ঋণ দানের ব্যবস্থা করতে হবে। আমি জানি দরিদ্র কৃষকরা যখন গরু কেনার জন্য ব্যাংকের নিকট ঋন চাইতে যায়, ধখন ব্যাঙ্ক তাদেরকে ঋন দেয় না। তাদেরকে বলে যে আজকে তোমাদেরকে টাকা দিলে কালকেই বাংলাদেশে গরু পাচার হয়ে যাবে। যার জন্য সীমাবর্ত্তী এলাকায় যাদের জমি আছে, গরুর অভাবে তারা চাষ করতে পারেনা এবং সামগ্রীক ভাবে তাদের বাঁচার পথও আজকে রুদ্ধ প্রায়। তাই আজকে মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী এখানে যে প্রস্তাব উপস্থাপন করেছেন, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনন্দন যোগ্য। কাজেই এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য গণ আমাদের হাতে এখন আর সময় নেই, কাজেই সভা অদ্য বেলা ২টা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

মধ্যাহ্ন বিরতির পর

মিঃ স্পীকার :—আমি মাননীয় বিধায়ক শ্রীসমর চৌধুরী কর্ত্তৃক আনীত প্রস্তাবের উপর বক্তব্য রাখার জন্য মাননীয় সদস্য শ্রীমাখন চক্রবর্ত্তীকে অনুরোধ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই মাত্র একটা সিরিয়াস খবর পেয়েছি—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটা জিরো আওয়ার নয়। এরজন্য আপনাদের সময় দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পরে আমাদের এ বিষয়ে বলার সেকাপ্ দেওয়া হবে কিনা?

মিঃ স্পীকার :—এই মুহূর্তে সময় দেওয়া সম্ভব নয়, যদি বিষয়টির উপর আলোচনার জন্য আপনি নোটিশ দেন, তাহলে আমি দেখব।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—নোটিশ দেওয়ার সময় নেই, বিষয়টা অত্যন্ত জরুরী—

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—পরে আমাদের সুযোগ দেওয়া হবে কিনা?

মিঃ স্পীকার :—আজকে দেওয়া সম্ভব নয়। আপনারা যদি নোটিশ দেন তাহলে আমি আগামী ২০ তারিখে সময় দিতে চেষ্টা করব।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা এ বিষয়ে সরকারের বক্তব্য জানতে চাই।

শ্রীনগেন্দ্র কুমার জমাতিয়া :—এটা জেলের ব্যাপার—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বসবেন কিনা আমি জানতে চাই, আমি বলছি দেবনা—

শ্রীনগেন্দ্রকুমার জমাতিয়া :—এটা সিরিয়াস ব্যাপার, কেন দেওয়া হবে না আমি জানতে চাই—

শ্রীমাখন চক্রবর্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 'ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে—বাংলাদেশের দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক চুরি বা ডাকাতির ফলে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যে সকল কৃষক গরু বা হালের বলদ হারাচ্ছেন এবং হারাবেন, কেন্দ্রীয় সরকার সেই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দানের সমগ্র দায়িত্ব গ্রহণ করুণ', এই বলে মাননীয় বিধায়ক শ্রীসমর চৌধুরী যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি এবং অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সরকার সে প্রস্তাবের কার্যকরী ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ রাখছি। কারণ প্রস্তবটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে গরু পাচার সম্পর্কে এই বিধানসভায় অনেক প্রশ্ন উঠেছিল, আলোচনা হয়েছে এবং এটা স্বীকৃত যে এই রকম একটা অবস্থা দীর্ঘদিন যাবত চলে আসছে যার ফলে আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরার কৃষক অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। যেহেতু ত্রিপুরা একটা ছোট্ট রাজ্য, তার যে ভৌগলিক অবস্থা তিনদিক দিয়ে আমাদের বাংলাদেশ ঘিরে রেখেছে, একটা বিরাট এলাকা বাংলাদেশ বেষ্টিত, তাই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবত আমরা লক্ষ্য করছি যে সেই সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের, সেই হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার এখানে তার সেনাবাহিনী দিয়েছে, সি, আর, পি, বি, এস, এফ, দিয়েছে সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য, কিন্তু বিগত ৩০ বছর যখন কেন্দ্রে এবং রাজ্যে কংগ্রেস সরকার ছিল, বর্ডারের নিরাপত্তার নামে সেই সমস্ত বাহিনীকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করার জন্য, তাদের লাঠি পেটা করার জন্য ঐ সি, আর, পি, বি, এস, এফকে ব্যবহার করেছে, কিন্তু বর্ডারের নিরাপত্তা তারা রক্ষা করতে পারে পারেনি, উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই সেগুলির করা হয়েছিল, যার জন্য আজকে আমরা তার ফল ভোগ করছি। প্রকৃতভাবে বর্ডার রক্ষা করতে পারলে এই সমস্যার সম্মুখীন আমাদের আজকে হতে হতনা। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা ত্রিপুরার এই অবস্থার একটা পরিবর্তন আনতে চাই। কেন্দ্রীয় সরকারের অবহেলা এবং উদাসীনতার জন্যই আজকে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং আমাদের কৃষকরা লান্ছিত, বঞ্চিত হয়েছে, আমাদের অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থাকেও ব্যর্থ করে দিয়েছে, আমি সেদিকে বেশী যাচ্ছি না। আমি শুধু প্রস্তাবকে সমর্থন করে বলব যে অতিসত্বর ঐ সমস্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে এবং বর্ডার এলাকাকে আরও শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার নিশ্চয়ই নেবেন এবং মাননীয় বিধায়ক সমর চৌধুরী যে ক্ষতিপূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী রেখে প্রস্তাব এনেছেন অবিলম্বে তার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন সে আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

দ্রুমার রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন সেই প্রস্তাব সম্পর্কে নীতিগতভাবে আমাদের সমর্থন আছে। তবে আমরা মনে করি এটা বামফ্রন্ট সরকারের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবার একটা কৌশল মাত্র। কারণ গরু চুরিটা যদি কেন্দ্রের হাতে ছেড়ে দেয়, শেষে যদি ত্রিপুরা থেকে কারো কোন পরিবার বা বউ বাংলাদেশ থেকে এসে নিয়ে যায় তাও বোধ হয় কেন্দ্রকে দোষ দেওয়া হবে যে বি, এস, এফ, সেই বউকে রক্ষা করতে পারল না। অতএব কেন্দ্রের দোষ দেওয়া হোক। আমরা মনে করি ত্রিপুরা রাজ্যে শুধু এক মাইল সীমান্তের ভিতরই গরু চুরি হয় না, ২।৩ মাইল ভিতর থেকেও গরু চুরি যায়। সেই ২।৩ মাইলের মধ্যে পুলিশের চৌকি আছে এবং পুলিশ সেখানে নিস্ক্রীয় এবং বামফ্রন্ট সরকার এর পুলিশী ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। অথচ তাঁরা পুলিশী ব্যবস্থার জন্য ব্যয় বরাদ্দ দাবী করেছিলেন এবং আমরা জানতে পারলাম বামফ্রন্ট সরকার হওয়ার পর শত শত পুলিশ ইউনিয়ন গঠন করে তাদের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই আমরা মনে করি আগে আপনারা আভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলার প্রতি মনোযোগ দিন এবং গরু চুরি বন্ধ করতে সরকার যদি অগ্রসর হন তাহলে নিশ্চয়ই সরকার একটা প্রশংসনীয় কাজ করবেন। আর তা না করে যদি শুধু বি, এস, এফ, এর উপর এবং কেন্দ্রের উপর দোষ দেওয়া হয় তাহলে সেটা সরকারের উন্নতির কোন লক্ষ্মণ দেখাতে পারবেন না। কাজেই এই যে বিল আনা হয়েছে তাতে নীতিগত ভাবে আমাদের সমর্থন থাকলেও আমরা মনে করি এই বামফ্রন্ট সরকার বর্তমানে রাজ্যের স্বার্থ রক্ষায় যে ব্যর্থ

সেটা ঢাকা দেওয়ার জন্যই এই বিল এনেছেন। কাজেই আমরা বলতে চাই যে শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিলেই চলবে না রাজ্য সরকারও কিছু দায়িত্ব পালন করুন। কারণ বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাঁরা ক্ষমতায় এলে এইসমস্ত গরু চুরির ক্ষতিপূরণ তাঁরা করবে। কাজেই এখন তাঁরা সেটা না করে বলবেন যে কেন্দ্র রাজী নয়, তাই আমরা সেটা করতে পারছি না। সেজন্য আমি মনে করি যে বামফ্রন্ট সরকার তাঁদের দায় দায়িত্ব এড়িয়ে যাবার জন্য এই বিল এনেছেন।

শ্রীঅখিল দেবনাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী যে বেসরকারী প্রস্তাব সভায় পেশ করেছেন তা আমি সমর্থন করি। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। বিশেষতঃ ত্রিপুরার ১৭ লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ লোক সম্পূর্ণ কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই লোকগুলিকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে কৃষির প্রতি সরকারের দৃষ্টি দিতেই হবে। কিন্তু ত্রিপুরায় যে ভৌগলিক অবস্থা, তার তিন দিকে বাংলাদেশ—সেখানে অহরহ গরু চুরি হচ্ছে অথচ তার প্রতিকারের ভার সম্পূর্ণ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের উপর ন্যস্ত এবং সেই ফোর্স সম্পূর্ণ কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রনাধীন। সেই ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকার শুধু আভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। যদি এই কৃষি নির্ভর লোকগুলিকে রক্ষা করতে হয় তাহলে এই দিক দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করা ছাড়া আর উপায় নেই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সমস্ত ত্রিপুরার জনসাধারণ বলতে গেলে গরীব এবং শতকরা ৬০ জন দরিদ্র সীমা রেখার নীচে বাস করে। তারা কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাদের হালের বলদ যদি চুরি যায় তাহলে ত্রিপুরার কৃষি ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যগণ নীতিগত ভাবে এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছেন, সেজন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু বিরোধীতা করতে হবে এই ভেবে আভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলার কথা তুলে এটাকে তাঁরা সমালোচনা করছেন। আমি মনে করি যে বিরোধী পক্ষের যে কনষ্ট্রাকটিভ সমালোচনা করবার অধিকার রয়েছে তা থেকে দূরে সরে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করবার এটা একটা অংশ মাত্র। কারণ বর্ডার রক্ষা করার দায়িত্ব বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের উপর ন্যস্ত। তারা যদি গরু চুরি করাটাকে ঠেকাতে না পারেন তাহলে তারা তাদের কর্তব্য যেটা বর্ডারের নিরাপত্তা রক্ষা করা সেটা থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন। সেজন্য আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাই এবং বিরোধী পক্ষ এটাকে সমর্থন করছেন বলে আমি তাদের ধন্যবাদ দিই তাঁরা ভবিষ্যতে আরও কনষ্ট্রাকটিভ সমালোচনা করবেন বলে আমরা আশা রাখি।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত ক্ষতিপূরণ দানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করে নিয়ে যে প্রস্তাব, আমি সেই প্রস্তাবটি সমর্থন করি না। তবে যে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে, তারা ক্ষতিপূরণ পাক্ এই প্রস্তাব আমরা নীতিগতভাবে সমর্থন করি। কিন্তু সে প্রস্তাবটি যেভাবে আনা হয়েছে, সেটা আমরা সমর্থন করি না। প্রস্তাবের মধ্যে যে জিনিষটা দেখছি, সেটা হল, শুধু কেন্দ্রীয় সরকারকেই বলা হয়েছে সমগ্র ক্ষতিপূরণ দিতে। কিন্তু আমরা চাই এই প্রস্তাব সংশোধন করা হোক এবং রাজ্য সরকারকে বলতে হবে আমরা ক্ষতিপূরণ কৃষকদের দেব। দ্বিতীয়তঃ প্রস্তাব আসুক যে গরু চুরি গেলে কৃষকদের জন্য যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবী করা হোক। এইভাবে প্রস্তাব আনলে আমরা এটাকে সমর্থন করব। বামফ্রন্ট সরকার এই প্রস্তাব এনেছেন তার বড় কারণ হল আভ্যন্তরীন আইন শৃঙ্খলা নেই। বর্তমানে অস্থির, চঞ্চলতার মধ্যে চলছে। কাজেই বামফ্রন্ট সরকার আভ্যন্তরীন শান্তি বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন সম্পূর্ণভাবে। তাঁরা তাই তাঁদের নিজেদের ব্যর্থতাকে চেপে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই প্রস্তাব পাঠিয়ে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করতে চাইছেন। যে পুলিশকে বেতন দিয়ে অর্থ দিয়ে পালন করা হয়, সেই

পুলিশ তাদের দায়িত্ব পালন করে না। পুলিশ কিভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করবে, কিভাবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করবে, তার কোন নীতি নির্ধারণ করে বামফ্রন্ট সরকার দিতে পারছেন না। গত কয়েক দিন যাবত চুরি ডাকাতি সম্পর্কে এই হাউসে আলাপ আলোচনা হচ্ছে। তাতে বুঝা যাচ্ছে যে তাঁরা বার বার এই সমস্ত কথা শুনেও কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে চান না। তাহলে এইভাবে যদি ত্রিপুরার আভ্যন্তরীন আন শৃঙ্খলায় অবস্থা চলতে থাকে তাহলে কি করে সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করতে পারবে এই ধারণা কিছু তাঁরা দিতে পারছেন না। এই ধরণের কোন আশ্বাসই তারা এখানে দিতে পারছেন না। কাজেই যে প্রস্তাব এখানে এসেছে, তার মধ্য দিয়ে তাদের নিজেদের দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার একটা প্রসেস ছাড়া আর কিছু নয় বলে আমি মনে করি। তাছাড়া, তারা নির্বাচনের সময়ে নির্বাচনী ইস্তাহারে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন, এমন কি রাজ্যপালের ভাষণকে কেন্দ্র করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে বক্তব্য রেখে গিয়েছেন যে ত্রিপুরা থেকে চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি ইত্যাদি নির্মূল করে দেওয়া হবে, সেই প্রতিশ্রুতির কোনও প্রতিফলন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছিনা। বরং ত্রিপুরার দিকে দিকে আজকে কি গ্রামে, কি গঞ্জে চুরি ডাকাতি এবং রাহাজানি যেন একটা নিত্য ব্যপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, ফলে জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে এবং তারা শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করতে পারছে না। কাজেই মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী, তাঁর বক্তব্যের মধ্যে যা কিছু রেখেছেন বা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাতে এই বামফ্রন্ট সরকার অদূর ভবিষ্যতে আর কত দিন চলবে, তাতে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। কাজেই মাননীয় স্পীকার, স্যার, মুখে কোন কথা বলা এবং বাস্তবে সেটাকে রূপ দেওয়া যে কত কষ্টকর, তা আমরা এই সব ঘটনার দ্বারা বুঝতে পারছি। কিন্তু তারা গণতান্ত্রিক মানুষ, আমরা বর্তমান যুগের মানুষ, আমরা চাই প্রকৃত কাজ। কাজেই তাদের ভাষণের সংগে তারা বাস্তবে কি কাজ করছেন, সেটার প্রমাণ আমরা চাই। কিন্তু সেই প্রমাণ আজ আমরা তাদের কাজ কর্মের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। আর সেজন্য এখানে যে প্রস্তাব এসেছে, তাকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। তবে যে সব কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা যাতে করা হয়, সেটা আমরা চাই, এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরাম কুমার নাথ—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে প্রস্তাব এসেছে ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে যে—বাংলাদেশের দুরন্তগণ কর্তৃক চুরি বা ডাকাতির ফলে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যে সকল কৃষক গরু বা হালের বলদ হারাচ্ছেন এবং হারাবেন, কেন্দ্রিয় সরকার সেই ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দানের সামগ্রিক দায়িত্ব গ্রহণ করুন, এই প্রস্তাবকে আমি স্বাগত জানাই সর্বান্তকরণে সমর্থন করি।

আমার স্বাগত জানাবার কারণ হল এই যে ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা আসাম রাজ্যের পর উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে বাংলা দেশ পরিবেষ্ঠিত এবং কেন্দ্রীয় সরকার শতকরা ৭৫ ভাগ ক্ষমতা নিয়ে তার দায় দায়িত্ব পালন করবে বলে বসে আছেন। অথচ সেই দায়িত্ব তারা ঠিক মত পালন করতে পারছেন না। আর এই কারণে এই সভার সামনে যে প্রস্তাব এসেছে, তা খুবই সময় উপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি। তা সত্বেও আমাদের বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা, এখানে যে বক্তব্য রেখেছেন তা বিরোধীতারই নামান্তর। কিন্তু আমরা দেখছি

ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা ৬৮ জন লোক দরিদ্র সীমার নীচে রয়েছে এবং তারা সবাই গরীব কৃষক। এমতাবস্থায় তাদের যদি একটা হালের গরু বা বলদ চুরি যায় বা ডাকাতি রাহাজানি করে তাদের জিনিষপত্র দুবৃত্তরা নিয়ে যায় তাহলে তাদের যে কি দুরাবস্থা, তা তো আর বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা বুঝবার চেষ্টা করেন না। এ অবস্থায় গরীব মানুষগুলির কি অবস্থা হবে? এটা তো কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব, অথচ তারা এখানকার জন্য সেই দায় দায়িত্ব পালন করছেন না। তাই আমি এই প্রস্তাবের মধ্যে সংশোধন রাখব যে কেন্দ্রীয় সরকারকে এ' ১৯৪৭ সাল থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকদের এই বাবতে যে ক্ষতি হয়েছে. তার সমস্তটাই তাকে দিতে হবে। কিন্তু বিরোধী দলের মাননীয় সদস্য হরিনাথ বাবু এই প্রস্তাবকে সমন করতে পারছেন না বলে যে কথা বলেছেন, তাতে পামি দুঃখিত না হয়ে পারি না। আমি বলতে চাই ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত এই সম্পর্কে তারা একটি কথাও বলেন নি বরং আজকে বামফ্রন্ট সরকার যে দাবী এখানে তুলেছেন, সেটাকে পর্য্যন্ত তারা বিরোধীতা করছেন। কিন্তু তারা এই প্রস্তাবকে সমর্থন করুন আর নাই করুন, আমাদের বামফ্রন্ট সরকার জনসাধারণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছে, তারা সেটা পালন করতে চান। আর তারই জন্য যে সরকার ১৯৭৮ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখে শপথ গ্রহন করেছে, তারা মাত্র ২ মাসের মধ্যে এই রকম যে একটা বেসরকারী প্রস্তাব এই সভার সামনে আনতে পারল, তার জন্যই আমি এই প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করব যে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৭ লক্ষ মানুষও আমাদের এই প্রস্তাবকে স্বাগত অভিনন্দন জানাবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমাতহরি চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যারা বিরোধী দলের সদস্য হিসাবে এসেছেন, তারা এই রাজ্যে কত দিন ধরে বসবাস করছেন, তাতে আমার সন্দেহ আছে কারণ গত ৩০ বছর ধরে এখানে কংগ্রেস রাজত্ব ছিল এবং ঐ ৩০ বছরে কত গরু, মহিষ যে বাংলাদেশে পাচার হয়েছে, তার কোন সঠিক হিসাব পাওয়া মুসকিল এবং কংগ্রেস এই সমস্তের ক্ষতিপুরণের জন্য কোন প্রস্তাব তারা কোন করেন নাই। তাই আজকে আমাদের বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই সব ক্ষতিপুরণ আদায় করবার জন্য যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত এবং আমি এই প্রস্তাবকে সর্ব্বান্তকরনে সমর্থন করি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরী এখানে যে একটা প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশান এনেছেন, তাকে আমি সমর্থন করতে পারি না তবে এটা ঠিক যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, অর্থাৎ যে সমস্ত কৃষকদের হালের গরু বাংলাদেশে পাচার হয়ে গিয়েছে বা তাদের বিভিন্ন রকম জিনিস পত্র লুন্ঠন হয়ে গিয়েছে, সেই সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের ক্ষতিপুরন দেওয়া সরকার এবং এটা আমরা চাই কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার নির্বাচনী ইস্তাহারে যে সব বিষয় লিপিবদ্ধ আছে. তা আমাদের নজরে আছে কিন্তু আজকে এই শাসক দলের সদস্যদের ক'টি কথা আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না। আমাদের ত্রিপুরাতে আভ্যন্তরীন ডাকাতি, রাহাজানি হচ্ছে, লুন্ঠন হচ্ছে, গরু পাচার হচ্ছে এই ব্যাপারগুলিকে বাংলাদেশের সীমান্ত পাচারকারীদের সঙ্গে আলাদাভাবে দেখাতে চান। কিন্তু আমরা এই বিধানসভায় যে

সব তথ্য দেখেছি তাতে প্রমান পাওয়া যায় যে এই সমস্ত আভ্যন্তরীন সন্ত্রাসের সঙ্গে বাংলাদেশের পাচারকারীদের কিছু কিছু মিল রয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্যরা কি করে এই দু'টোর মধ্যে তফাত দেখছেন আমরা সেটা বুঝতে পারি না। আমরা বুঝতে পারছি যে এটা উদ্দেশ্যমূলক ভাবেই এই প্রস্তাব তাঁরা এনেছেন। কারন তাদের এই সম্পর্কে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার জন্য এছাড়া আর অন্য কোন রাস্তা নেই। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশের দুস্কৃতকারী যারা, তারা ত্রিপুরার আভ্যন্তরীন দুস্কৃতকারীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা তাদের সেই লুণ্ঠন চালাচ্ছে, গরু পাচার করছে. গৃহস্থদের বাসন পত্র নিয়ে যাচ্ছে এবং এই ব্যাপারে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার কোন সুষ্ঠু ব্যবস্থা নিতে পারছে না। এতেই কি প্রমান হচ্ছে না লাখ লাখ টাকা খরচা করে যে পুলিশ রাখা হচ্ছে সেই পুলিশের নিস্ক্রয়তাই এর জন্য দায়ী ? যাই হউক এই ব্যাপারে তাদের যা ইচ্ছা সেইভাবেই তারা প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, এখানে যে সমস্ত লুণ্ঠন হচ্ছে, এটা ত্রিপুরা সরকারের দায়িত্ব নয়, এগুলি ত্রিপুরার পুলিশের দেখার ব্যাপার নয়। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি থানার কাছাকাছি জায়গায়ও এই সব হামলা হচ্ছে ডাকাতি হচ্ছে। অথচ পুলিশ নিস্ক্রিয় এবং সরকারী বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পারছি যে এগুলি ত্রিপুরা পুলিশের কাজ নয় এটা দিল্লীর ব্যাপার। আমরা এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে এটাই বুঝতে পারছি যে এইভাবে পাচারকারীদের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে এবং আভ্যন্তরীন যারা সন্ত্রাস চালাচ্ছে তাদেরও পরোক্ষভাবে মদত দেওয়া হচ্ছে। এখানে ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমরা জানি বহু কেস—প্রায় ১ হাজার দরখাস্ত ত্রিপুরার সরকারের ফাইলে জমা পরে আছে যারা এই জন্য ক্ষতিগ্রস্ত এবং ক্ষতিপুরণের দাবী জানাচ্ছে। কিন্তু এই ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকারের বক্তব্য হচ্ছে ত্রিপুরা সরকারের এই ব্যাপারে কিছু করণীয় নাই, এটা দিল্লীর ব্যাপার দিল্লির কাছে দরবার করতে হবে। তাহলে আমি কি দাবি করতে পারি, ঐ যারা ক্ষতিগ্রস্ত তারা তাদের দরখাস্ত নিয়ে দিল্লীতে গিয়ে তাদের ক্ষতিপূরণের জন্য দরবার করার জন্য এই ত্রিপুরা সরকার কি তাদের টি. এ ডি. এ. দেবেন ? আমাদের ত্রিপুরা থেকে দিল্লীতে যদি ট্রেনেও যেতে হয় তাহলেও অন্তত পক্ষে ৭শ ৮শ টাকার কমে হবে না। এই খরচা কি ত্রিপুরা সরকার দিতে রাজী আছেন ? আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই যে বামফ্রন্ট সরকারের যে সব মন্ত্রীরা আছেন, তারা মাসে মাসে লাখ লাখ টাকা খরচা করে দিল্লীতে যাচ্ছেন, তারা কি করতে দিল্লীতে যান ? তারা কেন এই দায়িত্ব নিতে পারছেন না ? মাননীয় স্পীকার স্যার, কোন দায়িত্বশীল সরকার এইভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না—এই ভাবে ত্রিপুরার মানুষকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। সীমান্ত এলাকায় প্রতি দিন ২টা ৩টা করে ডাকাতি রাহাজানি হচ্ছে, সন্ত্রাস চলছে, সেক্ষেত্রে সরকার এই ভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা হতাশ হয়ে পড়েছি এই জন্য যে বামফ্রন্ট সরকার, তারা নিজেদের সীমান্ত রক্ষা করতে পারছেন না। এই সব পাচারকারীদের ব্যাপারে কংগ্রেসী সরকারের আমলে এই বিধান সভায় দাঁড়িয়ে আজকে যারা বামফ্রন্ট সরকার বললেন এটা আমাদের ব্যাপার নয়, এটা দিল্লীর ব্যাপার, আমাদের এখানে দরখাস্ত দিলে কোন কাজ হবে না, তোমরা তোমাদের দরখাস্ত দিল্লীতে নিয়ে যাও। আমাদের কোন দায়িত্ব নাই। কাজেই এর পর একটা সরকারকে আমরা মেনে নিতে পারি না। আমরা চাই এই দায়িত্ব এই সরকারকেই গ্রহণ করতে হবে। আমরা জানি এই যে একটা রিজোলিউশান এসেছে, এটা লোককে (ইন্টারাপশান) ধোঁকা দেওয়া ছাড়া আর কিছু উদ্দেশ্য নেই।

শ্রীবিমল সিংহ :—অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য তাঁর বক্তব্যে একটা বৈধ সরকারকে সরকার বলেছেন—আমি মনে করি এটা আনপার্লামেন্টারী।

(মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের আদেশঅনুসারে বাদ দেওয়া হল)

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য এই সরকার জন প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটা সরকার, এই সরকারকে বলাটা আনপার্লামেন্টারী--এই বক্তব্য আপনার বক্তব্য থেকে এক্সপাঞ্জ করা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, কাজটা অপদার্থের মত হয়েছে। তাছাড়া মাননীয় স্পীকার স্যার, সারা ত্রিপুরা জুড়ে একটা অরাজকতা চলছে সেদিন জনৈক জমাতিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সারাদিন তাকে না খাইয়ে রাখা হয়েছে। এবং আমরা এখন জানতে পেরেছি যে সে এখন সেন্ট্রাল জেলে তিন দিন যাবত হাংগার স্ট্রাইক করে চলছে। আজকে ট্রেজারী বেঞ্চের যারা দয়িত্ব নিয়েছেন (ইন্টারাপশান) ১৭ বছরের একটি জমাতিয়া ছেলে, তাকে জেলে পুরে রাখা হয়েছে (ইন্টারাপশান)

শ্রীবীরেন দত্ত—মিঃ স্পীকার স্যার, এটা কি এই প্রস্তাবের উপর আলোচনা হচ্ছে না অন্য কিছুর উপর আলোচনা হচ্ছে ?

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—এখানে পুলিশ নিস্ক্রিয় (ইন্টারাপশান) এই ভাবে তারা আজকে তিন দিন যাবত হাংগার স্ট্রাইক করে চলছে (ইন্টারাপশান) চলতে পারে না (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আমার রুলিং আমি পড়ছি—আপনি যে মূল প্রস্তাবের উপর সমালোচনা করছেন, সেই বিষয়ের উপরই আপনার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখুন। এছাড়া আর অন্য বিষয়ের উপর কোন আলোচনা করবেন না (ইন্টারাপশান)

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—এই পাচারকারীদের প্রতিরোধ করার দায়িত্ব এই সরকারকেই নিতে হবে। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের অন্তত ৫০ পার্সেন্ট দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে নিতে হবে। তাই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই প্রস্তাবের সংশোধনী আনতে চাই (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আমাদের Rules of Procedure and Conduct of

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—স্যার, প্রসঙ্গক্রমে এটা এসে পরে।

মিঃ স্পীকার—না এটা হয় না।

Business in The Tripura Legislative Assembly, 1973 বইয়ের ৩১১ ধারায় আছে—

312 (1) The matter of every speech must be strictly relevant to the matter under discussion".

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—প্রসঙ্গক্রমে একটা উদাহরণ দেখাচ্ছি—দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে (ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার—এই বিষয়ের উপরই আপনি আপনার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখবেন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—প্রসঙ্গক্রমে এসে যায়—আমি আরও বলতে চাই এই পাচারকারীদের এই সরকার চিহ্নিত করতে পারে না, এই পুলিশ তাদের চিহ্নিত করতে পারে না' এতে সারা ত্রিপুরা জুড়ে বিশৃঙ্খলা চলছে, গরু পাচার চলছে, আর এই বামফ্রন্ট সরকার বলছে যে তোমরা দিল্লীতে যাও, এটা দিল্লীর ব্যাপার। মাননীয় মন্ত্রীরা লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে দিল্লী যাচ্ছেন কেন ? সেখানে এটা আলোচনা করতে পারছেন না কেন ? সেটা আমরা বুঝতে চাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জনসাধারণের স্বার্থে এই সরকারকে তাদের ক্ষতি পুরণের দায়িত্ব বহন করে নেওয়ার জন্য আবেদন রাখছি।

মি: স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী শ্রীবীরেন দত্ত।

শ্রীবীরেন দত্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এখানে যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী উত্থাপন করেছেন যে ত্রিপুরা বিধান সভা কেন্দ্রীয় সরকারকে ইত্যাদি ইত্যাদি এটা বাস্তব সংগত এটা আমরা কেউ অস্বীকার করতে পারি না যে ত্রিপুরার ভৌগলিক পরিস্থিতি এমন যে সাধারণ ভাবে সীমান্ত রাজ্য বলতে যা বুঝায়, ত্রিপুরা তার থেকে একটা আলাদা ধরণের। ইউরোপে বিভিন্ন সীমান্ত রাজ্য আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে ত্রিপুরা একটা সীমান্ত রাজ্য, যার সমস্ত সীমান্ত-ব্যাপী সীমান্ত এলাকা এবং এই সীমান্ত এলাকার যে বিস্তৃতি, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ভৌগলিক পরিস্থিতির জন্য প্রশাসনিক কার্য্যকলাপের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বিষয় কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। এমন কি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের মধ্যে যারা বক্তব্য রেখেছেন এই প্রস্তাবের উপর, তারা এই সমস্যাটাকে লঘু করে দেখতে পারেন নি। আমরা এই বেসরকারী প্রস্তাবটাকে সরকারের তরফ থেকে বিবেচনা করার জন্য এই সভাকে অনুরোধ করতে পারি। ত্রিপুরা সরকার এই সমস্যাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে না, এটা ঠিক নয়। এই বিষয়ে দিল্লীতে আলোচনা হয় নি এমন নয়। বর্ডার সিকিউরিটি একটি প্রতিনিধি দল এখানে এসেছিল, তাদের সংগেও আলোচনা হয়েছে। প্রতিটি আলোচনা হচ্ছে। এটা হতাশা বা রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে এটাকে ব্যবহার করা ঠিক হবে না। প্রথমতঃ এই প্রস্তাব উত্থাপন করার সময় প্রস্তাবকে সমস্যাটির উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন এই সভা ভালভাবে সেটা অনুধাবন করুক এই আমার বক্তব্য। এটার উপর মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং যথাযথ ভাবে তিনি তার বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। আমরা কি দেখি ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৮ সাল পর্য্যন্ত আমাদের এখান থেকে বাংলাদেশে ৩৮৮টি গরু পাচারের ঘটনা সরকারের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ১৯৭২ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত, এটা বলার উদ্দেশ্য হল এই যে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের এই বিষয়টি আমি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া বলেছেন যে তিনি হতাশ হয়ের পড়েছেন। পৃথিবীতে হতাশায় রাজনীতি হয় না। মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য দ্রাউ কুমার রিয়াং একটা সুচিন্তিত চিন্তা প্রয়োগ করেছেন ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৮ সালে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত এই গুরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। আপনারা যদি বলতেন ৩৮৮টি ঘটনা গত দুই মাসের ঘটনা তাহলে সেটা প্রমাণ করতে পারতেন যে এইগুলি বৃদ্ধি হয়েছে। আর বাড়ুক না বাড়ুক আমাদের সীমান্ত এলাকা রক্ষা করা এবং সীমান্ত এলাকা যাতে জোরদার হয় সেজন্য আমরা হাউসের একটা সুচিন্তিত মতামত নিতে চাই এবং তারপরে এটা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রেরণ করা হবে। প্রশ্ন এই দিক থেকেও আছে যে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষা করবার দিল্লীরই প্রাথমিক দায়িত্ব। এখানে যেমন কাষ্টম আছে সেটা ভারত সরকারের অধীন আমাদের সরকারের অধীন নয়। বর্ডার সিকিউরিটি এটা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারে নয়। কাজেই চোরা চালান বন্ধের যে ব্যবস্থা, তার মুল দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। এই প্রশ্নটাকে গুলিয়ে ফেলে চিন্তা করলে চলবে না। কাজেই রাজ্য পুলিশ এবং আমাদের এই বিরাট সীমান্ত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় এবং অন্যান্য যে সমস্ত শক্তি যারা এই ব্যাপারে পাহাড়া দেন এবং ঐ ব্যাপারে ঘাঁটিগুলিকে রক্ষা করার জন্য যারা সশস্ত্র বাহিনী হিসাবে ত্রিপুরাতে অবস্থান

করেন, তাদের বর্ত্তমান শক্তিসাম্য কি আছে এবং কিভাবে একে আমরা সুশৃঙ্খলভাবে বাড়াতে পারি যাতে ইনসিডেন্ট না ঘটে, এই দিক দিয়ে নিশ্চয়ই এই বিধানসভা ভারত সরকারের কাছে প্রস্তাব প্রেরণ করতে পারে। এই সুপারিশ প্রেরণ করার জন্য একটা প্রস্তাব এখানে উত্থাপিত হয়েছে। যে ব্যবস্থাগুলি সীমান্ত অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন, সেগুলিকে জোরদার করা এবং যেখানে এমন একটা ব্যাপক সীমান্ত অঞ্চল এবং যেখানে অনুন্নত উপজাতীদের পুনর্বাসন সমস্যা, অর্থনৈতিক সমস্যা, উদ্বাস্তু সমস্যা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমগ্র রাজ্য কোষাগার কে দুর্বল করে রেখেছে। সেখানে আমাদের কৃষিক্ষেত্রে বিশেষভাবে কৃষকদের যখন গরু চুরি হয়; সেই গরু চুরির জন্য তারা যেভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন তার ফলে সেটাকে তারা পুনরায় গড়ে তুলতে সংগতি থাকে না। আমরা সেই দিক থেকে চোরাচালান বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা অবহিত করতে চাই। আজকে এই আলোচনার মাধ্যমে এই প্রস্তাবের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সুপারিশ করতে পারি। বর্ডার বলতে যা বুঝায় অন্যান্য রাজ্যে ও বর্ডার আছে পশ্চিমবঙ্গে আছে, আসামে আছে, কিন্তু আমাদের বর্ডারের বিশেষ একটা পার্থক্য আছে, একটা গুরুত্ব আছে। বর্ডার বলতে আমাদের সবটাই বুঝায়। সুতরাং অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে আমাদের বর্ডারের বিশেষ পার্থক্য আছে, গুরুত্ব আছে। সে প্রবলেমটা বিশেষ করে তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। রাজ্য সরকার সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর চৌকি বৃদ্ধি এবং সেই বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করিবার জন্য ভারত সরকারকে বিশেষ ভাবে চাপ দিতেছেন। যদিও কিছু সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়েছে তথাপিও আমরা এই ব্যাপারে চাপ দিয়ে আসছি। বর্ত্তমানে ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্ত অঞ্চলে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষা বাহিনীর ১৬৮টি চৌকি আছে। সীমান্তরক্ষী বাহিনী ছাড়াও সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলেতে রাজ্য সরকার অনেকগুলি পুলিশ ফাঁড়ি বসিয়েছেন। যে সমস্ত অঞ্চলে দুস্কৃতকারীদের তৎপরতা বেশী, সে সকল অঞ্চলে গত ৬ মাস আরও প্রায় ৫টি নূতন পুলিশ ফাঁড়ি বসান হইয়েছে। তাছাড়া সীমান্তবর্ত্তী অঞ্চলে গ্রাম রক্ষা বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের সামর্থ্য প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। বাংলাদেশে পাচার যাওয়া গরু উদ্ধারের জন্যে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী সর্ব্বদা চেষ্টা করছে। গত ১৯৭৭ইং সনে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বাংলা দেশে পাচার যাওয়া ৯০টি গবাদিপশু উদ্ধার করে ফলে মালিকের নিকট প্রত্যার্পন করিতে সমর্থ হয়েছে। কাজেই এটা বলা ঠিক নয় যে বর্ত্তমান সরকার এ বিষয়ে নিজের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য কেন্দ্রের উপর একটা দোষরোপ করার জন্য এই প্রস্তাব উপস্থিত করেছেন। এই দৃষ্টি ভঙ্গীর কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। বরং ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানার জন্য আমরা যদি সবাই মনে করি বিষয়টির গুরুত্ব আছে, সেই দিক থেকে প্রস্তাবটি বিবেচনা করার জন্য প্রস্তাবটি কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পাঠিয়ে অনুরোধ করার জন্য আমি এ সভায় আবেদন রাখছি। যে দৃষ্টি ভঙ্গী থেকে এইটা করা হয়েছে সেটার নিশ্চয়ই একটা সরকারে থাকলে, রাজ্যবাসীর কল্যাণের জন্য এই যে দায়িত্ব

অস্বীকার করতে পারে না। বিরোধী দলের সদস্যরাও এ সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করতে পারেন না। সমস্যা মেটানোর জন্য সীমান্ত রক্ষার ভার আমাদের হাতে নেই। সে ক্ষমতা আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার সুবিধা বর্তমানে সংবিধানের মধ্যেও নেই। সে ক্ষমতা আছে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে চোরাচালান বন্ধের সমস্ত ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। রাজ্যসরকারকে বলতে হবে এই সমস্যা কে দেখবে। সেই দিক থেকে আমরা কোন দায়িত্ব না এড়িয়ে, রাজ্যসরকারের যে একমাত্র ব্যবস্থা কার্য্যকরী করা যায়, সেই ব্যবস্থাই কার্য্যকারী করতে চান। যে প্রস্তাব আমরা কার্য্যকরী করতে পারবো, যে প্রস্তাব আমরা করতে পারবো। বিরোধী দলের সদস্যরা মন্তব্য করেছেন যে রাজ্য-সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হউক। আমরা সেটা মেনে নিলাম। হয়তো সরকার ১০। ২০টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিলেন যাদের গবাদিপশু চুরি গিয়াছে তাদের, কিন্তু ক্ষতিপূরণ দিলেই চলবে না। সেখানে ভাল পাহারা দেবার প্রয়োজন আছে সেই পাহারা দেবার ভার রয়েছে কেন্দ্রের হাতে। সুতরাং ভাল পাহারা না হলে ক্ষতিপূরণ দিয়ে শুধু শুধু কি হবে। এই পাহারা যদি ব্যর্থ হয় তাহলে রাজ্য সরকর ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারকে যে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। অথবা বলতে হবে আপনি সীমান্ত চৌকি সফল করুন। প্রস্তাবটি এই নয় যে, দায়িত্ব সরকার এড়িয়ে যেতে চান। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে। আজকে যদি আমরা খবর পাই অমুক জায়গায় গণ্ডগোল হয়েছে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সরকার থেকে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তাই আমি বলছিলাম এ সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য সামগ্রিক ভাবে প্রচেষ্টা চালানো দরকার এতে রাজনৈতিক কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। একে অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এটা ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সুষ্ঠু দৃষ্টি ভঙ্গীর দ্বারাই সমস্যার মোকাবিলা করবো। এই হচ্ছে মূল প্রস্তাব পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে রাজ্য সরকার গাঁওসভা গুলির সাথে এই ব্যাপার নিয়া নতুন ভাবে আলোচনা করা যায় কিনা তাহা বিবেচনা করিবেন। যৌথ গোশালায়গবাদি পশু রাখার ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেই ব্যাপারে সীমান্ত অঞ্চলের গাঁও-সভাগুলির সাথে এই প্রস্তাব নিয়ে সরকার আলোচনা করতে পারেন। সীমান্ত অঞ্চলের গবাদি পশু বীমা করে চুরি থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার কোন ব্যবস্থা জীবন বীমা সংস্থার আছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, সামরিক বাহিনী, এবং রাজ্য সরকারের অফিসার পর্যায়ে একটি আলোচনা সভা ১৬,৩,১৯৮২ইং তারিখে হয়েছে। এই সভায় গবাদি পশু পাচার রোধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া যায় সেই বিষয়ে ভাল আলোচনা হবে। তথাপি যে প্রস্তাব আমাদের এখানে মাননীয় সদস্য উত্থাপন করেছেন এর বিরোধীতা করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ খোজে পাই না। প্রস্তাবগুলি যখন বিধানসভাগুলিতে আলোচনা হয়, তখন সেই প্রস্তাবের বিষয়বস্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যায়। যে অর্থ বার এই সভাতে এতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা হল সেই আলোচনা সত্যি সত্যি গঠনমূলক পদ্ধতিতে অগ্রসর হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। এই আলোচনার বিরোধীতা হয়েছে। সেইদিক থেকে আশা রাখি, আমার সরকারের পক্ষ থেকে একথা বলতে পারি, আমি একটী একটি করে এখানে বলতে চাই না, তবে আমি এ বলতে পারি, যখনই কোন ঘটনা ঘটছে তখন সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে পুলিশ বাহিনী পাঠাচ্ছে। আপনারা যারা গাঁও সভাতে বা এলাকাতে আছেন, সবাই মিলে যাতে প্রতিরোধ গড়া যায়, তার জন্য চেষ্টা করবেন। এই ব্যাপারে কারো সঙ্গে কারোর বিরোধিতা থাকতে পারে না। নাগরিক হিসাবে সমস্ত লোক যাতে এ ব্যাপারে চেষ্টা করে, সেটা সবার দেখতে হবে। কিন্তু সমস্যার যে ব্যাপকতা, সীমান্তের যে বিরাট এলাকা, সীমানার যে জায়গাগুলি আছে সেটা সামঞ্জস্য পূর্ণ কিনা, কিংবা যদি সামঞ্জস্য পূর্ণ না থাকে, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারকে সীমান্ত সংরক্ষিত করার যে দায়িত্বতা পুরণ করতে হবে। কাজেই এই ব্যাপারে আমাদের প্রস্তাবটী কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরীভূত করার জন্য আলোচনা করা হয়েছে। আমি আশা করি মাননীয় সদস্য নগেন্দ্র জমাতিয়া—তিনি যে হতাশ হয়েছেন, সেই হতাশায় যেন ভেঙ্গে না পড়েন। তাহলে সত্যি সত্যি দৃষ্টি ভঙ্গী পরিস্কার থাকে না। তারা যদি হতাশায় ভেঙ্গে পড়েন তাহলে গঠনমূলক

কোন কাজ করাও সম্ভব নয়। আপনাদের বক্তৃতা থেকে দেখা যাচ্ছে, তিনজনের হতাশার পরিমাণটা ঠিক নয়। মাননীয় সদস্য দ্রাউকুমার রিয়াং কিছুটা কম হতাশাগ্রস্ত, আবার মাননীয় সদস্য হরিনাথ দেববর্মা তার চেয়েও কম হতাশাগ্রস্ত। (ভয়েসেস :— আপনাদের কার্যকলাপে আমরা হতাশ হয়ে পড়েছি) আপনারা সবাই যদি হতাশ হয়ে যান, তাহলে ঠিক ঠিক ভাবে ভাল ভাবে চিন্তা করে কাজ করতে পারবেন না। কাজেই আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি আপনারা হতাশ হবেন না। হতাশার রাজনীতির দিক থেকে আপনারা এই প্রস্তাবটা দেখবেন না, আমি এই অনুরোধ আপনাদের কাছে রাখছি। সরকারের যে ইচ্ছা আছে এবং ভারত সরকারের দৃষ্টিতে আমরা এটা আনতে চাই। এই প্রস্তাবের উপর সরকারের কি বক্তব্য সেটা আমি সংক্ষেপে বললাম। আশা করি এই সিদ্ধান্ত সুনিশ্চিত ভাবে আপনার গ্রহণ করবেন। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মি: স্পীকার— মাননীয় সদস্যরা যদি আর কেউ অংশ গ্রহণ না করেন তাহলে প্রস্তাবক যিনি তিনি তাঁর উত্তর দেবেন।

আমি এখন প্রস্তাবক মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীকে অনুরোধ করছি এই প্রস্তাবে তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী— মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয়, আমার প্রস্তাবটি হল—ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছে, বাংলাদেশের দুর্বৃত্তগণ কর্তৃক চুরি বা ডাকাতির ফলে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যে সকল কৃষক গরু বা হালের বলদ হারাচ্ছেন এবং হারাবেন, কেন্দ্রীয় সরকার সেই ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দানের সমগ্র দায়িত্ব গ্রহণ করুন।

আমার আর বেশী কিছু বলার নেই মাননীয় স্পীকার স্যার। এই প্রস্তাব নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে এবং এটা কোন রাজনৈতিক প্রস্তাব নয়। সমগ্র ত্রিপুরার অগ্রগতি, উন্নতির কথা চিন্তা করে আমি এই প্রস্তাব রেখেছি। পাচারকারীদের সম্পর্কে কোন প্রশ্ন নয়, কারণ পাচারকারীরা কি করে তা আমরা জানি কিন্তু বাংলাদেশের দুবৃর্ত্ত, যারা এখান থেকে চুরি করে নিয়ে যায়, তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ এটাই আমার বক্তব্য বিষয়। এইটকু বলে এবং এর উপর আমি এই প্রস্তাব রেখে এখানে শেষ করছি।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী মহোদয় কর্তৃক উথাপিত প্রস্তাব। প্রস্তাব হলো :—ত্রিপুরা বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছে যে, বাংলাদেশের দুবৃর্ত্তগণ কর্তৃক চুরি বা উপজাতির ফলে ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যে সকল কৃষক গরু বা হালের বলদ হারাচ্ছেন এবং হারাবেন কেন্দ্রীয় সরকার সেই ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পূর্ণ ক্ষতিপুরন দানের সমগ্র দায়িত্ব গ্রহণ করুন।'

প্রস্তাবটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি

(প্রস্তাবটি ধনী ভোটে গৃহীত হইল)।

অধ্যক্ষ মহাশয়—সভার পরবর্ত্তী কার্যসুচী হইল :—

"গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা"।

বিষয়টি হলো :—

',আগরতলা—বিশালগড় রুটে টি. আর. টি. সি সার্ভিস বন্ধ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে।"

নোটিশটা দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীগৌতম প্রসাদ দত্ত। মাননীয় সদস্য হাউসে অনুপস্থিত থাকায় প্রস্তাবটী বাতিল হয়ে গেল।

আগামী ২০শে মার্চ ১৯৭৮ইং সোমবার বেলা ১১টা পর্য্যন্ত হাউস মুলতবী থাকবে।

Annexure "B"

Admitted starred Question No. 23

By Shri Drao Kumar Riang

Will the Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। বিলোনীয়া মহকুমার লক্ষ্মীছড়া গ্রামে স্লুইস গেট করার সরকারী পরিকল্পনা আছে কিনা,

২। থাকলে উক্ত অঞ্চলে সেচের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

(১এবং ২) লক্ষ্মীছড়া গ্রামের নিকট দিয়া প্রবাহিত ছড়ায় খরার সময় জলের অপ্রতুলতার দরুণ সেখানে স্লুইস গেটের কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 110

Annexure "B"

By Shri Nagendra Jamatia.

Will the Hon'ble Minister in-charge of tbe Agriculture Department be pleasod to state—

১। আগামী আর্থিক বছরে অমরপুর বিভাগের তৈদু, তেনভুইও বুরবুরিয়া এলাকায় জলসেচ ব্যবহার ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২। যদি থাকে তাহলে কবে এর কাজ শুরু হবে ?

৩। যদি না থাকে, ঐসব কৃষিক্ষেত্রে চাষের জন্য প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থা কি হবে ?

উত্তর

১। তৈদু এলাকার সিংলংবাড়ীর নিকট জাম্বুকছড়া হইতে একটি লিফট ইরিগেশন প্রকল্প মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই প্রকল্পের রূপায়ণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং আগামী আর্থিক বৎসরে ইহা সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

তেনভুই ও বুরবুরিয়াতে এক্ষণে কোন পরিকল্পনা নাই। তেনভুই এবং বুরবুরিয়াতে কয়েকটি প্রস্তাব আছে।

Annexurc "B"

এ ছাড়া ঐ সব এলাকাগুলির যে সব স্থানে এই বৎসর সাঁজস্থাল বাঁধ দিয়া জল সেচের ব্যবস্থাকরা হইয়াছে সেই সব স্থানে সাঁজস্থাল বাঁধ তৈরীর পরিকল্পনাও আগামী আর্থিক বৎসরে আছে।

২। মঞ্জুরীকৃত লিফট ইরিগেশন প্রকল্পটির কাজ ইতিমধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সাঁজস্থাল বাঁধ তৈরীর কাজ আগামী বৎসরে উপযুক্ত সময়ে আরম্ভ হইবে।

তেনভুই ও বুরবুরিয়ার প্রস্তাবগুলি যথাযথ সমীক্ষার পর উপযুক্ত বিবেচিত হইলে পরিকল্পনা ও মঞ্জুরীর পর কবে কাজ শুরু হইবে বলা যাইবে।

৩। প্রশ্ন উঠেনা।

Annexure 'B'

Admitted Starred Question No. 134

By—Shri Harinath Deb Barma

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। আগামী আর্থিক বছরে (১৯৭৮-৭৯) বিশালগড় থেকে-গোলাঘাটি বাজার পর্য্যন্ত রাস্তাটিকে পাকা করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। না থাকলে তার কারণ ?

১। হাঁ। (সোলিং)

২। এ প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No. 144

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Public Works Department be pleased to state

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমার অন্তর্গত কাকড়াবন এর হরিজলার কৃষিজাত পন্য রক্ষা করে ও বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্লুইস গেইট নির্মাণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

১। হ্যাঁ, তবে ইহা এখনও পরীক্ষাধীন।

Annexure "B"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 145

By—Shri Gopal Ch. Das.

ADMITTED STARRED
QUESTION NO. 145

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Agriculture Department be pleased to state--

প্রশ্ন

১। গরীব কৃষকদের ভর্তুকী দিয়ে ভাল বীজ-সার ও কীটনাশক ঔষধ সরবরাহের কোন পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কি?

উত্তর

১। ভর্তুকী দিয়ে ভাল বীজ, সার ও কীটনাশক ঔষধ কৃষকদের অনেক দিন থেকেই সরবরাহ করা হইতেছে এবং বর্তমান বৎসরেও তা চালু আছে।

Admitted Starred Question No. 150.

By—Shri Sunil Kumar Choudhury

Will the Hon'ble Minister in charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য সাব্রুম শহরে, ৩৯ নং সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতির যে, কাঠ ও সাবানের ফ্যাক্টরীর জায়গাটি ছিল, তাহা অন্যের নামে হস্তান্তরিত হয়েছে, এবং

২) সত্য হইলে সরকার এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন?

উত্তর

১) সাব্রুম শহরে ৩৯ নং সর্বার্থ সাধক-সমবায় সমিতি নামে কোন সমবায় সমিতি নাই। তবে জলেফা উদ্বাস্তু সর্বার্থ সাধক সমবায় সমিতি লিঃ নামে একটি সমিতি আছে। ৩৯ নং জলেফা উদ্বাস্তু কলোনী এই সমিতির এলাকার অন্তর্ভুক্তি এবং সমিতির অফিস সাব্রুম শহরে অবস্থিত। সাব্রুম শহরে উক্ত সমিতির কাঠ ও সাবানের একটি ফ্যাক্টরী ছিল। ইহা সমিতি বিক্রয় করিয়া দিয়াছে।

২) ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

Annexure "C"

Admittedun Starred Question No. 13

By Shri Samar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the PWD be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। গভীর নলকূপে যথেষ্ট পরিমান জল না পাওয়ায় সোনামুড়া শহরে ওয়াটার সাপ্লাই অচল হয়ে পড়েছে এ সম্পর্কে সরকার অবহিত আছেন কি ?

২। বর্তমান ব্যবস্থায় সহরের বিরাট অংশে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই সরকার কি সেই বিষয়ে অবগত আছেন ?

৩। যদি থাকেন তবে পানীয় জলের যথেষ্ট ব্যবস্থার জন্য কি কি উদ্যোগ সরকার গ্রহন করছেন ?

উত্তর

১। ইহা সত্য নয় যে সোনামুড়া জলসরবরাহ ব্যবস্থা অচল অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

২। বর্ত্তমান নলকূপ হইতে ঘণ্টায় ৫০০০ গ্যালন জল সরবরাহ করা সম্ভব। সেই জন্য সীমাবদ্ধ এলাকায় জলসরবরাহ করা হয়। বর্ত্তমান নলকূপ হইতে সমস্ত সহরে জল সরবরাহ সম্ভব নয়, ইহা সরকার অবগত আছেন।

Page—2 Annexure "C"

৩। সোনামুড়া শহরে আরও একটি গভীর নলকূপ খনন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে। শহরের বাকী অংশে জল সরবরাহ করার জন্য আর একটি গভীর নলকূপ খননের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচন করা হইতেছে।

Annexure "C"

Admitted Un—starred Question No. 21.

By : Ajoy Biswas

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W.D. be pleased to State :

প্রশ্ন

১। বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের কাছে বিদ্যুৎ এর বিল বাবদ কতটাকা বাকী পাওনা আছে তার নাম ও হিসাব, এবং

২। এই সমস্ত টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন ?

১—২। প্রশ্নের উত্তরের তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে। লিখিত উত্তর শীঘ্র দেওয়া হইবে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Monday, March, 20th, 1978.

The House met in the Assembly House (Ujjwayanta Palace), Agartala, at11-A.M. on Monday, the 20th March, 1978.

PRESENT

Shri Sudhanwa Deb Barma, Speaker in the Chair, Ministers, Deputy Speaker and Members.

প্রশ্ন ও উত্তর (Questions & Answers)

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়কর্ত্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যদের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানাইলে মাননীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় জবাব প্রদান করিবেন। শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :—কোশ্চান নাম্বার ২৫।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—কোশ্চান নাম্বার ২৫।

প্রশ্ন

১। চলতি আর্থিক বছরে গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে কোন্ কোন্ বাজারে উন্নয়নের কাজ চলিবে এবং কখন হইতে এই উন্নয়নের কাজ শুরু হইবে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)?

উত্তর

চলতি আর্থিক বৎসরে গ্রাম পন্চায়েতের অধীনে নিম্নলিখিত বাজার উন্নয়নের কাজ চলিবে। বিভাগ ভিত্তিক হিসাব

উত্তর ত্রিপুরা জিলা

১। ধর্ম্মনগর বিভাগ।

ক) তিলথৈ।

খ) কাঞ্চনপুর বাজার।

২। কৈলাসহর বিভাগ।

ক) বাবুর বাজার

খ) দুলুগাঁও বাজার

গ) ছৈলেংটা বাজার।

৩। কমলপুর বিভাগ।

ক) মানিকভাণ্ডার বাজার

খ) মরাছড়া বাজার

গ) হালাহালি বাজার

পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা।

১। সদর বিভাগ।

ক) জম্পুইজলা বাজার

খ) কাতলামারা বাজার

গ) গাবর্দ্দি বাজার

২। সোনামুড়া বিভাগ

ক) কাঠালিয়া বাজার

খ) মেলাঘর বাজার

গ) তুইবনডাল বাজার

৩। খোয়াই বিভাগ

ক) মহারানী বাজার

খ) আমপুরা বাজার

গ) মোহরছড়া বাজার

দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা

১। উদয় বিভাগ

ক) তুলামুড়া বাজার

খ) মহারানী বাজার

গ) কাকড়াবন বাজার

২। বিলোনীয়া বিভাগ

ক) রাজপুর বিভাগ

খ) রাজনগর বাজার

গ) দেবদারু বাজার

৩। সাব্রুম বিভাগ

ক) শ্রীনগর বাজার

খ) ছোটখিল (বটতলা) বাজার

৪। অমরপুর বিভাগ

ক) গণ্ডাছড়া বাজার

খ) করবুক বাজার

গ) চেলাগাং বাজার

এই আটাশটি বাজার উন্নয়নের জন্য প্রতিক্ষেত্রে মং ১৮,০০০/- হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হইবে। চলতি আর্থিক বৎসরের মধ্যেই বাজার উন্নয়নের কাজ শুরু হইবে।

ত্রিপুরা গাঁও পঞ্চায়েত মার্কেট (ফিনানসিয়াল এসিস্টেন্স) রুলস, ১৯৭৫, এর বিধান অনুসারে প্রতিটি পনচায়েত বাজার উন্নয়নের জন্য পূর্ত বিভাগের স্থানীয় সিডিউল রেট অনুযায়ী কমপক্ষে মং ২০,০০০/- টাকা খরচ করিতে হইবে (সরকার হইতে অনুদান মং ১৮,000/- টাকা এবং পনচায়েতের নিজস্ব আয় হইতে মং ২.000/- টাকা) এবং বাজারে পাকা রোড, পাকা ড্রেন, রিং ওয়েল, পুকুর, পাকা ইউরিনাল এবং লেট্রিন করার সংস্থান রাখিতে হইবে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার. মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি উন্নয়নের জন্য বাজারগুলির নাম যে উল্লেখ করলেন, সেই সমস্ত বাজারগুলি খাসের না সেটা কারো কারো সম্পত্তি আছে ?

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :—যে সমস্ত প্রাইভেট মারকেট খাসের জায়গায় হয়েছে, সেগুলির মধ্যে উন্নয়নের কাজ আরম্ভ করা হবে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :—মহারানী বাজার জোতের জায়গায় না খাসের জায়গায় ?

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :—সেখানে খাসের জায়গাও আছে, জোতের জায়গাও আছে এবং যেগুলি জোত আছে সেইগুলিকে, আমাদের পন্চায়েতের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে এই বাজার পন্চায়েতের নামে দিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি এটা সত্য কিনা যে মহারানী বাজার কো-অপারেটিভের ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—এই তথ্য আমার জানা নেই।

শ্রীবিমলকুমার সিংহ :—স্যাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বাজারগুলি যে পন্চায়েত ডিপার্ট-মেন্টের উন্নয়নের কাজে নেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে পন্চায়েত ট্রাইবেল রিজার্ভ এরীয়াও এর মধ্যে আছে কিনা ?

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পঞ্চায়েত ট্রাইবেল এরিয়া ননটাইবেল এরিয়া কোনটাই এখনো ডিমার্কেট করা হয় নি।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা—স্যাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে বাজার উন্নয়ন করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, এটা কিসের ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা—যে সমস্ত রুরেল মার্কেট আছে সেইগুলি ডেভলাপমেন্টের প্রয়োজনেই নেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত বাজার ডেভেলাপড নয়, এবং যে সমস্ত কাজের জন্য উল্লেখিত যে টাকা খরচ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেই ভিত্তিতেই টাকা খরচ করা হবে।

শ্রীসুনীল চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি, ছোটখীলকে যে বটতলা বাজার আপনি বললেন, সেটাকে কি ভিত্তিতে বটতলা বাজার বলা হল ?

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা—ছোটখীলকেই এখানে বটতলা বাজার বলা হচ্ছে।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—বাজার উন্নয়নের কাজে বেকারদের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে কি না, জানতে পারি কি ?

মি: স্পীকার—মাননীয় সদস্য এই প্রশ্ন তথ্যের মধ্যে পরে না এটা সেপারেট প্রশ্ন।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি যে সমস্ত বাজারের অংশগুলি প্রাইভেট সম্পত্তি বললেন, সেই অংশগুলির কি কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—ক্ষতিপুরণ সম্পর্কে সরকার যদি প্রয়োজন মনে করে তবে দিতে কোন আপত্তি নাই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং।

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—কোশ্চান নাম্বার ১১৮।

শ্রীদশরথ দেব—কোশ্চান নাম্বার ১১১।

প্রশ্ন :—

১। কেন্দ্রীয় হারে সরকারী ও আধা সরকারী কর্ম্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি ?

না মহাশয়। তবে এই ব্যাপারে আমরা সপ্তম অর্থ কমিশনের সামনে তুলে ধরব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস —সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা দিতে কত টাকা লাগবে, সেই সম্পর্কে সরকার কেন হিসাব করেছেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ইদানিং কেন্দ্রীয় সরকার যে হারে মহার্ঘ ভাতা দেবার কথা ঘোষণা করেছেন, সেই হারে মোটামোটি ভাবে হিসাব করে আমরা দেখেছি যে বার্ষিক সাড়ে সাত কোটি টাকা লাগবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই অতিরিক্ত সাড়ে সাত কোটি টাকা রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই ব্যাপারে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অন্যভাবে চাপ সৃষ্টি করা হবে কিনা, যাতে কেন্দ্রীয় সরকার এই টাকা দেয়। কারণ ১৯৭২ ইং সন পর্য্যন্ত রাজ্য সরকারের সমস্ত কর্মচারীরাতো কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা পেয়ে আসছিল, এটা নূতন নয়। এটা হচ্ছে রেষ্টরেশন যেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেটা আবার পুনঃ প্রবর্ত্তন করা।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিষয়টি সপ্তম অর্থ কমিশনের কাছে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সপ্তম কমিশনের প্রতিনিধিরা হয়তো আগরতলায় আসবেন। বিষয়টি স্বীকার করা বা না করা সম্পূর্ণ তাদের উপরেই নির্ভর করে। তবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সমস্ত রকম প্রচেষ্টা আমরা করব।

মি: স্পীকার—শ্রী কেশব মজুমদার। (উনি অনুপস্থিত)। শ্রী মতিলাল সরকার ও শ্রী গোপাল দাস। (ব্র্যাকেটেড)

শ্রীমতিলাল সরকার :—কোয়েশ্চান নং ১১০।

শ্রীদশরথ দেব :—কোয়েশ্চান নং ১১০।

প্রশ্ন

১। ১৯৭৫ এর মার্চের লাগাতর ধর্মঘটের বিরোধী শিক্ষক কর্মচারীগণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব মূলক ডাবল ইনক্রিমেন্ট ও অন্যান্য সুযোগ দানের ফলে বেতন সিনিয়ারিটি, প্রমোশান দানের প্রভৃতি বিষয়ে ধর্ম্মঘটী ও অধর্ম্মঘটীদের মধ্যে যে বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছে, তা দূরীকরণের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। পূর্ববর্ত্তী সরকার ১৯৭৫ সালে যে সমস্ত কর্ম্মচারী (শিক্ষক কর্ম্মচারীসহ) ধর্মঘটে যোগদান করে নাই তাহাদের দুইটা আগাম ইনক্রিমেন্ট দিয়া যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছিলেন সরকার সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। সদর মুনসেফ যে রায়ে মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তকে বেআইনী, অপ্রযোজ্য এবং অসংবিধানিক বলিয়া বাতিল করিয়া দিয়াছেন তাহার অনুলিপি ও সরকারের হস্তগত হইয়াছে। মন্ত্রী পরিষদ ২৮, ২, ৭৮ ইং তারিখের সভায় বিষয়টি ইতিমধ্যেই বিবেচনা করিয়াছেন এবং সমগ্র বিষয়টি পরীক্ষা করিয়া অতিশীঘ্র মন্ত্রীসভার নিকট একটা রিপোর্ট দাখিল করার জন্য মুখ্য সচিব, আইন সচিব, অর্থসচিবের ও মন্ত্রপরিষদের ডাইরেকটরকে নিয়া একটা কমিটী গঠন করিয়াছেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—সপ্লিমেণ্টারী স্যার, এই যে ডাবল ইনক্রিমেন্ট দেওয়া হয়েছে এর বিরুদ্ধে কোর্টের রায়ও আছে, যে এটা অন্যায়। সে সম্পর্কে সরকার একটা কমিটি গঠন করেছেন। উক্ত কমিটির কোন সময় নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে কিনা যে এত দিনের মধ্যে কমিটি তার রিপোর্ট পেস করবেন ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, নির্দ্ধারিত কোন সময় দেওয়া হয়নি, তবে অতি শীঘ্র যাতে কমিটি তার সাজেশান প্রেস করেন তার জন্য বলা হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এ সরকার আসার পর আড়াই মাস হয়ে গেছে এবং কোর্টের রায়ও হয়েছে এই ইনক্রিমেন্টের বিরুদ্ধে। ফলে আইনের দিক থেকে কোন অসুবিধা নাই। কাজেই এটা না হওয়াতে কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, যে এটা দ্রুত কার্য্যকরী করা হউক, এই সম্পর্কে সরকার অবগত আছেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—স্বাভাবিক ভাবে কর্মচারীদের মধ্যে একটা উদ্বেগজনক অবস্থা থাকবেই। তবে এ সম্পর্কে সরকার যাতে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে তজ্জন্য আমরা চেষ্টা করছি একটু আগে যে কমিটির কথা বলা হয়েছে সেই কমিটির মিটিং আজ বসবে এবং আগামীকালও তাদের মিটিং চলবে মিটিং শেষ হবার পর আমরা তাদের রিকমণ্ডেশান আনতে পারব।

শ্রীমতিলাল সরকার :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যদি ডাবল ইনক্রিমেন্ট সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় এবং হবেও কেননা সরকার এই বিষয়ে একমত আছেন, কিন্তু যারা এই স্কীমের আওতাভুক্ত নয় (কন্টিনজেন্ট, এই পর্যায়ে যারা আছে), তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বেতন বৃদ্ধির সুযোগ ডাবল ইনক্রিমেন্টের মাধ্যমে হওয়ার সুযোগ নেই। কাজেই তাদের সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা দেওয়া হবে বা হবে না এমন কথা আমি বলছিনা। ডাবল ইনক্রিমেন্ট সম্পর্কে যে রায় হয়েছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়গুলি বিবেচনা করে একটা সুপারিশ সরকারের কাছে দেবার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশ না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন কিছুই বলা যাবেনা।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—কোয়েশ্চান নং ১২১।

শ্রীদশরথ দেব :—কোয়েশ্চান নং ১২১।

প্রশ্ন

১। দুইটি কোয়ালিশন সরকারের আমলে মোট কতজন সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরী পেয়েছে ?

২। এই সমস্ত চাকুরী দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন নীতি নির্দ্ধারণ করা হয়েছিল কিনা ?

উত্তর

১। দুইটি কোয়ালিশন সরকারের আমলে সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে মোট ৮১৮ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছিল (দপ্তর ভিত্তিক হিসাব সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল)।

২। উক্ত নিয়োগ ক্ষেত্রে মুখ্যত নিম্নলিখিত নীতি অনুসরণ করা হয়েছে :—

১) নির্দ্ধারিত নিয়োগ বিধির মাধ্যমে এবং লোকসেবা আয়োগের সুপারিশ অনুসারে।

২) ষ্টাইপেণ্ড প্রাপ্ত শিক্ষার্থী শিক্ষা সমাপ্তে।

৩) ৩ বৎসরের উর্দ্ধের কন্টিনজেন্ট কর্মচারীদের নিয়মিত করা হইয়াছে।

৪) কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীর অকাল মৃত্যুতে তাঁদের উপযুক্ত ছেলে বা মেয়েদের নিযুক্তির নিয়ম অনুসারে।

৫) টেক্‌নিক্যাল পদে যথা ডাক্তার ইত্যাদি নিয়োগ প্রয়োজনে।

৬) অনাথ আশ্রমের আবাসিকদের চাকুরীর অগ্রাধিকার ভিত্তিক।

STATEMENT SHOWING DEPARTMENT-WISE INFORMATION IN RESPECT OF APPOINTMENTS MADE DURING THE TWO COALITION MINISTRIES :

Sl. No.	Name of Departments/ Offices.	(No. of persons appointed during 2 Coalition Ministries) Class I	Class II	Class III	Class IV	Total
1.	Chief Minister's Secretariat	—	—	2	3	5
2.	Director of Fire Service	—	—	1	—	1
3.	Directorate of Employment Services & Manpower Planning	—	—	1	2	3
4.	D.M. & Collector, North Tripura	—	—	4	11	15
5.	Directorate of Land Records & Settlement		—	—	1	1
6.	District & Sessions Judge	—	—	2	5	7
7.	District Registrar, West, Agt.	—	—	2	1	3
8.	Directorate cf Food & Civil Supplies		—	12	2	14
9.	Prisons Directorate	—	—	3	—	3
10.	Public Works Department	—	—	4	—	4
11.	Forest Department	—	—	6	14	20
12.	Statistical Deparment	—	—	3	—	3
13.	Directorate of Agriculture	—	—	52	11	63
14.	State Planning Machinery Org.	—	—	1	—	1
15.	Directorate of Panchayat Raj	—	—	2	3	5
16.	Directorate of Animal Husbandry	—	—	6	—	6
17.	Directorate of Health Services	—	26	13	9	48
18.	Directoarte of Industries	—	—	4	11	15
19.	D.M. & Collector, South Tripura	—	—	18	5	23
20.	Directorate of Public Relations & Tourism	—	—	4	14	18
21.	Appointment & Services Deptt.	—	18	—	—	18
22.	Directorate of Education	—	1	318	39	358
23.	Inspector General of Police	—	—	—	184	185
	TOTAL	—	45	458	315	818

শ্রী নকুল দাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ৮১৮ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে সিডুয়েল্ড কাষ্ট এবং সিডুয়েল্ড ট্রাইবদের কোটা পূরণ করা হয়েছিল কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই, পরে দেব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে নীতির কথা বললেন, এই নীতির বাইরে সি. এফ. ডি এবং জনতার মন্ত্রীরা বিভিন্ন দপ্তরে চাকুরী দিয়েছিলেন, এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য আপাততঃ আমার হাতে নেই। তবে যে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে, আমরাও শুনেছি, সেটা তথ্য সংগ্রহ করে জানানো হবে।

শ্রীসুবল রুদ্র :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে নিয়ম বহির্ভূত ভাবে সি. এফ. ডি. এবং জনতার মন্ত্রীরা চাকুরী দিয়েছেন বিভিন্ন দপ্তরে, যেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ও স্বীকার করেছেন. এগুলিকে বেআইনী বলে ঘোষণা করা হবে কিনা, সরকার এ সম্পর্কে চিন্তা করেছেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা খতিয়ে দেখা হবে।

শ্রীখগেনদাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই ৮১৮ জনকে যে চাকুরী দেওয়া হয়েছিল দুইটা কোয়ালিশান সরকারের আমলে, প্রথম কোয়ালিশন সরকারের আমলে কতজনকেএবং ২য় কোয়ালিশন সরকারের আমলে কতজনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্রেক আপ এখন আমার হাতে নেই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে ৮১৮ জনকে চাকুরী দেওয়া হয়েছে সি. এফ. ডি. এবং জনতা কোয়ালিশন সরকারের আমলে, এইগুলি নিজেদের খেয়ালখুশিমত দেওয়া হয়েছিল এবং কন্টিনজেন্ট হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা এবং না জানা থাকলে পরে তিনি জানাবেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব—এই তথ্য সংগ্রহ করে পরে জানানো হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত কোয়ালিশানের আমলে যে পঞ্চায়েতে লোক নিয়োগ করা হয়েছিল, আমি জানি তখন সি, পি. এম, ও তার শরীক ছিল। এখন তাঁরা যে বিরোধিতা করছেন, তখনও তাঁরা তা করতে পারতেন, কিন্তু তখন করেননি। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যাদের তখন চাকুরী দেওয়া হয়েছিল তারা এখন চাকুরীতে বহাল আছে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :—চাকুরী যখন দেওয়া হয়েছে তখন তারা বহাল থাকবে নিশ্চয়ই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, চাকুরীর নিয়মনীতির কথা যে বলা হচ্ছে সেটা কি একটা বিশেষ শ্রেণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, না সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে ?

শ্রীদশরথ দেব—সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীহরিনাথ দেববর্মা।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৫ স্যার

শ্রীদশরথ দেব—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৫ স্যার।

প্রশ্ন

১। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হোমগার্ড সদস্যদের পুলিশ পদে নিযুক্ত করা হয় কি না ?

২। যদি নিযুক্ত করা হয়ে থাকে তাহলে বিগত পাঁচ বৎসরে (১৯৭২-৭৭ ইং) কতজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হোমগার্ড সদস্যদের পুলিশ পদে নিযুক্ত করা হযেছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ মহাশয়।

২। ১৯৭২-৭৭ ইং পর্যন্ত কতজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হোমগার্ডকে পুলিশ পদে নিযুক্ত করা হয়েছে তার বৎসর ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল—

১৯৭২-৭৩—৫৬ জন।

১৯৭৩-৭৪— ২১ জন।

১৯৭৪-৭৫— ৬ জন।

১৯৭৫-৭৬— ৩ জন।

১৯৭৬-৭৭—১১২ জন।

মোট—১৯৮ জন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে সমস্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হোমগার্ড চাকুরী পেলনা, তাদের আগামী আর্থিক বৎসরে চাকুরী দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি না?

শ্রীদশরথ দেব:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, চাকুরী হোমগার্ডে নয়, সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে ৬০০ হোমগার্ডদের চাকুরীতে নেওয়া হবে, তবে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে নয়। স্কুল, ফরেষ্ট এইসব সরকারী ইনষ্টিটিউশানগুলিতে নাইট গার্ড হিসাবে তাদের নেওয়া হবে এবং সেটা হোমগার্ড থেকে নেওয়া হবে। সেখানে সিড্যুল্ড কাষ্ট এবং সিড্যুল্ড ট্রাইবের কোটা ঠিক থাকবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিড্যুল্ড কাষ্ট, সিড্যুল্ড ট্রাইব হোমগার্ড যদি না পাওয়া যায়, তা হলে ফ্রেশ নিয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের কোটা পূরণ করা হবে, ওদের কাজ হবে নাইট গার্ড'এর।

শ্রীঅজয় কুমার বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে বিভিন্ন বৎসরে যে পুলিশ ডিপার্ট-মেন্টে নিয়োগ করা হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে সংখ্যা ভেরী করছে কোন বৎসর তিনজন, আবার কোন বৎসর ১১২ জন, প্রশ্ন হচ্ছে এদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে নেওয়ার ভিত্তিটা কি—কি ভিত্তিতে নেওয়া হয়েছে?

শ্রীদশরথ দেব—ভিত্তিটা হচ্ছে পদ যতটা আছে সে ভিত্তিতে রিক্রুট করা হচ্ছে, এটাই হল নিয়ম। দ্বিতীয় হল হোমগার্ড ট্রেনিং যারা পাবে সরকার তাদের চাকুরীতে এ্যাবজর্ব করতে হবে এমন কোন বাধা ধরা নিয়ম নেই। এই হোমগার্ড ট্রেনিং স্কীম অল-ইণ্ডিয়া গ্রহণ করে আমার যতটুকু জানা আছে, এটা হচ্ছে ডিফেন্সের প্রয়োজনে যাতে নাকি রেডিমেড লোক পাওয়া যায়, সেইজন্যে কিছু সিটিজেনকে ট্রেনিং দিয়ে রাখা হয় এবং দেশের প্রয়োজনে তাদের সার্ভিস যাতে ব্যবহার করা যায় এটাই ছিল উদ্দেশ্য এবং স্কীমটা ছিল যারা একটু সলভেন্ট পরিবারের লোক, যাদের খাবার সংস্থান আছে এ'সব পরিবার থেকে তাদের এনে ট্রেনিং দেয়া হবে এবং ট্রেনিং পাওয়ার পর দেশের সেবার জন্য তৈরী থাকবে, সরকারকে চাকুরী দেওয়ার জন্য প্রেসার দেবেনা, এটা ছিল অল ইণ্ডিয়া স্কীম। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা যেহেতু গরীব দেশ, ট্রেনিং দিয়ে যাতে তাদের একটা খাবার সংস্থান হতে পারে এই উদ্দেশ্যে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গরীব অংশের লোকই এই হোমগার্ড ট্রেনিং দিয়েছে এবং হোমগার্ড ট্রেনিং পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবে তাদের চাকুরী দেওয়ার প্রশ্ন আসে এবং তাদের চাকুরী দেওয়ার প্রয়োজন আছে সেটা এতদিন খতিয়ে দেখা হয়নি। বামফ্রন্ট সরকার আসার পর, ক্যাপাসিটি অনুযায়ী আমাদের ৬০০ হোমগার্ডকে চাকুরীতে প্রভাইড করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং তার জন্য একটা স্কীম নিয়েছি, শীঘ্রই সেটা এক্‌জিকিউট করা হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—এটা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে, অনেক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হোমগার্ড আজকে ১০/১২ বছর যাবত চাকুরী করছে, কোনদিন তারা ছাটাই হয়নি, তাদেরকে একরকম পার্মানেন্টই বলা যায়, অথচ কংগ্রেস আমলে দেখা গেছে যে পুলিশের রেগুলার পোষ্টে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, কিন্তু হোমগার্ড থেকে নেওয়া হয়নি। হোমগার্ডদের ডিম্যাণ্ড আছে যে পুলিশের কাজে তাদেরকে নিয়োগ করতে হবে। যারা স্থায়ীভাবে আজকে ১০/১২ বছর কাজ করছে তাদের থেকে, সিডুল্ড কাষ্ট, সিডুল্ড ট্রাইবের কোটা রেখে, পুলিশের কাজে হোমগার্ড থেকে নেওয়া হবে বর্তমান সরকার এ সিদ্ধান্ত নেবেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ রিক্রুটমেন্ট'এর নিয়ম কানুন আছে, সে নিয়ম কানুনের মধ্যে যদি পড়ে, ট্রেনিংপ্রাপ্ত হোমগার্ডদের নেওয়া হবে এইরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারি। সমস্ত বিষয়ে বিচার বিবেচনা করে এই সম্পর্কে নীতি নির্ধারণ করার প্রয়োজনীয়তা আছে বলে সরকার মনে করেন এবং সে জিনিষটা আমরা বিচার বিবেচনা করছি।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা :—দেশে যেভাবে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে এবং যেভাবে বেকার সমস্যা দেখা দিয়েছে, সে সমস্যা সমাধানের জন্য অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের মত হোমগার্ডদের জন্য একটা স্থির ডিপার্টমেন্ট করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্য সরকার প্রস্তাব রাখবেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—আপাতত: এই ধরণের প্রস্তাব রাখা হয়নি।

শ্রীবিমল সিন্‌হা ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, গত ইলেকশানের সময় কিছু সংখ্যক হোমগার্ড রিক্রুট করা হয় এবং ইলেকশান শেষ হওয়ার পর তাদের চাকুরী চলে যায়, এইরকম ট্রেনিং-প্রাপ্ত বেকার হোমগার্ড কতজন আছে ?

শ্রীদশরথ দেব :—আপাততঃ এই হিসেব আমার কাছে নেই।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে শিক্ষণপ্রাপ্ত হোমগার্ড নিয়োগ করা হচ্ছে তাদের মাসিক বেতন কত দেওয়া হবে ?

শ্রীদশরথ দেব :—কন্টিনজেন্ট হিসেবে যে বেতন পাওয়ার সেটা তারা পাবে। ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট, এডুকেশান ডিপার্টমেন্ট এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নাইট গার্ড হিসাবে এখন যা পাচ্ছে, সেভাবে তাদের প্রথম নিয়োগ করা হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তর থেকে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে সর্বভারতীয় যে নীতি ছিল হোমগার্ড হিসাবে শিক্ষা দেওয়ার, স্বচ্ছল পরিবার থেকে নেওয়া, সেখান থেকে ত্রিপুরা সরকার ডিপারচার করে গেছেন, এখানে বেকার থেকে এবং গরীব একটা অংশ থেকে এদের নেওয়া হয়েছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যারা আজকে ১০/১২ বছর ধরে কাজ করছে, তাদের ঐ ১৫০ টাকা দিয়ে তাদের পরিবার চলতে পারে কি না এবং এই টাকার পরিমাণ বাড়াবার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখবেন কি না ?

শ্রীদশরথ দেব ঃ—মাননীয় সদস্য'এর একটা কনফিউশান হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের এমপ্লয়মেন্ট দিচ্ছেন না, কেন্দ্রীয় সরকার ট্রেনিং পিরিয়ডের জন্য একটা রেট ঠিক করে দেন। ত্রিপুরা সরকার—আমাদের সীমিত ক্ষমতা অনুযায়ী নাইটগার্ডে তাদের কিছু নিয়ে নেব, হোমগার্ড তারা থাকছে না, তাদের পরিচয় হবে নাইটগার্ড। যেহেতু বেকারের সংখ্যা বাড়ছে,

আমরা উপযুক্ত পদ সৃষ্টি করতে পারছি না, আমাদের অর্থের সংকুলান হচ্ছে না, কিন্তু বেতনে কিছু শিক্ষক যেমন আমরা নিচ্ছি, তেমনি এরা তারা নিতে পারে, এইভাবে বেকার সমস্যা সমাধানের আংশিক প্রচেষ্টা এটাকে বলা যেতে পারে, কিছু সরকারী কাজও হবে। এটাকে ফুল এমপ্লয়মেন্ট বলা চলে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—আমার মনে হয় আমার বক্তব্যটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঠিক বুঝতে পারেন নি। নাইট গার্ড'টা, ওটা স্টেট গভর্ণমেণ্ট করছেন। কিন্তু সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টের টাকায় যে প্রশিক্ষণ দিয়ে মাসে ৫ টাকা তারা দেয়, এখন তো রাজ্যে প্রচুর হোমগার্ড আছে এবং তাদের একটা রেটও আছে এবং সেই টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছেন। তাদের সংখ্যাও কম নয়, অন্ততঃ হাজার খানেক হবে যারা ১০/১২ বছর কাজ করছে হোমগার্ড হিসাবে। যেই টাকাটা কেন্দ্রীয় সরকার দিচ্ছে। তারা একটা রেটে পাচছে। এই রেটটা বাড়াবার জন্য রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখবেন কিনা যে মিনিমাম ক্লাস ফোর এর মত তাদের বেতন হওয়া উচিত?

শ্রীদশরথ দেব:—সম্ভবত অল ইণ্ডিয়া ভিত্তিতে তাদের একটা রেট থাকে। তবে আমি মনে করি বর্তমান অবস্থায় রেটটা একটু বাড়ানো দরকার। সেই দিক থেকে আমরা প্রস্তাব দিতে পারি। কিন্তু প্রস্তাব গ্রহণ করা না করা এটা কেন্দ্রের ইচ্ছা।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—যারা ডেলী রেটে বর্তমানে কাজ করছে কত বছর পরে তাদের নিয়মিত করা হবে এবং এই যে ৬০০ জন নিয়োগ করা হবে ভবিষ্যতে কত বৎসর পরে তাদের নিয়মিত করা হবে?

শ্রীদশরথ দেব;—পোস্ট ক্রিয়েটেড হবে তখন রেগুলার করা হবে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে অনেক কণ্টিনজেণ্ট আছে যারা ২০ বছর পরেও রেগুলার হয় নাই?

শ্রীদশরথ দেব:—আজ পর্যন্ত কোন হোমগার্ড নেওয়াই হয় নি। নেওয়ার কথা ভাবছি।

শ্রীতরণী মোহন সিং:—যে ৬০০ নূতন হোমগার্ড নেওয়া হবে তার মধ্যে ইলেকশানের সময়ে যাদের ভর্তি করা হয়েছিল ইলেকশানের শেষে যাদের ছেড়ে দেওয়া হয় সেই হোমগার্ড-গুলি এই ৬০০ এর মধ্যে আছে?

শ্রীদশরথ দেব—সেটা সিলেকশান হলেই দেখা যাবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি গত নির্ব্বাচনে হোমগার্ডদের অনেককে দূর দূরান্তে পাঠানো হয়েছিল। অথচ তাদের কোন টি,এ. দেওয়া হয় নাই। তারা নিজেদের পকেটের পয়সা খরচ করেছে এবং পুলিশের সংগে যারা গিয়েছিল পুলিশ তাদের খাইয়েছিল। সেই ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে তাদের কোন টি,এ, দেওয়া হবে কিনা?

শ্রীদশরথ দেব—এইরকম ঘটনা আছে কিনা আমার জানা নেই। তবে তথ্য সংগ্রহ করে দেখা হবে কি ঘটনা ঘটেছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে সিলেকশানের ভিত্তিটা কি হবে? সিনিয়ারটি না পোস্তারটি?

শ্রীদশরথ দেব—নীডটা একটা ভিত্তি হবে। আর দ্বীতীয়ত: ইন্সটিটিউশন যে এলাকায় আছে সেই এলাকায় যদি হোমগার্ড পাওয়া যায় তবে সেই এলাকার হোম গার্ডদেরই নেওয়া হবে যাতে বাড়ীর কাছাকাছি থেকে তারা নাইট গার্ডের কাজটা করতে পারে।

শ্রীঅক্ষয় বিশ্বাস— তার মানে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় ৮।৯ শ' জন ছাটাই হয়ে বসে আছে অথচ ১০।১৫ বৎসর কাজ করেছে এইরকম হোমগার্ডও আছে। তাদের ইউনিয়ন এর একটা প্রস্তাব আছে যে যারা ১০।১২ বছর কাজ করেছে তারা চলে যাবে নাইট গার্ডে এবং সেখানে যে সব খালি পদ হবে সেগুলিতে ছাঁটাই যারা আছে তারা চলে আসবে। এই প্রস্তাব তারা নিয়েছে। সেই প্রস্তাব সম্পর্কে সরকার চিন্তা করবেন কিনা ?

শ্রী দশরথ দেব— করা হবে।

মিঃ স্পীকার— শ্রী গোপাল দাস।

শ্রীগোপাল দাস— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪২।

শ্রীদশরথ দেব— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪২।

প্রশ্ন

১) চাকুরী ক্ষেত্রে তপশীলি জাতির এবং উপজাতির শতকরা কত পারসেন্ট কোটা সংরক্ষিত আছে ?

উত্তর

১) চাকুরী ক্ষেত্রে উপজাতি ও তপশীলি জাতির বর্তমান সংরক্ষিত কোটা নিম্নরূপ :—

উপজাতি	তপশীলি জাতি
১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী— ২৯%. (ঊনত্রিশ পারসেন্ট)	১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী— ১৩%. (তের পারসেন্ট)

প্রশ্ন

২) বর্তমানে তপশীলি জাতিদের ক্ষেত্রে এবং তপশীলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে কত পারসেন্ট রয়েছে ?

উত্তর

২) অপূর্ণ সংরক্ষিত কোটা নিম্নে দেওয়া গেল :—

উপজাতি	তপশীলি জাতি
১ম শ্রেণী— 0	১ম শ্রেণী— 0
২য় শ্রেণী— 0 ১৬'৪%.	২য় শ্রেণী— 0 ৫%.
৩য় শ্রেণী— 0	৩য় শ্রেণী— 0
৪র্থ শ্রেণী— 0	৪র্থ শ্রেণী— 0
এটা এখনও আনফিল্ড কোটা।	৮%. বর্তমানে ফুলফিল্ড হয়েছে।

শ্রীগোপাল দাস— চাকরীর ক্ষেত্রে তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতির যে কোটা রয়েছে তা অপূর্ণ থাকার কারণ কি এবং তা পুর্ণ করার জন্য পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন কিনা ?

শ্রীদশরথ দেব— সাধারণত: সংরক্ষিত কোটা অপূর্ণ থাকার পেছনে কতগুলি কারণ আছে। প্রথমত: হচ্ছে উপযুক্ত কর্মচারীর অভাব। আবার অনেক সময় সরকারী প্রয়োজনে উপজাতি তপশীলি জাতির প্রার্থী পাওয়া না গেলে অতীতে এইগুলি অন্যান্য জাতির প্রার্থী দ্বারা পূরণ করা হত। সর্ব্বভারতীয় চাকুরীগুলি সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকার পূরণ করতেন। এটাতেত ত্রিপুরা সরকারের কোন হাত নেই। অনেক ক্ষেত্রে সারপ্লাস কর্মচারী দ্বারা পূরণ করা হয়েছে অফিসে এবং এই পুরণের ক্ষেত্রে তপশীলি জাতি উপজাতির কোটার দিকে বোধ হয় খুব নজর দেওয়া হয় নি। নির্দিষ্ট কোটা যাতে পূরণ হয় সেজন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ আমরা নিচ্ছি—

বিভাগীয় প্রধানদের ডেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন সংরক্ষণের আদেশ যথাযথ পালন করা হয়। সমস্ত উপাজাতিকল্যাণ বিভাগের প্রতিনিধি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তপশীল জাতি আর তপশীলি উপজাতিদেরও এর জন্য দায়িত্ব রয়েছে। ইদানিংকালে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে উপজাতি কল্যান বিভাগের প্রতিনিধি যেন অন্যান্য প্রমোশন কমিটিগুলির সংগে যোগাযোগ করেন। আগে ট্রাইবেল দপ্তর থেকে এটা করা হত না, আমাদের সরকার এখন ঠিক করেছে যে বিভিন্ন দপ্তরে যদি কোন ট্রাইবেল অফিসার না পাওয়া যায়, তাহলে অন্ততঃ পক্ষে ট্রাইবেল দপ্তরের যে অফিসার, তিনি সেখানে সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবসদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন, সেটা দেখবেন এবং সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবসদের কোটা যাতে পুরণ করা হয়, সেটাও তিনি দেখবেন। তবে এখানে মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবস এর কোটা পুরণ করা সম্পর্কে এই সরকার বিশেষ কোন যত্ন নিবেন কিনা? আমি বলব যে এই সরকার সম্পূর্ণ ভাবে তার যত্ন নেবেন এবং যত্ন নেওয়ার ফলে কিছু কিছু লোকের সমালোচনা সরকারকে শুনতে হয়েছে, যেমন সিডিউলড ট্রাইবসের কোটা রক্ষার জন্য ট্রাইবেল দপ্তরে যে ৪ জন সুপারভাইজর ছাঁটাই করতে হয়েছিল। এর থেকে আপনারা বুঝতে পারেন যে সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবসদের কোটা পুরণের জন্য আমাদের বামফ্রন্ট সরকার কতটা আগ্রহশীল।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে বর্তমানে টি, আর, টি, সি ডিপার্টমেন্টে ৭০০ জন কর্মচারী রয়েছেন, তাদের মধ্যে উপজাতি রয়েছেন ২০ জন আর তপশীলি জাতি রয়েছেন মাত্র ৪০ জন। কিন্তু তাদের কোটা পুরণের জন্য যখন দাবী জানানোর জন্য ডিপুটেশান গিয়েছিল, তখন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মশাই সেই ডেপুটেশান নেন নি এবং বর্তমানেও তিনি সেটা নিতে অস্বীকৃত ?

শ্রীদশরথ দেব— শুধু টি, আর টি, সিই নয় এখানে ডিফারেন্সটা হয়েছে ১৬.৪ পার্সেন্টের। এটা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট মিলিয়ে হবে, কোন ডিপার্টমেন্টে বেশী হবে আবার কোন ডিপার্টমেন্টে কম হবে। কিন্তু টোটালি ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ২৯ ভাগ যে রিজার্ভ আছে, সেটা পুরণ হতে এখনও শতকরা ১৬.৪ ভাগ বাকী আছে এবং এটা বিভিন্ন দপ্তরে হতে পারে। তবে কোন মন্ত্রী ডেপুটেশান গ্রহণ করলেন কি করলেন না, সেটা আমার জানার বিষয়বস্তু নয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই কোটা পুরণ না হওয়ার জন্য যে সব কারণ এখানে দিয়েছেন, তার মধ্যে একটা কারণ বাদ গিয়েছে। সেটা হচ্ছে কংগ্রেস আমলে, তারা এই কোটা পুরণের জন্য কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেন নাই এবং নিজেদের খেয়াল খুশীমতো সব কিছু করেছেন কাজেই এটা একটা মূল কারণ কি, মন্ত্রী মশাই জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—এটা হতে পারে। কারণ সিডিউল্ড ট্রাইবেলরা এত দিন অবহেলিত ছিল। তাদের কোটা পুরণ এর জন্য সরকার এত দিন কোন যত্ন নেন নি। অবশ্য এই ব্যাপারে আর একটা অসুবিধা ছিল যে আমরা যখন দিল্লীতে পার্লামেন্টারী কমিটি অন সিডিউল্ড কাষ্ট এণ্ড সিডিউল্ড ট্রাইবসের সদস্য ছিলাম, তখন আমরা সেখানে একটা রিকমেণ্ডেশান করেছিলাম এবং আমাদের সেই রিকমেণ্ডেশান কোন কোন রাজ্য সরকার স্বীকার করে নিয়েছেন। আমরা সেখানে সুইটেব্যাল ক্যাণ্ডিডেট এই শব্দটা একেবারে উঠিয়ে দিতে চেয়েছিলাম, কারণ এই সুইটেব্যাল শব্দটা থাকলে নানা ভাবে সেটাকে ব্যাখ্যা করে তাদের কোটা পুরণের ক্ষেত্রে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবসদের অযোগ্য প্রমাণ করার মতো একটা সুযোগ থাকে। আমরা বলছি ত্রিপুরা সরকার থেকে আমরাও সেই নীতি গ্রহণ করব যাতে সিম্পলী মেট্রিকুলেট অথবা সিম্পলী গ্রেজুয়েট হলেই হবে, তার উপর অন্য কোন সর্ত আরোপ যাতে না হয়, আমরা তার জন্য চেষ্টা করব।

শ্রীখগেন দাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবসদের যে কোটাটা অপূরনীয় আছে, তা ক্লাশ ওয়ান, ক্লাশ টু, ক্লাশ থ্রি এবং ক্লাশ ফোর এভাবে ব্রেক আপটা দিতে পারেন কি, যার জন্য কংগ্রেস আমলে এই কোটা টা পূরণ করা হয় নি ?

শ্রীদশরথ দেব—এটা অত্যন্ত স্বীকৃত সত্য যে ৩০ বছর কংগ্রেস রাজত্ব করেছে এবং এই ৩০ বছরের মধ্যে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব্সদের কোটা পূরণ করার কোন জাষ্টিস নিয়ে যদি তাদের নজর থাকতো, তাহলে অন্তত এত সংখ্যক সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসদের কোটা অপূরনীয় থাকত না। কিন্তু সেই লিগেসী অব দি পাষ্ট এরা প্রতিফলন যাতে আবার তাদের কোটা পূরণে কোন রকম অন্তরায় না হয়, তার জন্য আমরা চেষ্টা করব। আর মাননীয় সদস্য যে প্রশ্ন করেছেন যে কোন কোন শ্রেণীতে কত সট ফল আছে, তা আপাততঃ আমার কাছেন নাই, আমি সংগ্রহ করে পরবর্ত্তী সময়ে সেটাকে এখানে উপস্থিত করব।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—সিগ্রেচারড বাই এ, মজুমদার, পি, এ, টু পি, ডবলিউ ডি মিনিষ্টার। উনি লিখেছেন, কারণ মিনিষ্টারের কাছে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইবসদের দাবী দাওয়া নিয়ে একটা ডেপুটেশান দেওয়ার প্রেয়ার করা হয়েছিল, সেই ডেপুটেশান তিনি নিতে চান না। কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী ডেপুটেশান নিবেন কিনা জানতে পারি কি ?

শ্রীদশরথ দেব—সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবস যারা আছেন, তাদের এই রকম কোন সন্দেহ করার কারণ নাই। কারণ আমাদের এই সরকার সিডিউস্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব্সদের কোটা পূরণের জন্য যথেষ্ট যত্নশীল। কাজেই এই বিষয়ে মন্ত্রী মশাই কোন ডেপুটেশান নিয়েছেন কি নেন নি, সেটা আলাদা কথা। কিন্তু ডেপুটেশান থেকেও ঐ একই জবাব আসবে যে সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব্সদের কোটা কখনও লঙ্গন করা হবে না। তবে কেউ যদি এই ব্যাপারে ডেপুটেশান দিতে চায়, আমরা তার সংগে কথা বলব। কিন্তু এখন কোন প্রয়োজন দেখছি না যেখানে সরকার নিজে থেকেই এই বিষয়ে আগ্রহ নিয়ে কাজ করছে।

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬.৪ পার্সেন্ট এবং তপশীলি জাতিদের ক্ষেত্রে ৫ পার্সেন্ট যেটা অপূরনীয় রয়ে গেছে, সেটা এই সরকার আগামী দিনে পূরণ করবেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় সদস্য, এগুলি তো সরকার এক দিনে পূরণ করতে পারবে না। আমাদের প্রতিটি রিক্রুয়েটমেন্ট ইয়ারে কিছু ভেকান্ট পোষ্টস হয় সেই ভেকান্ট পোষ্টে সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব্সদের কোটা সেটা নির্ধারণ করতে হয় এবং প্রমোশনের ক্ষেত্রেও সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব্সদের একটা রিজার্ভ কোটা আছে, অতীতে অবশ্য এটা ছিল না, ইদানিং কালে এটা হয়েছে এবং সেগুলি পূরণ করা হবে। কাজেই আমরা এখন থেকে নিশ্চিত গ্যারান্টি দিতে পারি যে আমাদের সরকার সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউল্ড ট্রাইব্সদের নির্ধারিত কোটা পূরণ করবে। আর তা যদিও না পাওয়া যায়, তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের যে অনুসৃত নীতি আছে, যে থ্রি সাক্সেসিভ রিক্রুয়েটমেন্ট ইয়ার পর্য্যন্ত পদগুলি খালি রাখা হবে, যাকে ইংরেজীতে বলা হয় ক্যারিড ফর ওয়ার্ড, সেই ক্যারিড ফর-ওয়ার্ডের ব্যবস্থা আমরাও রাখব। কিন্তু ক্যারিড ফর-ওয়ার্ডের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে ৩ বছর পার হয়ে গেলে, সেগুলিকে অটোমেটিক ডি-রিজার্ভ ঘোষণা করা হয়। এই ডি-রিজার্ভ ঘোষণা করার আগে সরকার থেকে অনুমোদন নিতে হয়, ডিপার্টমেমন্ট নিজের ইচ্ছায়, সেটাকে

ড-রিজার্ভ করতে পারে না। ডি-রিজার্ভ করার জন্য আগে থেকে সরকারের কাছে এ্যাপ্লিকেশান করতে হয় এবং সরকার সেটাকে খুঁটিয়ে দেখবে যে সত্যি সত্যি প্রার্থী পাওয়া গিয়েছিল কিনা, না ইচ্ছাকৃত ভাবে পাওয়া যায়নি বলে ডি-রিজার্ভের প্রস্তাব এসেছে। কাজেই এই সমস্ত বিচার বিশ্লেষণ করেই তবে প্রয়োজন হলে ডি-রিজার্ভ করা হবে, এর আগে কিছু সেই রকম কিছু করা হবে না। অর্থাৎ যথেষ্ট প্রিকশান নিয়েই এই কাজগুলি করা হবে, অন্তত; হাউসের কাছে আমাদের এই সরকার এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারে।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, মাননীয় সদস্যের প্রশ্ন হচ্ছে এখানে যে কোটার কথা বলা হয়েছে সেটা আগামী আর্থিক বছরে পুরণ করা হবে কি না ?

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত সিম্পল—এত বছরের যে পার্সেন্টেজ আছে, সেটা এক বছরে বা রাতারাতি পুরণ করা যাবে না। কাজেই পদ সৃষ্টি হলে সেটা পুরণ করা হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রী বাদল চৌধুরী

শ্রীবাদল চৌধুরী—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৮

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৮

প্রশ্ন

১) গত ১৯৭২ হইতে ১৯৭৭ সালের মধ্যে রাজনগর ব্লকের অধীনে কয়টি রিং ওয়েল ও টিউব ওয়েল দেওয়া হইয়াছে ?

২) সেগুলি কোন কোন জায়গায় স্থাপন করা হইয়াছে ?

৩) কয়টি রিং ওয়েল ও টিউব ওয়েল চালু আছে ?

উত্তর

গত ১৯৭২ হইতে ১৯৭৭ সালের মধ্যে রাজনগর ব্লকে মোট ৮৬টি রিং ওয়েল এবং ৭৭টি টিউব ওয়েল দেওয়া হইয়াছে।

জায়গার নাম এতৎসহ দেওয়া গেল।

চালু রিং ওয়েল—৪৬টি চালু টিউব ওয়েল—২৭টি।

Admitted Starred Question No. 168

Name of places where R. C. C. Ring Wells constructed and Tube-Wells sunk under Rajnagar Block.

Year—1972

Sl. No.	R. C. C. Ring Well		Sl. No.	Tube-Wells	
1.	Abhoynagar at Shymlal para	1 No.	1.	Garjania at N. Datta	1 No.
2.	Chottakhola at North Market	,,	2.	I. C. Nagar at Suarmora	,,
3.	Debipur at Dhananjoy Mahajan	,,	3.	Ratanbari Bazar at uttar Bharai Nagar Bazar	,,
4.	Ajgar rahamanpur at North market	,,	4.	Belonia Town at Khetra Baidya	,,
5.	Dimatali at Saotul Colony	,,	5.	Lakshmipur at Bagala Debnath	,,
6.	Gajaria at Banikka Tilla	,,	6.	Rajnagar Block H/Q.	,,
7.	Kamalpur at Bharatmaspara	,,	7.	North Mirzapur at S. Das	,,
8.	Dimatali at near B. O. P.	,,	8.	I. C. Nagar at Sukhen Potodi	,,
9.	Ajgar rahamanpur Near Ram Krishna Asram	,,	9,	Jadu nath Tilla at BLN	,,

10. Jossmura at Dhupipara INO
11. Kadamtala near Grareyard ,,
12. Ekenpur at Baraj Colony ,,
13. Baraiya at Dhirendra Chakraborty
14. Kalikapur at Basic School ,,
15. Sripur at Giridharinath ,,
16. Bankar Nath Colony ,,
17. Baspadua Nath Colony ,,
18. Matai Chalitakhola ,,
19. Matai Kalibari ,,
20. Shal Tilla at Hemadhan Chakraborty
21. Rajnagar (Matai) at Bop ,,
22. BLN Vetty-Hospital ,,

Year—1973

1. Matai at Krishnapur Colony 1 No.
2. Baspadua at Barta Kr. Para ,,
3. Bharatkhola at School field ,,
4. Baspadua at Jharu Sarkar ,,
5. Kalaw Dhepa at near School ,,
6. Kalabaria at Matilal Chakraborty ,,
7. Sonai Chari at Ruhi Sardaipara ,,
8. Kadamtali at West side of Bazar ,,

1. Rajnagar near Upendra Das 1 No.
2, South Sreerampur at Patnipara ,,
3. Piparia Khola at Oang cherra ,,
4. Matai Krishnapur ,,
5. Nehar nagar Colony ,,
6. Kashari R/F in front of Juharlal Munshi ,,
7. Kashari R/F at Northern house of Shanti Sen

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 168 (CONTD.)

SI. NO. R.C.C. RING WELL

9. Amlapara in fornt of R. short 1 NO.
10. Rajnagar Blook H/S. ,,
11. Krishnanagar in the Market ,,
12. Nulua at Southern Side of Market ,,

SI. NO. TUBE-WELLS

8. Safar Colony at Vil Basti 1 NO.
9. Belonia at Progressive club ,,
10. Gabtali By the side of Dimatali Road. ,,
11. Ratan bari at Birendra Datta ,,

13. Rangamura in the Market ,,
14. Jabtali East of Market ,,
15. Pai Khola at Southern Vill. ,,
16. Kachhapai near shop ,,
17. Taichhama at Paikhol Gaosabha ,,
18. Rangamura Karmarkar Tilla ,,
19. Joypur Near School ,,

12. Sreerampur at Debnath house ,,

YEAR 1974.

1. Gajaria Bazar at Road side of Hrishamuk 1 No.
2. Karalia Tilla at Savasima ,,
3. Arjya Colony near Mahila Samity ,, NIL.
4. Ekenpur at Bazar ,,
5. pipariabari 14 Dimatali Pipariakhola ,,
6. Sonai Chari at Kall Sharkar Para ,,
7. Chandrapur para at Dhanesh Mandar ,,
8. Jasmura at North side of Market ,,
9. Joykatpur in front Amzad nagar School. ,,
10. Mahamaya bari Near Cooparative ,,
11. Rangamura at Balaram Debnath Para ,,
12. Sachindra Colony (BLN) Near Pidgupith School. ,,
13. Kalan Dhepa at Middle of village ,,
14. Rambabu Tilla East of the village ,,
15. Kalabaria, Birendra Das house ,,
16. Matui, Rajnagar near the house of Pradhan ,,
17. Kalabaria North Near Shop ,,

YEAR 1975.

Sl. No.	R.C.C. Ring Well		Sl. No.	Tube-Wells	
1.	South Belonia at Anil Nandi Para	1 No.			
2.	Kashari at Parchimpara Road Side	,,			
3.	Safar Colony Piparia Khola Sedhul Colony	,,			
4.	Belonia Mushimpara	,,			
5.	Kashari Parshimpara near Sen's house	,,			
6.	Rangumura at Bludar Sardar Para	,,			
7.	Haripur (Hrishamuk) Durgabari	,,			
8.	Dubshirai Sardar Para	,,			
9.	Matai Shil Colony	,,			
10.	Bankar on the East of Godown	,,			

YEAR 1976.

Sl. No.	R.C.C. Ring Well		Sl. No.	Tube-Wells	
1.	Matai at Rabindra Cnakraborty	1 No.	1.	Bankar at Mech Camp	1. No.
2.	Bhupendranagar Colony near Amia Shore	,,	2.	I.C. Nagar Notunnagar Colony	,,
3	Belonia College		3.	Sat mura School	,,
4.	Ishan Chandranagar Dhupi Colony	,,	4.	Kashari Sonapur	,,
5.	Manur Mukh	,,	5.	Abhoynagar (K. nagar G/S)	
6.	North Kasari	,,	6.	Krishnanagar North	
7.	Kalikapur (Hs M)	,,	7.	S.B.C. Nagar school Colony	
8.	Matai Puran Bazar	,,	8.	Balla Mukka (J. Dutta)	
9.	North Kalabaria	,,	9.	- do - (S. Baidya)	
10.	Rambabur Tilla to Kalabaria	,,	10.	Belonia South (G. Das)	
11.	Kalan dhepa	,,	11.	Kalinagar (R. Chow.)	
12.	P. R. Bari P/S. Rajnagar	,,	12.	S.B.C. Nagar, Balowadi centre	
			13.	BLN Ramthakur Asram	
			14	Garjania (A. Bose)	
			15.	Belonia T. A.	
			16.	Sararima School	
			17.	Rajnagar Colony	
			18.	Baidher Khil (G. e. vil)	
			19.	Krishnapur (K. K. Shil)	
			20.	South Sreemampur (Khedebari)	
			21.	S.– do (Hospsipur)	
			22.	Radhanagar (J. Majumder)	
			23.	Bhupendra nagar (K.K. Saha)	

Sl. No.	R.C.C. RING WELL.

CONSTRUCTION OF RING WELLS DURING 1977

Sl. No.	Name & Places.	
1.	West Anandapur (Ramaya Vil)	=1 No.
2.	—do— (Dinesh Sarkar)	,,
3.	Radhanagae (Na-ayan Acherjee	,,
4.	Tabaria (Gouranga Shil)	,,
5.	Chandrapur (Bishnupada Das)	,,
6.	—do-— (Ramesh Ch. Baidya)	,,
7.	Bhairabnagar (Birchandra Sarkar)	,,
8.	—do— (Nil Mohan Sakar)	,,
9.	Sankha Kr. Reang (Dhan Mohan Roy)	,,
10.	Kamalakanta Roaja Para	,,
11.	Asharampara (BLN. Town)	,,
12.	Joyhari Roaja Para	,,
13.	Sonatan Choudhury Para (Sonaichari)	,,
14.	Joy Kr. Para	,,
15.	Belonia Town (D.Roy Barman	,,
16.	—do—(Dr. S. K. Deb)	,,
17.	--do—(Poddar vil)	,,
18.	Bindaman RoajaPara Chittapara	,,
19.	Madanta Bari (Haripur)	

Sl. No.	TUBE-WELLS.
24.	Bhupendranagar (Jogesh Vil).
25.	—do—(Ghosh Khamar).
26.	—do—(Harimohan Sil).

SINKING OF TUBE WELLS DURING 1977

Sl. No.	Name & Places.	
1.	South Kirnapur (Hiranmay Dutta)—	1 No.
2.	Radhanagar (Narayan Banik)	—1 No
3.	Krishnagar (Hiranmay Datta)	,,
4.	Hrishamuk (Girish Ghosh)	,,
5.	Belonia Town (Rash-mohan Poul	,,
6.	Belonia Town (Parikshit Baidya)	,,
7.	Bharat Ch. Nagar (Beni Muhuri)	,,
8.	Sura Mura (Landless Colony)	,,
9.	Kashari North (Ganga Ch. Tripura.	,,
10.	Garjania (Ashu Baidya)	,,
11.	Bhupendranagar (Kathal Tali)	,,
12.	—do—(Towards Batisha Road)	,,
13.	—do—Ghosh Khamar (Near market)	,,
14.	South Sreerampur (Out Post)	,,
15.	Bhairab nagar (Nepal Poddar)	,,
16.	—do—(Subal Ch. Das)	,,
17.	Rajnagar Colony (Narayan Singha)	,,

শ্রীনকুল দাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই. গত বছরে রাজনগর ব্লকে ২৫টি রিংওয়েল দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেখানকার বি, ডি, ও, বললেন যে সিমেন্ট এবং অন্যান্য জিনিষের অভাবে সেগুলির কাজ করা হবে না। এটাতো দুই মাসের কথা তার আগে ৯/১০ মাস তারা কি করেছিলেন সেই ব্যাপারে আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই সম্পর্কে একটা সর্ট ডিসকাশান হবে কাজেই সেই ব্যাপারে এক্ষণই উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিন্দা দেববর্মা

শ্রীবিন্দা দেববর্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৯১

শ্রীদীনেশ দেববর্মা—কোয়েশ্চান নম্বার ৯১

১, ইহা কি সত্য যে গ্রামে পঞ্চায়েত অফিসগুলিতে নাইট গার্ড না থাকার ফলে অফিসের অনেক জিনিষপত্র চুরি হয় ?

২, যদি সত্য হয় তাহা হইলে উক্ত অফিসগুলিতে নাইট গার্ড নিয়োগ করা হইবে কি ?

উত্তর

১। এই ধরনের কোন সংবাদ আমাদের জানা নাই।

২। পঞ্চায়েতের আইন অনুসারে তারা তাদের নিজস্ব তহবিল থেকে নাইট গার্ড নিযুক্ত করতে পারে।

মি: স্পীকার—শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং

শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং—কোয়েশ্চান নম্বার—৭৪

শ্রীদশরথ দেব—কোয়েশ্চান নাম্বার—৭৪

প্রশ্ন

১. ইহা কি সত্য যে পুলিশ ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছে ?

২. যদি সত্য হয়ে থাকে তবে পুলিশ ইউনিয়নকে সরকারীভাবে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছে কি।

উত্তর

১। হ্যাঁ মহাশয়

২। স্বীকৃতির প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মশাই, এই যে পুলিশের ইউনিয়ন হয়েছে এবং তার স্বীকৃতি দেওয়া হউক এই জন্য সরকারের কাছে চিঠি গিয়েছে কি না এবং গেলে কোন তারিখে গিয়েছে ?

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় স্পীকার স্যার, সরকারের কাছে চিঠি এসেছে—নন-গেজেটেড ত্রিপুরা পুলিশ ফোর্স যে এসোসিয়েশান করেছে সেই এসোসিয়েশানের সেক্রেটারী তাদের যে সংস্থা আছে, সেই সংস্থার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সরকারের কাছে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে এটাও বলা হয়েছে যে সরকার কতগুলি সর্তে তাদের স্বীকৃতি দিতে পারে এবং যদি সেই ভিত্তিতে তাদের সংবিধান তৈরী হয়, তাহলে সরকার সেটা খতিয়ে দেখবেন। সেই অনুযায়ী সেই সংস্থার সেক্রেটারী তাদের (কনস্টিটিউশান) সংবিধান সরকারের কাছে দাখিল করেছে। সেই সংবিধানের সংগে যে টার্মস এণ্ড কণ্ডিশানের কথা বলেছেন তার সংগে কিছু গড়মিল আছে এবং তাদের কাছে সেটা জানান হয়েছে। সরকারী রেফারেন্স আমি জানাচ্ছি—তাদের এসোসিয়েশান এমন একটা সংস্থা হবে যে তারা তাদের অভিযোগগুলি সরকারের কাছে উপস্থিত করতে পারবেন এবং তাদের সেই সব অভিযোগ পূরণের দাবিতে তারা কোন এজিটেশান করতে পারবেন না। এই কথা তাদের জানান

হয়েছে। তারা তাদের সমষ্টিগত ভাবে যে সব অভিযোগ আছে সেই অসুবিধাগুলি সম্পর্কে এসোসিয়েশানের মাধ্যমে সরকারের কাছে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবেন। কিন্তু ইণ্ডিভিজুয়েল কোন অভিযোগ তাদের যে চেনেলে আছে সেই পুরানো চ্যানেলের মাধ্যমেই সরকারের কাছে উপস্থিত করতে পারবেন। তাদের রিপ্রেজেন্টেশানগুলির মধ্যে ট্রান্সফার, প্রোমোশান, পোস্টিং ইত্যাদি ব্যাপারে সরকারের কাছে এণ্টারটেণ্ড হবে না। বর্তমানে এই ব্যাপারে যে রুলস্ আছে সেই রুলস্ অনুযায়ী যদি দেখা যায় যে খুব একটা সাংঘাতিক কিছু হয়ে যাচ্ছে সেটা বিবেচনা করা যাবে। এই এসোসিয়েশান একটা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংস্থা হবে এবং কোন বেসরকারী লোক বা পুলিশ ফোর্সের লোক এই সংস্থার সভ্য হতে পারবে না। শুধু ত্রিপুরা পুলিশ ফোর্সের লোকই এই সংস্থার মেম্বার হতে পারবেন। পুলিশ ফোর্সের এফিসিয়েন্সীর কোন রকম ক্ষতি হয় বা তার ডিসিপ্লীনের কোন ক্ষতি হয় এই ধরনের কোন কাজ তারা করতে পারবেন না। যদি কোন পুলিশ-এর কোন ডিউটি থাকে তাহলে তার সংস্থার কোন মিটিং ইত্যাদি আছে বলে তার ডিউটি করা থেকে বিরত থাকতে পারবে না তাকে ডিউটি করতেই হবে। এইগুলি হচ্ছে সরকারের সর্ত।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ হয়েছে। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় নি, সে গুলোর উত্তর পত্র সভার টেবিলে রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অনুরোধ করছি।

Obituary

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ, আয়েংগার, এম অনন্ত স্বামীর স্মৃতি চারণ। ১৮৯১ সালে ৪ঠা ফেব্রুয়ারীতে চিত্তোর জেলার থিরুচানুরে জন্ম গ্রহণ করেন, এম, অনন্ত স্বামী আয়েংগার। শিক্ষা জীবন সমাপনান্তে শ্রীআয়েংগার ১৯১২-১৩ সালে শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন সুরু করেন। সমাজ সংস্কারক হিসাবে তিনি ছিলেন হরিজনদের উন্নতি কল্পে এবং হিন্দু সংস্কৃতি প্রসারে বিশেষ আগ্রহী। কর্মজীবনে চিত্তোর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের সদস্য হিসাবে সুরু করে গণপরিষদের সদস্য হিসাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এবং পরবর্ত্তীকালে লোক সভার সহাধ্যক্ষ ও রূপরেখা সমিতির চেয়ারম্যান হিসাবে রাজনৈতিক পদমর্য্যাদা প্রাপ্তির পর ১৯৫৬ সালে তিনি লোক সভার অধ্যক্ষ হিসাবে নির্ব্বাচিত হন। ১৯৪০ সালের ৮ মাসের জন্য কারবরন করার পর ভারত ছাড়ো আন্দোলনের অংশ গ্রহন করে ১৯৪২ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৪ সাল পর্য্যন্ত কারাবাস করেন। ১৯৫২ সালে অটোয়াতে তিনি পার্লামেন্টারী কনফারেনসে যোগদান করেন এবং ১৯৫৬ সালে পুনরায় চীনে পার্লামেন্টারী ডেলিগেশানের নেতা হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৫৭ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি লোক সভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। ব্যাপক কর্ম জীবনের শেষে এক কালের লোক সভার কৃতি অধ্যক্ষ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত শ্রীঅনন্ত স্বামী আয়েংগার আজ লোকান্তরিত। আমরা তাঁহার বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্পণ করি ও শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করি। আমি মাননীয় সদস্যগণকে অনুরোধ করিব তাহারা যেন দুই মিনিট কাল দণ্ডায়মান অবস্থায় লোকান্তরিতে সদ্গতি কামনা করেন।

(দুই মিনিটের পর)

মিঃ স্পীকার :—ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরী কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশের উপর বিবৃতি দেন। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, সোনামুড়া মহকুমার কালীকৃষ্ণনগরের জুফুদ মিঞা নামক এক ব্যক্তি গত ১৪/৩/৭৮ ইং তারিখে সীমান্তের কাছে বাংলাদেশ দুবৃত্তগণ কর্তৃক খুন হওয়া সম্পর্কে।

শ্রীদশরথ দেব :—মি: স্পীকার স্যার, গত ১৪ই মার্চ সকাল ৮/৯ ঘটিকায় বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানার অধীন কতিপয় বাংলাদেশের নাগরিক অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করে। তাদের মধ্যে কালুমিঞা, রসিদমিঞা, জলিল মিঞা, আকাআলী, ফজলহক্ সাবমিঞা সহ সকলের বাড়ী বাংলাদেশের জামপুরে এবং আবদুল মন্নাপের বাড়ী বাংলাদেশের আবদুল্লাপুরে। তাহারা সবাই এসে এক জায়গায় জমায়েত হয়ে যাত্রাপুরে থানার অধান কালীকৃষ্ণ নগরের জলফুমিঞার বাড়ী আক্রমণ করে। দুই ভার ছনের দাম নিয়ে কলহই এই ঘটনার সূত্রপাত তাহারা সবাই মিলে সফিউল্লা ও জলফুমিঞাকে মারধর করে। জলফুমিঞাকে কোদাল দিয়ে মাথায় আঘাত করার ফলে ঘটনা স্থলেই তাহার মৃত্যু হয়। সফিউল্লা মারাত্মক ভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়। ঘটনার অব্যবহিত পরেই বাংলাদেশের দুষ্কৃতকারীরা বাংলাদেশে ফিরিয়া যায়। সফিউল্লা যাত্রাপুর থানায় উপস্থিত হয়ে এজাহার প্রদান করে। এই এজাহারের সুত্রে ভারতীয় দনডবিধির ৪৪৭/১৪৩/১৪৭/৩২৬/৩০২ ধালায় যাত্রপুর থানায় ৫ (৩) ৭৮ নং অভিযোগ লিপিবদ্ধ করা হয়। ঘটনাস্থল অর্থাৎ কালীকৃষ্ণনগর গ্রাম নিদয়া বি, এস, এফ সীমান্ত ফাড়ি হইতে ৫ কি. মি দূরে এবং যাত্রাপুর থানা হইতে ৮ কি. মি. দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত। বি.এস.এফ. কর্তৃপক্ষ সীমানতের পরপারে বিবির বাজার বি.ডি, আর ক্যাম্পের কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। ফ্লেগ মিটিং এর জন্য এবং দুস্কৃতকারীদের গ্রেপতার করে ভারতের হাতে সমর্পন করার জন্যেও অনুরোধ জানায়। পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসককে এ ব্যাপার নিয়ে বাংলাদেশের কুমিল্লার জেলা শাসকের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে সীমান্তের বি, এস, এফ বাহিনীর টহল দারী জোরদার করা হয়েছে। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ঐ এলাকার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হইতেছে।

শ্রীসমর চৌধুরী :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার, দীর্ঘদিন ধরে একটা বি, এস, এফ্ ক্যাম্প স্থাপন করার জন্য এই অঞ্চলের জনসাধারণ বার বার আবেদন করে আসছেন, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানেন কি না?

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই রকম কোন আবেদন নাই। তবে জনজীবন রক্ষা করার জন্য বি, এস, এফের ক্যাম্প করার প্রস্তাব সরকার বিবেচনা করবেন।

মি স্পীকার :—মাননীয় সদস্যগণ, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল চৌধুরীর কাছ থেকে একটা দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। বিষয় বস্তু হল গত ১৭ই মার্চ শ্রীনগর বাজারের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এবং তজ্জনিত কারণে জনসাধারণের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে। আমি মাননীয় মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেয়ার জন্য অনুরোধ করছি। যদি তিনি বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি সময় জানাবেন যে সময়ে তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ আমি দশটার সময় পেয়েছি। আমি খবর সংগ্রহ করার জন্য চেষ্টা করছি এবং এর মধ্যে যদি সংগ্রহ করতে পারি তাহলে বিকালের দিকে একটা বিবৃতি দেব।

লেইং অব রুলস

মি: স্পীকার—সভার পরবর্তী কার্য্য সূচী হলো "দি ত্রিপুরা প্রফেসন্স, ট্রেডস, কলিং অ্যাণ্ড অ্যামপ্লয়মেন্ট ট্যাক্সেসান রুলস, ১৯৭৭।"

আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলটি সভায় পেশ করতে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি "দি ত্রিপুরা প্রফেসন্স, ট্রেডস, কলিং অ্যাণ্ড অ্যামপ্লয়মেন্ট ট্যাক্সেস রুলস, ১৯৭৭", এই সভায় পেশ করছি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যদের আমি অনুরোধ করছি এই রুলসের কপি আপনারা নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবেন।

বে-সরকারী মোশন

মিঃ স্পীকার—সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো বেসরকারী মোশন। আজকের কার্য্যসূচীতে বে-সরকারী মোশন আছে। তার একটা মাননীয় সদস্য শ্রীবাদল চৌধুরীর এবং আর একটা মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীর। মাননীয় সদস্য শ্রীসমর চৌধুরীর মোশনটি হলো :—

"রুলের ২০০ (১) ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে ১৯৭৮-৭৯ ইং সালের জন্য একটি পাব্লিক আণ্ডার টেকিং কমিটি গঠন করা হোক।

১। শ্রীঅজয় বিশ্বাস
২। শ্রীকেশব মজুমদার
৩। শ্রীবাদল চৌধুরী
৪। শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী
৫। শ্রীমতিলাল সরকার
৬। শ্রীরশিরাম দেববর্ম্মা
৭। শ্রীনকুল দাস
৮। শ্রীযাদব মজুমদার
৯। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া

আমি মাননীয় সদস্য শ্রীচৌধুরীকে অনুরোধ করছি তাঁর মোশনটি উত্থাপন করার জন্য।

Shri Samar Chaudhuri—Sir, I give notice of my intention to move the following motion for formation of a Committee on Public Undertaking "That a Committee on Public Undertaking be formed with the following members for the Year 1978-79 under rule 200 (1) of the Rules of Procedure.

1. Shri Ajoy Biswas.
2. Shri Keshab Majumder.
3. Shri Badal Chaudhuri.
4. Shri Matilal Sarker.
5. Shri Rashiram Deb Barma.
6. Shri Tapan Chakraborty.
7. Shri Nakul Das.
8. Shri Jadav Majumder.
9. Shri Rati Mohan Jamatia.

The purpose of the Committee will be to watch the working of the Government Undertakings.

মিঃ স্পীকার :—আপনারা আলোচনায় অংশ নিতে পারেন।

মি: স্পীকার :—এখন সভার সামনে প্রশ্ন হল রুলের ২০০ (১) ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে ১৯৭৮-৭৯ ইং সালের জন্য একটি পাব্লিক আণ্ডারটেকিং কমিটি গঠন করা হউক :

১। শ্রীঅজয় বিশ্বাস।
২। শ্রীকেশব মজুমদার।
৩। শ্রীবাদল চৌধুরী।
৪। শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী।
৫। শ্রীমতিলাল সরকার।
৬। শ্রীরসিরাম দেববর্ম্মা।
৭। শ্রীনকুল দাস।
৮। শ্রীযাদব মজুমদার।
৯। শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

(মোশনটি সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে গৃহীত হইল)।

মিঃ স্পীকার :—পরবর্ত্তী মোশনটি হইল রুলের ২০০ (১) ধারা অনুসারে নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে ১৯৭৮-৭৯ ইং সালের জন্য একটি ওয়েল ফেয়ার অব সিডুল কাষ্ট অ্যাণ্ড সিডুল ট্রাইবস্ কমিটি গঠন করা হউক।

১। শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা
২। শ্রী তরণী সিন্‌হা
৩। শ্রী মন্দিদা রিয়াং
৪। শ্রী নকুল দাস
৫। শ্রী মতিলাল সরকার
৬। শ্রী মতহরি চৌধুরী
৭। শ্রী অভিরাম দেববর্মা
৮। শ্রীগোপাল দাস
৯। শ্রী হরিনাথ দেববর্ম্মা

আমি মাননীয় সদস্য শ্রী বাদল চৌধুরীকে মোশনটি উত্থাপন করিতে অনুরোধ করছি।

Shri Badal Choudhuri—Sir, I give notice of my intention to move the following motion for formation of a Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. "That a Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes be formed with the following members for the Year 1978-79 under rule 200 (1) of the Rules of Procedure.

1. Shri Bidya Deb Barma.
2. Shri Tarani Sinha.
3. Shri Mandida Riyan.
4. Shri Nakul Das.
5. Shri Matilal Sarkar.
6. Shri Matahari Chaudhuri.
7. Shri Abhiram Deb Barma.
8. Shi Gopal Das.
9. Shri Harinath Deb Barma.

The purpose of the Committee is to look after the Welfare of Scheduled Casts and Scheduled Tribes.

মিঃ স্পীকার—মোশানটির উপর কারো আলোচনায় অংশ গ্রহণ করার ইচ্ছা থাকলে আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীদশরথ দেব :—মিঃ স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা বিধানসভার পক্ষে এটি একটি নূতন জিনিস আমরা তৈরী করতে চলেছি। ১৯৫২ সাল থেকে পার্লামেন্টে আমরা সংগ্রাম করেছি সংবিধানে সিড্যুলড কাষ্ট এবং সিড্যুলড ট্রাইবসের প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে। যদিও সেখানে কিছু রক্ষাকবচ সংরক্ষিত আছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ষ্টেট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যে সমস্ত দপ্তরগুলি রয়েছে, সেখানে সিড্যুলড কাষ্ট এবং সিড্যুল্ড ট্রাইবসের কোটা আদৌ সংরক্ষিত হয় নি। সংবিধানের ধারাগুলি লঙ্ঘিত হয়েছে। তাই সিড্যুল্ড কাষ্ট এবং সিড্যুলড ট্রাইবসের পার্লামেন্টের মেম্বাররা আমরা দীর্ঘ দিন পাল ামেন্টে লড়াই করেছি। কিন্তু এ দাবীর স্বীকৃতি আদায়ে আমাদের অনেক সময় লেগেছে। ১৯৬৯ সালে এই ধরনের একটি কমিটি হয়েছে পার্লামেন্টারী কমিটি। কমিটি অন দি ওয়েলফেয়ার অব সিড্যুলড কাষ্ট অ্যাণ্ড সিড্যুলড ট্রাইবস। এই কমিটি একটি হাই পাওয়ার কমিটি। যেখানে পি. এ. সি. কমিটি বা অন্যান্য যে সমস্ত কমিটি আছে, ঠিক এই কমিটিরও একই রকম ক্ষমতা। সমস্ত দপ্তরগুলিতে সিড্যুলড কাষ্ট অ্যাণ্ড সিড্যুলড ট্রাইবসের কোটা সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা এইগুলি পরীক্ষা করার ক্ষমতা এই কমিটির হাতে আছে। পার্লামেন্টে যা হয়েছে, ১৯৭১-৭২ সাল থেকে আমি এই কমিটিতে ছিলাম পার্লামেন্টের মেম্বার হিসাবে। আমাদের যেই কমিটিতে সুপারিশ করা শুধু পার্লামেন্টের স্তরে হলে হবে না, এই কমিটি ভারতবর্ষের প্রতিটি বিধান সভায় হওয়া দরকার। বিধান সভার নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যাতে সেই সেই রাজ্যে সিড্যুলড কাষ্ট এবং সিড্যুলড ট্রাইবস কোটা সংরক্ষিত হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে পারে। শুধু সিড্যুলড কাষ্ট এবং সিড্যুলড ট্রাইবসই নয়, যারা হরিজন আছেন, যাদের উপর অত্যাচার, নিপীড়ন হয়, সেই সমস্ত ক্ষেত্রে যাতে একটা তথ্য সংগ্রহ করে সভার কাছে সুপারিশ করতে পারে, এই জন্য আমরা দাবী আদায় করার জন্য সুপারিশ করেছিলাম। সুখের বিষয় অনেকগুলি রাজ্যে সেই ধরণের সিড্যুলড কাষ্ট এবং এবং সিডুলড ট্রাইবস কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং যে সমস্ত জায়গায় সিড্যুলড কাষ্ট এবং সিড্যুল্ড ট্রাইবস বেশী, সে সব জায়গায় আলাদা এস, সি, কমিটি এবং আলাদা ভাবে এস, টি, কমিটি গঠন করা হয়েছে। আবার কোন কোন জায়গায় সেটা করা হয় নি। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সেটা করার কোন প্রয়োজন হয়েছে বলে মনে করি না কারণ ছোট রাজ্যে সিডিউলড ট্রাইবের বিষয়গুলি এই কমিটি তদারক করতে পারবে, ভারতবর্ষের কোন কোন রাজ্যে এখনও এই ধরণের কোন কমিটি গঠিত হয় নাই। বিশেষ করে ত্রিপুরারাজ্যে যখন সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবের সংখ্যা বিরাট এবং দীর্ঘ দিন ধরে তারা অবহেলিত, তাদের কোটাগুলি তাদের দিচ্ছে না, তাদের ন্যার্য্যদাবীগুলি আগে পূরণ করা হয় নি বরং তাদের অবহেলা করা হয়েছে; কাজেই আজকে এই বিধানসভায় যে প্রস্তাব উঠেছে সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবসের ওয়েলফেয়ার দেখার জন্য এটা একটা ভাল প্রস্তাব বলে মনে করি। এটা দেখার জন্য আমরা একটা হাই-পাওয়ার কমিটি গঠন করতে যাচ্ছি, এটা ত্রিপুরারাজ্যের ক্ষেত্রে একটা এ্যাডভান্স ষ্টেজ বা, অগ্রণী পদক্ষেপ হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে পারি। বামফ্রন্ট সরকার বিরোধী পার্টি হিসাবে

দীর্ঘ দিন ধরে সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবস, এই অবহেলিত লোক সংখ্যার জন্য কতগুলি দাবী নিয়ে যে লড়াই আমরা করেছিলাম, আজকে সরকারের অংশীদার হিসাবে সুযোগ লাভ করে, তাদের জিনিষটা যাতে আর একবার সদস্যরা খুঁটিয়ে হাউসের সামনে উপস্থিত করতে পারেন, সেই সুযোগ আমরা দিয়েছি এটাকেও একটা এডভান্স ষ্টেজ বলা যেতে পারে। ত্রিপুরার সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবেলদের পক্ষে আমাদের এই বামফ্রন্ট সরকার যে কত আগ্রহশীল এবং সচেতন, এই হাউসের ভিতর দিয়েই আমাদের দেশের মানুষ উপলব্ধি করতে পারবেন। কাজেই আমরা সরকারের পক্ষ থেকে এটাকে সমর্থন জানাবো এবং হাউসের কাছে অনুরোধ করবো, সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবসের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এই কমিটি যাতে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গঠিত হয়, তার জন্য আমি হাউসের কাছে বিকমাণ্ড করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটু বলবো।

মিঃ স্পীকর—বলুন

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—এই বিধানসভায় কতগুলি কমিটি গঠন করা হয়েছে, অবশ্য সিডিউল-কাষ্ট বোধহয় এই প্রথম কিন্তু আমরা একটা জিনিষ দেখেছি বিগত সরকারের আমলে, এই সমস্ত কমিটিতে বিরোধী দলের সদস্যদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হত। বর্ত্তমানে এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কোন কমিটীতেই বিরোধী দলের সদস্যদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হচ্ছে না। এই কমিটী গঠন করে বামফ্রন্ট সরকার বাহবা পেতে চান কিন্তু সে দিক থেকে আমরা এটাকে যুক্তিসঙ্গত মনে করছি না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদশরথ দেববর্ম্মা :—পার্লামেন্টে কোথাও বিরোধী দলের সদস্যদের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয় না। পি, এ, সিতে গত কয়েক বছর ধরে বিরোধীদের থেকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হচ্ছে। অন্য কোন কমিটীতে বিরোধীদলের সদস্যরা চেয়ারম্যান থাকেন না। এখানে এই বিধানসভায় এটা বিরোধী দল হয় না, এটা বিরোধী গ্রুপ, কারণ বিরোধী দল হতে হলে যে সংখ্যক প্রতিনিধি তাদের এসেম্বলীতে থাকা দরকার, সেই সংখ্যক প্রতিনিধি তাদের নেই। কাজেই তার জন্য মাননীয় সদস্যরা বিরোধী দল হিসাবে স্বীকৃতি পেতে পারেন না, আপনারা বিরোধী গ্রুপ। তাই নিজেদের আয়তন সম্পর্কে সচেতন থাকুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি বিগত সরকারের আমলে। সি, পি, আই-এর একজন মাত্র সদস্য শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাসকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছিল।

(গণ্ডগোল)

মি: স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আমি জানি, এই বামফ্রন্ট সরকার এতখানি অদরদী নয়।

শ্রীদশরথ দেববর্ম্মা :—এটা সরকারের উদারতা নয়। বিরোধী দলের পার্টি গত হিসাবে সি, পি, এম বিরোধী বলে স্বীকৃত। আমরা পার্টিগত বলে স্বীকৃত এবং সি, পি, এম, নেতা শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তীর জন্য বেতনও নির্দ্ধারিত ছিল কিন্তু আমরা সেই টাকা নেই নি। আমরা মার্কসিষ্ট কমিউনিষ্ট পার্টি হিসাবে যে উদারতা পূর্বে দেখিয়েছি, ঠিক সেই বিরোধী দল হিসাবে এবং সরকার হিসাবে আমরা সেই কাজগুলি করবো।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ৯ জনের মধ্যে একজন সদস্য রাখার অর্থ-ই হচ্ছে—

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমি এই ভাবে আলোচনা করতে দেবনা। আমি এখন এই মোশানটি ভোটে দিচ্ছি।

(মোশানটি সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়)

আমি এখন চূড়ান্ত রুল তৈরী হওয়া সাপেক্ষে পাবলিক আণ্ডার টেকিং এবং ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবেলর কমিটি সম্পর্কে নির্দেশ রাখছি।

ANNOUCEMENT

Hon'ble Members,

Pending finalisation of the rules with regard to functions of the Committee on Public Undertakings and Committee on Weltore of Schedule Tribes and Schedule Caste the functions of the Committee will be the following :—

a) COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKING

1. To examine the reports and accounts of the public Undertaking specified in the Third Schedule and such other Undertakings as may be decided by the House from time to time.

2. To examine the reports 'if any' of the Comptroller and Auditor General of India on the said undertakings,

3. To examine in the context of the autonomy and efficiency of the said Undertakings, whetheir their affairs are being managed in accordance with sound business principles and prudent commercial pracices ; and

4. Such other function vested in the Public Accounts Committee and the Estimates Commsittee in relation to the said Undertakings as are not covered by clause (1), (2) and (3) above and as may be alloted to this Committee by the Speaker from time to time.

Provided that the Committee shall not examine and investigate any of the following matters, namely :

i) Matters of major Government policy as distinct from business or commercial functions of the said Undertakings ;

ii) Matters of day-to-day administration ; and

iii) Matters for the consideration of which special machinary is established under any statute.

In other respects the rules of procedure of this House relating to Committee shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make.

b) COMMITTEE ON WELFARE OF SCHEDULE TRIBES AND SCHEDULE CASTES :

The function of the Committee is to consider reports of the Commissioner for Schedule Tribes and Schedule Castes and to report to the House as to the measure that should be taken by the State Government in respect of the matters within the purview of the State Government.

2. To report to the House on the action taken by the State Government on the measures proposed by the Committee ;

3. To examine the measures taken by the State Government to secure due representation of the Schedule Caste and Schedule Tribes in services and posts under the control (including appionment in the Public 'Sector Undertakings statutory and Semi Government body in the State) having regard to the provision of the Article 335.

4. To report to the House on all matters concerning the Welfare of Schedule Castes and Schedule Tribes which fall within the purvies of the State Government, and

5. To report and examine such of the matters as may deem fit to the Committee or are Specifieally referred to it by the House or the Speaker.

মি: স্পীকার :—বিধানসভার কার্য্য পরিচালনা বিধির ২০২ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীঅজয় বিশ্বাসকে পাবলিক আণ্ডার টেকিং কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি এবং শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মাকে ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইবেদের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

ঘোষণা

অধ্যক্ষ মহাশয় :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ এখন আমি একটি ঘোষণা দিচ্ছি। ১৯৭৮-৭৯ ইং সালের জন্য এষ্টিমেটস্ কমিটী গঠন করার ব্যাপারে বিধানসভা সচিবালয় থেকে মনোনয়ন পত্র চাওয়া হয়েছিল, ১৫ই মার্চ ১৯৭৮ ইং তারিখে, তদনুযায়ী ৯টী মনোনয়ন পত্র দাখিল করা হয়েছে। এসব মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা করা হয়েছে ১৬. ৩. ৭৮ ইং তারিখে। পরীক্ষান্তে দেখা দেখা গেছে সবগুলো মনোনয়ন পত্রই বৈধ। ১৮. ৩. ৭৮ ইং তারিখ বিকাল ৪টা পর্য্যন্ত মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের দিন ছিল। বিধানসভার সচিব মহাশয় আমায় জানিয়েছেন, কেহই মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার করেন নি। আমাদের এ্যাষ্টিমেটস্ কমিটীর সদস্য সংখ্যা হল ৯ মনোনয়ন পত্রও পাওয়া গেছে ৯টী এবং সব কটিই বৈধ। কাজেই নির্ব্বাচনের প্রয়োজন নেই। এরা সকলেই এ্যাষ্টিমেটস্ কমিটিতে নির্বাচিত হয়েছেন বলে আমি ঘোষণা করছি। নির্বাচিত সদস্যদের নাম হল:—

১। শ্রীসমর চৌধুরী,
২। শ্রীরুদ্রেশ্বর দাস,
৩। শ্রীসুবোধ চন্দ্র দাস,
৪। শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা,
৫। শ্রীকেশব মজুমদার
৬। শ্রীতপন কুমার চক্রবর্ত্তী,
৭। শ্রীশ্যামল সাহা,
৮। শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস,
৯ শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া,

বিধানসভার কার্য্য পরিচালনা বিধির ২০২ ধারার ১ উপধারা মতে আমি শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়কে এ্যাষ্টিমেটস্ কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করছি।

মি: স্পীকার আমি নিম্নলিখিত কমিটিগুলির গঠন ঘোষণা করিতেছি।

DELEGATED LEGISLATION COMMITTEE

1. Shri Nakul Das— Chairman
2. „ Swaraijam Kamini thakur Sing.
3. „ Rashiram Deb Barma.
4. „ Haricharan Sakar.
5. „ Matilal Sarkar.

6. ,, Faizur Rahaman.
7. ,, Tarani Mohan Singh.
8. ,, Umaeh Nath
9. ,. Drao Kumar Riang

ASSURANCES

1. Shri Niranjan Deb Chairman
2. ,, Kamini Deb Barma
3. ,, Manindra Deb Barma
4 ,, Purna Mohan Tripura
5, , ,Mandida Reang
6. ,, Goutam Dutta
7. ,, Sumanta Das
8. ,, Radharaman Debnath
9. ,, Harinath Deb Barma

RULES COMMITTEE

1. Speaker, ex-officio Chirman
2. Dy Speaker, ex-officio Member
3. Shri Badal Choudhury
4. Smt Gouri Bhattacharjee
5. Sri Mohanlal Chakma
6. ,, Naresh Ghosh
7. ,, Umaeh Nath
8 ,, Makhan Chakraborty
9. ,, Nagendra Jamatia

HOUSE COMMITTEE

1. Shri Subodh Das Chairman
2. ,, Radharaman Debnath
3. ,, Brajamohan Jamatia
4. ,, Sumanta Das
5. ,, Haricharan Sarkar
6. ,, Purnamohan Tripura
7. ,, Kamini Deb Barma
8. Smt Gouri Bhattacharjee
9. Sri Rati Mohan Jamatia

PRIVILEGE COMMITTEE

1. Shri Amarendra Shrma Chairman
2. ,, Sunil Choudhury
3. ,, Makhan Chakraborty
4. ,, Naresh Ghosh
5. ,, Goutam Dutta
6. ,, Niranjan Deb Barma
7. ,, Swaraizam Kamini Thakur Sing
8. ,, Gopal Das
9. ,, Drao Kumar Riang

LIBRARY COMMITTEE

1. Shri Rudreswar Das Chairman
2. ,, Brajamohan Jamatia
3. ,, Tarani Singh
4. ,, Sumanta Das
5. ,, Faizur Rahaman
6. ,, Radharaman Deb Nath
7. ,, Swaraizam Kamini Thakur Sing
8. ,, Mohanlal Chakma
9. ,, Harinath Deb Barma

PETITION COMMITTEE

1. Shri Naresh Ghosh Chariman
2. ,, Matahari Choudhury
3. ,, Haricharan Sarkar
4. ,, Mandida Reang
5. ,, Mohanlal Chakma
6. ,, Manindra Deb Barma
7. ,, Faizur Rahaman
8. ,, Reshiram Deb Barma
9. ,, Nagendra Jamatia

COMMITTEE ON LEAVE OF ABSENCE

1. Shri Sunil Choudhury Chairman
2. ,, Purna Mohan Tripura
3. ,, Kamini Deb Barma
4. ,, Makhan Chakraborty
5. ,, Umesh Nath
6. ,, Brajamohan Jamatia
7. ,, Manindra Deb Barma
8. ,, Ramkumar Nath
9. ,, Rati Mohan Jamatia

গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা।

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল গুরুত্বপূর্ণ জরুরী বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা। আজকের কার্য্যসূচীতে ৮টি বিষয় আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। নোটিশগুলি দিয়েছেন (১) শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা (২) শ্রী তপন কুমার চক্রবর্তী (৩) শ্রী সমর চৌধুরী (৪) শ্রী বিমল সিন্হা (৫) শ্রী নগেন্দ্র জমাতিয়া (৬) শ্রী হরিনাথ দেববর্মা (৭) শ্রী বরা ইজাম কামিনী ঠাকুর সিং (৮) শ্রী অমরেন্দ্র শর্মা। এই গুলির উপর প্রস্তাবক সংক্ষিপ্ত একটি বিবৃতি দেবেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় তার সংক্ষিপ্ত উত্তর দেবেন। অন্যান্য সদস্যরাও অংশ গ্রহণ করতে পারেন তবে তাদের বক্তব্য হবে খুব সংক্ষিপ্ত। আমি প্রথমেই মাননীয় সদস্য শ্রী বিদ্যা দেববর্মাকে অনুরোধ করছি গ্রামঞ্চলে পানীয় জলের তীব্র সংকট সম্পর্কে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রী বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে গ্রামঞ্চলে পানীয় জলের তীব্র সংকট সম্পর্কে। আমরা দেখছি আজকে ৩ বছর ধরে গ্রামের মানুষ জলের জন্য ভীষণ কষ্ট করছে। আমি যখন কল্যানপুরে ছিলাম, তখন প্রতি বছর আমি মন্ত্রীদের বলতাম যে গ্রাম বাসীর অসুবিধা হচ্ছে, তারা জল পাচ্ছে না, কতদূর থেকে তাদের জল আনতে হয়। গ্রামের মানুষ তারা সাংঘাতিক ভাবে জলের কষ্ট করে। কিন্তু আমার কথা তারা কেউ তেমন গায়েই মাখতো না। কাজেই যেখানে যেখানে সবচাইতে বেশী জলসংকট সেই সমস্ত জায়গায় যেমন আশারাম বাড়ী, কাটিয়া বাড়ী, লাঠিবাড়ী, থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমে খোয়াই পাহাড় পর্য্যন্ত সবচাইতে বেশী জলসংকট দেখা দেয়, সেখানে কোন কূপ বা টিউব ওয়েল নাই. সেখানে অবিলম্বে টিউবওয়েল বা রিংওয়েল করার জন্য এই বামফ্রন্ট নজর দেবেন বলে আমি আশা করি। যদিও বা সেখানে টিউবওয়েম বা রিং ওয়েল করা হলো, কিন্তু গভীর করে করা হয় না, যার ফলে জল শুকিয়ে যায়। বিগত সরকার এর আমলে যে সমস্ত টিউবওয়েলগুলি বা রিংওয়েলগুলি করা হয়েছে, সেগুলির

জল এখন শুকিয়ে আছে। কোন কোন এলাকায় জল পাওয়া গেলেও ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে জল একেবারে শুকিয়ে যায়। কাজেই ঐ সমস্ত টিউবওয়েলগুলি বা রিংওয়েলগুলিকে সংস্কার করে যদি আমরা জলাভাব দূর করতে না পারি, তাহলে সেখানে দারুন সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার ৩০ বছর পরেও যদি আমাদেরকে বিধানসভার মধ্যে জল সংকটের চিত্র তুলে ধরতে হয়, তাহলে এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা। কাজেই বিগত কংগ্রেস সরকার যে সমস্ত টিউবওয়েলগুলি করেছিলেন, যেগুলির বেশীর ভাগই অকেজো অবস্থার পড়ে আছে, সেগুলি আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সংস্কার করে, গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত জায়গায় জলের তীব্র সংকট আছে, সেই সমস্ত জায়গায় যাতে জল সংকট দূর করা যায়, সেই দিকে লক্ষ্য রেখে নিশ্চয়ই অগ্রসর হবেন বলে আমি আশা করি। আঠারমূড়া এবং বড়মূড়ার মধ্যেও জলের তীব্র সংকট আরম্ভ হয়েছে। কারন বিভিন্ন জায়গায় ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের বাগান করার ফলে কতগুলি ছড়ার জল শুকিয়ে গেছে। বিগত সরকারের আমলে বলা হয়েছিল যে আমরা যদি জংগল সৃষ্টি করতে না পারি, তাহলে জলের সংকট দূর করতে পারব না। অথচ দেখা গেছে নিজেরাই জংগল কেটে পরিষ্কার করে নিয়েছে। যার ফলে নালার জল, ছড়ায় জলগুলি শুকিয়ে গেছে। (শ্রীদ্রাউ কুমার রিয়াং তার জন্য কারা দায়ী)। তার জন্য বামফ্রন্ট সরকার দায়ী নয়। যারা গত ৩০ বছর ধরে দেশকে শাসন করেছিল এবং যারা কংগ্রেসের লেজুর হিসাবে ছিল তারাও দায়ী। আশা করি আজকে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা আমার বক্তব্যকে সমর্থন করবেন এবং জনসাধারণের উপকারার্থে নিজেদেরকে সমাজসেবার কাজে নিয়োজিত করবেন। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই শর্ট ডিস্কাশনের উপর আমি কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করতে চাই। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যময় পানীয় জলের এমন একটা তীব্র সংকটাপন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, যেটা সহজেই অনুমেয়। বিশেষ করে পাহাড়ী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে যেখানে একমাত্র টিউবওয়েল বা রিংওয়েলের উপরেই নির্ভর করতে হয় সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অধিকাংশ টিউবওয়েল বা রিংওয়েলগুলি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে এবং সেখান থেকে হাজার হাজার মশা উৎপাদিত হচ্ছে। মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা যে বক্তব্যের অবতাড়না করেছেন সেটা অত্যন্ত সত্যি এবং এতদবিষয়ের জন্য নিশ্চয়ই এই বামফ্রন্ট সরকার দায়ী। আমরা এই বিধান সভায় উক্ত প্রসংগে বহুবার সরকার এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে গ্রামের মানুষ পানীয় জলের অভাবে, এখন দূষিত জল পান করছে এবং যার ফলে তারা বহু দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আগরতলা থেকে চম্পকনগর পর্য্যন্ত দুই দিকে একটা কূয়াও নেই, একটা টিউবওয়েলও নেই এবং যেগুলি আছে, সেগুলির প্রায় অধিকাংশই অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে এবং সংস্কারাভাবে মানুষ দূষিত জল পান করছে। এই প্রসংগে আমরা সরকারের কাছে বহুবার আবেদন নিবেদন করেছি। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। সেই টিউবওয়েলগুলি বা রিংওয়েলগুলি আজ পর্যন্তও মেরামত করা হয়নি। গ্রামাঞ্চলের পানীয় জলের তীব্র সংকটাবস্থা শাসক দলের মন্ত্রীরাও জানেন এবং সদস্যরাও জানেন, কিন্তু সেই সম্পর্কে উনারা কোন ফলপ্রসূ কার্যকরী ব্যবস্থা নিচ্ছেন না। এতবড় একটা সমস্যা যেখানে সৃষ্টি হয়েছে, সেখানে একটা দায়িত্বশীল সরকার নীরব থাকছেন কি করে, ভাবলেও

আশ্চর্য্য হতে হয়? এই সরকার করবেন বলছেন, কিন্তু, কিছুই করছেন না। এই সরকারের গাফিলতির ফলস্বরূপ লক্ষ লক্ষ মানুষ দুর্ভোগ ভুগছে। অথচ এখনও তারা গভীর ভাবে সুপ্ত। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ এই বামফ্রণ্ট সরকারের সুষ্ঠ কোন কর্মনীতি দেখতে পাচ্ছে না। আমি জানি পানীয় জলাভাব দুরীকরণের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে এই বামফ্রণ্ট সরকারের কাছে বহু এপ্লিকেশন দেওয়া হয়েছে এবং আমিও এই বামফ্রণ্ট সরকারের কাছে আবেদন রাখছি যাতে অতি সত্বর রিংওয়েলগুলির সংস্কার সাধন করে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের সংকটাবস্থা দূর করেন এবং এটা আপনাদের দায়িত্ব।

শ্রীমাখন লাল চক্রবর্ত্তী—মাননীয় স্পীকার স্যার, শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা কর্ত্তৃক 'গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের তীব্র সংকট সম্পর্কে' একটা শর্ট ডিস্কাশন হাউসে যে উপস্থাপিত হয়েছে সেটা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। মাননীয় বিধায়ক বলেছেন যে উনি আগে কল্যানপুরে ছিলেন এবং সেই সম্পর্কে উনি যা বলেছেন, আমি আরও কিছু বলতে চাই। এই পানীয় জলের তীব্র সংকট, তথা অন্যান্য ব্যাপারে আমরা যখন তৎকালীন কংগ্রেস সরকারে নিকট দাবী করতাম, তখন কংগ্রেসীরা আমাদেরকে বলত যে এই এলাকাগুলি কমিউনিষ্ট এলাকা, কাজেই এই সমস্ত এলাকায় কিছু হবে না। যার জন্য এই ৩০ বছর ধরে তৎকালীন কংগ্রেস সরকার যে একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন, সেই চিত্র আজকে এই বিধানসভায়ও প্রতিফলিত হয়েছে। বিগত কংগ্রেসী সরকার যখন ত্রিপুরার উন্নতিকল্পে দিল্লী যেতেন, তখন এই উপজাতি যুব সমিতি, কংগ্রেসীদের হাতে হাত মিলিয়ে, কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাদেরকে বাহবা দিতেন। কিন্তু আজকে উনারা বলছেন গ্রামাঞ্চলে টিউবওয়েল নেই, রিংওয়েল নেই। কিন্তু তার জন্য দায়ী কারা? বিগত কংগ্রেসী সরকার এবং তাদের লেজুর ধরে যারা এতদিন ঝুলছিলেন এই উপজাতি যুব সমিতি এবং এতদবিষয়টি ত্রিপুরার মানুষের ভাল করেই জানা আছে।

তার জন্যই আজকে এখানে তাঁদের যে এই জন দরদী কথা সেকথা উঠেনা। দ্বিতীয়তঃ এই বিধানসভায় পানীয় জলের জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ চেয়ে বামফ্রন্ট সরকার যে প্রস্তাব এনেছেন, তাঁরা তার বিরোধীতা করেছিল, না বলেছেন। আবার বলেছেন বামফ্রন্ট সরকার এই পানীয় জল সংকটের জন্য দায়ী। বামফ্রন্ট সরকার আজকে ক্ষমতায় এসে পানীয় জলের ব্যবস্থা করছেন। আমি আজকে একথা বলতে চাই যে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে এই পানীয় জলের সংকট চলে আসছে. আজকে বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে এই সমস্তার মোকাবেলা করতে চাইছেন, যেভাবে বাজেটের টাকা খরচ করতে চাইছেন, সেভাবে যদি ঐ দীর্ঘ ৩০ বৎসর বাজেটের টাকা খরচ করা হতো, তাহলে আজকে ত্রিপুরায় এই সংকট এত তীব্র হতনা,। আমরা আশা করি বামফ্রন্ট সরকার যেভাবে বাজেটের টাকা খরচ করার চেষ্টা নিয়েছেন, সেভাবে খরচ করলে পরে আমরা কিছুটা তার সুফল পাব, আর বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমরা এটারও জবাব চাইব কেন ঐ দীর্ঘ ৩০ বৎসর এই সমস্যার সমাধান করা যায়নি। আশা করি তাঁরা এর যথাযথ তদন্ত করে, তার জবাব দেবেন। পানীয় জলের সমস্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি আমার এলাকার কথা বলছি, কল্যাণপুর একটা স্কুল তার মধ্যে পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। দুই বৎসর আগে সেখানে একটা রিং ওয়েল দেওয়া হয়েছিল সেটা আমি দেখেছি একদিনও সেখান থেকে জল উঠেনি, সমস্ত রিং ওয়েলটা একটা পাকা বিল্ডিং হয়ে রয়েছে, জল নেই। তার জন্য দায়ী কে? বহু রিং ওয়েল. বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে—শুধু ভিটে পাক্কা, জল একফোটাও পাওয়া যায়না, আমি আশা করব বামফ্রন্ট সরকার এগুলি তদন্ত করবেন এবং যারা এর জন্য দায়ী তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে, তার প্রতিকারের জন্য আমি এখানে প্রস্তাব রাখছি। এই সমস্ত কূকীর্তির নায়ক, যারা পানীয় জলের সমস্তা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে তাদের সম্পর্কে বামফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে আমরা জবাব আশা করব। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীগোপাল দাস ঃ—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা যে গ্রামাঞ্চলে পানীয় জলের তীব্র সংকট সম্পর্কে শর্ট ডিসকাশান এনেছেন, তাতে অংশ গ্রহণ করে একথা বলতে চাই যে আজকে ঐ দীর্ঘ ৩০ বৎসর ধরে যে জলসংকট, এই সংকট সম্পর্কে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া একটা কথা বলেছেন যে এই সমস্যা যেন হঠাৎ এসে গেছে। কিন্তু আমরা বলতে চাই যে এটা বাস্তব সত্য, এই জিনিষটাকে সঠিকভাবে দেখতে হবে, এই জলসংকট আজকে গ্রামাঞ্চলে বৃহ এলাকায় হঠাৎ একদিনে সৃষ্টি হয়নি, এই সংকট দীর্ঘ দিনের সৃষ্ট, দীর্ঘ ৩০ বৎসরের। আমাদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য যদি আমরা বলি বামফ্রন্ট সরকারকে দোষরূপ করি যে এটা বামফ্রন্ট সরকারের সৃষ্টি, তাহলে ভুল হবে। দীর্ঘ ৩০ বছর এই সংকট চলে আসছে এবং এটা তাদের কংগ্রেস আমলের সৃষ্টি। গ্রামে গ্রামে আমি ঘুরে দেখেছি যে জলের অভাবে বোরো ধান মরে যাচ্ছে, জলসেচের ব্যবস্থা নেই। জলসেচের যদি ব্যবস্থা থাকত তাহলে ত্রিপুরাতে সংকট থাকতনা। কৃষকদের জন্য উপযুক্ত পানীয় জল এবং জল সেচের বন্দোবস্ত তাঁরা করতে পারেনি, তারই জন্য এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেছে মাত্র দুইমাস একথাটা তাঁদের মনে রাখতে হবে। আমরা যে সমলোচনা করব সেই সমালোচনা গঠনমূলক হতে হবে, কিভাবে আমাদের রাজ্যকে ডেভলাপ করতে পারি সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করতে হবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী—বামফ্রন্ট সরকার তাঁর নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে যে বলেছেন যে গরীব কৃষকদের সর্বতোভাবে সাহায্য করব, সেই প্রতিশ্রুতি পালনে বামফ্রন্ট নিশ্চয়ই এগিয়ে আসবেন সেটা আমরা আশা করব। আমরা আগেই বলেছি যে এই সমস্যা বামফ্রন্ট সরকার সৃষ্টি করেনি, দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে কংগ্রেস তার নির্ব্বাচনী প্রচারের জন্য হঠাত করে আমরা দেখেছি যে ইলেকশানের আগে বিভিন্ন জায়গায় টিউবওয়েল রিংওয়েল হয়ে গেছে, সেগুলি কাজ করেনি, তারই জন্য এই অবস্থার সৃষ্টী হয়েছে, নির্ব্বাচনে জিতার জন্য সেট করছে। যেখানে প্রয়োজন, সেই প্রয়োজন ভিত্তিক টিউব ওয়েল, রিং ওয়েল দেওয়া হয়নি। আমাদের দৃষ্টীভঙ্গে হল গঠনমূলক। কে কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে কে বামফ্রন্ট ভোট দিয়েছে সে ভিত্তিতো জলের ব্যবস্থাকরতে হবে তা নয়। জনসাধারণের চাহিদার ভিত্তিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাম সরকার তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে এগিয়ে আসবেন আমরা এটা আশা করি। আর তাঁরা যদি প্রতিশ্রুতি পালনে সঠিক দৃষ্টীভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে না আসেন তাহলে জনগণতাঁদের বাতিল করে দেবে। তাই আমরা আশা করব বামফ্রন্ট সরকার তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভালভাবে পালন করবে এবং জনগণের পানীয় জলের চাহিদা পূরনের জন্য এগিয়ে আসবেন, এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ—আজ বেলা দুইটা পর্যন্ত সভার কাজ মুলতুবী রাখছি

(বিরতির পর)

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যা দেববর্মা যে মোশন এনেছেন, তার উপর আলোচনা চলছে। এই মোশনের উপর কেউ বলতে চান কিনা ?

শ্রীমাত হরি চৌধুরী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কংগ্রেস আমলে যে সমস্ত টিউব ওয়েল, রিং ওয়েল এবং কুয়া করা হয়েছে সেগুলি সম্পূর্ণ অকেজো। বর্তমানে টিউব ওয়েল, রিং ওয়েলগুলো নষ্ট। বামফ্রন্ট সরকার যেগুলি করেছে সেগুলি ভাল। আমি সভার কাছে এই প্রস্তাব রাখছি যে এই টিউবওয়েল, রিং ওয়েলগুলি যেন অবিলম্বে মেরামতের জন্য ব্যবস্থা করা হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আমি একটা প্রস্তাব রাখতে চাই। আমাদের হাতে ৮টা মোশান আছে। আজকেই এইগুলি শেষ করতে হবে। কাজেই প্রত্যেকটা মোশনের উপর প্রত্যেকেই যদি বক্তব্য রাখতে চান, তাহলে আমরা আজকে সমস্ত মোশন শেষ করতে পারব

না। কাজেই অন্ততঃ প্রত্যেক মোশনে একজন কি দুই জন বলার পরে, মন্ত্রী মহাশয় জবাব দেবেন এবং আমরা পরবর্তী মোশনে চলে যাব। তাতে আমি মনে করি আজকে সমস্ত মোশন শেষ করতে পারব। তা না হলে শেষের দিকে যারা মোশন এনেছেন, সেই মোশন আমরা আনতে পারব না। বলুন।

শ্রীদ্রাউকুমার রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বামফ্রন্ট সরকার আসার পরে আমরা আশা করি আর জল কষ্ট হবে না। অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে কংগ্রেসী আমলে টিউব ওয়েল হয়নি, কুয়ো হয় নি, রিং ওয়েল হয় নি, জলের অভাবে অনেক লোক মারা গেছে। তবে যদি উপজাতি যুব সমিতির কাছ থেকে কোন অভিযোগ করা হয়, তবে তাঁরা বলেন আমরা চিন্তা করছি। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত না হওয়া পর্য্যন্ত এ কাজে হাত দেওয়া যাবে না। আর তা না হলে বলেন আমরা মাত্র দুই মাস হল এসেছি। এই দুই মাসে আমরা কিছুই করতে পারি না। তবে এখানে তারা কোথায়ও ৩০ বছরের রেফারেন্স টানছেন আর বলছেন আমরা মাত্র দুই মাস হল এসেছি। পরে বলবেন যে আমরা মাত্র পাঁচ মাস এসেছি। আমি মনে করি এতে দায়িত্বকে একটু হাল্কা করা হয়েছে। তবুও আমরা আশা করি বামফ্রন্ট সরকার, সত্যিই কংগ্রেস যা করে নি, উনারা তা করবেন এবং জম্পুই-জলা, ঠাকুরপাড়াতেও জলের ব্যবস্থা করা হবে। শুধু দুই মাস হল এসেছি, কাজেই আমরা কিছুই করতে পারি নাই, টাকা নেই, দিল্লীতে লেখা হয়েছে—এইভাবে দায়িত্ব এড়ানোর যে চেষ্টা, তাকে আমরা নিন্দা করি। তবে তাঁরা যদি নূতন রিংওয়েল, টিউব ওয়েল করতেন তবে আমরা খুশী হতাম। তবে তাঁরা বলছেন এখনও নাকি পুরাতন কুয়োগুলো মেরামত করার জন্য যন্ত্রপাতি সামান্যই এসে পৌঁছেছে। কাজেই এইভাবে সময় কম পাওয়ায় বা গত ৩০ বছর করা হয় নাই, এইসব নানা অজুহাত দিচ্ছেন। সেজন্য আমি মনে করি তাঁরা যেন দায়িত্ব এড়িয়ে না গিয়ে যত তাড়াতাড়ি পারেন কাজগুলি আরম্ভ করে দেওয়া উচিত। আমি মনে করি না যে তার জন্য পঞ্চায়েতের ইলেকশান হওয়ার দরকার আছে এবং সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। জল সংকট নিরসনের জন্য তাড়াতাড়ি হাতে পরিকল্পনা নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

শ্রীদীনেশ দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রসঙ্গে আমি এখানে বক্তব্য রাখছি।

পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করে গ্রামীণ জল সরবরাহ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে।

পাহাড় বেষ্টিত ত্রিপুরা রাজ্যের সেন্সাস্ গ্রাম বা পাড়াগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন এবং দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলে অবস্থিত পাড়াগুলির লোক বসতি ও খুব বিরল। ত্রিপুরার বর্তমানে ৪১২৭টি বসতিপূর্ণ সেন্সাস্ গ্রামের মধ্যে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ সেন্সাস্ গ্রামের লোকসংখ্যা ১০০ জনের অনধিক এবং শতকরা ২৫ ভাগ গ্রামের লোকসংখ্যা ৩০০ জনেরও অনধিক।

ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলের লোকেরা প্রধানত: পাতকুয়া, নদী, পাহাড়ী ছড়া, পুকুর, ঝরণা ইত্যাদি স্থির এবং গতিশীল উৎসের উপর নির্ভরশীল ছিল। যেহেতু এইসব উৎসগুলি বীজানুমুক্ত নয় তাই কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব ও ছিল ব্যাপক। ত্রিপুরার শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ লোকই গ্রামবাসী এবং উহারা বেশীর ভাগই দরিদ্র এবং কৃষিকার্যের উপর নির্ভরশীল।

গ্রামাঞ্চলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের উৎস তৈরী করার জন্য সরকারী ভাবে গ্রামীণ জল সরবরাহ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের মাধ্যমে এই পরিকল্পনা রূপায়ণের ব্যবস্থা করা হয়। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাথমিক অবস্থায় পাকা কূয়া, অগভীর নলকূপ এবং পাকা জলাধারের মাধ্যমে এই জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত: একটি ৪ ফুট ব্যাস এবং ৩০/৩২ ফুট গভীর পাকা কূয়া মারফত এবং দেড় ইঞ্চি ব্যাস ১০০ ফুট গভীর নলকূপ দ্বারা যথাক্রমে ১৫ জন এবং ৫০ জনের পানীয় জলের ব্যবস্থা করা যায়।

ত্রিপুরার ৪৭২৭টি জন অধ্যুষিত সেনসাস্ গ্রামের মধ্যে পঞ্চম পরিকল্পনার শুরুতে ২৩০০টি গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের কোনও উৎস ছিল না। অবশিষ্ট ২৪২৭টি গ্রামেও বিশুদ্ধ পানীয় জলের উৎস ছিল নিতান্ত অপ্রতুল। অতএব যে সমস্ত গ্রামে কোনও উৎস ছিল না সেই সমস্ত গ্রামে কম পক্ষে একটি বিশুদ্ধ পানীয় জলের উৎস তৈরী করা এবং যেখানে পানীয় জলের ব্যবস্থা ছিল অপ্রতুল সেই সমস্ত গ্রামে অধিক সংখ্যক উৎস তৈরী করার জন্য পঞ্চম পরিকল্পনায় ৩ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার দাবী পেশ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন গ্রামীণ জল সরবরাহ খাতে প্রথমে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা এবং পরে উহা কমাইয়া ১ কোটি ৫৫ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা ধার্য করে। ফলে গ্রামীণ জলসরবরাহ পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুরূপ দেওয়া এবং ব্যাপকভাবে উৎস তৈরী করার সুযোগও সীমিত হইয়া যায়। এই অবস্থায় হ্রাস করা বরাদ্দের অর্থ হইতে ১৯৭৪-৭৭ এই তিন সালে ৮৬ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা ব্যায়ে প্রায় ৯০০ সেনসাস গ্রামে পাকা কূয়া এবং অগভীর নলকূপের উৎস তৈরী করা হয়। এর ফলে প্রায় ২ লক্ষ ২৫ হাজার গ্রামবাসী উপকৃত হয়েছেন। বর্তমানে আর্থিক বৎসর ১৯৭৭-৭৮ সনে বরাদ্দকৃত ৩০ লক্ষ টাকায় আরও ৪০০ সেনসাস গ্রামে পানীয় জলের উৎস সৃষ্টি করা হইতেছে। এবং যার ফলে প্রায় ১ লক্ষ গ্রামীণ লোক উপকৃত হইবেন।

ত্রিপুরায় এ পর্যন্ত বিভিন্ন পরিকল্পনায় ৬৯৩৮টি অগভীর নলকূপ, ৩৯৩০টি পাকা কূয়া ২৭টি পাকা জলাধার পানীয় জলের উৎস হিসাবে সৃষ্টি করা হইয়াছে। এতে বর্তমানে ১৬ লক্ষ গ্রামীণ লোকের ভিতরে প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ লোককে গ্রামীণ জল সরবরাহ প্রকল্পের আওতায় আনা হইয়াছে। বর্তমানে আর্থিক বৎসরে ৪০০ নূতন অগভীর নলকূপ, ৩৫০টি পাকা কূয়া সৃষ্টির মাধ্যমে প্রায় ১ লক্ষ লোককে এই পরিকল্পনার আওতায় আনা হবে। উপরে উল্লেখিত জলের উৎসগুলির শতকরা ১৫/২০ ভাগ বিভিন্ন সময় অকেজো হইয়া পড়ে। ত্রিপুরার জমিতে লোহার ভাগ বেশী থাকায় নলকূপের নল এবং ফিল্টার ইত্যাদি ৫/৬ বৎসর পরেই ব্যবহার অযোগ্য হইয়া যায় এবং অকেজো পাইপ, ফিল্টারগুলি বদলাইবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে। এই সমস্ত মেরামতের জন্য অধিক বরাদ্দ না থাকায় অকেজো নলকূপ এবং পাকা কূয়ার সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে। বর্তমান বৎসরে প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ উৎসই অকেজো অবস্থায় আছে এবং এতে প্রায় দেড় লক্ষাধিক গ্রামীণ জনসাধারণ জলের উৎস থাকা সত্বেও অশেষ দুর্ভোগ ভোগ করিতেছে। ১৯৭৭-৭৮ আর্থিক বৎসরে ১৩০০ অগভীর নলকূপ এবং ৫৫০টি পাকা কূয়া সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা রূপায়নে নানা সমস্যার সম্মুখীণ হইতে হইতেছে। নূতন উৎস তৈরী করার ব্যাপারেও একই সমস্যার সম্মুখীন হইতেছে। সেই সমস্ত অসুবিধার জন্য উৎসগুলি তৈরী এবং সংস্কারের কাজ ব্যাহত হইতেছে। তাহার মধ্যে প্রধানতঃ (ক) সিমেন্টের অভাব (খ) অগভীর নলকূপ তৈরী এবং মেরামতির জন্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি যথা পাইপ, স্ট্রেইনার ইত্যাদি বাহির হইতে আমদানি করার অসুবিধা।

যেহেতু সিমেন্ট বা নলকূপ সরঞ্জাম ত্রিপুরায় প্রস্তুত হয় না এবং তার জন্য পুরোপুরি বাহিরের যোগানের উপর নির্ভর করিতে হয় তাই কর্মসূচীতে সময়সীমা স্থির রাখা প্রায়ই সম্ভব হইয়া উঠে না। বর্তমান আর্থিক বৎসরে সিমেন্ট সংকট হেতু পাকা কূয়া নির্মাণ কার্য্য বিশেষভাবে ব্যহত হইতেছে। অনুরূপভাবে সর্বনিম্ন টেণ্ডার এর ভিত্তিতে কলিকাতার যে ফার্মকে স্ট্রেনার সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহারা আশানুরূপ ভাবে উক্ত মাল দিতে পারিতেছে না। কারণ হিসাবে ফার্মের পক্ষ হইতে জানানো হইয়াছে যে ঘন ঘন লোশ শেডিং এর জন্য মাল প্রস্তুতে বাধা পড়িতেছে এবং ডি, জি, এস, এ্যাণ্ড ডি কর্তৃক সরবরাহের পূর্বে মালগুলির অনুমোদনের কার্যে সময়ের দরকার হইতেছেন। যাহা হউক বর্তমানে এই সমস্ত সংকটের কিছুটা সুরাহা হইয়াছে। সমষ্টী উন্নয়ন ব্লকগুলিতে টিউব-ওয়েল এবং রিং-ওয়েল সংক্রান্ত জিনিষ যোগান দেওয়া শুরু হইয়াছে সমস্ত অকেজো কূয়াগুলির মেরামতের ও নূতন উৎগুলি সৃষ্টি করার কাজ যাহাতে যথা সম্ভব দ্রুত করা যেতে পারে তার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা নেওয়া হইতেছে।

আগামী বৎসর বরাদ্দের অর্থের দ্বারা ৯০০ শত পাকা কূয়া এবং ৬০০ নলকূপ তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হইবে। ইহাতে প্রায় ৪০০ গ্রাম এবং ১ লক্ষ গ্রামীণ লোককে পানীয় জল সরবরাহের প্রকল্পে আনা যাইবে। ১৯৭৮-৭৯ সালের পরিকল্পনায় ৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। জেলা ভিত্তিক অকেজো রিং ওয়েল ও টিউব-ওয়েল সংখ্যা :—

জেলা	টিউব-ওয়েল	রিং ওয়েল
পশ্চিম ত্রিপুরা	৫৪৭	২৬০
দক্ষিণ ত্রিপুরা	৪৫৩	১৪০
উত্তর ত্রিপুরা	৩০০	১৫০

মোট ১৩০০টি টিউব-ওয়েল এবং ৫৫০টি রিং ওয়েল অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। এই প্রসঙ্গে এখানে এই কথা বলা প্রয়োজন যে বিগত ৩০ বছরে যে ভাবে গ্রামীণ জল সরবরাহের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল. তা অত্যন্ত দুঃখজনক, কারণ এই সমস্ত জল সরবরাহের কাজ কিছু কায়েমী স্বার্থের লোকদের সন্তোষ্ট করার জন্য তারা তাদের খেয়াল খুসী মত তাদের মাধ্যমে যেখানে সেখানে পাকা কূয়া এবং নলকূপ বসিয়েছেন, তার জন্যই আজকে জল সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে না। কারণ আমি বিভিন্ন ব্লকে যখন যাই তখন দেখতে পেয়েছি যে উচ্চ টিলার উপরও রিং ওয়েল খনন করা হয় এবং সেখানে গ্রামের জনসাধারণের সংগে অথবা কোন প্রগতিশীল লোকের সংগে কোন পরামর্শ ছাড়াই যেখানে খুসী সেখানে তাদের পরিকল্পনা মতো এই সব কাজ করিয়েছে, যার ফলে আজকে মানুষের জন্য জল- সরবরাহের কাজ ব্যহত হচ্ছে। কিন্তু আগামী দিনের জন্য আমরা আমাদের বামফ্রন্ট সরকার থেকে যেটা চিন্তা করেছি, সেটা হচ্ছে এই যে যাতে স্থানীয় জনসাধারণের মতামত নিয়ে অথবা গ্রামে যে সমস্ত ডেভেলাপমেন্ট কমিটি আছে, সেগুলির সংগে পরামর্শ করে যেখানে প্রয়োজন, সেই সমস্ত জায়গায় আমরা জল সরবরাহের কাজ করব এবং সরকার থেকে এখন যে অকেজো রিং ওয়েল এবং টিউব ওয়েল মেরামতের জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে. আমরা আশা করব সেগুলির কাজও পূরণ করা সম্ভব হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ—এখন আমি মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্ত্তীকে অনুরোধ করব, তিনি যেন সর্ট ডিস্কাশন অন আর্জেন্ট পাব্লিক ইম্পর্টেন্স—' বিদ্যালয় সমূহে বুক ব্যাংকের মাধ্যমে পুস্তক না দেওয়ার ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষার অচল অবস্থা সম্পর্কে" তাঁর বক্তব্য রাখেন।

মাননীয় সদস্য, সভায় অনুপস্থিত থাকার তাঁর প্রস্তাবটা ফলস থ্রু হইল।

এখন আমি মাননীয় সদস্য সমর চৌধুরীকে, সিমেন্টের দুষ্প্রাপ্যতার ফলে পরিকল্পনার সমস্ত কাজ অচল হয়ে যাওয়া সম্পর্কে তাঁর সর্ট ডিসকাশন রেইজ করার জন্য অনুরোধ করব।

শ্রীসমর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, একেবারে বছরের শেষ মাথায় এসে, মার্চ মাস শেষ হয়ে যাওয়া অবস্থায় জলের ব্যবস্থার জন্য যে টাকা বরাদ্দ আছে, গ্রামে পানীয় জল সরবরাহের জন্য, রিং ওয়েল ইত্যাদি তৈরী করা যাচ্ছে না, কারণ সিমেন্ট নাই এবং জল সেচের ব্যবস্থা না থাকায় বোরো ফসলের এখন একটা সাংঘাতিক অবস্থা চলছে। আমি নিজে সোনামুড়া থেকে খবর নিয়ে এসেছি যে প্রায় ৮ শত একর বোরো ফসলের জমিতে এখন পর্য্যন্ত এক ফোটা জল নাই, এবং সেখানে জলের কোন ব্যবস্থাই করা হচ্ছে না এবং জলের ব্যবস্থার জন্য যে ড্রেইনেজ সীষ্টেম তা করতে গেলে সিমেন্টের দরকার, কিন্তু সিমেন্ট নাই। কাজেই জলের কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না এবং জমিগুলিতে জল দেওয়া যাচ্ছে না। অনেক দূর পর্য্যন্ত জল টেনে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে না ড্রেনেজের অভাবে। ঠিক এই রকম পরিকল্পনায়, বিশেষ করে পি, ডব্লিও, ডির যে সমস্ত পরিকল্পনাগুলি আছে, সেগুলি সিমেন্টের অভাবে করা যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে টাকা বরাদ্দ থাকা সত্বেও, টাকাগুলি আটকে যাচ্ছে। তার মানে আমাদের অর্থ বরাদ্দ আছে এবং কাজ কর্ম করার চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও সিমেন্টের জন্য সমস্ত কাজই বন্ধ হয়ে আছে। এই সম্পর্কে আমি এই আলোচনাটা উত্থাপন করছি, আশা করব মাননীয় মন্ত্রী এই ব্যাপারে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন বা করবেন সেই সম্পর্কে, তিনি আমাদের এখানে ওয়াকিবহাল করবেন।

মাননীয় অধ্যক্ষ—আর কেউ দেখছি এই সম্পর্কে কোন বক্তব্য রাখতে চান না, তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব তিনি যেন এখানে সরকারের বক্তব্য পেশ করেন।

শ্রীদশরথ দেব—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে উত্থাপন করেছেন, সেই সম্পর্কে আমাদের সরকার যথেষ্ট সচেতন। তবে সিমেন্ট সরবরাহের ব্যাপারে সরকার কতগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। একটা জিনিস আমাদের সবার উপলব্ধির মধ্যে আসা দরকার, সেটা হল এই ব্যবস্থাগুলি আগে আদৌ করা হয়নি, আমরা যখন এই সরকারে এলাম, তখন থেকে সিমেন্ট বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস, যেগুলি ত্রিপুরাতে উৎপাদন হয় না, বাইরে থেকে আনতে হয়, সেগুলির সরবরাহ যাতে ঠিক মত চালু থাকে, তার জন্য এই সরকার যতটা সম্ভব চেষ্টা করে যাচ্ছে। তবে একটা জিনিস মনে রাখা দরকার যে একজন সুদক্ষ কারিগরও যদি ভাঙ্গাচুড়া জিনিসকে মেরামত করতে যান, তাহলে হঠাৎ করে সব কিছু করা যায় না, সময় একটু লাগে এবং সেই দিক থেকে আমাদের যে অসুবিধার কথা, সেটা যেন আমাদের সবাই উপলব্ধি করতে পারি, তার জন্য আমি এখানে অনুরোধ রাখব।

বর্তমানে সিমেন্টের অসুবিধার কথা আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত করেছি। পরিকল্পনার কাজের জন্য সিমেন্ট পি. ডাবলিউ ডি কর্তৃক আনয়ন ও সরবরাহ করা হয়। এই পি. ডাবলিও ডি, সরকারী বিভিন্ন পরিকল্পনার কনট্রাকশানের কাজের জন্য বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টকে তাদের কোটা দেওয়া হয় তাদের চাহিদা অনুযায়ী এবং বিভিন্ন কারণে গত কয়েক মাস যাবত সিমেন্টের সরবরাহ সন্তোষজনক নহে। সিমেণ্ট কন্ট্রোলার ও উৎপাদনকারীগণকে নিয়ত তাগিদ দিয়ে, তারবার্তা পাঠিয়ে এমন কি অফিসার পাঠাইয়াও সিমেন্ট সরবরাহের বিশেষ উন্নতি করতে পারি নাই। ১৯৭৭ ইং সালে নভেম্বর পর্য্যন্ত ফরমাশ যাকে সরকারী ভাষায় ইনডেন্ট বলে তা আমরা দিয়েছি। কিন্তু এখনও আমাদের ইনডেন্ট অনুযায়ী ৩৪৯৪ মেঃ টন সিমেন্ট উৎপাদনকারীগণ পাঠান নাই। ডি. জি. এস. এণ্ড ডি, সিমেন্ট নিয়ন্ত্রক ও উৎপাদনকারীগনের সহিত সর্বদা যোগাযোগের ফলে ১৯৭৭ইং সনের ডিসেম্বর মাসে ৪২২.৯ মে: টন এবং ১৯৭৯ইং সনের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি আরও ৪০০ মে: টন বুক করা হয়। এই ভাবে যখন সিমেন্ট সরবরাহের কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয় তখন ৭. ১. ৭৮ইং তারিখ হইতে ভারত সরকার সিমেন্টের দাম বাড়াইয়া দেন। প্রতি মে: টন ৩৭ টাকা মূল্য বর্দ্ধিত করা হইয়াছে এবং একই সংগে সরকারী খাতে আমদানীকৃত সিমেন্টের প্রতি মেঃ টনে যে ১০ টাকা হারে ভর্তুকী বা রিবেট দেওয়া হত তাহাও কেন্দ্রীয় সরকার তুলে ফেলেন। যার ফলে যে পর্য্যন্ত না ডি. জি. এস. এণ্ড ডি. কর্তৃক সিমেন্টের চলিত হারের দাম বৃদ্ধি করা হয় ততদিন সিমেন্ট উৎপাদনকারীগণ সরবরাহ বন্ধ থাকেন। ২৮. ১. ৭৮. ইং তারিখে ডি. জি. এস. এণ্ড ডি. কর্তৃক বর্দ্ধিত মূল্য অনুমোদন করা সাপেক্ষে ৫০০ মেঃ টন সিমেন্ট বর্দ্ধিত হারে সংগ্রহ করিবার জন্য স্থির করা হয়। তাহাও প্রভিশন্যাল। ইতি মধ্যে ডি. জি. এস. এণ্ড ডি. কর্তৃক বর্দ্ধিত হার গৃহীত হয় এবং সরবরাহকারীগণ সিমেন্ট পুনরায় পাটাতে থাকেন। এন. এফ. রেল কর্তৃক ফারাক্কা দিয়ে সিমেন্ট পাঠানোর বিষয়ে বাধা নিষেধ আরোপ করাতে সময় সময় সিমেন্ট বুক করিতে বিলম্ব ঘটে। কিছু দিন যাবত রেলওয়ে রেসট্রিকশান ছিল তখন সিমেন্ট এবং অন্যান্য জিনিষের ওয়াগনও আটক থাকে। এই খবর আমরা পেয়েছি তখন সিমেন্ট বুক করা সম্ভব হয় নি। এখন অবশ্য সেই রেসট্রিকশান উঠে গিয়েছে। এখন পূর্তবিভাগ খাতে ৩১, ১২. ৭৭ইং তারিখ হইতে ১৫. ৩. ৭৮ইং অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসের ৩১ তারিখ হইতে ১৯৭৮ ইং সালের ১৫ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত সিমেন্ট সরবরাহ ও মজুদের পরিমাণ নিম্নরূপ। ৩১. ১২. ৭৭ইং তারিখে মজুদ সিমেন্টের পরিমান—৩,৮৯২ বেগ। ৩১. ১২. ৭৭ইং তারিখে ইনট্রেনজিট সিমেন্টের পরিমাণ—৯,১০০ বেগ। ১.১১. ৭৭ইং তারিখ হইতে ১৫. ৩. ৭৮ইং তারিখ পর্য্যন্ত সিমেন্টের পরিমাণ—৩৬,৮২১ বেগ। ১. ১. ৭৮ইং তারিখ হইতে ১৫. ৩. ৭৮ইং পর্য্যন্ত প্রাপ্ত সিমেন্টের পরিমান—২৪,৩৮৪ বেগ। ১৫. ৩. ৭৮ইং তারিখে ইনট্রেনজিট সিমেন্টের পরিমান—২১,৩৭৭ বেগ। ১. ১. ৭৮ইং তারিখ হইতে ১৫. ৩. ৭৮ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সরকারী কাজে সিমেন্ট সরবরাহের পরিমান—২১,২২৭ বেগ। ১৫. ৩. ৭৮ইং তারিখে অবশিষ্ট মজুদ সিমেন্টের পরিমান—৬,০৪৯ বেগ। ফুড এণ্ড সিভিল সাপ্লাইজ ডাইরেক্টরেট কর্তৃক ১৯৭৭ইং সালের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৭. ৩. ৭৮ইং তারিখ পর্য্যন্ত সরকারী উন্নয়নমূলক কাজে ফ্রী সেল কেটাগরী হইতে বিভিন্ন বিভাগকে সিমেন্ট সরবরাহের পরিমাণ নিম্নরূপ—সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য যে সব কাজগুলি খুবই জরুরী ছিল সেই সব কাজের জন্য আমরা ফ্রী সেল কেটাগরী থেকে আমরা কিছু সিমেন্ট সরবরাহ করেছি নইলে সেই সব উন্নয়নমূলক কাজগুলি বন্ধ হয়ে যেত তার পরিমান—বন বিভাগ ৩৫০ বেগ। কৃষি বিভাগ—১,000 বেগ। গ্রামীণ জল সরবরাহ বিভাগ ১,৫৬০ বেগ। ডাক ও তার বিভাগ —১০০ বেগ। মোট ৩,০১০ বেগ। ইতিমধ্যে খাদ্য ও জনসংভরণ বিভাগের অধিকর্তাকে ১৮. ৩ ৭৮ইং তারিখে আরও নিম্নলিখিত পরিমাণ সিমেন্ট বিভিন্ন বিভাগে দেওয়ার আদেশ দেওয়া

হইয়াছে। বন ও কৃষি বিভাগ—২,০০০ বেগ। গ্রামীণ জল সরবরাহ বিভাগ (আর. ডু' বাদও. এস.)—১,২০০ বেগ। মোট ৩,২০০ বেগ। তাছাড়া নিম্নলিখিত এজেন্সীগুলিকে ও. আর. সি. কোটা হইতে ১, ৯. ৭৮ইং হইতে ৩১. ৩. ৭৮ইং তারিখ পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। মেসার্স ত্রিপুরা স্পান পাইপ, অরুন্ধতীনগর, আগরতলা—১৫০ মেঃ টন বেগের হিসাবে ৩,000 বেগ। মেসার্স ত্রিপুরা জুট মিল লিমিটেড, আগরতলা—৩০০ মে: টন বেগের হিসাবে ৬,000 বেগ। সিমেন্ট সরবরাহের অভাবে কিছু দিন যাবদ সরকারের উন্নতিমূলক কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়া ছিল। কিন্তু অতি সত্বর সিমেন্ট আনার জন্য সর্ব রকম ব্যবস্থা করা হইতেছে এবং প্রেরিত সিমেন্ট পৌঁছাতে আরম্ভ করিয়াছে। আশা করা যায় যে সিমেন্টের সংকট শীঘ্রই দূরীভূত হইবে। আমি আরও বলছি যে এই সিমেন্ট কোম্পানীগুলির কিছু এজেন্ট থাকে এবং সেই সব এজেন্ট তারা নিজেরাই ঠিক করেন। সরকার থেকে এ ব্যাপারে করণীয় কিছু থাকে না। সরকার থেকে কোন কোন লোককে নমিনেশান দিলেও তারা অনেক সময়েই মানেন না। সেই সব এজেন্ট কোম্পানীগুলি নিজেরাই ঠিক করেন। আর দুই নাম্বার হচ্ছে—ত্রিপুরার জন্য যে কোটা ঠিক করা হয়েছিল—সিমেন্টের জন্য যে কোটা পাওয়া যায় তার জন্য আগেই টাকা জমা দিতে হয়—ত্রিপুরার জন্য যারা এজেন্ট ছিলেন তারা সিমেন্টের টাকা জমা দিতে দেরী করেছিল। আমরা কলিকাতায় গিয়ে বিভিন্ন সোর্স থেকে খবর পেয়েছি যে সিমেন্টের জন্য যে এডভান্স করতে হয় সেই এডভান্স পেমেন্ট করতে দেরী করা হয়েছিল। এবং সেই টাকা সময় মত জমা না দেওয়ার জন্যই সিমেন্ট সরবরাহের অভাবের একটা কারণ বলে আমার ধারনা। যাই হউক সিমেন্ট যাতে পাওয়া যায় সরকার তরফ থেকে সব রকম চেষ্টা আমরা করছি। এমন কি কলিকাতায় আমাদের যে কন্ট্রোলার অব সাপ্লাইজ আছেন তাকেও আমরা ফ্যাক্টরীতে পাঠিয়েছিলাম—আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা তাকে জানিয়ে দিয়েছি কত বেগ সিমেন্ট বুক করা হয়েছে ওয়াগন নাম্বার সহ এবং ডেসপাচ হওয়ার সংগে সংগে সংগে যেন আমাদের এখানে যোগাযোগ করা হয় সে বিষয়ে তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং আমাদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঠিক ভাবে কাজ হচ্ছে কি না তাকে নজর রাখতে বলা হয়েছে। কাজেই সরকারের কাছ থেকে সব ব্যবস্থাই করা হয়েছে।

মি: স্পীকার :—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীবিমল সিংহাকে অনুরোধ করছি গিয়কায় বাজার (মানিক ভাণ্ডার) হইতে বেংটিবাড়ী কলোনীর রাস্তা পর্য্যন্ত রাস্তা নির্মান সম্পর্কে। তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীবিমল সিংহ :—অনারেবাল স্পীকার স্যার, কমলপুর শহর থেকে বাহিরে যাওয়ার জন্য একটি মাত্র রাস্তা আছে সারা ত্রিপুরার সাথে যোগসূত্র এই একটা রাস্তা। কমলপুর থেকে আমবাসা এই রাস্তাটা ছাড়া অন্য কোন ডিভিশনে যাওয়ার মত আর কোন রাস্তা আজ পর্য্যন্ত করা হয় নি। এখন খোয়াই থেকে কমলপুর পর্য্যন্ত যদি একটা রাস্তা হয় তাহলে কমলপুর হইতে আগরতলা আসতে কমলপুরের একটা পেসেনজারের যেখানে সাড়ে চার ঘন্টা থেকে পাঁচ ঘন্টা লাগে সেখানে দেড় ঘন্টা লাগবে উপরোক্ত কমলপুরের ডেভেলাপমেন্টের ক্ষেত্রে সেটা খুব ভাল হবে। কারণ যত রাস্তা থাকবে তার ডেভেলাপমেন্ট তত ভাল হবে, দোকান পাট হবে, বেকার সমস্যার ও কিছুটা সমাধান হতে পারে। খোয়াই থেকে যে রাস্তাটা

আসছে সেটার কাজ মাঝখানে বন্ধ হয়ে গেছে। অতিসত্বর যদি এটা না করা হয়, গত ৩০ বৎসর যাবৎ কংগ্রেস সরকার এলাকাবাসীর দাবীকে অবহেলিত করে রেখেছে। কাজেই তারা এখন এর বিরুদ্ধে কিছু করতে চায়। বামফ্রন্ট সরকার সেটা সম্পর্কে কাজ করবে এটা আমাদের আশা। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে এটা জানতে চাই যে এই রাস্তাটা কত দিনের মধ্যে হবে এবং কি কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে এবং কোন দিক থেকে সুরু হবে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে যে রাস্তাটার কথা বলা হয়েছে এই সম্পর্কে আমি যথাসময়ে কাগজ পাই নি। কাজেই এখন জবাব দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আমি এটা বলতে চাই যে খোয়াই থেকে কমলপুর হয়ে সাব্রুম পর্যন্ত যে রাস্তাটা হচ্ছে এটা সরকার হাতে নেবে এবং টাকা মনজুর করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকার। এই মঞ্জুরির টাকা পেলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমরা এই রাস্তার নির্মাণের কাজ সুরু করবে এবং রাস্তাটা কিছু কিছু হয়েছে। এই রাস্তাটি কমপ্লিট হলে অন্যান্য সাবডিভিশনগুলিতে যাতায়াতের সুবিধা হবে এটা আশা করি।

মিঃ স্পীকার—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি স্বামী দয়ালানন্দ বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সম্পাদকের, বিরুদ্ধে বিদ্যালয় পরিচালনার ব্যাপারে অবাধ দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে, তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া—মাননীয় স্পীকার স্যার, স্বামী দয়ালানন্দ স্কুলের দুর্নীতির অভিযোগ, এটা নতুন নয়। এটা দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অভিযোগ সম্পর্কে একটা উদ্ধৃতি আমি এখানে দিচ্ছি, দৈনিক সংবাদ ১৫ই নভেম্বর ১৯৭৭ ইং, স্বামী দয়ালানন্দ স্কুলের সম্পাদক ও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ। স্বামী দয়ালানন্দ বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক এবং বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সম্পাদকের যোগ সাজসে বিদ্যালয়ের ব্যাপক দুর্নীতি চলছে বলে পরিচালন কমিটির দুজন সদস্য অভিযোগ করেছেন। রাজ্য শিক্ষা অধিকর্ত্তার কাছে লিখিত পত্রে স্কুলটির সার্বিক উন্নয়নের জন্য পরিচালন কমিটি ভেংগে দিয়ে শিক্ষা অধিকার থেকে একজন প্রশাসক নিয়োগের দাবী জানিয়েছেন। এছাড়া বিবেক পত্রিকায় যেটা ধারাবাহিকভাবে অভিযোগ প্রকাশ হয়েছিল সেটা আমি এখানে তুলে ধরতে চাই যে এস. ডি. বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ফিরিস্তি। স্বামী দয়ালানন্দ বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্যারীমোহন দেবনাথ মহাশয়ের দুর্নীতি সম্পর্কে কিছু তথ্য ধারাবহিকভাবে প্রকাশ হবে। আশা করি কর্তৃপক্ষ এবং পাঠক মহল তা একবার ভেবে দেখবেন যে এই ধরনের লোক শিক্ষকের উপযুক্ত কিনা? স্বামী দয়ালানন্দ বিদ্যানিকেতনের প্রধান শিক্ষক শ্রীপ্যারীমোহন দেবনাথ মহাশয় উক্ত স্কুল কমিটির সেক্রেটারী পদে থাকা কালীন ১৯৭৩-৭৪ সালে ছয়জন ছাত্রছাত্রী তাহাদের প্রিমেট্রিক স্কলার সীপ এর টাকা নেয় নাই। ঐ টাকা প্রত্যেকের ১২০টাকা করে ছয়জনের মোট ৭২০ টাকা আজও প্রধান শিক্ষকের হাতেই রয়েছে। কিন্তু ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ঐ টাকা ছাত্রদেরকে দেওয়া হয়েছে বলে শিক্ষা দপ্তরে হিসাব দাখিল করা হয়েছে। ঐ হিসাব দাখিল করবার সময় প্রধান শিক্ষক মহাশয় স্কুলের কেরাণী শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভৌমিককে উক্ত ছয়জন

ছাত্রের নামে জাল সহি করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। শ্রীভৌমিক এই ধরনের মিথ্যা সহি করিতে অস্বীকার করলে তখন শিক্ষক মহাশয় কিছুটা অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন যে টাকা তো এদের দেওয়া হবে তবে টাকার হিসাবতো এখন দেখাতে হবে। তাছাড়া আমি যেখানে আছি এতে আপনার ভয় করবার কোন কারণ নেই। শ্রীভৌমিক বলে স্যার এতে পরে ঝামেলা হবে এটাতো বেআইনী কাজ এটা কি করে হয়। উত্তরে প্রধান শিক্ষক বলেন আমি প্রধান শিক্ষকই নই, আমি স্কুল কমিটির সেক্রেটারীও। অতএব আমি থাকতে আপনার চিন্তা করবার কোন কারন নেই তবে ছাত্রদের স্বার্থে এবং স্কুলের স্বার্থে আপনি সহি করে দিন। তখন প্রধান শিক্ষক মহাশয় নিজেই ৫টি ছাত্রের নামে সহি দেন এবং একটি ছাত্রের নামে সহি দেবার জন্য শ্রীভৌমিককে অনুরোধ করেন। তখন নিরুপায় হয়ে শ্রীভৌমিক মংকুমা উচুর নামে একটি সহি দেন। তখন প্রধান শিক্ষক মহাশয় নিজেই টাকা বিলি করা হয়েছে বলে হিসাবের কাগজে সহি দিয়ে উহা শিক্ষাদপ্তরে পাঠিয়ে দিতে বলেন। তখন শ্রীভৌমিক বলেন প্রধান শিক্ষককে যে আপনার দুই নং খাতায় যেখানে স্কুলের অধীনস্ত জমির ধান বিক্রী, পত্রিকার কাগজ ইত্যাদি বিক্রয়ের টাকা জমা করা হয় সেই খাতায় উক্ত ছয়জন ছাত্রের পাওনা টাকাটাও লিখে রাখেন। উত্তরে তিনি বলেন এটা আমি পরে জমা করে রাখব। এই ঘটণার ৮/৯ মাস পরে শ্রীভৌমিক প্রধান শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করেন স্যার ঐ ছয়জন ছাত্রের টাকাটা কি জমা করেছিলেন? তিনি বলেন হ্যাঁ জমা আছে। কিন্তু প্রধান শিক্ষক ঐ দুই নং খাতাটী যাতে ধান, পত্রিকার কাগজ, ফরম ইত্যাদি বিক্রীর টাকা জমা আছে বলে তিনি বলেন এটা আজ পর্যন্ত কাউকে দেখান নি। এই সমস্ত টাকা ২নং খাতায় রাখার ব্যাপারে শ্রীভৌমিক কয়েকবার আপত্তি জানিয়েছেন এবং বলেছেন যদি আপনি এইভাবে হিসাব গোপন রাখেন তাহলে হয় তো ভবিষ্যতে অসুবিধা হবে এবং এটা সম্পূর্ণ আইন বহির্ভূত কাজ হবে। তখন প্রধান শিক্ষক উত্তর করেন যে ইহার জন্য জবাব আমিই দেব। ১৯৭৫ সালে অপর একটি ঘটণার উল্লেখ করছি উক্ত স্কুলের অপর একজন কেরানো শ্রীলাল মোহন দেবনাথ প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ভাইপো তিনি পর পর দুইবার —

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি কয়েকটা পত্রিকা পড়ছেন না কি? এটা করতে পারেন না।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে স্কুল কমিটির তরফ থেকে মেম্বার শ্রীক্ষির মোহন সাহা উনি এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন করেছেন যাতে এটার তদন্ত করা হয় গত থার্ড অক্টোবর ১৯৭৭ এবং বর্ত্তমানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমি এটার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটা আবেদন রাখতে চাই যে স্কুলের দুর্নীতি সম্পর্কে একটা তদন্ত করা হোক এবং এই যে টাকা, এটা সরকারের টাকা। এই টাকা স্টাইপেণ্ডের টাকা, স্কুল কনট্রাকসনের টাকা এগুলি প্রধান শিক্ষক মহাশয় নষ্ট করেছেন। স্কুল বাউণ্ডারীর ভেতর যে সমস্ত জমি আছে, সে জমিতে ধান ইত্যাদি উৎপাদন করে কয়েক হাজার ভেঙ্গেছেন। স্কুলের কাগজ, পরীক্ষার কাগজের ব্যাপারেও নানা ঝামেলার সৃষ্টি করেছেন। ঐখানে একজন অ্যাসিসটেন্ট টিচার আছেন যিনি ১৯৭১ সালে রিফিউজি হিসাবে এখানে আসেন। এবং তিনি বানী বিস্তা পীঠে ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে অ্যাসিসটেন্ট টিচার হিসাবে নিয়োগপত্র পেয়েছেন এবং বহাল তবিয়েত আছেন। কাজেই এটা একটা সরকারী নীতি বিরোধী হয়েছে এটা সরকারের স্বীকৃতির মধ্যেই আছে। কাজেই এই ব্যাপারে আমি মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। যাতে ঐ ছাত্ররা সেইখানে সুন্দরভাবে শিক্ষার সুযোগ পায়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাতে দুর্নীতি মুক্ত হয় তার জন্য মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর আশু হস্তক্ষেপ এবং সমস্যা সমাধানে অবিলম্বে এটার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আমি আবেদন রাখছি। সেখানে কমিটির দাবী অনুযায়ী একজন অ্যাডমিনিসট্রেটার নিযুক্ত করে স্কুল পরিচালনার ভার যাতে দিয়ে দেওয়া হয় এবং যারা দোষী বিশেষ করে হেড মাষ্টার মহাশয়, এবং স্কুলের সম্পাদক যিনি আছেন, তাদের দুর্নীতির তদন্ত করে যথারীতি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করছি।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় সদস্যের বক্তব্যেই দেখা যায় ঘটনাটা দীর্ঘ দিন থেকে চলে আসছে। যে নোটিশগুলি দেওয়া হয়েছে সেটা ১৯৭৫সালের অক্টোবর। অর্থাৎ আমরা সরকারে আসার আগে, এই সব বক্তব্য গুলি স্কুলের শিক্ষা দপ্তরে পাঠানো হয়েছিল। তথাপি ঘটনাটা এখনও আমার জানা নেই। তবে বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এই সম্পর্কে একটা তদন্তের ব্যবস্থা করা হবে। তদন্ত করে যদি অভিযোগগুলির সত্যতা প্রমাণিত হয়, তবে স্বাভাবিক ভাবে দোষীরা শাস্তি পাবেন এটা জানা কথা। সরকারের তরফ থেকে এই সম্পর্কে খোঁজ খবর নেওয়া হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এই আশ্বাস আমি মাননীয় সদস্যদের দিতে পারি।

মি: স্পীকার—আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রী হরিনাথ দেববর্মা মহোদয়কে অনুরোধ করছি "রাজ্যের বিভিন্ন দৈনিক ও সপ্তাহিক পত্র পত্রিকাগুলিকে সরকারী বিজ্ঞাপন দানের ব্যাপারে বৈষম্য মূলক নীতি সম্পর্কে—তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীহরিনাথ দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার, স্যার, রাজ্যের বিভিন্ন দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকা যেগুলি ত্রিপুরায় চালু আছে, সে সমস্ত পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বৈষম্য আমরা দেখতে পাচ্ছি। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি এবং নিয়মগুলি অনুসারে সেই সমস্ত পত্রি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যবস্থা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই আমরা বর্তমান সরকারের কাছে বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমরা এই সমস্ত বৈষম্য কি ভাবে হচ্ছে, কেন হচ্ছে এবং সেগুলি কি ভাবে দূরীভূত হবে তা জিজ্ঞাসা করছি। এছাড়া আমি শুনেছি দ্বিতীয় কোয়ালিশন মন্ত্রীসভাতে এই সমস্ত দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যাপারে একটা নিয়ম নীতি করা হয়েছিল। সেই নিয়ম নীতি অনুসারে বর্তমান পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় কিনা, সেটাই হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন। আমরা আরো শুনেছি যে ত্রিপুরার দৈনিক পত্রিকা গুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন এ-ক্লাস, বি-ক্লাশ, সি-ক্লাশ, এই পর্য্যায়ে দৈনিক পত্রিকা গুলিকে বিভক্ত করা হয়েছে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানতে চাই যে কিসের উপর ভিত্তি করে, কিসের উপর নির্ভর করে, দৈনিক পত্রিকাগুলির শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। আমরা মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই সার্কুলার অনুসারে, নাকি পত্রিকার রেগুলারিটি, অথবা তার স্ট্যানডার্ড অনুসারে, কোন ভিত্তিতে পত্রিকাগুলিকে বিভক্ত করা হয়েছে? আমরা এও শুনেছি যে ত্রিপুরার দৈনিক পত্রিকা গুলির মধ্যে যে সমস্ত পত্রিকা এ" শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে সেগুলি হচ্ছে "দৈনিক সংবাদ" ও "ত্রিপুরা দর্পন" 'এই দুইটি পত্রিকাকে মাত্র 'এ' শ্রেণীতে স্থান দেওয়া হয়েছে। বি শ্রেণীতে যেগুলি আছে সেগুলি "জনপদ পত্রিকা", "জাগরণ", "গণরাজ", এবং "নাগরিক"। আর ত্রিপুরার বাকী সমস্ত পত্রিকাকে সি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। সেই সঙ্গে দুঃখের সহিত আমাকে বলতে হচ্ছে যে, ত্রিপুরার সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলিকেও একই ভাবে শ্রেণী বিভাগ করা হয়েছে। "এ" শ্রেণীর পত্রিকার মধ্যে শুধু "দেশের কথা"কে স্থান দেওয়া হয়েছে। আর ত্রিপুরার বাকী যে সমস্ত সাপ্তাহিক পত্রিকা আছে সেগুলিকে বাকী ক্লাশ দেওয়া হয়েছে। কাজেই আমরা যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করি তাহলে "দেশের কথা" পত্রিকা. যে পত্রিকা শুধু মাত্র একটা

দলীয় মুখ পাত্র, তাকে এ শ্রেণীতে ফেলে এবং সরকারের সমস্ত বিজ্ঞাপন সেই একটি মাত্র পত্রিকাকে দেওয়া হয়েছে, এবং যে ভাবে পয়সা অর্জনের ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে সরকারের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকে। এইখানে যে সাম্য নীতি, কিংবা গণতান্ত্রিক যে পদ্ধতি সেটা রক্ষিত হচ্ছে কিনা, সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের দৃষ্টি ভঙ্গি ভবিষ্যতে কতটুকু কার্য্যকরী হবে আমরা জানি না। তবে তাঁদের বক্তব্য যতটুকু আমরা শুনেছি, তাতে তাঁরা বলেছেন যে গণতান্ত্রিক নীতি উনারা অনুসরণ করবেন। কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের কাছে আমরা জানতে চাই, ত্রিপুরা রাজ্যে ছোট্ট পত্রিকা যেগুলি আছে, যেগুলি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছে না, যে পত্রিকাগুলিকে নির্ভর করে পরিচালকগণ বেঁচে আছেন, দুটি ভাত খেতে পারছেন, তাঁরা আজকে বিজ্ঞাপনের অভাবে সরকারী আনুকূল্যের অভাবে, তারা আজকে ভাতে মারা পরছে, কিংবা মুমূর্ষু অবস্থায় আছে আজকে যদি তাদের বাঁচাতে হয়, রক্ষা করতে হয়, তাহলে এই সমস্ত ছোট ছোট পত্রিকাগুলিকে বিপুল পরিমাণে বিজ্ঞাপন দিয়ে সাহায্য করতে হবে এবং বর্ত্তমান সরকারের কাছে এইটাই আমরা আশা করেছিলাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে একটা তথ্য আমি তুলে ধরছি। এ ক্লাস সংবাদ পত্র বলতে ত্রিপুরায় দৈনিক সংবাদ পত্রগুলিকে প্রতি মাসে ৪০০ সেন্টিমিটার করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত।

বি. ক্লাস সংবাদ পত্রগুলিকে প্রতি মাসে ৬০ সেন্টি মিটার করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত। এবং সি. ক্লাস পত্রিকাগুলিকে ৪৯ সেন্টিমিটার করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইত।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে ৪০০, ৬০, ৪০ সেন্টিমিটারের মধ্যে বিরাটফারাক আছে। তাই আমি বলছি যে, এই সমস্ত ছোট পত্রিকাগুলি যাতে বাঁচতে পারে, তার জন্য বিজ্ঞাপনের মাত্রা বাড়িয়ে ৪০০, ৩০০ ও ২০০ সেন্টিমিটার করা হউক। এটা যদি করা হয়, তাহলে ত্রিপুরার ছোট পত্রিকাগুলি রক্ষা পাবে এবং বাঁচতে পারবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সেইজন্যই আমি এই প্রস্তাব এখানে পেশ করছি বা আলোচনার জন্য উত্থাপন করেছি। যদি গণতান্ত্রিক ভাবে এই সমস্ত ছোট ছোট পত্রিকাগুলিকে রক্ষা করার জন্য নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গী গ্রহণ করার জন্য সরকার পদক্ষেপ নেন, এই সমস্ত বিজ্ঞাপন প্রদানেরর ক্ষেত্রে যদি সাম্য নীতি ব্যবহার করা হয়, তাহলে এই সমস্ত ছোট ছোট পত্রিকাগুলি বেঁচে যাবে। যেগুলি আজকে সরকারের আনুকূল্যের অভাবে মরে যাচ্ছে। এই ব্যবস্থা যদি আজকে গ্রহণ করা হয়, তবে আজকে ছোট ছোট পত্রিকাগুলি পুনর্জীবিত হয়ে ত্রিপুরার সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে এক নূতন দৃষ্টি ভঙ্গী এবং নূতন মতবাদ নিয়ে গঠনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক কার্য্যকলাপে তারা এগিয়ে আসার ক্ষেত্রে সুযোগ পাবে। এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য এইখানে শেষ করলাম।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই।

মি: স্পীকার :—সংক্ষিপ্ত আকারে বলুন।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—আচ্ছা। মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সরকারী বিজ্ঞাপন দেওয়ার ব্যাপারে একটা বিরাট বৈষম্য চলছে এবং তার ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংবাদ পত্রগুলি একটা মুমূর্ষ অবস্থায় রয়েছে। বিগত দ্বিতীয় কোয়ালিশান মন্ত্রীসভায় এই সমস্ত পত্রিকাগুলিকে এ, বি, সি, এই তিনটী শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল, সেখানে আমরা দেখেছি দৈনিক সংবাদ এবং ত্রিপুরা দর্পনকে 'এ' শ্রেণীতে ধরা হয়েছে। জনপদ এবং স্যন্দন এই সমস্ত

সরকারের কন্ট্রোল থাকা উচিত ছিল। জনতা সরকার যদি এই ব্যবস্থা না করেন যে ভারতবর্ষের প্রত্যেক মানুষের মাথা-পিছু কত বরাদ্দ হবে, সেই বরাদ্দ অনুযায়ী সরবরাহের ব্যবস্থা যদি রেশনের দোকানের মাধ্যমে না করেন, তাহলে কখনই এই সংকটকে ঠেকাতে আমরা পারবো না। ব্ল্যাকমার্কেটিরা, হোরডাররা তাঁরা আরো বেশী করে সমস্ত জিনিষকে গ্রাস করে নেবে এবং তার ফলে ভারতবর্ষ আরো অর্থনৈতিক ধংসের দিকে চলে যাবে। স্যার, হোল সেল প্রাইস আমরা পত্র-পত্রিকায় দেখেছি, তাতে গত মার্চ মাসের একটা হিসাব থেকে আমি সংগ্রহ করেছি এবং তাতে দেখেছি রিজার্ভ ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া কতগুলি ঘোষণায় তাঁরা বলেছেন ৬ বৎসরে ৬.৬ পারসেন্ট ১৯৭০–৭৬ সালে, ৬ বৎসরে ৬·৬ পারসেন্ট হোল সেল প্রাইস বেড়ে গেছে। এখন এই মুহূর্তে আরো দ্রুত বাড়ছে স্যার, সমস্ত দোকানগুলিতে জিনিষ পত্রের দাম-ডাল, তেল, নুন সমস্ত কিছুর দাম অত্যন্ত দ্রুত-প্রতি সপ্তাহে ৮০ পয়সা, ৫ পয়সা, ৭ পয়সা করে বেড়ে যাচ্ছে। কোন কোন দিন হঠাৎ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি হয়ে আরো বেশী বেড়ে যাচ্ছে, এই অবস্থা জনতা সরকারের প্রথম নয় মাসে আমরা দেখলাম। হোল সেল প্রাইস সম্পর্কে বাজেট অধিবেশনে পার্লামেন্টে জনতা সরকারের খাদ্যমন্ত্রী এই কথা স্বীকার করে নিয়েছেন যে ১৩ পারসেন্ট সমস্ত গুডস্ আর্টিকেল, ১৮ পারসেন্ট ফুড এণ্ড ভেজিটেবল এবং ২১'১ পারসেন্ট কন্টিনেস এণ্ড প্রাইসেস ২২'৬ পারসেন্ট এইভাবে সমস্ত জিনিষের দাম বেড়ে যাচ্ছে। স্যার, এই ত্রিপুরারাজ্যে মাসখানেক কি ভূতুরে খেলা হলো পাগলের মত একটা খেলা হলো, সারা ভারতবর্ষের ভিতর এটা আমরা চোখের সামনে দেখলাম।

সারা ভারতবর্ষে ১৯৭৭ এর এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর পর্যান্ত আমরা দেখলাম কনজুমার্স গুডস ৯ পার্সেন্ট হারে বেড়ে গেছে এবং এর পাশাপশি এগ্রিকালচার লেবারের যে মিনিমাম ওয়েজ, সেই মিনিমাম ওয়েজের বেলায় আমরা দেখেছি যে গ্রামে দিনের পর দিন বণ্ডের লেবারের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। মানুষ খেতে পাচ্ছে না, তারা ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। আর অভাবের তাড়নায় বড় বড় মহাজন, যাদের টাকা পয়সা আছে, তাদের হাতে পায়ে ধরে আত্মসমর্পন করে ক্রীতদাসত্বকে মেনে নিচ্ছে। এই যে অবস্থা, সে অবস্থা সম্পর্কে কেন্দ্রের জনতা সরকার ভূতলিং কমিটি নামে কমিটি গঠন করে এক আক্রমন রচনা করেছেন। ভূতলিংগম কমিটিকে দিয়ে সুপারিশ তৈরী করেছেন যে ১০০ টাকা আয় বেধে দিতে হবে সমস্ত মানুষের। অন্ধ মানুষকে হাতে পায়ে বাঁধার এক শিকল তৈরী করেছেন কেন্দ্রের জনতা সরকার। স্যার, আমরা দেখছি কংগ্রেস এবং তার নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী ফরেন লোন এবং ইনডাইরেক্ট ট্যাকসেশান করেছেন সমস্ত ভারতবর্ষকে গ্রাস করার জন্য। যত বুজরুকি গল্প, সমস্ত বুজরুকি গল্পের বেশিশ ছিল ঐ ফরেন লোন এবং ইনডাইরেক্ট ট্যাকসেশান। আর বর্ত্তমান সরকারকেও দেখছি ঐ একই পথ অনুসরণ করে যাচ্ছেন। তার ফলে আমরা দেখছি প্রত্যেকটি জিনিষের দাম আরও দ্রুতগতিতে বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার যে পথে যাচ্ছেন, সেই পথ থেকে যদি সরে না দাড়ান, তাহলে জিনিষপত্রের দাম ক্রমান্বয়ে উর্দ্ধমুখী হবে। কাজেই আজকে আমি যে প্রস্তাব হাউসের সামনে রেখেছি, সেই প্রস্তাবের উপর সকলের সমর্থন চাচ্ছি। আমরা

যদি কেন্দ্রীয় সরকারকে সেই পূর্বতন কংগ্রেস অনুসৃত নীতি থেকে না সরাতে পারি, তাহলে যারা প্রফিটিয়ার্স, যারা একচেটিয়া পুঁজিপতি আছেন, তারা আরও ফুলে ফেঁপে উঠবে। আর যারা গরীব মানুষ আছে তারা দিনের পর দিন অনাহারে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হবে। স্যার, ইকনমিক সার্ভে ন্যাশানাল প্ল্যানিং কমিটি একটি তথ্য দিয়েছেন তাতে দেখা যায়—১৮ মিটার পার কেপিটা কাপড়ের টারগেট করা হয়েছে এবং এটা চালু হলে কোন মানুষের লজ্জা নিবারণ হতে পারে না। কাপড়ের এত চড়া দাম যে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমতে আরম্ভ করেছে, অপরদিকে প্রডাকশনও কমতে আরম্ভ করেছে। কারণ বাজার নেই বিক্রি করবে কোথায়? ১৯৫৬-৫৭ সালে ছিল ১৪.৪ মিটার। ২০ বছর পর ১৯৭৬-৭৭ সালে সেটা কমতে কমতে ১১.৪ মিটারে গিয়ে পৌঁছেছে। আস্তে আস্তে আমরা উলঙ্গ হয়ে যাচ্ছি। আর এই বাজারের সংকটে বড় বড় পুঁজিপতি, বড় বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিষ্টদেরকে রক্ষা করার জন্য এবং তাদের সমস্ত উপাদানকে চালু রাখার জন্য আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার সাবসিডি দিয়ে, পূর্বতন কংগ্রেস সরকারও তাই করত, বিদেশে রপ্তানি করে দিয়ে, তাদের লাভের অংক আরও বাড়িয়ে দিচ্ছেন। চিনি আমরা খেতে পারি না, তেল আমরা খেতে পারি না। এই সমস্ত জিনিষ পত্র বিদেশে রপ্তানি করে মুনাফা খোরদের আরও মুনাফা লুটের সুযোগ করে দিচ্ছেন এই কেন্দ্রীয় সরকার। স্যার, কৃষকরা আখের উৎপাদন করে, কিন্তু বাজারে দাম পায় না। তখন ৬।৭ টাকা কুইণ্টাল হয়ে যায়। আর সেই উৎপাদিত চিনি রেশনে ২.২৫ পয়সা। আর খোলা বাজারে ৬।৭ টাকা। আর যে সমস্ত গ্রামাঞ্চলে এখনও রেশন দোকান খোলা হয় নি, খোললেও যথেষ্ট নয়, সরবরাহ অপ্রতুল, সেখানে ৮।৯ টাকায় চিনির দর উঠানামা করে। শুধুমাত্র আঁখই নয়, কৃষকরা আরও অন্যান্য জিনিষ উৎপাদন করছে, তারা সেই উৎপাদিত জিনিষের ন্যায্য মূল্য পায় না। ওরা দিনের পর দিন নিঃস্ব হয়ে যাচ্ছে। আর অপর দিকে বড় বড় ব্যবসায়ী, মুনাফাখোররা দিনের পর দিন ফুলে ফেঁফে উঠছে। এমনি একটি পরিস্থির মধ্যে স্যার, আমরা একটি প্রস্তাব এনেছি যে—সারা ভারতবর্ষে মধ্যে চাল, ডাল, গম, তেল, নুন কাপড়, ঔষধ ইত্যাদি সমস্ত নিত্য প্রয়োজনায় জিনিষগুলি সস্তা দরে অনুমোদিত দোকানের মাধ্যমে বণ্টনের ব্যবস্থা করা হউক। আর ঔষধের তো সাংঘাতিক অবস্থা, শুধু মনোপলি ক্যাপিটালিস্টদের হাতে নয়, বিদেশের কারবারীদের সঙ্গেও যোগাযোগ করে এই মাল্টিন্যাশানালদের হাতে সমস্তঔষধ পত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে। আর তারা ঔষধ বিক্রির নাম গোটা ভারতবর্ষকে লুট করে নিচ্ছেন এবং সরকার সেটা শুধু দূর থেকে নীরবে দেখছেন তাই নয়, তাদেরকে সাবসিডি দিয়ে সহায়তাও করছেন। কাজেই এই পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে হলে, অবিলম্বে, অন্ততঃপক্ষে কয়েকটি জিনিষ যা সারা ভারতবর্ষের প্রায় ৫০।৬০ ভাগ সাধারণ মানুষ এর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ যেমন—চাল, ডাল, গম তৈল, নুন, কাপড়, ঔষধ এই জিনিসগুলি উৎপাদকদের কাছ থেকে সরাসরি নায্য দরে কিনে নিয়ে, স্বল্প দরে, নায্য মূল্যের দোকান মারফৎ দরিদ্র জনসাধারণকে সরবরাহ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যাতে দায়িত্ব নেন, কারন এই যে ফাষ্ট প্রাইজ, রাইস্তা, সেটা শুধু মাত্র ত্রিপুরার সমস্যা নয়, এটা সারা ভারতবর্ষের সমস্যা, তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছি এবং বিধান সভার সমস্ত সদস্য গণের এই বিষয়ে সহযোগিতা চাচ্ছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—এই রিজলিওশানের উপর আর কোন সদস্য বক্তব্য রাখবেন?

বলা উচিত ছিল, কিন্তু ঐ সমস্ত কথাগুলি বলতে আজকে তাঁদের লজ্জা করে। কেননা তাঁরাই পত্রিকার কণ্ঠ রোধ করে দিয়েছিলেন। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার সর্বত্র গণতন্ত্রকে প্রসারিত করছেন এবং দিকে দিকে আজকে গণতন্ত্র প্রসারিত হচ্ছে। সেই সমস্ত পত্রিকা আজকে তার ন্যায় সঙ্গত অধিকার পাচ্ছে, মনের মত কথা লেখার অধিকার পাচ্ছে, কিন্তু বিগত কংগ্রেস রাজত্বে এ অধিকার অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। বর্ত্তমানে পত্রিকাগুলিকে যে অধিকার দেওয়া হচ্ছে, তা গণতান্ত্রিক অধিকার এবং আমার মনে হয় গণতন্ত্রের মধ্যে এটা অন্যতম অধিকার। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—আমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বক্তব্য রাখার জন্য।

শ্রীদশরথ দেব—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী মহাশয় এখানে অনুপস্থিত বিশেষ কারনে, কাজেই এখানে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে, সেই তথ্য সম্পূর্ণ আমার জানা নাই। তবে পত্রিকার বিজ্ঞাপন সম্পর্কে ক্লাসিফিকেশান হয়েছে বলে যে অভিযোগ রাখা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমি যতটুকু জানি, এই ধরনের ক্লাসিফিকেশান এই সরকার করেন নি। পত্রিকার প্রতি যে বৈশম্যমূলক আচরন করা হচ্ছে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ক্ষেত্রে, এটা ঠিক নয়। কারন প্রত্যেকেরই একটা নিয়ম আছে যে তাদের সারকুলার অনুসারে পত্রিকাগুলির বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। যে জিনিষগুলি ব্যাপকভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং যে পত্রিকাগুলির সারকুলার বেশী, সেইগুলি বেশী বিজ্ঞাপন পাবে। দেশের সারকুলার হায়েষ্ট। (ভয়েস দেশের ডাক) মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য আপত্তি করছেন, কিন্তু পত্রিকার কি নাম সেটাই ওনার জানা নাই। দেশের ডাক বলে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন পত্রিকা নেই মার্কসবাদী কমিউনিষ্টদের পত্রিকা হচ্ছে দেশের কথা। দেশের কথা জানাবার একটু চেষ্টা করলে ভাল হয়। তারপরে মাননীয় সদস্য আপত্তি করছেন যে নিরপেক্ষ দৃষ্টি বিচার করে বিজ্ঞাপন দিতে হবে। প্রত্যেকটি কাগজ তারা তাদের নিজস্ব বক্তব্য রাখে। মাননীয় সদস্য খালি বড় গলায় বললেই যুক্তি হয় না, একটা যুক্তির মধ্যে আসতে হবে। নীরপেক্ষ পত্রিকা বলে কিছু নেই, প্রত্যেকে শ্রেণীর বক্তব্য প্রকাশ করে, কিন্তু এই সরকার বিজ্ঞাপন দেবার ক্ষেত্রে একই প্রকার বিজ্ঞাপন দেয়। আমরা যখন সরকারের বিজ্ঞাপন দেব, সমস্ত কাগজগুলি তাদের শ্রেণী অনুযায়ী সরকারী বিজ্ঞাপন, পায় সেইগুলি আমরা দেখব এবং বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে কোন বৈষম্যমুলক আচরন করা হয় না মাননীয় সদস্য যখন বললেন তার জবাব আমি দিচ্ছি। পত্রিকার সঙ্গে বিচার করে বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে না, বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে সুষ্ঠুভাবে বিচার করে, সবাই যাতে বিজ্ঞাপন পায়।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :—স্যার, স্যন্দন পত্রিকার কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না, জনপদ পত্রিকার কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না।

মাননীয় সদস্য স্যন্দন, জনপদের কথা বিশেষ করে বলেছেন, মাননীয় সদস্যের যে রাজনৈতিক দৃষ্টি ঐ কাগজের মধ্যে তা প্রতিফলিত হয়, সেইজন্যই তিনি বলেছেন। স্যন্দন জনপদ পত্রিকায় আমরা নীরপেক্ষভাবে বিজ্ঞাপন দেব, এই ২টি পত্রিকা সম্পর্কে কোন বৈষম্যমুলক আচরন এই সরকার করবেন না এই হচ্ছে আমার বক্তব্য।

শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া :— পত্রিকার কোন অধিকার দিচ্ছেন না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য চিৎকার করবেন না। যদি কোন পয়েন্ট অব অর্ডার থাকে বলবেন।

অধ্যক্ষ মহাশয় :—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীব্রাইজম কামিনী ঠাকুর সিং মহোদয়ের 'খোয়াই নদীর উপর কোন প্রকার ব্রীজ নির্মানের পরিকল্পনা সম্পর্কে', তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত। অতএব তাঁর আনীত প্রস্তাব বাতিল বলে গণ্য হল।

মিঃ স্পীকার :— এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র-শর্মাকে প্রকৃতভাবে সমাজের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমাজশিক্ষা ব্যাপারকে নিয়োজিত করার জন্য সমাজ-শিক্ষা বিভাগকে উপযোগী করে তোলা সম্পর্কে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

মাননীয় সদস্য শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা উপস্থিত নেই, অবএব তাঁর আনীত প্রস্তাব বাতিল বলে গন্য হল।

সরকারী বিবৃতি

মিঃ স্পীকার :—সভার পরবর্তী বিষয়বস্তু হল "কুলাই স্কুলে পরীক্ষার ফী সরকার কর্তৃক দেওয়ার ব্যাপারে", মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কর্তৃক বিবৃতি প্রদান। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নোটিশটী আলোচনার জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেছি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বক্তব্য রাখতে অনুরোধ করছি।

শ্রীদশরথ দেব :—মাননীয় স্পীকার স্যার, কিছুদিন আগে আমি কমলপুরে গিয়েছিলাম। তখন একটি ঘটনা আমার দৃষ্টিতে আনা হয়, ঘটনাটি হল কুলাই হাইস্কুলে মাধ্যমিক টেষ্ট পরীক্ষা শেষ হবার পর ছাত্ররা তাদের এগজামিনেশান ফী দাখিল করে। এগজামিনেশান ফী দাখিল করার পরদিনই উক্ত স্কুলের আলমারী ভেঙ্গে টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। ঘটনাটি পুলিশের কাছে রিপোর্ট করা হয়েছে এবং তদন্তকার্য্যও চলছে। বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীই হচ্ছে গরীব। অনেক কষ্ট করে টাকা যোগার করে একবার ফী দিয়েছে। পুনরায় ফী দেবার ক্ষমতা বেশীর ভাগ ছাত্রছাত্রীরই নাই। সেখানকার ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাটা ঠিক আমার নাই তবে আনুমানিক ৮০ জন হবে। কিন্তু সেকেণ্ডারী বোর্ডতো ফী ছাড়া পরীক্ষা নিতে পারেনা। কাজেই শিক্ষা দপ্তর এবং অর্থ দপ্তরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে উক্ত ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফী আর তাদের কাছ থেকে নেওয়া হবেনা, সেটা শিক্ষাদপ্তর বহন করবেন এবং বিচারে যারা দোষী সাব্যস্ত হবে তাদের কাছ থেকে টাকাটা আদায় করা হবে এবং ইমিডিয়েটলী টাকাটা আমরা দিয়েও দিয়েছি। কাজেই কুলাই ছাত্রছাত্রীরা যারা পরীক্ষা দেবে, তারা যাতে অনিশ্চয়তার মধ্যে না থাকে, তারা যাতে পরীক্ষা দিতে পারে সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—সভা অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য মুলতুবী রইল।

Annexure "A"

Admitted starred Question No 83.

By—Shri Keshab Majumder.

Will the Hon'bel Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১) ১৯৬৩ইং সনে উদয়পুর বিভাগে সংখ্যা লঘু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের (মসজিদ) কি পরিমাণ সম্পত্তি ছিল ?

১) ১৯৬৩ইং সনের উদয়পুর বিভাগের সংখ্যা লঘুদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের (মসজিদের) সম্পত্তির কোন হিসাব সরকারের নিকট নাই।

প্রশ্ন

২) বর্তমান বৎসরে কি পরিমাণ ওয়াকফ সম্পত্তি আছে ?

উত্তর

২) ওয়াকফ কমিশনারের মাধ্যমে উদয়পুরের মহকুমা শাসক মহোদয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত বর্তমান বৎসরের উদয়পুর বিভাগের ওয়াকফ সম্পত্তির বিবরণ "এক্স" চিহ্নিত সংযোজনীতে পেশ করা হইল।

প্রশ্ন

৩) ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া থাকিলে ওয়াকফ বোর্ড থাকা সত্বেও কি ভাবে হস্তান্তরিত হইল ?

উত্তর

৩) ওয়াকফ সম্পত্তি হস্তান্তরের কোন সুনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

প্রশ্ন

৪) হস্তান্তরিত ওয়াকফ সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

উত্তর

৪) হ্যাঁ, ওয়াকফ আইনে এই রকম ব্যবস্থা আছে।

প্রশ্ন

৫) ওয়াকফ বোর্ডপুনর্গঠনের কোন চিন্তা সরকারের আছে কি ?

Sub-Division—Udaipur. P. S.—Radhakishorepur

Sl. No.	Name of mouja	Plot No.	Classi-fication	Area in acre)	Khatian No.	Recorded in the name of	Remarks.
1.	2.	3.	4	5	6	7	8
1.	Jitendranagar	66	Nal	0.81	1614	On behalf of Kakraban Masjid Wakf Matowali, Sufi Cwahidur Rahaman Fakir s/o. Sultan Giasuddin.	
2.	Hurijala	1297 1297	Nal	0.19	573		
		2602	,,	0.18		—Do—	
		1224	,,	0.24			
3.	Kakraban	2343	Masjid	0.74	955	—Do—	
		3357	Nal	0.38	1901		
		3857	,,	0.40	1902		
4.	Salgarah	1632	Bastu	0.08	778	On behalf of Salgarah Masjid Wakf Matowali Nayeb Ali, s/o. Amud Ali, Vill. Gakulnagar.	Known as Masjid.
5.	Chhataria	724	Masjid	0.13	179	Ambar Ali, s/o. Ranjan Ali of the Village.	
6.	Paschim Mogpus-karini.	705	Nal	0.36	332	On behalf of Mogpus-karini Masjid Wakf Imam, Anchhar Ali, s/o. Asrab Ali.	
7.	Dakshin Chandrapur	358	Nal	0.28	1116	On behalf of Dakshin Chandrapur Madrasa-Ashu Mia Bhuina, s/o. Akramaddin Bhuina of the village.	
		369	,,	0.47			

(2)

	2	8 3	4	5	6	7	8
8.	Tepania	798 / 1421	Nal	0.40	659	On behalf of Tepania Jumma Masjid Wakf,-Golam Mostafa, s/o. Apchhar-addi of the village.	
9.	Gangachhera	675 / 1166	Nal	0.27	446	On behalf of Kakraban Madrasa Wakf Matowali,-Owahidur Rahaman Fakir, s/o. Sultan Giasuddin.	

Annexuae "A"

10.	Uttar Maha—rani.	203	Bastu	0.04	145	On behalf of Wakf estate,-Basan Miah, s/o. Rasul Miah of the village.
		204	,,	0.35		
		205	,,	0.05		
		206	Pukur	1.70		
		207	Masjid	0.02		
		208	Pukurpar	1.30		
		73	Bastu	0.47		
		210	Nal	2.45		
11.	Rajarbag.	1272	Nal	0.41	880	On behalf of Muslims of the village,-Hazi Mulluk Husain kazi, s/o. Ali Miah Kazi, Vill.. Udaipur Town.
		1274	,,	0.83		
		1284	Chara	0.13		
		1285	Bhiti	0.06		
12.	Udaipur Town.	606	Masjid	0.250	253	Tripurr Sarkar.Covt. Khas.
13.	Fotamati	1138	Pukurpar	0.08	293	On behalf of Mollapara Masjid of Fotamati,--Akram Ali Molla, s/o. Jamaluddin Molla of the village.
		1139	Masjid	0.11		
		1140	Pukur	0.27		
		1141	Pukurpar	0.15		
		1173	Chara	1.06		

Grand Total 12.87 acres.

(Admitted No. 97).

By—Shri Matilal Sarkar, MLA

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state —

QUESTION

1. Whether it is a fact that Sri Raimohan Bhowmik and Sri Rupen Biswas of Vill—Madhupur under Bishalgarh P. S. were attacked by Sri Bhulu Deb of Amtali and Sri Gopal Das of Kathaltali near Agartala on 5. 2. 78 and the matter has already been reported to the Kotwali P. S. and

2. If so, the action taken by the Kotwali P. S. against those two persons ?

ANSWER

Name of the Minister —Sri Nripendra Chakraborty, Chief Minister.

1. No. It is not a fact that Sri Raimohan Bhowmick and Rupen Biswas of village Madhupur under Bishalgarh P. S. were attacked by Bhulu Deb of Amtali and Gopal Das of Kathaltali near Agartala on 5. 2. 78. In fact, there was exchange of hot words between Raimohan Bhowmick and Bhulu Deb on the issue of a valid document for purchasing a cattle head. Sri Bhulu Deb lost temper and suddenly launched 2/3 blows on the face of Raimohan Bhowmick causing slight swelling injury.

2. The incident was reported to West Agartala P. S. by Sri Bhowmick. On receipt of this information G. D. entry No. 279 dated 5. 2. 78 was made and enquiry was started. Extensive search was made for the alleged persons but they were not traceable. On the following day (morning) i. e. on 6. 2. 78 Sri Raimohan Bhowmick sent an information to the P. S. to the effect that he had compromised the matter between Sri Bhulu Deb and himself with the help of local villagers and was unwilling to proceed further. As such no further step has been taken by Police.

Annexure 'A'

STARRED QUESTION NO. 116

By—Shri Ajoy Biswas.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Appointment and Services Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের অফিসারদের বাড়ীতে কতজন চতুর্থ শ্রেণী ও কন্টিজেন্ট কর্মী কাজ করছে তার দপ্তর ভিত্তিক অফিসারদের নাম।

২। এটা বন্ধ করার কোন ব্যবস্থা সরকার থেকে নেওয়া হচ্ছে কি না?

১। ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন অফিসারদের বাড়ীতে কোন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী বা কন্টিজেন্ট কর্মী কাজ করে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Admitted Starred Question No 131.

By—Shri Harinath Deb Barma, M.L.A.

প্রশ্ন

Will the Hon'ble Minister-in-Charge be pleased to state—

১। সদর মহকুমার চড়িলাম বাজারে গ্রামীণ ব্যাঙ্কের একটি শাখা খোলার জন্য সরকারের পরিকল্পনা আছে কি ?

উত্তর

১। কোন কোন স্থানে ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হইবে তাহা ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী স্থির করবেন।

Annexure "A"

ASSEMBLY STARRED QUESITON NO. 178 (ADMITTED NO. 136)

By Sri Hari Nath Deb Barma, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

১। বিগত ১৯৭২ সনের ১লা জানুয়ারী ১৯৭৮ সনের ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত সদর মহকুমায় কয়টি গরু চুরি হয়ে বাংলাদেশে পাচার হয়েছে ? এবং

২। গরু চুরির ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, তাদের মোট কত টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। সরকারের নিকট নথিভুক্ত অভিযোগ অনুসারে উক্ত সময়ের মধ্যে ১০৭টি।

২। কাহাকেও কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই। কারণ একমাত্র গরুই যে পাচার হইতেছে তাহা নহে, অন্যান্য জিনিষও চুরি হয়ে পাচার হয়। সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যে সমস্ত পরিবার চুরির ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তাহাদের কথা বিবেচনা না করে একমাত্র গরু চুরির ফলে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে সাহায্য দান করা ঠিক হবে না।

Annexure—A

By :—Shri Gopal Chandra Das.

Starred question No. 141.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য সিটিজেনশীপ সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে ডি, এম, এস, ডি, ও অফিসে আইন কানুনের প্রশ্ন তোলে জনসাধারণ ও স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও; অযথা হয়রানি করা হচ্ছে ?

২) সত্য হইলে তাহা অবসানের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১) না, এইরূপ কোন ঘটনার বিষয় সরকার অবগত নহে।

২) প্রশ্নই উঠেনা।

ASSEMBLY STARRED QUESTION NO. 197 (ADMITTED NO. 146)

By—Shri Gopal Chandra Das, M.L.A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১) গত ১৬/২/৭৯ তারিখে আগরতলা শহরের কেন্দ্রস্থলে দু'দলের সংঘর্ষের ঘটনার এবং বোমা বাজীর কারন কি ?

২) এ ব্যাপারে কত জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ?

৩) গ্রেপ্তার কারীদের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা হয়েছে কি ?

৪) এই ঘটনা সম্পর্কে কোন তদন্ত হয়েছে কি ?

উত্তর

১) গত ১৬-২-৭৮ইং তারিখে বিদুরকর্ত্তা চৌমুহনীর যে ঘটনাটি ঘটিয়াছে তাহা দুই দল প্রতিদ্বন্দ্বী যুবকের মধ্যে একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা।

২) এই ঘটনায় ১২ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

৩) হ্যাঁ, তাহাদের বিরুদ্ধে দুইটি মামলা রুজু করা হয়।

৪) হ্যাঁ, পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার নিজে ঘটনাটির তদন্ত করেন।

Annexure—B

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 3

By Shri Drao Kumar Riang, M. L. A.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Appointment & Services Denartment be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের কোন কোন দপ্তরে কতজন কন্টিজেন্ট কর্মচারী আছেন, এবং

২) তাঁদের নিয়মিত করার ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১। বিভাগ ভিত্তিক কন্টিনজেন্ট কর্মচারীর সংখ্যা ৩১শে জানুয়ারী ১৯৭৮ ইং পর্যন্ত সঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া গেল।

২) কন্টিনজেন্ট কর্মচারীদের নিয়মিত করার ব্যাপারে সরকারের সমস্ত দপ্তরে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। উক্ত নির্দেশে ৩ (তিন) বৎসরের উর্দ্ধের কন্টিনজেন্ট কর্মচারীদের নিয়মিত করার যথাবিধি নির্দেশ দেওয়া আছে।

STATEMENT SHOWING THE CONTINGENT EMPLOYEES IN DIFFERENT DEPARTMENTS AS ON 31-1-78

Sl. No.	Name of Departments	Number of Contingent Employees		
		Class III	Class IV	Total
1	2	3	4	5
1.	Statistical Department	—	1	1
2.	Transport Department	3	—	3
3.	Public Works Department	—	1	1
4.	C. M. Secretariat	—	9	9
5.	Asstt. Transport Commissioner's Office	3	12	15
6.	District Magistrate & Collector (West)	15	108	123
7,	Office of the Executive Engineer, R.W.S. Division	—	1	1
8.	Directorate of Land Records & Settlement	16	6	22
9.	Secretariat Administration Department	11	66	77
10.	Directorate of Welfare for SC/S. T.	8	19	27
11.	Directorate of Fire Services	—	10	10
12.	Office of the District Registrar	—	5	5
13.	Office of the Commissioner of Taxes	8	5	13
14.	Directorate of Employment Services & Manpower Planning.	—	1	1
15.	Conservator of Forests	11	19	30
16.	Directorate of Food & Civil Supplies	14	27	41
17.	Directorate of Animal Husbandry	10	90	100
18.	Directorate of Health Services	—	111	111
19.	Directorate of Co-operation	9	11	20
20.	Planning & Coordination Department	1	—	1
21.	District Magistrate & Collector (North)	6	46	52
22.	Office of the Inspector General of Police	—	93	93
23.	Public Relations & Tourism	37	18	55
24.	Directorate of Panchayat Raj	6	24	30
25.	Education Department	238	822	1060
26.	Revenue Commissioner's Cell	4	4	8
27.	Sales Tax Organisation	8	5	13
28.	Department of Industries	35	121	156
29.	District Magistrate & Collector (South)	22	59	81
30.	Relief & Rehab. Department	1	3	4

Un-Starred Question No. 129.
(Admitted No. 17)

By :—Shri Matilal Sarkar, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased to state :—

QUESTION.

1. Is it a fact that Shri Kshetra Mohan Majumder, Agri. Assistant of Takarjala resident of Kanchanmala was taken to Jail Custoday in the Central Jail on 13. 1. 78.

2. If so why ?

ANSWER

Name of Minister ;—Shri Nripendra Chakraborty, Chief Minister.

1. It is not a fact that Shri Kshetra Mohan *Mazumdar, Agri. Asstt. of* Takarjala, resident of Kanchanmala was taken to Jail *custoday in the Central* Jail on 13.1.78. In fact he was prcduced by Shri Birendra Mazumder, a member of his family to O/C. Takarjala PS along with a written report and was taken into Police custody on 13.1.78.

2. Smti Sachi Rani Mazumder wife of Shri Kshetra Mohan Mazumder in a letter dated 21.1.78. addressed to Director of Agriculture had stated that her husband fell ill (mental disease) and gone out of control. Finding no other way she herself compelled to hand over her husband to police. Shri Girendra Mazumder a member of her family produced Shri Kshetra Mohan Mazumder in the Takerjala PS on 13.1.78 and submitted a written report to the O/C, Takarjala PS stating that Shri Mazumder was violent lunatic patient (could not be controlled by the members of his family) and had assaulte the member of his family. On this information O/C, TakarIala PS made G. D. Entry No. 670 dated 13.1.78 and took Shri Kshetra Mohan Mazumder in Police custody under section 15 of the Lunacy Act and forwarded him to court on 14.1.78. From Court he was remanded to Central Jail till 6.2.78. He was treated at Central Jail and was releassed on 7.2.78, after he was found to be normal.

Un-starred Question No. 194
(Admitted No. 22)

By :— Shri Gopal Ch. Das, MLA.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home Department be pleased state :—

১) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে কতটি খুন জখম হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর

১) মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল—

মহকুমার নাম—	খুন	আঘাত। আহত
সদর	১	২৭
খোয়াই	১	৭
সোনামুড়া	—	৩
উদয়পুর	—	৭
অমরপুর	২	৬
বিলোনিয়া সাব্রুম	—	৮
কৈলাসহর	১	৯
ধর্মনগর	১	ঐ
কমলপুর	১	৫
	৭	৮৩

Printed by
The Superintendent, Tripura Government Press,
Agartala.

TGPA—12-2-80—170.